আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

দ্বাদশ খণ্ড

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত)

দ্বাদশ খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

- ড. আহমদ আবূ মুলহিম
- ড. আলী নজীব আতাবী
- প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়েদ
- প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
- প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (দ্বাদশ খণ্ড)
মূল : আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
[ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫০৪

ইফা অনুবাদ ও সংকলন : ৩৯৭
ইফা প্রকাশনা : ২৮৪৩
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 978-984-06-1638-3

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৮
ভাদ্র ১৪২৫
যিলহজ্জ ১৪৩৯

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১১৯১

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বোরহান উদ্দিন মোঃ আবু আহসান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ২৯০.০০ (দুইশত নব্বই) টাকা

AL-BIDAYA WAN-NIHAYA, 12th VOLUME (Islamic History : First to Last—12th Volume): Written by Abul Fida Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of Editorial Board of Al-Bidaya Wan-Nihaya and published by Dr. Syed Amran, Project Director, Islamic Books Publication Project-2nd Phase, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181191 August 2018

E-mail : ifapublicationproject@gmail.com
Website : www. islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk 290.00 ; US Dollar : 12.00

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ-কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বৃহৎ গ্রন্থটি ১৪টি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) তাঁর এই গ্রন্থকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবিঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্‌ন কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাসউদী ও ইব্‌ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের দ্বাদশ খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগসহ গ্রন্থটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ প্রয়াসকে কবূল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা হাফিজ ইব্ন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্যে গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ ইতিহাস গ্রন্থটির সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে দ্বাদশ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায় ওয়ান-নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত'।

এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা বোরহান উদ্দিন, মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী, মাওলানা আবু তাহের ও মাওলানা মুহিউদ্দীন আর সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক। প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব ফতেহ আলী আযাদ। গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা গ্রন্থটি নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি। তবুও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন! আমীন

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদক মণ্ডলী

- মাওলানা বোরহান উদ্দিন
- মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন
- মাওলানা আবু তাহের
- মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
- মাওলানা মহিউদ্দীন

সম্পাদকবৃন্দ

- অধ্যাপক আবদুল মালেক
- ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক

সূচিপত্র

হিজরী তিনশ সাতাশি (৩৮৭) সাল ১
হিজরী তিনশ আটাশি (৩৮৮) সাল ৭
হিজরী তিনশ ঊননব্বই (৩৮৯) সাল ৯
হিজরী তিনশ নব্বই (৩৯০) সাল ১১
হিজরী তিনশ একানব্বই (৩৯১) সাল ১৫
হিজরী তিনশ বিরানব্বই (৩৯২) সাল ১৮
হিজরী তিনশ তিরানব্বই (৩৯৩) সাল ২২
হিজরী তিনশ চুরানব্বই (৩৯৪) সাল ২৪
হিজরী তিনশ পঁচানব্বই (৩৯৫) সাল ২৬
হিজরী তিনশ ছিয়ানব্বই (৩৯৬) সাল ২৮
হিজরী তিনশ সাতানব্বই (৩৯৭) সাল ৩০
হিজরী তিনশ আটানব্বই (৩৯৮) সাল ৩৩
হিজরী তিনশ নিরানব্বই (৩৯৯) সাল ৩৭
হিজরী চারশ (৪০০) সাল ৪০
হিজরী চারশ এক (৪০১) সাল ৪২
হিজরী চারশ দুই (৪০২) সাল ৪৫
হিজরী চারশ তিন (৪০৩) সাল ৪৯
হিজরী চারশ চার (৪০৪) সাল ৫৬
হিজরী চারশ পাঁচ (৪০৫) সাল ৫৮
হিজরী চারশ ছয় (৪০৬) সাল ৬৪
হিজরী চারশ সাত (৪০৭) সাল ৬৯
হিজরী চারশ আট (৪০৮) সাল ৭১
হিজরী চারশ নয় (৪০৯) সাল ৭২
হিজরী চারশ দশ (৪১০) সাল ৭৫
হিজরী চারশ এগার (৪১১) সাল ৭৬
হিজরী চারশ বার (৪১২) সাল ৮০
হিজরী চারশ তের (৪১৩) সাল ৮৫
হিজরী চারশ চৌদ্দ (৪১৪) সাল ৮৯
হিজরী চারশ পনের (৪১৫) সাল ৯১
হিজরী চারশ ষোল (৪১৬) সাল ৯৪
হিজরী চারশ সতের (৪১৭) সাল ৯৭
হিজরী চারশ আঠার (৪১৮) সাল ১০০
হিজরী চারশ ঊনিশ (৪১৯) সাল ১০৪
হিজরী চারশ কুড়ি (৪২০) সাল ১০৭
হিজরী চারশ একুশ (৪২১) সাল ১০৯
হিজরী চারশ বাইশ (৪২২) সাল ১১৬
হিজরী চারশ তেইশ (৪২৩) সাল ১২০
হিজরী চারশ চব্বিশ (৪২৪) সাল ১২৩
হিজরী চারশ পঁচিশ (৪২৫) সাল ১২৪
হিজরী চারশ ছাব্বিশ (৪২৬) সাল ১২৮
হিজরী চারশ সাতাশ (৪২৭) সাল ১৩১
হিজরী চারশ আটাশ (৪২৮) সাল ১৩২
হিজরী চারশ ঊনত্রিশ (৪২৯) সাল ১৩৯
হিজরী চারশ ত্রিশ (৪৩০) সাল ১৪১
হিজরী চারশ একত্রিশ (৪৩১) সাল ১৪৬
হিজরী চারশ বত্রিশ (৪৩২) সাল ১৪৭
হিজরী চারশ তেত্রিশ (৪৩৩) সাল ১৫০
হিজরী চারশ চৌত্রিশ (৪৩৪) সাল ১৫২
হিজরী চারশ পঁয়ত্রিশ (৪৩৫) সাল ১৫৩
হিজরী চারশ ছত্রিশ (৪৩৬) সাল ১৫৫
হিজরী চারশ সাইত্রিশ (৪৩৭) সাল ১৫৮
হিজরী চারশ আটত্রিশ (৪৩৮) সাল ১৬০
হিজরী চারশ ঊনচল্লিশ (৪৩৯) সাল ১৬১
হিজরী চারশ চল্লিশ (৪৪০) সাল ১৬৫
হিজরী চারশ একচল্লিশ (৪৪১) ১৬৭
হিজরী চারশ বিয়াল্লিশ (৪৪২) সাল ১৭২
হিজরী চারশ তেতাল্লিশ (৪৪৩) সাল ১৭৪
হিজরী চারশ চুয়াল্লিশ (৪৪৪) সাল ১৭৬
হিজরী চারশ পঁয়তাল্লিশ (৪৪৫) সাল ১৭৮
হিজরী চারশ ছেচল্লিশ (৪৪৬) সাল ১৮০
হিজরী চারশ সাতচল্লিশ (৪৪৭) সাল ১৮১
হিজরী চারশ আটচল্লিশ (৪৪৮) সাল ১৮৪
হিজরী চারশ ঊনপঞ্চাশ (৪৪৯) সাল ১৯০
হিজরী চারশ পঞ্চাশ (৪৫০) সাল ২০২
হিজরী চারশ একান্ন (৪৫১) সাল ২০৯
হিজরী চারশ বায়ান্ন (৪৫২) সাল ২১৭
হিজরী চারশ তেপান্ন (৪৫৩) সাল ২১৮
হিজরী চারশ চুয়ান্ন (৪৫৪) সাল ২২১
হিজরী চারশ পঞ্চান্ন (৪৫৫) সাল ২২২
হিজরী চারশ ছাপ্পান্ন (৪৫৬) সাল ২২৬
হিজরী চারশ সাতান্ন (৪৫৭) সাল ২২৯
হিজরী চারশ আটান্ন (৪৫৮) সাল ২৩১
হিজরী চারশ ঊনষাট (৪৫৯) সাল ২৩৫
হিজরী চারশ ষাট (৪৬০) সাল ২৩৬

হিজরী চারশ একষট্টি (৪৬১) সাল	২৩৮
হিজরী চারশ বাষট্টি (৪৬২) সাল	২৪০
হিজরী চারশ তেষট্টি (৪৬৩) সাল	২৪৪
হিজরী চারশ চৌষট্টি (৪৬৪) সাল	২৫৩
হিজরী চারশ পঁয়ষট্টি (৪৬৫) সাল	২৫৪
হিজরী চারশ ছেষট্টি (৪৬৬) সাল	২৬০
হিজরী চারশ সাতষট্টি (৪৬৭) সাল	২৬২
হিজরী চারশ আটষট্টি (৪৬৮) সাল	২৬৭
হিজরী চারশ ঊনসত্তর (৪৬৯) সাল	২৭০
হিজরী চারশ সত্তর (৪৭০) সাল	২৭৫
হিজরী চারশ একাত্তর (৪৭১) সাল	২৭৯
হিজরী চারশ বাহাত্তর (৪৭২) সাল	২৮০
হিজরী চারশ তিহাত্তর (৪৭৩) সাল	২৮২
হিজরী চারশ চুয়াত্তর (৪৭৪) সাল	২৮৪
হিজরী চারশ পঁচাত্তর (৪৭৫) সাল	২৮৬
হিজরী চারশ ছিয়াত্তর (৪৭৬) সাল	২৮৮
হিজরী চারশ সাতাত্তর (৪৭৭) সাল	২৯১
হিজরী চারশ আটাত্তর (৪৭৮) সাল	২৯৩
হিজরী চারশ ঊনআশি (৪৭৯) সাল	২৯৯
হিজরী চারশ আশি (৪৮০) সাল	৩০৩
হিজরী চারশ একাশি (৪৮১) সাল	৩০৭
হিজরী চারশ বিরাশী (৪৮২) সাল	৩০৮
হিজরী চারশ তিরাশী (৪৮৩) সাল	৩১০
হিজরী চারশ চুরাশি (৪৮৪) সাল	৩১১
হিজরী চারশ পঁচাশি (৪৮৫) সাল	৩১৪
হিজরী চারশ ছিয়াশী (৪৮৬) সাল	৩২৫
হিজরী চারশ সাতাশি (৪৮৭) সাল	৩২৮
হিজরী চারশ আটাশি (৪৮৮) সাল	৩৩২
হিজরী চারশ ঊননব্বই (৪৮৯) সাল	৩৩৯
হিজরী চারশ নব্বই (৪৯০) সাল	৩৪৩
হিজরী চারশ একানব্বই (৪৯১) সাল	৩৪৪
হিজরী চারশ বিরানব্বই (৪৯২) সাল	৩৪৬
হিজরী চারশ তিরানব্বই (৪৯৩) সাল	৩৪৯
হিজরী চারশ চুরানব্বই (৪৯৪) সাল	৩৫২
হিজরী চারশ পঁচানব্বই (৪৯৫) সাল	৩৫৬
হিজরী চারশ ছিয়ানব্বই (৪৯৬) সাল	৩৫৭
হিজরী চারশ সাতানব্বই (৪৯৭) সাল	৩৫৯
হিজরী চারশ আটানব্বই (৪৯৮) সাল	৩৬০
হিজরী চারশ নিরানব্বই (৪৯৯) সাল	৩৬২
হিজরী পাঁচশ (৫০০) সাল	৩৬৩
হিজরী পাঁচশ এক (৫০১) সাল	৩৬৮
হিজরী পাঁচশ দুই (৫০২) সাল	৩৭০
হিজরী পাঁচশ তিন (৫০৩) সাল	৩৭১
হিজরী পাঁচশ চার (৫০৪) সাল	৩৭৩
হিজরী পাঁচশ পাঁচ (৫০৫) সাল	৩৭৫
হিজরী পাঁচশ ছয় (৫০৬) সাল	৩৭৭
হিজরী পাঁচশ সাত (৫০৭) সাল	৩৭৯
হিজরী পাঁচশ আট (৫০৮) সাল	৩৮৪
হিজরী পাঁচশ নয় (৫০৯) সাল	৩৮৫
হিজরী পাঁচশ দশ (৫১০) সাল	৩৮৬
হিজরী পাঁচশ এগার (৫১১) সাল	৩৮৮
হিজরী পাঁচশ বার (৫১২) সাল	৩৯১
হিজরী পাঁচশ তের (৫১৩) সাল	৩৯৫
হিজরী পাঁচশ চৌদ্দ (৫১৪) সাল	৩৯৭
হিজরী পাঁচশ পনের (৫১৫) সাল	৪০১
হিজরী পাঁচশ ষোল (৫১৬) সাল	৪০৫
হিজরী পাঁচশ সতের (৫১৭) সাল	৪১০
হিজরী পাঁচশ আঠার (৫১৮) সাল	৪১২
হিজরী পাঁচশ উনিশ (৫১৯) সাল	৪১৩
হিজরী পাঁচশ কুড়ি (৫২০) সাল	৪১৫
হিজরী পাঁচশ একুশ (৫২১) সাল	৪১৭
হিজরী পাঁচশ বাইশ (৫২২) সাল	৪২০
হিজরী পাঁচশ তেইশ (৫২৩) সাল	৪২২
হিজরী পাঁচশ চব্বিশ (৫২৪) সাল	৪২৪
হিজরী পাঁচশ পঁচিশ (৫২৫) সাল	৪২৬
হিজরী পাঁচশ ছাব্বিশ (৫২৬) সাল	৪২৯
হিজরী পাঁচশ সাতাশ (৫২৭) সাল	৪৩১
হিজরী পাঁচশ আটাশ (৫২৮) সাল	৪৩৪
হিজরী পাঁচশ ঊনত্রিশ (৫২৯) সাল	৪৩৬
হিজরী পাঁচশ ত্রিশ (৫৩০) সাল	৪৪০
হিজরী পাঁচশ একত্রিশ (৫৩১) সাল	৪৪৩
হিজরী পাঁচশ বত্রিশ (৫৩২) সাল	৪৪৪
হিজরী পাঁচশ তেত্রিশ (৫৩৩) সাল	৪৪৯
হিজরী পাঁচশ চৌত্রিশ (৫৩৪) সাল	৪৫৩
হিজরী পাঁচশ পঁয়ত্রিশ (৫৩৫) সাল	৪৫৩
হিজরী পাঁচশ ছত্রিশ (৫৩৬) সাল	৪৫৫
হিজরী পাঁচশ সাঁইত্রিশ (৫৩৭) সাল	৪৫৬
হিজরী পাঁচশ আটত্রিশ (৫৩৮) সাল	৪৫৬

হিজরী পাঁচশ উনচল্লিশ (৫৩৯) সাল ৪৫৭
হিজরী পাঁচশ চল্লিশ (৫৪০) সাল ৪৫৮
হিজরী পাঁচশ একচল্লিশ (৫৪১) সাল ৪৬০
হিজরী পাঁচশ বিয়াল্লিশ (৫৪২) সাল ৪৬৩
হিজরী পাঁচশ তেতাল্লিশ (৫৪৩) সাল ৪৬৪
হিজরী পাঁচশ চুয়াল্লিশ (৫৪৪) সাল ৪৬৭
হিজরী পাঁচশ পঁয়তাল্লিশ (৫৪৫) সাল ৪৭১
হিজরী পাঁচশ ছেচল্লিশ (৫৪৬) সাল ৪৭৩
হিজরী পাঁচশ সাতচল্লিশ (৫৪৭) সাল ৪৭০
হিজরী পাঁচশ আটচল্লিশ (৫৪৮) সাল ৪৭৬
হিজরী পাঁচশ উনপঞ্চাশ (৫৪৯) সাল ৪৭৭
হিজরী পাঁচশ পঞ্চাশ (৫৫০) সাল ৪৭৯
হিজরী পাঁচশ একান্ন (৫৫১) সাল ৪৮১
হিজরী পাঁচশ বায়ান্ন (৫৫২) সাল ৪৮৪
হিজরী পাঁচশ তেপ্পান্ন (৫৫৩) সাল ৪৮৭
হিজরী পাঁচশ চুয়ান্ন (৫৫৪) সাল ৪৮৯
হিজরী পাঁচশ পঞ্চান্ন (৫৫৫) সাল ৪৯১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হিজরী তিনশ সাতাশি (৩৮৭) সাল

এই বছর ফখরুদ্দৌলাহ আবুল হাসান আলী ইবন রুকনুদ্‌দৌলাহ ইবন বুওয়ায়হ ইনতিকাল করেন। তদীয় পুত্র রুস্তমকে তার স্থলে সিংহাসনে বসান হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। তার পিতার একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, প্রজা-শাসন ও রাজ্য পরিচালনার কাজ চালিয়ে যান।

এ বছর যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ইনতিকাল হয়, তাদের মধ্যে আবূ আহমাদ আল-আসকারী আল-লুগাবী (ভাষাতত্ত্ববিদ) অন্যতম।

আল-হাসান ইবন আবদুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম : আল-হাসান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন আহমাদ আল-আসকারী আল-লুগাবী। ভাষাতত্ত্বে ও রচনাকর্মে তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। 'আল-মুফীদ ফিল-লুগাত' তাঁর অন্যতম সেরা গ্রন্থ। কথিত আছে যে, তিনি মু'তাযিলী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আসকারী যে নগরীতে বসবাস করতেন, সে নগরীতে একদা সাহিব ইবন আব্বাদ ও ফখরুদ্‌দৌলা আগমন করেন। আসকারীর তখন বৃদ্ধকাল। সাহিব ইবন 'আব্বাদ একটি চিরকুটে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো লিখে আসকারীর নিকট প্রেরণ করেন :

وَلَمَّا اَبَيْتُمْ اَنْ تَزُوْرُوْا وَقُلْتُمْ – ضَعُفْنَا فَمَا تَقْوٰى عَلَى الْوَخْدَانِ
اَتَيْنَاكُمْ مِنْ بُعْدَ اَرْضَ نَزُوْرُكُمْ – فَكَمْ مِنْ مَنْزِلٍ بِكْرٍ لَنَا وَعَوَانٍ
نُنَاشِدُكُمْ هَلْ مَنْ تَرى لِنُزِيْلِكُمْ – بِطُوْلِ جَوَارٍ لاَ يُمِلَ جِفَانِ
تَضَمَّنَتْ بِنْتُ ابْنُ الرَّشِيْدُ كَاَنَّمَا – تَعْمُدْ تَشْبَهِيْ بِهِ وَعَنَانِيْ
اَهَمَّ بِاَمْرِ الْحَزْمِ لاَ اَسْتَطِيْعُهُ – وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الْعِيْرِ وَالنَّزَوَانِ

"আর তোমরা যখন সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানালে এবং বলে দিলে যে, আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি, সফর করতে সক্ষম নই। তখন বহু দূর-দূরান্ত পথ মাড়িয়ে আমরাই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

"আমরা শপথ করে তোমাদেরকে বলতে চাই, দীর্ঘ প্রতিবেশীর দাবীতে তোমাদের মনযিলে আতিথেয়তার ব্যবস্থা হবে কি? পেয়ালা ভর্তি খাদ্যের কোন দাবী নেই।

"ফলে আমি ইবনুর রশীদের কবিতা এর সাথে জুড়ে দিয়েছি। মনে হয় যেন সে আমাকে তার সাথে মর্যাদায় একইভাবে তুলনা করতে চায়।

"তারা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা কাটিয়ে উঠতে আমি সক্ষম নই। কেননা অগ্রগামী কাফেলা ও সফর-পথের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।"

চিরকুটে লেখা পঙক্তিগুলো পড়ার পর তিনি তার বাহন খচ্চরের উপর চড়ে সাহিব ইবন আব্বাদের নিকট আসেন। সেখানে তাকে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে একটি তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করতে দেখেন। তখন নিকটস্থ একটি টীলার উপরে আরোহণ করে তিনি উচ্চ আওয়াজে বলেন :

مَالِيْ أَرَى الْقُبَّةَ الْفَيْحَاءَ مُقْفَلَةً – دُوْنِيْ وَقَدْ طَالَ مَا اسْتَفْتَحْتُ مُقْفَلَهَا

كَأَنَّهَا جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مُعْرِضَةً – وَلَيْسَ لِيْ عَمَلُ زَاكٍ فَادْخُلُهَا

"কি ব্যাপার! আমার সম্মুখে জাঁকাল প্রশস্ত অথচ তালাবদ্ধ তাঁবু দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করেও আমি এর তালা খুলতে পারলাম না। এ যেন বিশাল জান্নাতুল ফিরদাউস, এখানে প্রবেশ করার মত কোন উত্তম আমল আমার নেই।"

সাহিব ইবন আব্বাদ যখন তার এ আওয়াজ শুনতে পেলেন তখন তাকে ডেকে বললেন : হে আবূ আহমাদ! ভিতরে আসুন। আপনিই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করার পর সাহিব ইবন আব্বাদ তাঁর সাথে খুবই সৌজন্যমূলক আচরণ করেন। হাসান ইবন আবদুল্লাহ এ বছর ইয়াওমুত তারবিয়া অর্থাৎ ৮ই যিলহাজ্জ ইনতিকাল করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন : হাসান ইবন আবদুল্লাহ আল-লুগাবী ২৯৩ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮২ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের সাত তারিখ শুক্রবার ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ পরিচয় : আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ ইবন মিহরান আবুল কাসিম আশ-শাইর। তিনি ইবনুস ছাল্লাজ (বরফওয়ালার সন্তান) নামে খ্যাত। এ নামের কারণ, একদা তার পিতামহ জনৈক খলীফার নিকট কিছু বরফ হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন। এতে খলীফা তার প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন। এরপর থেকে খলীফার দরবারে তিনি 'ছাল্লাজ' বা বরফওয়ালা নামে পরিচিত হন। এই আবুল কাসিম ইমাম বাগাবী, ইবনুস সায়িদ ও আবূ দাঊদ থেকেও হাদীস শোনেন এবং তানূখী, আযহারী, আকীকী প্রমুখ হাফিযে হাদীস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসবেত্তাগণ তাকে মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। অভিযোগকারীদের মধ্যে দারাকুতনী অন্যতম। তারা বলেন, তিনি হাদীসের সনদ নিজ থেকে বানিয়ে নিতেন এবং মনগড়া কোন হাদীস সেই রাবীদের নামে চালিয়ে দিতেন। এ সালে রবিউল আউয়াল মাসে তিনি আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন।

ইবন যাওলাক

তাঁর পূর্ণাঙ্গ বংশ পরিচয় : আল-হাসান ইবন ইবরাহীম ইবন হুসায়ন ইবন হাসান ইবন আলী ইবন খুলদ ইবন রাশিদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন সুলায়মান ইবন যাওলাক আবূ মুহাম্মাদ আল-মিসরী আল-হাফিয। তিনি মিসরের কাযীদের সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত এর মাধ্যমে তিনি আবূ উমর মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন ইয়াকূব আল-কিন্দীর ২৪৬ সাল পর্যন্ত লেখা কিতাবের পরিশিষ্ট রচনা করেন। ইবন যাওলাকের পরিশিষ্ট গ্রন্থ ছিল কাযী বাক্কার-এর সময়কাল থেকে ৩৮৬ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিচারকদের নিয়ে লেখা। তখন ছিল ফাতিমী শাসনমালের কাযী মুহাম্মাদ ইবন নু'মানের যুগ। তিনি 'আল-বালাগ' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি কাযী বাকিল্লানীর মতামত খন্ডনে প্রবৃত্ত হন। বাকিল্লানী ছিলেন আবদুল আযীয ইবন নু'মানের ভ্রাতা। ইবন যাওলাক এ বছর যিলকা'দ মাসের শেষের দিকে একাশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

ইবন বাত্তা উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ পরিচয় : ইবন বাত্তা উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামরান আবূ আবদুল্লাহ আল-আকবারী। ইবন বাত্তা নামেই তিনি খ্যাত। হাম্বলী মাযহাবের আলিমদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তিনি বাগাবী, আবূ বকর নিশাপুরী, ইবন সায়্যিদসহ বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য মনীষী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। অন্যদিকে একদল হাফিযে হাদীস তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করে বর্ণনা করেন। এঁদের মধ্যে আবুল ফাতাহ ইবন আবুল ফাওয়ারিস, আযজী ও বারমাকী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু সংখ্যক ইমাম তাঁর প্রশংসায় অনেক কথা বলেছেন। যারা সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দান করেন, তারমধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর সমসাময়িক জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! বিভিন্ন প্রকার মাযহাবকে ঘিরে আমার মধ্যে অস্থিরতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। আমি এ থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? উত্তর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি আবূ আবদুল্লাহ ইবন বাত্তাকে আঁকড়ে ধরে থাক। এরপর ঘুম থেকে জেগে প্রত্যূষে যখন স্বপ্নের এ সুসংবাদ তিনি ইবন বাত্তাকে জানাতে গেলেন, তখন তাঁকে দেখেই তিনি মুচকি হাসলেন এবং স্বপ্নের ঘটনা তাঁকে বলার আগেই তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন সত্যই বলেছেন। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

খতীবে বাগদাদী ইবন বাত্তার সমালোচনা করেছেন এবং সনদের ব্যাপারে তাঁকে কিছু দোষে অভিযুক্ত করেছেন। কারণ, ইবন বাত্তা সনদের ত্রুটি সম্পর্কে খতীবের উস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ ইবন আলী আল-আসাদী যিনি ইবন বুরহান লুগাবী নামে খ্যাত, তার সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে ইবন জাওযী ইবন বাত্তার সাহায্যার্থে ও খতীবের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্যে, উপরন্তু তাকে উল্টো দোষারোপ করার জন্যে এগিয়ে আসেন। কারণ তার কতিপয় উস্তাদের মধ্যে সমালোচনার বিষয়বস্তু বিদ্যমান ছিল। তিনি আবুল ওয়াফা ইবন আকীলের

উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইবন বুরহান মুরজিয়া মু'তাযিলীদের এই মত সমর্থন করতেন যে, "কাফিররা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে না।" তাদের এ মতবাদ এ জন্যে হয়েছে যে, চিরস্থায়ী জাহান্নামী করা চরম নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। অথচ আল্লাহ্ নিজেকে গাফূরুর রাহীম, আরহামুর রাহিমীন (মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) বলে অভিহিত করেছেন। চিরস্থায়ী জাহান্নামী করা হলে এসব গুণবাচক নামের কোন অর্থ হয় না। এরপর ইবন আকীল বিস্তারিতভাবে ইবন বুরহানের এ মতবাদ খণ্ডন করেন। ইবন জাওযী বলেন, এ জাতীয় লোকের সমালোচনা কিভাবে গ্রহণ করা যায়। এরপর ইবন জাওযী তাঁর সনদে ইবন বাত্তা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বাগাবী থেকে এ মূলনীতি শুনেছেন যে اَلْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ مِّنَ النَّافِيْ অর্থাৎ 'হাঁ সাব্যস্তকারীর মর্যাদা না সাব্যস্তকারীর থেকে আগে হয়।' খতীব বলেন : আমার নিকট আবদুল ওয়াহিদ ইবন বুরহান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবন আবুল ফাওয়ারিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবন বাত্তা থেকে, তিনি বাগাবী থেকে, তিনি আবূ মুসআব থেকে. তিনি মালিক থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ "বিশেষ ধরনের জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।" খতীব বলেন, মালিকের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ হাদীস বাতিল হয়ে যায় এবং বর্ণনার ত্রুটি ইবন বাত্তার উপর বর্তায়। ইবন জাওযী বলেন, এ অভিযোগের উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায়। (এক) খতীব এ হাদীস ইবন বুরহানের লেখা থেকে পেয়েছেন। ইবন বাত্তার সনদের কোন ত্রুটি খতীব বর্ণনা করতে পারেননি। তিনি আমার উস্তাদ। আমি প্রথম জীবনে তাঁর থেকে ইলম অর্জন করেছি। (দুই) ইবন বুরহান ইজমার বিরোধিতা করে প্রথমেই সমালোচিত হয়েছেন। এরপরে ঐ লোক সম্পর্কে তার মন্তব্য কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যার সম্পর্কে (ইবন বাত্তা) শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ বলেছেন যে, তিনি একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী লোক, আল্লাহ্র কাছে তিনি যে দু'আ করেন তা কবূল হয়ে থাকে।

আলী ইবন আবদুল আযীয ইবন মুদরিক

তিনি আবুল হাসান আল-বায়দা'ঈ নামে পরিচিত। আবূ হাতিম ও অন্যদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে মুখ ফিরিয়ে আখিরাতমুখী হয়ে যান। সর্বক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেন এবং সালাত ও ইবাদতে মশগুল থেকে সময় কাটাতেন।

ফখরুদ্দৌলাহ্ ইবন বুওয়ায়হ্

পূর্ণ নাম : আলী ইবন রুকনুদ্দৌলাহ্হ্ আবূ আলী আল-হাসান ইবন বুওয়ায়হ্ আদ-দায়লামী। তিনি ছিলেন রায় এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাদশাহ। তদীয় ভ্রাতা মুওয়ায়ইদুদ-দৌলা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন মন্ত্রী ইবন আব্বাদ তাকে দ্রুত চলে আসার জন্য চিঠি পাঠান। রাজধানীতে চলে আসার পর তাকে পরবর্তী বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। বাদশাহও ইবন আব্বাদকে তাঁর পূর্ব পদে উযীর হিসেবে নিযুক্ত করেন। ফখরুদদৌলাহ্ মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এর মধ্যে তার রাজত্বকাল ছিল তের বছর দশ মাস সতের দিন।

মৃত্যুকালে তিনি অঢেল সম্পদ রেখে যান। তার রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যে স্বর্ণ ছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ দীনার। মণি-মুক্তা ও হিরক খন্ড ছিল প্রায় পনের হাজার। যার মূল্য ছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ দীনার স্বর্ণের সমান। এ ছাড়া স্বর্ণের অন্যান্য বাসন ও পানপাত্র ছিল প্রচুর। যার পরিমাণ হবে প্রায় দশ লক্ষ দীনারের সমান। আর রৌপ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ দিরহামের সমান। এর সবগুলোই ছিল বিভিন্ন রকমের বাসন, পেয়ালা ও পানপাত্র। পোশাক ও কাপড়-চোপড় যা ছিল তা ছিল তিন হাজার উটের বোঝা। অস্ত্র-শস্ত্র ছিল এক হাজার উটের বোঝা। বিছানাপত্র ছিল এক হাজার পাঁচশ উটের বোঝা। আর রাজা-বাদশাহদের ব্যবহার-উপযোগী ভোগ্য-সামগ্রী ছিল এত প্রচুর যা গণনা করে শেষ করা যায় না। এতো কিছু থাকার পরও মৃত্যু রজনীতে তার নিকট এসব সম্পদের কিছুই পৌঁছেনি। কাফন পরিধান করাবার জন্য মসজিদে অবস্থানকারীদের থেকে প্রাপ্ত একখন্ড কাপড় ব্যতীত আর কিছুই তার ভাগ্যে জোটেনি। রাজ্যের কর্মকর্তাগণ মৃত রাজাকে ফেলে রেখে রাজ্যের শৃংখলার প্রতি মনোনিবেশ করে। শেষে তদীয় পুত্র রুস্তমকে সিংহাসনে বাসিয়ে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হয়। এদিকে মৃত রাজার লাশ দাফনে বিলম্ব হওয়ায় লাশে পচন ধরে ও চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে লাশের নিকট যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। অবশেষে তারা তাকে একটা রশিতে বেঁধে দুর্গের সড়কের উপর রেখে দেয়। এখানেই সে ছিন্নভিন্ন হয়ে বিলীন হয়ে যায়। এটা ছিল তার কর্মের যথোপযুক্ত প্রতিদান।

ইবন সামঊন আল-ওয়ায়িয

পূর্ণ পরিচয় : মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইসমাঈল আবুল হুসায়ন সামঊন আল-ওয়ায়িয। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও বিদ্বান ব্যক্তি। প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন বিধায় লোকজন তাকে 'আন-নাতিক বিল হিকমা' উপাধি দিয়েছিল। আবূ বকর ইবন দাঊদ ও তাঁর স্তরের অন্য আলিমদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। বক্তৃতাদানে ছিলেন অত্যন্ত পরদর্শী এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ছিলেন অতি বিচক্ষণ। বিভিন্ন সময়ে অনেক কারামত ও অলৌকক ঘটনা তাঁর থেকে প্রকাশ পায়। যেমন একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওয়ায করছিলেন। ঐ মজলিসে আবুল ফাতহ ইবনুল ফাওয়ারিস নামে সর্বজন পরিচিত ও নেককার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সাথে সাথে ইবন সামঊনও ওয়ায করা বন্ধ করে দেন। ইবনুল ফাওয়ারিস যতক্ষণ তন্দ্রামগ্ন ছিলেন ততক্ষণ ইবন সামউনের ওয়াযও বন্ধ ছিল। এরপর যখন ইবনুল ফাওয়ারিস জাগ্রত হলেন, তখন ইবন সামঊন তাঁকে বললেন : তোমার এ তন্দ্রার মধ্যে তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছ? ইবনুল ফাওয়ারিস বললেন, জি, হাঁ। ইবন সামঊন বললেন, এ কারণেই আমি ওয়ায বন্ধ রেখেছি, যাতে তোমার স্বপ্ন দেখায় বিঘ্ন না ঘটে।

তাঁর অলৌকক ঘটনার মধ্যে আরেকটি হল, এক ব্যক্তির একটি কন্যা সন্তান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। লোকটি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলছেন, তুমি ইবন সামউনের নিকট যাও এবং তাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে এসো। সে তোমার কন্যার জন্য দু'আ করলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে রোগমুক্ত হয়ে যাবে। পরদিন সকাল

হওয়ামাত্র লোকটি ইবন সামঊনের নিকট চলে যায়। কোনকিছু বলার আগেই তাকে দেখামাত্র তিনি উঠে কাপড় পরিধান করে প্রস্তুতি নিয়ে লোকটিকে সাথে করে বেরিয়ে পড়লেন। লোকটি ভাবলো, তিনি হয়ত কোন ওয়ায মাহফিলে যাচ্ছেন, এ অবস্থায় সে মনে মনে চিন্তা করলো যে, পথিমধ্যে আমি তাকে আমার বিষয়টি খুলে বলব। কিন্তু ইবন সামঊন লোকটির বাড়ির নিকট গিয়ে নিজ উদ্যোগে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। তখন লোকটি তার ব্যাধিগ্রস্ত কন্যাটিকে তার নিকট হাযির করলো। ইবন সামঊন তার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে ফিরে আসলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

এ সম্পর্কে আর একটি ঘটনা : একবার খলীফা আত-তায়ি লিল্লাহ্ ইবন সামঊনের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে নিজ দরবারে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে লোক পাঠান। ইবন সামঊনের ব্যাপারে খলীফার ক্রোধের কারণে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। খলীফার দরবারে হাযির হয়েই তিনি ওয়ায করা শুরু করেন। ওয়াযের মধ্যে আলী ইবন আবূ তালিবের উক্তি উদ্ধৃতি বেশি বেশি দেন। ওয়ায শ্রবণ করে খলীফা কেঁদে ফেলেন। এমনকি তাঁর কান্নায় গোঙ্গানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এরপর ইবন সামঊন খলীফার দরবার থেকে সসম্মানে বিদায় নেন। অতঃপর খলীফাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইবন সামঊনের উপর আপনাকে সন্তুষ্ট দেখা যাচ্ছে; অথচ আপনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে দরবারে ডেকেছিলেন, এর কারণ কী? জবাবে খলীফা বললেন, আমি শুনেছিলাম ইবন সামঊন আলী (রা)-এর মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করেন। তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ডেকেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে তিনি আলী (রা) সম্পর্কে যথেষ্ট ভাল আলোচনা রেখেছেন। তাতে আমি বুঝলাম, তিনি আলীর সমর্থক। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আমার মনে যে ধারণা জন্মেছিল তা অপসারিত হয়ে গেছে।

তাঁর অলৌকিক ঘটনার মধ্যে আরও একটি ঘটনা নিম্নরূপ : ইবন সামঊনের সময়কালে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বসে আছেন। তাঁর পাশে বসে ঈসা ইবন মারইয়াম (আ) বলছেন : আমার উম্মতের মধ্যে কি অসংখ্য আলিম-উলামা (আহবার) জন্মলাভ করেনি? আমার উম্মতের মধ্যে কি বহু পাদ্রী (আসহাবুস্-সাওয়ামি')-এর আগমন ঘটেনি? তিনি যখন নিজ উম্মতের এসব গৌরব বর্ণনা করছিলেন, তখন ইবন সামঊন সেখানে যেয়ে উপস্থিত হন। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) ঈসা (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন : আপনার উম্মতের মধ্যে এর সমকক্ষ কেউ আছে কি? তখন ঈসা (আ) নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

ইবন সামঊন তিনশ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনশ সাতাশি সালের যিলকাদ মাসের চৌদ্দ তারিখ বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন। তাকে তার নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়। ইবনুল জাওযী বলেন, দাফনের দু'বছর পর তাঁর লাশ কবর থেকে উত্তোলন করে আহমাদ ইবন হাম্বলের গোরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়। অথচ তাঁর কাফনের কাপড় সামান্যতম নষ্ট হয়নি। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

সর্বশেষ সামানী বাদশাহ নূহ ইবন মানসূর

পূর্ণ পরিচয় : নূহ্ ইবন মানসূর ইবন নূহ ইবন নসর ইবন আহমাদ ইবন ইসমাঈল আবুল

কাসিম আস-সামানী। তিনি খুরাসান, গজনী ও মাওয়ারাউন নাহারের বাদশাহ ছিলেন। তের বছর বয়সে তিনি রাজ্যের ক্ষমতাভার গ্রহণ করেন এবং একুশ বছর নয় মাস যাবত নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষমতার মসনদে বহাল থাকেন। এরপর তাঁর ঘনিষ্ঠ অমাত্যবর্গ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুৎ করে এবং তদস্থলে তারই ভাই আবদুল মালিককে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেয়। এরপর মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন আক্রমণ করে তাদের রাজ্য দখল করে নেন। সামানীরা মোট একশ ষাট বছর রাজ্য শাসন করে এবং তিনশ সাতাশি সালে তাদের পতন ঘটে। আসল কথা হল, অগ্র-পশ্চাতের সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্।

আবূত তাইয়্যিব সাহল ইবন মুহাম্মাদ

পূর্ণ নাম : আবূত তাইয়্যিব সাহল ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান আস-সা'লুকী। তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ও নিশাপুরের ইমাম এবং ঐ অঞ্চলের শায়খ। তাঁর শিক্ষা মজলিসে পাঁচশ বিশিষ্ট আলিম হাযির হতেন। প্রসিদ্ধ মতে তিনি এ বছর অর্থাৎ হিজরী তিনশ সাতাশি সালে ইনতিকাল করেন। কিন্তু হাফিয আবূ ইয়ালা 'ইরশাদ' নামক গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু সাল চারশ ষাট হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।

হিজরী তিনশ আটাশি (৩৮৮) সাল

ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছরের যিলহাজ্জ মাসে বাগদাদে এত প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে যে, হাম্মামখানার পানি এবং পথে-ঘাটে পড়ে থাকা জীব-জন্তুর প্রস্রাব পর্যন্ত জমাট বেঁধে যায়। এ সালে আবূ তালিব ইবন ফখরুদ-দৌলার বায়আতের জন্য তার প্রেরিত দূতগণ খলীফার নিকট আগমন করেন। খলীফা তার বায়আত গ্রহণ করে 'মাজদুদ-দৌলাহ কাহফুল উম্মাহ' উপাধি দিয়ে রায় প্রদেশের আমীর নিযুক্ত করেন। পরে তাঁর নিকট রাজকীয় পোশাক ও উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন। একইভাবে খলীফা বদর ইবন হাসনাবিয়াকে বায়আত নিয়ে আমীর নিযুক্ত করেন এবং 'নাসিরুদ-দীন ওয়াদ-দৌলাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত দানবীর। এ বছর আবূ আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর যিনি ইবনুল ওয়াছছাব নামে খ্যাত এবং আত-তায়ি লিল্লাহ্ যার পিতামহ, তিনি রাজ প্রাসাদের কারাগার থেকে পালিয়ে বুতায়হা উপত্যকায় চলে যান। সেখানে বুতায়হার অধিপতি মুহাযযিবুদ-দৌলাহ তাকে আশ্রয় দেন। এ দিকে কাদির বিল্লাহ্ তাকে ধরে আনতে লোক পাঠালে নির্দেশমত তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে বন্দীখানায় আবদ্ধ করেন। কিন্তু এবারও তিনি এ বন্দীশালা থেকে পালিয়ে কায়নান নগরে চলে যান। সেখানে তিনি নিজেকে আত-তায়ি লিল্লাহ্ বলে দাবী করেন। কায়লানবাসীরা তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। তাদের জমির উশরসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রাপ্য তার কাছে সমর্পণ করতে থাকে। ইত্যবসরে কায়লানের কিছু লোক বাগদাদ গমন করে এবং উক্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে, ঐ ব্যক্তির আসলেই কোন ভিত্তি নেই এবং প্রকৃতপক্ষে সে আত-তায়ি লিল্লাহ

নয়। এরপর তারা বাগদাদ থেকে ফিরে আসলে সব বিষয় জানাজানি হয়ে যায়। এতে ইবন ওয়াছছাবের গোপন রহস্য উদঘাটিত হয় এবং অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। কায়লাবাসীদের থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি পলায়ন করেন। এ বছর মিসরের আমীরগণ অন্যান্য লোকের সাথে পবিত্র হজ্জ পালন করেন এবং মক্কা-মদীনায় হাকিম আবিদির নামে খুতবা দেয়া হয়। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সালে ইনতিকাল করেন তাদের পরিচয় নিম্নে দেয়া হল :

আল-খাত্তাবী

উপনাম : আবূ সুলায়মান, নাম হাম্‌দ। তার নাম ও বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, তিনি হলেন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন খাত্তাব আল-খাত্তাবী আল-বিসতী। তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। প্রখ্যাত ফকীহ, মুজতাহিদ ও হাদীস বিশারদ। তাঁর রচনা সামগ্রীর মধ্যে 'মা'আলিমুস সুনান' ও 'শারহুল বুখারী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুন্দর সুন্দর কবিতাও তিনি লেখেন। কবিতার একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হল :

مَا دُمْتَ حَيًّا فَدَارُ النَّاسَ كُلَّهُمْ - فَاِنَّمَا اَنْتَ فِىْ دَارِ الْمُدَارَاةِ

مَنْ يَّدْرِ دَارِىْ وَمَنْ لَّمْ يَدْرِسَوْفَ يَرى - عَمَّا قَلِيْلٍ نَدِيْمًا لِلنَّدَامَاتِ

"যতদিন জীবন থাকে ততদিন সব মানুষের মাঝে অমায়িক ব্যবহার কর। কেননা যেথায় তুমি অবস্থান করছ তা একটা অমায়িক আচরণ ক্ষেত্র।

"যে আমার ঘরের খবর রাখে (সে জানে), আর যে জানেনা সে অল্প সময়ের মধ্যেই জানতে পারবে। তখন সে অনুশোচনা করবে সেরূপ কর্মের জন্যে।"

আল-খাত্তাবী এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে বিসত শহরে ইনতিকাল করেন। ইবন খাল্লিকান এরূপ বলেছেন।

হুসায়ন ইবন আহমদ ইবন আবদুল্লাহ

পূর্ণ পরিচয় : হুসায়ন ইবন আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন বুকায়র ইবন আবদুল্লাহ আস-সায়রুফী আল-হাফিযুল মুতবাক। তিনি ইসমাঈল আস-সাফফার, ইবনুস সাম্মাক, নাজ্জাদ, খালদী ও আবূ বকর শাশী থেকে হাদীস শুনেন। অন্যদিকে ইবন শাহীন, আযহারী ও তানূখী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আযহারী বর্ণনা করেন : একদা আমি হুসায়নের নিকট যাই। দেখি, তার সম্মুখে বড় বড় সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসের অনেকগুলো সংকলন (জুয : যে হাদীস গ্রন্থে শুধুমাত্র একজন রাবীর বর্ণিত হাদীসমূহ সন্নিবেশিত থাকে, তাকে মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় জুয বলে) রয়েছে। ঐ সংকলন থেকে আমি কোন সনদ উল্লেখ করলে তিনি উক্ত সনদে বর্ণিত হাদীস (মতন) মুখস্থ বলে দিতেন। আবার আমি যখন কোন হাদীসের মতন বলতাম, তখন তিনি উক্ত হাদীসের সনদ মুখস্থ বলে দিতেন। এ জাতীয় বৈঠক তার সাথে আমার বহুবার হয়েছে। প্রত্যেকবারেই তিনি হাদীসের সনদ ও মতন কোন

ভুল-ভ্রান্তি ছাড়া সেভাবেই বলে দিতেন যেভাবে তার কিতাবে আছে। আযহারী বলেন, হুসায়ন ছিলেন একজন ছিক্বাহ্ বা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। এ কারণে কিছু লোক তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে সমালোচনা করেছে। খতীব বলেন, ইবন আবুল ফাওয়ারিস হুসায়ন ইবন আহমাদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, তিনি উস্তাদ থেকে যা শুনতেন তাতে আরও কিছু বাড়িয়ে বর্ণনা করতেন এবং সনদের মধ্যে অন্যান্য লোকের নাম সংযোজন করতেন। এ ছাড়া মাক্তু' সনদকে মুত্তাসিল বানিয়ে বর্ণনা করতেন। তিনি এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে একাত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

সামসামাতুদ্দৌলাহ

তিনি ছিলেন আযুদুদ্দৌলার পুত্র এবং পারস্যের সম্রাট। তার চাচাত ভাই আবূ নাসর ইবন বখতিয়ার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং কুর্দিদের একটি দলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এদিকে আবূ নাসরের বাহিনী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে সকল সঞ্চিত ধন-রত্ন লুট করে নিয়ে আসে। ইবন বখতিয়ারের সৈন্যদের হাতে সামসাম ধৃত হয়। তারা তাকে হত্যা করে কর্তিত শির নিয়ে চলে আসে। শির যখন ইবন বখতিয়ারের সম্মুখে রাখা হয় তখন তিনি বললেন : هذه سُنَّةٌ سَنَّهَا اَبُوْكَ "এটা সেই প্রথা, যা তোমার পিতা চালু করে গেছেন।" এটা ছিল এ বছরের যিলহাজ্জ মাসের ঘটনা। যেদিন তাকে হত্যা করা হয় সেদিন তার বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর এবং তার রাজত্বকাল ছিল নয় বছর কয়েক মাস।

আবদুল আযীয ইবন ইউসুফ আল-হাত্তান

উপনাম : আবুল কাসিম। তিনি আযুদুদ্দৌলার সচিব ছিলেন। পরবর্তীতে তদীয় পুত্র বাহাউদ্দৌলার মন্ত্রী হিসেবে পাঁচ মাস দায়িত্ব পালন করেন। কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতে তিনি ছিলেন পারদর্শী। এ বছর শা'বান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ

পূর্ণ নাম : মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইবরাহীম আবুল ফাতাহ। গুলামুশ শামবুযী নামে সমধিক পরিচিত। ইলমুল কিরাআত (কুরআনের পঠনশাস্ত্র) ও তাফসীর বিষয়ে তিনি পন্ডিত ছিলেন। কুরআনে ব্যবহৃত আরবী শব্দের সঠিক অর্থ নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রামাণিক সাক্ষ্য হিসেবে পঞ্চাশ হাজার কবিতা মুখস্থ করেন। এতদসত্ত্বেও মুহাদ্দিছগণ আবুল হাসান ইবন শামবুয থেকে তার বর্ণিত হাদীসসমূহের সমালোচনা করেছেন। এ ছাড়া দারা-কুতনী তার সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। এ বছর সফর মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। হিজরী তিনশ একত্রিশ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরী তিনশ উননব্বই (৩৮৯) সাল

এ সালে মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন খুরাসানে হামলা চালিয়ে সামানীদের হাত থেকে রাজত্ব

ছিনিয়ে নেন। এ বছর এবং এর পূর্বেও বহুবার তিনি এ রাজ্যের উপর আক্রমণ করেন। অবশেষে তিনি এ দেশ থেকে তাদের নাম-নিশানা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলেন। ফলে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর তিনি মাওয়ারাউন নাহারের তুর্কী রাজার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। এ ছিল খাকানে কবীরের (যিনি ফায়িক নামে পরিচিত) মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা । তুর্কী রাজার বিরুদ্ধে মাহমূদের হামলা আক্রমণ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এ বছরই বাহাউদ্দৌলাহ পারস্য ও খুজিস্তানে ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হন। এ ছাড়া এ বছরে শী'আ সম্প্রদায় জাঁকজমকের সাথে 'গাদীরে খুম' দিবস উদযাপনের সংকল্প করে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ দিবসটি হল যিলহাজ্জ মাসের আঠার তারিখ। শী'আদের এ উদ্যোগ প্রতিহত করার জন্য আর একদল লোক প্রস্তুত হয়। এরা নিজেদেরকে আহলি সুন্নাত বলে দাবী করে। এ দল বলতে লাগল যে, আঠার যিলহাজ্জ তারিখে কোন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হতে পারে না; কেননা এ তারিখে নবী করীম (সা) এবং আবূ বকর (রা) কাফিরদের ভয়ে গারে ছওরে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। এদের বাধার ফলে শী'আ সম্প্রদায় তাদের উদ্যোগকে বন্ধ রাখে। কিন্তু আহলে সুন্নাতের দাবীদার দলের এ বক্তব্য ছিল নিরেট মূর্খতা। কেননা গারে ছওরে রাসূলুল্লাহর অবরুদ্ধ হওয়ার ঘটনা ছিল হিজরী প্রথম সালের রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকের। রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকর (রা) উক্ত গুহায় তিনদিন অবস্থান করেন। এখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা মদীনার দিকে যাত্রা করেন। আটদিন বা তার চেয়ে কিছু কমবেশি সময়ের মধ্যে তারা মদীনায় পৌঁছে যান। যেদিন তাঁরা মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিনটি ছিল ১২ই রবীউল আউয়াল। এটা সর্বজনবিদিত, নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ তারিখ। আবার শী'আ সম্প্রদায় 'আশূরা দিবসে যখন মাতম করে এবং এর মাধ্যমে হুসায়ন ইবন আলীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে, তখন আহলি সুন্নাতের একদল মূর্খ লোক তার মুকাবিলা করে। এদের দাবী হলো মুহাররম মাসের বার তারিখ মুস'আব ইবন যুবায়র শাহাদাতবরণ করেন। তাই তারাও মুসআবের জন্য মাতম করে, যেমন শী'আরা মাতম করে হুসায়নের জন্য। এরাও মুস'আবের মাযার যিয়ারত করে, যেমন শী'আরা যিয়ারত করে হুসায়নের মাযার। এটা হচ্ছে একটি বিদআত দিয়ে আর একটি বিদআতের মুকাবিলা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাঁটি সুন্নাত ব্যতীত কোন বিদআত নির্মূল করা সম্ভব নয়।

এ বছর ঘন মেঘমালা ও প্রবল বায়ু প্রবাহের সাথে সাথে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে। ফলে বাগদাদের বিপুল পরিমাণ খর্জুর বৃক্ষ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব খর্জুর বৃক্ষে স্বাভাবিক ফলন আসতে দু'বছর সময় লাগে। এ সালে ইরাকী কাফেলায় দুজন সম্মানিত ব্যক্তি রিযা ও মুরতাযা হজ্জব্রত পালন করতে আসেন। কিন্তু বেদুঈন সর্দার ইবনুল জাররাহ দুজনকেই আটক করে রাখে। তখন তারা নিজেদের সম্পদ থেকে নয় হাজার দীনার মুক্তিপণ দিলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যারা এ সালে ইনতিকাল করেন তাদের পরিচয় নিম্নে দেয়া হল :

যাহির ইবন আবদুল্লাহ

পূর্ণ নাম : যাহির ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আস-সারাখসী। তিনি ছিলেন কিরাআত, ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রের সুপন্ডিত। তাঁর যুগে তিনি ছিলেন খুরাসানের শায়খ বা উস্তাদ। ইবন মুজাহিদের থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন; শাফিঈ মাযহাবের ইমাম আবূ ইসহাক মারওয়াযী থেকে ফিকহশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন এবং আবূ বকর আম্বারীর কাছ থেকে আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। এ বছর রবীউছ ছানী মাসে ছিয়ানব্বই বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক

পূর্ণ নাম : আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন সুলায়মান ইবন মাখলাদ ইবন ইবরাহীম ইবন মুরাওয়াস। ডাকনাম আবুল কাসিম। ইবন হুবাবা নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। বাগাবী, আবূ বকর ইবন আবূ দাঊদ এবং তাদের সমপর্যায়ের আলিমদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও সনদ বর্ণনাকারী উস্তাদ। দু'শ নিরানব্বই সালে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং নব্বই বছর বয়সে এ বছর জমাদিউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। শাফিঈ মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফিরায়িনী তাঁর জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। জামি' মানসূরের কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হিজরী তিনশ নব্বই (৩৯০) সাল

এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটি হল সিজিস্তান অঞ্চলে স্বর্ণের খনির সন্ধান পাওয়া যায়। কূপ যেভাবে খনন করা হয় সিজিস্তানবাসী সেভাবে খননকার্যের মাধ্যমে সেখান থেকে লাল স্বর্ণ উত্তোলন করে। এ বছরই পারস্য অধিপতি আমীর আবূ নাসর ইবন বখতিয়ার নিহত হন এবং বাহাউদ-দৌলাহ রাজ্যের সিংহাসন দখল করেন। তিনি কাদির বিল্লাহ আবূ হাযিম মুহাম্মাদ ইবন হাসান ওয়াসিতীকে ওয়াসিত প্রদেশের বিচার বিভাগসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন। রাজ প্রাসাদেই তার শপথ পড়ান হয়। কাদির বিল্লাহ সম্রাটের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ উপদেশনামা লেখেন। এর মধ্যে তিনি আদেশ-নিষেধ, নীতিবাক্য ও মূল্যবান ওয়ায-নসীহত সন্নিবেশ করেন। ইবনুল জাওযী তাঁর 'মুনতাজাম' গ্রন্থে উক্ত উপদেশনামা উদ্ধৃত করেছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা এ বছর ইনতিকাল করেন তাদের পরিচয় নিম্নে দেয়া হল :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ

পূর্ণ পরিচয় : আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবূ মূসা আবূ বকর আল-হাশিমী। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং মাদায়েনসহ অন্যান্য এলাকার খ্যাতনামা

বিচারক ও জামি' মানসূরের খতীব। অসংখ্য মুহাদ্দিসের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। আবার তাঁর থেকেও বিপুল সংখ্যক লোক হাদীস শুনে বর্ণনা করেন। এঁদের মধ্যে দারা-কুতনী, কাবীর অন্যতম। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ছিলেন নির্মল-নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী, বিশ্বস্ত ও ধর্মপরায়ণ। এ বছর মুহাররম মাসে পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

উবায়দুল্লাহ ইবন উছমান ইবন ইয়াহইয়া

পূর্ণ নাম : উবায়দুল্লাহ ইবন উছমান ইবন ইয়াহইয়া আবুল কাসিম আদ্-দাক্কাক। ইবন হানীফা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতামহ কাযী আল্লামা আবূ ইয়ালা ইবন ফাররা বলেন : হানীফা নয়, হালীফা পড়তে হবে (নুন-এর স্থলে লাম হবে)। তিনি বিশুদ্ধভাবে হাদীস শ্রবণ করেন। আর আযহারী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। উবায়দুল্লাহ ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কাযী আবূ ইয়ালা বলেন, মানগত দিক থেকে আমরা তাঁর সমকক্ষ আর কাউকে দেখিনি।

হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ ইবন খালফ

পূর্ণ নাম : হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ ইবন খালফ ইবন ফাররা। তিনি কাযী আবূ ইয়ালার পিতা। ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও হানাফী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। তিনি হাদীসের সনদ প্রদান করতেন। তাঁর থেকে তাঁরই পুত্র আবূ হাযিম মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন হাদীস বর্ণনা করেন।

আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ

পূর্ণ নাম : আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন আলী ইবন আবূ তালিব আল-বাগদাদী। তিনি মিসরে বসতি স্থাপন করেন। সেখানেই তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন এবং সেখানেই তাঁর থেকে হাফিয আবদুল গনী ইবন সাঈদ আল-মিসরী হাদীস শ্রবণ করেন।

উমর ইবন ইবরাহীম

পূর্ণ নাম : উমর ইবন ইবরাহীম ইবন আহমাদ আবূ নাসর। আল-কুত্তানী আল-মুকরী নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনশ হিজরী সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাগাবী, ইবন মুজাহিদ ও ইবন সায়িদ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। আর আযহারীসহ অনেক আলিম তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সৎ।

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হুসায়ন

পূর্ণ পরিচয় : মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ ইবন হারূন, আবুল হুসায়ন আদ-দাক্কাক। ইবন আখী মীমী নামে পরিচিত। ইমাম বাগাবী ও অন্যদের থেকে তিনি হাদীস শোনেন। আবার বহু সংখ্যক আলিম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। নব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করা পর্যন্ত বৃদ্ধকালেও তিনি হাদীস লেখার কাজ অব্যহত রাখেন। তিনি একাধারে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, দীনদার, সুউচ্চ মর্যাদা ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এ বছর শা'বান মাসের আটাশ তারিখ জুমুআর রাতে তিনি ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন উমর ইবন ইয়াহ্ইয়া

পূর্ণ পরিচয় : মুহাম্মাদ ইবন উমর ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন হুসায়ব ইবন যায়দ ইবন আলী ইবন হুসায়ন ইবন আলী ইবন আবূ তালিব (রা)। আশ-শরীফ আবুল হুসায়ন আল-আলাবী, আল-কূফী। হিজরী তিনশ পনের সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবুল আব্বাস, ইবন উক্দা প্রমূখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। স্থায়ী বসবাসের জন্যে তিনি বাগদাদকে বেছে নেন। তাঁর ছিল প্রচুর অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি, আয়ের অঢেল উৎস, শান-শওকতপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ও দুর্জয় সাহস। তাঁর সময়ে ছাত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। এক সময়ে আযুদুদ্-দৌলাহ প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তাঁর অধিকাংশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাঁকে জেলখানায় আটক করেন। পরে আযুদুদ্-দৌলার পুত্র শারফু-দ্দৌলাহ তাকে মুক্ত করে দেয়। এরপর বাহাউদ্-দৌলাহ শক্তি প্রয়োগ করে তার থেকে লক্ষ লক্ষ দীনার আদায় করেন এবং তাঁকে জেলে আবদ্ধ করে রাখেন। তারপর নিজেই আবার তাঁকে মুক্ত করেন এবং বাগদাদে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন। কথিত আছে, প্রতি বছর তাঁর আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় বিশ লক্ষ দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা। তার ছিল অমিত মর্যাদা ও বিরাট প্রভাব।

উস্তাদ আবুল ফুতূহ বুরজুয়ান

মিসরে হাকিমী শাসনামলে তিনি ডাইরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কায়রোর বুরজুয়ান মহল্লার বাসিন্দা হওয়ায় তাকে বুরজুয়ান বলা হয়। প্রথম জীবনে তিনি আযীয ইবন মুয়িযযের চাকর ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি শাসনকর্তার নিকট রাষ্ট্রীয় কাজের সফল বাস্তবায়নকারী হিসেবে বিবেচিত হন এবং রাষ্ট্রের একজন মহান মান্যবর ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। কিছুদিন পর শাসনকর্তার নির্দেশে প্রাসাদ অভ্যন্তরে তাকে হত্যা করা হয়। আমীর রায়দান নামক এক রাজ-কর্মচারি চাকুদ্বারা পেটে আঘাত করে তাকে হত্যা করে। উল্লেখ্য, বিজয় সরণীর বাইরে রায়দানিয়াব অধিবাসী হওয়ায় তাকে রায়দান বলা হয়। বুরজুয়ান মৃত্যুর সময় অনেক আসবাবপত্র ও পোশাক-বস্ত্র রেখে যান। তন্মধ্যে এক হাজার মূল্যবান বায়দাকী পায়জামার সাথে এক হাজার রেশমী ফিতা সংযুক্ত ছিল। এসব তথ্য ইবন খাল্লিকান বর্ণনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর হাকিম তার পদে আমীর হুসায়ন ইবন কায়িদ জাওহারকে নিয়োগ করেন।

জারীরী ওরফে ইবন তারার

নাম ও পরিচয় : আল-মু'আফী ইবন যাকারিয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন হামিদ ইবন হাম্মাদ ইবন দাঊদ, আবুল ফারাজ আন-নাহরাওয়ানী আল-কাযী। বিচারকার্যে প্রতিনিধিত্ব করায় তাকে কাযী বলা হত। ইবন তারার জারীরী নামে তিনি পরিচিত। এর কারণ এই যে, তিনি ইবন জারীর তাবারীর সান্নিধ্যে লেগে থাকতেন এবং পশ্চাতে তার মাযহাব অনুসরণ করে চলতেন। তাই সেদিকে সম্বন্ধ করে লোকে তাকে জারীরী বলে সম্বোধন করত। তিনি বাগাবী, ইবন সায়্যিদসহ বহু আলিমের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আবার তাঁর থেকেও বহু লোক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, জ্ঞানী, মহৎ, ভদ্র এবং বিভিন্ন বিষয়ের

জ্ঞানে সমৃদ্ধ, পরিপক্ক। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হল 'আল-জালীস ওয়াল আনীস' বহু মূল্যবান তথ্যে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম শায়খ আবূ মুহাম্মাদ বাকিল্লানী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : মু'আফী যখন কোন মজলিসে হাযির হতেন, তখন সকল জ্ঞান-বিদ্যা তথায় হাযির হয়ে যেত। আর কোন ব্যক্তি যদি তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ওসীয়ত করে যায়, তবে অবশ্যই এ ওসীয়ত মুআফীর ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। এ মাল ব্যয় করার অধিকারী একমাত্র তিনিই হবেন। তার সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার কতিপয় বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি এক সমাজপতির বাড়িতে সমবেত হন। মুআফীও ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিদ্বান ব্যক্তিগণ পরস্পর বলাবলি করলেন, আমরা কি জ্ঞানের কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি না? বাড়িওয়ালা সমাজপতির ছিল ব্যক্তিগত বিশাল গ্রন্থাগার। তাকে উদ্দেশ্য করে মু'আফী বললেন, আপনি আপনার খাদিমকে এ গ্রন্থাগার থেকে যে কোন একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে বলুন, সেটি নিয়েই আলোচনা করা যাবে। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলেই তার যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও জ্ঞানের সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্যের গভীরতা দেখে অবাক হয়ে যায়। খতীব বাগদাদী বলেন, শায়খ আবুত-তায়্যিব তাবারী নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন। আর মু'আফী ইবন যাকারিয়া তা নিজের জন্য আবৃত্তি করে আমাদের শুনিয়েছেন।

اَلاَ قُلْ لِمَنْ كَانَ لِيْ حَاسِداً - اَتَدْرِيْ عَلى مَنْ اَسَأْتَ الاَدَبْ
اَسَأْتَ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَه - لاَنَّكَ لاَ تَرْضَى لِيْ مَا وَهَبْ
فَجَازَاكَ عَنِّيْ بِاَنْ زَادَنِيْ - وَسَدَّ عَلَيْكَ وُجُوْهَ الطَّلَبْ

"ওহে, শোনো! যে আমার প্রতি হিংসা রাখে, তাকে বলে দাও, তুমি কি জান, কার প্রতি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ আচরণ করছ?

"তুমি তো মহান আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ধৃষ্ঠতা দেখাচ্ছ। কারণ তিনি আমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি সন্তুষ্ট নও।

"তোমার এ হিংসার ফলে তিনি আমাকে অধিক প্রাচুর্য দান করেছেন আর তোমার উপার্জনের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।"

তিনি এ বছর যিলহজ্জ মাসে পঁচাশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

ইবন ফারিস

তিনি মুজমাল গ্রন্থের রচয়িতা। কেউ কেউ বলেন, তিনি পঁচানব্বই সালে ইনতিকাল করেন। সম্মুখে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

উম্মে সালামা

পরিচিতি : উম্মে সালামা বিনতে কাযী আবূ বকর আহমাদ ইবন কামিল ইবন খালফ ইবন

শানখারা উম্মুল ফাতাহ। তিনি মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আন-নাসলানী প্রমূখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর থেকে আযহারী, তানূখী, আবূ ইয়ালা ইবন ফার্‌রা ও আরও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর দীনদারী, সামাজিক মর্যাদা এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে অনেকেই উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আটানব্বই সালের রজব মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং এ বছর রজব মাসেই বিরানব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

হিজরী তিনশ একানব্বই (৩৯১) সাল

খলীফা কাদির বিল্লাহ স্বীয় পুত্র আবুল ফযলকে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন করে বায়'আত গ্রহণ করেন। বিভিন্ন মিম্বরে দাঁড়িয়ে পিতার খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রচুর অনুকূলে খুতবা প্রদান করেন। তিনি তাকে 'গালিব বিল্লাহ' উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। পুত্রের বয়স ছিল তখন মাত্র আট বছর কয়েক মাস। সুতরাং সে তখনও এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তবুও তার বায়'আত গ্রহণ ও তার পক্ষে খুতবা প্রদানের একটা কারণ আছে। তা হল এই যে, আবদুল্লাহ ইবন উছমান আল-ওয়াকিফী নামক এক ব্যক্তি তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে এ দাবী করে যে, কাদির বিল্লাহ্ তাকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করেছেন। তখন সেখানকার লোকেরা তাদের এলাকায় তার নামে খুতবা দিতে শুরু করেন। তার এ ঘটনার খবর যখন কাদির বিল্লাহর নিকট পৌঁছে, তখন তাকে ধরে আনার জন্য তিনি লোক প্রেরণ করেন। তখন সে পলায়ন করে এক শহর থেকে অন্য শহরে যেয়ে আত্মগোপন করে কাটাতে থাকে। এ পর্যায়ে কোন এক রাজ্যাধিপতি (মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন) তাকে আটক করে একটি দুর্গে বন্দী করে রাখেন এবং এ অবস্থায়ই সে মারা যায়। এ কারণেই কাদির বিল্লাহ পুত্রের বায়'আতের কাজটি এভাবে দ্রুত সম্পন্ন করেন। আমীর আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ ইবন কাদির বিল্লাহ এ বছর যিলকাদ মাসের আঠার তারিখ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীতে খলীফা মনোনীত হন এবং 'আল-কায়িমু বি আমরিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। এ বছর আমীর হুসামুদ-দৌলাহ্ মুকাল্‌লাদ ইবনুল মুসায়্যাব আল-উকায়লী আম্বার শহরে গুপ্ত হামলায় নিহত হন। ঐ অঞ্চলে তার ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থান। সে কারণে তিনিও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। তখনই অলংঘনীয় ভাগ্য (মৃত্যু) এসে তার নিকট হাযির হয়। ফলে তারই এক তুর্কী গোলাম তাকে হত্যা করে। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কারাবিশ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মিসরবাসীরা অন্য লোকদের সাথে এ বছর হজ্জব্রত পালন করেন। এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয় তাদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

জাফর ইবন ফযল ইবন জাফর

পূর্ণ পরিচয় : জাফর ইবন ফযল ইবন জাফর ইবন মুহাম্মাদ ইবন ফুরাত, আবুল ফযল। ইবন খানযাবাতুল ওয়াযীর নামে প্রসিদ্ধ। হিজরী তিনশ আট সালে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ

করেন। এক সময়ে তিনি মিসরে আগমন করেন এবং সেখানকার আমীর কাফূর আখশীদির অধীনে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তার পিতাও খলীফা মুকতাদীরের আমলে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবন হারূন হাযরামী এবং তার সমস্তরের বাগদাদী আলিমদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। মাঝে মাঝে তিনি বাগাবীর শিক্ষা মজলিসে বসেও হাদীস শুনতেন। তবে তাঁর নিকট তিনি অবস্থান করতেন না। বাগাবী বলতেন, আমার নিকট যে তাকে নিয়ে আসবে তাকে আমি পরিতৃপ্ত করে দেব। শীর্ষ পর্যায়ের আলিমদের নিয়ে মিসরে তাঁর একটি আলাদা শিক্ষা মজলিস ছিল। এ মজলিসের উদ্দেশ্যেই দারা কুতনী মিসর সফর করেন। তিনি জাফরকে একটি মুসনাদ কিতাব সংকলন করে দেন। বিনিময়ে তাঁর নিকট থেকে দারা কুতনী প্রচুর অর্থ লাভ করেন। দারা কুতনীসহ অনেক বড় বড় আলিম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি উৎকৃষ্ট কবিতাও রচনা করেন। তার একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হল :

مَنْ اَخْمَلَ النَّفْسَ اَحْيَاهَا وَرَوَّحَهَا – وَلَمْ يَبْتْ طَاوِيًا مِنْهَا عَلى ضَجْرٍ
اِنَّ الرِّيَاحَ اِذَا اشْتَدَّنْ عَوَاصِفُهَا – فَلَيْسَ تَرْمِي سِوَى الْعَالِي مِنَ الشَّجَرِ

"যে ব্যক্তি প্রবৃত্তি দমন করতে পেরেছে সে মূলত নিজেকে জীবিত ও উজ্জীবিত করেছে। অস্থিরতায় তার রাত কাটবে না।

"বায়ু যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় তখন উপর থেকে গাছের ডালপালা ব্যতীত অন্য কিছু নিক্ষেপ করে না।"

ইবন খাল্লিকান বলেন, তিনি এ বছর সফর মাসে ইনতিকাল করেন। কারও মতে রবীউল আউয়াল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বিরাশি বছর। তাকে কারাফা নামক স্থানে মতান্তরে তার নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তিনি মদীনায় একটি বাড়ি ক্রয় করে সেখানে নিজের জন্য একটি কবর তৈরি করে রাখেন। এরপর যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর লোকজন এসে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। হজ্জের সময় এলে তারা তাকে সাথে নিয়ে হজ্জ করতে যায়। আরাফাতের ময়দানে তার সাথে একই সংগে অবস্থান করে। তারপর তাকে আবার মদীনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ইনতিকালের পর তারা তার তৈরি করা কবরেই দাফন করে।

কবি ইবনুল হাজ্জাজ

পূর্ণ নাম : হুসায়ন ইবন আহমাদ ইবন হাজ্জাজ আবূ আবদুল্লাহ। তিনি একজন কৌতুক, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ প্রাগলভ কবি। তার কবিতা আবৃত্তি করতে জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে এবং শুনতে কান ভারী হয়ে পড়ে। তার পিতা ছিলেন রাষ্ট্রের একজন পদস্থ আমলা। ইযযুদদৌলার আমলে তিনি বাগদাদের হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছয় দিনের জন্য তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। এদিকে কবি অসার, নির্বুদ্ধিতা ও কৌতুকমূলক কবিতা লেখায় মত্ত হয়ে থাকেন। তবে শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠন বিবেচনায় তার কবিতা খুবই

উচ্চমানের ছিল। তিনি এমন ফসীহ ও উৎকৃষ্ট শব্দ ব্যবহারের ক্ষমতা-যোগ্যতা রাখতেন যে, একই কবিতা থেকে যেমন চরম নিকৃষ্ট অর্থ প্রকাশ পেত, তেমনি সুন্দর ও মার্জিত অর্থও গ্রহণ করা যেত। এ ছাড়া তার আরও অনেক উচ্চমানের কবিতা ছিল। একবার তিনি মিসরের শাসনকর্তার বন্দনা-স্তুতি গেয়ে একটি কবিতা রচনা করে পাঠান। এতে তিনি খুশি হয়ে কবিকের এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করেন।

ইবন খাল্লিকান বলেন, কবি ইবন হাজ্জাজ আবূ সাঈদ ইসতাখরী কর্তৃক বাগদাদের হিসাব নিরীক্ষক পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার এ তথ্য ভুল এবং অসমর্থনযোগ্য। কারণ আবূ সাঈদ তিনশ আটাশ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং তারদ্বারা ইবন হাজ্জাজ কিভাবে অপসারিত হবেন? আর এ দাবী করাও কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, ইবন হাজ্জাজের পরে আবূ সাঈদ ইস্তাখরী হিসাব নিরীক্ষক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। কেননা ইবন খাল্লিকান এ বছরেই (৩৯১ হি.) এ কবির মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেছেন। আর ইসতাখরীর মৃত্যুর তারিখ তাই বলেছেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (৩২৮ হি.)। শরীফ রিযা একটি স্বতন্ত্র কাব্য সংকলনে এ কবির উৎকৃষ্ট কবিতাগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। কবির মৃত্যুতে তিনি এবং অন্য কবিগণ বিলাপ করে শোক প্রকাশ করেছেন।

আবদুল আযীয ইবন আহমাদ ইবন হাসান আল-জাযারী

তিনি রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ ও সংরক্ষিত স্থান এবং তার আশপাশ এলাকার কাযী ছিলেন। তিনি দাউদ যাহিরীর অনুসারী ছিলেন। কোমলতা ছিল তার বড় ভূষণ। একবার দুজন উকীল কোন একটি বিষয়ের মীমাংসার জন্য তার এজলাসে আসে। জেরা চলাকালে তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ কেঁদে ফেলে। তখন কাযী তাকে বললেন, তোমার ওকালতনামাটি আমাকে দেখাও। ওকালতনামা তার থেকে নিয়ে পড়ার পর কাযী তাকে বললেন : কৈ, সে তো তোমার প্রতি এমন কিছু করেনি যার কারণে তুমি কাঁদবে? এ কথা শুনে লোকজন হাসাহাসি করল এবং উকীল লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে উঠে গেল।

ঈসা ইবনুল ওয়াযীর আলী ইবন ঈসা

পরিচিতি : ঈসা ইবনুল ওয়াযীর আলী ইবন ঈসা ইবন দাউদ ইবন জাররাহ আবুল কাসিম আল-বাগদাদী। তার পিতা একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। তিনি তায়ি লিল্লাহকেও হাদীস লিখে দেখান। বিপুল সংখ্যক হাদীস তিনি শ্রবণ করেন। তিনি হাদীসের একজন বিশুদ্ধ শ্রোতা ও বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যুক্তিবিদ্যা ও সৃষ্টিতত্ত্বে তার অঢেল জ্ঞান ছিল। এ কারণে কেউ কেউ তাকে দার্শনিকদের মতের অনুসারী বলে অভিযুক্ত করেছেন। তার উৎকৃষ্ট কবিতার একটি নমুনা নিম্নরূপ :

رُبَّ مَيِّتٍ قَدْ صَارَ بِالْعِلْمِ حَيًّا – وَمُبَقًّى قَدْمَاتَ جَهْلاً وَغَيًّا

فَاقْتَنُوْا الْعِلْمَ كَيْ تَنَالُوْا خُلُوْدًا – لاَ تَعُدُّوا الْحَيَاةَ فِي الْجَهْلِ شَيْئًا .

"অজ্ঞ মূর্খ হওয়ার কারণে সমাজে যারা মৃত বলে গণ্য ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞান অর্জন করে জীবিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

"সুতরাং স্থায়িত্ব লাভ করার জন্য তোমরা জ্ঞানার্জন কর, আর অজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকাকে আদৌ কোন জীবনই মনে করো না।"

হিজরী তিনশ দু' সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনশ একানব্বই সাথে ঊননব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। বাগদাদে তার নিজ বাড়িতেই তাকে সমাহিত করা হয়।

হিজরী তিনশ বিরানব্বই (৩৯২) সাল

এ বছর মুহাররাম মাসে ইয়ামীনুদ্দৌলাহ মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন সম্রাট জয়পাল ইয়ামীনুদ্দৌলার অভিযান প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। অবশেষে আল্লাহ্ মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেন। ভারতীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। সম্রাট জয়পাল মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তারা তার গলায় ঝুলান একটা হার হস্তগত করে। হারটির মূল্য ছিল আশি হাজার দীনার। শত্রু বাহিনী থেকে মুসলমানরা গনীমত হিসাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লাভ করে। এ অভিযানে বহু অঞ্চল মুসলিম বাহিনীর হাতে পদানত হয়। কিছুদিন পর সুলতান মাহমূদ সম্রাট জয়পালকে অপমান ও তুচ্ছজ্ঞান করে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দেন। যাতে তার দেশবাসী তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখতে পায়। নিজ এলাকায় ফিরে এসে তিনি যে অগ্নিকুন্ডের পূজা করতেন তাতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন (আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করুন)।

এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে জনগণ বাগদাদে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের মজবূত ও সুরক্ষিত গীর্জা লুট করে এবং পুড়িয়ে দেয়। অসংখ্য মানুষ এ গীর্জার নিচে চাপা পড়ে মারা যায়। এদের মধ্যে অনেক মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু ছিল। এ বছর রমযান মাসে ভবঘুরে, বেকার ও শ্রমিক-কর্মচারিদের আন্দোলনও প্রকট রূপ ধারণ করে। বাগদাদ শহরে ব্যাপকহারে লুট-তরাজ চলে এবং সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছরের যিলকদ মাসের তৃতীয় সোমবার রাতে পূর্ণিমার চাঁদের মত আলোকময় একটা নক্ষত্র ঝরে পড়ে। নিচে পড়ার পরে এর আলোকরশ্মি বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু এর চূর্ণ অংশ প্রায় দু'বর্গগজের মধ্যে তরাঙ্গায়িত হয়। এটা মানব চোখে দৃশ্য হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তা আবার হারিয়ে যায়। এ যিলকদ মাসেই হাজীদের একটি কাফেলা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ হয়ে হিজাযে যাওয়ার জন্য খোরাসান থেকে বের হয়। কিন্তু পথিমধ্যে তারা বেদুঈনদের ফিতনা-ফাসাদের সংবাদ পায়। সেখানে তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং তাদের সমস্যা দেখারও কেউ ছিল না। অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে যায়। প্রাচ্যের কোন দেশ থেকে কেউ এ বছর হজ্জ করতে পারেনি। এ বছর আরাফা দিবসে বাহাউদদৌলার দুটি জমজ পুত্র

সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সাত বছর বেঁচে থাকার পর এদের একজন মারা যায় এবং অপরজন জীবিত থাকে। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে সেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়। তার রাজকীয় উপাধি ছিল শরফুদদৌলাহ। মিসরবাসীরা অন্যান্য লোকের সাথে এ বছর হজ্জব্রত পালন করে। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় নিম্নে দেয়া হল :

ইবন জান্নী

পরিচিতি : নাম উছমান ইবন জান্নী, উপনাম আবুল ফাতাহ, মাওসিলের অধিবাসী, ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ। ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের উপর রচিত তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ আছে। তার পিতা জান্নী ছিলেন সুলায়মান ইবন ফাহদ ইবন আহমাদ আল-আযদী আল-মাওসিলীর অধীনস্থ একজন গ্রীক ক্রীতদাস। এ সম্পর্কে তিনি তার নিম্নোক্ত কবিতায় বলেন :

فَانْ أُصْبِحْ بِلاَ نَسَبٍ - فَعِلْمِيْ فِي الْوَرى نَسَبِيْ
عَلى اَنِّيْ اَؤُوْلُ الِى - قُرُوْمٍ سَادَةٍ نُجَبٍ
قَيَاصِرَةٌ اِذَا نَطَقُوْا - اَرَمُّو الدَّهْرَ ذَالْخُطُبِ
اَوْلاَكَ دَعَا النَّبِى لَهُمْ - كَفى سَرَفًا دُعَاءُ النَّبِىِّ

"আমি যদি কোন খ্যাতনামা বংশকুলের সন্তান নাও হয়ে থাকি, তবে জেনে রেখ, মানব সমাজে আমার জ্ঞান-বিদ্যাই আমার বংশ পরিচয়।

"এ অর্থে যে, অভিজাত, সুধী, সম্ভ্রান্ত সম্রাটগণ যখন আলোচনা রাখেন, তখন তাদের সম্মুখে আমি অনেক কথার ব্যাখ্যা প্রদান করি ও অস্থির পরিস্থিতিকে শান্ত করে থাকি।

"তোমার জন্য এটাই শ্রেষ্ঠতর বিষয় যে, নবী (সা) তাদের কল্যাণার্থে দু'আ করে গেছেন। আর সম্মান-মর্যাদার জন্য নবীর দু'আই যথেষ্ট।"

তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং এ বছর সফর মাসের দু' তারিখ জুমুআবার রাতে ইনতিকাল করা পর্যন্ত সেখানেই শিক্ষাদানে রত থাকেন। ইবন খাল্লিকান বলেন : কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন এক চোখবিশিষ্ট বা কানা। এটা তার নিম্নোক্ত কবিতা থেকে বোঝা যায় :

صُدُوْدُكَ عَنِّيْ وَلاَ ذَنْبَ لِيْ - يَدُلُّ عَلى نِيَّةٍ فَاسِدَةِ
فَقَدْ - وَحَيَاتُكَ - مِمَّا بَكَيْتُ - خَشِيْتُ عَلى عَيْنِى الْوَاحِدَةِ
وَلَوْلاَ مَخَافَةَ اَنْ لاَ اَرَا - كَ لَمَّا كَانَ فِيْ تَرْكِهَا فَائِدَةٌ

"বিনা অপরাধে আমার থেকে তোমার বিমুখ হয়ে থাকা কেবল তোমার বিকৃত মনোবাঞ্ছারই প্রমাণ বহন করে।

"অথচ তোমার বেঁচে থাকাটা আমার ক্রন্দনেরই ফসল। আমি যখন কেঁদেছি, তখন আমার একটিমাত্র চোখের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েছি।

"তোমাকে আর দেখতে পারবনা এরূপ আশংকা যদি আমার না থাকত, তবে আমার এ চোখটি ভাল থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা ছিল না।"

কেউ কেউ বলেন, এটা তার কবিতা নয়, অন্য একজনের কবিতা।[১] তিনি ছিলেন কানা বা এক চোখওয়ালা। গোলামদের মধ্যে তিনি ছিলেন সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট ও কানা। তার কবিতায় বিষয়টি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

لَه عَيْنٌ اَصَابَتْ كُلَّ عَيْنٍ - وَعَيْنٌ قَدْ اَصَابَتْهَا الْعُيُوْنُ ·

"তার রয়েছে একটিমাত্র চোখ, যা অন্য সব চোখকে আকৃষ্ট করে; আবার এটা এমনই চোখ যাকে অন্য সব চোখ আকৃষ্ট করে।"

আবুল হাসান আল-জুরজানী বিখ্যাত কবি। তিনি এ কবিতা উদ্ধৃত করেছেন।

আলী ইবন আবদুল আযীয

তিনি রায় নামক অঞ্চলের কাযী ছিলেন। হাদীস শ্রবণ করা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানে এতটা উন্নতি সাধন করেন যে, জনগণ তাকে এসব বিষয়ে অতুলনীয় অদ্বিতীয় জ্ঞানের অধিকারীর মর্যাদা দান করে। তার অনেক চমৎকার কবিতা আছে। কিছু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

يَقُوْلُوْنَ لِى فِيْكَ اِنْقِبَاضُ وَاِنَّمَا - رَاَوْا رَجُلاً عَنْ مَوْقِفِ الذُّلِّ اَحْجَمَا
اَرَى النَّاسَ مَنْ دَانَاهُمْ هَانَ عِنْدَهُمْ - وَمَنْ اَكْرَمْتَهُ عِزَّةُ النَّفْسِ اَكْرَمَا
وَلَمْ اَقْضِ حَقَّ الْعِلْمِ اِنْ كَانَ كُلَّمَا - بَدَا طَمْعُ صَيَّرْتُهُ لِى سُلَمَا
اِذَا قِيْلَ لِيْ هذَا مَطْمَعُ قُلْتُ قَدْ ارى - وَلكِنَّ نَفْسَ الْحُرِ تَحْتَمِلُ الظَّمَا
وَلَمْ اَبْتَذِلَ فِيْ خَدْمَةِ الْعِلْمِ مَهْجَتِيْ - لاَخْدَمَ مَنْ لاَقَيْتُ وَلكِنَّ لاَخُدُمَهَا
ااَشْقَى بِه غَرَسًا وَاَجْنِيْه ذِلَّةً - اِذَا فَاتِّبَاعُ الْجَهْلِ قَدْ كَانَ اَحْزَمَا
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْهُ صَنَهُمْ - وَلَوْ عَظَّمُوْهُ فِى النُّفُوْسِ عَظُمَا
وَلكِنْ اَهَانُوْهُ فَهَانَ وَدَنسوا - محياه بالاطماع حتى تجهما

"তারা আমাকে বলে এবং আমাকে অভিযুক্ত করে যে, আমার মধ্যে নাকি সংকীর্ণতা আছে। বস্তুত তারা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ একজন লোককে খাটো করে দেখছে।

"আমি সেইসব লোককে দেখেছি যারা তাদের সংস্পর্শে গিয়েছে তারা তাদের কাছে অপমানিত হয়েছে। আসলে সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে তার আত্মসম্মানে বলীয়ান।

"ইলম বা জ্ঞানের হক আমি পূর্ণরূপে আদায় করতে পারিনি। তবে যখন ইলমের কোন বিষয় আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে, তখনই আমি তাকে জ্ঞানের একটি সিঁড়ি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

"যখনই আমাকে বলা হয়েছে যে, এটি একটি লোভনীয় বিষয়। তখনই আমি বলেছি যে, আমি এটা দেখেছি। তবে স্বাধীনচেতা কোন ব্যক্তির জ্ঞান পিপাসা থাকতেই পারে।

১. ওয়াফায়াত গ্রন্থে তার নাম আবূ মনসূর দায়লামী বলা হয়েছে।

"জ্ঞান সাধনায় আমি তেমন শ্রম দিতে পারিনি, তাহলে সাক্ষাৎকারীর সেবা করতে পারতাম। কিন্তু সে সেবা আমি করতে পারিনি।

"আমি কি অমঙ্গলের গাছ রোপণ করে সেখান থেকে ক্ষতিকর ফল আহরণ করব? তা হলে তো মূর্খদের অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের পরিচয় হত।

"জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি ইলম তথা জ্ঞানকে সংরক্ষণ করত, তা হলে জ্ঞানও তাদেরকে রক্ষা করত। যদি তারা জ্ঞানকে আন্তরিকতার সাথে সমীহা করত, তা হলে তারাও মহান ব্যক্তিত্ব লাভ করত।

"কিন্তু তারা ইলমকে অমর্যাদা করে ছেড়েছে। ফলে তারাও মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। তারা লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য ইলমকে কদর্য করেছে, ফলে তাদের চেহারাও মলিন ও কদাকার হয়ে গিয়েছে।"

নিম্নোক্ত কবিতাও তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতার মধ্যে গণ্য :

مَا تَطَمَّعْتُ لَذَّةَ الْعَيْشِ حَتّى - صِرْتُ لِلْبَيْتِ وَالْكِتَابِ جَلِيْسَا

لَيْسَ عِنْدِيْ شَيْئٍ الذُّمِنَ الْ - عِلْمِ فَمَا ابْتَغِى سِوَاهُ اَنِيْسًا .

"পাঠকক্ষে বই-পুস্তকের সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত আমি জীবনের কোন স্বাদই অনুভব করিনি।

"জ্ঞানের চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর আর কিছুই আমার কাছে নেই। সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বন্ধু আমি প্রত্যাশা করিনা।"

তার কবিতার আরও একটি নমুনা নিম্নরূপ :

اِذَا شِئْتَ اَنْ تَسْتَقْرِضَ الْمَالَ مُنْفِقًا - عَلى شَهْوَاتِ النَّفْسِ فِيْ زَمَنِ الْعُسْرِ

فَسَلَ نَفْسَكَ الاِنْفَاقَ مِنْ كَنْزِ صَبْرِهَا - عَلَيْكَ وَاِنْظَارًا اِلى زَمَنِ الْيُسْرِ

فَاِنْ فَعَلْتَ كُنْتَ الْغَنِىَّ وَاِنْ اَبْتَ - فَكُلُّ مَنُوْعٍ بَعْدَهَا وَاسِعُ الْعُذْرِ .

"আর্থিক সংকটকালে কেবল মনের ফূর্তিতে সম্পদ ব্যয় করার জন্য যদি তুমি ঋণ গ্রহণ করতে চাও,

"তবে তেমার মনকে সুধাও যে, সে তার ধৈর্য-ভান্ডার থেকে তোমার জন্য ধৈর্য খরচ করবে কিনা (ধৈর্যের সমর্থন দেবে কিনা)? এবং সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের অবকাশ দেবে কিনা?

"যদি সে তা দেয়, তবে তুমি অভাবমুক্ত। কিন্তু যদি সে দিতে অস্বীকার করে, তবে জেনে রেখ, এর পরবর্তী প্রতিটি বাধা অতি জঘন্য আকারে এসে হাযির হবে।"

তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের পর তার কফিন জুরজানে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

হিজরী তিনশ তিরানব্বই (৩৯৩) সাল

এ বছর আত-তায়ী লিল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তার সম্পর্কে আলোচনা পরে করা হবে। সেনা প্রধান এ বছরই আশূরার দিনে হুসায়ন (রা)-এর উপরে শী'আ সম্প্রদায়ের বিলাপ প্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। আশূরার আট দিন পর আহলে সুন্নাতের একটি মূর্খ দল বসরা ও শায়ীর নগরীর প্রবেশদ্বারে মুসআব ইবন যুবায়রের উপরে যে বিলাপ প্রথার প্রচলন করেছিল, সেনা প্রধান তার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে উভয় দলই এ কাজ থেকে বিরত থাকে। এ বছর মুহাররম মাসের শেষের দিকে খলীফা বাহাউদ-দৌলাহ তাঁর মন্ত্রী আবূ গালিব মুহাম্মাদ ইবন খালফকে মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারণ করেন এবং তার উপর এক লক্ষ কাশানী দীনার জরিমানা আরোপ করেন। এ বছরের সফর মাসের প্রথমদিকে বাগদাদে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। গমের এমন অভাব দেখা দেয় যে, এক 'কুর' (নয়শ ষাট গ্রামের সমান) গম একশ বিশ দীনারে বিক্রী হয়। এ বছর সেনা প্রধান 'সুররা মান্ রআ' নামক শহরে অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানকার শাসনকর্তা আবুল হাসান আলী ইবন মাযীদকে তলব করে তার উপর বার্ষিক চল্লিশ হাজার দীনার কর ধার্য করেন। আবুল হাসান এ দাবী মেনে নেন এবং নিয়মিত তা আদায় করেন। এ বছর মাজদুদ্-দৌলাহ ইবন ফখরুদ-দৌলাহর মন্ত্রী আবুল আব্বাস আদ-দাবী রায় থেকে পলায়ন করে বদর ইবন হাসনাওয়ায়হ-এর নিকট চলে যান। তিনি তাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। এরপর আবূ আলী আল-খাতীব মাজদুদ-দৌলাহর উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এ বছর সম্রাট হাকিম দামেশক ও সিরিয়ার সেনাবাহিনীর ভার আবূ মুহাম্মাদ আসওয়াদের উপর অর্পণ করেন। পরে তিনি এ মর্মে সংবাদ পান যে, আবূ মুহাম্মাদ এমন এক পাশ্চাত্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত সম্মান করে যে আবূ বকর ও উমর (রা)-কে গালমন্দ করে এবং তাকে নিয়ে তিনি শহরে ঘোরাফেরা করেন। এ অপকর্মের কারণে বাদশাহ শংকিত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি তার নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং প্রতারণা ও ধোঁকার কারণে তাকে বরখাস্ত করেন। এ বছর বেদুঈনদের গোলযোগের কারণে ইরাক থেকে হজ্জ আদায় করা সম্ভব হয়নি।

যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি এ বছর ইনতিকাল করেন তাদের পরিচয় নিম্নে দেয়া হল :

ইবরাহীম ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ

উপনাম : আবূ ইসহাক আত-তাবারী। তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ। বাগদাদে যাদের কাছে লোক সমস্যা নিয়ে জড়ো হত, তিনি ছিলেন তাদের প্রধান। তিনি কিরাআতশাস্ত্রের একজন বিদগ্ধ পন্ডিত বা শায়খ ছিলেন। অসংখ্য হাদীস তিনি শ্রবণ করেন। দারা কুতনী তাকে পাঁচশ জুয্ হাদীসের সনদ সংগ্রহ করে দেন। আলিম সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।

আত-তায়ি লিল্লাহ্ আবদুল করীম ইবনুল মুতী'

তাঁর পদচ্যুতি ও অন্যান্য বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এ বছর ঈদুল ফিতর রাতে পঁচাত্তর মতান্তরে ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল সতের বছর ছয় মাস পাঁচ দিন। খলীফা কাদির বিল্লাহ্ তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন এবং পাঁচ তাকবীরে এ নামায আদায় করেন। তার জানাযায় অনেক নেতৃস্থানীয় লোক অংশগ্রহণ করেন। রুসাফা নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আব্বাস ইবন যাকারিয়া

উপনাম : আবূ তাহির মুখলিস। ইলমে হাদীসে তিনি শায়খের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। অসংখ্য হাদীসের বর্ণনাকারী। বাগাবী, ইবন সায়্যিদসহ অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর নিকট থেকে বারকানী, আযহারী, খালাল ও তানূখী হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন সৎ ও নির্ভরযোগ্য। এ বছর রমযান মাসে আটাশি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ্

উপনাম : আবুল হাসান সুলামী। তিনি একজন স্বনামধন্য কবি। অনেক বিখ্যাত কবিতা তিনি রচনা করেন। খলীফা আযুদুদ-দৌলাহ্ ও অন্যদের সম্পর্কে তিনি বহু প্রশংসামূলক কবিতা লেখেন।

মায়মূনা

পূর্ণ নাম : মায়মূনা বিনতে শাকূলা। একজন সুবক্তা ও কুরআনের হাফিয। একদিন তিনি বক্তৃতাকালে নিজের পরিধেয় কাপড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ কাপড়টি আমি সাতচল্লিশ বছর ধরে পরিধান করে আসছি। এর মধ্যে এতে কোনরূপ বিকৃতি ঘটেনি। আর এটা আমার মায়ের বুনান কাপড়। তিনি বলেন : যে কাপড় পরিধান করে আল্লাহ্র নাফরমানি করা হয় না, তা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় না। তার পুত্র আবদুস সামাদ বলেন : আমাদের বাড়িতে একটা প্রাচীর ছিল যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এ অবস্থায় আমি আমার মাকে বললাম : মা! আমরা কি প্রাচীরটা সংস্কার করার জন্য কোন রাজমিস্ত্রী ডেকে আনবো? মা কোন জবাব না দিয়ে কাগজের একটা টুকরা হাতে নিয়ে তাতে কিছু একটা লিখলেন এবং প্রাচীরের কোন স্থানে তা রেখে আসার জন্য আমাকে বললেন। আমি যথারীতি তাই করলাম। এতে ঐ ভঙ্গুর প্রাচীরটি বিশ বছর পর্যন্ত একই অবস্থায় স্থির ছিল। মায়ের ইনতিকালের পর কাগজের টুকরায় তিনি কী লিখেছিলেন তা জানতে আমি আগ্রহী হই। এ উদ্দেশ্যে প্রাচীর গাত্র থেকে কাগজের টুকরাটি যখনই আমি তুলে নিই, তখনই সেটি ভেঙ্গে পড়ে। কাগজের টুকরাটি খুলে দেখলাম, তাতে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত লেখা রয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلاً ـ

"আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাত ওগুলো স্থানচ্যুত না হয়।" (সূরা ফাতির : ৪১)

এরপর এ দু'আটিও লেখা আছে :

اَللّٰهُمَّ مُمْسِكَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَمْسِكْهُ ۔

"হে আল্লাহ্! তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সংরক্ষণকারী, তুমি একে সংরক্ষণ কর।"

হিজরী তিনশ চুরানব্বই (৩৯৪) সাল

বাহাউদ-দৌলাহ্ এ বছর শরীফ আবূ আহমাদ হুসায়ন ইবন আহমাদ ইবন মূসা আল-মুসাবীকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করেন যথা : বিচারকদের বিচারকার্য পর্যালোচনা বিভাগ, হজ্জ বিভাগ, অপরাধ বিভাগ এবং দাবী-দাওয়া পেশকারীদের বক্তব্য শোনা ও নিষ্পত্তি-করণ বিভাগ। তিনি তাকে 'আত-তাহিরুল আওহাদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। আবূ আহমাদ ছিলেন অনেক মহৎ গুণাবলী ও কৃতিত্বের অধিকারী। শীরাজ অঞ্চলের লোকেরা তার ফিকহী আদর্শের অনুসারী ছিল। এ সকল পদে তার নিয়োগের চিঠি যখন বাগদাদে পৌঁছে, তখন খলীফা কাদির বিচারকদের বিচারকার্য পর্যালোচনার অনুমতি তাকে দিলেন না। এ কারণে তার বিষয়টা এখানেই থেমে যায়। এ বছর আবূ আব্বাস ইবন ওয়াসিল বাতীহা উপত্যকা অঞ্চলসমূহ দখল করেন এবং মুহাযযাবুদ-দৌলাহকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে দেন। এরপর তার সেনাধ্যক্ষ এ অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। এতে ইবন ওয়াসিল তাকে পরাজিত করেন এবং তার সমস্ত ধন-সম্পদ ও দ্রব্য সামগ্রী লুট করে নেন। হিসাব করে দেখা গেল যে, লুট করা সম্পদ যা তার ধন-ভাণ্ডারে জমা হয়েছে, তার পরিমাণ ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) ও পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা (দিরহাম)।

এ বছর ইরাকী হজ্জ কাফেলা বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিপুল দ্রব্য সম্ভারসহ হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু পথিমধ্যে বেদুঈনদের সর্দার উসায়ফির তাদের গতিরোধ করে। তখন কাফেলার লোকজন তাদের মধ্য হতে ভাল কুরআন পাঠকারী দু'যুবককে তার কাছে প্রেরণ করে। এদের একজনের নাম আবুল হাসান রিফা, আর অপরজনের নাম আবূ আবদুল্লাহ ইবন যুজাজী। এরা দু'জনই অতি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতে পারতেন। এদের পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল বেদুঈন সর্দারের সাথে এমর্মে আলোচনা করা যে, সে কাফেলার থেকে কিছু মাল নিয়ে পথ ছেড়ে দেবে, যাতে তারা সময়মত হজ্জ পালন করতে পারে। যুবকদ্বয় যেয়ে তার সম্মুখে বসলেন এবং সুললিত কণ্ঠে মধুর আওয়াজে উচ্চস্বরে কুরআনের দশটি পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। উসায়ফির তাদের তিলাওয়াত শুনে বিমোহিত ও বিস্মিত হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, বাগদাদে তোমাদের জীবন যাত্রা কেমন ছিল? তারা জবাবে বলল, ভালই চলে। লোকজন আমাদেরকে সর্বদা সম্মান করে; স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য উপঢৌকন

পাঠায়। সর্দার জিজ্ঞাসা করল, তারা কি কোনদিন তোমাদেরকে একসাথে এক লাখ দীনার দিয়েছে? তারা বলল, না, একসাথে এক হাজার দিরহামও নয়। তখন বেদুঈন সর্দার উসায়ফির বলল, আমি এখনই তোমাদেরকে এক লক্ষ দীনার প্রদান করছি এবং প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে গোটা কাফেলাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা যদি না হতে তবে এক লক্ষ দীনার মুক্তিপণ দিলেও আমি এদেরকে ছেড়ে দিতাম না। যা হোক, এদু'জনের সৌজন্যে সে সকল হাজীর পথ ছেড়ে দিল। এরপরে আর কোন বেদুঈন তাদের পথরোধ করেনি। ফলে সকলেই নিরাপদে নির্বিঘ্নে হজ্জ পালন করে এবং এ দু'জন কারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হজ্জ পালনার্থে লোকজন যখন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করে, তখন এ দু'কারী জাবালে রহমতের উপর উঠে কুরআন থেকে কিছু আয়াত চমৎকারভাবে পাঠ করে শোনান। তাদের তিলাওয়াত শুনে ময়দানের সমস্ত কাফেলার লোকজনের মধ্য থেকে কান্নার রোল ওঠে। পরে তারা ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে বলল, এমন দু'ব্যক্তিকে একই সফরে নিয়ে আসা তোমাদের উচিত হয়নি। কেননা কোন দুর্ঘটনা ঘটলে একসাথে দু'জনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং একজনকে বাড়ি রেখে অন্যজনকে সাথে আনা ভাল। যদি একজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে অপরজন তো নিরাপদ থাকল।

বিগত কয়েক বছর ধরে হজ্জ ব্যবস্থাপনা ও হজ্জের সময় খুতবাদানের বিষয়টি মিসরীয়দের তত্ত্বাবধানেই ছিল। ইরাকের আমীর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যে পথে তারা এসেছে সে পথ ধরেই দ্রুত বাগদাদে ফিরে যাবে। বেদুঈনদের ভয় ও পথের জোরদার টহল ব্যবস্থার আশংকায় তারা মদীনা যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এতে অনেকের মনে কষ্ট লাগে। এমতাবস্থায় উক্ত দুই কারী মদীনায় যাওয়ার পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ·

"মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় আল্লাহ্র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়া এবং তাঁর জীবন অপেক্ষা তাদের নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা।" (সূরা তাওবা : ১২০)

তিলাওয়াত শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। উষ্ট্রীগুলো তাদের গর্দান কারীদ্বয়ের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল। তখন কাফেলার সমস্ত লোক এবং স্বয়ং আমীরও মদীনা যিয়ারতে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। অবশেষে মদীনা যিয়ারত করে নিরাপদে তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্রই।

কুরআনের কারীদ্বয় স্বদেশে ফিরে আসলে সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক তাদেরকে আবূ বকর ইবন বাহলুলের সাথে জুড়ে দেন। তিনিও ছিলেন একজন উত্তম কারী। এর উদ্দেশ্য ছিল তারা রমযান মাসে লোকদের নিয়ে তারাবীহ্র সালাত আদায় করবেন। দেখা গেল সুললিত তিলাওয়াতের কারণে প্রচুর লোক তাদের পিছনে সালাত আদায়ে সমবেত হত। তারা সালাতে কুরআন পাঠ দীর্ঘায়িত করতেন, পালাক্রমে ইমামতি করতেন। প্রতি রাকআতে ত্রিশ আয়াতের মত তিলাওয়াত

করতেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত লোকজন তারাবীহ্ সালাতে কাটাতো। এর আগে কেউ বিদায় হত না। একদা ইবন বাহ্লুল জামি' মানসূরে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۔

"যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি আসেনি, আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে?" (সূরা হাদীদ : ১৬)

এ আয়াত শুনে এক সূফী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ধীরগতিতে তার কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি পড়লেন? জবাবে তিনি আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করলেন। সূফী লোকটি আয়াতের প্রশ্নের জবাবে বললেন : আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় এসেছে। এ কথা বলেই লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

ইবনুল জাওযী বলেন : উল্লিখিত ঘটনার ন্যায় আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল আবুল হাসান ইবন খাশ্শাব থেকে, যিনি ছিলেন ইবন রিফার উস্তাদ ও পূর্বোল্লিখিত আবূ বকর ইবন আদমীর ছাত্র। তিনিও মধুর কণ্ঠে উত্তম সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এই ইবন খাশশাব মহল্লায় অবস্থিত জামি' রুসাফায় একদিন এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন : اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ । তিলাওয়াত শুনে এক সূফী আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় এসেছে। এরপর সূফী লোকটি বসে বসে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ কাঁদলেন। তারপর সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলেন। অবশেষে দেখা গেল তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি এ বছর ইনতিকাল করেন তাদের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হল :

আবূ আলী ইসকাফী

তার উপাধি ছিল 'মুওয়াফফাক'। বাহাউদ-দৌলাহর নিকট তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। সে কারণে তিনি তাকে বাগদাদের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেন। সুযোগ পেয়ে আবূ আলী ইয়াহূদীদের থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নিয়ে পালিয়ে বাতীহা উপত্যকায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানে দু'বছর থাকার পর পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন। এবার বাহাউদ-দৌলাহ তাকে মন্ত্রীত্ব পদ দান করেন। আবূ আলী ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে একজন দুঃসাহসী বিজয়ী। এরপর কোন এক কারণে বাহাউদ-দৌলা তাকে শাস্তি প্রদান করেন এবং ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সকালে এ বছরই তাকে হত্যা করেন।

হিজরী তিনশ' পঁচানব্বই (৩৯৫) সাল

এ বছর মুহাযযাবুদ-দৌলাহ পুনরায় বাতীহা উপত্যকায় ফিরে আসেন। ইবন ওয়াসিল তাকে বাধা প্রদান করেননি। তিনি বাহাউদ-দৌলাহর জন্য তার উপর বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার

দীনার কর ধার্য করে দেন। এ বছর আফ্রিকাতে পণ্যের ভীষণ দুর্মূল্য দেখা দেয়। ফলে অনেক রুটি তৈরির কারখানা ও বহু হাম্মামখানা বন্ধ হয়ে যায়। দুর্মূল্যের কারণে নগর উপকণ্ঠ থেকে বহু লোক চলে যায়, আর অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মঙ্গলজনক পরিণতির জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানাই, আমীন।

এ বছর বহু হজ্জ কাফেলা সফর পথে পানির অভাবে প্রচন্ড তৃষ্ণার সম্মুখীন হয় এবং তাদের মধ্য হতে অনেক লোক তৃষ্ণায় মারা যায়। এ বছর হজ্জের খুতবা দেয়ার দায়িত্ব ছিল মিসরীয়দের উপর।

গুরুত্বপূর্ণ যেসব ব্যক্তি এ বছর ইনতিকাল করেন তাদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মূসা ইবন জা'ফর

উপনাম আবূ নাসর আল-বুখারী। মুলাহিমী নামে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন অন্যতম হাফিযে হাদীস। তিনি বাগদাদের এসে সেখানে ইমাম বুখারীর ছাত্র মাহমূদ ইবন ইসহাক থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া হায়ছাম ইবন কুলায়ব প্রমূখ থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম দারা কুতনী তার থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন। হাদীসশাস্ত্রের বিখ্যাত আলিমদের মধ্যে তিনি অন্যতম। এ বছর শাবান মাসে আশি বছরেরও বেশি বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আবূ ইসমাঈল

বংশ পরিচয় : মুহাম্মাদ ইবন আবূ ইসমাঈল, আলী ইবন হুসায়ন ইবন হাসান ইবন কাসিম, আবুল হাসান আল-আলাবী। তিনি হামাদানে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে লালিত পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন। জা'ফর আল-খালদী ও অন্য আলিমদের থেকে তিনি হাদীস লিখেন। নিশাপুরে অবস্থান করে আসাম্মসহ আরও অনেকের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। আলী ইবন আবূ হুরায়রার নিকট থেকে শাফিঈ মাযহাবের ফিকহশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি সিরিয়া গমন করে সূফীদের সংস্পর্শে আসেন। অবশেষে তিনি নিজেই একজন সেরা সূফী-সাধকে পরিগণিত হন। জীবনে বহুবার একাকী সফর করে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। এ বছর মুহাররাম মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবুল হুসায়ন আহমাদ ইবন ফারিস

পূর্ণনাম : আবুল হুসায়ন আহমাদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়্যা ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাযিব আল-লুগাবী আর-রাযী। 'আল মুজমাল ফিল লুগাহ' গ্রন্থের রচয়িতা। হামাদানের অধিবাসী। তার উৎকৃষ্টমানের কিছু পুস্তিকা আছে। মাকামাত রচয়িতা বদীউয-যামান তার নিকট থেকে সাহিত্য জ্ঞান লাভ করেন। তার উন্নতমানের কবিতার কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া হল :

مَرَّتْ بِنَا هَيْفَاءُ مَجْدُولَةٌ - تُرْكِيَّةٌ تَنَمَّى لِتركى

تَرْنُوْ بِطَرْفٍ فَاترٍ فَاتِنٍ - اَضْعَفَ مِنْ حَجَةِ نَحْوِىْ ·

"হালকা-পাতলা কোমর বিশিষ্ট এক তুর্কী মহিলা তুর্কী কায়দায় চলতে চলতে আমাদেরকে অতিক্রম করে গেল।

"প্রেম নিবেদনকারী কোমল নেত্রের চাহনি দিয়ে গান গাইতে গাইতে সে চলে গেল। তার এ পদ্ধতিটি ছিল ব্যাকরণবিদদের সূত্র থেকে অধিক মজবূত।"

তার কবিতার আরও একটা নমুনা নিম্নরূপ :

اذَا كُنْتَ فِيْ حَاجَةٍ مُرْسِلاً - وَاَنْتَ بِهَا كَلِفُ مَغْرَمُ

فَاَرْسِلْ حَكِيْمًا وَلاَ تُوْصِهِ - وَذَاكَ الْحَكِيْمُ هُوَالدِّرْهَمُ .

"যখন তুমি একান্ত বাধ্য হয়ে কোন প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে কারও নিকট কাউকে পাঠাতে চাও,

"তবে কোন হাকীম বা বিজ্ঞজনকে পাঠাও। তাকে কোন উপদেশ দিও না। আর স্মরণ রেখ, সে বিজ্ঞজন হল দিরহাম বা অর্থ।"

ইবন খাল্লিকান বলেন : তিনি তিনশ নব্বই সালে ইনতিকাল করেন। আবার কারও কারও মতে তাঁর মৃত্যুকাল তিনশ পঁচানব্বই সাল। তবে প্রথম মতই অধিক প্রসিদ্ধ।

হিজরী তিনশ ছিয়ানব্বই (৩৯৬) সাল

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছর শা'বান মাসের প্রথমদিকে জুমুআর রাতে কিবলার উত্তর-দিকে একটি নক্ষত্র ঢেউ খেলতে খেলতে উদিত হয়। নক্ষত্রটি আকারে-উজ্জ্বলতায় যোহরা সেতারার মত বড় দেখাচ্ছিল। আর এর কিরণ চাঁদের কিরণের ন্যায় মাটিতে এসে পড়ছিল। যিলকাদ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ স্থায়ী থাকার পর আবার তা অদৃশ্য হয়ে যায়। এ বছর মুহাম্মাদ ইবন আকফানী সমগ্র বাগদাদের কাযী হিসেবে নিযুক্ত হন। কাদির বিল্লাহ্ কারাবিশ ইবন আবূ হাসসানকে এ বছর ইমারাতের দায়িত্বে নিয়ে আসেন এবং কূফার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন। তিনি তাকে মু'তামিদুদ-দৌলাহ্ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শরীফ রিযাকে ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব দেন এবং যুল-হুসনায়ান উপাধি দান করেন। আর তার ভাই মুরতাযার উপাধি দেয়া হয় যুল-মাজদায়ন। এ বছর ইয়ামীনুদ-দৌলাহ মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে অনেক বড় বড় শহর দখল করেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন। এ অভিযানে তিনি রাজা কারাশীকে বন্দী করেন। কারাশীর রাজ্য দখলে নেয়ার পর সে অঞ্চলের মূর্তিসমূহ ভাঙ্গাকালে রাজা যখন পলায়ন করছিল তখন মাহমূদ তাকে আটক করেন। এরপর রশিদ্বারা তার কোমরে শক্তভাবে বাঁধা হয়, সকল আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করা হয় ও সাহায্যের সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ অবস্থায় কিছুদিন রাখার পর তার প্রতি লাঞ্ছনা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের লক্ষ্যে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ বছর হাকিম আবিদির নামে খুতবা দেয়া হত। তিনি খুতবার মধ্যে একটি নতুন বিষয় সংযোজন করেন। তা

হল, খতীব যখন খুতবার মধ্যে হাকিমের কথা উল্লেখ করবে তখন উপস্থিত সবাই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে। মিসর অঞ্চলে আরও একটু বাড়িয়ে সিজদা করার প্রথাও চালু করা হয়। ফলে হাকিমের কথা উল্লেখ করা হলেই সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। চাই তারা সালাতের মধ্যে থাকুক কিংবা সালাতের বাইরে বাজারে থাকুক না কেন। আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত ও দুর্ভাগ্য করুন।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল :

আবূ সা'দ ইসমাঈলী

পূর্ণ নাম : আবূ সা'দ ইসমাঈলী ইবরাহীম ইবন ইসমাঈল আবূ সা'দ জুরজানী। ইসমাঈলী নামে তিনি সুপরিচিত। দারা কুতনী জীবিত থাকাকালে তিনি বাগদাদে আসেন। সেখানে তিনি স্বীয় পিতা ইসমাঈল ও আসাম্ম ইবন আদী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন খালাল ও তানূখী। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য। ফিকহশাস্ত্রে তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ও বিখ্যাত ফকীহ্। আরবী ভাষার একজন সুপন্ডিত তিনি। জ্ঞানী-গুণীদের বেলায় তাঁর বদান্যতা ও দানশীলতা ছিল প্রভূত। সে সময়ে নিজ শহরে নিজ পুত্রের নিকট তাঁর পরহেযগারী ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল উল্লেখ করার মত। খতীব বলেন : আমি শুনেছি, শায়খ আবূ তায়্যিব বলেন, আবূ সা'দ ইসমাঈলী যখন বাগদাদে আসেন তখন তাকে কেন্দ্র করে ফকীহগণ দুটি সভার আয়োজন করেন। এর একটির ব্যবস্থা করেন আবূ হামিদ ইসফিরাইনী। আর অন্যটির ব্যবস্থা করেন আবূ মুহাম্মাদ বাজী। সভার শোভা বর্ধনের লক্ষে কাযী মুআফী ইবন যাকারিয়া জারীরীকে সভায় উপস্থিত থাকার আবেদন জানিয়ে কাযী একটি পত্রসহ স্বীয় পুত্র আবুল ফযলকে প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি নিজ হাতে এ পঙক্তি দুটি লিখে দেন :

إِذَا اَكْرَمَ الْقَاضِى الْجَلِيْلُ وَلِيَّهُ - وَصَاحِبَهُ أَلْفَاهُ لِلشُّكْرِ مَوْضِعَا

وَلِىَ حَاجَةٌ يَأْتِىْ بنى بِذِكْرِهَا - وَيَسْأَلُهُ فِيْهَا التَّطَوُّلَ اَجْمَعَا .

"সম্মানিত কাযী যখন তার বন্ধু ও সাথীকে মর্যাদা দেবেন তখন তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দেবেন।

"আপনার নিকট আমায় একটি প্রয়োজন আছে। আমার পুত্র সে প্রয়োজনের কথা আপনাকে জানাবে এবং আপনার সার্বিক সহযোগিতা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে।"

জবাবে জারীরী শায়খের পুত্রের নিকট নিম্নোক্ত পঙক্তিদ্বয় লিখে পাঠান :

دَعَا الشَّيْخُ مِطْوَاعًا سَمِيْعًا لِاَمْرِهِ - نُوَاتِيْهِ طَوْعًا حَيْثُ يَرْسِمُ اَصْنَعَا

وَهَا اَنَا غَادٍ فِىْ غَدٍ نَحْوَدَارِهِ - اُبَادِرُ مَا تَدْ حَدَّهُ فِىْ مُسْرِعًا .

"শায়খ আমাকে আহ্বান করেছেন, আমি শায়খের আহ্বান কবূল করছি ও তার ডাকে সাড়া দিচ্ছি।

"যে স্থানে যেতে বলেছেন সেখানে আমি পৌঁছবো আমি তার দ্বারে অবশ্যই হাযির হবো, যত দ্রুত সম্ভব আমি চলে আসছি।"

ইসমাঈলী এ বছর রবীউছ-ছানী মাসে জুরজানে আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। জুরজানের এক মসজিদের মিহরাবে দাঁড়িয়ে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন। যখন তিনি এ আয়াত পড়েন : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি" তখন তার দম বেরিয়ে যায় এবং সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ

নসবনামা : মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন বুহায়র আবূ আমর আল-মুযাক্কী, হাফিয নিশাপুরী। হায়রী নামে পরিচিত। ইলম অন্বেষণে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেন। তিনি ছিলেন হাফিয ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। হাদীস বর্ণনায় ছিলেন নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসভাজন। বাগদাদসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিনি হাদীস শিক্ষা দেন। এ বছর শা'বান মাসে তিহাত্তর বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ ইবন মানদাহ

পূর্ণনাম : আল-হাফিয মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন মানদাহ আবূ আবদুল্লাহ্ আল-ইস্পাহানী আল-হাফিয। হাদীস বর্ণনা, সংরক্ষণ ও মুখস্থ করার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আস্থাভাজন। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক দূরদেশে সফর করেন। বহু আলিমের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। 'আত-তারিখ' ও 'আন-নাসিখ ওয়াল মানসূখ' নামক দু'খানা বিখ্যাত গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। আবুল আব্বাস জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ বলেন : ইবন মানদাহ্র চেয়ে অধিক স্মৃতিসম্পন্ন কাউকে আমি দেখিনি। এ বছর সফর মাসে ইস্পাহান নগরীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

হিজরী তিনশ সাতানব্বই (৩৯৭) সাল

এ বছরের প্রধান ঘটনা মিসরের শাসনকর্তা হাকিম উবায়দীর বিরুদ্ধে আবূ রাকওয়ার বিদ্রোহ। ঘটনার সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হল। আবূ রাকওয়া ছিলেন উমাইয়া খলীফা হিশাম ইবন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের বংশধর। তার প্রকৃত নাম ওয়ালীদ। আবূ রাকওয়া উপাধি। সূফী-দরবেশদের অনুকরণে সফরকালে তিনি কাঁধে একটি চামড়ার পানির পাত্র ঝুলিয়ে রাখতেন। সে কারণে এ উপাধিতে পরিচিত হয়েছেন। মিসরের বিভিন্ন শহরে ঘুরে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর মক্কায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তারপরে ইয়ামানে চলে যান। সেখান থেকে আবার সিরিয়া গমন করেন। এ দীর্ঘ সফরে যারা তার প্রতি অনুপ্রাণিত

হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সাহসী, উদ্যমী এবং হিশাম পুত্রকে সাহায্য করতে চেয়েছে, তাদের থেকে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মিসরের এক শহরে আরব মহল্লায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি বালকদের লেখাপড়া শিখাতেন এবং ইবাদত, পরহেযগারী ও চাল-চলনে দরবেশীভাব প্রকাশ করতেন। কিছু গায়েবী কথাবার্তাও মানুষকে বলে দিতেন। ফলে সেখানকার লোকজন সহজেই তার অনুগত হয়ে যায় এবং তার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে থাকে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবার তিনি নিজের দিকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আমি সেই, যে উমাইয়্যা বংশের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। তার এ আহ্বানে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়[২] এবং তাকে এখন থেকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করতে থাকে। তাকে উপাধি দেয়া হয় 'আছ-ছায়িরু বি-আমরিল্লাহ, আল-মুনতাসিরু মিন আদাইল্লাহ' (আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিষ্ঠাকারী, আল্লাহ্‌র দুশমনদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী)। এরপর তিনি বিরাট এক বাহিনী নিয়ে রাক্কা শহরে চলে আসেন। রাক্কার লোকজন দু'লক্ষ দীনার সংগ্রহ করে তার হাতে দেয়। এ সময় গোপন ফাঁস করার অপরাধে এক ইয়াহূদীকে আটক করে তার থেকে আরও দু'লক্ষ দীণার আদায় করা হয়। রাক্কা প্রদেশের দীনার ও দিরহামে তার উপাধি অংকিত হয়। জুমুআর দিন তিনি জনসমক্ষে খুতবা দেন এবং হাকিম উবায়দীর উপর জঘন্য ভাষায় অভিশাপ বর্ষণ করেন। ফলে আবূ রাকওয়ার পিছনে ষোল হাজার সৈন্য জড়ো হয়ে যায়। হাকিম উবায়দীর নিকট যখন আবূ রাকওয়ার এ তৎপরতার সংবাদ পৌঁছল এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে ভাবলেন তখন তিনি পাঁচ লক্ষ দীনার ও পাঁচ হাজার পোশাক আবূ রাকওয়ার সৈন্য বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের প্রধান ফযল ইবন আবদুল্লাহ্‌র নিকট প্রেরণ করেন। এ উপঢৌকন পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল ফযল ইবন আবদুল্লাহকে আবূ রাকওয়ার পক্ষ ত্যাগ করিয়ে নিজের পক্ষে টেনে আনা। এসব মালামাল যখন ফযলের নিকট পৌঁছে তখন সে আবূ রাকওয়ার পক্ষ ত্যাগ করে। সে তার কাছে যেয়ে বলল : হাকিম উবায়দীর মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আপনি আমাদের মাঝে থাকলে আমরাও অভিযুক্ত হব আপনারই কারণে। সুতরাং আপনি আপনার পছন্দের কোন শহরে চলে যান। আবূ রাকওয়া বলল, তাহলে দু'জন অশ্বারোহী দিয়ে আমাকে 'নাওবা' শহরে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। কেননা ঐ শহরের শাসকের সাথে আমার সুসম্পর্ক আছে। ফযল ইবন আবদুল্লাহ আবূ রাকওয়াকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু পশ্চাতে সে আরও একজনকে প্রেরণ করে যাতে সে আবূ রাকওয়াকে মিসরে হাকিম উবায়দীর নিকট পৌঁছাতে পারে। যখন সে তথায় পৌঁছে তখন দ্বিতীয় দিবসে তিনি তাকে একটি উটের পৃষ্ঠে উঠিয়ে প্রথমে লাঞ্ছিত করেন এবং পরে হত্যা করে ফেলেন। এ

---

২ ইবন কাছীর বলেন : এদের সাড়া দেয়ার কারণ হল, হাকিম বি-আমরিল্লাহ তাদের নেতাদের হত্যা করে, বন্দী করে ও সম্পদ হরণ করে। তার অত্যাচারে সমস্ত গোত্র অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বনূ কুররার উপর তার অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাদের প্রধান ব্যক্তিদের বন্দী করে রাখে, অনেককে হত্যা করে (৯/১৯৮; ইবার ৪/৫৮)।

কৃতিত্বের জন্য হাকিম উবায়দী ফযল ইবন আবদুল্লাহর প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বিশাল এলাকার জায়গীর প্রদান করেন। কিছুদিন পর ফযল কোন এক রোগে আক্রান্ত হয়। তাকে দেখার জন্য হাকিম দু'দিন তার কাছে যান। রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার পর হাকিম তাকে হত্যা করে তার সঙ্গী (রাকওয়া)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। এ হল ধোঁকা ও প্রতারণার উত্তম বদলা।[৩]

এ বছর রমযান মাসে কারওয়াশ ক্ষমতার মসনদ থেকে অপসারিত হয় এবং তদস্থলে আবুল হাসান আলী ইবন ইয়াযীদ সানাদুদ-দৌলাহ উপাধি ধারণ করে মসনদে সমাসীন হন। ইয়ামীনুদ-দৌলাহ মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন এ বছর তুরস্কের বাদশাহকে খুরাসানের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তুর্কিস্তানের অগণিত লোক হত্যা করেন। এ বছর আবুল আব্বাস ইবন ওয়াসিলকে হত্যা করা হয় এবং তার কর্তিত শীর বাহাউদ-দৌলাহর দরবারে হাযির করা হয়। অতঃপর তা খুরাসান ও পারস্যের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরান হয়। এ বছর হজ্জ কাফেলা যাত্রাপথে প্রচন্ড কৃষ্ণ অন্ধকারময় ঝড়ের কবলে পড়ে। এছাড়া বেদুঈন সর্দার ইবনুল জাররাহ কাফেলার সম্মুখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং হজ্জে যেতে বাধা প্রদান করে। ফলে তাদের হজ্জ ফওত হয়ে যায় এবং যিলহজ্জের আট তারিখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। হজ্জ মওসুমে মক্কা-মদীনায় খুতবা দেয়ার দায়িত্ব পালন করে মিসরীয়গণ।

এবছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয় তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল :

আবদুস সামাদ ইবন উমার ইবন ইসহাক

উপনাম : আবুল কাসিম দীনাওয়ারী। একজন সুবক্তা ও সূফী-সাধক। আবূ সাঈদ ইসতাখারী থেকে তিনি কুরআনের জ্ঞান ও শাফিঈ মাযহাবের দর্শন লাভ করেন। নাজ্জাদ-এর সান্নিধ্যে থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। সায়মিরী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীস বর্ণনায় তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও সৎ। আত্মশুদ্ধি, সত্য বাচন, সংযম, চিন্তা-ফিকির, সাদামাটা চলন, ভালকাজের আদেশ, মন্দকাজে নিষেধ, উত্তম ভাষণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ। একদিন জনৈক ব্যক্তি তাকে দেয়ার জন্য একশ দীনার নিয়ে আসে। তিনি বললেন, আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। লোকটি বলল, আপনি গ্রহণ করুন, তারপরে আপনার এসব সঙ্গীদের মাঝে বণ্টন করে দিন। তিনি বললেন, মাটির উপরে রেখে দাও। লোকটি দীনারগুলো মাটির উপরে রেখে দিল। এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকু এখান থেকে গ্রহণ করতে পার। দেখা গেল, তাদের প্রয়োজন অনুসারে উঠিয়ে নেয়ার পর দীনারও শেষ হয়ে গেল। এ সময় তার পুত্র সেখানে এসে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানায়। তিনি তাকে বললেন, মুদি দোকানে গিয়ে এক

৩. কামিল গ্রন্থে আছে, ফযল ইবন আবদুল্লাহ ছিলেন হাকিমের সেনাপতি যিনি আবূ রাকওয়ার মুকাবিলা করেন (৯/২০০)। ইবার গ্রন্থে তার নাম লিখেছে ফযল ইবন সালিহ। আর এই ফযল আবূ রাকওয়ার যে সেনাপতিকে ভাগিয়ে আনে তার নাম নাহী ইবন মুকাররাব (৩/৫৮)।

রতলের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ খুরমা নিয়ে যাও। এদিকে অন্য এক লোক তাকে অবলোকন করছিল। সে দেখল, ঐ ব্যক্তি একটি মুরগী ও কিছু মিষ্টি ক্রয় করছে। এ ব্যাপার দেখে সে অবাক হয়ে গেল। এরপর সে তাকে অনুসরণ করে তার বাড়ি পর্যন্ত গেল। দেখল, ঘরের মধ্যে এক মহিলা আছে এবং তার কতিপয় ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে রয়েছে। লোকটি যা ক্রয় করে এনেছিল তা তাদেরকে দিয়ে দিল। তিনি আতর বিক্রেতার কাঁচামাল গুঁড়া করে দিতেন এবং বিনিময়ে যে মজুরী পেতেন তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে তিনি প্রার্থনা করে বলেন, হে আমার প্রভু! এই মুহূর্তে আমি তোমার নিকট গোপন থাকতে চাই। এ বছর যিলহজ্জ শেষ হবার সাতদিন পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন। জামি' মানসূরে তার জানাযা পড়া হয় এবং ইমাম আহমাদের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

আবুল আব্বাস ইবন ওয়াসিল

তিনি ছিলেন সীরাফ, বসরা ও অন্যান্য এলাকার অধিপতি। প্রথম জীবনে কারখের খিদমত করতেন। তিনি ছিলেন তার সাহায্যকারী। ধারণা করা হত যে, অচিরেই তিনি বাদশাহ হয়ে যাবেন। তার সাথী-সঙ্গীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কেউ বলত, তুমি বাদশাহ হলে আমাকে কী দেবে? কেউ বলত, আমাকে গভর্নর বানাবে; কেউ বলত, আমাকে একজন খাদিম দেবে; কেউ বলত, আমার সাথে সম্পর্ক যেন ঠিক থাকে। এভাবে ভাগ্য তাকে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করাবার পর অবশেষে তিনি সীরাফ ও বসরার অধিপতি হন। এক পর্যায়ে বাতীহা থেকে মুহায্যাবুদ-দৌলাহকে বিতাড়িত করে সে দেশ দখল করেন। পালাবার সময় মুহায্যাবুদ-দৌলাহ পথে যানবাহনের সংকটে পড়ে শেষে গাভীর পিঠে চড়তে বাধ্য হন। ইবন ওয়াসিল সমস্ত এলাকা নিজের অধীনে নিয়ে আসেন। এরপর তিনি আহওয়ায দখলের জন্য অভিযান চালান। সেখানে বাহাউদ-দৌলাহকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। কিন্তু পরে বাহাউদ-দৌলাহ সৈন্য সংগ্রহ করে আহওয়াযকে ইবন ওয়াসিলের হাত থেকে মুক্ত করেন। এরপর কৌশলে এ বছর শা'বান মাসে তাকে হত্যা করেন এবং তার কর্তিত মস্তক বিভিন্ন শহরে প্রদর্শন করান।

হিজরী তিনশ' আটানব্বই (৩৯৮) সাল

এ বছর ইয়ামীনুদ-দৌলাহ মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এ অভিযানে তিনি বহু দূর্গ দখল করে নেন এবং প্রচুর সম্পদ ও মণি-মুক্তা করায়ত্ব করেন। যেসব মূল্যবান জিনিস পান, তার মধ্যে উল্লেখযোগ জিনিস হচ্ছে একটা ভবন। ত্রিশ হাত দৈর্ঘ্য ও পনের হাত প্রস্থ এ ভবনটি রৌপ্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। গযনীতে প্রত্যাবর্তন করে সমুদয় মাল তিনি নিজের গৃহ-প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে রাখেন। এরপর বাদশাহর দূতগণকে ভিতরে এসে দেখার জন্য অনুমতি দেন। ভিতরে প্রবেশ করে এতো পরিমাণ মূল্যবান মালামাল দেখে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ বছর রবীউছ-ছানী মাসের এগার তারিখ বুধবারে বাগদাদে ভীষণ তুষারপাত হয়।

মাটির উপরে দেড় হাত পরিমাণ পুরু তুষার স্তুপ জমে যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে তা বিগলিত হয়নি। তিকরীত, কূফা, আবাদান ও নাহরাওয়ানের গোটা এলাকা জুড়ে এ তুষারপাত হয়। এ মাসে জাল মুদ্রা তৈরির বহু কারখানা প্রকাশ্যে ও গোপনে বিস্তার লাভ করে। এমনকি মসজিদ ও সমাধির মধ্য থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে পুলিশ বিভাগ তল্লাশী চালিয়ে এর অধিকাংশই ধরে ফেলে। যারা ধরা পড়ে তাদের হাত কেটে দেয়া হয় এবং চোখ উপড়ে ফেলা হয়।

ইবন মাসঊদের কুরআন ভস্মীভূত করার ঘটনা : (শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর রায় অনুসারে এ ঘটনা ঘটে। ইবনুল জাওযী তার 'মুলতাযাম' গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন)।

এ বছর রজব মাসের দশ তারিখে সুন্নী ও রাফিযী সম্প্রদায়ের মাঝে এক ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে। কারণ ছিল এই যে, হাশিমী বংশের কতিপয় লোক দারবে-রিবাহ্ মহল্লায় অবস্থিত মসজিদে শী'আ সম্প্রদায়ের ফকীহ্ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন নূমান ওরফে ইবনুল মুআল্লিমের উপর চড়াও হয়। সেখানে তারা তাকে অনেক গালমন্দ করে। এতে ইবনুল মুআল্লিমের সাথী-সঙ্গীরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কারখের (শী'আ) অধিবাসীরা কাযী আবূ মুহাম্মাদ আকফানী ও শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর দরবারে যায়। ক্রমান্বয়ে এ ফিতনা বড় আকারে দীর্ঘস্থায়ীরূপ লাভ করে। শী'আ সম্প্রদায়ের লোকেরা কুরআনের একটা পাণ্ডুলিপি হাযির করে দাবী করে যে, এটা আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা)-এর সংকলিত কুরআন। কিন্তু এটা ছিল অন্যান্য সমস্ত কুরআন থেকে ভিন্নতর। ঘটনার ধারাবাহিকতায় রজব মাস শেষ হওয়ার আগের দিন জুমুআবারে কাযী, ফকীহ্ ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এক জায়গায় সমবেত হয়। তাদের সম্মুখে কুরআনের উপরোক্ত কপিটি আনা হয়। এ সময় শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনী এবং উপস্থিত ফকীহগণ কুরআনের উক্ত কপিটি জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য ইঙ্গিত করেন। তখন তাদের উপস্থিতিতেই তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে শী'আরা ক্রোধে ফেটে পড়ে। তারা শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে এ কাজ যারা করেছিল তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে এবং জঘন্য ভাষায় গালাগাল দেয়। তাদের মধ্য হতে একদল যুবক শায়খ আবূ হামিদকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তার বাড়ির দিকে যায়। এদের আভাস পেয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে দারুল কুতনে চলে যান। এরা তার বাড়িতে যেয়ে হাকিম কোথায়, মানসূর কোথায়, বলে চিৎকার করতে থাকে। এ সংবাদ খলীফার নিকট পৌঁছে যায়। সুন্নীদের সাহায্য করার জন্য তিনি তার খাদিমগণকে প্রেরণ করেন। শী'আদের বহু ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। দুঃখ-দুর্দশা বাড়তে থাকে। শী'আ ফকীহ্ ইবনুল মুআল্লিমকে উচ্ছেদ করার জন্য খলীফা সেনা প্রধানকে বাগদাদে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেন। কিন্তু পরে আবার তার জন্য সুপারিশ করেন। শী'আরা আবূ বকর, উমর ও আলী (রা)-এর নাম উল্লেখ করে প্রার্থনা করায় তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে নিষেধ করা হয়। শায়খ আবূ হামিদ তার নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছর শা'বান মাসে দীনাওয়ার শহরে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়। এতে বহু

বাড়িঘর ধ্বসে যায় এবং জনগণের অনেক ব্যবহার্য দ্রব্য ও মূল্যবান সামগ্রী বিনষ্ট হয়। এ ছাড়া এ বছর দাকূক, তিকরীত ও শীরায শহরের উপর দিয়ে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। এর ফলে প্রচুর বাড়িঘর, খর্জুর ও যয়তুন বৃক্ষ বিধ্বস্ত হয়, বহু লোক মৃত্যুবরণ করে এবং শীরাযের কিছু এলাকা ধ্বসে যায়। শীরায নগরী এ বছর আরও একটি টর্নেডোর কবলে পতিত হয়। ফলে বহু নৌযান সমুদ্রে ডুবে যায়। ওয়াসিত নগরীতে শিলাবৃষ্টি বর্ষিত হয়। এর এক-একটি শিলার ওযন ছিল একশ ছয় দিরহামের সমান। রমযান মাসে (ইংরেজী মে মাসে) বাগদাদে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে খাল-বিল, নদী-নালা সবই পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

কুমামা ধ্বংস :এ বছর হাকিম বিআমরিল্লাহ্ কুমামা ধ্বংসের নির্দেশ জারি করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি বিশেষ গীর্জার নাম কুমামা। গীর্জার অভ্যন্তরে রক্ষিত যাবতীয় সম্পদ ও মালামাল লুট করে নেয়ার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়। খ্রিস্টানরা এখানে মনগড়া মিথ্যা অপবাদকে কেন্দ্র করে প্রথা পালন করত। তারা যীশুকে অগ্নি থেকে পুনরাভ্যুত্থানের পর্ব হিসেবে প্রতীক বানিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করত। মূর্খতা বশত তারা এ প্রতীকী অগ্নিকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করত। মূলত এ অগ্নি ছিল রেশমী সুতার মধ্যে বেলী ফুলের সুগন্ধি তেল দ্বারা প্রস্তুত। এর সাথে তেল মাখান কাপড়ের টুকরার উপরে গন্ধক ইত্যাদি মিশিয়ে দেয়া হত অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে। এ প্রথা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সমানভাবে চালু ছিল। এখন পর্যন্ত ঐ স্থানে তারা এটা চালু রেখেছে। এভাবে এ বছর সমগ্র মিসরে অগণিত গীর্জা ভেঙ্গে দেয়া হয়। খ্রিস্টানদের মধ্যে ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তারা নির্দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যারা ইসলামে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক নয়, তারা যেন নিরাপদে রোম দেশে চলে যায়। পক্ষান্তরে যারা খ্রিস্টান ধর্মের উপর থেকে এ দেশে অবস্থান করতে চায়, তাদের উপরে হাকিম যেসব শর্ত আরোপ করবেন তা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। অর্থাৎ তারা তাদের বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখবে। ক্রুশ হবে কাঠ নির্মিত এবং তার ওযন হবে চার রতল। আর ইয়াহূদীরা ছয় রতল ওযনের গো-বৎসের মাথা গলায় ঝুলাবে। হাম্মামখানায় প্রবেশকালে প্রত্যেকের কাঁধে পাঁচ রতল ওযনের মশক আকৃতির ঘণ্টা বেঁধে রাখতে হবে। এদের মধ্যে কেউ অশ্বারোহণ করতে পারবে না। কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর যেসব গীর্জা ধ্বংস করা হয়েছিল সেগুলো পুণঃনির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। যেসব অমুসলিম ইতিপূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে যারা পূর্ব ধর্মে ফিরে যেতে চায়, তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। হাকিম দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন যে, আমরা আমাদের মসজিদগুলোকে এমন লোকের প্রবেশ থেকে পবিত্র রাখতে চাই যে মনেপ্রাণে মুসলিম নয় এবং যার অন্তরের অবস্থা আমাদের জানা নেই। আল্লাহ্ এ জাতীয় লোককে লাঞ্ছিত করুন।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাদের পরিচয় নিম্নে দেয়া হল :

আবূ মুহাম্মাদ আল-বাজী

তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। তার নাম : আবদুল্লাহ ইবন

মুহাম্মাদ আল-বাজী আল-বুখারী আল-খাওয়ারিযমী। শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম। তিনি আবুল কাসিম আদ-দারকির নিকট ফিকহশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং তার অবস্থানস্থলে থেকে শিক্ষাদান করেন। আরবী সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র ও কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। একবার তিনি তার এক সাথীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তাকে বাড়ি না পেয়ে নিম্নের পঙক্তি দুটি লিখে রেখে আসেন :

قَدْ حَضَرْنَا وَلَيْسَ نَقْضِى التَّلَاقِى - نَسْأَلُ اللّهَ خَيْرَ هذَا الْفِرَاقِ

اِنْ تَغِبْ لَمْ اَغِبْ وَاِنْ لَمْ تَغِبْ - غِبْتَ كَاَنَ اِفْتِرَاقُنَا بِاتِّفَاقِ ·

"আমি এসে হাযির হয়েছি। সাক্ষাৎ না পাওয়ার ক্ষতি আমরা পূরণ করতে পারবো না। এ বিরহের উত্তম বদলা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি।

"তুমি যদি অনুপস্থিত থাক তবে আমি কিন্তু অনুপস্থিত থাকিনি আবার তুমি যখন অনুপস্থিত না থাক, আমি তখন অনুপস্থিত হয়ে পড়ি। আমাদের এ বিচ্ছিন্ন অবস্থা আসলে সাময়িক।"

এ বছর মুহাররাম মাসে তিনি ইনতিকাল করেন 'তাবাকাতে শাফিআ'য় আমরা তাঁর জীবনী আলোচনা করেছি।

আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ

পূর্ণ নাম : আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন আলী ইবন হুসায়ন। আবুল কাসিম উপনাম। সায়দালানী নামে তিনি প্রসিদ্ধ। ইবন সায়্যিদ থেকে যেসব বিশ্বস্ত রাবী হাদীস বর্ণনা করেন, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি। আযহারী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও সত্যাশ্রয়ী। নব্বই বছরের অধিক বয়সে এ বছর রজব মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

কবি বাব্‌বাগা

নাম ও পরিচয় : আবদুল ওয়াহিদ ইবন নাসর ইবন মুহাম্মাদ আবুল ফারাজ আল-মাখযূমী, বাব্‌বাগা তার উপাধি। এ বছর শা'বান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, পন্ডিত ও প্রথিতযশা কবি। তাঁর কবিতার কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হল :

يَامَنْ تَشَابَهَ مِنْهُ الْخَلْقُ وَالْخُلْقُ - فَمَا تُسَافِرُ اِلاَّ نَحْوَهُ الْحَدَقُ

فَوَرْدُ دَمْعِى مِنْ خَدَّيْكَ مُخْتَلِسْ - وَسُقْمُ جِسْمِى مِنْ جَفْنَيْكَ مُسْتَرِقُ

لَمْ يَبْقَ لِى رَمْقٌ اَشْكُوْ هَوَاكَ لَه - وَاِنَّمَا يَتَشَكَّى مِنْ بِهِ رَمْقُ

"ওহে, তোমার সাথে রয়েছে আমার দৈহিক ও চরিত্রিক মিল। তাই তো তোমার পানে ছাড়া চক্ষু অন্য কোনদিক ফিরে যেতে চায় না।

"এ কারণেই আমার অশ্রু তোমার গন্ডদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। আর তোমার দু'চোখের পর্দা হতে আমার দেহে রোগ সঞ্চারিত হয়।

"আমার জীবন ওষ্ঠাগত, তাই তোমার নিকট কোন দাবী নেই। কেননা দাবী তারই থাকে যার দেহে প্রাণ আছে।"

মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া

উপনাম আবূ আবদুল্লাহ। জুরজানের অধিবাসী। তিনি ছিলেন একজন বড়মাপের আলিম, সাধক ও আবিদ। এসব দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আবূ বকর রাযীর সমকক্ষ। কাতিআতুর রাবি শহরে তিনি শিক্ষাদান করতেন। শেষ বয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন। আবূ হানীফা (র)-এর কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

বদীউয যামান

মাকামাত গ্রন্থের লেখক। পূর্ণ নাম : আহমাদ ইবন হুসায়ন ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ। আবুল ফযল হামদানী, হাফিযে কুরআন। বদীউয-যামান নামে প্রসিদ্ধ। তিনি অনেকগুলো রসালো ছোট গল্প ও উৎকৃষ্টমানের মাকামাত সাহিত্য রচনা করেন। তার সৃষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে হারীরী মাকামাত রচনা করেন। তিনি বদীউয যামানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন এবং এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টিতে তাকে পথিকৃৎ হিসেবে সম্মান করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আবূ ফারিসের সান্নিধ্যে থেকে ভাষা জ্ঞান লাভ করেন এবং তারপরে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন বিদগ্ধ পন্ডিত ও সুসাহিত্যিক ভাষাবিদ। কথিত আছে, তার খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়। ঐ খাদ্য খেয়ে তার সমস্ত দেহ অবশ-অচেতন হয়ে যায়। দ্রুত তাকে কবরে দাফন করা হয়। কবরের মধ্যে কিছুদিন তিনি বেঁচে থাকেন। একদা লোকজন কবর থেকে তার আওয়াজ শুনতে পায়। কবর খুঁড়ে দেখা গেল তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কবর জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে হাতদ্বারা দাড়ি ধরে রেখেছেন। এ ছিল এ বছর জামাদিউছ-ছানী মাসের এগার তারিখ শুক্রবারের ঘটনা। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

হিজরী তিনশ নিরানব্বই (৩৯৯) সাল

রাহবায় নিযুক্ত হাকিম উবায়দীর প্রশাসক আলী ইবন ছিমাল এ বছর আততায়ীর হাতে নিহত হন। ঈসা ইবন খালাত তাকে হত্যা করে রাহবা দখল করেন। কিছুদিন পর হালবের অধিপতি আব্বাস ইবন মিরদাস তাকে বিতাড়িত করে রাহবা অধিকার করেন। এ বছর বসরার কাযী আমর ইবন আবদুল ওয়াহিদকে অপসারণ করে তদস্থলে আবুল হাসান ইবন আবুশ-শাওয়ারিবকে বসান হয়। এ অবস্থায় জনগণ একজনকে অভিনন্দন জানায় এবং অপরজনকে সান্ত্বনা দেয়। আসফারী এ সম্পর্কে বলেন :

عِنْدِيْ حَدِيْثٌ ظَرِيْفٌ - بِمِثْلِهِ يُتَغَنّٰى
مِنْ قَاضِيَيْنِ يُعْزٰى - هٰذَا وَهٰذَا يُهَنَّا

فَذَا يَقُوْلُ اكْرِ هُوْنِى - وَذَا يَقُوْلُ اسْتَرِحْنَا
وَيُكَذِّبَانِ جَمِيْعًا - وَمَنْ يُّصَدِّقُ مِنَّا ٠

"আমার নিকট চমৎকার কথা আছে। এ রকম কথা দ্বারা কারও নিন্দা-মন্দ করা যায়।

"কথাটি সৃষ্টি হয়েছে দুজন কাযী সম্পর্কে। এদের একজনকে দেয়া হচ্ছে সান্ত্বনা। আর অপরজনকে জানান হচ্ছে অভিনন্দন।

"একজন বলছে, আমাকে তোমরা এ দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছ। অন্যজন বলছে, আমি মুক্ত হয়ে গেলাম।

"আসলে এরা দুজনেই মিথ্যা কথা বলছে। (কবি বলেন), আমাদের থেকে অধিক সত্য কথা আর কে বলে?"

এ বছর শাবান মাসে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে বাগদাদের পথ-ঘাট লালবর্ণের মাটিতে কর্দমাক্ত হয়ে যায়। আরও একটি কৃষ্ণ বায়ু এ বছর প্রবাহিত হয়। হাজীদের কাফেলা এর কবলে পড়ে। আরব বেদুঈনরা হজ্জ কাফেলার পথরোধ করে এবং সামনে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করে। পরে এমন সময় তাদের বাধা উঠিয়ে নেয় যখন হজ্জের সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। ফলে হজ্জ না করে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে। বসরা থেকে আগত হাজীদের এক কাফেলাকে বনূ হিলাল আটক করে। এ কাফেলায় লোক সংখ্যা ছিল ছয়শ একজন। তাদের থেকে প্রায় এক লক্ষ দীনার লুট করে নিয়ে যায়। এ বছর হজ্জের খুতবা দেয়ার দায়িত্ব ছিল মিসরীয়দের।

যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন তাদের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হল :

আবদুল্লাহ ইবন বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন

উপনাম : আবূ আহমাদ তাবারানী। তিনি মক্কা ও বাগদাদসহ বিভিন্ন শহরে সফর করে হাদীস শ্রবণ করেন এবং সকলের নিকট সম্মান অর্জন করেন। দারা কুতনী ও আবদুল গনি ইবন সাঈদ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। শেষ বয়সে তিনি সিরিয়ার বানিয়াসানের নিকট এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করে আল্লাহ্র ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন। এ অবস্থায় এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হুসায়ন

উপনাম : আবূ মুসলিম। উযীর ইবন খানযাবার সেক্রেটারী। বাগাবী, ইবন সায়িদ, ইবন দুরায়দ, ইবন আবূ দাঊদ, ইবন আরাফাহ ও ইবন মুজাহিদসহ আরও অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বাগাবীর শিষ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি। ইলম, হাদীস, মা'রেফাত ও দীনী জ্ঞানে তিনি ছিলেন সমৃদ্ধ। বাগাবী থেকে তার হাদীস বর্ণনায় কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন। কেননা এসব বর্ণনার মূল বক্তব্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা যায়। সাওরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে বর্ণনার মধ্যে কিছু এলোমেলো করে ফেলেছেন।

আবুল হাসান আলী ইবন আবূ সাঈদ

পূর্ণ নাম : আবুল হাসান আলী ইবন আবূ সাঈদ, আবদুল ওয়াহিদ ইবন আহমাদ ইবন ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা আস-সাদাফী আল-মিসরী। 'যায়জুল হাকিমী' নামক চার খন্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও হাফিযে হাদীস। তিনি মিসরের একটি অনবদ্য ইতিহাস রচনা করেন। পন্ডিত ব্যক্তিগণ ইতিহাস সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এ গ্রন্থের মুখাপেক্ষী হতেন। পক্ষান্তরে তার পুত্র আবুল হাসান জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রভুত সাফল্য অর্জন করেন। হিসাব-নিকাশ বিদ্যার তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অনেকটা উদাসীন, জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় থাকতে অভ্যস্ত। পুরাতন কাপড় পরিধান করতেন। মাথায় লম্বা উঁচু টুপির উপর দীর্ঘ পাগড়ি পেঁচিয়ে তার উপর আর একটি চাদর ছেড়ে দিতেন। এরপর গাধার পিঠে চড়ে যাতায়াত করতেন। লোকজন এ অবস্থা দেখে হাসাহাসি করত। হাকিমের দরবারে গেলে তিনি তাকে সম্মান করতেন এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে উদাসীন না থাকার জন্য তাকে উপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। তিনি উৎকৃষ্টমানের কবিতা লিখতেন। নিম্নোক্ত কবিতাংশটি ইবন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যথা :

أَحَمِلُ نَشَرَ الدَّيْحِ عِنْدَ هُبُوْبِه - رِسَالَةَ مُشْتَاقٍ اِلى حَبِيْبِه
بِنَفْسِيْ مَنْ تَحْيَا النُّفُوْسُ بِرِيْقِه - وَمَنْ طَابَتِ الدُّنْيَا بِه وَبِطِيْبِه
يَجْدُدُ وَجْدِيْ طَائِفُ مِنْه فِي الْكِرَا - سِوى مُوْهِنًا فِيْ جَفْنِه مِنْ رَقِيْبِه
لَعَمْرِي لَقَدْ عَطَّلْتُ كَأسِيْ بَعْدَه - وَعَنَّبْتُهُمَا عَنِّي لِطُوْلِ مَغِيْبِه .

"প্রবাহিত বায়ুর নিকট আমি প্রিয়ার উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করি যার চেহারা দর্শনের জন্য আমি উদগ্রীব।

"যার নৈকট্য পাওয়ার জন্য সকলেই আগ্রহী। যার সুবাস পাওয়ার জন্য জগতের সবাই আকর্ষণ অনুভব করে।

"তার প্রতি পর্যবেক্ষণকারীর গোপনে রাত্রিকালীন অভিসারে আমার চক্ষু থেকে তন্দ্রাভাব কেটে গেছে এবং আমার মধ্যে নতুনভাবে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে।

"আমার জীবনের শপথ, আমি আমার সাধের পেয়ালা অকেজো করে ফেলেছি। তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে আমি ভুলে গিয়েছি।"

আমীরুল মুমিনীন আল-কাদির বিল্লাহর মাতা তামান্না

তিনি আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল মুকতাদিরের আযাদকৃত দাসী। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন পুণ্যবতী আবিদা, ধর্মপ্রাণ ও সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এক অনন্য রমণী। এ বছর শাবান মাসের বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে তিনি ইনতিকাল করেন। স্বীয় পুত্র কাদির তার জানাযা নামাযে ইমামতি করেন এবং ইশার নামায পর রুসাফা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

হিজরী চারশ’ (৪০০) সাল

এ বছর রবীউছ্-ছানী মাসে দাজলা নদীর পানি প্রচুর পরিমাণে কমে যায়। নদীর মধ্যে চর জেগে উঠে যা আর পানিতে তলায়নি। নদীর উজানে উযনা ও রাশিদা এলাকায় নৌযান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঐসব এলাকার জমি বর্গা দেয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়। এ বছর আমীরুল মু’মিনীন আলী (রা)-এর সমাধির চারপাশে আবূ ইসহাক আরজানী কর্তৃক প্রাচীর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। ঘটনা হল, আবূ মুহাম্মাদ ইবন সাহ্লান রোগে আক্রান্ত হয়ে মান্নত করেন যে, এ রোগ থেকে মুক্ত হলে আলী (রা)-এর সমাধির উপর প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। পরে রোগ থেকে মুক্ত হলে তিনি এ প্রাচীর নির্মাণ করেন। এ বছর রমযান মাসে গুজব রটে যায় যে, খলীফা কাদির বিল্লাহ্ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই তিনি জনগণকে সাক্ষাৎ দেয়ার জন্য জুমুআর সালাত আদায়ান্তে মসজিদে বসেন। তখন তাঁর গায়ে চাদর ও হাতে ছড়ি ছিল। এমন সময় শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনী তথায় উপস্থিত হন এবং মাটিতে চুমু খেয়ে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ·

“মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রবল করব।” (সূরা আহযাব : ৬০)

এ আয়াত শ্রবণ করে লোকজন স্বেচ্ছায় কাঁদার ভান করে সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসে। এ বছর সংবাদ প্রচারিত হয় যে, হাকিম বিআমরিল্লাহ্ মদীনায় জা’ফর ইবন মুহাম্মাদ আস-সাদিকের ঘরের মালামাল লুট করে আনার জন্য নির্দেশ জারি করেছেন। সুতরাং নির্দেশ পেয়ে লোকজন তার ঘর থেকে মুসহাফ (কুরআন মজীদ) ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে আসে।

এ ঘরটি তার মালিকের মৃত্যুর পর এ পর্যন্ত কখনও খোলা হয়নি। মুসহাফ ছাড়াও এ ঘরে আরও ছিল কাঠের পেয়ালা যার উপরিভাগ লোহাদ্বারা বাঁধান ছিল, আরও ছিল খায়যারান এলাকায় নির্মিত মজবুত ঢাল, বর্শা ও খাট। একদল আলী-ভক্ত লোক এসব মাল বহন করে মিসরে নিয়ে আসে। হাকিম তাদেরকে অনেক কিছু পুরস্কার দেন ও অতিরিক্ত অর্থ দান করেন। তিনি খাট ফিরিয়ে দেন এবং অন্যান্য মাল নিজে রেখে দেন আর বলেন যে, এগুলোর অধিক হকদার আমি। এরপর বহনকারীরা তার নিন্দা করে অভিশাপ দিতে দিতে ফিরে চলে যায়। হাকিম জ্ঞানচর্চার জন্য সে স্থলে একটি ভবন নির্মাণ করেন এবং ফকীহগণকে সেখানে অবস্থান করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মাত্র তিন বছর শেষে তিনি এ ভবন ভেঙ্গে দেন এবং তথায় অবস্থানকারী বহু ফকীহ, মুহাদ্দিস ও গুণীজনকে হত্যা করেন। হাকিম বিআমরিল্লাহ্ এ বছর মিসরে নিজের নামে একটি মসজিদ তৈরি করেন যা জামি’ হাকিম নামে পরিচিত। মসজিদটির নির্মাণকাজ অত্যন্ত মজবুত ও সৌন্দর্য মন্ডিত হয়। উমাইয়া শাসক মুআয়্যাদ হিশাম

ইবন হাকাম ইবন আবদুর রহমান দীর্ঘ কারাজীবন ভোগ করার পর এ বছর যিলহজ্জ মাসে নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। এ বছর হজ্জ মওসুমে মক্কা-মদীনায় যে খুতবা দেয়া হয় তা ছিল মিসর ও সিরিয়ার অধিপতি হাকিম বিআমরিল্লাহর অনুকূলে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাঁরা এ বছর মৃত্যুবরণ করেন তাদের কয়েকজনের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হল :

আবূ আহমাদ মুসাবী আন-নকীব

পূর্ণ নাম : আবূ আহমাদ হুসায়ন ইবন মূসা ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন মূসা ইবন জা'ফর আল-মুসাবী। রিযা ও মুরতাযার পিতা। বার বার করে প্রায় পাঁচবারের মত তিনি ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। একবার অপসারিত হন, আবার সে পদে পুনর্বহাল হন। শেষ বয়সে শেষবারের মত আরেকবার তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সাতানব্বই বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্বীয় পুত্র মুরতাযা তাঁর জানাযা নামাযে ইমামতি করেন।

হুসায়ন (রা)-এর সমাধি পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। পুত্র মুরতাযা এক হৃদয়গ্রাহী কাসীদার মাধ্যমে তাঁর শোকগাথা বর্ণনা করেন। নিম্নে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

سَلاَمُ اللّٰهِ تَنْقُلُهُ اللَّيَالِيْ - وَتَهْدِيْهِ الْغُدُوِّ اِلَى الرَّوَاحِ
عَلَى جَدَثٍ حَسِيْبٍ مِنْ لُوىٍ - لَيَنْبُوْعِ الْعِبَادَةِ وَالصَّلاَحِ
فَتًى لَمْ يَرْوَ اِلاَّ مِنْ حَلاَلٍ - وَلَمْ يَكُ زَادُهُ اِلاَّ الْمُبَاحِ
وَلاَ دَنَسَتْ لَه اَزْرُ لِزُوْرٍ - وَلاَ عَلَقَتْ لَهُ رَاحَ بِرَاحِ
خَفِيْفُ الظَّهْرِ مِنْ ثِقْلِ الْخَطَايَا - وَعُرْيَانُ الْجَوَارِحِ مِنْ جُنَاحِ
مَشُوْقٌ فِى الأُمُوْرِ اِلَى عُلاَهَا - وَمَدْلُوْلٌ عَلَى بَابِ النَّجَاحِ
مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ لَهُمْ قُلُوْبُ . بِذِكْرِ اللّٰهِ عَامِرَةُ النَّوَاحِيْ
بِاَجْسَامٍ مِّنَ التَّقْوى مِرَاضٍ - لِنُصْرَتِهَا وَاَدْيَانٍ صِحَاحِ .

"আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম ও শান্তি তার প্রতি বর্ষিত হোক যিনি কিছুদিন হলো স্থান পরিবর্তন করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যিনি হিদায়াতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শান্তি বর্ষিত হোক সেই কবরবাসীর উপর যিনি লুআই বংশের সন্তান। ইবাদত ও সংশোধনের মধ্যে যিনি জীবন কাটিয়েছেন।

"তিনি এমন ব্যক্তি যিনি হালাল রোজগার ছাড়া কিছু ভক্ষণ করতেন না এবং বৈধ উপার্জন ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ তার ছিল না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে অপবিত্রতার মলিনতা ছিল না এবং আনন্দ, বিশ্রাম ও প্রশান্তির সাথে যার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

"পাপের বোঝা থেকে যার পিঠ ছিল হালকা এবং অন্যায়-অপরাধ থেকে যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল কলুষমুক্ত।

"যে কোন উত্তম কাজে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে যিনি ছিলেন অভিলাষী এবং সাফল্যের দরজায় পৌঁছার জন্য যিনি ছিলেন দিশারী।

"তিনি ছিলেন সেই কওমের লোক যাদের অন্তর ছিল আল্লাহ্‌র স্মরণে উজ্জীবিত।

"যাদেরকে তিনি তাকওয়ার শিক্ষায় নিরাময় করেছেন এবং সঠিক দীনের পথ প্রদর্শন করে সাহায্য করেছেন।"

হাজ্জাব ইবন হুরমুয আবূ জা'ফর

তিনি ছিলেন ইরাকে বাহাউদ-দৌলাহর প্রতিনিধি। যেন তার জন্ম হয়েছিল বেদুঈন ও কুর্দি নিধন করার জন্য। তিনি ছিলেন আযুদুদ-দৌলার শাসনামলের প্রথম পর্যায়ের লোক। যুদ্ধ-বিদ্যায় তার ছিল পূর্ণ অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। হিজরী তিনশ বাহাত্তর সাথে তিনি যখন বাগদাদ ছেড়ে চলে আসেন তখন সেখানে ব্যাপকভাবে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে। একশ পাঁচ বছর বয়সে আহওয়াযে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-কুমি আল-মিসরী আত-তাজির

তিনি ছিলেন অগাধ সম্পদের অধিকারী। মৃত্যুর পর তার যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তিনি হিজাযের মাটিতে ইনতিকাল করেন এবং মদীনায় হাসান ইবন আলীর কবরের পাশে সমাহিত হন।

আবুল হুসায়ন ইবন রিফা আল-মুকরী

তাঁর সম্পর্কে আলোচনা ও বেদুঈন সর্দারের সামনে কুরআন পাঠসহ অন্যান্য প্রসঙ্গ তিনশ চুরানব্বই সালের বর্ণনার মধ্যে এসে গেছে। সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠে তিনি ছিলেন অনন্য। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

হিজরী চারশ এক (৪০১) সাল

এ বছর মুহাররম মাসের চতুর্থ জুমুআয় মাওসিল শহরে হাকিম উবায়দীর পক্ষে খুতবা দেয়া হয়। হাকিমের সহযোগী কারবাশ ইবন মুকাল্লাদ আবূ মানীর নির্দেশে এ খুতবা দেয়া হয়। প্রজা সাধারণের উপর বিপুল প্রভাব থাকায় এটা সম্ভব হয়। ইবনুল জাওযী তাঁর গ্রন্থে উক্ত খুতবা হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। খতীবগণ খুতবার শেষদিকে হাকিমের পূর্বপুরুষ যথা মাহদী, তার পুত্র কায়িম, তারপর মানসূর, তৎপুত্র মুয়িয, তদীয় পুত্র আযীয এবং তার পুত্র বর্তমান শাসক হাকিমের উপর আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা করেন। খতীবগণ এদের সকলের কল্যাণার্থে এবং হাকিমের জন্য বিশেষভাবে দু'আ কামনা করেন। আমবার, মাদায়েন ও অন্যান্য শহরেও অনুরূপ খুতবা দেয়া হয়। এর পিছনে কারণ ছিল এই যে, হাকিম তার সেক্রেটারী, দূত ও পরিদর্শকগণকে কারবাশের নেতৃত্বে দিয়ে তাকে নিজের অনুকূলে এনে কাজে লাগাবার চেষ্টা

করেন। ফলে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খুতবা দেয়ার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যাপারে হাকিমের সহযোগিতা করে। এ সংবাদ কাদির বিল্লাহ্ আব্বাসীর নিকট পৌঁছলে তিনি কারবাশের নিকট তার কাজের জন্য তিরস্কার করে চিঠি লেখেন। এরপর বাহাউদ-দৌলাহ সেনাধ্যক্ষের নিকট নির্দেশ পাঠান এবং কারবাশকে যুদ্ধের খরচ বাবদ এক লক্ষ দীনার দিতে বলেন। এ অর্থ কারবাশের হস্তগত হলে তিনি পূর্বমত পরিবর্তন করেন এবং কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হন। তিনি নিজ এলাকায় হাকিমের পক্ষে খুতবা দেয়া বন্ধ করে দেন এবং পূর্বের ন্যায় কাদির বিল্লাহ্র নামে খুতবা দেয়া চালু করেন।

ইবনুল জাওযী বলেন, রজব মাসের পাঁচদিন বাকী থাকতে দাজলা নদীর পানি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এবং এ বৃদ্ধি রমযান মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। দেখা যায়, মোট একুশ হাত এবং এক হাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাগদাদের অধিকাংশ ঘরে সে পানি প্রবেশ করে। এ বছর উযীর আবূ খালফ বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেনাধ্যক্ষকে ফখরুল মালিক উপাধি প্রদান করা হয়। আবুল ফাতাহ্ হাসান ইবন জা'ফর আলাবী এ বছর বিদ্রোহ করেন এবং জনগণকে তার আনুগত্য করার আহ্বান জানান। তিনি নিজেকে রাশিদ বিল্লাহ্ উপাধিতে পরিচিত করান। এ বছর ইরাক থেকে কেউ হজ্জ করতে যায়নি। হজ্জের খুতবা হাকিমের অনুকূলে দেয়া হয়।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের মধ্যে 'আতরাফ' গ্রন্থের রচয়িতা আবূ মাসউদ অন্যতম।

ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ

উপনাম : আবূ মাসউদ দামিশকী। বিখ্যাত হাফিযে হাদীস। বুখারী ও মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল-আতরাফ' এর রচয়িতা। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বাগদাদ, বসরা, কূফা, ওয়াসিত ইসপাহান ও খুরাসানসহ বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও স্মৃতিধর ব্যক্তি। হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে যেয়ে খুব কম সংখ্যক হাদীসই তিনি বর্ণনা করেন। তার থেকে আবুল কাসিম, আবূ যার হারবী, হামযা সাহমীসহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি রজব মাসে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আবূ হামিদ ইসফিরাইনীকে জানাযা নামায পড়ানোর জন্য অসীয়াত করে যান। তাই তিনিই তার জানাযায় ইমামতি করেন। জামি' মানসূর গোরস্থানে সড়কের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। ইবন আসাকির তাঁর জীবনী লিখেছেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উযীর আমীদুল জুয়ূশ (সেনাপ্রধান)

নাম : হাসান ইবন আবূ জা'ফর উস্তাদ হুরুমুয। তিনশ পঞ্চাশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন আযুদুদ-দৌলাহর দারোয়ান। বিরানব্বই বছর বয়সে বাহাউদ-দৌলাহ তাকে উযারতী পদ দান করেন। তখন বাগদাদে ভীষণ বিশৃংখলা বিরাজ করছিল। অল্প সময়ের

মধ্যে তিনি শহরে নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনেন। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ভবঘুরে লোকদের কঠোর হস্তে দামন করেন। ফলে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরীক্ষামূলক তিনি একজন খাদিমের নিকট দিরহাম ভর্তি একটি থলের মুখ খুলে দিয়ে বললেন; এটি নিয়ে বাগদাদের একপ্রান্ত থেকে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যাবে এবং প্রতিটি অলিগলি ঘুরবে। কেউ যদি বাধা দেয় এবং নিতে চায়, তাহলে তাকে দিয়ে দেবে এবং সে স্থানটি চিনে রাখবে। খাদিম দিরহামের থলে নিয়ে সেভাবে ঘুরল, কিন্তু কেউ বাধা দিতে সামনে এলোনা। এতে সেনাপ্রধান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। তিনি রাফিযী সম্প্রদায়কে আশূরার দিন বিলাপ করতে এবং যিলহজ্জের আঠার তারিখ গাদীরে খুম দিবসে আনন্দ উল্লাস করতে বাধা দেন এবং এসব কুপ্রথা বন্ধ করে দেন। তিনি ছিলেন একজন নীতিবান ও ন্যায়বিচারক শাসক।

খালফুল ওয়াসিতী

তিনিও একটি আতরাফ গ্রন্থের প্রণেতা। তার পূর্ণ নাম : খালফ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হামদূন, উপনাম আবূ মুহাম্মাদ ওয়াসিতী। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর বাগদাদে ফিরে আসেন। তারপর আবার সিরিয়া ও মিসরে গমন করেন। লোকজন তার সংকলন থেকে হাদীস লিখে নেয়। বুখারী ও মুসলিমের উপর তিনি 'আতরাফ' রচনা করেন। হাদীসশাস্ত্রের উপর তার অগাধ পান্ডিত্য ছিল এবং তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। এরপর তিনি বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন এবং ইলমচর্চা ছেড়ে দেন। এভাবে চলার মধ্যে অবশেষে এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। আযহারী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ উবায়দ আল-হারবী

'গরীবায়ন' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্ণ নাম : আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবূ উবায়দ আল-আবাদী আবূ উবায়দ আল-হারবী, বিখ্যাত ভাষাবিদ। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি ছিলেন জননন্দিত পন্ডিত। কুরআন ও হাদীসের অপ্রসিদ্ধ শব্দ ও বাক্যের উপর লেখা তার 'গরীবায়ন' কিতাব এ বিষয়ের উপর তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে। আবূ মানসূর আযহারী তাঁর অন্যতম ছাত্র। ইবন খাল্লিকান বলেন : কথিত আছে, তিনি আনন্দ ভ্রমণ পসন্দ করতেন এবং নির্জনে এমন জিনিস আহার করতেন যা বৈধ নয়। চিত্ত বিনোদন আসরে বসে তিনি সাহিত্যিকদের সাথে আড্ডা দিতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি তাকে ক্ষমা করুন। হিজরী চারশ এক সালের রজব মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। ইবন খাল্লিকান লিখেছেন যে, কবি বুসতী ও আবূ উবায়দ হারবীর ইনতিকাল হয় এ বছর কিংবা এর পূর্বের বছর।

আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন ইবন ইউসুফ আল-কাতির

তিনি একটি অভিনব বিরল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, সাদৃশ্য সাথীদের একটি দল গঠন

করেন। নতুন প্রথার ভিত্তি স্থাপন করেন, সকল বিষয়ে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন এবং গদ্য ও পদ্য সাহিত্য রচনা করেন। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তার কিছু উপদেশমূলক উক্তি ইবন খাল্লিকান উদ্ধৃত করেছেন যেমন : "যে ব্যক্তি তার মন্দ অভ্যাস সংশোধন করে সে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীকে লাঞ্ছিত করে। যে ব্যক্তি তার ক্রোধের অনুবর্তী হয় সে তার শিষ্টাচার ধ্বংস করে দেয়। তোমার প্রচেষ্টার শুভ ফল তোমাকে উন্নতির শেষপ্রান্তে নিয়ে ঠেকায়। মৃত্যু আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উপহাস করে। একটা প্রয়োজনে ঘুষ দান অনেক প্রয়োজনে ঘুষ দেয়ার পথ উন্মুক্ত করে। অল্পের উপর সন্তুষ্ট থাকায় ব্যক্তিত্ব রক্ষা পায়।"

তার কবিতার কিছু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

اِنْ هَزَّ اَقْلاَمَه يَوْمًا لِيَعْمَلَهَا - اَنْسَاكَ كُلَّ كَمِيٍّ هَزُّ عَامِلُهُ
وَاِنْ اَمَرَ عَلَى رَقّ اَنَامِلُهُ - اَقَرّ بِالرِّقّ كِتَابَ الاَنَامِ لَهُ
اِذَا تَحَدَّثْتَ فِي قَوْمٍ لِتُؤْنِسَهُمْ - بِمَا تُحَدِّثُ مِنْ مَاضٍ وَمِنْ آتٍ
فَلاَ تُعِدْ لِحَدِيْثٍ اَنْ طَبْعَهُمْ - مُوكَّلٌ بِمُعَادَاةِ الْمُعَادَاتِ

"যদি কোনদিন তার কলমগুলো কাজের জন্য তৎপর হয়ে উঠে, তখন তার কর্ম-তৎপরতা তোমার সকল সাহসকে ভুলিয়ে দিবে।

"কাগজের উপর লেখার জন্য সে যদি আঙ্গুলসমূহকে নির্দেশ দেয়। তাহলে কাগজে সব ধরনের লেখা স্থান পাবে।

"যদি তুমি কোন কওমের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আলোচনা করতে চাও, তবে অতীত-বর্তমান নিয়ে আলোচনা কর।

"এমন কোন আলোচনা সেখানে করনা যা তাদের কল্যাণে আসবে না এবং আখিরাতে প্রত্যাবর্তনে কোন উপকার দেবে না।"

হিজরী চারশ দুই (৪০২) সাল

এ বছর মুহাররম মাসের উযীর ফখরুল মুলক রাফিযী সম্প্রদায়কে তাদের জঘন্য কুপ্রথা ও লজ্জাজনক পাপাচারের অনুমতি দান করেন। অর্থাৎ হুসায়ন ইবন আলীর শোকে বিলাপ, কান্নাকাটি ও দীর্ঘশ্বাস ফেলা, গলায় চট ঝুলিয়ে রাখা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের দোকান-পাট বন্ধ রাখা, রাস্তায় রাস্তায় মহিলাদের ঘুরে ঘুরে মাথায় ও মুখমন্ডলে হাত চাপড়িয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করা, যেমন গন্ডমূর্খ লোকেরা করে থাকে। আল্লাহ্ তাকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করুন এবং প্রতিদান দিবসে তার চেহারাকে মলিন করুন। তিনি দু'আ শ্রবণকারী। রবীউছ-ছানী মাসে কাদির বিল্লাহ কাতিআতুত-দাকিক শহরে মসজিদে কাফ-এর সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির নির্দেশ দেন। সেমতে মসজিদটিতে সুন্দর কারুকার্য করে অত্যন্ত সুশোভিত করা হয়। আমরা আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাগমন।

বাগদাদের আলিম ও ইমামদের পক্ষ থেকে ফাতিমী বংশের দাবীদারদের প্রতি বিদ্রূপ

এ বছর রবীউছ-ছানী মাসে বাগদাদের আলিম ও ইমামগণ একটি বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল, মিসরের রাজন্যবর্গ নিজেদেরকে ফাতিমী বংশের লোক বলে যে দাবী করে তার প্রতি বিদ্রূপ ও তিরস্কার প্রকাশ করা। কেননা তারা প্রকৃতপক্ষে ফাতিমী বংশীয় ছিল না। মূলত ঐ রাজন্যবর্গের বংশীয় সম্পর্ক ছিল উবায়দ ইবন সা'দ আল-জুরমীর সাথে। বৈঠকের আলোচনায় আলিম, কাযী, উচ্চ শ্রেণীর লোক, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি, নেককার ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসদের একটি বড় দল এ বিষয় লিপিবদ্ধ করেন এবং সকলেই সাক্ষ্য দেন যে, মিসরের রাজার নাম মানসূর ইবন নাযার (উপাধি হাকিম) (আল্লাহ্ তার প্রতি ধ্বংস, অনিষ্ট ও লাঞ্ছনার ফয়সালা করুন)। ইবন মাআদ, ইবন ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন সাঈদ (আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন)। কেননা সে যখন মরক্কো শহরে ছিল তখন তার পরিচিত নাম ছিল উবায়দুল্লাহ্ আর উপাধি ছিল মাহদী। তাদের পূর্বপুরুষগণ বংশ পরিচয়ে ছিল মিথ্যাবাদী খারিজী। আলী ইবন আবূ তালিবের কোন সন্তানের সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক নেই। কোন সূত্রেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিল না। তিনি ছিলেন তাদের ভ্রান্ত সম্পর্ক থেকে পবিত্র। আলী (রা)-এর সাথে সম্পর্কের যে দাবী তারা করতো, তা ছিল ভ্রান্ত ও মিথ্যা। আলী ইবন আবূ তালিবের আহলে বায়তের কাউকেই তারা জানতনা। তাদেরকে খারিজী বলা থেকে বিরত থাকা অন্যায়। তাদের এ মিথ্যা দাবীর বিষয়ে হারামায়ন শরীফের সবাই অবহিত ছিল। মরক্কোয় প্রথমদিকে তারা তাদের দাবীটি ছড়িয়ে দেয় এবং কেউ যাতে জানতে না পারে সেজন্য গোপনীয়তা অবলম্বন করে। অথবা কেউ যদি জানে তাহলে তাদের দাবী যে সত্য, তার ব্যবস্থাও তারা করে। তাই মিসরের এই হাকিম ও তার পূর্ববর্তীরা কাফির, ফাসিক, পাপীষ্ঠ, বিপথগামী, ধর্মহীন ও অপদার্থ। ইসলাম ধর্ম অস্বীকারকারী এবং মাজূসী ধর্ম ও দুই খোদায় বিশ্বাসী। তারা মানবতার সীমা লংঘন করে যৌনাচার বৈধ করে, মদ্যপান ও নরহত্যা হালাল করে। তারা নবীগণকে গালি দেয়। পূর্ববর্তী সত্যপন্থীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে এবং প্রভুত্বের দাবী করে। এসব বক্তব্য লেখা হয় চারশ দুই সালে বিপুল সংখ্যক লোকের উপস্থিতি বৈঠকে। আলাবীদের মধ্য থেকে যারা সে বৈঠকে ছিলেন তারা হলেন, মুরতাযা, রিযা, ইবনুল আযরাক মূসাবী, আবূ তাহির ইবন আবূত তায়্যিব ও মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন আবূ ইয়ালা। কাযীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবূ মুহাম্মাদ ইবনুল আকফানী, আবুল কাসিম জাযরী ও আবুল আব্বাস ইবন শায়বারী। ফকীহদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবূ হামিদ ইসফারাইনী। আবূ মুহাম্মাদ ইবন কাসফিলী, আবুল হাসান কুদুরী, আবূ আবদুল্লাহ সায়মারী, আবূ আবদুল্লাহ্ বায়যাবী ও আবূ আলী ইবন হামাকানি। সাক্ষীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। তন্মধ্যে আবুল কাসিম তানূখী উল্লেখযোগ্য। বৈঠকে বহু লোক এ মন্তব্য লেখেন। এ পর্যন্ত আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযীর কিতাব থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হল।

গ্রন্থকার বলেন : মিসরের ঐ রাজন্যবর্গ যারা নিজেদের প্রকৃত বংশীয় সম্পর্ক গোপন রেখে ভিন্ন বংশের পরিচয় দেয়, তাদের এ পরিচয় যে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তা উপরোল্লিখিত সম্মানিত শীর্ষস্থানীয় আলিম ও ইমামদের বক্তব্য থেকে যেমন জানা গেল যে, তাদের বংশের সম্পর্ক না

আলী ইবন আবূ তালিবের সঙ্গে আছে আর না ফাতিমা (রা)-এর সঙ্গে আছে। তেমন এ বিষয়টি ইবন উমর (রা)-এর একটি উক্তি থেকেও জানা যায়। হুসায়ন ইবন আলী (রা) যখন ইরাকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন তখন ইবন উমর (রা) এ উক্তিটি করেছিলেন। তা হল, কূফাবাসীরা যখন হুসায়নের বায়'আত গ্রহণ করার কথা জানিয়ে তাঁর নিকট চিঠি দেয়, তখন ইবন উমর (রা) তাকে বলেছিলেন, তুমি তাদের কাছে যেও না; কেননা আমার আশংকা হয় যে, সেখানে গেলে তোমাকে হত্যা করে ফেলা হবে। আরও একটা বিষয় অনুধাবন করা উচিত যে, তোমার নানা [মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে] দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। তিনি দুনিয়ার উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তুমি হচ্ছো তাঁরই আদরের দৌহিত্র। আল্লাহর কসম! এ কারণেই দুনিয়ার কর্তৃত্ব না তোমার হাতে আসবে, না তোমার সন্তানের হাতে, না তোমার পরিবারের কারো হাতে। শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী এই সাহাবীর যুক্তিপূর্ণ, সঠিক ও মূল্যবান উক্তির দাবী এই যে, আহলে বায়তের কারও হাতেই খিলাফতের দায়িত্ব আসবে না। শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-মাহদী একজনই আহলে বায়ত থেকে খলীফা হবেন। তাও হবে শেষ যুগে (কিয়ামতের পূর্বে) ঈসা ইবন মারইয়ামের আসমান থেকে অবতরণের সময়। খিলাফাত থেকে আহলে বায়তকে দূরে রাখা হয়েছে দুনিয়ার থেকে আকর্ষণমুক্ত করার জন্য এবং এর মলিনতা থেকে পবিত্র রাখার জন্য। অথচ সকলেরই জানা আছে যে, ঐসব ফাতিমী বংশের মিথ্যা দাবীদাররা দীর্ঘকাল যাবৎ মিসরের বাদশাহী আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এটা এ কথারই জোরাল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তারা আহলে বায়তের লোক নয়। যেমন সম্মানিত ফকীহগণ স্পষ্ট ভাষায় তা বলে দিয়েছেন। ঐসব রাজার দাবীর প্রতিবাদে কাযী বাকিল্লানী 'কাশফুল আসরার ওয়া হাতফুল আসতার' নামক একটি কিতাব লিখেছেন। এ কিতাবে তিনি তাদের দোষ-ত্রুটি ও কুকীর্তির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তাদের প্রত্যেকের কর্ম ও অভ্যাস প্রকাশ করেছেন। তাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। বাকিল্লানী তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন যে, هُمْ قَوْمٌ يُظْهِرُوْنَ الرَّفْضَ وَيُبْطِنُوْنَ الْكُفْرَ الْمَحْضَ "ওরা মুখে রাফিযী (আলী ভক্ত) বলে দাবী করে, কিন্তু অন্তরে চূড়ান্ত কুফরী মনোভাব পোষণ করে।" আল্লাহ্ই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

উযীর ফখরুল মুলক রজব, শাবান ও রমযান মাসে ফকীর-মিসকীন, মসজিদে-মাযারে অবস্থানকারী ও অন্য অভাবীদের মাঝে অকাতরে দান-খয়রাত করেন। নিজে মসজিদে গমন করেন ও মাযার যিয়ারত করেন। বহু কয়েদীকে মুক্তি দেন। অনেক পশু কুরবানী করেন এবং দাকীক বাজারের সন্নিকটে এক বিশাল ঘর নির্মাণ করেন। শাওয়াল মাসে প্রচন্ডবেগে ঝড় বয়ে যায়। এতে প্রায় দশ হাজারের অধিক খর্জুর বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গযনীর সম্রাট ইয়ামীনুদ-দৌলাহ মাহমূদ ইবন সবুক্তগীনের পক্ষ থেকে এইমর্মে একটি পত্র আসে যে, তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুদেশে এক অভিযানে বের হন। পথে এক মরুভূমি পাড়ি দেয়ার সময় পানির মহা সংকট দেখা দেয়। এমনকি অত্যধিক তৃষ্ণায় সকলেই মারা যাওয়ার উপক্রম

হয়। কিন্তু এ সময় আল্লাহ্ তাদের জন্য মেঘমালা প্রেরণ করেন। এতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তারা বৃষ্টির পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয় এবং অন্যান্য প্রয়োজন মিটিয়ে শক্তি অর্জন করে। এরপর শত্রুদের সাথে তাদের মুকাবিলা হয়। শত্রুপক্ষে ছয়শ হাতি থাকা সত্ত্বেও তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বিপুল পরিমাণ মালে গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হয়। আল্লাহ্ই সকল প্রশংসার অধিকারী। এ বছর শী'আ সম্প্রদায় পূর্বের ন্যায় তাদের বিদ'আত প্রথা অর্থাৎ গাদীরে খুম দিবস উদযাপন করে। এ দিবসটি হল আঠার যিলহজ্জ। তারা এ দিনে দোকান-পাট সুসজ্জিত করে। উযীর ফখরুল মুলকসহ অনেক তুর্কীর কারণে শী'আ সম্প্রদায় সমাজে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয় তাদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

হাসান ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আব্বাস

পূর্ণ নাম : হাসান ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আব্বাস ইবন নওবখত আবূ মুহাম্মাদ আল-নওবখতী। তিনশ বিশ হিজরীতে জন্ম। মুহামিল ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তার থেকে বারকায়ী হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, তিনি ছিলেন শী'আ মু'তাযিলী। তবে আমার কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, তিনি ছিলেন সত্যপন্থী। আযহারী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, তিনি রাফিযী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ঘৃণিত মাযহাবের অনুসারী। আকীকী বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ফকীর এবং মু'তাযিলী মতের অনুসারী। আল্লাহ্ই তার সম্পর্কে ভাল জানেন।

উছমান ইবন ঈসা আবূ আমর বাকিল্লানী

তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাধকদের অন্তর্ভুক্ত এক অনন্য ব্যক্তি। তার কিছু খর্জুর বৃক্ষ ছিল। তিনি তা থেকে আহার করতেন। নিজ হাতে চাটাই বুনতেন এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি সাধনার উচ্চ মার্গে পৌঁছেন এবং অধিক সময় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তিনি জুমুআর দিন ব্যতীত কখনও নিজ মসজিদ থেকে বের হতেন না। শুধু জুমুআর সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে শুক্রবারে বের হতেন এবং সালাত আদায় শেষে পুনরায় মসজিদে ফিরে আসতেন। মসজিদে আলো জ্বালাবার কোন ব্যবস্থা তাঁর ছিল না। কোন এক আমীর রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে মসজিদ আলোকিত করার জন্য তাঁকে যয়তুন বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানালে তিনি নিতে অস্বীকার করেন। তার ইনতিকালের পর তার এক মৃত প্রতিবেশীকে এক ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে কবরে জিজ্ঞেস করে যে, তোমার প্রতিবেশী কেমন আছে? জবাবে সে বলল, তিনি আর কোথায় থাকবেন, যখন তিনি মারা যান এবং কবরে রাখা হয় তখন আমরা শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, ফিরদাউসের উচ্চ স্তরে নিয়ে যাও, ফিরদাউসের উচ্চ স্তরে নিয়ে যাও। অথবা যেমন বলেছেন। তিনি এ বছর রজব মাসে ছিয়াশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন জাফর ইবন মুহাম্মাদ

পূর্ণনাম : মুহাম্মাদ ইবন জাফর ইবন মুহাম্মাদ ইবন হারূন ইবন ফারওয়া ইবন নাজিয়া, আবুল হাসান আন-নাহবী। ইবনুন নাজ্জার আত-তামীমী আল-কূফী নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি বাগদাদ এসে ইবন দুরায়দ, সাওলী, নিফতাওয়ায়হ ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি এ বছর জমাদিউল আউয়াল মাসে সাতাত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

আবূত তায়্যিব সাহল ইবন মুহাম্মাদ

তিনি নিশাপুরের সা'লূকের বাসিন্দা। আবূ ইয়ালা আল-খালীল বলেন : তিনি এ বছর অর্থাৎ চারশ দুই হিজরীতে ইনতিকাল করেন। তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা আমরা তিনশ সাতাশি সালের বিবরণে উল্লেখ করেছি।

হিজরী চারশ তিন (৪০৩) সাল

এ বছর মুহাররম মাসের ষোল তারিখ শরীফ রিযা আবূ হাসান মুসাবীকে সমগ্র রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উযীর ফখরুল মুলকের বাড়িতে তাকে নিয়োগপত্র হস্তান্তর করা হয় এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়। তিনিই সর্বপ্রথম ট্রেড নেতা যাকে এ পোশাক পরান হয়। এ বছর বনূ খাফাজার আমীর আবূ কাললাবাকে (আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন) ও তার গোত্রের নেতৃস্থানীয় একদল লোককে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। এরা এ বছরের পূর্বের বছর হজ্জ শেষে হাজীরা দেশে ফেরার পথে তাদের পথরোধ করে। হাজীরা যেসব পানির ঘাটে অবতরণ করত সেসব ঘাটের পানি তারা নিম্নে নামিয়ে দেয় ও তাতে মাকাল ফল ফেলে দেয়। ফলে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রায় পনের হাজার হাজী মারা যায়। অবশিষ্ট হাজীদের ধরে নিয়ে তারা তাদের পশুর-রাখাল বানায় এবং এক দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য করে এবং তাদের কাছে যাকিছু ছিল সবই তারা নিয়ে যায়। যখন তারা উযীরের বাড়িতে হাযির হয় তখন তিনি তাদেরকে বন্দী করেন এবং তাদেরও পানি দেয়া থেকে বিরত থাকেন। তাদেরকে এমন কঠিন অবস্থায় রাখা হয় যে, সেখান থেকে সুপেয় পানি চোখে দেখা যাচ্ছিল; অথচ তারা সে পানি থেকে একবিন্দুও ব্যবহার করতে পারল না। অবশেষে তৃষ্ণা-কাতর হয়ে তারাও মৃত্যুবরণ করে। এটাই ছিল তাদের যথোপযুক্ত কর্মফল। এ ব্যবস্থাটি ছিল সহীহায়নে আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের সঠিক অনুসরণ।

এরপর বনূ খাফাজার ভূখণ্ডে যেসব হাজীকে আটক করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে ছাড়িয়ে আনার জন্য উযীর লোক প্রেরণ করেন। যথাসময়ে তাদেরকে সেখান থেকে মুক্ত করে আনা হয়। ইতিমধ্যে তাদের মহিলাদের অন্যত্র বিবাহ হয়ে যায় ও মালামাল বণ্টন হয়ে যায়। এরপর আবার তাদেরকে পূর্বের পরিবার ও সম্পদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়।

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছর রমযান মাসে পূর্ব হতে একটি নক্ষত্র পশ্চিমে খসে পড়ে। তার আলো ছিল চাঁদের আলোর মত। এটা কয়েক টুকরা হয়ে যায় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। তিনি আরও বলেন : এ বছর শাওয়াল মাসে এক খ্রিস্টান নেতার স্ত্রী মারা যায়। তার শোক প্রকাশ করার জন্য বিলাপকারী মহিলারা ও ক্রুশধারী যুবকরা একসাথে বাইরে বেরিয়ে আসে। হাশিমী গোত্রের এক লোক তাদেরকে এ কাজে বাধা দেয়। তখন ঐ খ্রিস্টান নেতার এক গোলাম লোহার গদা দ্বারা তার মাথায় আঘাত করে। ফলে হাশিমীর মাথা ফেটে যায়। এতে মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালায়। খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়ে তথায় অবস্থিত এক গীর্জায় আশ্রয় নেয়। জনগণ গীর্জায় প্রবেশ করে সেখানে যা কিছু ছিল তা এবং পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টানদের বাড়িঘর থেকে মালামাল লুট করে নিয়ে আসে। শহরে যেখানেই খ্রিস্টানদের দেখা পায় সেখানেই তাদেরকে ধাওয়া করে। তারা নাসিহ ও ইবন আবূ ইসরাঈলকে খুঁজে ফিরে। শেষে তাদের গোলামদের সাথে সংঘর্ষ হয়। এভাবে গোটা বাগদাদে গোলমাল ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানরা বাজারে কুরআন শরীফ ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। কয়েক দিন জুমুআর সালাত আদায় করা বন্ধ হয়ে যায়। তারা খলীফার সাহায্য কামনা করে। তিনি ইবন আবূ ইসরাঈলকে হাযির করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা এ নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত থাকে। খলীফা তখন বাগদাদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সংকল্প করেন। গোলমাল আরও চরম আকার ধারণ করে। খ্রিস্টানদের বহু ঘরবাড়ি লুট হয়ে যায়। অবশেষে ইবন আবূ ইসরাঈলকে তথায় হাযির করা হয়। সে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। সাথে সাথে গোলযোগ বন্ধ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ বছর যিলকাদ মাসে ইয়ামীনুদ-দৌলাহ মাহমূদের পক্ষ হতে খলীফার নিকট একটি পত্র আসে। ঐ পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, মিসর অধিপতি হাকিমের প্রেরিত এক দূত তার কাছে আসে। দূতের কাছে একটি পত্র ছিল যার মাধ্যমে তিনি তার আনুগত্যের জন্য আহ্বান জানান। পত্রটি পড়ে তিনি (মাহমূদ) তাতে থুথু নিক্ষেপ করেন ও পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। আর দূতকে কঠোর ভাষায় গাল-মন্দ করে বিদায় দেন। এ বছর আবূ নাসর ইবন মারওয়ান কুরদীকে আমাদ, মায়াফারিকীন ও দিয়ারে বাকর-এর শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়। এ পর্যায়ে তাকে একটি গলবন্দ ও দুটি বাজুবন্দ পরিয়ে দেয়া হয় এবং নাসিরুদ-দৌলাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইরাক ও খুরাসানের কাফেলার পক্ষে এ বছর পথের অরাজক অবস্থা ও ভূমি সংশোধন কাজে ফখরুল মূলকের অনুপস্থিতির জন্য হজ্জ আদায় করা সম্ভব হয়নি।

এ বছর উমাইয়াদের রাজত্ব স্পেনে পুনরায় ফিরে আসে। সুলায়মান ইবন হাকাম ইবন সুলায়মান ইবন আবদুর রহমান আন-নাসির আল-উমাবী ক্ষমতার মসনদে বসেন। তাকে মুসতাইন বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। জনগণ কর্ডোভায় তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। এ বছর বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকার প্রশাসক বাহাউদ-দৌলাহ ইবন বুওয়ায়হ দায়লামী মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতানুদ-দৌলাহ আবূ শুজা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

এ বছর বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সম্রাট ঈলাক খান মৃত্যুবরণ করেন এবং তদীয় ভ্রাতা তুগান খান তার স্থলাভিষিক্ত হন। এ বছর শামসুল মা'আলী কাবুস ইবন ওয়াশমাকীরের পতন ঘটে। তাকে শীতকালে বিবস্ত্র অবস্থায় একটি হিমাগারে আটকে রাখা হয়। এতে তার মৃত্যু ঘটে। তার পরবর্তীতে মনুজাহার তার স্থলাভিষিক্ত হন। তাকে ফালাকুল মা'আলী উপাধি দেয়া হয়। তিনি মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীনের পক্ষে খুতবা দেন। শামসুল মা'আলী কাবূস ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিম, সাহিত্যিক ও কবি। তার কবিতার একটি নমুনা নিম্নরূপ :

قُلْ لِلَّذِىْ بُصُرُوْف الدَّهْرِ عَيَّرَنَا - هَلْ عَانَدُ الدَّهْرِ الاَّ مَنْ لَّه خَطَرُ

اَمَا تَرى الْبَحْرَ يَطْفُوْ فَوْقَهُ جِيْفُ - وَيَسْتَقِرُّ بَاَقْصى قَعْرِه الدُّرَرُ

فَانْ تَكُنْ نَشَبَتَ اَيْدِى الْخُطُوْبِ بِنَا - وَمَسَّنَامِنْ تَوَالِى صَرْفِهَا ضَرَرُ

فَفِىْ السَّمَاءِ نُجُوْمُ غَيْرُ ذِى عَدَدِ - وَلَيْسَ يَكْسِفُ الاَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ·

"কালের দুর্বিপাকে যে আমাদেরকে গালমন্দ করে তাকে বলে দাও যে, যার বিপদ আছে সময় কেবল তারই অবাধ্য হয়।

"তুমি কি দেখতে পাওনা যে, সমুদ্রের উপরিভাগে পচা দুর্গন্ধময় লাশ ভেসে বেড়ায়। আর এর গভীর তলদেশে মণি-মুক্তা স্থির অবস্থান করে।

"দুর্যোগের হাতগুলো যদি আমাদের সাথে লেগে থাকে এবং তার অব্যাহত চক্রের অনিষ্টসমূহ যদি আমাদের স্পর্শ করে থাকে, তা হলে (আমি বলব) আকাশে তো অসংখ্য নক্ষত্র আছে কিন্তু সূর্য-চন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনটারই তো গ্রহণ লাগে না।"

তার উৎকৃষ্ট কবিতার আর একটি নমুনা নিম্নরূপ :

خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَثِيْرُ مَوَدَّتِىْ - فَاُحِسُ مِنْهَا فِى الْفُؤَادِ دَبِيْبًا

لاَ عُضْوَلِىْ الاَّ وَفِيْهِ صَبَابَةُ - وَكَانَ اَعْضَائِىْ خُلِقْنَ قُلُوْبًا ·

"তোমার স্মৃতি চিন্তা আমার ভালবাসাকে উসকে দিয়েছে। তাই আমার হৃদয়ে তাকে সরীসৃপের মত অনুভব হয়।

"আমার সর্বাঙ্গ প্রেম-জ্বালায় ভরা। যেন আমার অঙ্গসমূহ অনুভূতি গ্রহণের ক্ষেত্রে হৃদয় হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাদের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

আহমাদ ইবন আলী আবুল হাসান আল-লায়ছী

বাতীহায় অবস্থান করে তিনি কাদির বিল্লাহর লেখার কাজ সম্পাদন করতেন। এরপর তিনি তার জন্য ডাক বিভাগ ও ভূমি করের উপর একটা পুস্তক রচনা করেন। তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন এবং সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন। তিনি একজন ভদ্র সহচর, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এবং সদা হাস্য-রসিক লোক ছিলেন। একদিন তিনি শরীফ রিযা ও শরীফ মুরতাযাসহ

নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি দল নিয়ে এক বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে কিছু দস্যু এসে তাদের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, হে বেশ্যাদের স্বামীরা। তখন লায়ছী বললেন, এরা গুপ্তচর হিসেবেই আমাদের পিছু নিয়েছে। তারা (সাথীরা) বললেন, তুমি এটা কিভাবে জানলে? তিনি বললেন, তা না হলে ওরা কিভাবে জানল যে, আমরা বেশ্যাদের স্বামী?

হাসান ইবন হামিদ ইবন আলী ইবন মারওয়ান

তিনি ছিলেন হাম্বালী মাযহাবের একজন লেখক। ইমাম আহমাদের ছাত্রদের তিনি শিক্ষা দিতেন। সে আমলে তিনি ছিলেন তাদের ফকীহ। অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল জামি' ফী ইখতিলাফিল উলামা'। চারশ খণ্ডে এটি সমাপ্ত। 'উসূলুল ফিকহ ওয়াদ-দীন' তাঁর আর একটি গ্রন্থ। আবূ ইয়া'লা ইবনুল ফাররা এ গ্রন্থের উপর গবেষণা করেন। তিনি সকল মানুষের কাছে ছিলেন সম্মানিত এবং বাদশাহর নিকট ছিলেন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। নিজ হাতে কাপড় বুনিয়ে যাকিছু উপার্জন করতেন তাই ছিল তার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। আবূ বকর শাফি'ঈ ও ইবন মালিক কাতি'ঈসহ আরও আলিমদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। এ বছর হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি থেকে যাত্রা করেন। পথে কাফেলার লোকজন পানির অভাবে তৃষ্ণা কাতর হয়ে পড়ে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে তিনি তখন একটি পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসেন। এমন সময় এক ব্যক্তি সামান্য কিছু পানি নিয়ে তার কাছে আসে। ইবন হামিদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এ পানি কোথায় পেলে? লোকটি বলল, এখন প্রশ্ন করার সময় নয়, আগে পানি পান করুন। ইবন হামিদ বললেন, হাঁ, এটা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করার সময়। একথা বলেই পানি পান না করে তৎক্ষণাৎ তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

হুসায়ন ইবন হাসান

পূর্ণ নাম : হুসায়ন ইবন হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন হালীম আবূ আবদুল্লাহ আল-হালীমী। 'আল-মিনহাজ ফী উসূলিদ দিয়ানাত' গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত। জুরজান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বুখারায় বসবাস করেন। অসংখ্য হাদীস তিনি শ্রবণ করেন এবং সে যুগের মুহাদ্দিসদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তিনি বুখারার কাযী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ইবন খাল্লিকান বলেন, হাদীসে তাঁর শীর্ষ মর্যাদা মা-ওরাউন-নাহারেও স্বীকৃত ছিল। মাযহাব প্রশ্নে ছিল তাঁর সুন্দর দিগদর্শন। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ফীরূয আবূ নাসর

উপাধি বাহাউদ-দৌলাহ। তিনি আযুদুদ-দৌলাহ দায়লামীর পুত্র। বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকার প্রশাসক। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আত-তায়ি' লিল্লাহকে পরাভূত করে কাদির

বিল্লাহকে ক্ষমতায় আনেন। ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। তাই এত অধিক পরিমাণ সম্পদ তিনি পুঞ্জীভূত করেন যে, তার পূর্বে বুওয়ায়হ বংশের অন্য কেউ এত সম্পদের অধিকারী কখনই হয়নি। অথচ তিনি ছিলেন অত্যাধিক কৃপণ। এ বছর জমাদিউছ-ছানী মাসে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আরজান নামক শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মৃগী রোগে আক্রান্ত। মাশহাদ গোরস্থানে তাঁর পিতার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

কাবূস ইবন ওয়াশমাকীর

তার রাজ্যের অধিবাসীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করে তার পুত্র মনুজাহারের বায়'আত গ্রহণ করে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। একবার তিনি নক্ষত্রের প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পান যে, তার পুত্র তাকে হত্যা করছে। এ ব্যাপারে তিনি তার পুত্র দারার উপর সন্দেহ করেন। কেননা সে ছিল তার অবাধ্য। মনুজাহারের দ্বারা এ কাজ হতে পারে এরূপ কোন কল্পনাও তার অন্তরে উদ্রেক হয়নি। কেননা সে ছিল তার খুবই অনুগত। কিন্তু অবশেষে মনুজাহারের হাতেই তিনি নিহত হন। ইতিপূর্বে আমরা যুগের দুর্বিপাক সম্পর্কে লেখা তার কবিতার কিছু অংশ উল্লেখ করেছি।

কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী

মুহাম্মাদ ইবনুত তাইয়িব আবূ বকর বাকিল্লানী শাফিঈ মাযহাবের শীর্ষ পর্যায়ের তত্ত্ববিদদের অন্যতম। কালামশাস্ত্রের (ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের) উপর তাঁর প্রচুর লেখা ও প্রকাশনা রয়েছে। কথিত আছে যে, প্রতিদিন বিশ পৃষ্ঠা লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাতে ঘুমাতেন না। এ অভ্যাস জীবনের এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চালু রাখেন। ফলে অনেক বই-পুস্তক লিখতে তিনি সক্ষম হন। ছোট বড় মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : তাবসিরা, দাকায়িকুল হাকায়েক, আত-তাম্হীদ ফী উসূলিল ফিকহ, শারহুল ইবানা ইত্যাদি। বাতিনী সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি একটি উৎকৃষ্ট কিতাব রচনা করেন এবং তার নামকরণ করেন : 'কাশফুল আসরার ওয়া হাতকুল আসতার'। শরীআতের অমৌলিক বা শাখা-প্রশাখা মূলক মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আলিমগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন এ ক্ষেত্রে তিনি শাফিঈ মতাবলম্বী ছিলেন। আবার কেউ বলেছেন যে, তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আবূ যার হারবী একথা বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন যে, কাউকে কোন ফতওয়া লিখে দিয়ে নিচে লিখে দিতেন : এটা মুহাম্মাদ ইবনুত তাইয়িব হাম্বালীর মত। কিন্তু এ বর্ণনাটি খুবই দুর্বল। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। খতীব ও অন্য লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, একবার আযুদুদ-দৌলাহ একটি পত্র দিয়ে তাকে রোম সম্রাটের নিকট পাঠান। তিনি সম্রাটের প্রাসাদ পর্যন্ত গিয়ে দেখতে পান যে, তার দরবারে প্রবেশের একটিমাত্র ছোট ও নিচু দরজা আছে যেখান দিয়ে মাথা নিচু করে রুকূ করার মত অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। বাকিল্লানী বুঝতে পারলেন যে, এরূপ করার মধ্যে সম্রাটের

উদ্দেশ্য হল, তার নিকট প্রবেশকারী যেন আল্লাহ্র সামনে রুকূকারীর অবস্থায় প্রবেশ করে। তখন বাকিল্লানী ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু রেখে হাঁটু ভাঁজ করে এবং সম্রাটের দিকে পিঠ ফিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন। এভাবে যখন সম্রাটের কাছাকাছি গেলেন তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে সালাম জানালেন। এতে সম্রাট তার জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করেন এবং তাঁকে রাজকীয় সম্মান প্রদান করেন।

কথিত আছে যে, বাকিল্লানীর জ্ঞান-বুদ্ধি সাময়িকভাবে বিলুপ্ত করাবার উদ্দেশ্যে সম্রাট উরগুল নামক বাদ্যযন্ত্র তার সামনে এনে হাযির করেন। এ পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে বাকিল্লানী আশংকাবোধ করলেন যে, সেরকম হলে সম্রাটের উপস্থিতিতে নীচু ধরনের কোন তৎপরতা প্রকাশ পায় কিনা। সম্রাট তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। কিন্তু বাকিল্লানী নিজের পায়ে জখম করে নেন এবং তা থেকে প্রচুর রক্ত ঝরতে থাকে। ফলে বাদ্যের আকর্ষণ থেকে বেখেয়াল হয়ে জখমের ব্যথায় কাতর থাকেন। বাদ্যের প্রভাবে কোন হালকা ও নীচু তৎপরতা তার থেকে প্রকাশ পায়নি। এ অবস্থা দেখে সম্রাট বিস্মিত হন। তিনি এর কারণ নির্ণয়ের জন্য আদেশ দেন। সন্ধান নিয়ে দেখা গেল যে, তিনি নিজেই নিজেকে জখম করেছেন। আর এ জখমই তাকে বাদ্যের প্রভাব থেকে গাফিল করে রেখেছে। তখন সম্রাটের কাছে বাকিল্লানীর অদম্য সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা উরগুন এমনই এক বাদ্যযন্ত্র যে, তার বাজনা যে শুনবে সেই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মত্ত-উন্মাদ হয়ে ছুটাছুটি করবে।

একদা কতিপয় পাদ্রি তাদের সম্রাটের উপস্থিতিতে বাকিল্লানীকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের নবীর স্ত্রী কি করেছিলেন? আর তার নামে যে অপবাদ দেয়া হয়েছিল সে বিষয়ে তাঁর ভূমিকা কী ছিল? এ প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাবে বাকিল্লানী বলেন : দু'জন মহিলার নামে খারাপ অপবাদ দেয়া হয়, তাঁরা হলেন, মারইয়াম ও আয়েশা (রা)। আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেন। আয়েশার স্বামী ছিল এবং তাঁর কোন সন্তান হয়নি। আর মারইয়ামের সন্তান হয়, কিন্তু তাঁর স্বামী ছিল না। অর্থাৎ মারইয়ামের তুলনায় আয়েশা (রা) অধিক পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে উভয়েই কথিত অপবাদ থেকে পবিত্র। এখন যদি কোন ব্যক্তির দুষ্ট চিন্তায় এই মহিলার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়, তা হলে সে সন্দেহ ঐ মহিলার প্রতি আরও দ্রুত ধাবিত হবে। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে উভয় মহিলা আসমানী ওহীর ঘোষণায় পাক ও পবিত্র। উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

বাকিল্লানী হাদীস শ্রবণ করেন আবূ বকর ইবন মালিক কাতিঈ, আবূ মুহাম্মাদ ইবন মাসী ও অন্যান্য আলিম থেকে। একদা দারা কুতনী তাঁকে চুমু খেয়ে বললেন, এ ছেলে একদিন প্রবৃত্তি পূজারী ও বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তিনি তার জন্য দু'আ করেন। এ বছর যিলকাদ মাস শেষ হওয়ার সাত দিন পূর্বে শনিবার তিনি ইনতিকাল করেন। প্রথমে তাঁকে তার নিজ গৃহে দাফন করা হয়; কিন্তু কিছুদিন পর বাবে হারবের গোরস্থানে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়।

মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন মুহাম্মদ

উপনাম : আবূ বকর, খাওয়ারিযমের অধিবাসী। হানাফী মাযহাবের শায়খ ও ফকীহ্। তিনি আহমাদ ইবন আলী আর-রাযী থেকে ইলম অর্জন করেন। বাগদাদে তিনিই ছিলেন হানাফী মাযহাবের শীর্ষ আলিম। রাজা-বাদশাহ্দের নিকট তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। রিযা ও সায়মিরী তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র। আবূ বকর শাফিঈ ও অন্যদের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, দীনদার ও প্রাচীন বুযর্গদের পদ্ধতি অনুসারে উত্তমভাবে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত। আকীদার ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, আমাদের দীন হলো প্রাচীনদের দীন। কোন বিষয়েই আমরা দার্শনিকদের মতাবলম্বী নই। তিনি ছিলেন সাবলীল ভাষার অধিকারী ও পাঠদানে সুদক্ষ। একাধিকবার তাঁকে বিচারকের পদ গ্রহণের আহ্বান জানান হয়, কিন্তু তিনি সর্বদা তা নিতে অস্বীকার করেন। চারশ তিন সালের জমাদিউল আউয়াল মাসের আঠার তারিখ জুমুআর রাতে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর এক গোলামের বাড়ির রাস্তায় নিজ গৃহে তাকে দাফন করা হয়।

হাফিয আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালফ

তাকে আল-আমিরী আল-কাবিসী বলা হয়। 'তালখীস' গ্রন্থের লেখক। তার নামের শেষে কাবিসী উপাধি প্রাধান্য পায়। কেননা তাঁর চাচা কাবিসী পাগড়ি পরিধান করতেন। এ জন্য ঐ পরিবারের সবাইকে কাবিসী বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন হাফিয ও হাদীসশাস্ত্র বিশারদ, নেককার ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এ বছর রবীউছ-ছানী মাসে তিনি ইনতিকাল করলে লোকজন কয়েক দিন যাবত তাঁর কবরের পাশে অবস্থান করে কুরআন তিলাওয়াত করে ও দু'আ করে। চারিদিক থেকে কবিরা এসে শোকগাঁথা পাঠ করে ও আল্লাহ্র রহমত কামনা করে। একবার এক বিতর্ক অনুষ্ঠানে তিনি অন্যের জন্য নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

لَعَمْرُ اَبِيْكَ مَا نَسَبُ الْمُعَلَّى - اِلٰى كَرَمٍ وَفِى الدُّنْيَا كَرِيْمٍ

وَلٰكِنَّ الْبِلَادَ اِذَا اقْشَعَرَّتْ - وَصَوَّحَ نَبْتَهَا رَعَى الْهَشِيْمِ .

"তোমার পিতার কসম! দুনিয়ায় তার বংশের সম্পর্ক কোন শরীফ ও সম্ভ্রান্ত লোকের সাথে নেই।

"তবে বৃষ্টির অভাবে ভূমি যখন শুষ্ক হয়ে যায় ও উদ্ভিদ তৃণলতা শুকিয়ে যায়, তখন পশুরা কর্তিত শুকনা খড়কুটা খেয়ে থাকে।"

এ বলে তিনি নিজে কাঁদেন ও অন্যদের কাঁদান। আর তিনি বলতে থাকেন, আমিই সেই শুকনা খড়কুটা। আমিই সেই শুকনা খড়কুটা। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

হাফিয ইবনুল ফারাযী

নাম ও পরিচয় : আবুল ওয়ালীদ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন নসর আল-আযদী আল-ফারাযী। তিনি ছিলেন বালনাসিয়া শহরের কাযী। অসংখ্য হাদীস তিনি শ্রবণ

করেন ও লিপিবদ্ধ করেন। তারীখ (আনদালুসিয়া), মু'তালিফ, মুখতালিফ, মুশতাবিহুন-নিসবা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। সে যুগের তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম। বারবারদের হাতে তিনি শহীদ হন। যখন তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন তখন হত্যাকারীরা তাকে সেই হাদীসটি পাঠ করতে শুনতে পায় যা সহীহ (মুসলিম) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই, যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জখম হবে, আর আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন কে তাঁর রাস্তায় জখম হয়। কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। রক্তের রঙ রক্ত বর্ণেরই হবে, কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরির ঘ্রাণের মত। একদা তিনি কা'বা শরীফের গিলাফের কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র নিকট শাহাদাতের প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে সে শাহাদাতই দান করলেন। তাঁর কবিতার কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া হল :

أَسِيْرُ الْخَطَايَا عِنْدَ بَابِكَ وَاقِفُ - عَلَى وَجَلٍ مِمَّا بِهِ أَنْتَ عَارِفُ
يَخَافُ ذُنُوبًا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ غَيْبُهَا - وَيَرْجُوكَ فِيهَا وَهُوَ رَاجٍ وَخَائِفُ
وَمَنْ ذَالَّذِيْ يُرْجِى سِوَاكَ وَيُتَّقى - وَمَالَكَ فِيْ فَصْلِ الْقَضَاءِ مُخَالِفُ
فَيَا سَيِّدِيْ لاَ تُخْزِنِيْ فِيْ صَحِيْفَتِي - اِذَا نَشَرَتْ يَوْمَ الْحِسَابِ الصَّحَائِفُ
وكُنْ مُؤْنِسِيْ فِيْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ عِنْدَمَا - يَصد ذَوُوْ الْقُرْبى وَيَحْفُوا الْمَوَالِفُ
لَئِنْ ضَاقَ عَنِّيْ عَفْوُكَ الْوَاسِعَ الَّذِيْ - اَرْجى الاِسْرَافِيْ فَانِّى خَالِفُ

"আমার গুনাহগুলোকে তোমার দরবারে পেশ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমার অন্তরে কিসের ভয় সে বিষয়ে তুমি সম্যক অবগত। সেতো পাপের ভয়ে ভীত। সে পাপের কদর্যতা তোমার অজানা নয়। তবুও সে তাতে আশাবাদী। সে আশা করে তুমি ক্ষমা করবে এবং সে ভীতও।

"তুমি ব্যতীত আর কে আছে, যার কাছে আশা করা যায় ও যাকে ভয় করা চলে। তোমার সিদ্ধান্তের বাইরে কারও অস্তিত্ব নেই। সুতরাং হে আমার মুনিব! বিচার দিবসে যখন তুমি সমস্ত আমলনামা প্রকাশ করবে, সেদিন আমার আমলনামা দিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করবে না।

"কবরের ঘোর আঁধারে তুমি আমার সহায় থাক। যখন আত্মীয়-স্বজন ফিরে চলে আসবে এবং বন্ধুরা সব পৃথক হয়ে যাবে। আমার সীমা-লংঘনের কারণে যদি তোমার উদার ক্ষমশীলতা সংকীর্ণ হয়ে যায়, অথচ তোমার ক্ষমা পাওয়ার আশা করাই স্বাভাবিক। তা হলে বলব, তুমিই আমার বন্ধু।"

হিজরী চারশ চার (৪০৪) সাল

এ বছর রবীউল আউয়াল মাসের শুরুতে বৃহস্পতিবার দিন খলীফা কাদির বিল্লাহ মহান খিলাফাতের মসনদে বসেন এবং রাজ্যের সুলতান ও তত্ত্বাবধায়ককে হাযির করেন। প্রথা অনুযায়ী তাকে সাতটি খিল'আত (রাজার উপহার স্বরূপ পোশাক) পরিয়ে দেন। একটি কাল

পাগড়ি বেঁধে দেন, একটি তলোয়ার হাতে দেন, সুসজ্জিত মুকুট অর্পণ করেন। আরও দেন দুটি বাজুবন্দ ও একটি গলবন্দ। তার হাতে দুটি ঝান্ডা অর্পণ করেন। এরপর একটি তলোয়ার দিয়ে খাদেমকে বললেন, এটি তার গলায় ঝুলিয়ে দাও। এটি তার জন্য ও তার উত্তরাধিকারীর জন্য সম্মানের প্রতীক। সে পূর্ব ও পশ্চিমের রাজ্যসমূহ জয়লাভ করবে। এ অনুষ্ঠান অনেকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। সেদিন বিচারপতিগণ, আমীর-উমারা ও মন্ত্রীবর্গ সবাই উপস্থিত ছিলেন। এ বছর মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও জয় করেন। এ অভিযানে তিনি বহু লোক হত্যা করেন, অনেককে বন্দী করেন, প্রচুর গনীমত লাভ করেন এবং নির্বিঘ্নে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি খলীফার নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, খুরাসানসহ অন্য যেসব রাজ্য তার হস্তগত হয়েছে সেগুলোর শাসনভার যেন তিনি তাকে অর্পণ করেন। তার আবেদন খলীফা মঞ্জুর করেন। এ বছর বনূ খাফাজা কূফা অঞ্চলে বিরাট আকারে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ফলে তথায় নিযুক্ত খলীফার প্রতিনিধি আবুল হাসান ইবন মাযীদ তাদের মুকাবিলা করেন। তিনি তাদের অনেককে হত্যা করেন এবং মুহাম্মাদ ইবন ইয়ামানসহ তাদের একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্দী করেন। অবশিষ্টরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের উপর এক উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত করেন। ফলে তাদের পাঁচশ লোক ধ্বংস হয়ে যায়। (এ বছর) আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন হাসান আফসাসী অন্যান্য লোকজনসহ হজ্জব্রত আদায় করেন। এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল :

হাসান ইবন আহমাদ

পূর্ণ বংশ পরিচয় : হাসান ইবন আহমাদ ইবন জা'ফর ইবন আবদুল্লাহ। তিনি ইবনুল বাগদাদী নামে খ্যাত। অনেক উস্তাদ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সাধক, অধিক ইবাদতকারী ও সংগ্রামী পুরুষ। ঘুমে কাতর না হওয়া পর্যন্ত তিনি শুতেন না। হাম্মামখানায় প্রবেশ করতেন না। পানি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা কাপড় ধুতেন না। হুসায়ন ইবন উছমান ইবন আলী আবূ আবদুল্লাহ আল-মুকরী আদ-দরীর আল-মুজাহিদী তার নানা। শৈশবে ইবন মুজাহিদের নিকট তিনি কুরআন শিখেন। তার সমকালীন সাথীদের মধ্যে সবাই মারা গেলে তিনি একাকী দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন। এ বছর জমাদিউল আউয়াল মাসে একশ বছরেরও অধিক বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আয-যাবাদীর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আলী ইবন সাঈদ আল-ইসতাখরী

তিনি ছিলেন মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের অন্যতম শায়খ। খলীফা কাদির বিল্লাহর জন্য তিনি 'আর-রাদ্দু আলাল বাতিনিয়্যা' নামক একখানা কিতাব রচনা করেন। এতে খলীফা সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য উচ্চ বেতন-ভাতা চালু করে দেন। তিনি দারবে রিবাহে বসবাস করতেন। আশি বছরেরও বেশি বয়সে এ বছর শাওয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

হিজরী চারশ পাঁচ (৪০৫) সাল

এ বছর মিসরের শাসনকর্তা এ মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন যে, কোন মহিলা নিজ ঘর থেকে বাইরে বেরুতে পারবে না। অনুরূপভাবে ছাদের উপর উঠতে বা মিহ্‌রাবের উপর দাঁড়াতে পারবে না। মহিলাদের জুতা তৈরি করতে মুচিদেরকে নিষেধ করেন। তিনি মহিলাদেরকে হাম্মামখানায় যেতেও নিষেধ করে দেন। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী অনেক মহিলাকে তিনি মৃত্যুদন্ড দেন। হুকুম অমান্য করে হাম্মামখানায় প্রবেশ করার অপরাধে তাদের মাথার উপরে কয়েকটি হাম্মামখানার ছাদ ভেঙ্গে চাপা দেন। যেসব মহিলা কোন পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছে অথবা কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে প্রেম নিবেদন করেছে, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেক বৃদ্ধা মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়। এদের কাউকে ঐ অবস্থায় পাওয়া গেলে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হত। এরপরও তিনি নিজে অবস্থা যাঁচাইয়ের জন্য রাত-দিন শহরে ঘুরে বেড়াতেন। এ ধরনের অপকর্মে জড়িত থাকার অপরাধে তিনি অনেক পুরুষ, মহিলা ও কিশোরকে পানিতে ডুবিয়ে মারেন। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সামাজিক জীবন খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মহিলারা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়। আর যারা অপকর্মে লিপ্ত ছিল তারাও মহা সংকটে পড়ে। কোন মহিলার পক্ষে কারও কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না, সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া। এ পর্যায়ে একটি ঘটনা নিম্নরূপ প্রকাশ পায় :

জনৈক পুরুষের সাথে এক মহিলার গভীর প্রেম ছিল। উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহিলার জীবন বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অগত্যা সে প্রধান বিচারপতি মালিক ইবন সা'দ আল-ফারিকীর শরণাপন্ন হয় এবং শাসনকর্তার নামে হলফ করে কথা বলে। যাতে বিচারপতি তার পক্ষে থাকেন এবং তার আবেদন মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এতে বিচারপতি মহিলার প্রতি দয়ার্দ্র হন ও তার কথা শুনার জন্য ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেন। মহিলাটি তখন ফেরেববাজি, কূট-কৌশল ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে, হে মহামান্য বিচারপতি! আমার একটিমাত্র ভাই আছে। সে ছাড়া এ জগতে আমার আপন বলতে কেউ নেই। আমার থেকে বহু দূরে তার অবস্থান। আমি দেশের শাসনকর্তার প্রতি সম্মান রেখে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার একটা ব্যবস্থা করুন। যাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে তাকে এক নজর দেখতে পারি। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।

একথা শুনে বিচারপতি মহিলার প্রতি খুবই সদয় হন। তিনি তার কাছে অবস্থানকারী দু'ব্যক্তিকে উক্ত মহিলাকে সাথে নিয়ে তার অভীষ্ট মনযিলে পৌঁছে দেয়ার আদেশ দেন। মহিলাটি তখন নিজের ঘর বন্ধ করে প্রতিবেশীর কাছে চাবি রেখে বিচারপতির লোকদ্বয়ের

সাথে চলে যায় এবং তার প্রেমাস্পদের মনযিলে পৌঁছে যায়। এরপর সে লোক দুটিকে বলল, এবার আপনারা বিদায় নিতে পারেন। এটাই আমার অভীষ্ট স্থান। পরে সে দরজা নাড়া দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সেই ব্যক্তিকেই পেয়ে গেল যাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত এবং সেও একে হৃদয় উজাড় করে মহব্বত করত। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে কিভাবে আসতে সক্ষম হলে? জবাবে সে ঐ কূট-কৌশলের কথা জানায় যা বিচারপতির কাছে ব্যবহার করে তার অনুকম্পা লাভ করে। প্রেমিক লোকটি মহিলার ধোঁকাবাজি ও অপকৌশলের বর্ণনা শুনে বিস্মিত হয়ে যায়। অপরদিকে দিনশেষে ঐ মহিলার স্বামী বাড়ি ফিরে দেখে ঘরের দরজা তালাবদ্ধ এবং বাড়িতে কোন লোক নেই। তখন সে প্রতিবেশীদের নিকট তার স্ত্রীর সংবাদ জানার চেষ্টা করে। একজন প্রতিবেশী তাকে তার স্ত্রী যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে অবহিত করে। লোকটি তৎক্ষণাৎ বিচারপতির নিকট গিয়ে বলল, আমি এই মুহূর্তে আমার স্ত্রীকে আপনার নিকট চাই। অন্যথায় বিষয়টি আমি শাসনকর্তার কর্ণগোচর করব। কারণ আমার স্ত্রীর আদৌ কোন ভাই নেই। সে তার এক প্রেমিকের নিকট চলে গেছে। বুঝতে না পারা এ অপরাধের পরিণতি চিন্তা করে বিচারপতি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি শাসনকর্তার নিকট যেয়ে তার সামনে কাঁদতে থাকেন। শাসনকর্তা তাকে ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। বিচারপতি শাসনকর্তার নিকট উক্ত মহিলার সাথে ঘটিত সকল কিছুর বর্ণনা দিলেন। সব শুনে শাসনকর্তা উপরোক্ত লোকদ্বয়কে উক্ত মহিলা ও পুরুষ দু'জনকে যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায় ধরে আনতে নির্দেশ দেন। তারা গিয়ে তাদেরকে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ ও মাতাল অবস্থায় পায় এবং সে অবস্থায় ধরে নিয়ে আসে। শাসনকর্তা তাদের নিকট তাদের দু'জনের সম্পর্ক ও অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চান। তারা ব্যর্থ ওজর-আপত্তি পেশ করতে থাকে। অতঃপর তিনি মহিলাটিকে শূন্য ময়দানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে এবং পুরুষটিকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলার নির্দেশ দেন। অবিলম্বে নির্দেশ কার্যকর করা হয়। এরপর থেকে শাসনকর্তা নারীদের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেন। এমনকি তিনি তাদেরকে গোসাপের গর্তের চেয়েও সংকীর্ণ অবস্থায় নিয়ে আসেন। শাসনকর্তার মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা বলবৎ ছিল। ইবনুল জাওযী এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

এ বছরের রজব মাসে কাযী আবূ মুহাম্মাদ আকফানির মৃত্যুর পর আবুল হাসান আহমাদ ইবন আবূশ শাওয়ারিবকে হাজরার কাযী পদে নিয়োগ দেয়া হয়। আর এ বছরই ফখরুদ-দৌলাহ মসজিদে শারকিয়্যা নির্মাণ করেন এবং এতে লৌহ জানালা স্থাপন করেন। যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল :

বকর ইবন শাযান ইবন বকর

পরিচয় : আবুল কাসিম আল-মুকরী আল-ওয়ায়িয। তিনি আবূ বকর শাফি'ঈ ও জা'ফর খালদী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁর থেকে আযহারী ও খিলাল হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, সৎ, আবিদ ও যাহিদ। দীর্ঘ রাত জেগে সালাত আদায়ে

অভ্যস্ত। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল ও উন্নত। আশি বছরেরও বেশি বয়সে এ বছর তাঁর ইনতিকাল হয়। বাবে হারবে তাঁকে দাফন করা হয়।

বদর ইবন হাসনাবিয়া ইবন হুসায়ন

উপনাম : আবুন নাজম, আল-কুরদী। দীনাওয়ার ও হামাদান অঞ্চলের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি ছিলেন রাজ্য শাসনে বিচক্ষণ ও দানশীলতায় অনন্য। খলীফা কাদির বিল্লাহ তাঁকে আবূন নাজম উপনাম ও নাসিরুদ-দৌলাহ্ উপাধিতে ভূষিত করেন। তঁর জন্য এক বিশেষ ঝান্ডা বরাদ্দ করেন ও তার হাতে ন্যস্ত করেন। তার অনুসৃত নিয়ম-নীতি ও রাজ্যের সার্বিক ব্যবস্থাপনা শান্তি ও নিরাপত্তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। এমনকি কোন বিদেশী পথিকের উট বা বাহন পথ চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে সে মালপত্রসহ ঐ উট বা বাহন কোন শূন্যস্থানে রেখে চলে যেত। পরে তাকে এগুলো ফেরৎ দেয়া হত। সে যদি অনেকদিন পরেও আসত তবুও তার রেখে যাওয়া মালপত্রে সামান্যতম হ্রাস পেত না। কোন এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকজন যদি আন্দোলন করে বিপর্যয় সৃষ্টি করত তাহলে তিনি তাদের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। খাওয়ার বৈঠকে রুটি বাদে আর সবকিছু পরিবেশন করতেন। সবাই রুটির জন্য অপেক্ষা করত। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা রুটি না আসার বিষয়ে জিজ্ঞেস করত। তখন তিনি বলতেন, যখন তোমরা নিজেরাই ক্ষেত-খামার নষ্ট করছ, কৃষকদের উপর অত্যাচার চালিয়েছ, তখন তোমরাই বল, আমি তোমাদেরকে রুটি দেব কোত্থেকে? এভাবে শিক্ষা দেয়ার পর তিনি বলতেন, এরপর থেকে আমি যেন কারও সম্বন্ধে এ ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টির কথা না শুনি। অন্যথায় আমিই তার রক্ত বইয়ে দেব।

একবার তিনি তার ভ্রমণ পথে এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন লোকটি একটি লাকড়ির বোঝা রশিদ্বারা বাঁধছে এবং ক্রন্দন করছে। তিনি তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমার নিকট খাওয়ার জন্য মাত্র দু'খানা রুটি ছিল। একজন সৈনিক এসে আমার থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে দেখলে কি তুমি চিনতে পারবে? লোকটি বলল, জি হাঁ, চিনতে পারব। তখন তিনি ঐ লোকটিকে নিয়ে পথের এক সংকীর্ণ জায়গায় বসে অপেক্ষা করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রুটি ছিনিয়ে নেয়া সৈনিক এ পথ অতিক্রম করে চলছিল। কাঠ সংগ্রহকারী বলল, এই তো, এই সে সৈনিক। তখন রাজা ঐ সৈনিককে অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে নেমে লোকটির সংগৃহীত লাকড়ির বোঝা বহন করে শহরে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেন। সৈনিক এ শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে লোকটিকে বেশকিছু সম্পদ দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু রাজা তা মঞ্জুর করেননি। এভাবে একজন সৈনিককে শাস্তি দিয়ে তিনি সমস্ত সৈনিককে শিক্ষা দিলেন।

বদর ইবন হাসনাবিয়া প্রতি জুমু'আর দিন দরিদ্র ও বিধবাদের মধ্যে বিশ হাজার দিরহাম বিলি করতেন। আর প্রতি মাসে মৃতদের কাফন-দাফনের জন্য ব্যয় করতেন আরও বিশ হাজার দিরহাম। এ ছাড়া প্রতি বছর তিনি তার মায়ের পক্ষ থেকে এবং আযুদুদ-দৌলাহর পক্ষ থেকে

হজ্জ আদায় করার জন্য বিশজন হাজী পাঠাতেন এবং তাদের খরচ বাবত এক হাজার দীনার প্রদান করতেন। আযুদুদ-দৌলাহ্‌র পক্ষ থেকে সৌজন্য হজ্জ করাতেন এ জন্য যে, তাঁর কারণেই তিনি রাজার আসনে বসতে পেরেছেন। তিনি কর্মকার ও চর্মকারদের জন্য প্রতি বছর তিন হাজার দীনার খরচ করতেন। কেননা তারা বাগদাদ ও হামাদান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এরা চামড়া পরিশোধন ও পশুদের নাল তৈরি করত। তিনি হারামায়ন শরীফের প্রতিবেশীদের দান স্বরূপ এবং সেখানকার শিল্প-কারখানা নির্মাণ ও হিজাযের পথে পানি ব্যবস্থার সংস্কার ও কূপ খননে প্রতি বছর এক লক্ষ দীনার ব্যয় করতেন। ভ্রমণ পথে যেখানেই কোন পানির ব্যবস্থা দেখতেন সেখানেই তিনি একটি জনপদ গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিতেন। তার শাসন আমলে তিনি দু'হাজারেরও অধিক মসজিদ, হোটেল ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। তার এ সমস্ত ব্যয় ছিল সরকারি কোষাগার থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে নিয়মিত বেতন-ভাতা দান ও উপহার-উপঢৌকন বাবদ ব্যয়ের অতিরিক্ত। যেসব শ্রেণীর লোক এ ব্যয়ের আওতাভুক্ত ছিলেন তারা হলেন : ফকীহ্, কাযী, মুয়াযযিন, সম্মানিত লোক, সাক্ষী, ফকীর, মিসকীন, ইয়াতীম ও বিধবা। এ সবকিছু করার পরও তিনি প্রচুর পরিমাণ সালাত আদায় ও যিকর-আযকার করতেন। আল্লাহ্‌র পথে খরচের জন্য এবং বিভিন্ন সভা-সম্মেলন বাস্তবায়নের জন্য তিনি বিশ হাজারেরও অধিক পশু রিজার্ভ রাখতেন। তিনি এ বছর আশি বছরের অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন। মাশহাদে আলীতে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি যে সম্পদ রেখে যান তার পরিমাণ ছিল চৌদ্দ হাজার চল্লিশের কিছু বেশি বাদরা। এক বাদরা দশ হাজার দিরহামের সমান। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

হাসান ইবন হুসায়ন ইবন হামকান

তাঁর উপাধি আবূ আলী আল-বাগদাদী। বাগদাদে শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ্‌দের মধ্যে তিনি অন্যতম। প্রথমদিকে তিনি হাদীসশাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করেন। আবূ হামিদ মারওয়াযী তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং আযহারী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আযহারী মন্তব্য করেন যে, হাদীসশাস্ত্রে তিনি দুর্বল। এ শাস্ত্রে তার কোন দক্ষতা নেই।

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম

উপনাম : আবূ মুহাম্মাদ আল-আসাদী, ইবনুল আকফানী নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন বাগদাদের প্রধান বিচারপতি। তিনশ ষোল হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। কাযী আল-মুহামিলি, মুহাম্মাদ ইবন খালফ, ইবন উকদা প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। আর তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন আল-বারকানী ও আত-তানূখী। কথিত আছে যে, তিনি বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য এক লক্ষ দীনার ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন সকল মলিনতা থেকে পবিত্র, নিষ্কলুষ ও আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত। পঁচাশি বছর বয়সে এ বছর তাঁর ইনতিকাল হয়। এর মধ্যে চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি ক্ষমতায় থাকেন। কখনও স্বপদে আবার কখনও অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ

বংশ পরিচয় : আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস ইবন সা'দ আল-হাফিয আল-ইসতারাবাযী। আল-ইদরীসী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানান্বেষণে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। এরপর হাদীসচর্চায় মনোনিবেশ করেন। আল-আসাম্ম প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি সমরকন্দে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এর উপর একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে দারা কুতনীকে দেখালে তিনি গ্রন্থটিকে উত্তম বলে মন্তব্য করেন। তিনি বাগদাদে হাদীস শিক্ষাদানে ব্রতী হন। আযহারী ও তানূখী তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী ও হাফিযে হাদীস।

আবূ নাসর আবদুল আযীয ইবন উমর

পূর্ণ বংশ : আবূ নাসর আবদুল আযীয ইবন উমর ইবন আহমাদ ইবন নাবাতা। সে যুগের প্রসিদ্ধ কবি। সায়ফুদ-দৌলাহ ইবন হামদানের প্রশংসায় তিনি কবিতা লিখেন। খতীব ইবন নাবাতার ভাই বা অন্য কেউ তাকে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি সাড়া জাগানো বিখ্যাত এ কবিতার রচয়িতা :

وَمَنْ لَّمْ يَـمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ - تَنَوَّعَتِ الاَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدُ ٠

"মরলনা যে অসির আঘাতে, মরবে তো সে নিশ্চিত, অন্য যে কোন উপায়ে।
মরণের কারণ যতই হোক ভিন্ন, মৃত্যু, সে তো এক-অভিন্ন।"

আবদুল আযীয ইবন উমর ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাবাতা

উপনাম : আবূ নাসর আস-সা'দী আশ-শাঈর। তার কবিতা মাওকূফ। নিম্নে তার কবিতার কিছু নমুনা দেয়া হল :

وَاِذَا عَجِزْتَ عَنِ الْعَدُوِّ قَدَارِهِ - وَامزُجْ لَه اِنَّ الْمِزَاجَ وِفَاقُ
كَالْمَاءِ بِالنَّارِ الَّذِىْ هُوَ ضِدُّهَا - يُعْطِى النِّضَاجَ وَطَبْعُهَا الاِحْرَاقُ

"আর যখন তুমি চিকিৎসা গ্রহণ করে ব্যর্থ হয়ে পড় তখন বিকল্প ব্যবস্থা ধর। তার জন্যে মিকশ্চার ব্যবস্থা দাও। মিকশ্চারে অবশ্যই আরোগ্য হবে।

"যেমন পানি আগুনের বিপরীত হলেও তার দ্বারা পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যদিও আগুনের স্বভাব জ্বালিয়ে দেয়া।"

এ বছরে আবদুল গাফফার ইবন আবদুর রহমান আবূ বকর দীনাওয়ারী ইনতিকাল করেন। তিনি সুফইয়ান ছাওরীর ফিকহ-এর অনুসারী। তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি বাগদাদের জামি' মানসূরে সুফইয়ান ছাওরীর মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন। তিনি জামি' মানসূরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং এর যাবতীয় বিষয় সম্পাদন করতেন। এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন এবং জামিউল হাকিমের পশ্চাতে তাকে দাফন করা হয়।

হাকিম নিশাপুরী

পূর্ণ নাম : মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হামদুবিয়া ইবন নুআয়ম ইবন হাকাম, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাকিম আদ-দাবয়ি আল-হাফিয, ইবনুর বায় নামে খ্যাত। নিশাপুরের অধিবাসী। মুসতাদরাক গ্রন্থের লেখক। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানে, মুখস্থকরণে ও হাদীসশাস্ত্রে প্রথিতযশা এক মহান ব্যক্তি। তিনশ একুশ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনশ ত্রিশ সালে প্রথম হাদীস শ্রবণ করেন। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে বহু আলিম থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছোট-বড় মিলিয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সহীহায়নের উপরে লেখা মুসতাদরাক, উলূমুল হাদীস, ইকলীল ও তারিখে নিশাপুর উল্লেখযোগ্য। বহু আলিম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। দারা কুতনী ইবন আবুল ফাওয়ারিস ও আরও অনেকে তাঁর শায়খদের অন্তর্ভুক্ত। দীনদারী, আমানতদারী, পরহেযগারী, স্মৃতিতে সংরক্ষণ, লজ্জাশীলতা ও তাকওয়ার গুণে তিনি ছিলেন বলীয়ান। কিন্তু খতীব বাগদাদী বলেছেন যে, ইবনুল বায়-এর শী'আ মতের প্রতি আকর্ষণ ছিল। আমার নিকট আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আরমাবী বর্ণনা করেন যে, হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ কতগুলো হাদীস সংগ্রহ করেন এবং মন্তব্য করেন যে, এ হাদীসগুলো বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও সহীহ। তাই এ গ্রন্থদ্বয়ের সংকলকদের কর্তব্য ছিল এগুলোকে তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশ করা। তন্মধ্যে একটি হাদীস হল হাদীসে তায়র যথা : وَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ অর্থাৎ "আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক।" কিন্তু হাদীসবেত্তাগণ এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার এ কথার প্রতি তারা ভ্রূক্ষেপও করেননি। অধিকন্তু এ কাজের জন্য তারা তাকে তিরস্কার পর্যন্ত করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবন তাহির মুকাদ্দাসী বলেন : হাকিম বলেছেন, হাদীসে তায়র সহীহ্ হওয়া সত্ত্বেও সহীহ্ গ্রন্থের মধ্যে আনা হয়নি। ইবন তাহির মন্তব্য করে বলেন যে, এ হাদীসটি সহীহ্ হওয়া তো দূরের কথা, এটা একটি মাওযূ' বা বানোয়াট হাদীস। এ হাদীসটি আনাস (রা)-এর বরাত দিয়ে কূফার কয়েকজন অজ্ঞাত পরিত্যক্ত অধিবাসী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেনি। হাকিম নিশাপুরী যদি একথা না জানেন তবে তিনি একজন অজ্ঞ লোক। অন্যথায় তিনি চরম বিদ্বেষী ও মিথ্যুক।

আবূ আবদুর রহমান সুলামী বলেন : আমি একদা হাকিম নিশাপুরীর নিকট গিয়ে দেখি, তিনি কাররামিয়া মাযহাবের প্রতি মোহাচ্ছন্ন। তাদের আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তার নেই। তখন আমি তাকে বললাম, যদি আপনি মুআবিয়ার ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীসও সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে যে আকর্ষণে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছেন তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। তখন তিনি জবাবে বললেন : আমার পক্ষ থেকে তা হবে না। আমার পক্ষ থেকে তা হবে না। তিনি এ বছর চুরাশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

ইবন কাজ্জ

পূর্ণ নাম : ইউসুফ ইবন আহমাদ ইবন কাজ্জ আবুল কাসিম আল-কাযী। শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম। তবে মাযহাবের ব্যাপারে তার ছিল স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। বদর ইবন হাসনাবিয়ার আমলে তিনি কাযী পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু বদরের মৃত্যুর পর দেশে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে একদল সন্ত্রাসী তার উপর হামলা চালায় এবং এ বছর সাতাশে রমযান রাতে তাকে হত্যা করে।

হিজরী চারশ ছয় (৪০৬) সাল

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসের শুরুতে মঙ্গলবারে আহলুস সুন্নাহ্ ও রাফিযীদের মাঝে এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে মন্ত্রী ফখর আল-মুলক ওই যুদ্ধ থামার ব্যবস্থা করেন। সমঝোতার মূলকথা এই ছিল যে, রাফিযীগণ আশূরার দিন তাদের চট ঝুলানো এবং বিলাপ-ক্রন্দন বিষয়ক বিদ'আতী কাজকর্ম চালিয়ে যাবে।

এই মাসে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, বসরাতে মহামারীরূপে বসন্ত রোগের আবির্ভাব ঘটেছে। তাতে মারা গিয়েছে বহুলোক। পেশাদার ও আপেশাদার কবর খননকারীগণ এত লাশ দাফনে অপারগ হয়ে পড়ে। এই সংবাদও ছড়িয়ে পড়ে যে, হাযীরান শহরে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিয়েছে এবং তা হতে অঝোরধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। এই হিজরী সনের ৩রা সফর আল-মুরতাযা তালিবান, নির্যাতিত গ্রুপ এবং হজ্জ বিষয়ক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ভাই আল-রিযা এ বিষয়গুলোর দায়িত্ব পালন করতেন। শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আল-মুরতাযা-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। বস্তুত এটি একটি ঐতিহাসিক ও জাঁকজমকপূর্ণ দিন ছিল। এই হিজরী সনে সংবাদ আসে যে, তৃষ্ণা ও পিপাসায় এবার ১৪ হাজার হাজী প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ছয় হাজার হাজী। তাঁরা পিপাসা নিবারণে উটের পেশাব পর্যন্ত পান করেছেন। এই হিজরী সনে মাহমূদ সাবুক্তগীন ভারত আক্রমণ করেন। রাহবার ও পথপ্রদর্শকগণ তাঁকে নিয়ে যায় কতক অচেনা শহরে। তারা মাহমূদ ও তাঁর সাথীদের এমন এক অঞ্চলে নিয়ে যায়, যেখানে সমুদ্রের পানিতে সব সয়লাব। মাহমূদ নিজে এবং তাঁর সাথিগণ কয়েকদিন সেখানে পানিতে হাবুডুবু খেলেন। সেনাদলের অনেক সদস্যের ডুবে মরার পর এক পর্যায়ে তাঁরা সেখান থেকে মুক্তি পেলেন। অনেক দুঃখ-কষ্টের পর মাহমূদ খোরাসানে ফিরে আসেন। আরব বেদুঈনদের ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণে এই বৎসর ইরাক থেকে কোন হজ্জ কাফেলা মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেনি।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনী

তিনি হলেন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ। তাঁর সময়ে তিনি শাফিঈ মাযহাবের শীর্ষনেতা ও ইমাম ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ৩৪৪ হিজরী সনে। শৈশবকালে তিনি বাগদাদ আগমন

করেন। তখন ৩৬৩ কিংবা ৩৬৪ হিজরী সন। ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন আবুল হুসায়ন ইব্ন যবান-এর নিকট এরপর আবুল কাসিম দারিকী-এর নিকট। জ্ঞানার্জন ও ব্যুৎপত্তি লাভে তিনি অবিরাম অগ্রগতি লাভ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি শাফিঈ মাযহাবের ইমামের পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজ দরবারে হতে আমজনতা পর্যন্ত সর্বত্র তিনি সম্মানের পাত্র বিবেচিত হন। বস্তুত তিনি একজন খ্যাতনামা ও শীর্ষস্থানীয় ফিক্হবিদ ছিলেন। 'আল-মুযানী' গ্রন্থের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা লিখেছেন তিনি প্রায় ৫০ খন্ডে। ফিক্হ-এর সূত্র তথা উসূল-ই-ফিক্হশাস্ত্রেও তাঁর ভাষ্য গ্রন্থ রয়েছে। ইসমাঈলী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খাতীব (র) বলেছেন : "আমি শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনীকে একাধিকবার দেখেছি এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকের মসজিদে তাঁর দরসে শামিল হয়েছি।"

আযজী এবং খাল্লাল তাঁর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি শুনেছি কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর দরসে সাতশত ফিক্হ বিশারদ ও জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হতেন। লোকজন এই মন্তব্য করতো যে, ইমাম শাফিঈ (র) যদি তাঁকে দেখতেন, তবে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেছেন : "শাফিঈ মাযহাবে আমি আবূ হামিদ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসমৃদ্ধ কাউকে দেখিনি। 'তাবাকাত আল-শাফিইয়্যাহ' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তাঁর জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, ইমাম কুদরী মন্তব্য করেছেন যে, আবূ হামিদ ছিলেন ইমাম শাফিঈ (র)-এর চেয়ে অধিক বিচক্ষণ ও বিদগ্ধজন। শায়খ আবূ ইসহাক বলেছেন, ইমাম কুদূরী (র)-কে জড়িয়ে এমন উদ্ধৃতি দেয়া সমীচীন ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইমাম শাফিঈ (র)-এর তুলনায় আবূ হামিদের উদাহরণ হল কবির এই পঙক্তির বিষয়বস্তুর ন্যায় :

نَزَلُوْا بِمَكَّةَ فِيْ قَبَائِلِ نَوْفَلِ - وَنَزَلْتَ بِالْبَيْدَاءِ اَبْعَدَ مَنْزِلِ ·

"ওরা অবতরণ করেছে মক্কার নাওফিলের গোত্রের মধ্যে। আর তুমি অবতরণ করেছ বায়দা-তে, অনেক দূরবর্তী স্থানে।"

ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, আর হামিদ ইসফিরাইনীর রচিত বহু গ্রন্থ ও বই-পুস্তক রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আত-তালিকাতুল কুবরা ও কিতাব আল-বুসতান। শেষটি একটি ছোট্ট পুস্তক বটে। এর মধ্যে কিছু অপ্রসিদ্ধ ও একক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস রয়েছে। কোন কোন তর্ক সভায় কতক ফকীহ ব্যক্তি তাঁর এই কিতাব ও তাতে বর্ণিত হাদীসগুলো সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। তদুত্তরে শায়খ আবূ হামিদ বলেছিলেন :

جَفَاءُ جَرَى جَهْرًا لَدَى النَّاسِ وَانْبَسَطَ - وَعُذْرًا اتى سِرًّا فَاكُدُ مَا فَرَطَ

وَمَنْ ظَنَّ اَنْ يَمحُوْ جَلِيُّ جَفَائه - خَفِيُّ اِعْتِذَارٍ فَهُوَ فِيْ اَعْظَمِ الْغَلَطِ ·

"এটি এমন এক অন্যায়, যা জনসমক্ষে চলমান এবং এটি সম্প্রসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ওযর পেশ করা হয়েছে গোপনে। বস্তুত যে সীমা লংঘিত হয়েছে আমি সেটিকে তাকীদ ও সুদৃঢ় করছি।

"যে ব্যক্তি ধারণা পোষণ করে যে, তার প্রকাশ্য অন্যায় তার গোপন ওযর-আপত্তিকে মুছে দিবে, সে বরং বড় ভুলের মধ্যে থাকে।"

এই হিজরী সনের অর্থাৎ ৪০৬ হিজরী সনের ১৯শে শাওয়াল শনিবার রাতে তাঁর ওফাত হয়। উন্মুক্ত ময়দানে জানাযার নামায অন্তে তাঁর বাড়িতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বহু লোক অংশ নিয়েছিল। তাঁর শোকে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। এরপর ৪১০ হিজরী সনে তাঁর মরদেহ স্থানান্তরিত করা হয় বাব-ই-হরব বা যুদ্ধ ফটকে। ইবনুল জাওযী বলেছেন যে, মৃত্যুকালে শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর বয়স হয়েছিল ৬১ বৎসর কয়েক মাস।

আবূ আহমাদ কুরযী

এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন, আবূ আহমাদ কুরযী। তিনি হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মাহরান আবূ মুসলিম কুরযী আল-মুকরী। তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন মাহামিলী এবং ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব হতে। আবূ বকর ইব্‌ন আমবারী-এর দরসেও তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি একজন আস্থাশীল বিশ্বস্ত ইমাম, আত্মমর্যাদাশীল পরহেযগার ও প্রচুর কল্যাণ অর্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। এরপর তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আবূ আহমদ কুরযী শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর দরবারে উপস্থিত হলে তাঁর সম্মানার্থে শায়খ আবূ হামিদ খালি পায়ে এগিয়ে যেতেন এবং মসজিদের দরজা হতে তাঁকে সসম্মানে বরণ করে আনতেন। ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে তাঁর ওফাত হয়।

শরীফ রেযা

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন শরীফ রেযা। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাহির আবূ আহমাদ আল-হুসায়ন ইব্‌ন মূসা আবুল হাসান আলাভী। তাঁর উপাধি বাহাউদ্দৌলাহ্-বিল-রিযা যিল-হাসবাতায়ন। তিনি তাঁর ভাই মুরতাযাকে উপাধি দিয়েছিলেন যিল-মাজদায়ন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে তালিবানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশুদ্ধভাষী কবি ও খ্যাতিমান দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, কবিতার সংখ্যাধিক্যের দৃষ্টিকোণ হতে শরীফ ছিলেন কুরায়শ বংশের সর্বাধিক কবিতা রচনাকারী কবি। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থের কতক পঙক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

اِشْتَرِ الْعِزَّ بِمَا شِئْـ - ـتَ فَمَا الْعِزُّ بِغَالِ

بِالْقِصَارِ اِنْ شِئْـ - ـتَ اَوْ بِالسُّمْرِ الطِّوَالِ .

لَيْسَ بِالْمَغْبُوْنِ عَقْلاً - مَنْ شَرَى عِزًّا بِمَالِ

اِنَّمَا يُوْخَرُ الْمَا - لُ لِحَاجَاتِ الرِّجَالِ .

وَالْفَتَى مَنْ جَعَلَ الاَمْوَا - لَ اَثْمَانَ الْمَعَالِيْ .-

"তুমি ইযযত ও সম্মান ক্রয় কর যে কোন মূল্যেই হোক, যে কোন কিছুর বিনিময়েই হোক। বস্তুত ইযযত চড়া মূল্যবিশিষ্ট বস্তু নয়।

"ইচ্ছা হলে ছোট বল্লমের মাধ্যমে ইযযত অর্জন কর আর ইচ্ছা হলে লম্বা বল্লমের মাধ্যমে।

"সে তো মূলত ঠকেনা, ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, যে ধন-ঐশ্বর্যের বিনিময়ে ইযযত ও সম্মান ক্রয় করে।

"ধন-সম্পদ তো সঞ্চয় করে রাখা হয় মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যে।

"প্রকৃত যুবক সেই জন, যে জন ধন-সম্পদকে উচ্চস্থান ও মর্যাদা অর্জনের জন্যে ব্যয় করে।"

তিনি আরো বলেছেন :

يَا طَائِرَ الْبَانِ غَرِيْدًا عَلَى فَنَنٍ - مَا هَاجَ نُوْحَكَ لِيْ يَا طَائِرَ الْبَانِ ٠

هَلْ اَنْتَ مُبَلِّغٌ مَنْ هَامَ الْفُؤَادُ بِهِ - اِنَّ الطَّلِيْقَ يُؤَدِّيْ حَاجَةَ الْعَانِيْ ٠

جِنَايَةٌ مَا جَنَاهَا غَيْرُ مُتْلِفُنَا - يَوْمَ الْوِدَاعِ وَوَاشَوْقِيْ اِلَى الْجَانِيْ ٠

لَوْلاَ تَذَكُّرُ اَيَّامٍ بِذِيْ سَلْمٍ - وَعِنْدَ رَامَةَ اَوْ طَارِيْ وَاَوْ طَانِيَ ٠

لَمَا قَدَحْتُ بِنَارِ الْوَجْدِ فِيْ كَبِدِيْ - وَلاَبَلَلْتُ بِمَاءِ الدَّمْعِ اَجْفَانِيْ

"ওহে আতা গাছের তোতা পাখি, ডালে ডালে গীত গেয়ে যাচ্ছ, কিসে তোমার বেদনাবিধুর কান্নার স্বর তীব্র করে দিল আমার জন্যে, ওহে তোতা পাখি।

"তুমি এমন ব্যক্তিকে কোন সংবাদ পাঠাচ্ছ, যে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান; বস্তুত মুক্ত ব্যক্তিরাই বন্দী ব্যক্তিদের প্রয়োজন সমাধা করে দেয়।

"এটি এমন এক অপরাধ, যা আমাদেরকে ধ্বংসকারীরা সংঘটিত করেছে বিদায়ের দিনে। ওহ, হায়! আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ, ওই অপরাধীর প্রতি।

"যী-সালম স্থানে সংঘটিত ঘটনাসমূহের স্মৃতিচারণ যদি না থাকতো। রামাহ্, তারী এবং আমার বাসস্থানসমূহের ঘটনাবলীর যদি স্মৃতিচারণ না থাকতো;

"তাহলে বিরহের আগুনে আমি আমার অন্তর পোড়াতামনা, আমার অশ্রুজলে চোখের পাতা সিক্ত করতাম না।"

শরীফ রেযা নামে একটি কাসীদা ও কবিতা গ্রন্থ প্রচলিত রয়েছে। ওই কাসীদায় তিনি হাকিম উবায়দীর দরবারে উপস্থিত হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর পিতার গুণগান বর্ণনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তাঁর বাবা ছিলেন হাকিম উবায়দীর সভা-কবি। হাকিমের দরবারে তাঁর পিতার উচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান দেখে তিনি এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি খলীফার গোচরীভূত হবার পর খলীফা তাঁর সেই আগ্রহ পূরণ ও তাঁর নিজের অবস্থান জনসাধারণের নিকট প্রকাশের জন্যে কবিকে তাঁর দরবারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর ওই কাসীদায় তিনি বলেছেন :

أَلَيْسَ الذُلَّ فِيْ بِلاَدِ الاَعَادِ – ىْ وَبِمِصْرَ خَلِيْفَةُ الْعَلُوِى ·

وَاَبُوْهُ اَبِىْ وَمَوْلاَهُ مَوْلاَ – ىَ اِذَا ضَامَنِىْ الْبَعِيْدُ الْقَصِىُّ ·

"শত্রু রাষ্ট্রে আমি লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করব। মিসরে আছেন আলাভী খলীফা ।

"দূরবর্তী সম্পর্ক যখন আমাকে ও তাকে সংযুক্ত করে, তখন তার পিতা আমার পিতা হয়, আর তার মুনিব আমার মুনিব হয়।"

খলীফা আল-কাদির এই কাসীদা শোনার পর তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তার পিতা মুসুভীর নিকট চিঠি পাঠান তাকে তিরস্কার ও গালমন্দ করে। পিতা মুসুভী ওই সরকারি চিঠি তাঁর পুত্রের নিকট পাঠান। পুত্র রেযা কখনো এ জাতীয় কথা বলেছেন, তা অস্বীকার করলেন। রাফিযিগণ এ জাতীয় মিথ্যাচার করেই থাকে। তাঁর পিতা তাঁকে বললেন : তুমি যদি এ জাতীয় কথা না বলে থাক, তাহলে এ মর্মে তুমি কয়েকটি পঙক্তি রচনা কর যে, মিসরের শাসক পালক ও দত্তক ব্যক্তি, তার কোন বংশ পরিচয় নেই। এবার তিনি বললেন : এর পরিণতিকে আমি ভয় করি। তার পিতার নির্দেশ পালনে তিনি বারবার অস্বীকৃতি জানান। এ বিষয়ে খলীফার দরবার হতে তাদের নিকট একের পর এক চিঠি আদান-প্রদান চলছিল। কিন্তু রেযা তা অস্বীকার করেই যাচ্ছিলেন। অবশেষে খলীফা শায়খ আবূ হাকিম ইসফিরাইনীএবং কাযী আবূ রকরকে তাদের নিকট পাঠালেন। শরীফ রেযা তাদের দু'জনের সামনে কঠিন ও সুদৃঢ় কসম করে বললেন যে, তিনি খলীফা সম্পর্কে এমন উক্তি করেননি। মূল ঘটনা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এই হিজরী সনের ৫ই মুহাররম শরীফ রেযা মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বৎসর। মন্ত্রীবর্গ এবং বিচারপতিগণ তার জানাযায় শরীক হন। মন্ত্রী মহোদয় তাঁর জানাযা পড়ান। আল-আম্বারী মসজিদে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিচালনাধীন কর্মগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার ভাই আল মুরতাযা। এর অতিরিক্ত আরো কিছু দায়িত্ব এবং পদও তিনি গ্রহণ করেন। আল-মুরতাযা তদীয় ভ্রাতা রেযার মৃত্যুতে উপযুক্ত ভাষায় মর্সিয়া ও শোকগাথা রচনা করেন।

বাদীস ইব্ন মানসূর হিমইয়ারী

তিনি হলেন আবুল মুইয্ মুনাযির ইব্ন বাদীস। তিনি আফ্রিকাতে উপ-প্রশাসক ছিলেন। তাঁর পিতাও ওই অঞ্চলে উপ-প্রশাসক ছিলেন। তাঁর উপাধি হলো—হাকিম-বি-নাসীর আদ-দৌলাহ। তিনি একজন উচ্চাভিলাষী, শক্তিমান, মর্যাদাশীল ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি ছিলেন। বর্শায় নাড়া দিলে সেটি ভেঙ্গে যেত। এই হিজরী সনের যুলকাদাহ্ মাসের শেষদিকে বুধবার রাতে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে। কথিত আছে যে, জনৈক বুযর্গ লোক ওই রাতে তাঁর জন্যে বদদু'আ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মুইয তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁর জন্যে নির্ধারিত বিষয়গুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হিজরী চারশ সাত (৪০৭) সাল

এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে কারবালায় ইমাম হুসায়ন (রা)-এর স্মৃতিসৌধ ও তদসংশ্লিষ্ট সবকিছু আগুনে পুড়ে যায়। লোকজন বড় বড় বিশালাকারের দুটো মোমবাতি জ্বালিয়েছিল। রাতের বেলা সেগুলো মাযারের চাদরের উপর এসে পড়ে। ফলে সেখানে আগুন ধরে যায়, অতঃপর অন্যত্র আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই হিজরী সনে বাগদাদের তুলা গুদামে এবং বসরাতে একাধিক স্থানে অগ্নিকান্ড ঘটে।

সামুরা বিশ্ববিদ্যালয় পুড়ে যায় এই হিজরী সনে। এই হিজরী সনে সংবাদ আসে যে, মসজিদে হারামের রুকন-ই-ইয়ামানী ধ্বসে পড়েছে এবং মদীনা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওযা পাকের সম্মুখস্থ দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে। বায়তুল মুকাদ্দাসের সাখরার উপর নির্মিত বড় গম্বুজটিও এই বছর ভেঙ্গে পড়ে। একই বছরে এতগুলো বিপর্যয় সংঘটিত হওয়া বিস্ময়কর বটে।

আফ্রিকার শী'আদেরকে এ বৎসর হত্যা করা হয়। তাদের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ লুট করা হয়। শী'আরূপে পারিচিত কাউকেই রেহাই দেয়া হয়নি। স্পেনে আলাভী (আলী বংশীয়) শাসনের গোড়াপত্তন হয় এ হিজরী সনে। প্রথম আলাভী শাসক ছিলেন সেখানে আলী ইব্ন হামূদ ইব্ন আবূ ঈস আলাভী। এ বৎসর মুহাররম মাসে তিনি কর্ডোভা প্রবেশ করেন। উমাইয়া শাসক সুলায়মান ইব্ন হাকামকে তিনি হত্যা করেন। সুলায়মানের পিতা হাকামও তাঁর হাতে নিহত হয়। আলী ইব্ন হামূদ একজন নেককার ও সৎকর্মশীল শায়খ ছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে; তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তিনি আল- মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ উপাধি ধারণ করেন। একই বৎসর ৮ই যুল-কাদাহ্ ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি নিহত হন গোসলখানায়। অতঃপর তাঁর ভাই কাসিম ইব্ন হামূদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আল-মামূন উপাধি ধারণ করেন। ছয় বছর তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহইয়া ইব্ন ইদরীস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এরপর উমাইয়াগণ পুনরায় শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসে। এ পর্যায়ে আলী ইব্ন ইউসুফ ইব্ন তাশ্ফীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। খারিযম-এর রাজা শাহ্ মামূন ইবন মামূনের পর মাহমূদ ইবন সবুক্তগীন এই বৎসর ওই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। সুলতান আদ-দৌলাহ এই হিজরী সনে আবুল হাসান আলী ইব্ন ফযল রামহরমুযীকে ফখরুল মুলক-এর পরিবর্তে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে রাজ উপহারে অভিষিক্ত করেন। মক্কা শরীফ যাবার পথে আবস্থিত দেশ ও জনপদে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিরাজ করায় এবং যাত্রাপথ নিরাপদ না থাকায় এই বৎসর পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহ হতে কেউ হজ্জে গমন করেনি।

৪০৭ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন দোস্ত

তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন দোস্ত আল-বায্‌যার। তিনি ছিলেন হাফিয-ই-হাদীস বা বিপুল সংখ্যক হাদীস কণ্ঠস্থকারী মালিকী মাযহাবের ইমাম। খ্যাতিমান মুহাদ্দিস দারা কুতনী (র)-এর শিক্ষা আসরে তাঁর বিষয়ে আলোচনা হতো এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হতো। একথা বলা হতো যে, এই কারণে ইমাম দারা কুতনী তাঁর সমালোচনা করেছেন। আবশ্য ইমাম দ্বারা কুতনী (র) আলোচ্য আহমদ ব্যতীত অন্যদের সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। আল-আযহারী বলেছেন, আমি তাঁর কিতাব দেখেছি। সেগুলো জ্ঞানসমৃদ্ধ। তিনি হাদীস পাঠ করতেন মুখস্থ। মুখলিস এবং ইব্‌ন শাহীন তখনও জীবিত ছিলেন। ৪০৭ হিজরী সনের রমযান মাসে তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর।

মন্ত্রী ফখরুল মুলক

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন মন্ত্রী ফখরুল মুলক। তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন খাল্‌ফ আবূ গালিব। মন্ত্রী ওয়াসিতের অধিবাসী। তাঁর পিতা ছিলেন সায়রাফী। মুহাম্মদের জীবন ছিল ঘটনা বহুল। অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পর তিনি সুলতান বাহাউদ-দৌলাহ-এর মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। অগাধ ধন-সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল তাঁর হাতে। তিনি একটি সুবিশাল প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। সেটির নাম ফারিয়াহ্ প্রাসাদ। প্রথমে এই প্রাসাদ ছিল খলীফা আল-মুত্তাকী বিল্লাহ-এর, পরে মন্ত্রী ফখরুল মুলক ওই প্রাসাদ নিজ মালিকানায় নিয়ে আসেন। তিনি এটির উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। মন্ত্রী ফখরুল মুলক একজন উদার ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। সদকা করতেন প্রচুর। তিনি দিনে এক হাজার দরিদ্রকে কাপড় দিয়েছিলেন। বেশি বেশি নামায পড়তেন। তিনিই প্রথম শাবানের ১৫ তারিখ বারাতের রাতে হালুয়া ও মিষ্টি বিতরণের রেওয়াজ চালু করেন। শী'আ মতবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। এক পর্যায়ে সম্রাট সুলতানুদ্দৌলাহ আহওয়ায নগরে তাঁকে আক্রমণ করে ধন-সম্পদ মণি-মুক্তা যা ছিল সবকিছু ছিনিয়ে নেন। এর অতিরিক্ত ছয় লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা হস্তগত করেন তাঁর নিকট হতে। শেষ পর্যন্ত সুলতানুদ্দৌলাহ তাঁকে হত্যা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বৎসর কয়েক মাস মাত্র।

জনৈক ইতিহাসবিদ বলেছেন, তাঁর ধ্বংসের পটভূমি ছিল এই যে, তাঁরই এক কর্মচারি এক ব্যক্তিকে খুন করে ফেলে। নিহতের বিধবা স্ত্রী এসে মন্ত্রী ফখরুল মুল্‌ক-এর নিকট মামলা দায়ের ও বিচার প্রার্থনা করে। মন্ত্রী তার কথায় কর্ণপাত করেননি। হন্তারকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। ক্ষোভে দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিধবা একদিন বলেছিল : ওহে মন্ত্রী মহোদয়! আমি আমার দুঃখ ও বেদনার কথা আপনার সমীপে পেশ করেছিলাম, আপনি সেদিকে কর্ণপাত

করেননি, ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এখন আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে সেই মামলা দায়ের করলাম। আমি এখন সেটির ফলাফলের অপেক্ষায় আছি। মন্ত্রী যখন অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন, তখন বললেন : আল্লাহ্র কসম! এটি হলো ওই মহিলার দায়ের করা মামলায় আল্লাহ্র পক্ষ হতে ব্যবস্থা। অতঃপর যা হবার তা হলো। মন্ত্রী ফখরুল মুলক নিহত হলেন।

হিজরী চারশ আট (৪০৮) সাল

এই হিজরী সনে আহলুস্ সুন্নাত এবং রাফিযীদের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় বাগদাদ নগরীতে। উভয়পক্ষে বহু লোক নিহত হয় এই সংঘর্ষে। সম্রাট আবুল মুজাফফর ইব্ন খাকান এই হিজরী সনে 'মা ওয়ারা উন-নাহার' ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি নিজে শারফুদ্দৌলাহ্ উপাধি ধারণ করেন। এটি হলো তাঁর ভাই তুগান খানের মৃত্যুর পরের ঘটনা। সম্রাট তুগান খান একজন দীনদার ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানী-গুণী ও দীন-অনুসারী ব্যক্তিদেরকে তিনি ভালবাসতেন। একবার তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তুর্কীদের বিরুদ্ধে। তিনি ওদের প্রায় দুই লক্ষ যোদ্ধাকে হত্যা এবং একলক্ষ যোদ্ধাকে বন্দী করেন। গনীমতের মালরূপে স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈজসপত্র এবং দুষ্প্রাপ্য চীনা ডিশ-থালাসহ বহু মূল্যবান মালামাল অধিকার করেন। তাঁর ইনতিকালের পর তুর্কী সম্রাটগণ পূর্বাঞ্চলে হামলা চালায়। তারা পূর্বাঞ্চলীয় শহর নগর দখল করে নেয়। এই হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসে আবুল হুসায়ন আহমদ ইব্ন মুহায্যাবুদ্দৌলাহ আলী ইব্ন নসর তাঁর পিতার পর বাতাইহ অঞ্চলের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর চাচাত ভাই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে তিনি জয়ী হন এবং তাঁর চাচাত ভাই নিহত হয়। এরপর অল্পদিনের মধ্যে তিনিও নিহত হন। এরপর ওই অঞ্চলের কর্তৃত্ব বাগদাদের গভর্নর সুলতানুদ্দৌলাহ-এর নিকট ফিরে আসে। জনগণের মধ্যে ওই অঞ্চলের ধন-সম্পদ লুট করার লালসা জাগ্রত হয়। তারা ওয়াসিতে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু স্থানীয় জনগণ তুর্কীদের সাথে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই হিজরী সনে নুরুদ্দৌলাহ আবুল আসার দাবীস ইব্ন আবুল হাসান আলী ইব্ন মাযীদ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। সুলতানুদ্দৌলাহ বাগদাদ আগমণ করেন এই হিজরী সনে। নামাযের সময় ঘোষণায় তিনি ঢোল বাজানোর প্রথা চালু করেন। অথচ সাধারণত তা জায়েয মনে করা হয়না। তিনি ৫০ হাজার দীনার স্বর্ণ মুদ্রা দায়ন মোহর ধার্য করে কারওয়াশের কন্যাকে বিয়ে করেন। দেশময় ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা চলতে থাকায় এই বৎসর কোন ইরাকী হজ্জের উদ্দেশ্যে যায়নি। এই সময়ে আরব বেদুইনগণ হিংস্র ও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। আর প্রশাসনিক শক্তি হয়ে পড়ে দুর্বল। 'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেছেন, সা'দুল্লাহ ইব্ন আলী বাযযার বর্ণনা করেছেন আবূ বকর তারীদবাদী সূত্রে হায়বাতুল্লাহ্ ইব্ন হাসান তাবারী হতে। তিনি বলেছেন : ৪০৮ হিজরী সনে খলীফা কাদির বিল্লাহ মুতাযিলা পন্থী ফিক্হবিদদেরকে ওই মতবাদ ছেড়ে তাওবা করার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে তারা সাড়া দেয় এবং মুতাযিলা

মতবাদ, রাফিযী মতবাদ ও ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা ছেড়ে দিয়ে তাওবা করে। এই বিষয়ে তাদের মুচলেকা গ্রহণ করা হয়। এটা উল্লেখ করা হয় যে, পরবর্তীতে তারা যদি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও মতাদর্শের বিরোধিতা করে, তাহলে তাদের এমন শাস্তি দেয়া হবে, যা অন্যদের জন্যে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমীর মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন তাঁর অধীনস্থ রাজ্যগুলোতে তথা খুরাসান ও অন্যত্র খলীফার নির্দেশ কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুতাযিলা, রাফিযী, ইসমাঈলিয়া, কারামাতিয়া, জাহামিয়াহ, মুশাববিহা ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়গুলোকে তিনি হত্যা, বন্দী, শূলিবিদ্ধ ও দেশান্তর করেন। মিম্বরে মিম্বরে খুতবায়-বক্তৃতায় তাদের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ বর্ষণের নির্দেশ দেন। এই সকল ভ্রান্ত মতবাদী ও বিদ'আতী দলগুলোকে তিনি দেশ থেকে বহিষ্কার ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। অতঃপর ইসলামী রাজ্যে ও রাজত্বে এটি নিয়মে পরিণত হয় যে, ভ্রান্ত মতবাদীদেরকে দেশছাড়া করা হবে।

৪০৮ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন :

প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা শাব্বাশী আবূ নাসর

তিনি ছিলেন সম্রাট শরফুদ্দৌলাহর মুক্তকৃত ক্রীতদাস। বাহাউদ্দৌলাহ্ তাঁকে সাঈদ উপাধি প্রদান করেন। তিনি একজন দানবীর ছিলেন। সাওয়াবের পথে ব্যাপক দান-সদকা ও জায়গা-সম্পত্তি ওয়াক্ফ করতেন। হাসপাতালের জন্য তিনি তাঁর এক বিশাল ফসলী ভূখন্ড ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। সেখানে প্রচুর ফল-ফসল ও দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হতো এবং সেখান থেকে প্রচুর অর্থ আমদানি হতো। তিনি খন্দক সেতু, হাসপাতাল সেতু ও নাসিরিয়া সেতু নির্মাণ করেন। অন্য আরো বহু সেতু তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। ওফাতের পর তাঁকে দাফন করা হয় হযরত ইমাম আহমাদ (র)-এর কবরস্থানে। তাঁর অসীয়াত ছিল যেন তাঁর কবরের উপর কোন সৌধ ও গম্বুজ নির্মাণ না করা হয়। কিন্তু জনগণ তা মানেনি। তারা তাঁর কবরের উপর গম্বুজ তৈরি করে। তাঁর ওফাতের প্রায় সত্তর বৎসর পর ওই গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে। কতক মহিলা তাঁর কবরের পাশে সমবেত হয়ে তাঁর শোকে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। বাড়ি ফেরার পর তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা স্বপ্ন দেখে। সে ছিল ওই কাজে অগ্রণী। সে দেখতে পায় যে, ওই কবর হতে একজন তুর্কী সৈন্য বের হয়ে এসেছে। তার হাতে বাঁকা লাঠি। সে মহিলাদেরকে পেটাচ্ছিল, আর এই অপকর্মের জন্যে বকাবকি করছিল। শেষে দেখতে পায় যে, সে হল প্রহরী মৃত আল-সাঈদ। মহিলা ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

হিজরী চারশ নয় (৪০৯) সাল

এই হিজরী সনের ১৭ই মুহাররম রাজধানীতে এক শোভাযাত্রায় আহলুস সুন্নাত মাযহাবের নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনা সম্বলিত একটা কিতাব পাঠ করা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, যে ব্যক্তি 'কুরআন সৃষ্ট বস্তু' বলবে, সে কাফিররূপে গণ্য হবে এবং তাকে হত্যা করা হালাল ও

বৈধ হবে। এই হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসের মাঝামাঝি সময়ে মালিহ্ সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস ঘটে। ফুঁসে উঠে ওই সমুদ্রের পানি। উপকূলীয় অঞ্চল আবালাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে ওই পানি। দু'দিন পর তা বসরায় গিয়ে পৌঁছে। এই হিজরী সনে মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন ভারত আক্রমণ করেন। মাহমূদ ও ভারতীয় রাজার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভারতীয় পক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মুসলমানগণ ওদেরকে ইচ্ছামত হত্যা করে। স্বর্ণ-রৌপ্য ও হীরা-জহরত ছিনিয়ে নেয় বিপুল পরিমাণে। ২০০ হাতি তারা দখল করে নেয়। পরাজিত সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করে, ওদের অফিস-আদালত ও কল-কারখানা ধ্বংস করে। এরপর তিনি বিজয়ীবেশে গজনীতে ফিরে আসেন। শহরে শহরে ফিতনা-ফাসাদ এবং আরব বেদুঈনদের সন্ত্রাস-রাহাজানীর কারণে এই বৎসর ইরাক অঞ্চল হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪০৯ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

রাজা ইব্ন ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ

তিনি হলেন আবুল আব্বাস ইনসিনাভী। ইনসিনা নামক জনপদের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে ইনসিনাভী বলা হয়। এটি মিসরের একটি জনপদ। আবুল আব্বাস এক পর্যায়ে বাগদাদ আগমন করেছিলেন। তিনি সেখানে হাদীসের দরস দিয়েছিলেন। বহু হাফিয-ই-হাদীস তাঁর নিকট হতে হাদীস শুনেছেন। তিনি একজন আইনজ্ঞ, মালিকী মাযহাবের ফিক্হবিদ এবং প্রশাসক সমাজে ন্যায়বান ব্যক্তিরূপে সমাদৃত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজ শহরে ফিরে যান এবং ৪০৯ হিজরী সনে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসরের অধিক।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী ইলান

তিনি হলেন আহওয়াযের বিচারক আবূ আহমদ। তিনি একজন ঐশ্বর্যশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাঁর হাতে। তার একটি হলো, 'মুজিযাতুন্নবী (সা)' বা নবী করীম (সা)-এর মু'জিযা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক হাজার মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনা তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি মু'তাযিলাপন্থী একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ৮৯ বৎসর বয়সে ৪০৯ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

আলী ইব্ন নাসর

তিনি হলেন আলী ইব্ন নাসর ইব্ন আবুল হাসান। উপাধি মুহায্যাবুদ্দৌলাহ। বাতীহা অঞ্চলের প্রশাসক। তাঁর অনেক গুণ ছিল। বিপদ-আপদ, দুঃখ-দৈন্যে অন্যান্য এলাকার জনগণ তাঁর রাজ্যে চলে আসতো। তিনি তাদেরকে আশ্রয় দিতেন। তাদের সাথে সদাচার ও ভাল ব্যবহার করতেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সুকীর্তি হলো, বিপদের মুখে তিনি ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-কাদিরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাই রাজ্য হতে পালিয়ে সম্রাট আল-কাদির তাঁর নিকট আশ্রয় কামনা করেছিলেন। তিনি তাঁকে আশ্রয় দেন এবং সজ্জন বিবেচনায় আদর আপ্যায়ণ

করে। তারই তত্ত্বাবধানে সম্রাট অবস্থান করছিলেন। অবশেষে তিনি পুনরায় সাম্রাজ্যপ্রাপ্ত হন। এটি ছিল তাঁর জন্যে পরম সৌভাগ্য। আলী ইব্ন নাসর ৩২ বৎসর কয়েক মাস পর্যন্ত বাতাইহ অঞ্চলে গভর্নর পদে আধিষ্ঠিত ছিলেন। ৭২ বৎসর বয়সে এই হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি রক্তবমি ও রক্ত আমাশায়ে ভুগছিলেন। এক সময় রক্ত শূন্যতায় তাঁর শরীরে পানি এসে যায় এবং তাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবদুল গনী ইব্ন সাঈদ

তিনি হলেন আবদুল গনী ইব্ন সাঈদ ইব্ন আলী ইব্ন বিশ্র ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আবদুল আযীয আবূ মুহাম্মদ আল-আযদী আল-হাফিয। ইলম হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এই শাস্ত্রে অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্রে তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ সুওয়ারী বলেছেন, হাদীসের মর্ম অনুধাবনে তাঁর মত বিজ্ঞ ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি। ইমাম দারা কুতনী (র) বলেছেন : আবদুল গনীর ন্যায় উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান যুবক আমি মিসরে অন্য কাউকে দেখিনি। সে যেন অগ্নিশিখা। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে আবদুল গনী (র)-এর সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হাফিয আবদুল গনী 'হাকিমের খেয়াল-খুশি' বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রশাসক হাকিম ওই গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হবার পর অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং সন্তুষ্ট হলেন। নিজের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার জন্যে আবদুল গনী (র)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি নিজে জনসমাবেশে ওই গ্রন্থ পাঠ করতেন এবং হাকিম আবদুল গনীর মর্যাদা ও সম্মানের স্বীকৃতি দিতেন, দূষণীয় বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে সত্য ও সঠিক বিষয় অবলম্বনে সচেষ্ট হতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদের উভয়ের প্রতি রহমত নাযিল করুন। হাফিয আবদুল গনী (র) ৩০২ হিজরী সনের ২৮ যুলকাদাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৪০৯ হিজরী সনের সফর মাসে তাঁর ওফাত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি দয়া করুন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমীরুল মুমিনীন

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন আমীরুল মুমিনীন 'কাদির বিল্লাহ্'-এর পুত্র মুহাম্মাদ। তাঁর উপনাম ছিল আবুল ফযল। তিনি যুবরাজ ও পরবর্তী খলীফারূপে ঘোষিত হয়েছিলেন। তাঁর নামে মুদ্রায় মোহরাঙ্কিত করা হয়। মিম্বরে মিম্বরে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হতে থাকে। তাঁর উপাধি ছিল 'গালিব বিল্লাহ'। কিন্তু তিনি খলীফা হবার মত আয়ু পাননি। বরং তদীয় পিতা খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ্-এর জীবদ্দশায় ৪০৯ হিজরী সনে ২৭ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ

তিনি হলেন আবুল ফাতহ আল-বাযযার তারতূসী। তিনি ইব্নুল বসরী নামে পরিচিত ছিলেন। হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন বহু উস্তাদ ও মাশায়েখ হতে। আল্লামা সুওয়ারী তাঁর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন বায়তুল মুকাদ্দাসে বসে।

ইবনুল বসরী তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলেন। তিনি একজন আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন।

হিজরী চারশ দশ (৪১০) সাল

এ হিজরীতে ইয়ামীনুদ্দৌলাহ্ মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের চিঠি এসে পৌঁছে রাজধানীতে। পূর্ববর্তী বৎসর ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর যুদ্ধ ও বিজয় বিষয়ে বিবরণ ছিল ওই চিঠিতে। তাতে উল্লেখ ছিল যে, এক পর্যায়ে তিনি একটি রাজ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে ছিল এক হাজার পাকা দালান ঘর। এক হাজার মন্দির ও পূজা মণ্ডপ। ওই শহরে নির্মিত ছিল বহু মূর্তি ও দেব-দেবী। মূর্তিগুলোর সজ্জায় ও অলংকরণে স্থাপিত স্বর্ণের মূল্য ছিল প্রায় একলক্ষ দীনার। রৌপ্য নির্মিত মূর্তির সংখ্যা ছিল হাজারের অধিক। ওদের ছিল একটি প্রধান দেবমূর্তি। অজ্ঞতাবশত তারা প্রচার করে থাকে যে, এই মূর্তি নির্মিত হয়েছে তিন লক্ষ বৎসর পূর্বে। মাহমূদ সাবুক্তগীন আরো লিখেছেন যে, আমরা ওই সব স্বর্ণ-রৌপ্য ছিনিয়ে নিয়েছি। এগুলোর পরিমাণ ও সংখ্যা গণনাতীত। এই জিহাদ-অভিযানে মুসলিম মুজাহিদগণ প্রচুর গনীমতের মাল লাভ করে। তারা পাইকারিভাবে শহরে শহরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ভস্মীভূত করে দেয় শহর-নগর। স্মৃতিচিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। নিহত হিন্দুর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। প্রায় দশ হাজার হিন্দু এ যাত্রায় ইসলাম গ্রহণ করে। এক-পঞ্চমাংশ যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তেপ্পান্ন হাজার। দখলীকৃত হাতি ছিল ৩৫৬টি। ধন-সম্পদ অর্জিত হয়েছিল দুই কোটি দিরহাম মূল্যের। স্বর্ণের পরিমাণ প্রচুর। এ হিজরী সনের রবিউছ-ছানি মাসে আবুল ফাওয়ারিছকে যুবরাজ ও পরবর্তী খলীফা ঘোষণা দেয়া হয়। তাঁর উপাধি দেয়া হয় কিওয়ামুদ্দৌলাহ্। তাঁকে রাজকীয় বিশেষ পোশাকে সজ্জিত করা হয়। শাহী উপহারে ভূষিত করা হয় এবং কিরমান প্রদেশের গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এ হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪১০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আসীফার

এ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন আসীফার। তিনি শাসক হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের দেহরক্ষী ছিলেন।

আহমদ ইব্ন মূসা ইব্ন মারদুবিয়াহ

এ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন আহমদ ইব্ন মূসা ইব্ন মারদুবিয়াহ ইব্ন ফাওরাক। তিনি হাফিয আবূ বকর ইস্ফাহানীরূপে পরিচিত ছিলেন। ৪১০ হিজরী সনের রমযান মাসে তাঁর ওফাত হয়।

হিবাতুল্লাহ ইব্ন সালামাহ

তিনি হলেন আবুল কাসিম আল-দারীর কারী ও মুফাসসির-ই-কুরআন। তাফসীরশাস্ত্রে তিনি সে যুগের সর্বাধিক জ্ঞানী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আল-মানসূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নিয়মিত তাফসীরুল কুরআন মাহফিল ও তাফসীর শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। ইবনুল জাওযী (র) আপন সনদে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন : আমাদের একজন শায়খ ও বুযর্গ উস্তাদ ছিলেন। আমরা তাঁর মজলিসে কিরআত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতাম। ওই শায়খের জনৈক শিষ্য মারা যায়। তিনি তাঁর শিষ্যকে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন? সে বলল : মহান আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। শায়খ বললেন : মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছে? সে বলল : তারা আমাকে যখন তুলে বসাল, আর নির্ধারিত প্রশ্ন করলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার মনে এভাব সৃষ্টি করে দিলেন, ইলহাম করেছিলেন যে, আমি যেন বলি : আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর উসীলায় তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তাই বললাম। তাদের একে অন্যকে বলল : সে দুই মহান ব্যক্তির দোহাই দিয়েছে। সুতরাং তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তারা আমাকে ছেড়ে চলে যায়।

হিজরী চারশ এগার (৪১১) সাল

এই হিজরী সনে মিসরের হাকিম ও গভর্নর নিখোঁজ হয়ে যান। শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখ মঙ্গলবার রাতে মিসরের গভর্নর হাকিম ইবন মুঈয ফাতেমী নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে। তার অন্তর্ধানে মুমিন-মুসলিম জনগণ আনন্দিত হয়। কারণ সে ছিল একজন জুলুমবাজ, একরোখা ও সাক্ষাত শয়তান। তার সীমাহীন কুকর্ম ও ন্যাক্কারজনক আচরণের কিছুটা আমরা উল্লেখ করব। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। হাকিম ইব্ন মুঈয তার কথায় ও কাজে আদেশ ও নির্দেশে সব সময় উলট-পালট করতো। তার কাজকর্ম ছিল পরস্পর বিরোধী। সে একজন জালিম ও অত্যাচারী শাসক ছিল। ফিরআওনের ন্যায় সে নিজেকে উপাস্য দাবী করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। প্রজা সাধারণকে সে নির্দেশ দিয়েছিল যে, ইমাম ও খতীবগণ যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে তার নাম উচ্চারণ করবে, তখন তার নামের সম্মানার্থে সকলে আবশ্যই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। দেশের সর্বত্র সে এই নির্দেশ কার্যকর করে। এমনকি হারামায়ন শরীফায়ন তথা মক্কা ও মদীনাতে সে এই নির্দেশ কার্যকর করে। বিশেষত মিসরবাসীদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তার নাম উচ্চারণের সময় দাঁড়ানোর পর সবাই যেন তার সম্মানে সিজদাবনত হয়। এমনকি হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে যারা অবস্থান করবে, তার নাম উচ্চারণের সময় তাদেরও সিজদাবনত হওয়া জরুরী। ফলে দেখা গেল যে, কেউ কেউ জুমুআর নামায পড়ছেনা, জুমুআর দিনে মহান আল্লাহ্কে সিজদা করছে না, কিন্তু শাসনকর্তাকে সিজদা করছে। এক পর্যায়ে সে ইয়াহূদী ও

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে দাখিল হবার নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে আবার ওদেরকে নিজ নিজ ধর্মমতে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়। একবার সে তাদের সকল উপাসনালয় ধ্বংস করে দিয়েছিল। পরে সেগুলো পুনঃনির্মাণ করে দেয়। সে ওদের গীর্জাগুলো ভেঙ্গে ফেলে আবার সেগুলো তৈরি করে দেয়। সে মাদরাসা নির্মাণ করেছিল। সেখানে পীর-মাশায়েখ ও ফকীহবৃন্দের সমাবেশ ঘটিয়েছিল। এরপর তাদেরকে হত্যা করে এবং মাদরাসাগুলো গুঁড়িয়ে দেয়। জনসাধারণকে দিনের বেলা হাট-বাজার, দোকান-পাট বন্ধ রেখে রাতের বেলা খোলা রাখতে বাধ্য করে। দীর্ঘদিন যাবত জনগণ এসব নির্দেশ পালন করে যায়। একদিন দুপুরবেলা সে জনৈক কাঠমিস্ত্রীর পাশ দিয়ে গমন করে। সে তখন কাঠের কাজ করছিল। হাকিম সেখানে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে : আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? সে বলল : রাজন! মানুষ যখন দিনের বেলা আরাম-আয়েশ করে, তখন রাতের বেলা জেগে থাকে, আর যখন রাতের বেলা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস উপভোগ করে, তখন দিনের বেলা জেগে থাকে। আমরা তো রাতের বেলা পানাহার ও আরাম-আয়েশ করেছি, তাই এখন সজাগ রয়েছি। আর এই কাজ হচ্ছে আমার সজাগ থাকার অংশ। মিস্ত্রীর কথায় তার হাসি পায়। সে হেসে উঠে এবং তাকে ছেড়ে দেয়। অতঃপর এই নিয়ম প্রত্যাহার করে চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী দিনে হাট-বাজার খোলা রাখা ও রাতে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। এই সব হলো তার ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ড; প্রজাদের আনুগত্য পরীক্ষা। উদ্দেশ্য ছিল পর্যায়ক্রমে তাদেরকে আরো জঘন্য পরিবেশে নিয়ে যাওয়া। সে নিজেই প্রহরী ও গোয়েন্দাগিরি করতো। গাধায় চড়ে হাটে-বাজারে ঘুরে রেড়াত। গাধা ব্যতীত অন্য বাহনে সে আরোহণ করত না। কাউকে জনজীবনে প্রতারণা ও ঠকাতে দেখলে তার সাথে থাকা মাসউদ নামের ক্রীতদাসটিকে তার সাথে ঘৃণ্যতম ও অশালীন কাজ করার নির্দেশ দিত। বস্তুত এটি ছিল একটি বর্বর অভিশপ্ত ব্যবস্থা। তার পূর্বে কেউ এ জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সে মহিলাদেরকে ঘর-বাড়ি হতে বের না হবার নির্দেশ দিয়েছিল। সকল আঙুর লতা ও বাগান ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিল যাতে মানুষ মদ তৈরির সুযোগ না পায়। নেশাকর সবজি রান্না নিষিদ্ধ করে আরো কতক কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যার অন্যতম হলো মহিলাদের প্রকাশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ করা এবং মদ পানে বাধা দান। জনসাধারণ কিন্তু তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। তার নিজের এবং তার পূর্বসুরীদের নিন্দা ও দুর্নাম করে তারা বিভিন্ন চিরকূট ও প্রতিবেদন লিখত। এগুলো তারা করত গল্পচ্ছলে। সে যতই এগুলো পাঠ করত ততই তাদের প্রতি ক্ষেপে যেত। এক পর্যায়ে তারা একটি মহিলার প্রতিকৃতি তৈরি করে কাগজ দিয়ে। তার পরণে ছিল চাদর ও মোজা, তার হাতে একটি চিরকূট। তাতে হাকিমের প্রতি গালি, অভিশাপ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ ছিল। হাকিম ওই প্রতিকৃতি দেখে সেটিকে প্রকৃত মহিলা মনে করেছিল। সে তার নিকট গমন করে। তার হাত থেকে চিরকূটটি নিয়ে পাঠ করে, বিবৃত বিষয়গুলো দেখে সে ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়। ওই মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেয়। আর যখন সে বুঝাতে পারে যে, এটি কাগজের তৈরি প্রতিকৃতি, তখন তার ক্রোধ

আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। কায়রো পৌঁছে সে সুদানী হাবশীদেরকে নির্দেশ দেয় মিসর চলে যাবার জন্যে এবং মিসরকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে। সেখানকার ধন-রত্ন, সহায়-সম্পদ, অর্থ-কড়ি ও মহিলাদেরকে লুট করে নিয়ে আসার জন্যে। সুদানী হাবশীগণ গেল এবং তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে লাগল। মিসরীয়গণ ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল। তিনদিন চলল একটানা এই যুদ্ধ-বিগ্রহ। মিসরের মহল্লায় মহল্লায়, অলিতে গলিতে বাড়িতে বাড়িতে আগুন জ্বলতে থাকল। পাপিষ্ঠ হাকিম প্রতিদিন পথে বের হত। দূরে দাঁড়িয়ে ওই ধ্বংসযজ্ঞ দেখত। কাঁদত এবং বলত হায়! এই বান্দাদের এমন দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্যে কে নির্দেশ দিল? এরপর জনগণ মসজিদে সমবেত হল। তারা কুরআন মজীদ ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত হল; আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করল। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল। এতে তুর্কী ও পূর্বাঞ্চলীয় সৈনিকগণ তাদের প্রতি সদয় হল। তাদের দলে যোগ দিল এবং তাদের ঘর-দুয়ার ও মহিলাদের ইযযত রক্ষার্থে তাদের সমর্থনে যুদ্ধে লিপ্ত হল। প্রচণ্ডভাবে চলতে লাগল যুদ্ধ। এরপর অভিশপ্ত হাকিম এগিয়ে এল। উভয়পক্ষে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করল। তার সৈন্যদেরকে থামিয়ে রাখল। তার সৈন্যদের এই অপকর্মের সাথে নিজের সম্পৃক্ততা ছিলনা বলে প্রকাশ করল। সে বলল যে, তার আগোচরে সৈন্যরা এসব করেছে। অথচ গোপনে সে ওদেরকে অস্ত্রের যোগান দিয়েছে এবং যুদ্ধে প্ররোচিত করেছে। ইতিমধ্যে মিসরের এক-তৃতীয়াংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অর্ধেক অংশ লুট-তরাজ সম্পন্ন হয়েছে। বহু নারী ও বালিকা বন্দী হয়েছে। ওদের সাথে অশালীন ও বিশ্রী আচরণ করা হয়েছে। হারামীপনা ও লাঞ্ছনা হতে বাঁচার জন্যে তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছে। আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ পুরুষগণ বন্দী হওয়া নিজ নিজ মহিলা আত্মীয় ও স্ত্রীগণকে ওদের নিকট হতে ক্রয় করে নিয়েছে। ইবনুল জাওযী বলেছেন : এরপর হাকিমের জুলুম অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে সে খোদায়ী দাবী করার ধৃষ্টতা দেখায়। অতঃপর কতক অজ্ঞ লোক তাকে দেখলে বলতে থাকে : ওহে, এক ও একক জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা। মহান আল্লাহ্ ওদের সকলকে লাঞ্ছিত করুন।

অভিশপ্ত হাকিমের মৃত্যু : তার কুকীর্তি বিস্তৃত হয়। সকল প্রজাই তার কুকর্মের শিকার হয়। তার বোনও রেহাই পায়নি। সে তার বোনকে অশ্লীলকর্মের অপবাদ প্রদান করে। কঠিন ও কঠোর আচরণ করে তার সাথে। ফলে তার বোন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার প্রতি এবং তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে প্রধান উযীরের সাথে পরামর্শ করে। তার নাম ছিল ইব্‌ন দুওয়াস। হাকিমকে খুন করার ব্যাপারে উযীর ও তার বোন একমত হয়। এজন্যে উযীর তার দুটো ক্রীতদাসকে প্রস্তুত করে। তারা দুজন ছিল হাবশী, নওজোয়ান, সাহসী, বুদ্ধিমান যুবক। সে তাদের বলল যে, অমুক রাতে তোমরা আল-মাকতাম পর্বতে লুকিয়ে থাকবে। ওই রাতে হাকিম নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্যে সেখানে যাবে। তার সাথে শুধু একটি শিশু ও একজন সহিস থাকবে। তোমরা সেখানে হাকিমকে, শিশুটিকে এবং ওই সহিসকে হত্যা করবে। ঘটনা তাই হলো। ওই রাত এলো। হাকিম তার মাকে বলল, আজ রাতে আমার জন্যে কঠিন বিপদ

রয়েছে। এটি কাটিয়ে উঠতে পারলে আমি প্রায় ৮০ বৎসর আয়ু পাব। তবু আপনি আমার ধন-রত্ন আপনার যিম্মায় নিয়ে রাখুন। কারণ আমি আপনার ব্যাপারে আমার বোনটিকে বেশি ভয় পাই। আমার ক্ষতিসাধনেও আমি তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। সে তার ধন-রত্ন ও স্বর্ণ-রৌপ্য তার মায়ের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। একাধিক সিন্দুকে রাখা প্রায় তিন লক্ষ দীনার নগদে ছিল তার নিকট; হীরা, মোতিসহ অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী তো ছিলই। তার মা তাকে বলল, বাবাজী, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তবে তুমি আমাকে দয়া কর, এ রাতে তুমি কোথাও যেওনা। তার মাতা তাকে খুবই স্নেহ করত। সে বলল : না মা, আমি যাবই। তার নিয়ম ছিল যে, প্রতি রাতে সে প্রাসাদের চারদিকে চক্কর দিত। ওই রাতেও সে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করে। তারপর প্রাসাদে ফিরে আসে। প্রায় তিনের দুই অংশ রাত সে ঘুমিয়ে কাটায়। অতঃপর সজাগ হয়। সে বলে : আজ রাতে আমি যদি ওই পর্বতে না যাই, আমার প্রাণ ফেটে যাবে। সে দ্রুত এগিয়ে গেল। একটি ঘোড়ায় চড়ে বসলো, সাথে একজন শিশু এবং একজন সহিস নিল। সে আল-মাকতাম পর্বতে উঠলো। ওঁৎ পেতে থাকা দুই হাবশী ক্রীতদাস তার গতিরোধ করলো। নামিয়ে ফেলল তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে। তার দুহাত ও দুপা কেটে ফেললো। পেট চিরে ফেলল। অতঃপর ওই লাশ নিয়ে তারা তাদের মনিব মন্ত্রী ইব্ন দুওয়াসের নিকট আসে। সে লাশ পাঠিয়ে দেয় তার বোনের নিকট। আপন গৃহের বৈঠবখানায় তার লাশ দাফন করে সে উযীর-নাযীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং উযীর ইব্ন দুওয়াসকে নিয়ে পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। এই সভায় যোগদানের জন্যে ইব্ন দুওয়াসকে সে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়। হাকিমের অনুপস্থিতিতে কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্যে তারা হাকিমের পুত্র আবুল হাসান আলীকে মনোনীত করে এবং তার হাতে বায়'আত করে, তাকে 'যাহির লি ইযায-লি-দীনিল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করে। আবুল হাসান আলী তখন অবস্থান করছিল দামেশকে। হাকিমের বোন তাকে ডেকে নিয়ে আসে। সে লোকদেরকে বলতে থাকে যে, আমার ভাই হাকিম বলে গিয়েছে যে, সাতদিন সে তোমাদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকবে। এরপর ফিরে আসবে। জনগণ এই কথায় শান্ত হল। সে আশ্বারোহী সহিসদেরকে পাহাড়ে পাঠায়। তারা পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় উঠে। ভাব দেখায় হাকিমকে খোঁজাখুঁজি করছে। পরে তারা ফিরে আসে এবং বলে যে, আমরা তাকে অমুক জায়গায় রেখে এসেছি। পর্যায়ক্রমে জনগণের মধ্যে শান্তি ফিরে আসে। তারা শান্ত হয়। ইতিমধ্যে তার ভাতিজা হাকিম পুত্র আবুল হাসান আলী দামেশক হতে ফিরে আসে। তার সাথে করে নিয়ে আসে দশ লক্ষ দীনার ও ২০ লক্ষ দিরহাম। তার আগমনের সাথে সাথে তার ফুফু তার প্রপিতামহ মুঈযের রাজ মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দেয়। মহামূল্যবান রাজ-পোশাকে সজ্জিত করে দেয় তাকে। অতঃপর তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। আমীর-ওমরাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তার হাতে বায়'আত করে। সে রাজকোষের ধন-সম্পদ জনগণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়। মন্ত্রী ইব্ন দুওয়াসকে সে মহামূল্যবান উপহারে ভূষিত করে। তিনদিন পর্যন্ত তার ভাই হাকিমের জন্যে শোক পালন করে। এরপর সে একটি সেনা ইউনিট প্রেরণ করে ইব্ন

দুওয়াসের নিকট। তাদেরকে বলে দেয় যে, তারা ইব্ন দুওয়াসের পাহারায় থাকবে, তার সেবা-শুশ্রূষা করবে, একাগ্রচিত্তে তার নির্দেশ পালন করবে। এরপর একদিন তারা তাকে বলবে যে, আপনি তো আমাদের প্রভু হাকিমকে খুন করেছেন, একথা বলে তারা তার উপর তরবারির আক্রমণ চালাবে। তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বস্তুত তারা তাই করেছে। এভাবে তার ভাইয়ের গোপনে খুন হবার সংবাদ যারই জানা ছিল, সে তাকেই হত্যা করেছে। এতে জনগণের মধ্যে তার ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি পায়। তার ভয় ছড়িয়ে পড়ে জনগণের মধ্যে। তার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং রাজত্ব দৃঢ় হয়। নিহত হবার দিনে হাকিমের বয়স ছিল ৩৭ বৎসর। তা থেকে ২৫ বৎসর কেটেছে তার রাজ্য পরিচালনায়।

হিজরী চারশ বার (৪১২) সাল

এই হিজরী সনে কাযী আবূ জাফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ সামনানী বাগদাদে মহাহিসাব নিরিক্ষক ও মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পদে নিয়োজিত হন। এই হিজরী সনে একদল আলিম ও মুসলমান মহারাজা ইয়ামীনুদ্দৌলাহ মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনকে সম্বোধন করে বলে : আপনি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বাদশাহ্। প্রতি বৎসর আপনি কাফিরদের বহু শহর নগর জয় করছেন। এই যে এটা হজ্জের পথ। কয়েক বৎসর যাবত এই পথ বন্ধ রয়েছে। অন্যান্য কাজের চেয়ে এই পথ উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করা আপনার জন্যে অধিকতর কর্তব্য। অতঃপর মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন সাক্ষাত করলেন প্রধান বিচারপতি আবূ মুহাম্মদ নাসিহীর সাথে। এই বৎসর আমীর-ই হজ্জরূপে হজ্জে গমনে নেতৃত্বদানের নির্দেশ দিলেন তাঁকে। পথরোধকারী আরব বেদুঈনদেরকে দেয়ার জন্যে ত্রিশ হাজার দীনার হস্তান্তর করলেন তাঁর নিকট। এটি নিয়মিত দান-সদকার অতিরিক্ত। আমীর-ই হজ্জ আবূ মুহাম্মদ নাসিহীর সাথে জনগণ হজ্জে যাত্রা করল। কায়দ নামক স্থানে পৌছলে আরব বেদুঈনগণ তাদের গতিরোধ করে। পাঁচ হাজার দীনার হস্তান্তর করলে তারা পথ ছেড়ে দিবে এই প্রস্তাব পাঠালেন আবূ মুহাম্মদ তাদের নিকট। কিন্তু তারা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের দলপতি জুমায ইব্ন উদা গোঁড়ামী করল। হাজীদের মালপত্র ছিনিয়ে নিতে সে বদ্ধপরিকর ছিল। সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটি চক্কর দিয়েছিল। সত্যে অবিচল আমীর-ই হজ্জ। জুমায গেল বেদুঈন জনগণের নিকট। সে তাদেরকে মুসলিম নিধনে প্ররোচিত করে। আল্লাহর ফায়সালা। ইব্ন আফফান নামে এক সমরকন্দী বালক হামলা করে ডাকাত সর্দার জুমায ইব্ন উদার উপর। সে জুমাযকে লক্ষ করে তীর ছোঁড়ে। ওই তীর বক্ষভেদ করে তার হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছে। সে মরে মাটিতে পড়ে যায় এবং বেদুঈনগণ পালিয়ে যায়। লোকজন সদর রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং ওই পথে তারা হজ্জে গমন করে এবং পরে সুস্থ ও নিরাপদে দেশে ফিরে আসে, আলহামদু লিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

৪১২ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আবূ সা'দ মালীনী

তিনি হলেন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাফস আবূ সা'দ মালীনী। মালীন হল হিরাতের একটি গ্রাম। আবূ সা'দ মালীনী একজন হাফিয-ই-হাদীস ছিলেন। তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্যে দেশে-বিদেশে অনেক সফর করেন। তিনি বহু গ্রস্থ রচনা করেছেন। তিনি আস্থাভাজন, সত্যবাদী ও নেককার লোক ছিলেন। ৪১২ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে মিসরে তাঁর ইনতিকাল হয়।

আল-হাসান ইব্ন হাসান

তিনি হলেন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন রামীন। তিনি বিচারক ছিলেন। তার উপনাম আবূ মুহাম্মদ আল-ইসতিরাবাযী। তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং সেখানে ইসমাঈলী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের বড় ইমাম ছিলেন। একজন সম্মানিত ও সৎকর্মশীল মানুষরূপে তাঁর পরিচিত ছিল।

হাসান ইব্ন মানসূর ইবন গালিব

৪১২ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন হাসান ইব্ন মানসূর ইব্ন গালিব। তিনি মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উপাধি ছিল যা-সা'দাতায়ন। ৩৫৩ হিজরী সনে সীরাফ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। অবশেষে তিনি নিহত হন এবং তাঁর বাবাকে ৮০ হাজার দীনার জারিমানা প্রদান করা হয়।

হাসান ইব্ন আমের

তিনি হলেন হাসান ইব্ন আমের আবূ আবদুল্লাহ আল-গাযাল। তিনি নাজ্জাদ, খুলদী, ইব্ন সাম্মাক ও অন্যান্যদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। খাতীব বলেছেন : আমি তাঁর নিকট হতে হাদীস লিখে নিয়েছি। তিনি একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, নেককার মানুষ ছিলেন। তিনি যিকর করার সময় খুব কাঁদতেন।

মুহাম্মদ ইব্ন উমার

তাঁর উপনাম আবূ বকর আম্বারী। তিনি একজন কবি ছিলেন। মেধাবী, সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলো উঁচুমানের। যেমন :

اِنِّیْ نَظَرْتُ اِلَى الزَّمَا – نِ وَاَهْلِه نَظْرًا كَفَانِیْ .
فَعَرَفْتُه وَعَرَفْتُهُمْ – وَعَرَفْتُ عِزِّیْ مِنْ هَوَانِیْ .
فَلِذَالِكَ اَطْرَحُ الصَّدِ – يْقَ فَلاَ اَرَاهُ وَلاَ يَرَانِیْ .
وَزَهِدْتُ فِيْمَا فِیْ يَدَيْ – هِ وَدُوْنَه نَيْلُ الاَمَانِیَ .

فَتَعَجَّبُواْ لِمُغَالِبٍ - وَهَبَ الأَفَاضِى لِلأَدَانِىْ .

وَانْسَلُ مِنْ بَيْنِ الزِّحَا - مِ فَمَالَه فِى الغَلْبِ ثَانِى -

"আমি তাকালাম যুগের দিকে এবং যুগ অধিবাসীদের দিকে। আর ওই তাকানোই আমার জন্যে যথেষ্ট হলো।

"আমি যুগকে চিনে ফেললাম। যুগের অধিবাসীদেরকেও চিনে ফেললাম। আর উপলব্ধি করে নিলাম যে, কিসে আমার সম্মান আর কিসে আমার অপমান।

"এজন্যে আমি বন্ধুকে তাড়িয়ে দিই, সরিয়ে দিই। আমিও তাকে দেখতে পাইনা, সেও আমাকে দেখতে পায় না।

"তার হাতে থাকা ধন-সম্পদের প্রতি আমি বিমুখ হয়েছি। অথচ সেখানেই লক্ষ্য অর্জন ছিল।

"এই বিজয়ী লোকের কান্ড দেখে তারা অবাক হলো। যেমন অবাক হয় নিকটবর্তীকে দূরবর্তী ব্যক্তির দানের কারণে।

"ভিড়-ভাট্টা ও জনসমাগম হতে আমি চুপিসারে ও নীরবে ঘরে আসি। সুতরাং তার বিজয় লাভে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না।"

ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন : মুহাম্মদ ইব্ন উমার একজন বিশিষ্ট সূফী ব্যক্তি ছিলেন। এরপর তিনি সূফী মানসিকতা পরিত্যাগ করেন এবং কতক কাসীদার মধ্যমে সূফী সমাজের সমালোচনা ও গালমন্দ করেন। 'তালবীস-ই-ইবলীস' গ্রন্থে আমি তাঁর ওই কাসীদাগুলো উল্লেখ করেছি। এই হিজরী সনের ১২ই জুমাদাল ঊলা বৃহস্পতিবার তাঁর ওফাত হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ

১৪১২ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন রাওক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ। তাঁর উপনাম আবুল হাসান বায্যার। তিনি পরিচিত ছিলেন ইব্ন রাযকাবিয়্যাহ নামে। খাতীব বলেছেন : তিনি আমার প্রথম শায়খ। ৪০৩ হিজরী সনে আমি তাঁর নিকট হতে হাদীস লিখে নিই। তিনি একথা বলতেন যে, তিনি কুরআনের পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং ফিক্হর পাঠ গ্রহণ করেছেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী হয়ে, তিনি বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল মুহাদ্দিস ছিলেন। সত্যবাদিতা, বেশি বেশি হাদীস শোনা ও লেখালেখি করা ছিল তার মজ্জাগত ব্যাপার। তিনি সুষ্ঠু আকীদা পোষণকারী, ভাল মাযহাবের অনুসারী, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতকারী, বিদআতীদের প্রতি কঠোর এবং হাদীস গ্রহণে ঝুঁকে পড়া ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলতেন যে, আমি দুনিয়াকে ভালবাসি শুধু আল্লাহ্র যিকর করার জন্যে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করবার জন্যে এবং আপনাদের নিকট হাদীস পাঠ করার জন্যে। একবার এক প্রশাসক উলামায়ে কিরামকে স্বর্ণ উপহার দিয়েছিল। সকল আলিম ওই উপহার গ্রহণ করেন কিন্তু আলোচ্য মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ তার কিছুই গ্রহণ

করেননি। ৪১২ হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসের ১৬ তারিখ সোমবার তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বৎসর। প্রখ্যাত ওলী মারুফ আল-কারখী-এর কবরের কাছাকাছি তাকে দাফন করা হয়।

আবূ আবদুর রহমান সুলামী

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা আবূ আবদুর রহমান সুলামী নিশাপুরী। হযরত আসাম্ম এবং অন্যান্যদের নিকট হতে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন বাগদাদী মুহাদ্দিসগণ। যেমন আল-আম্বারী, আল-আশআরী প্রমুখ। ইমাম বায়হাকী এবং অন্যরাও তাঁর নিকট হতে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেছেন : সূফীশাস্ত্র সম্পর্কিত হাদীসগুলোর প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সূফীদের জন্যে তিনি একটি তাফসীরের কিতাব রচনা করেন তাদের নীতিমালা ও তরীকার প্রেক্ষাপটে। তিনি হাদীস গ্রন্থ সংকলন এবং একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি বহু পীর-মাশায়েখের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন এবং বইটিকে বিভিন্ন শিরোনামে, পরিচ্ছেদে ও অধ্যায়ের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করেন। নিশাপুরে তাঁর একটি সুপরিচিত বৈঠকখানা ছিল। তাঁর মাযার ওখানেই অবস্থিত। এরপর ইবনুল জাওযী আলোচ্য আবদুর রহমান সুলামীর হাদীস বর্ণনা দুর্বল হওয়ার প্রসঙ্গে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তিনি খাতীবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ বলেছেন : আবূ আবদুর রহমান সুলামী আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন না এবং তিনি আসাম্ম হতে খুব বেশি হাদীস শুনেননি। অতঃপর হাকিমের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সূত্রে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। সূফী সমাজের সমর্থনে তিনি বহু অসত্য হাদীস রচনা করেছেন। ইব্নুল জাওযী বলেছেন যে, ৪১২ হিজরী সনের ৩রা শাবান আবূ আবদুর রহমান সুলামী মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ আলী হাসান ইব্ন আলী দাক্কাক নিশাপুরী

৪১২ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন আবূ আলী দাক্কাক নিশাপুরী। তিনি জনগণকে ওয়ায-নসীহত করতেন; হাল-হকীকত ও মারেফাত সম্পর্কে দীক্ষা দিতেন। তাঁর বাণীগুলোর একটি এই : "দুনিয়াবী স্বার্থে কেউ কারো প্রতি বিনয় প্রকাশ করলে তার দীনের তিন-ভাগের দুই অংশ নষ্ট হয়ে যায়। কারণ সে বিনয় প্রকাশ করে তার জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযোগে। এক্ষেত্রে সে যদি আন্তরিকভাবে ওই ব্যক্তির তাযীম-শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ করে, তবে তার পূর্ণ দীন-ই নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার বাণী : فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।" (সূরা বাকারা : ১৫২)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : তোমরা আমাকে স্মরণ কর তোমাদের জীবিতাবস্থায়, আর আমি তোমাদের স্মরণ করব তোমাদের মরণের পরে, তোমরা যখন মাটির নিচে থাকবে। যখন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সাথী-সঙ্গিগণ তোমাদের একা ফেলে চলে যাবে। তিনি

এও বলেছেন : সবচেয়ে বড় বিপদ হলো "তুমি নিজের স্বার্থ কামনা করে থাক, কিন্তু অন্যের স্বার্থ শোধ করতে চাও না। তুমি কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা পেতে চাও, কিন্তু নিজে অন্যকে দূরে রেখে দাও। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ "সে তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল : আফসোস ইউসুফের জন্যে।" (সূরা ইউসুফ : ৮৪) এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নের পঙক্তি উচ্চারণ করলেন :

جَنَنَّا بِلَيْلَى وَهِيَ جَنَّتْ بِغَيْرِنَا - وَأُخْرَى بِنَا مَجْنُوْنَةٌ لاَ نُرِيْدُهَا .

"আমরা পাগল হলাম লায়লার জন্যে। লায়লা পাগল অন্যের জন্যে। অন্য মহিলা আমাদের জন্যে পাগল হল, আমরা কিন্তু তাকে চাই না, কামনা করি না।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ "কষ্টসাধ্য কর্মে জান্নাত পরিবেষ্টিত"-এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : এই সৃষ্ট বস্তুকে পেতে হলে যদি কঠোর শ্রমের প্রয়োজন হয়, তবে যিনি অনাদি-অনন্ত-চিরঞ্জীব, তাঁকে পেতে হলে কী করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : جُبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا "যে ইহসান ও সদাচরণ করবে, তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে, এই চরিত্রসহকারে অন্তরগুলোকে সৃজন করা হয়েছে।" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : ওহ্, আশ্চর্য ব্যাপার! সে ব্যক্তি দেখতে পায় যে, একমাত্র আল্লাহ্ই ইহসান ও সদাচরণকারী, সে তখন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, ঝুঁকে না পড়ে কেমন করে থাকতে পারে? আমি বলি : এই হাদীস প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি বেশ ভাল, কিন্তু এই হাদীসটি পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ নয়।

কবি সারী দাল্লালী

৪১২ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন, আবুল হাসান আলী ইবন উবায়দুল ওয়াহিদ। তিনি বাগদাদের খ্যাতিমান ফকীহ ও ফিক্হশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি একজন রসিক ও কৌতুকপ্রিয় কবি ছিলেন। তিনি সারী আল-দাল্লাল নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর একটি ছোট কবিতা রয়েছে। এটি দ্বারা তিনি ইব্ন দারীদের ছোট কবিতার সাথে পাল্লা দিয়েছেন। ওই কবিতায় তিনি বলেছেন :

وَأَلْفُ حَمْلٍ مِنْ مَتَاعٍ تَسْتُرُ - أَنْفَعُ لِلْمِسْكِيْنِ مِنْ لَقْطِ النَّوى

مَنْ طَبَخَ الدِّيْكَ وَلاَ يَذْبَحُه - طَارَ مِنَ الْقِدْرِ اِلَى حَيْثُ يَنْتَهِيْ -

مَنْ دَخَلَتْ فِيْ عَيْنِه مِسَلَّةٌ - فَسَلْه مِنْ سَاعَتِه كَيْفُ الْعَمى .

وَالذَّقْنُ شعر فِى الْوُجُوْه طَالِعُ - كَذلِكَ الْعُقْصَةُ مِنْ خَلْفِ الْقَضى .

"খুঁজে পাওয়া বিচি চুষে খাওয়ার চেয়ে পর্দায় ঢাকা খাদ্যদ্রব্যের হাজার গাঁইট দরিদ্র জনগণের জন্যে অধিক উপকারী।

"যে জবাই না করে মোরগ পাতিলে ভরে দেয় রান্না করার জন্যে, সে মোরগ তো পাতিল ছেড়ে উড়ে যাবে যদ্দুর যেতে পারে।

"যার চোখে কুটো প্রবেশ করে, তখনি সতর্কতার সাথে তা বের করে নেয়া তাকে অন্ধত্ব হতে রক্ষা করে।

"মুখমণ্ডলে লোমের উৎসস্থল চোয়াল। তদ্রূপ পেছনের দিকে চুলের গোছার উৎসস্থল ঘাড়।"

কবিতা শেষ করেছেন তিনি ইব্ন দারীদের প্রতি শ্লেষ বাক্য ও তিরস্কার মাখা বাক্য দিয়ে। তিনি বলেছেন :

مَنْ فَاتَهُ الْعِلْمُ وَاَخْطَاهُ الْغِنى - فَذَاكَ وَالْكَلْبُ عَلى حَدّ سَوى ·

"যে ব্যক্তি জ্ঞান হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং ধন-ঐশ্বর্যের নাগালও পায়নি, সে এবং কুকুর সমপর্যায়ভুক্ত।"

৪১২ হিজরী সনে তিনি মিসরে আগমন করেন। সেখানে তিনি ক্ষমতাসীন খলীফা যাহির-লি-ইযায দীনিল্লাহ্ ইব্ন হাকিমের পক্ষে প্রশংসাগীতি রচনা করেন। ঘটনাক্রমে একই বৎসর রজব মাসে মিসরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী চারশ তের (৪১৩) সাল

এই হিজরী সনে এক অবাক কাণ্ড ঘটে। এক গণদুর্যোগ সংঘটিত হয়। মিসরীয় এক লোক মিসরীয় হজ্জ কাফেলার সাথে হজ্জে যাত্রা করে। সে ছিল শাসক হাকিমের কর্মচারি। সে-ই এই দুর্যোগ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। হারাম শরীফ হতে মিনায় যাবার প্রথমদিনে সে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করে। হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেয়ার জন্য ওখানে এসেই সে তার সাথে থাকা লাঠি দিয়ে পবিত্র পাথরে আঘাত করে একে একে তিনবার এবং বলতে থাকে : আর কতদিন আমরা এই পাথরের পূজা করব? আমি এখন যা করব, তা হতে মুহাম্মদ (সা)-ও আমাকে বাধা দিবেন না, আলী (রা)-ও বাধা দিবেন না। আজ আমি এই ঘরটাই ধ্বংস করে ছাড়ব। উত্তেজনায় সে কাঁপছিল। তার রুদ্রমূর্তি দেখে উপস্থিত লোকজন দূরে সরে যায়। সে ছিল দীর্ঘাঙ্গী, লম্বা-চওড়া হৃষ্টপুষ্ট ও সুঠামদেহী। লাল বর্ণ ও খায়েরী চুলের অধিকারী। অশ্বারোহী একদল নিরাপত্তা রক্ষী প্রস্তুত ছিল তার উদ্দেশ্য পূরণে বাধা দেয়ার জন্যে। ইতিমধ্যে একজন ইয়ামানী ব্যক্তি এগিয়ে গেল তার দিকে। তার সাথে ছিল খঞ্জর ছোরা। ওই খঞ্জরে আঘাত করে সে ওই পাপিষ্ঠ মিসরীয়কে। অবিলম্বে লোকজন এগিয়ে আসে। বহু লোক জমা হয়ে যায়। তারা ওই পাপিষ্ঠ মিসরীয়কে হত্যা করে এবং কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তার সাথীদের খুঁজে বের করা হয় এবং তাদের অনেককে হত্যা করা হয়। মক্কাবাসিগণ মিসরীয় হাজীদের উপর লুটতরাজ চালায়। লুটতরাজের ঝড় মিসরীয়দেরকে অতিক্রম করে অন্যদের উপরও চলে। এক বিরাট বিপর্যয় ও বিশৃংখলা ঘটে যায় তখন। ওই অভিশপ্তদের খুঁজে বের করার পর পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে।

ওই হতভাগার লাঠির আঘাতে পবিত্র কালো পাথরের নখের ন্যায় তিনটি আস্তর খসে পড়ে। ফলে তার নিচে খাকী রঙ প্রকাশ পায়। সেটি অমসৃণ হয়ে পড়ে। বনূ শায়বা গোত্রের লোকেরা মিশক ও আটা মিশ্রিত করে ওই আস্তরগুলো যথাস্থানে স্থাপন করে দেয়। তাতে সদ্য প্রকাশিত ক্ষতস্থানগুলো ঢেকে যায়। মূল পাথরের সাথে ওই আস্তর মিশে যায় এবং সেটি বর্তমান রূপ গ্রহণ করে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এখনও তা চোখে পড়বে। এই হিজরী সনে হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়। মন্ত্রী মুআয়্যিদুল মুলক আবূ আলী আল-হাসান এই হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তিনি ওয়াসিতে সম্রাট শরফুল মুলকের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এই হাসপাতালে নিরাপত্তা প্রহরী ও ফী আদায়কারী কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ করেন। ঔষধপত্র ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক-কর্মচারির ব্যবস্থা করেন।

এ হিজরী সনে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মৃত্যু হয় :

লেখক ইব্‌নুল বাওয়াব

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন লেখক ইব্‌নুল বাওয়াব। তিনি হলেন আলী ইব্‌ন হিলাল আবুল হাসান ইব্‌নুল বাওয়াব। বিশেষ লেখ্যরীতির জনক। তিনি প্রখ্যাত ওয়ায়েয আবুল হাসান ইব্‌ন সামঊন-এর সাথী ও সতীর্থ। ইবনুল বাওয়াবের দীনদারী ও আমানতদারী সম্বন্ধে বহু লোক তাঁর প্রশংসা ও সুনাম করেছে। তাঁর উদ্ভাবিত লেখানীতির প্রশংসাকারীর সংখ্যা গণনাতীত। ইরাব ও অবস্থান চিহ্নের ক্ষেত্রে তাঁর লেখ্যরীতি আবূ আলী ইব্‌ন মুকিল্লাহ্-এর লেখ্যরীতি অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট। ইব্‌ন মুকিল্লাহ- এর পর লেখনী ক্ষেত্রে ইবনুল বাওয়াব অপেক্ষা অধিক সফল ও সার্থক অন্য কেউ ছিল না। আজ দেশে দেশে মানুষ তাঁরই লেখন-রীতি অনুসরণ করে। অবশ্য স্বল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমী রয়েছে।

ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন : ৪১৩ হিজরী সনের জমাদিউছ-ছানী মাসের ২ তারিখ শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। হারব ফটকের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জনৈক শোকার্ত ব্যক্তি তাঁর তিরোধানে নিম্নের কবিতার মাধ্যমে তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করে :

فَلِلْقُلُوْبِ الَّتِيْ اَبْهَجْتَهَا حُرَقٌ – وَلِلْعُيُوْنِ الَّتِيْ اَقْرَرْتَهَا سَهَرُ

فَمَا لِعَيْشٍ وَقَدْ وَدَعْتَهُ اَرَجٌ – وَمَا لِلَيْلٍ وَقَدْ فَارَقْتَهُ سَحَرُ

"যে হৃদয়গুলোকে আপনি আলোকিত ও চমৎকৃত করেছিলেন, সেগুলো এখন বিরহের আগুনে জ্বলছে। যে নয়নগুলো আপনার দর্শনে শীতল ও শান্ত হতো, সেগুলো এখন বিনিদ্র রজনী যাপন করছে।

"সেই জীবনের কীইবা মূল্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য যেটিকে ছেড়ে গিয়েছে? সেই রাতের কীইবা সার্থকতা, সাহরীর সময় যেটি ফুরিয়ে গিয়েছে।"

ইব্‌ন খল্লিকান বলেছেন, তাঁকে 'সাত্‌রী'ও বলা হতো। কারণ তাঁর পিতা দরজা পর্দায় ঢেকে রাখার চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন। এই সূত্রে তাঁকে ইবনুল বাওয়াব বা দারোয়ান পুত্রও বলা হতো। লেখ্যরীতির এই যুগান্তরী কৌশল তিনি শিখেছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন

আসাদ ইব্‌ন সাঈদ আল-বায্‌যার হতে। আসাদ এটি লাভ করেছিলেন নাজ্জাদ ও অন্যান্যদের নিকট হতে। আসাদের মৃত্যু হয়েছিল ৪১০ হিজরী সনে। আর ইবনুল বাওয়াবের মৃত্যু হয়েছিল ৪১৩ হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইবনুল বাওয়াবের মৃত্যু হয়েছে ৪২৩ হিজরী সনে। জনৈক কবি এভাবে তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করেছেন :

رَاسْتَشْعَرَتْ الْكُتبَ فَقْدَكَ سَالِفًا - وَقَضَتْ بِصِحَّةِ ذٰلِكَ الاَيَّامُ .

فَلِذٰلِكَ سُوِّدَتِ الدُّوِىُّ كَأٰبَةً - اَسَفًا عَلَيْكَ وَشُقَّتِ الاَقْلاَمُ .

"একদিন আপনি হারিয়ে যাবেন, এটা আগে থেকেই আপনি জানান দিয়েছিলেন লেখক-জগতকে। যুগ পরিক্রমা আপনার সেই পূর্ব ঘোষণাকে সত্যে পরিণত করেছে।

"এজন্যে আপনার বিদায় বেদনায় কালি কালো বর্ণ ধারণ করেছে, আর আপনার বিচ্ছেদ বেদনায় কলম ফেটে গিয়েছে।"

এরপর ইব্‌ন খাল্লিকান সর্বপ্রথম আরবী লেখার সূচনাকারী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কারো কারো মতে প্রথম আরবী লিখন চালু করেন হযরত ইসমাঈল (আ)। কেউ কেউ বলেছেন : কুরায়শ বংশে সর্বপ্রথম আরবী লেখার সূচনা করে হারব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শামস। হীরা অধিবাসী আসলাম ইব্‌ন সিদরাহ হতে সে এটি শিখেছিল। সে আসলামকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, সে এটি কার কাছে শিখেছে? আসলাম উত্তরে বলেছিল যে, আম্বারের অধিবাসী এই রীতির আবিষ্কারক মারামুর ইব্‌ন মিরওয়া হতে শিখেছে। সুতরাং আরব দেশে আরবী লেখার আমদানি হয় আম্বার এলাকা হতে।

হায়ছাম ইব্‌ন আদী বলেছেন যে, হিমইয়ারী জাতিভুক্ত লোকেরা এক ধরনের লেখা লিখতো এবং তারা সেটিকে মুসনাদ নামে আখ্যায়িত করতো। তাতে বর্ণগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে লেখা হতো; পৃথক ও আলাদা করা হত না। সাধারণ জনগণকে তারা ওই লেখা শিখতে বারণ করতো। মানব জাতির লেখ্যরীতিকে প্রধানত ১২ ভাগে ভাগ করা যায়। আরবী, হিমাইয়ারী, ইউনানী, ফারসী, রোমান, হিব্রু, রোম দেশীয়, কিবতী, বার্বারী, হিন্দী, স্পেনিশ, চীনা। এর অধিকাংশ এখন বিলুপ্ত। যা প্রচলিত রয়েছে তার সংখ্যা খুবই কম।

আলী ইব্‌ন ঈসা

তিনি হলেন আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান আবুল হাসান আল-ফারসী ওরফে আস-সাকারী আল-শাইর। তিনি কুরআন মজীদের হাফিয ছিলেন। কিরআত রীতিগুলো তাঁর জানা ছিল। তিনি আবূ রকর বাকিল্লানীর সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় সাহাবা-ই কিরামের প্রশংসা এবং রাফিযীদের সমালোচনা ও দুর্ণাম রয়েছে। ৪১৩ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে তাঁর ওফাত হয়। মারূফ আল-কারখী (র)-এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি অসীয়ত করে গিয়েছিলেন তাঁর কবরের উপর যেন এই কবিতাটি লিখে দেয়া হয় :

نَفْسُ يَا نَفْسِ كَمْ تُمَادِيْنَ فِيْ تَلَفِيْ - وَتَمْشِيْنَ فِي الْفِعَالِ الْمَعِيْبِ

رَاقِبِي اللّٰهَ وَاحْذَرِيْ مَوْقِفَ الْعَرْ- ضِ وَخَافِي يَوْمَ الْحِسَابِ الْعَصِيْبِ ٠

لاَ تَغُرَّنَّكِ السَّلاَمَةُ فِي الْعَيْ - شِ فَاِنَّ السَّلِيْمَ رَهْنَ الْخُطُوْبِ ٠

كُلُّ حَيِّ فَلِلْمَنُوْنِ وَلاَ يَدْ - فَعْ كَاْسَ الْمَنُوْنِ كَيْدُ الأَدِيْبِ ٠

وَاعْلَمِيْ اَنَّ لِلْمَنِيَّةِ وَقْتًا - سَوْفَ يَاْتِيْ عَجْلاَنَ غَيْرَهَيُوْبِ

اِنَّ حُبَّ الصَّدِيْقِ فِيْ مَوْقِفِ الْ- حَشْرِا مَانُ لِلْخَائِفِ الْمَطْلُوْبِ -

"ওহে প্রবৃত্তি, ওহে নফস! কতকাল তুই আমাকে নিয়ে ধ্বংসের পথে চলতে থাকবি? আর কতদিন দোষ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকবি।

"ওহে নফ্স! আল্লাহ্র ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যা, আল্লাহ্র সামনে উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন থাক, আর হিসাব দিবসকে ভয় কর।

"সুস্থতা ও নিরাপত্তা যেন তোকে প্রতারিত না করে, কারণ নিরাপদ ও সুস্থ ব্যক্তি বিপদের জন্য বন্ধক থাকে ।

"সকল জীব মৃত্যুর জন্যে। কুশলীর কৌশল মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারে না।

"জেনে রাখিস, মৃত্যুর জন্যে সময় নির্ধারিত রয়েছে। অবিলম্বে দ্রুত ওই মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে নির্ভয়ে।

"খাঁটি বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা হাশর ময়দানে ভয়ার্ত-শংকিত বনী আদমের জন্যে নিরাপত্তা হবে। তখন নিরাপত্তা লাভই হবে একমাত্র কামনা।"

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ

৪১৩ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর আল-জাফর আল-বায। তিনি আল-আতিকী নামে পরিচিতি। ৩৩১ হিজরী সনে তাঁর জন্ম। তিনি তারতূস নগরীতে বসবাস করেছিলেন দীর্ঘদিন। সেখানে এবং অন্যান্য স্থানে মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস শুনেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন খুব কম।

ইব্ন নু'মান

তিনি ইমামিয়া ও রফিযী সম্প্রদায়ের নেতা; তাদের জন্যে পুস্তক রচয়িতা। অন্যদের বাক্যবান ও তিরস্কার হতে তাদেরকে রক্ষাকারী। আশেপাশের দেশ ও রাজ্যসমূহের রাজা-বাদশাহদের নিকট তাঁর ভাল মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কারণ সে যুগে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে শী'আ মতবাদের প্রতি আকর্ষণ ছিল। তাঁর মজলিসে বহু আলিম ও জ্ঞানীগুণী সমবেত হতো। অন্যান্যের মধ্যে শরীফ রেযা এবং শরীফ মুরতাযা তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শোক প্রকাশ করা হয় :

مَنْ لِعَضْلٍ أُخْرِجَتْ مِنْهُ حُسَامًا - وَمَعَانٍ فُضِضَتْ عَنْهَا خِتَامًا -

مَنْ يُثِيْرُ الْعُقُوْلَ مِنْ بَعْدِمَا - كُنَّ هُمُدًا وَيَفْتَحُ الافْهَامَا

مَنْ يُعَيِّرُ الصَّدِيْقَ رَأْيًا - اذَا مَا سَلَّ فِى الْخُطُوْبِ حُسَامًا -

"তিনি সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি সংকটে-সমস্যায় তরবারি ছিলেন। যিনি অনুদঘাটিত মর্মের তালা ভেঙ্গেছিলেন।

"বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রতিভা নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হয়ে যাবার পর যিনি তা সচল করতেন, গতিশীল করতেন। যিনি বোধশক্তি ও উপলব্ধির দ্বার উম্মোচন করতেন।

"যিনি ভাই-বন্ধুকে বুদ্ধি-পরামর্শ ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন, যখন তারা বিপদাপদে পতিত হয়ে হতভম্ব হয়ে যেত।"

হিজরী চারশ চৌদ্দ (৪১৪) সাল

এই হিজরী সনে সম্রাট শরফুদ্দৌলাহ্ বাগদাদ আগমন করেন। খলীফা একটি বিমানে চড়ে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্যে এগিয়ে যান। আমীর-উমারা, সামরিক ব্যক্তিবর্গ, বিচারক মন্ডলী পণ্ডিত-অমাত্য, মন্ত্রীবর্গ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁর সাথে ছিলেন। সম্রাট শরফুদ্দৌলাহর মুখোমুখি হবার পর তিনি কয়েকবার মাটি চুম্বন করেন। সেনাবাহিনী তাদের সামরিক সঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছিল। জনগণ সারিবদ্ধ ছিল দু'পাশে। এই হিজরী সনে খলীফার নিকট ইয়ামীনুদ্দৌলাহ মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের চিঠি আসে যে, তিনি ভারতীয় শহরগুলোতে বিজয়ীবেশে ঢুকে পড়েছেন। অনেক শহর তিনি জয় করেছেন। বহু বিধর্মীকে হত্যা করেছেন। কতক রাজার সাথে তিনি সমঝোতা চুক্তি ও সন্ধি করেছেন। তারা বহু উচ্চমূল্যের উপহার সামগ্রী তাঁকে দান করেছে। তার মধ্যে বহু হাতি রয়েছে, বুলবুলির মত কতক নাদুস-নুদুস পাখি রয়েছে। খাবার টেবিলে রাখলে তার শরীর থেকে তৈল বের হয়। দুচোখ থেকে অশ্রু বের হয়, পানি প্রবাহ শুরু হয়। আরো রয়েছে এক প্রকারের পাথর তা হতে তৈল বের হয়। ক্ষতস্থানে ওই তৈল লাগিয়ে দিলে ক্ষতস্থান ভাল হয়ে যায় এবং সেখানে নতুন গোশত জন্মে। এই হিজরী সনে ইরাক থেকে লোকজন হজ্জে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হজ্জ শেষে সিরিয়ার পথে দেশে ফিরে আসে।

৪১৪ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

হাসান ইব্ন ফযল ইব্ন সাহলান

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন হাসান ইব্ন ফযল ইব্ন সাহলান। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ। তিনি রামহরমুযী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সম্রাট সুলতানুদ্দৌলাহ্-এর মন্ত্রী ছিলেন। হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর স্মৃতি সৌধের নয়নাভিরাম প্রাচীর তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। এই হিজরী সনের শাবান মাসে তার ইনতিকাল হয়।

হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ

তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ কাশগালী তাবারী। শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ ও আইন বিশেষজ্ঞ। তিনি ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন আবুল কাসিম দারিকীর নিকট। তিনি একজন সমঝদার, মেধাবী, শ্রদ্ধাভাজন, সৎকর্মশীল ও পরহেযগার মানুষ ছিলেন। শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর মৃত্যুর পর তাঁর মসজিদে অর্থাৎ কাতীআ আল-রাবী'তে অবস্থিত আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকের মসজিদে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলেন ওই হাসান ইব্ন মুহাম্মদই। শিক্ষার্থীগণকে তিনি সম্মানের চোখে দেখতেন। জনৈক শিক্ষার্থী একবার তাঁর নিকট নিজের সমস্যার কথা জানায় যে, তার পিতার পাঠানো খরচের টাকা পৌঁছতে বিলম্ব হচ্ছে, এখন তার টাকার দরকার। উস্তাদ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ তাকে হাতে ধরে জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট নিয়ে যান এবং তার জন্যে ৫০ দীনার ঋণ প্রদানের অনুরোধ করেন। ব্যবসায়ী বলল : তা হবে, তবে আগে কিছু খেয়ে নিন। খাবার সাজানো হল। তারা খেয়ে নিলেন। ব্যবসায়ী বললেন, ওহে দাসী! ওই দীনারের বান্ডিল নিয়ে আস। সে বান্ডিল নিয়ে এলো। সেখান থেকে ৫০ দীনার মেপে শায়খের হাতে তুলে দিলেন। শায়খ ও শিষ্য দু'জন ফিরে আসার জন্যে প্রস্তুত হলেন। শায়খ হঠাৎ লক্ষ করলেন যে, তাঁর শিষ্যের মুখমণ্ডল বিকৃত ও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। শায়খ বললেন, হায় তোমার আবার কী হলো? সে বলল : উস্তাদ! আমি তো ওই দাসীর প্রেমে পড়েছি। আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছি। শায়খ তাকে নিয়ে ব্যবসায়ীর নিকট গেলেন। তাকে বললেন : আমরা আরেক বিপদে পড়েছি। সে বলল : কী সেই বিপদ? শায়খ বললেন : আমার শিষ্য এই ফকীহ তো ওই দাসীর প্রেমে পড়েছে, তাকে ভালবেসে ফেলেছে। ব্যবসায়ী তার দাসীকে বেরিয়ে আসতে বলল এবং তাকে ওই শিষ্যের হাতে সোপর্দ করে দিল এবং একথাও বলল যে, ছেলের মনে যেমন দাসীর ভালবাসা জন্মেছে, দাসীর মনেও ছেলেটির প্রতি ভালবাসা জন্মাতে পারে। অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যে বাবার পাঠনো ৬০০ দীনার শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে। সে ওই দীনার হতে ঋণের টাকা ও দাসীর মূল্য ব্যবসায়ীকে পরিশোধ করে। বস্তুত এই সমস্যার সমাধান হয় শায়খ হাসান ইব্ন মুহাম্মদের দূতিয়ালীর মাধ্যমে। ৪১৪ হিজরী মনের রবীউছ-ছানী মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়। হারব ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহদাম

তিনি হলেন আবুল হাসান জাহদামী সূফী মক্কী। 'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি মক্কায় সূফী মতবাদের শায়খ ছিলেন। সেখানেই তাঁর ইনতিকাল হয়। ইব্নুল জাওযী বলেছেন, কেউ কেউ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছে। সালাত আল-রাগাইব বিষয়ের হাদীসটি তিনি তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

কাসিম ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ

তিনি হলেন আবূ উমর হাশিমী বসরী। তিনি বসরার বিচারক ছিলেন। তিনি হাদীস শুনেছেন বহু মুহাদ্দিসের নিকট। তিনি একজন আস্থাভাজন বিশ্বাসী, আমানদার মুহাদ্দিস

ছিলেন। তিনি আলী লুলুবী হতে সুনান-ই আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। ৪১৪ হিজরী সনে ৯০ বৎসরেরও অধিক বয়সে তাঁর ইনতিকাল হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ

এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন হাসান ইব্ন ইয়াহ্য়া ইব্ন আবদুল জব্বার আবুল ফারজ আল-কাযী আশ-শাফিঈ। তিনি ইব্ন সুমায়কাহ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নাজ্জাদ ও অন্যান্যদের নিকট হাদীস শুনেছেন। তিনি আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। এই হিজরী সনের রবীউল আউয়াল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। হারব ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ

তিনি হলেন আবূ জা'ফর নাসাফী। সমসাময়িক যুগে হানাফী মাযহাবের খ্যাতিমান আলিম ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি একটি ব্যতিক্রমী তরীকা-অনুসারী ছিলেন। তিনি একজন দরিদ্র দরবেশ ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। একরাতে অভাবে ক্লিষ্ট দুঃখভরা মন নিয়ে তিনি রাত্রি যাপন করছিলেন। হঠাৎ এক জটিল মাসআলা তাঁর মনে উদয় হয়। তিনি এটির সমাধান খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার সমাধান খুঁজে পান। তিনি দাঁড়িয়ে নাচতে থাকেন এবং বলতে থাকেন : রাজা-বাদশাহগণ কোথায়? তাঁর স্ত্রী বলল : কী হল, এমন করছ কেন? তিনি তাঁর প্রাপ্তির কথা তাকে জানালেন। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী অবাক হয়ে গেল। এই হিজরী সনের শাবান মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়।

হিলাল ইব্ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন হিলাল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইবন সা'দান আবুল ফাত্হ আল-হাফফার। তিনি হাদীস শুনেছেন ইসমাইল সাফফার, নাজ্জাদ ও ইব্ন সাওয়াফের নিকট। তিনি একজন আস্থাভাজন মুহাদ্দিস ছিলেন। ৯২ বৎসর বয়সে এই হিজরী সনের সফর মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

হিজরী চারশ পনের (৪১৫) সাল

এই হিজরী সনে মন্ত্রী এক ফরমান জারী করেন। ওই ফরমানে সামরিক নেতৃবর্গ, শরীফ মুরতাযা, স্থানীয় সরকার প্রশাসন আবুল হাসান যায়লাঈ, প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান ইব্ন আবী শাওয়ারিব এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশ দেয়া হয় রাজধানীতে উপস্থিত হবার জন্যে এবং সম্রাট শরফুদ্দৌলাহর হাতে বায়আত ও অঙ্গীকার নবায়ন করার জন্যে। এ সংবাদ খলীফার নিকট পৌঁছে। তিনি অনুমান করেন যে, এর পেছনে তাঁর বিরুদ্ধে কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে। তিনি বিচারক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে রাজধানীতে আসতে নিষেধ

করেন। ফলে খলীফা কাদির বিল্লাহ এবং সম্রাট শরফুদ্দৌলাহ্-এর মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অতঃপর দু'জনে মিলে দ্বন্দ্ব নিরসন করেন এবং সমঝোতায় পৌঁছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রত্যেকেই অপরজনের জন্যে বায়'আত নবায়ন করেন। এই হিজরী সনে ইরাক থেকে কোন হজ্জ কাফেলা যাত্রা করেনি। খোরাসান থেকেও নয়। ঘটনাক্রমে মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের পক্ষ হতে জনৈক সরকারি কর্মকর্তা হজ্জে গমন করে। মিসরের সম্রাট তার মাধ্যমে মাহমূদের জন্যে উচ্চমূল্যের কিছু রাজকীয় উপহার প্রেরণ করেন। দূত এই পুরস্কার নিয়ে মাহমূদের নিকট উপস্থিত হয় এবং তা হস্তান্তর করে। মাহমূদ সেটি বাগদাদে খলীফা কাদির বিল্লাহ্-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। খলীফার নির্দেশে ওই উপহার আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়।

৪১৫ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উমার ইব্ন হাসান আবুল ফারাজ আল-মা'দেল ওরফে ইব্ন মাসলামাহ্। ৩৩৭ হিজরী সনে তাঁর জন্ম। নিজ পিতা মুহাম্মদ, আহমদ ইব্ন কামিল, নাজ্জাদ, জাহদামী, দা'লাজ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি হাদীস শুনেছেন। তিনি আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। বাগদাদের পূর্বপ্রান্তে বসবাস করতেন। বৎসরের প্রারম্ভে মুহাররম মাসে তিনি একটি বড় শিক্ষা সমাবেশের আয়োজন করতেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান, সচেতন, মর্যাদাশীল ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানী-গুণীর মিলনমেলা ছিল তাঁর বাসস্থান। আবূ বকর রাযীর নিকট তিনি ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি সবসময় রোযা রাখতেন। প্রতিদিন কুরআন মজীদের এক-দশমাংশ করে তিলাওয়াত করতেন। আবার তাহাজ্জুদে ওই অংশ পুনরায় পাঠ করতেন। এই হিজরী সনের যুলকাদাহ মাসে তাঁর ওফাত হয়।

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ

তিনি হলেন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন কাসিম ইবন ইসমাঈল ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবান দাব্বী আবুল হাসান মাহামিলী। মাহামিলী শব্দ সফরকালে মুসাফিরের বোঝা উঠানোর বস্তু মাহামিল-এর সাথে সম্পর্কিত। তিনি আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর নিকট ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ বিষয়ে তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর শায়খ মাঝে মাঝে এই মন্তব্য করতেন যে, আমার ছাত্র আমার চেয়ে অধিক ফিক্হ সংরক্ষণকারী। তাঁর একাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। আল-লুবাব, আল-আওসাত ওয়াল মুকান্না তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উলামা-ই কিরামের মতভেদ বিশিষ্ট মাসআলা নিয়ে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আবূ হামিদ ইসকিরাইনী (র)-এর জীবনী সম্বলিত একটি বড় আকারের গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, ৩৬৮ হিজরী সনে আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মাহমিলীর জন্ম হয় এবং ৪১৫ সনের ২৩ই রাবীউল আখির বুধবারে তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তিনি যুবকই ছিলেন।

‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ

• তিনি হলেন ‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন আবুল কাসিম আল-খাফফাফ ওরফে ইব্ন নাকীব। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমাম ছিলেন। শী‘আ মতবাদী ফকীহ ইব্নুল মু‘আল্লিমের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদাবনত হন এবং তার মৃত্যুতে অভিবাদন পত্র রচনায় বসে পড়েন। তিনি বলেন, ইব্নুল মুআল্লিমের মৃত্যু সচক্ষে দেখার পর যখনই আমার মৃত্যু আসুক, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। দীর্ঘদিন যাবত তিনি ইশার নামাযের উযূ দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেন। খাতীব বলেন, আমি তাঁকে তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ৩০৫ হিজরী সন। তিনি আরো বলেন যে, খলীফা আল-মুকতাদির খলীফা আল-কাহির, খলীফা আল-রিযা, খলীফা আল-মুত্তাকী বিল্লাহ, খলীফা আল-মুসতাকফা, খলীফা আল-মুতী, খলীফা আল তাই‘, খলীফা আল-কাদির, খলীফা আল-গালিব বিল্লাহ এবং সে যাকে যুবরাজ ঘোষণা করেছে এদের সকলের খিলাফতকাল আমার স্মরণ আছে। তিনি ৪১৫ হিজরী সনের শাবান মাসের শেষদিকে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১০ বছর।

‘উমার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমার

তিনি হলেন ‘উমার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার আবূ হাফস আল-দাল্লাল। তিনি বলেছেন যে, আমি আল্লামা শিবলীকে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি :

وَقَدْكَانَ شَيْئٌ سُمِّىَ السُّرُوْرُ - قَدِيْمًا سَمِعْنَا بِهِ مافُعِلَ .

خَلِيْلِيْ! اِنْ دَامَ صَمُّ النُّفُوْ - سِ قَلِيْلاً عَلى مَا نَرَاه قَتْلُ .

يُؤْمَلُ دُنْيَا لِتَبْقى لَه - فَمَاتَ الْمُؤَمِّلُ قَبْلَ الاَمَلِ .

“যুগ যুগ ধরে সুখ নামক একটি বস্তুর কথা আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু সেটি কোথায় গেল?

“ওহে বন্ধু মোর! মনের দুশ্চিন্তা যদি স্বল্পকালও বিদ্যমান থাকে, তুমি তো তাকে হত্যাসম জ্ঞান করে থাক।

“দুনিয়াতে বেঁচে থাকার স্থায়ী হয়ে থাকার আশা করা হয় কিন্তু আশা পূরণ হবার পূর্বে আশা পোষণকারীর মৃত্যু হয়ে যায়।”

মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আবুল হাসান

এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান আবুল হাসান আল-আকসামী আল-আলাভী। হজ্জ মন্ত্রণালয়ে তিনি শরীফ মুরতাযার সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন। বহু বছর তিনি হজ্জ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন। ভাষা সাহিত্যে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তিনি কতক কবিতাও রচনা করেছেন। তিনি যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়নের অধস্তন বংশধর।

হিজরী চারশ ষোল (৪১৬) সাল

এই হিজরী সনে বাগদাদে আইয়ারীন তথা বিশৃংখলাকারীদের দৌরাত্ম্য প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। তারা প্রকাশ্যে ঘরবাড়ি লুট করতে শুরু করে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে তারা মোটেই তোয়াক্কা করে না। এই হিজরী সনের রাবীউল আউয়াল মাসে বাগদাদ, ইরাক ও সংলগ্ন অঞ্চলের সম্রাট শরফুদ্দৌলাহ্ ইব্ন বুওয়াইহ্ দায়লামীর মৃত্যু হয়। ফলে বাগদাদে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান লুট হতে থাকে। অবশেষে জালালুদ্দৌলাহ আবূ তাহিরের ক্ষমতা গ্রহণের পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। মিম্বরে মিম্বরে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তিনি তখন বসরাতে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী শরফুল মুলক আবূ সাঈদ মাকূলাকে রাজকীয় উপহারে ভূষিত করেন এবং নিজে আলামুদ্দীন সা'দুদ্দৌলাহ্ আমীনুল মিল্লাত শরফুল মুলক উপাধি ধারণ করেন। বস্তুত সর্বপ্রথম এত বেশি উপাধিধারী সম্রাট হলেন তিনি। এরপর তিনি খলীফাকে অনুরোধ করেন যেন তাঁর পিতা সুলতানুদ্দৌলাহ্ কর্তৃক ঘোষিত যুবরাজ আবূ কালিজারের পক্ষে বায়'আত করেন। তাঁকে সুলতান বাহাউদ্দৌলাহ্ তাদের জন্যে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। খলীফা আপাতত জবাবদানে বিরত থাকেন। এরপর তিনি তাদের ইচ্ছার প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। এই হিজরী সনের ১৬ শাওয়াল জুমুআ দিবসে সম্রাট আবূ কালীজারের নামে খুতবা পাঠ করা হয়। ইতিমধ্যে বাগদাদে বিশৃংখলাকামী আইয়ারীনদের দৌরাত্ম্য আবার বেড়ে যায়। তারা দিনে-রাতে বাড়িঘর, দোকান-পাট লুট করতে থাকে। জনগণকে মারপিট করতে থাকে। জনগণ সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে কিন্তু আশ্রয় দেয়া হয় না। পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠে। আইন-শৃংখলা বাহিনী বাগদাদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনী কোন কাজে আসছে না। গলি ও ছোট রাস্তার মুখে বাতি জ্বালানো হয়। তাতে কোন ফল হয়নি। শরীফ মুরতাযার প্রাসাদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তিনি অন্যত্র সরে যান। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় প্রচন্ডভাবে। এই হিজরী সনে ইরাক এবং খুরাসান হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪১৬ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

সাবূর ইব্ন ইযদশীর

তিনি একে একে তিনবার সম্রাট বাহাউদ্দৌলাহর মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি সম্রাট শরফুদ্দৌলাহর মন্ত্রী পদেও নিয়োজিত ছিলেন। তিনি একজন ভাল লেখক ছিলেন। তার ধন-সম্পদের প্রতি কোন মোহ ছিল না। তিনি বেশি বেশি ভাল কাজ করতেন এবং মন-মানসিকতায় পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ ছিলেন। মুআয্যিনের আযান শোনার পর কোনকিছুই তাঁকে নামায থেকে বাধা দিতে পারতো না। ৩৮৯ হিজরী সনে তিনি একটি বাড়ি ছেড়ে দেন ইলম ও জ্ঞান চর্চার জন্যে। সেখানে বহু কিতাব ও গ্রন্থ মজুদ করেন। এর পেছনে তিনি অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করেন।

বহু ধন-সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন এটির নামে। ৭০ বৎসর এটি বিদ্যমান ছিল। অতঃপর ৪৫০ হিজরী সনে সম্রাট তুঘ্রিল বেগের আগমনের সময় এটি পুড়িয়ে দেয়া হয়। দুই প্রাচীরের মধ্যখানে ছিল এটির অবস্থান। উযীর সাবূর ইব্ন ইয়্দশীর একজন ভাল মানুষ ছিলেন, সদাচারী ও সদালাপী ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ ও বিরোধিতার আশংকায় তিনি কর্মচারিদেরকে দ্রুত অপসারণ করতেন। ৪১৬ হিজরী সনে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তাঁর ওফাত হয়।

'উছমান নিশাপুরী

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন 'উছমান নিশাপুরী আল-জাদাভী আল-ওয়ায়েয। ইবনুল জাওযী বলেছেন। তিনি ওয়ায ও নসীহত বিষয়ক একটি কিতাব রচনা করেছেন। এটির বিষয়বস্তু খুব নম্র ও কোমল। সেটিতে প্রচুর জাল ও বানোয়াট হাদীস রয়েছে, তবে ব্যক্তি জীবনে তিনি ভাল ও সৎ মানুষ ছিলেন। খলীফা ও সম্রাটগণের নিকট তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। সম্রাট মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন তাঁকে দেখলে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর বাসস্থান ছিল নিরাপত্তার প্রতীক। বিপদগ্রস্ত ও নির্যাতিত জনগণ সেখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতো। একবার তাঁর বাসভূমি নিশাপুরে ব্যাপকহারে মৃত্যু সংঘটিত হতে থাকে। তিনি নিঃস্বার্থভাবে শুধু সাওয়াবের আশায় নিজহাতে মৃত লাশগুলোর গোসল দিয়েছিলেন। প্রায় দশ হাজার মৃত ব্যক্তিকে তিনি গোসল করিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান ইব্ন সালিহান

তিনি হলেন আবূ মানসূর। সম্রাট শরফুদ্দৌলাহ্ এবং বাহাউদ্দৌলাহ্ উভয়ের শাসনামলে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন সত্যবাদী, সফল ও জনদরদী মন্ত্রী ছিলেন। তিনি যথাযথ ও সুন্দরভাবে নামায আদায় করতেন। নামযের ওয়াক্তের প্রতি সতর্ক ছিলেন। কবি-সাহিত্যিক ও আলিম-উলামার প্রতি সদয় ও কল্যাণকামী ছিলেন। ৭৬ বৎসর বয়সে ৪১৬ হিজরী সনে বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মন্ত্রীর মৃত্যু হয়।

সম্রাট শরফুদ্দৌলাহ্

৪১৬ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের অন্যতম হলেন সম্রাট শরফুদ্দৌলাহ্। তিনি হলেন আবূ আলী ইব্ন বাহাউদ্দৌলাহ্ আবূ নসর ইব্ন আযদুদ্দৌলাহ্ ইব্ন বুওয়াইহ। তিনি উত্তপ্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই হিজরী সনের রবীউছ-ছানী মাসে ২২ তারিখ তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন।

কবি তিহামী

তিনি হলেন আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ তিহামী। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর পুত্রের মৃত্যু উপলক্ষে পুত্রের জন্যে তিনি একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। শৈশবে ওই শিশুটির মৃত্যু হয়। শোখ গাঁথার ১ম ছত্র এই :

حُكْمُ لِلْمَنِيَّةِ فِى الْبَرِيَّةِ جَارِىٌّ - مَا هذهِ الدُّنْيَا بِوَارِ قَرَارُ .

"মৃত্যুর বিধান এই জগতে চলমান। এই দুনিয়াতো স্থায়ী বাসস্থান নয়।"

তিনি অন্যত্র বলেছেন :

اِنِّىْ لأَرْحَمُ حَاسِدِىٌّ لِحُرِّمَا - ضَمَّتْ صُدُوْرُهُمْ مِنَ الأَوْغَارِ

"আমি আমার প্রতি হিংসা পোষণকারীকে দয়া করি তার অন্তরে বিদ্যমান হিংসা ও ক্ষোভের কারণে।"

نَظَرُوْا صَنِيْعَ اللّهِ بِىْ فَيُعُوْنُهُمْ - فِىْ جَنَّةٍ وَقُلُوْبُهُمْ فِىْ نَارٍ .

"আমার প্রতি আল্লাহ্‌র কর্মকুশলতার বিষয়টি তারা সচক্ষে দেখে। ফলে তাদের চক্ষু থাকে জান্নাত দর্শনে আর তাদের অন্তর থাকে আগুন ভর্তি জাহান্নামে।"

দুনিয়ার সমালোচনায় তিনি এও বলেছেন :

جُبِلَتْ عَلى كَدْرٍ وَاَنْتَ تَرُوْمُهَا - صَفْواً مِنَ الاَقْذَارِ وَالاَكْدَارِ .

وَمُكَلِّفُ الاَيَّامِ ضِرَّ طَبَاعِهَا - مُتَطَلِّبُ فِى الْمَاءِ جَذْوَةَ نَارٍ .

وَاِذَا رَجَوْتَ الْمُسْتَحِيْلَ فَاِنَّمَا - تَبْنِى الرَّجَاءَ عَلى شَفِيْرٍ هَارٍ .

"এই দুনিয়ার সৃষ্টি তো অন্ধকারের মধ্যে। আর তুমি সেটিকে সংস্কৃতিমনা, ময়লা আবর্জনা হতে মুক্ত ও পবিত্ররূপে কামনা করছ।

"যুগ ও সময়ের বিপরীত বস্তুটি পেতে চেষ্টা করে যে ব্যক্তি, সে তো মূলত পানির মধ্যে জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড তালাশ করে।

"তুমি যদি কোন অসম্ভব বিষয় পাবার আশা করতে থাক, তবে যেন তুমি গৃহ নির্মাণ করতে থাক ধ্বংসোন্মুখ গর্তের কিনারায়।"

তাঁর সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি নিম্নের কবিতা ছত্র আবৃত্তি করেছিলেন :

جَاوَرْتُ اَعْدَائِىْ وَجَاوَرَ رَبَّه - شَتَّانَ بَيْنَ جِوَارِه وَجِوَارِىْ .

"আমি আমার শত্রুর প্রতিবেশী হয়ে আছি। আর সে তার প্রতিপালকের প্রতিবেশিত্বে রয়েছে। তার প্রকিবেশিত্ব আর আমার প্রতিবেশিত্বে বিস্তর ব্যবধান।"

ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যে, কেউ একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিল যে, তিনি খুব সুন্দর হাসি-খুশি ও ভাল আছেন। তাঁর জনৈক শাগরিদ তাঁকে বলল : শায়খ! এই প্রাপ্তি আপনি কীভাবে পেলেন? উত্তরে তিনি বললেন : এই পঙক্তির বদৌলতে।

شَتَّانَ بَيْنَ جِوَارِه وَجِوَارِىْ .

"তার প্রতিবেশিত্ব এবং আমার প্রতিবেশিত্বের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, বিরাট পার্থক্য।"

হিজরী চারশ সতের (৪১৭) সাল

এই হিজরী সনের ২০ই মুহাররম ইসফিহিলারিয়াহ গোষ্ঠী এবং আইয়ারীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক কঠিন ফিতনা ও সংঘর্ষ হয়। তাতে তোপ-কামান ব্যবহৃত হয় যুদ্ধের ন্যায়। আইয়ারীনদের আশ্রয় ও নিরাপত্তাস্থল হিসেবে ব্যবহৃত বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। কারখ নগরীর একটি অংশও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সেখানকার অধিবাসীদের ঘরবাড়ি লুট করা হয়। ওই লুটতরাজের ঝড় কারখ অতিক্রম করে অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন এক ব্যাপক ফিতনা ও বিপর্যয় ঘটে যায়। দ্বিতীয় দিনে বিশৃংখলা কিছুটা স্তিমিত হয়। কারখের অধিবাসীদেরকে এক লক্ষ দীনার জরিমানা করা হয়। কারণ তারাই এই ফিতনা ও বিশৃংখলার সূত্রপাত ঘটায়।

এই হিজরী সনের রবিউছ-ছানী মাসে মুতাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত আবূ আবদুল্লাহ আল-হুসায়ন ইবন আলী আল-সামিরী উপস্থিত হয় প্রধান বিচারপতি ইব্ন আবূ শাওয়ারীবের নিকট। আবূ আবদুল্লাহ হুসায়ন মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী হয়েছেন এই সংবাদ অবগত হবার পর প্রধান বিচারপতি তাকে তাওবা করার অনুরোধ জানান। আর এ সূত্রে তাঁর বিচারপতির সাথে সাক্ষাতের ঘটনা ঘটে। এ হিজরী সনের রমযান মাসে একটি নক্ষত্র ভেঙ্গে পড়ে আকাশ হতে। তাতে বজ্রপাতের মত কানফাটা শব্দ হয়। এই হিজরী সনের শেষের দিকে এমন শৈত্য প্রবাহ শুরু হয়, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। যিলহজ্জ মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দীর্ঘ সময়ের অবিরাম শৈত্য প্রবাহে পানিগুলো জমে বরফ হয়ে যায়। মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়। বৃষ্টি হয় বিলম্বে। দজলা নদীর পানি বেড়ে যায়। ক্ষেত-ফসল নষ্ট হয়। বহু লোক নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে দুর্বলতা বিদ্যমান থাকায় এবং দেশে দেশে ফিতনা-ফাসাদ থাকায় ইরাক ও খোরাসান হতে এই বৎসর কেউ হজ্জে গমন করেনি।

৪১৭ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন :

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন প্রধান বিচারপতি আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব আবুল হাসান কুরায়শী উমাইয়া। ইবনুল আকফানীর পর তিনি বাগদাদে প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন ১২ বৎসরব্যাপী। তিনি একজন সৎ, পরিচ্ছন্ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। শায়খ আবূ উমার আল-যাহিদ ও শায়খ আবদুল বাকী ইব্ন কানি'র নিকট তিনি হাদীস শুনেন এবং তাঁদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। তবে তিনি হাদীস বর্ণনা করেননি। এই ভাষ্য উল্লেখ করেছেন আল্লামা ইবনুল জাওযী। খাতীব (র) তাঁর শায়খ আবুল আলা ওয়াসিতী হতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এই আবুল হাসান হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিবের বংশধরদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি, যিনি বাগদাদের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন।

আবূ শাওয়ারিবের বংশধরদের মধ্যে একে একে ২৪ জন বাগদাদে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। আলোচ্য আবুল হাসান তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। আবুল আলা আরো বলেছেন যে, মান-মর্যাদা, আভিজাত্য এবং পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে আলোচ্য আবুল হাসানের মত আমি আর কাউকে দেখিনি। বিচারপতি আল-মাওয়ারিদী বলেছেন যে, আবুল হাসান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। জনৈক সৎ ও ধনাঢ্য ব্যক্তি আবুল হাসানকে দু'শত দীনার প্রদানের জন্যে অসীয়ত করে যায়। আল-মাওয়ারিদী নিজে ওই দীনার নিয়ে বিচারপতি আবুল হাসানের নিকট গমন করেন তা হস্তান্তরের জন্য। বিচারপতি আবুল হাসান তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। মাওয়ারিদী যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই ওই দান গ্রহণে তাঁকে রাযী করতে পারেননি। আবুল হাসান তখন মাওয়ারিদীকে অনুরোধ করেছিলেন আল্লাহর ওয়াস্তে যেন এ ঘটনা তাঁর জীবদ্দশায় কারো নিকট প্রকাশ না করেন। মাওয়ারিদী তাই করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে তা জানাননি, পরে জানান। বস্তুত বিচারপতি আবুল হাসানের তখন ওই অর্থের প্রয়োজন ছিল। তার কম অর্থেরও তখন তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি ওই দান গ্রহণ করেননি। আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন। ৪১৭ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে তাঁর ওফাত হয়।

জা'ফর ইব্‌ন আবান

তিনি হলেন জা'ফর ইব্‌ন আবান আবূ মুসলিম আল-খাতালী। হাদীস গ্রহণ করেছেন শায়খ ইব্‌ন বাত্‌তা হতে। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ফিক্‌হ শিক্ষা করেন শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনী হতে। তিনি একজন আস্থাভাজন দীনদার মানুষ ছিলেন। এই হিজরী সনের রমযান মাসে তাঁর ওফাত হয়।

উমর ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবদরিয়্যাহ

তিনি হলেন আবূ হাযিম হুযালী নিশাপুরী। তিনি হাদীস শুনেছেন ইব্‌ন মাজীদ ও ইসমাঈলীর নিকট। আরো বহু শায়খের নিকট হতে তিনি হাদীস গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন খাতীব ও অন্যান্যরা। তাঁর বাছাইকৃত হাদীস পাঠ ও তাঁর ওয়ায-নসীহতে জনগণ অনেক উপকার লাভ করে। এই হিজরী সনের ঈদুল ফিতরের দিন তাঁর মৃত্যু হয়।

আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হাফস

তিনি হলেন কারী ও উস্তাদ আবুল হাসান ওরফে হামামী। হাদীস শুনেছেন নাজ্জাদ, খুলদী, ইব্‌ন সাম্মাক ও অন্যান্যদের নিকট। তিনি একজন সত্যবাদী, সম্মানিত, সহীহ্ আকীদাবিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। কিরআতশাস্ত্রের বিভিন্ন সনদ ও সর্বোচ্চ সনদে তিনি কিরআত শিক্ষা করেন। ৮৯ বৎসর বয়সে এই হিজরী সনের শাবান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

সায়েদ ইব্‌ন হাসান

তিনি হলেন সায়েদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ঈসা বাবাঈ আল-বাগদাদী। তিনি 'কিতাব আল-

ফুসূস ফী লুগাত আলাতারীকাতিল কালী ফিল আমালী' গ্রন্থের রচয়িতা। মানসূর ইব্‌ন আমিরের জন্যে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ মানসূর ইব্‌ন আমির তাঁকে পাঁচ হাজার দীনার প্রদান করেন। এরপর তাঁর দুর্নাম করে মানসূরের কান ভারী করা হলো যে, তিনি একজন মিথ্যাবাদী, বিভিন্ন দোষে দোষী ব্যক্তি। এরপর তাঁর পক্ষে জনৈক কবি নিম্নের পঙক্তিটি আবৃত্তি করে :

قَدْ غَاصَ فِى الْمَاءِ كِتَابُ الْفُصُوْصُ – وَهٰكَذَا كُلُّ ثَقِيْلٍ يَغُوْصُ ـ

"আল-ফুসূস গ্রন্থ পানিতে ডুবে গিয়েছে। এমনিভাবে ভারী সবকিছুই ডুবে যায়।"

এই পঙক্তি আলোচ্য সায়েদ ইব্‌ন ঈসার নিকট পৌঁছার পর তিনি নিম্নের পঙক্তি আবৃত্তি করলেন :

عَادَ اِلَى عُنْصُرِهِ اِنَّمَا – يُخْرَجُ مِنْ قَعْرِ الْبَحْوِرِ الْفُصُوْصَ ـ

"বরং এটি তার মূল অবস্থানেই ফিরে গিয়েছে। কারণ মণি-মুক্তা বের করে আনা হয় সাগরের তলদেশ হতে।"

আমি বলি, যেন গ্রন্থটি এই নামে নামকরণ করা হয়েছে, যাতে এরদ্বারা আল-জাওহারীর 'সিহাহ' গ্রন্থের মুকাবিলা করা যায়। কিন্তু ভাষার দক্ষতা, বিশুদ্ধতা এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত ছিলেন। এ জন্যে জনগণ তাঁর কিতাব প্রত্যাখ্যান করে, সেটি প্রসিদ্ধি পায়নি। তিনি একজন চালাক, মেধাবী এবং তাৎক্ষণিক জবাবদানে সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। জনৈক অন্ধ ব্যক্তি রসিকতা করে বলেছিল : হারতাকাল (حرتكل) কি? তিনি একটুখানি ভেবে নিলেন এবং বুঝলেন যে, সে শব্দটি নিজে বানিয়েছে। এরপর তার দিকে মাথা তুলে বললেন : হারতাকাল সেই ব্যক্তি, যে অন্ধ মহিলাদের নিকট গমন করে, তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে না। এই জবাব শুনে অন্ধ ব্যক্তিটি লজ্জিত হয়। উপস্থিত লোকজন হেসে গড়িয়ে পড়ে। ৪১৭ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

কাফ্‌ফাল মারূযী

৪১৭ হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন কাফ্‌ফাল মারূযী। তিনি শাফিঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের অন্যতম। জ্ঞানে-গুণে তাকওয়া-পরহেযগারীতে, মেধায়-মননে এবং রচনায়-সংকলনে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। তরীকা-ই-খোরাসানিয়া নামক সংগঠনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শায়খ আবূ আহমদ আল-জাবীনী, কাযী হুসায়ন, আবূ আলী সাবাখী প্রমুখ অন্যতম। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেছেন : ইমামুল হারামায়ন (র) তাঁর নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। অবশ্য ইব্‌ন খাল্লিকানের এই মন্তব্য পর্যালোচনা সাপেক্ষ। ইমামুল হারামায়ন (র)-এর বয়সের সাথে এই মন্তব্য সামঞ্জস্যশীল নয়। কাফফাল মৃত্যুবরণ করেন ৯০ বৎসর বয়সে ৪১৭ হিজরী সনে। তাঁকে দাফন করা হয় সাজাস্তানে। আর ইমামুল হারামায়ন (র)-এর জন্ম হয় ৪১৯ হিজরী সনে। আল-মারূযী বলেন : পেশায় তালা-চাবির

কারিগর ছিলেন বলে তাঁকে কাফফাল (তালা মিস্ত্রী) নামে ডাকা হতো। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

হিজরী চারশ আঠার (৪১৮) সাল

এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে প্রচণ্ড ঠান্ডা বরফ বৃষ্টি ও শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। তাতে বহু ফল-ফসল, ক্ষেত-খামার নষ্ট হয়। অনেক পশু-প্রাণীর মৃত্যু হয়। ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন, কথিত আছে যে, তখনকার এক-একটি বরফখন্ডের ওযন ছিল অর্ধ সের ও তার চেয়েও বেশি, ওয়াসিত নগরীতে এর আকার ও ওযন আরো বেশি ছিল। এর এক-একটির কয়েক সের পর্যন্ত ওযন ছিল। বাগদাদে এটি শিরস্ত্রাণের মত বড় বড় ছিল। রবিউছ্-ছানী মাসে ইসফিহ্লারিয়াহ্-এর যুবসমাজ খলীফাকে অনুরোধ করলো তাদের ওখান থেকে আবূ কালীজারকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে। কারণ তাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তার তেমন কোন তৎপরতা ছিল না। তদুপরি তার শাসনামলে ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তিই বিরাজ করছিল। তারা ইতিপূর্বে বরখাস্তকৃত শাসক জালালুদ্দৌলাহ্কে প্রশাসক নিয়োগের প্রস্তাব দেয়। খলীফা তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। বরং আবূ কালিজারকে নির্দেশ দেন তার ত্রুটি ও অযোগ্যতা দূর করে সংশোধিত হবার জন্যে এবং দ্রুত বাগদাদে ফিরে আসার জন্যে। জনগণ চাপ সৃষ্টি করছিল জালালুদ্দৌলাহকে প্রশাসক নিযুক্ত করার জন্যে। তারা বাগদাদে তার নামে খুতবা পাঠ করতে থাকে। পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়ে এবং আইন-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ে। এই হিজরী সনে মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের পক্ষ হতে খলীফার নিকট একটি চিঠি আসে। তাতে তিনি জানান যে, তিনি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছেন এবং সোমনাথ নামের সর্ববৃহৎ মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলেছেন। মূর্তি পূজারিগণ দূর-দুরান্ত হতে দলে দলে ওই মন্দিরে আসতো উপাসনার জন্যে যেমন মুসলমানগণ দূর-দুরান্ত হতে দলে দলে মসজিদুল হারাম ও কা'বা শরীফ গমন করে। হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ ওই সোমনাথ মন্দিরের নামে হাজার হাজার টাকা দান করতো। প্রচুর মালপত্র অর্ঘ্য দিত। ওই মন্দিরের নামে দশ হাজার গ্রাম দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে দান করা হয়েছিল। একটি প্রসিদ্ধ শহর বরাদ্দ ছিল সেটির জন্যে। ওই মন্দিরের অর্থ ভান্ডার বহু ধন-সম্পদে ভরপুর ছিল। এক হাজার সেবায়েত সেটির সেবা-যত্ন ও ধোয়ামোছার কাজে নিয়োজিত ছিল। ওই মন্দিরে আগমনকারী তীর্থযাত্রীদের মাথা ন্যাড়া করার কাজে নিয়োজিত ছিল তিনশত পুরুষ লোক। তিনশত লোক ছিল যারা শুধু ওই মন্দিরের প্রবেশ পথ ও আঙ্গিনায় নাচে-গানে নিয়োজিত থাকতো। সেখানে ঢোল-তবলা বাজানো হতো। হাজার হাজার ভক্ত-সন্ন্যাসী তার আশেপাশে অবস্থান করত। দেবোত্তর সম্পদ হতে তাদের ভরণপোষণ চলত। দূর-দুরান্তের হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ অতি আক্ষেপে বলতো : হায়! জীবনে যদি একবার হলেও ওই মন্দিরে যেতে পারতাম। ওই দেবতার দর্শন লাভ করতে পারতাম! কিন্তু পথের দূরত্ব, নানা বিপদাপদ ও প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের সকলের এই আশা পূর্ণ হয় না। অনেকেই বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বস্তুত এই মূর্তির অবস্থান সম্পর্কে মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন অবগত হন। তার ভক্ত অনুসারীর সংখ্যাধিক্য, বিপদ সংকুল দূরত্বে সেটির অধিষ্ঠান এবং সেটির ধ্বংসের অভিযান ভীষণভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ইত্যাদি বিপদগুলোও তিনি অবহিত হন। অতঃপর এই অভিযানে যাবেন কিনা এ বিষয়ে তিনি ইস্তিখারা করেন। এরপর ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়ায় তিনি অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেন। সৈন্যদেরকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেন। ত্রিশ হাজার বাছাইকৃত লড়াকু সৈন্য নিয়ে তিনি যাত্রা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যাত্রাপথ নিরাপদ করে দেন। তাঁরা সোমনাথ মন্দির পর্যন্ত পৌঁছেন। মন্দির চত্বরে অবতরণ করেন। ওই চত্বর ছিল সুবিশাল এক শহরের সমান। তিনি বলেন : খুব দ্রুত আমরা ওই এলাকা কবজা করে নিই এবং ওদের ৫০ হাজার লোককে আমরা হত্যা করি। ওই মূর্তি আমরা উৎপাটন করে ফেলি। তার নিচে আগুন জ্বালিয়ে দেই। একাধিক ঐতিহাসিক একথা উল্লেখ করেছেন যে, সর্ববৃহৎ এই মূর্তিটি অক্ষুণ্ন ও নিরাপদ রাখার জন্যে হিন্দুগণ মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনকে বহু অর্থ-সম্পদ প্রদানের প্রস্তাব করেছিল। কতক মুসলিম সেনাপতি অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করে মূর্তিটি নিরাপদ রাখার জন্যে মাহমূদকে পরামর্শ দিয়েছিল। তিনি বলেন : অপেক্ষা করুন আমি ইস্তিখারা করে নিই। ভোর হল। তিনি বললেন : আমি ভেবে দেখেছি যে, কিয়ামতের দিনে "দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে মূর্তি রক্ষাকারী মাহমূদ কোথায়?" বলা অপেক্ষা "মূর্তি ধ্বংসকারী মাহ্মূদ কোথায়" বলে আমাকে সম্বোধন করাকে আমি বেশি পছন্দ করছি। এরপর তিনি মন্দির ভেঙে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং তা ভেঙে ফেলেন। ওই মূর্তির দেহে এবং ওই মন্দির চত্বরে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-জহরত ও মণি-মুক্তা পান। তারা আপোস প্রস্তাবে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদের কথা উল্লেখ করেছিল, তিনি যা পান তা তার তুলনায় বহু গুণ বেশি। ওই চিঠিতে মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন আরো উল্লেখ করেছেন যে, আমরা এর বিনিময়ে আখিরাতে আল্লাহ্র নিকট প্রচুর সাওয়াবপ্রাপ্তির আশা রাখি, যার তিল পরিমাণের মূল্য সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়াতে থাকা সম্পদের চেয়ে অধিক। এই বিজয়ে মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন পার্থিব সুনামের অধিকারী তো হয়েছেনই, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দয়া করুন এবং তাঁর জন্যে আখিরাতে সম্মানজনক বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন।

এই হিজরী সনের ৩রা রমযান শাসক জালালুদ্দৌলাহ্ বাগদাদে পদার্পণ করেন। খলীফা তাঁর ঘনিষ্ঠজন এবং আমীর-উমারাসহ এক বিশাল বহর নিয়ে বিমানে চড়ে তাঁকে স্বাগত জানান। অভ্যর্থনা জানান। জালালুদ্দৌলাহ্ খলীফার মুখোমুখি হয়ে কয়েকবার মাটি চুম্বন করেন। এরপর রাজ-ভবনে চলে যান। খলীফা তাঁর বাসস্থানে ফিরে আসেন। সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্ তিন ওয়াক্ত নামাযে তাঁর জন্যে নাকাড়া-ঢোল বাজানোর নির্দেশ দেন। যেমনটি ছিল সম্রাট আযদুদ্দৌলাহ্-এর শাসনামলে। অন্যদিকে খলীফার জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে নাকাড়া বাজানো হত। জালালুদ্দৌলাহ্ ব্যতিক্রম করতে চাইলেন। তাঁকে বলা হল যে, এটা খলীফার নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তেই নাকাড়া বাজানোর সিদ্ধান্ত হলো।

'আল্লামা ইব্নুল জাওযী বলেছেন যে, এই হিজরী সনে প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ এবং তুষারপাত হয়। তাতে পানি, সিরকা, জীব-জন্তুর পেশাব এবং বড় বড় কূপের পানি ও দজলা নদীর

তীরবর্তী পানি বরফ হয়ে জমাট বেঁধে যায়। এই হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জ পালনের জন্যে যায়নি।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ

এ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন। তাদের অন্যতম হলেন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুস সামাদ ইব্‌ন মুহতাদী বিল্লাহ্‌। তাঁর উপনাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্‌ শাহিদ। ৩৮৬ হিজরী সনে মানসূর জামে মসজিদে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। ওই এক খুতবার মধ্যে তাঁর সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ রূপ উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁর নিজের মুখ হতে এই খুতবা শুনে মানুষ কেঁদে কেঁদে একাকার হয়ে যেত। আর তাঁর সাহসী ও বলিষ্ঠ কণ্ঠ শুনে সকলে তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হয়ে যেত।

হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন

তিনি হলেন হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন আবুল কাসিম মাগরিবী, মন্ত্রী। ৩৭০ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে মিসরে তাঁর জন্ম হয়। মিসরীয় সম্রাট আল-হাকিম যখন তার পিতাকে এবং চাচা মুহাম্মদকে খুন করে, তখন তিনি মিসর হতে পালিয়ে যান। প্রথমে মক্কায় এবং পরে সিরিয়ায় গমন করেন। বিভিন্ন স্থানে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভাল কবিতা বলতে পারতেন। একবার তিনি এবং জনৈক নেককার ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তিতে মেতে উঠেন। নেককার লোকটি গেয়ে উঠে :

اِذَا شِئْتَ اَنْ تَحْيَا غَنِيًّا فَلاَ تَكُنْ – عَلَى حَالَةٍ اِلاَّ رَضِيْتَ بِدُوْنِهَا ·

"তুমি যদি ধনবান ও অভাবমুক্ত হয়ে জীবন যাপন করতে চাও, তাহলে তুমি এমন অবস্থায় থাকবে না যে, সে অবস্থা ব্যতীত তুমি সন্তুষ্ট হবে না।"

অতএব তিনি উচ্চ পদ ও রাজত্ব পরিহার করে চললেন। এই সূত্রে তাঁর এক সাথী তাঁকে বলল : আপনি তো যৌবনের শুরু থেকেই উচ্চ পদ ও রাজত্ব ছেড়ে চলেছেন। তখন তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন :

كُنْتُ فى سفر الجهل والبطالة – حينا فحان متى القدوم ·

تُبْتُ مِنْ كُلِّ مَأْثَمٍ فَعَسى – يُمْحى بهذا الْحَدِيْث ذَاكَ الْقَدِيْمُ ·

بَعْدَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ تَعَدَتُ – اَلاَ اِنَّ الاِلَهَ الْقَدِيْمَ كَرِيْمُ ·

"আমি জাহিলিয়াত, অজ্ঞতা ও বাতুলতার সফরে চলমান ছিলাম একটা বয়স ও সময় পর্যন্ত। অতঃপর আমার জীবনে এলো অন্য একটি সময়।

"এই সময়ে আমি তাওবা করলাম সকল পাপাচারিতা হতে। আশা করি এই তাওবার মাধ্যমে আমার পূর্বেকার দোষত্রুটি মুছে যাবে।

"৪৫ বৎসর পর আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। সাবধান! অনাদি ইলাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা পরম দানশীল ও উদার।"

৪১৮ হিজরী সনে রমযান মাসে ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। হযরত আলী (রা)-এর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন ইবরাহীম

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন ইব্রাহীম আবূ বকর ওয়াররাকি, ওরফে ইব্ন খাফ্ফাফ। তিনি কাতিঈ ও অন্যান্যদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেন। কেউ কেউ তাঁকে মিথ্যা হাদীস ও মিথ্যা সনদ তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। খাতীব ও অন্যান্যরা এই তথ্য দিয়েছেন।

আবুল কাসিম লালকানী

তিনি হলেন হিবাতুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন মানসূর আল-রাযী। মুলত তিনি তাবারিস্তানের অধিবাসী এবং আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর শিষ্য। তিনি হাদীস পড়তেন এবং তা কণ্ঠস্থ করতেন। হাদীসশাস্ত্রের প্রতি খুবই মনোযোগ দেন। এই বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁর গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হবার আগে তিনি ইনতিকাল করেন। সুন্নাত ও তার মর্যাদা বিষয়ে তার একটি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। এই কিতাবে তিনি নেককার পূর্বসুরীদের তরীকা ও হাদীস গ্রহণ-প্রদানের নিয়ম-কানুন উল্লেখ করেছেন। ৪১৮ হিজরী সনের রমযান মাসে দীনূর নগরীতে তাঁর ওফাত হয়। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে। সে বলেছিল : মহান আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বলেন : মহান আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে বলল : কোন প্রেক্ষিতে? তিনি বললেন : এই প্রেক্ষাপটে যে, সুন্নতে নববী (সা)-এর সামান্য অংশকে আমি পুনরুজ্জীবিত করেছি।

আবুল কাসিম ইব্ন আমীরুল মুমিনীন আল-কাদির

তিনি এই হিজরী সনে জুমাদাল আখিরাহ মাসের এক রবিবার রাতে ইনতিকাল করেন। একাধিকবার তাঁর জানাযার নামায পড়া হয়, তাঁর মরদেহের সাথে বহু লোক গমন করে। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পিতা কাদির বিল্লাহ্ প্রচণ্ড দুঃখ পান। কয়েকদিন ঢোল-নাকাড়া বাজানো বন্ধ থাকে তাঁর জন্য শোক প্রকাশার্থে।

ইব্ন তাবতাবা শরীফ

ইনি একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তাঁর খুব ভাল ভাল কবিতা রয়েছে।

আবূ ইসহাক

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন উস্তাদ আবূ ইসহাক ইসফিরাইনী ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইবন মাহরান। তিনি একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। দীনের

একটি মজবূত খুঁটি এবং শাফিঈ মাযহাবের একজন বড় ফকীহ ছিলেন। তিনি মৌলিক বিষয়ের দার্শনিক এবং বহু গ্রন্থের রচিয়তা। তাঁর 'জামিউল হুলিয়া' কয়েক খন্ডে রচিত হয়। উসূল-ই ফিক্‌হ বা আইনের মূলনীতি বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ হল 'আত-তা'লীকাহ্ আন-নাফি'আহ'। তিনি অধিকাংশ হাদীস গ্রহণ করেন আবূ বকর ইসমাঈলী, দালাজ এবং অন্যান্যদের নিকট হতে। তাঁর নিকট হাদীস শুনেছেন আল্লামা বায়হাকী, শায়খ আবূ তাইয়েব তাবারী, হাকিম নিশাপুরী ও অন্যান্যরা। তারা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ৪১৮ হিজরী সনের ১০ই মুহাররম নিশাপুরে তাঁর ওফাত হয়। অতঃপর তাঁকে তার নিজ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।

ইমাম কুদূরী

৪১৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের অন্যতম ইমাম কুদূরী (র) হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তিনি হলেন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন হামদান আবুল হাসান কুদূরী হানাফী। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম 'আল-মুখতাসার'। তিনি একজন খ্যতিমান ও প্রতিভাবান জ্ঞানসমৃদ্ধ আলিম ছিলেন। সত্য উদঘাটনে সফল তার্কিক ও দার্শনিক ছিলেন। হানাফী মাযহাবের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি শাফিঈ পণ্ডিত আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ইমাম কুদূরী শায়খ ইসফিরাইনীর প্রশংসা করে বলতেন যে, তিনি ইমাম শাফিঈ অপেক্ষা অভিজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আল্লামা আবুল হাসান আহমদ কুদূরী ৪১৮ হিজরী সনের ৫ই রজব রোববার ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। ফকীহ আবূ বকর খারিযমী হানাফীর মাযারের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

হিজরী চারশ উনিশ (৪১৯) সাল

এই হিজরী সনে বিদ্রোহী সৈন্যগণ এবং সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্‌র মাঝে সংঘর্ষ হয়, ওরা তাঁর মন্ত্রীর বাড়িঘর লুট করে। দীর্ঘদিন যাবত এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ওই মন্ত্রীকে শহর থেকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য হয়। তার জন্যে বাহন তৈরি করা হয়। দিনের বেলা সে তার বাসস্থান থেকে বের হয়, চলে যাবার জন্য। জনগণ তার দিকে তাকাচ্ছিলও না। তাতে তাদের মধ্যে কোন দুঃখবোধও ছিল না। সে বাহনে উঠতে যাবে, এ মুহূর্তে তার প্রতি তাদের সহানুভূতি জাগে। তারা বেদনা অনুভব করে এবং তার সামনে মাটি চুম্বন করে তাকে পুনরায় বরণ করে নেয়। এভাবে এই বিশৃংখলার অবসান হয়। পূর্ববর্তী বছর তুষারপাতে খেজুর বৃক্ষ ও খেজুর ফলনে বিঘ্ন ঘটে। অনেক খেজুরগাছ মারা যায়। এতে খেজুরের অভাব দেখা দেয়। তিন রিতল খেজুর এক দীনারে বিক্রি হতে থাকে। এই হিজরী বছরেও প্রচুর তুষারপাত হয়। বহু খেজুর বাগান নষ্ট হয়। এই হিজরী সনে পূর্বাঞ্চলীয়

রাজ্যসমূহ এবং মিসর হতে কেউ হজ্জ করতে যায়নি। খোরাসানের একদল লোক মাহরান নগরী হতে সমুদ্র পথে জেদ্দা পৌঁছে এবং তারা হজ্জ সম্পাদন করে।

৪১৯ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

হামযা ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ

তিনি হলেন জ্যোতির্বিদ হামযা ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ আবুল খাত্তাব। সম্রাট বাহাউদ্দৌলাহ এবং জ্যোতির্বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট তিনি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ কারণে বাহাউদ্দৌলাহর নিকট তাঁর ভাল কদর ছিল। এই ঘনিষ্ঠতার প্রেক্ষিতে মন্ত্রীগণ তাঁকে সমীহ করে চলতেন এবং সম্রাটের নিকট পৌঁছতে তাঁর অসীলা ও মাধ্যম গ্রহণ করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রাজ-দরবার হতে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হন। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন তিনি সামুরা রাজ্যের কারখ গ্রামে ছিলেন একাকী, নিঃসঙ্গ, দারিদ্র, অসহায় ও পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত, ক্লিষ্ট। জীবনের শেষলগ্নে তাঁর অর্থ ছিলনা, মর্যাদা ছিলনা এবং জ্ঞান-বুদ্ধিও ছিল না।

মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মাখলাদ

তিনি হলেন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আবুল হাসান। প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। উচ্চ সনদে হাদীস লাভে ধন্য হয়েছেন। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। বাগদাদে বিদ্রোহী ও দস্যুদের আক্রমণের আশংকায় শংকিত ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি চলে যান মিসরে। এক বছর সেখানে বসবাস করেন। আবার বাগদাদ ফিরে আসেন। তাঁর মহল্লার দস্যুগণ তাঁর উপর আক্রমণ করে। তাঁর ধন-সম্পদ লুট করে তাঁকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। পথের ভিখারী বানিয়ে দেয় তাঁকে। তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর কাফনের কাপড় ক্রয়ের মত অর্থকড়িও তাঁর ছিলনা। কোন সম্পদই তিনি রেখে যেতে পারেননি। খলীফা কাদির বিল্লাহ্ তাঁর কাফন ক্রয়ের অর্থ প্রেরণ করেন।

মুবারক আনমাতী

৪১৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন মুবারক আল-আনমাতী। তিনি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় তিন লক্ষ দীনার। তাঁর ইনতিকাল হয় মিসরে। মৃত্যুকালে তিনি এক কন্যা সন্তান রেখে যান। ওই মেয়ে বসবাস করতো বাগদাদে।

আবুল ফাওয়ারিস ইব্ন বাহাউদ্দৌলাহ্

বাহাউদ্দৌলাহ্র পুত্র আবুল ফাওয়ারিস একজন জালিম অত্যাচারী লোক ছিল। নেশা করার পর সে তার কোন বন্ধু কিংবা কোন মন্ত্রীকে কমপক্ষে দু'শো দোররা বেত্রাঘাত করতো। কথিত আছে যে, তার ঘনিষ্ঠজনেরা তাকে বিষপান করায়। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হবার পর তারা তার ভাই কালীজারের পরিচয়ে তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে।

আবূ মুহাম্মদ ইব্ন সাদ

৪১৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের, একজন হলেন আবূ মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ। তিনি

কালীজারের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল মুঈয্‌যুদ্দৌলাহ্, ফালাকুদ্দৌলাহ্ রশীদুল উম্মাহ্, উযীরুল ওয়াযারা ইমাদুল মুলক। এক পর্যায়ে তাকে জালালুদ্দৌলাহর নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং জালালুদ্দৌলাহ তাঁকে বন্দী করেন। এই হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবূ আবদুল্লাহ দার্শনিক

দার্শনিক আবূ আবদুল্লাহ ৪১৯ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। ইবনুল জাওযী তাঁর জীবনীরূপে শুধু এতটুকুই উল্লেখ করেছেন।

কবি ইব্‌ন গালবূন

তিনি হলেন আবদুল মুহাসিন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন গালিব আবূ মুহাম্মদ শামী, সিরিয়াবাসী। তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি। মজার মজার কবিতাসমৃদ্ধ তাঁর একটি কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। জনৈক শীর্ষস্থানীয় নেতার প্রশংসায় তিনি একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন। এরপর তার সাথে একটি লাইন বৃদ্ধি করে অন্য একজনের সামনে তার প্রশংসা স্বরূপ এটি পাঠ করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হলো 'যু নিমাতায়ন' বা দুই নি'মতের মালিক। অতিরিক্ত পঙক্তিটি এই :

وَلَكَ مَنَاقِبُ كُلُّهَا - فَلِمَ اقْتَصَرْتَ عَلَى اثْنَتَيْنِ .

"সকল গৌরব ও সুনাম তো আপনারই জন্যে। তাহলে দুটো নি'মাতের জন্যে আপনি নিজেকে সীমিত করে রেখেছেন কেন?"

এতে ওই ব্যক্তি তাঁকে প্রচুর উপহার ও উপঢৌকন প্রদান করে। এক দুষ্টলোক ওই ব্যক্তিকে জানিয়ে দিল যে, এই কাসীদা আপনার জন্যে নয় এবং আপনার সম্মানে সে এটি রচনা করেনি। উত্তরে লোকটি বলল : অতিরিক্ত এই একটি পঙক্তি একটি কাসীদার সমকক্ষ।

একদা কবি ইব্‌ন গালবূন দৈবাৎক্রমে জনৈক কৃপণ ব্যক্তির মেহমান হয়ে পড়েন। কৃপণের নিকট অবস্থানের বিবরণ দিয়ে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন :

وَاَخٌ مَسَّهُ نُزُوْلِىْ بِقَرْحٍ - مِثْلَ مَا مَسَّنِىْ مِنْهُ جُرْحُ
بِتُّ ضَيْفًا لَه كَمَا حَكَمَ الدَّهْـ - رُ وَفِىْ حُكْمِهِ عَلَى الْحُرِّ قَتْحُ .
فَابْتَدَ اَنِىْ يَقُوْلُ وَهُوَ مِنَ ال - سَّكْرِ بِالْهَمِّ طَافِحٌ لِّسْنَ يَصْحُوْا -
لِمَ تَغَرَّبْتَ؟ قُلْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰ - ـهِ وَالْقَوْلُ مِنْهُ نُصْحٌ وَنُجْحُ .
وَسَافِرُوْا تَغْنَمُوْا فَقَالَ وَقَدْ - قَالَ تَمَامُ الْحَدِيْثِ صُوْمُوْا الصِحُّوْا .

"আমার সেই কৃপণ ভাই। আমার আগমনে সে আঘাত পেয়েছে, আহত হয়েছে। যেমনটি তার আচরণে আমি কষ্ট পেয়েছি—আহত হয়েছি।

"যুগ পরিক্রমায় ঘটনাক্রমে আমি তার মেহমান হয়ে রাত কাটিয়েছি। আর তার বিধান হলো সম্মানী ব্যক্তির জন্যে অসম্মানের দ্বার খুলে দেয়া।

"দুশ্চিন্তা পেরেশানীতে মাতাল প্রায় হয়ে প্রথমে সে আমাকে বলল

"আপনি সফরে বের হলেন কেন? আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের প্রেক্ষাপটে। তাঁর হাদীস ও বাণী তো উপদেশমূলক এবং সাফল্যের পথ-নির্দেশক।

"তিনি তো বলেছেন তোমরা সফর কর, তা হলে মূল্যবান সম্পদের মালিক হবে। উত্তরে কৃপণ ব্যাক্তি বলল : হাদীসের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এরূপ : তোমরা রোযা পালন কর, তাহলে সুস্থ থাকতে পারবে।"

হিজরী চারশ কুড়ি (৪২০) সাল

এই হিজরী সনে পূবাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং সাথে বড় বড় শিলাখন্ড পড়ে। ইবনুল জাওযী বলেছেন : একটি শিলাখন্ড আমি মেপে দেখেছি যে, সেটির ওযন হয়েছে ১৫০ রিতল। এতে করে ভূমিপৃষ্ঠ প্রায় একগজ নিচে নেমে (দেবে) যায়। এই হিজরী সনে মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের চিঠি আসে খলীফার দরবারে যে, তিনি বাতিনিয়া ও রাফিজিয়া সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করা এবং ওদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা বৈধ ঘোষণা করেছেন। ওদের শীর্ষ নেতা রুস্তম ইব্ন আলী দায়লামীর ধন-সম্পদ তিনি লুট করে নিয়ে এসেছেন। এটির মূল্য প্রায় দশ লক্ষ দীনার। ওই কমবখতের অধীনে প্রায় ৫০ জন স্বাধীন নারী ছিল। তারা তার জন্যে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে প্রায় ৩৩টি সন্তান জন্ম দিয়েছে। এভাবে বহু নারী বিয়ে করা তাদের মতে জায়েয ছিল।

এই হিজরী সনের রজব মাসে প্রখর আলোবিশিষ্ট কতক নক্ষত্র বিকট শব্দে ভেঙে পড়ে। এই হিজরী সনের শাবান মাসে আইয়ারীন সম্প্রদায় খুব গোলযোগ সৃষ্টি করে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ওদেরকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। এই হিজরী সনের ১৮ই রজব সোমবার দজলা নদীর পানি শুকিয়ে যায়। সামান্য পানি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। পানির অভাবে যাঁতা ও এ জাতীয় মেশিনগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে। জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। এই দিনে বিচারক, বিচারপতি এবং আলিম-উলামাকে খলীফার দরবারে একত্রিত করা হয়। খলীফা কাদির বিল্লাহ-এর সংকলিত কিতাবখানি তাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়। এটিতে ছিল ওয়ায ও নসীহত। বসরীদের মতবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিদআতপন্থীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব। যারা কুরআনকে আল্লাহ্র সৃষ্টবস্তু বলে, তাদেরকে ফাসিক বলে প্রমাণ করা হয়েছে। বাশার মুরায়সী এবং আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহ্য়া কাতানীর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কের বিবরণ তার মধ্যে ছিল। অতঃপর উপদেশমূলক বক্তব্য, সৎকর্মের আদেশ ও মন্দকর্মে বারণ করার মাধ্যমে কিতাবটি শেষ করা হয়েছে। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ যারা তা শ্রবণ করেছে, তার সাথে তারা একমত, এই বিষয়ে তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়।

যুলকাদাহ মাসের মাঝামাঝি এক সোমবারে ওদের সবাইকে পুনরায় একত্রিত করা হয়। অন্য একটি বড় কিতাব তাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়। ওই কিতাবেও সুন্নাতের বিবরণ,

বিদআতীদের যুক্তি খণ্ডন, বাশার মুরায়সী এবং কাতানীর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কের উল্লেখ ছিল। সৎকর্মের আদেশ, অসৎকর্মে বারণ, সাহাবী (রা)-গণের মর্যাদা, হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমার (রা)-এর সম্মান বিষয়ক বিবরণও তার মধ্যে ছিল। এই কিতাব শুনতে শুনতে রাতের বড় একটি অংশ কেটে যায়। তারা যা শুনেছে, তার সাথে একমত বলে তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে খলীফা সকল শী'আ খতীবদেরকে বরখাস্ত করে তাদের স্থলে সুন্নী খতীবগণকে নিয়োগদান করেন। তাঁর এই শুভ পদক্ষেপে আল্লাহ্র প্রশংসা করছি। রাছা অঞ্চলের একটি মসজিদে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। তারা সুন্নী খতীবকে ইটের আঘাতে আহত করে। তারা তাঁর নাক ফাটিয়ে দেয়, ঘাড় মটকিয়ে দেয়। খলীফা ওই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং শী'আদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের অপকর্মের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। তাদের নির্বোধ লোকেরা এমনটি করেছে বলে তারা দুঃখ প্রকাশ করে। এই হিজরী সনে ইরাক ও খোরাসান হতে কেউ হজ্জে যেতে পারেনি।

৪২০ হিজরী সনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওফাত হয় :

হাসান ইব্ন আবুল কায়ন

তিনি হলেন আবূ আলী যাহিদ হাসান ইব্ন আবুল কায়ন। প্রসিদ্ধ ইবাদতকারী, দুনিয়া বিরাগী এবং কারামতবিশিষ্ট ব্যক্তি। একবার এক উযীর ও মন্ত্রী তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাত চুম্বন করে। এতে কেউ কেউ মন্ত্রীর সমালোচনা করে। উত্তরে মন্ত্রী বলেছিলেন : হায়! আমি কী করে ওই হাত চুম্বন না করে থাকব, যে হাত কোনদিন আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি প্রসারিত করা হয়নি। যে হাত কখনো অন্য কারো প্রতি তুলে ধরা হয়নি। যিনি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নিকট কিছু চাননি।

আলী ইব্ন ঈসা ইব্ন ফারজ ইব্ন সালিহ্

তিনি হলেন আবুল হাসান রিব্ঈ। খ্যাতিমান ব্যাকরণবিদ। তিনি আরবী ভাষা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন প্রথমে আবূ সাঈদ সায়রাফীর নিকট, এরপর আবূ আলী ফারিসীর নিকট। তিনি এক নাগাড়ে ২০ বৎসর আবূ আলী ফারিসীর সাহচর্যে কাটিয়েছেন। আবূ আলী ফারিসী বলতেন যে, তোমরা তাকে একথা বল গিয়ে যে, সে যদি পূর্বদেশ থেকে পশ্চিম দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করে, তবুও তার চেয়ে অধিক ব্যাকরণবিদ কাউকে খুঁজে পাবেনা। একদিনের ঘটনা। তিনি দজলা নদীর তীর ধরে হাঁটছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, এক নৌযানে শরীফ রেযা এবং শরীফ মুরতাযা নৌবিহারে বের হয়েছেন। তাঁদের সাথে রয়েছেন উছমান ইব্ন জিন্নী। তাদের উদ্দেশ্যে আলী ইব্ন ঈসা বললেন : এটা তো ভীষণ অবাক ব্যাপার যে, আপনাদের সাথে উছমান অবস্থান করছে, আর আলী রয়েছে আপনাদের থেকে দূরে। আপনারা নৌকায় চড়ছেন আর আলী ফোরাত নদীর তীরে পায়ে হাঁটছে। তাঁর কথায় রেযা ও মুরতাযা দু'জনে হেসে উঠলেন এবং বললেন : তা করেছি আল্লাহ্র নামে। ৪২০ হিজরী সনের মুহাররম মাসে

তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বৎসর। আল-দিয়ার ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, তাঁর লাশের সাথে মাত্র তিনজন লোক গমন করে। মাত্র তিনজন লোক তাঁর দাফনকার্যে অংশ নেয়।

আসাদুদ্দৌলাহ

৪২০ হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন আসাদুদ্দৌলাহ্ আবূ আলী সালিহ ইব্ন মিরদাস ইব্ন ইদরীস কিলাবী। হালব অঞ্চলে তিনিই প্রথম মিরদাস গোত্রের রাষ্ট্রপতি। জাহির ইব্ন হাকিম উবায়দীর নিযুক্ত শাসনকর্তা হতে তিনি এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৪১৭ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে। অতঃপর মিসর হতে এক বিরাট সেনাবহর আগমন করে। তাদের সাথে আসাদুদ্দৌলাহ-এর যুদ্ধ হয়। অতঃপর ৪১৯ হিজরী সনে আসাদুদ্দৌলাহ নিহত হন এবং তার দৌহিত্র নসর ক্ষমতায় আরোহণ করেন।

হিজরী চারশ একুশ (৪২১) সাল

এই হিজরী সনে মুজাহিদ, গাযী, বড় সম্রাট ভারত বিজয়ী মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের ওফাত হয়। তিনি ইনতিকাল করেন এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে। বস্তুত তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ মহান সম্রাট। আল্লাহ্র পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত। ইয়ামীনুদ্দৌলাহ্ আবুল কাসিম মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন গযনীর সম্রাট। ওই অঞ্চলের রাজ্যগুলোর রাজা। বল প্রয়োগে অধিকাংশ ভারতীয় রাজ্য বিজয়ী। ওদের দেব-দেবী ও মূর্তি-প্রতিমা বিনাশকারী ইতিহাস খ্যাত মহান সুলতান। দু'বছর যাবত তিনি কঠিন রোগে ভুগছিলেন। বিছানায় শুতে পারতেন না। বালিশে মাথা রাখতে পারতেন না। হেলান দিয়ে বসে বসেই তাঁকে সময় কাটাতে হতো। এ অবস্থায় ৪২১ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। তিনি যুবরাজ হিসেবে তদীয় পুত্র মুহাম্মদের নাম ঘোষণা করেন। কিন্তু মুহাম্মদ ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই তার সহোদর মাসউদ ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর পিতার অধীনস্থ এবং তাঁর নিজের অধিকৃত রাজ্যসমূহের উপর তিনি নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসরের শেষ পর্যন্ত ওই অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিমদিককার সকল দেশ ও রাজ্যে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিদিক হতে এবং সকল রাজা-বাদশাহ-এর নিকট হতে দূত মারফত অভিনন্দন ও উপহার পেতে থাকেন। ওফাতপ্রাপ্তদের অধ্যায়ে তাঁর পিতার বিবরণ আসবে। সুলতান মাহমূদ সাবুক্তগীন নিজহাতে যেই সেনা বহর পাঠিয়েছিলেন হিন্দুস্থানের দিকে, সেই সেনাদল হিন্দুস্থানের অধিকাংশ শহর জয় করে নেয়। বিশেষত নারসী নামক বড় শহরটি তারা দখল করে নেয়। পদাতিক ও অশ্ব-বাহিনী মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ মুসলিম যোদ্ধা বীর বিক্রমে ওই শহরে প্রবেশ করে। সারাদিন তারা মণিমুক্তা ও হীরা-জহরতের দোকান-বাজার লুট করে। ওরা

হীরা-জহরত, মণি-মুক্তার কিছুই সরাতে ও রক্ষা করতে পারেনি। এত কিছু ঘটার পরেও শহরটি বড় হবার কারণে শহরের অধিকাংশ নাগরিক তা জানতে পারেনি। বস্তুত শহরটি অনেক বড় ছিল। এটির দৈর্ঘ্য ছিল ভারতীয় মাপে এক মনযিল, প্রস্থও তেমন। মুসলিম সৈন্যগণ এত বেশি মালপত্র, অর্থ-কড়ি ও মণি-মাণিক্য দখল করে নেয়, যা বর্ণনাতীত হিসাবের অধিক। এমনও বলা হয় যে, তখন মুজাহিদগণ ওই গনীমতের মাল বন্টন করে নিয়েছেন বড় বড় ঝুড়িতে মেপে মেপে। এ বছরের পূর্বে কিংবা পরে কোন সময় মুসলিম মুজাহিদগণ এ শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। শুধু এবার প্রবেশ করে। হিন্দুস্থানের অন্যান্য রাজ্য ও প্রদেশের চেয়ে ধন-সম্পদ ও অর্থ-কড়িতে এ শহর অধিক সমৃদ্ধ। এ শহরের অধিবাসিগণ কাফির এবং মূর্তি পূজারী হওয়া সত্ত্বেও শহরটি ছিল সর্বপেক্ষা সম্পদ সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশীল। আল্লাহ তা'আলা পার্থিব সম্পদের প্রতারণা হতে মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন। এই শহর ছিল রাজার বাসস্থান। মুসলিম সৈন্যগণ বহু শিশু ও মহিলাকে ক্রীতদাসরূপে দখল করে নেয়।

এ হিজরী সনে রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের কুকর্ম সম্পাদন করে। তারা বিদআতী কাজ করে আশূরা দিবসে। তারা শোক প্রকাশ স্বরূপ কালো কাপড় ও চট উত্তোলন করে। হাট-বাজার বেচাকেনা বন্ধ করে দেয়। পথে পথে হা-হুতাশ ও কান্নাকাটি, বিলাপ-আহাজারি শুরু করে। আহলুস সুন্নাত অনুসারিগণ ওদের প্রতিরোধের জন্যে বের হন অস্ত্র হাতে। উভয়পক্ষে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। উভয় দলের বহু লোক নিহত হয়। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতেই থাকে। এই হিজরী সনে আমীরুল মুমিনীন খলীফা কাদির বিল্লাহ্ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী খলীফা ও যুবরাজ হিসেবে তদীয় পুত্র আবূ জা'ফর কাইম বিল্লাহ্-এর নাম ঘোষণা করেন। আমীর-উমারা, মন্ত্রী-মিনিস্টার ও বিচারকদের উপস্থিতিতে তিনি এই ঘোষণা প্রদান করেন। এই বিষয়ে তিনি ভাষণ দেন। রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় তার নাম অংকিত করেন।

এই হিজরী সনে রোমান সম্রাট এক লক্ষ সৈন্যসহ কনস্টান্টিনোপল হতে যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়। ক্রমান্বয়ে সে হালব নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানে শাসক ছিলেন শিবলুদ্দৌলাহ্ নাসর ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন মিরদাস। হালব থেকে একদিনের দূরত্বে রোমানগণ শিবির স্থাপন করে। রোম সম্রাটের সিদ্ধান্ত ছিল যে, তারা একসাথে পূর্ণ সিরীয় অঞ্চল দখল করে নিবে এবং ওই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে খ্রিস্টধর্মে ফিরিয়ে নিবে। ওই অঞ্চল খ্রিস্টান অঞ্চলরূপে অধিভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَه - وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَه .

"ক্ষমতাসীন পারস্য সম্রাট যখন ধ্বংস হবে, তখন পরবর্তীতে প্রতাপশালী পারস্য সম্রাট আর সৃষ্টি হবে না। আর ক্ষমতাসীন রোমান সম্রাট যখন ধ্বংস হবে, তখন পরবর্তীতে আর প্রতাপশালী রোমান সম্রাট সৃষ্টি হবে না।" হাদীসে বর্ণিত কায়সার হলো সিরিয়া অঞ্চলসহ অন্যান্য রোমান রাজ্যের রাজা ও সম্রাট। সুতরাং এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, তেমন রোম-সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠা পাবার কোন পথ নেই।

রোম-সম্রাট হালব রাজ্যের একদিনের দূরত্বে শিবির স্থাপন করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে চরম ও কঠিন পিপাসা-রোগ সৃষ্টি করে দেন। ওদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে দেন। সম্রাটের সাথে ছিল ডামেস্টক। সৈন্যদের একদল সম্রাটকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, যাতে তার মৃত্যুর পর দামেশক এককভাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। সম্রাট তা বুঝে ফেলেন এবং অবিলম্বে রোমের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা শুরু করেন। সুযোগ পেয়ে স্থানীয় বেদুঈনগণ তাদের মালপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম লুট করতে থাকে। দিনে-রাতে এই লুটতরাজ চলে। তাদের দখলীকৃত মালমালের মধ্যে ৪০০টি উট ছিল। ওইগুলো ছিল সম্রাটের নিজস্ব সেবার জন্যে। সম্রাটের ব্যক্তিগত মালপত্র ও জামা-কাপড় বোঝাই করা ছিল ওইগুলোতে। ওদের অধিকাংশ সৈন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যায়। চারিদিক থেকে তাদের উপর লুটতরাজ হতে থাকে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার।

এই হিজরী সনে সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্ ওয়াসিত প্রদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। স্বীয় পুত্রকে সেখানে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। মন্ত্রী আবূ আলী মাকূলাকে প্রেরণ করেন বাতাইহ্ অঞ্চলে। মন্ত্রী ওই অঞ্চল জয় করেন। অতঃপর নৌপথে যাত্রা করেন বসরার উদ্দেশ্যে। তখন বসরার শাসনকর্তা ছিল আবূ কালীজার কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর। বসরার অধিবাসিগণ বহিরাগত শাক্তিকে পরাজিত করে। এরপর সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্ নিজে যাত্রা করেন বসরার উদ্দেশ্যে। ৪২১ হিজরী সনের শাবান মাসে তিনি বসরায় প্রবেশ করেন। এই হিজরী সনে গযনীতে এক ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ ঘটে। বহু ক্ষেত-খামার ও ফল-ফসল বিনষ্ট হয়। এই হিজরী সনের রমযান মাসে মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের পুত্র সম্রাট মাসউদ লক্ষ লক্ষ দিরহাম সদকা করেন। তাঁর নিজ শহরের আলিম-উলামা ও ফকীহ্-আইনবিদদেরকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী ও আর্থিক অনুদান প্রদান করেন। তাঁর পিতা মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন সেটা করতেন। সম্রাট মাসউদ ইতিমধ্যে বহু দেশ ও জনপদ জয় করে নেন। তাঁর রাজত্বও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়, তাঁর মর্যাদা উন্নত হয়, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, সেনা সদস্যের সংখ্যাধিক্য ঘটে।

এই হিজরী সনে বহু কুর্দী লোক বাগদাদে প্রবেশ করে। রাতে তারা তুর্কী লোকদের মালপত্র ও ঘোড়া-গাধা চুরি করে নিয়ে যেত। জনগণ তাদের অত্যাচারের ভয়ে সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নেয়। ওরা সকলের সবগুলো ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যায়। এমনকি সুলতানের ঘোড়াটিও রেখে যায়নি। এই হিজরী সনে ঈসা নদীর উপর স্থাপিত বাগদাদ সেতু ভেঙে পড়ে। এই হিজরী সনে বসরার প্রবেশ পথে অবস্থানকারী তুর্কী উদ্বাস্তু এবং হাশিমীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। হাশিমিগণ আত্মরক্ষার্থে কুরআন মজীদ ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, তুর্কীগণ তাদের প্রতি তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করে, উভয়পক্ষে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে যায়। অবশেষে উভয়পক্ষে সমঝোতা হয়। এই হিজরী সনে বিদ্রোহী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। প্রকাশ্যে মানুষের ঘর-বাড়ি লুট করা হতে থাকে। আইয়ারীন সম্প্রদায় এবং কুর্দী চোরদের সংখ্যা বেড়ে যায় দ্রুত। এই হিজরী সনে অনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জে যাওয়া হয়নি। তবে অল্প সংখ্যক ইরাকী হজ্জে

গিয়েছিল। তারা জামাল আল-বাদিয়াহ হতে গ্রাম্য বেদুঈনদের সাথে যাত্রা করেছিল এবং হজ্জ সম্পাদনে সফলকাম হয়েছিল।

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম হলেন আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ আবুল হাসান ওরফে ইব্ন আকরাত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ওয়ায়েয ও কারামতবিশিষ্ট ওলী ছিলেন। তিনি মুলত জাযীরার অধিবাসী। পরে দামেশকে বসবাস করেছেন। রাফাদাহ্ আল-কীলিয়াহতে বসে তিনি জনগণকে ওয়ায শুনাতেন-নসীহত করতেন। সেখানে সাধারণত গল্পকার ও ঔপন্যাসিকগণ বসতো। এই তথ্য দিয়েছেন ইব্ন আসাকির। তিনি এও বলেছেন যে, খ্যাতিমান ওয়ায়েয আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ওয়ায ও নসীহত সম্পর্কে একাধিক কিতাব রচনা করেছেন এবং বহু কিস্সা ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরপর ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, ওয়ায়েয আবুল হাসান আহমদকে আমি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি :

انَا مَا اَضَعُ بِاللَّذَّا - ت شُغْلِيْ بِالذُّنُوْبِ .
انَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ فَا - زَ بِوَصْلٍ من حَبِيْبٍ .
اَصْبَحَ النَّاسُ عَلى رَوْ - حٍ وَّرَيْحَانٍ وَطِيْبٍ .
ثُمَّ اَصْبَحْتُ عَلى نَوْحٍ - وَحُزْنٍ وَنَحِيْبٍ .
فَرِحُوْا حِيْنَ اَهَلُّوا - شَهْرَهُمْ بَعْدَ الْمَغِيْبِ .
وَهِلاَلِيْ مُتَوَارٍ - مِنْ وَرَاءِ حُجُبِ الْغُيُوْبِ .
فَلِهذَا قُلْتُ لِلذَّا - ت غِيْبِي ثم غِيْبِي .
وَجَعَلْتُ الْهَمَّ وَالْحُزْ - نَ مِنَ الدُّنْيَا نَصِيْبِيْ .
يَاحَيَاتِيْ وَمَمَاتِيْ - وَشِفَائِيْ وَطَبِيْبِيْ -
جُدَّ لِنَفْسٍ قَتَلَظَّى - مِنْكَ بِالرَّحْبِ الرَّحِيْبِ .

"আমি স্বাদ ও মজাসহকারে যা করি, পাপের সংশ্লিষ্টতা থাকে তার মধ্যে।

"বস্তুত ঈদ ও আনন্দ সে ব্যক্তির জন্যে, যে ব্যক্তি বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার সফলতায় ধন্য হয়েছে।

"জনগণ তো হাসি-খুশি, আনন্দ-উৎসব ও সৌরভ-সুরভী নিয়ে মেতে রয়েছে।

"আর আমি, আমার ভোর হয়েছে কান্নাকাটি, বিলাপ-রোদন, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত নিয়ে।

"চন্দ্র অদৃশ্য ও অস্ত যাবার পর নতুন মাসের আগমনী বার্তায় উদিত চাঁদ দেখে তারা আনন্দে উদ্বেল হয়েছে।

"আর আমার চাঁদ, সেটি তো লুকায়িত রয়েছে অদৃশ্যের পর্দার অন্তরালে।

"এ জন্যে আমি আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসকে বলেছি : লুকিয়ে থাক, লুকিয়ে থাক।

"আমি দুঃখ-দুর্দশা ও পেরেশানীকে আমার পার্থিব জীবনের ভাগ্য ও প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করেছি।

"হায়রে আমার জীবন! হায়রে আমার মরণ! হায়রে আমার রোগ! হায়রে আমার চিকিৎসা!

"একটু সুদিন নিয়ে আস এমন এক ব্যক্তির নিকট যে জ্বলছে অবিরাম বিশাল অগ্নিকুন্ডে।"

হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ আলখালী

৪২১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ আলখালী। তিনি কবি ছিলেন। একটি গীতিকাব্য রয়েছে তাঁর। তিনি দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। ৪২১ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

ন্যায়পরায়ণ মহান সম্রাট

৪২১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের অন্যতম হলেন সুলতান মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন। তাঁর উপনাম আবুল কাসিম। উপাধি হল ইয়ামীনুদ্দৌলাহ্ আমীনুল বিল্লাহ্, গযনী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিপতি। তাঁর সৈন্য বাহিনী সামানিয়া নামে পরিচিত। তাঁর পিতা সাবুক্তগীন ওই অঞ্চলের সুলতান ছিলেন। ৩৩৭ হিজরী সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। অতঃপর যুবরাজ সুলতান মাহমূদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গযনী এবং অন্যান্য স্থানে প্রজাদের প্রতি তিনি ন্যায়বিচার ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করেন। ইসলামের সাহায্যে তিনি পূর্ণশক্তি নিয়োগ করেন। হিন্দুস্থান ও অন্যত্র তিনি বহু শহর নগর জয় করেন। তাঁর শান-মান উচ্চ হয়। তাঁর রাজত্ব ব্যাপৃত ও বিস্তৃত হয়। প্রজা সাধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও জিহাদের প্রেক্ষপটে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাজত্বকাল বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তাঁর শাসনাধীন এলাকায় খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ্-এর নামে খুতবা পাঠ করা হতো। মিসরের ফাতেমী শাসকগণ তাঁর নিকট অভিনন্দন বার্তা এবং উপহার-উপঢৌকন পাঠাতে থাকে, যাতে তিনি ওদের পক্ষে সম্মতি দেন। কিন্তু তিনি তাদের চিঠিপত্র ও উপঢৌকন পুড়িয়ে ফেলতেন। মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন ভারতের বহু রাজ্য ও অঞ্চল জয় করেন। তাঁর পূর্বে কিংবা পরে কোন শাসক এত অধিক রাজ্য জয় করতে সক্ষম হয়নি। বিজিত অঞ্চল হতে তিনি অসংখ্য এবং অগাধ ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরত দখল করেন। ওদের বহু মূর্তি-প্রতিমা তিনি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। ওগুলোর দেহে পরিধান করা অলংকার-গহনা ছিনিয়ে নেন। ইতিপূর্বে সনওয়ারী আলোচনায় এগুলো আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। অন্যান্য মূর্তির মধ্যে তিনি সোমনাথ মন্দিরটিও ভেঙে ফেলেন। সেটি ভেঙে যে সোনাদানা তিনি সেটি থেকে খুলে নিয়েছিলেন, তার মূল্য ছিল প্রায় ২ কোটি দীনার।

হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ নৃপতি সান্যালকে তিনি পরাজিত করেন। তূর্কী সম্রাট ইলক খানকেও তিনি পরাজিত করেন। তিনি সামানী বংশীয় কর্তৃত্ব ধ্বংস করেন। তারা সমরকন্দ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংস হয়ে যায়। সুলতান মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীন জীহূন নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করেন। ইতিপূর্বেকার শাসকবর্গ এই সেতু নির্মাণে অক্ষম ছিলেন। এতে ব্যয় হয়েছিল ২০ লক্ষ দীনার। তাঁর সেনা বহরে চারশত যুদ্ধ অভিজ্ঞ হাতি ছিল। এটি এক ব্যতিক্রম ও যুগান্তকারী অর্জন। এ জাতীয় বহু সুকীর্তি রয়েছে, যার বর্ণনা অনেক দীর্ঘ। এতদসত্ত্বেও সুলতান মাহমূদ এক দীনদার, ধর্মভীরু ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। পাপাচারিতা ও পাপাচারীকে তিনি চরম ঘৃণা করতেন। কোন প্রকারের অন্যায়-অবিচার তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর রাজত্বে প্রকাশ্যে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া ও মদ্যপান করার সাহস কারো ছিলনা। গান-বাজনা ও গায়ক-বাদককে তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি আলিম-উলামা, মুহাদ্দিস-মুফাস্সির ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের ভালবাসতেন, তাদেরকে সম্মান করতেন, তাদের মজলিসে বসতেন এবং তাদেরকে নিজের কাছে বসাতেন। সৎকর্মশীল, কল্যাণধর্মী মানুষদেরকে তিনি পছন্দ করতেন। তাদের প্রতি সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার করতেন। প্রথমে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে আবূ বকর আল-কাফ্ফাল জুনিয়রের প্রভাবে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হয়ে যান। ইমামুল হারামায়ন ও অন্যান্যরা এই তথ্য দিয়েছেন। আকীদাগত দিক থেকে তিনি কারামতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন হায়যামের সাথে তাঁর উঠাবসা ছিল। আরশের বিষয় নিয়ে তাঁর সামনে একদিন মুহম্মদ ইব্ন হায়সাম ও আবূ বকর ইব্ন ফাওরাকের মধ্যে বাহাস ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। একটি পুস্তকে ইব্ন হায়যাম এটা উল্লেখ করেছেন। ইব্ন হায়যামের যুক্তি সুলতানের পছন্দ হয়। ইব্ন ফাওরাকের কথায় তিনি অসন্তুষ্ট হন। তার বক্তব্যে জাহদামিয়াহ সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য থাকায় তিনি তাকে বহিষ্কার ও দেশত্যাগের নির্দেশ দেন।

সুলতান মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন একজন উচ্চ পর্যায়ের ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। এক লোক সুলতানের ভাগ্নের বিরুদ্ধে সুলতানের নিকট অভিযোগ করে যে, সে প্রায় সময় তাকে এবং তার স্ত্রীকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তার ঘরে এসে জোরপূর্বক তাকে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং তার স্ত্রীর সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়। এখন সে নিরুপায়। বিভিন্ন সংস্থায় সে অভিযোগ করেছে কিন্তু তার ভয়ে কেউ প্রতিকারে এগিয়ে আসেনি, ব্যবস্থা নেয়নি। এই অভিযোগ শুনে সুলতান রেগে উঠেন এবং ওই সন্ত্রাসী এলে তাঁকে অবহিত করতে নির্দেশ দেন এবং সে সুলতানের নিকট নালিশ করেছে এটি গোপন রাখতে বলেন। ওই ব্যক্তি রাতে এলে সে যেন সম্রাটকে অবহিত করে। এদিকে সুলতান প্রহরীদেরকে নির্দেশ দিলেন, এই ব্যক্তি রাতে কিংবা দিনে যখনি আসবে, তাঁর নিকট পৌঁছতে কেউ যেন বাধা না দেয়। খুশি মনে সুলতানের জন্যে দু'আ করতে করতে লোকটি ফিরে যায়। একরাত কিংবা দু'রাত পর ওই যুবক তার গৃহে প্রবেশ করে। তাকে জোর করে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং তার স্ত্রীর সাথে

নির্জনে মিলিত হয়। লোকটি ক্রন্দনরত অবস্থায় সুলতান মাহমূদের দরবারে যায়। প্রহরিগণ বলল যে, সুলতান এখন ঘুমোচ্ছেন। সে বলল : ইতিপূর্বে তো সুলতান বলেছেন যে, দিনে কিংবা রাতে কোন সময়েই যেন তাঁর নিকট যেতে আমাকে বাধা দেয়া না হয়। প্রহরিগণ সুলতানকে সংবাদ দিল। সুলতান একাই বের হলেন। সাথে কেউই ছিল না। লোকটির বাড়ি এলেন। যুবককে দেখলেন। সে ছিল মহিলার সাথে একই বিছানায় শায়িত। তাদের কাছে একটি বাতি জ্বলছে। সুলতান এগিয়ে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। এরপর এগিয়ে গিয়ে যুবকটির মাথা কেটে আলাদা করে ফেললেন। লোকটিকে একটু পানি আনতে বললেন। সে পানি নিয়ে এলে সুলতান পানিটুকু পান করলেন। অতঃপর চলে যেতে তৈরি হলেন। তখন সে বলল : সুলতান! ওকে খুন করার পূর্বে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন কেন? সুলতান বললেন : ধুত্তুরী, ওতো আমার ভাগ্নে। জবাই করার সময় তার চেহারা আমার নজরে পড়ুক তা আমি চাইনি। লোকটি বলল : আপনি দ্রুত পানি চাইলেন তার রহস্য বলবেন কি? সুলতান বললেন : তুমি যেদিন আমাকে বিষয়টি জানিয়েছ, সেদিনই আমি কসম করেছি যে, তোমাকে সাহায্য না করা পর্যন্ত, তোমার অভিযোগের প্রতিকার না করা পর্যন্ত আমি কোন খাবার-পানীয় মুখে দিব না। এই কয়দিন আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিলাম। অবশেষে তা হলো, যা তুমি দেখলে। লোকটি সুলতানের জন্যে আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলো। সুলতান বাড়িতে চলে গেলেন। কাউকে এই ঘটনা জানালেন না।

অন্তিমকালে সুলতান মাহমূদ মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন। সেই সাথে পেটের পীড়া। দু'বছর ভোগেন এ রোগে। তিনি এই সময়ে বিছানায় শয়ন করতে পারতেন না। কোন কিছুতে হেলান দিতে পারতেন না। এত চড়া মেজাজ ছিল তখন, এত কষ্ট পেতেন তখন। কতক লোহার কোদাল ও শাবল রাখা হত। তিনি সেগুলোতে সামান্য পিঠ ঠেকিয়ে বসতেন। এই সময়ে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং নিয়মমাফিক মানুষের অভাব-অভিযোগের ফায়সালা করতেন। এমতাবস্থায় ৪২১ হিজরী সনের ২৩ রবিউছ-ছানী বৃহস্পতিবার তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। তাঁর শাসনকাল ছিল ৩৩ বৎসর। তিনি বহু ধন-সম্পদ রেখে যান। ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে ৭০ রিত্ল ওযনের হীরক ছিল। যার এক-একটির মূল্যও অনেক। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মুহাম্মদ শাসনভার গ্রহণ করেন। এরপর শাসনভার এসে পড়ে তাঁর অপর পুত্র মাসঊদ ইব্ন মাহমূদের হাতে। তিনি তাঁর পিতার অনুকরণে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুলতান মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের জীবন চরিত, বিজয় অভিযান, শাসনকার্য ও তাঁর অবদান ইত্যাদি বিষয়ে গুণীজনেরা বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

হিজরী চারশ বাইশ (৪২২) সাল

এই হিজরী সনে খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ্-এর মৃত্যু হয়। অতঃপর তদীয় পুত্র আল-কাইম বি-আমবিল্লাহ খিলাফতের পদে আসীন হন। এই হিজরী সনে সুন্নীদের মাঝে এবং রাফিযীদের মাঝে এক কঠিন ফিতনা ও সংঘর্ষ হয়। তাতে সুন্নী জনতা বিজয়ী হয়। বহু রাফিযীকে হত্যা করা হয়। তারা কারখ অঞ্চল ও শরীফ মুরতাযার বাড়ি লুট করে। বিক্ষুব্ধ জনতা ইয়াহূদীদের বাড়িঘর লুট করে। তারা রাফিযীদেরকে সহযোগিতা করেছিল বলে অভিযোগ ছিল। অতঃপর এই লুটতরাজ অন্যত্রও সম্প্রসারিত হয়। ফিতনা গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছে, এরপর তা স্তিমিত হয়। এই হিজরী সনে বিশৃংখলাপন্থী ও আইয়ারীন সম্প্রদায় বিভিন্ন স্থানে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। তারা দিনে-রাতে প্রকাশ্যে বহু ঘরবাড়ি লুট করে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আল-কাইম বিল্লাহ্-এর খিলাফত লাভ : তিনি হলেন আবূ জা'ফর আবদুল্লাহ ইব্ন আল-কাদির বিল্লাহ্। তাঁর পিতা হলেন আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন মুকতাদির ইব্ন মুতাযিদ ইব্ন আমীন আবূ আহমদ মুওয়াফ্ফিক ইব্ন মুতাওয়াক্কিল ইব্ন মুতাসিম ইব্ন রশীদ ইব্ন মাহদী ইব্ন মানসূর। এই হিজরী সনে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ১১ই যিলহজ্জ সোমবার রাতে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর পিতার বয়স ছিল ৮৬ বৎসর ১০ মাস ১১ দিন। তাঁর পূর্বে কোন খলীফা এত আয়ু পায়নি, তাঁর পরেও নয়। এই জীবনকালের মধ্য হতে ৪০ বৎসর তিন মাস তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এটিও ব্যতিক্রম। তাঁর পূর্বেও কেউ এত দীর্ঘ সময় খলীফা পদে আসীন থাকেনি। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মুল ওয়ালাদ তথা ক্রীতদাসী। নাম ছিল যুমনা। আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মুকতাদিরের ক্রীতদাসী। খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ্ অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। দীনদার, জ্ঞানী-গুণী ও ভাল লোকদেরকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি সৎকর্মে আদেশ দিতেন এবং অসৎকাজে বারণ করতেন। আকীদা ও বিশ্বাসে তিনি পূর্বসুরীদের অনুগামী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি পুস্তিকা রয়েছে। জনগণের সামনে ওগুলো পাঠ করা হত। তাঁর দেহের রঙ ছিল শ্বেত-শুভ্র। কাঠামো মানানসই। লম্বা দাঁড়ি নিচের দিকে ও পাশেও। দাঁড়িতে কলপ করতেন। তিনি রাতে ইবাদত করতেন। বেশি বেশি দান-সদকা করতেন। সুন্নত ও সুন্নী মতাবলম্বীদেরকে ভালবাসতেন। বিদ'আত ও বিদ'আতীদেরকে ঘৃণা করতেন। রোযা রাখতেন প্রচুর। নিজের ব্যক্তিগত তহবিল হতে ফকীর-মিসকীনদেরকে সাহায্য করতেন। হারামায়ন শরীফায়ন, আল-মানসূর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রূসাফা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকারীদের নিকট নিজ জমির শস্য ও খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করতেন। সাধারণবেশে তিনি তাঁর বাসস্থান হতে বের হতেন। অতঃপর নেককার ও ভাল মানুষদের মাযার যিয়ারত করতেন। ৩৮১ হিজরী সনের আলোচনায় তাঁর ক্ষমতা গ্রহণ শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছি। তাঁর মৃত্যুতে একাধারে সাতদিন

শোক প্রকাশ হেতু প্রশাসন যন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। এই সময়ে তাঁর পুত্র আল-কাইম বিল্লাহ্-এর পক্ষে বায়'আত গ্রহণ সম্পন্ন হয়। আল-কাইম বি-আমরিল্লাহ-এর মাতার নাম কাতরুন্নাদা। তিনি ছিলেন আর্মেনিয়ান বংশোদ্ভূত। এই হিজরী সনে তিনি তদীয় পুত্রের খিলাফতকাল দেখে যান। ৩৯১ হিজরী সনে ১৮ যুলকাদাহ জুমুআবারে আল-কাইম বি-আমরিল্লাহ্-এর জন্ম হয়। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৪২২ হিজরী সনে তিনি খলীফা পদে আসীন হন। তাঁর পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করা হয়। বায়'আত গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেশের আমীর-উমারা, বিচারপতিগণ, সামরিক ও বেসামরিক শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সর্বপ্রথম তাঁর হাতে বায়'আত করেন আল-মুরতাযা। এ উপলক্ষে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন :

فَاَمَّا مَضى جَبْلُ وانْقَضى – فَمنْكَ لَنَا جَبَلُ قَدْ رَسِى ·
وَاَمَّا فَجَعْنَا بِبَدْرِ التَّمَامِ – فَقَدْ بَقِيَتْ مِنْهُ شَمْسُ الضُّحى ·
لَنَا حُزْنُ فِىْ مَحَلِّ السُّرُوْرِ – فَكُمْ ضِحْكٍ فِىْ مَحَلِّ الْبُكَا ·
فَيَاصَارِمَا اَغْمَدَتْهُ يَدُ – لَنَا بَعْدَكَ الصَّارِمُ الْمُنْتَضِىْ ·
وَلَمَّا حَضَرْنَا لِعَقْدِ الْبَيَاعَ – عَرَفْنَا بِهَدْيِكَ طُرُقَ الْهُدى ·
فَقَابِلْتَنَا لِوَقَارِ الْمَشِيْبِ – كَمَالاً وَسَنُّكَ سَنُّ الْفَتى ·

"আমাদের একটি পাহাড় ছিল সেটি ভেঙে গিয়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনি আমাদের জন্যে পর্বত স্বরূপ এই পর্বত ইতিমধ্যেই সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে।

"আমাদের পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। আমরা হঠাৎ সেটিকে হারিয়ে হতচকিত হয়ে যাই। সেটি হতে আমাদের জন্যে অবশিষ্ট রয়েছে পূর্বাহ্ন রবি।

"এখন আমাদের দুঃখের মধ্যে খুশির পরিবেশ বিদ্যমান। ক্রন্দনের পরিবেশে কতক সময় হাসির উপস্থিতিও থাকে।

"ওহে তীক্ষ্ণ তরবারি! যার হাত আমাদের জন্যে লুকিয়ে রেখেছিল আরেকটি তরবারি। আপনার পরে আমরা আরেকটি তীক্ষ্ণ ধার তরবারি পেয়েছি।

"আমরা যখন বায়'আত গ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম, তখন আমরা আপনার নির্দেশনায় হিদায়াতের পথ খুঁজে পেলাম।

"অতএব আপনি আমাদেরকে গুরুগম্ভীর পূর্ণ অভিজ্ঞ অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে নিন। মুলত আপনার বয়স তো এখন যুবকের বয়স।"

বায়'আত গ্রহণ শেষে তূর্কী সেনাপতিগণ নিয়মানুযায়ী উপহার ও দক্ষিণা দাবী করে কিন্তু সদ্য নিয়োজিত খলীফার হাতে ওদেরকে দেয়ার মত কিছুই ছিল না। কারণ তাঁর মরহুম পিতা খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ মৃত্যুকালে তাদের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। এই পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে ফিতনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ নিজের পক্ষ হতে প্রায় তিন হাজার দীনার জনগণের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দেন। খলীফা

আল-কাইম বি-আমরিল্লাহ্ উযীর ও মন্ত্রী নিয়োগ করেন আবূ তালিব মুহাম্মদ ইব্ন আইয়ুবকে। ইব্ন মাকূলাকে বিচারক পদে নিয়োগ দেন। এ বছর অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত কেউই হজ্জে যায়নি। পূর্বদেশীয় কিছু লোক হজ্জে গিয়াছিল। তারা কূফা হতে আরবদের সাথে মিলিত হয় এবং হজ্জ সম্পন্ন করে।

৪২২ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

হাসান ইব্ন জা'ফার

তিনি হলেন হাসান ইব্ন জা'ফার আবূ আলী ইব্ন মাকূলা। তিনি সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্র মন্ত্রী ছিলেন। সম্রাটের এক ক্রীতদাস এবং এক ক্রীতদাসী তাঁর উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে হত্যা করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বৎসর।

আবদুল ওয়াহ্হাব আলী

তিনি হলেন আবদুল ওহ্হাব ইব্ন আলী ইব্ন নাসর ইব্ন আহমদ হাসান ইব্ন হারূন ইব্ন মালিক ইব্ন তাওব তাগলিবী বাগদাদী। মালিকী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও তাঁদের লেখক। 'আত-তালকীন' নামে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। ছাত্রদেরকে তা মুখস্থ করতে হয়। মূল ও শাখাগত বিষয়ে তার অন্যান্য গ্রন্থও রয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি বাগদাদে অবস্থান করেছিলেন। দারিয়া ও মাকসায়া অঞ্চলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়ে বাগদাদ ছেড়ে চলে যান এবং মিসরে প্রবেশ করেন। পাশ্চাত্য লোকেরা তাঁকে সম্মান দেখায় এবং প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য উপহার দেয়। তাতে তিনি বেশ বড় সম্পদশালী হয়ে উঠেন। অতঃপর আবার বাগদাদ যাবার আশংকায় নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন :

سَلاَمٌ عَلى بَغْدَادِ فِىْ كُلّ مَوْقَفٍ - وَحَقٌّ لَهَا مِنِّىْ السَّلاَمُ مُضَاعِفَ .

فَوَاللّٰهِ مَا فَارَقْتُهَا عَنْ مَلاَلَة - وَاِنِّىْ بِشَطَّىْ جَانِبَيْهَا لَعَارِفُ .

وَلٰكِنَّهَا ضَاقَتْ عَلى بِاَسْرِهَا - وَلَمْ تَكُنِ الاَرْزَاقُ فِيْهَا تسَاَعِفُ .

فَكَانَتْ كَخُلٍ كُفْتُ اَهْوى دُنُوَّه - وَاَخْلاَقُه تَنَاى بِهِ وَتُخَالِفُ .

"বাগদাদের সকল স্থানে আমার পক্ষ হতে সালাম ও অভিবাদন। ওই বাগদাদ আমার পক্ষ হতে দ্বিগুণ ত্রিগুণ ও বহুগুণে বেশি সালাম পাওয়ার দাবীদার।

"আল্লাহ্র কসম! বাগদাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে আমি তা ছেড়ে এসেছি—তা নয়।

"কিন্তু বাগদাদে আমার জীবন ধারণ সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। আমার চাহিদা ও প্রয়োজন মত জীবিকার সেখানে সংস্থান হতো না।

"ফলে, বাগদাদ আমার জন্যে সেই বন্ধুর ন্যায় হয়ে পড়ে, আমি যার সান্নিধ্য কামনা করি, আর তার চরিত্র ও আচরণ আমাকে দূরে ঠেলে দেয়, ব্যবধান তৈরি করে দেয়।"

খাতীব বাগদাদীও বলেছেন যে, কাযী আবদুল ওয়াহ্হাব হাদীস শুনেছেন ইব্ন সাম্মাকের নিকট। আমি তাঁর নিকট হতে হাদীস লিখেছি। তিনি একজন আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস

ছিলেন। মালিকী মাযহাবে তাঁর চেয়ে অধিক ফিক্হবিদ ও আইন বিশেষজ্ঞ তখন কেউ ছিল না। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন : কাযী আবদুল ওয়াহ্হাব মিসর যাবার পর প্রচুর ধন-সম্পদ তাঁর হাতে আসে। তাঁর অবস্থা ভাল হয়। স্বচ্ছলতা ফিরে পান। এক পর্যায়ে তাঁর প্রিয় একটি খাবার খেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্ণিত আছে যে, তখন তিনি এদিক-সেদিক ওলট-পালট করতেন আর বলতেন : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আমরা জীবন যখন পেয়েছি তখন মৃত্যু তো হবেই।" কথিত আছে যে, তাঁর রচিত কতক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কবিতা রয়েছে। নিম্নোল্লিখিত কবিতা তার একটি :

وَنَائِمَةٍ قَبَّلْتُهَا فَتَنَبَّهَتْ – فَقَالَتْ تَعَالُوا وَاطْلُبُوا اللِّصَّ بِالْحَدِّ ·
فَقُلْتُ لَهَا اِنِّيْ فَدَيْتُكَ غَاصِبُ – وَمَاحَكُموا فِيْ غَاصِبٍ بِسُوَى الرَّدِّ ·
خُذِيْهَا وَكُفِّيْ عَنْ اَثِيْمٍ ظِلاَبَةً – وَاِنْ اَنْتِ لَمْ تَرْضِي فَاَلْفًا عَلَى الْعُدِّ ·
فَقَالَتْ قِصَاصٌ يَشْهَدُ الْعَقْلَ اَنَّه – عَلَى كَبِدِ الْجَانِيْ اَلَذُّمِنَ الشَّهَدِ ·
فَبَاتَتْ يَمِيْنِيْ وَهِيَ هِمْيَانُ خَصرِهَا – وَبَاتَتْ يَسَارِيْ وَهِيَ وَاسِطَةُ الْعَقْدِ ·
فَقَالَتْ اَلَمْ تُخْبِرْ بِاَنَّكَ زَاهِدُ – فَقُلْتُ بَلى مَازِلْتُ اَزْهَدُ فِي الزُّهْدِ ·

"নিদ্রিত এক রমণী, আমি তাকে চুমু খেয়ে বসি। সে জেগে যায়। চীৎকার দিয়ে বলে : তোমরা তাড়াতাড়ি আস, চোর ধরে শাস্তি লাগাও।

"আমি তাকে বললাম : আমি দস্যু, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। ওরা তো দস্যুকে মাল ফেরত দেয়া ছাড়া অন্য নির্দেশ দেবে না।

"তুমি এটি গ্রহণ কর এবং দোষী ব্যক্তির শাস্তি দাবী হতে বিরত থাক। আর যদি তুমি রাযী না হও, তবে বন্ধুত্ব স্থাপনে তৈরি হও।

"সে বলল : এতো এমন এক শাস্তি, যা অপরাধীর নিকট মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট।

"অতঃপর আমার রাত কাটল এভাবে যে, আমার ডান হাত তার কোমরে রাখা। আর আমার বাম হাতে ধরা সে।

সে বলল : আপনি না বললেন যে, আপনি একজন সাধু ব্যক্তি? আমি বললাম : হাঁ, আমি সন্ন্যাস ব্রতেরই নিয়মিত অনুশীলন করছি।"

ইব্ন খাল্লিকান কাযী আবদুল ওয়াহ্হাবের নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন :

بَغْدَادُ دَارٌ لاَهْلِ الْمَالِ طَيِّبَةٌ – وَلِلْمَفَالِيْسِ دَارُ الضَّنْكِ وَالضِّيْقِ ·
ضَلَلْتُ حَيْرَانَ اَمْشِيْ فِيْ اَزِقَّتِهَا – كَاَنَّنِيْ مَصْحَفُ فِيْ بَيْتِ زِنْدِيْقِ ·

"বাগদাদ হলো ধনীদের জন্যে সুখ-আরাম ও শান্তির বাসস্থান। গরীব ও দরিদ্রদের জন্যে সেটি দুঃখ ও সংকটপূর্ণ স্থান।

"আমি হয়রান-পেরেশান ও দিশেহারা হয়ে তার অলিতে গলিতে ঘোরাঘুরি করেছি। আমি ছিলাম যেন নাস্তিকের হাতে কুরআন শরীফ।"

হিজরী চারশ তেইশ (৪২৩) সাল

বাগদাদে খরা ও অনাবৃষ্টি চলছিল। এই হিজরী সনের ৬ই মুহাররম জনগণ ইস্তিস্কার নামায আদায় করে। তবুও বৃষ্টি হয়নি। ব্যাপকহারে মানুষের মৃত্যু হতে থাকে। আশূরার দিন রাফিযীগণ তাদের বিদআতী কার্যক্রম শুরু করে। চারিদিকে মর্সিয়া-ক্রন্দন। ঘরে-বাহিরে, রাস্তায়-বাজারে সর্বত্র শোক প্রকাশ ও তাজিয়া মিছিল। এই হিজরী সনের সফর মাসে পুনরায় বাগদাদের অধিবাসীদেরকে ইস্তিস্কা নামাযের জন্যে আহ্বান জানানো হয়। অসংখ্য মানুষ বাগদাদে বসবাস করলেও ইস্তিস্কার নামাযের জন্যে একশত লোকও আসেনি।

এই হিজরী সনে সেনাবাহিনী এবং জালালুদ্দৌলাহ্-এর মধ্যে মতভেদ হয়। শেষে এই বিষয়ে সমঝোতা হয় যে, শাসক জালালুদ্দৌলাহ্ বাগদাদ ছেড়ে বসরা চলে যাবেন। তাঁর সেবায় নিয়োজিত সেবিকাগণকে তিনি ফেরত দিয়ে দিলেন। অবশ্য অল্প সংখ্যক সেবিকা তাঁর সাথে রয়ে গেল। রবিউল আউয়াল মাসের ৬ তারিখ সোমবার রাতে তিনি বাগদাদ হতে বেরিয়ে গেলেন। ইসফিহলাবিয়াহ সম্প্রদায়ের যুবকগণ সম্রাট আবূ কালীজারের নিকট সংবাদ পাঠায় যে, তিনি যেন অবিলম্বে বাগদাদ আগমন করেন। তিনি বাগদাদ এলে এটি একটি মনোরম শান্তিময় নগরে পরিণত হবে। কোন বিশৃংখলাকারী কিংবা বিদ্রোহী থাকবে না এই আশ্বাস তারা তাঁকে প্রদান করে। ইতিমধ্যে জালালুদ্দৌলাহ্-এর বাড়িঘর এবং অন্যান্য অনেক বাড়িঘর লুট-পাট করা হয়। আবূ কালীজারের আগমনে বিলম্ব ঘটে। কারণ তাঁর মন্ত্রী তাঁকে বাগদাদ আগমনে নিরুৎসাহিত করেছিল। কালীজার তার কথা গ্রহণ করেন। ফলে বাগদাদে বিশৃংখলা বেড়ে যায়। পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়ে। অশান্তি বিরাজ করতে থাকে। ওইদিকে বহিষ্কৃত জালালুদ্দৌলাহও আর্থিক সংকটে পতিত হন। বাধ্য হয়ে তাঁর কিছু জামা-কাপড় বিক্রি করে দেন বাজারে। আবূ কালীজার বাগদাদের তুর্কী সেনাদের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। তিনি তাঁর নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার স্বার্থে কতক যামিনদার ও বন্ধকী সম্পদ দাবী করেন। বাগদাদ-বাসিগণ তাঁর এই দাবী পূরণে সম্মত হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন যাবত বাগদাদ শাসকশূন্য অবস্থায় থাকে। অতঃপর তারা বহিষ্কৃত শাসক জালালুদ্দৌলাহকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়। তারা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী তার নামে খুতবা পাঠ হতে থাকে। এদিকে খলীফা আল কাইম বি-আমরিল্লাহ্ প্রতিনিধি দল পাঠালেন সম্রাট আবূ কালীজারের নিকট। প্রেরিত দূতগণের মধ্যে আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী ছিলেন। ভয়ে ভয়ে তিনি সম্রাট আবূ কালীজারকে সালাম দেন। তিনি কিন্তু গুরুতর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সেখানে যান। সম্রাট কালীজার নিজেকে 'সুলতানুল আযম-মালিকুল উমাম' উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব করেন। আল্লামা মাওয়ারদী বললেন : এই উপাধি গ্রহণের কোন উপায় নেই। কারণ সুলতানুল আযম (বড় বাদশাহ) হলেন স্বয়ং খলীফা। অনুরূপভাবে মালিকুল উমাম উপাধি ধারণ করারও সুযোগ নেই। কারণ মালিকুল উমাম উপাধিও তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতঃপর মালিকুদ্দৌলাহ উপাধি

ধারণে সকলে একমত হয়। তিনি রাজদূত আল-মাওয়ারদীর মাধ্যমে প্রচুর উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করেন খলীফার নিকট। তন্মধ্যে লক্ষ লক্ষ দীনার নগদ ছিল। অন্যান্য মালপত্র তো ছিলই। সেনাবাহিনী খলীফার নিকট নজরানা দাবী করেছিল। খলীফা তা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে খলীফার নামে খুতবা প্রদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে, এক জুমুআতে নামায পড়া হয়নি। পরবর্তী জুমু'আতে তাঁর নামে খুতবা দেয়া হয়। এই সময়ে শহরে অশান্তি দেখা দেয়। আইয়ারীন সম্প্রদায়ের দাপট বেড়ে যায়। এই হিজরী সনের রবিউছ-ছানী মাসে খলীফা শাসক জালালুদ্দৌলাহ্ হতে সততা ও চিত্তবিশুদ্ধির শপথ নেন এবং তিনি সত্য ও কল্যাণকামিতা প্রকাশ করেন। এরপর আবার জালালুদ্দৌলাহ্-এর শরাব পান ও মাতাল হয়ে যাবার প্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সে খলীফার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। উভয়ে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব নিরসন করে সমঝোতায় পৌঁছে। রজব মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায় সাংঘাতিকভাবে। এটি বাগদাদেও হয়, ইরাকের অন্যান্য স্থানেও হয়। ইরাকীদের কেউ এই বৎসর হজ্জে যায়নি।

এই হিজরী সনে হিন্দুস্থান, গযনী, খোরাসান, জুরজান, রায় এবং ইস্পাহানে মহামারীরূপে মানুষ মড়ক লাগে। অল্প সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলে ৪০ হাজার লাশ দাফন করা হয়। মূসেল, জাবাল এবং বাগদাদের একাংশেও চর্মরোগের প্রভাব পড়ে। কোন ঘর ও পরিবার এর আক্রমণ হতে রেহাই পায়নি। হাযিরান, তামূয, আযার, ঈলূল এবং প্রথম তাশরীন ও দ্বিতীয়। তাশরীনে এই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। বসন্তকালে যা ছিল, গ্রীষ্ম মওসুমে আরো বেড়ে যায়। আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী 'আল-মুনতাযিম' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

ইস্পাহানের এক লোক এই বছর এক দুঃস্বপ্ন দেখে। সে দেখতে পায় যে, এক ঘোষক চীৎকার দিয়ে বলছে : হে ইস্পাহানবাসী! চুপ, বলা। চুপ, বলা। এই বিদঘুটে স্বপ্ন দেখে ভয়ে তার ঘুম ভেঙে যায়। কেউ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এক লোক বলে যে, এটি তো কবি আবুল আতাহিয়্যাহ-এর একটি কবিতার অংশবিশেষ। সে বলল : ওহে ইস্পাহানবাসী! সতর্ক হয়ে যাও। আমি আবুল আতাহিয়্যাহ্ কবির কবিতায় পড়েছি, তিনি বলেছেন :

سَكَتَ الدَّهْرُ فَمَانًا عَنْهُمْ . ثُمَّ اَبْكَاهُمْ دَمًا حِيْنَ نَطَقَ .

"ওদের ব্যাপারে যুগ ও সময় প্রবাহ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নীরব ছিল। অতঃপর যখন কথা বলেছে, তখন তাদেরকে কাঁদিয়েছে যে, তারা রক্ত-অশ্রু প্রবাহিত করেছে।"

এই স্বপ্ন দেখার অল্পদিন পরই সম্রাট মাসউদ ইব্‌ন মাহমূদ এ অঞ্চলে আগমন করেন এবং বহু লোককে হত্যা করেন। এই হিজরী সনে সম্রাট আবূ কালীজার তাঁর খাদিম জুনদালকে বাগে পেয়ে হত্যা করেন। এই খাদিম জুনদাল সম্রাটের সকল ক্ষমতা ও শক্তি কুক্ষিগত করে ফেলেছিল। শুধু নামটি ব্যতীত সম্রাটের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাকে হত্যার মাধ্যমে সম্রাট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। এই হিজরী সনে মা ওয়ারাঅউন নাহর রাজ্যের শাসক মহান তুর্কী সম্রাটের মৃত্যু হয়। তাঁর নাম ছিল কদর খান।

৪২৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

রাওহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ

এই হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন রাওহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আবূ যুরআহ্ রাযী। খাতীব (র) বলেছেন যে, রাওহ ইব্‌ন মুহাম্মদ হাদীস শ্রবণ করেছেন একাধিক শায়খ হতে। তাঁরা হজ্জ উপলক্ষে আমাদের নিকট এসেছিলেন। আমি তাঁর নিকট হতে হাদীস লিখে নিয়েছি। বস্তুত তিনি একজন সত্যবাদী, সমঝদার, সাহিত্যিক ও শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, ইস্পাহানের বিচারক পদে দায়িত্ব পালন করেন। খাতীব (র) বলেছেন, আমার নিকট তথ্য রয়েছে যে, তিনি ৪২৩ হিজরী সনে কারখ জনপদে ইনতিকাল করেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান

তিনি হলেন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাঈম ইব্‌ন হাসান বসরী। নাঈমী নামে তিনি সুপরিচিত। তিনি কুরআন মজীদের হাফিয, কবি, তর্কশাস্ত্রবিদ এবং শাফিঈ মাযহাবের ফিকহ বিশেষজ্ঞ। আল্লামা বুরকানী বলেছেন : তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী ছিলেন। একাধিক শায়খের নিকট তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ এই :

إِذَا اظْمَأَتَكَ اَكُفُّ اللِّئَامِ - كَفَتْكَ الْقَنَاعَةُ شَبِعًا وَرِيًّا ·
فَكُنْ رَجُلاً رِجْلُه فِي الثَّرى - وَهَا مَتُه هَمُّه فِي الثُّرَيَّا ·
أَبِيًّا لِنَائِلِ ذِيْ نَعْمَةٍ - تَرَاه بِمَا فِيْ يَدَيْهِ اَبِيًّا ·
فَاِنَّ اَرَاقَةَ مَاءِ الْحَيَا - ةِ دُوْنَ اِرَاقَةِ مَاءِ الْمَحْيَا ·

"নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির হাত যদি তোমাকে তৃষ্ণার্ত ও উপোস করে রাখে, তবে কানা'আত বা অল্পে তুষ্টি তোমার তৃপ্তি ও পিপাসা মেটানোয় যথেষ্ট হবে।

"সুতরাং তুমি এমন এক ব্যক্তি হয়ে যাও, যার পা থাকবে পাতালে, আর মাথা থাকবে শুকতারায়।

"ছোটখাট নি'মাতপ্রাপ্ত ঐশর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ডিঙ্গিয়ে তুমি উঠে যাও উপরে। তাহলে তার হাতে যা আছে, তা তুমি দেখতে পাবে একেবারে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ।

"কারণ, জীবিতজনের পানি প্রবাহিত করে দেয়া, জীবনের পানি প্রবাহিত করার চেয়ে কঠিন।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন তাইয়েব

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন তাইয়েব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মূসা আবূ বকর সাব্বাগ। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন নাজ্জাদ ও আবূ বকর শাফিঈ হতে। তিনি একজন সৎ ও সত্যবাদী ব্যক্তি

ছিলেন। খাতীব (র) উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন তাইয়েব নয়শত মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। ৯৫ বৎসর বয়সে তাঁর ওফাত হয়।

আলী ইব্ন হিলাল

ইনি একজন প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান লেখক। ইব্ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যে, ইনি ৪২৩ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন : তাঁর মৃত্যু হয় ৪১৩ হিজরীতে।

হিজরী চারশ চব্বিশ (৪২৪) সাল

এই হিজরী সনে আইয়ারীন সম্প্রদায়ের প্রতাপ আরো বেড়ে যায়, তাদের দাপট বৃদ্ধি পায়। তারা বহু এলাকার কর্তৃত্ব অর্জন করে। তাদের নেতা বারজুমী-এর শক্তি ও প্রভাব অনেকাংশে বেড়ে যায়। এই হিজরী সনে পুলিশ প্রধানকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। রাতে দিনে বিশৃংখলা চলতেই থাকে। আত্মরক্ষার্থে জনগণ নিজেরাই নিজেদের বাড়ি-ঘর পাড়া-মহল্লা পাহারা দিতে থাকে। রাজগৃহের অবস্থাও সেইরূপ হয়ে পড়ে। শহরের নিরাপত্তা প্রাচীরগুলোও তেমন। জনগণ চরম দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়। আইয়ারীন প্রধান বারজূমীর একটা নীতি ছিল যে, সে মহিলাদের উপর আক্রমণ করত না, ওদেরকে নির্যাতন করত না এবং ওদের শরীরে পরিধানকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য ছিনতাই করত না। জুলুম-অবিচারের পরিবেশে এটা একটা মানবতাও বটে। যেমন প্রবাদ আছে : "কতক অনিষ্ট অপর অনিষ্টের চেয়ে হাল্কা "।

এই হিজরী সনে সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্ বসরা নগরী দখল করেন এবং স্বীয় পুত্র আবদুল আযীযকে সেখানে প্রেরণ করেন। আবদুল আযীয সেখানে তার পিতার নামে খুতবা প্রদানের রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা করে; পূর্ববর্তী শাসক আবূ কালীজারের নামে খুতবা পাঠ করা বন্ধ করে দেয়। এটি ৪২৪ হিজরী সন এবং ৪২৫ হিজরী সন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এরপর পুনরায় আবূ কালীজারের নামে খুতবা পাঠ শুরু হয়, বসরা থেকে জালালুদ্দৌলাহ্-এর পুত্র আবদুল আযীযকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়।

এই হিজরী সনে সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ নিজেদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্যে সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তারা তাঁকে তাঁর ঘর থেকে বের করে দেয়। তাঁকে মসজিদে থাকতে বাধ্য করে। তাঁর পরিবারের মহিলাদেরকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। রাতের বেলা তিনি বেরিয়ে যান এবং শরীফ মুরতাযার বাড়িতে আশ্রয় নেন। এরপর আবার সৈন্যদের সাথে সমঝোতা হয় এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। তাঁকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে নেয়া হয়। আইয়ারীনদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তারা জনগণের উপর অত্যাচার করতে থাকে। শহরে নগরে বিশৃংখলা ও অশান্তির প্রেক্ষাপটে এই বছর ইরাক ও খোরাসান হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪২৪ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় :

আহমদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আহমদ

৪২৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন আহমদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আহমদ আবুল হুসায়ন। তিনি একজন নামজাদা ওয়ায়েয তথা উপদেশদাতা ছিলেন। তিনি ইব্ন সাম্মাক নামে সুপারিচিত ছিলেন। ৩৩০ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। জা'ফার খুলদী ও অন্যান্য শায়খ হতে হাদীস শ্রবণ করেন। মানসূরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাহদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ওয়ায মাহফিলের ব্যবস্থা করতেন। ওয়ায- নসীহত করতেন। সূফীবাদের আলোকে তিনি কথাবার্তা বলতেন। কোন কোন ইমাম তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ এনেছেন। ৯৪ বৎসর বয়সে এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৪২৪ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। হারব ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়।

হিজরী চারশ পঁচিশ (৪২৫) সাল

এই হিজরী সনে সুলতান মাহমূদের পুত্র সুলতান মাসঊদ ভারত আক্রমণ করে বহু দূর্গ জয় করে নেন। এক পর্যায়ে তিনি একটি দূর্গ অবরোধ করেন। এক যাদুকর বুড়ী ওই দূর্গের প্রাচীরে আরোহণ করে। সে একটি ঝাড়ু পানিতে ভিজিয়ে নেয়। অতঃপর মুসলিম সৈন্যগণ যেখানে, সেখানে ওই ঝাড়ু হতে পানি ছিঁটিয়ে দেয়। ওই রাতেই সুলতান মাসঊদ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ওই দূর্গ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তিনি একাকী অন্যত্র সরে যান। ওই এলাকা ছেড়ে যাবার পর তিনি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেন। অতঃপর নিরাপদে গযনীতে ফিরে আসেন।

এই হিজরী সনে আইয়ারীন ও বিশৃংখলাকারীদের প্রতাপ বৃদ্ধি পায়। এ কারণে বাগদাদের পূর্বদিককার নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে বাসাসীরীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এই হিজরীতে সায়ফুদ্দৌলাহ্-এর মৃত্যুতে তদীয় পুত্র সিনান শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। সে তার চাচা কারওয়াশ-এর সাহায্য কামনা করে, সে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে। এই হিজরী সনে রোমান সম্রাট আরমানূসের মৃত্যু হয়। অতঃপর রাজ-পরিবারের বাইরের এক লোক সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়। মাঝে মাঝে সে মুদ্রা ব্যবসায়ীরূপে কাজ করত। তবে সে কনস্টান্টিনোপলের রাজ পরিবারের বংশোদ্ভূক্ত ছিল। এই হিজরী সনে মিসর ও সিরিয়াতে একাধিকবার ভূমিকম্প হয়। বহু ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা ধ্বসে পড়ে। ধ্বংস্তুপের নিচে চাপা পড়ে মারা যায় বহু লোকজন ও জীবজন্তু। রামাল্লাহ্ শহরের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সেখানে অবস্থানকারী লোকজন পালিয়ে গিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়। আটদিন তারা ওই এলাকার বাইরে অবস্থান করেছিল। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তারা ফিরে আসে। বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি দেয়ালও ভেঙে পড়েছিল। দাঊদী মিহরাবের একটি

বড় অংশ খসে পড়েছিল। মসজিদ-ই ইবরাহীমের কিছু অংশও ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু হুজরাটি রক্ষা পেয়েছিল। আসকালান মিনার ভেঙে গিয়েছিল। গাযা মিনারের শীর্ষ চূড়া ভেঙে পড়েছিল। নাবলুস শহরের প্রায় অর্ধেক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বারযাদ গ্রামটি ধ্বসে গিয়েছিল। সেখানকার মানুষজন, গরু-ছাগলসহ সবকিছু মাটিচাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এভাবে আরো অনেক গ্রাম বিরান হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা ইব্নুল জাওযী এসব উল্লেখ করেছেন। এই হিজরী সনে আফ্রিকার জনপদসমূহে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় অনেক বেশি। নসীবায়নে কালো ঝড় প্রবাহিত হয়। তাতে প্রচুর গাছপালা ও বৃক্ষরাজি ভেঙে পড়ে। যেমন তূতগাছ, আখরোট ও অন্যান্য উঁচু উঁচু বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে। পাথরের তৈরি, কংক্রিটের তৈরি ও ইট-সুরকীতে তৈরি বড় বড় প্রাসাদ ধ্বসে পড়ে এই ঝড়ো হাওয়ায়। ওইসব বাড়িঘরে বসবাসকারী লোকজনের মৃত্যু হয়। একই সাথে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। তিন ফারসাখ পর্যন্ত সমুদ্র শুকিয়ে যায়। শুকনো স্থানে মাছ আটকা পড়ে। লোকজন ওই মাছ ধরতে যায়। হঠাৎ সমুদ্রের পানি ফিরে আসে। মানুষজন পানিতে ডুবে মারা যায়। দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হবার ঘটনা ঘটে প্রচুর। অসংখ্য লোক মারা যায় এই রোগে। এমনও হয় যে, ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে, আর ভেতরে সকলেই মরে আছে। এটা বেশি হয় বাগদাদে। শুধু যিলহজ্জ মাসে বাগদাদে এই রোগে ৭০ হাজার লোক মারা যায়। এই হিজরী সনে রাফিযী ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় ফিত্না ও সংঘর্ষ হয়। আইয়ারীন সম্প্রদায়ের দু'দলের মধ্যেও সংঘর্ষ ঘটে। সাথে ছিল ইস্পাহানীর দু'পুত্র। তারা সুন্নী আইয়ারীনদের নেতা ছিল। তারা কারখবাসীদেরকে দজলা নদীর পানি ব্যবহারে বাধা দেয়। ফলে তারা সংকটে পড়ে। ইব্নুল বুরজামী এবং তার ভাই এই হিজরী সনে নিহত হয়। এই হিজরী সনে কোন ইরাকী হজ্জে যায়নি।

৪২৫ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় :

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন গালিব

৪২৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন হাফিয আবূ বকর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন গালিব ওরফে বুরকানী। ৩৩৩ হিজরী সনে তার জন্ম হয়। বহু শায়খের নিকট তিনি হাদীস শুনেছেন। এই সূত্রে অনেক শহরে নগরে তাঁকে যেতে হয়েছে। বহু কিতাব তাঁর সংগ্রহে ছিল। তিনি একাধারে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ এবং নাহ্শাস্ত্রের পন্ডিত ও বিজ্ঞজন ছিলেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে, যা উচ্চমানের এবং কল্যাণময়। আল্লামা আযহারী বলেছিলেন যে, আল্লামা বুরকানীর মৃত্যু হলে একজন সর্বগুণে গুণী চতুর্মুখী প্রতিভাধর ব্যক্তির বিদায় ঘটবে। আমি তাঁর মত মেধাবী ব্যক্তি অন্য কাউকে দেখিনি। অন্য একজন মন্তব্য করেছেন যে, হাদীস সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তার চেয়ে বেশি ইবাদতকারী ব্যক্তি আমি দেখিনি। রজব মাসের প্রথমদিকে এক বৃহস্পতিবার তাঁর ওফাত হয়। আবূ আলী ইব্ন আবূ মূসা হাশিমী তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ইব্ন আসাকির তাঁর নিম্নের কবিতা উদ্ধৃত করেছেন :

أُعَلِّلُ نَفْسِيْ بِكُتُبِ الْحَدِيْثِ - وَاَجْمَلُ فِيْهِ لَهَا الْمَوْعِدَا ٠

وَاَشْغُلُ نَفْسِيْ بِتَصْنِيْفِهِ - وَتَخْرِيْجِهِ دَائِمًا سَرْمَدًا ٠

فَطَوْرًا أُصَنِّفُهُ فِي الشُّيُوْ - خِ وَطَوْرًا اَصَنِّفُه مُسْنَدًا ٠

وَاَقْفُو الْبُخَارِيَّ فِيْمَا حَوَا - ه وَصَنَّفُه جَاهِدًا مُجْهِدًا ٠

وَمُسْلِمْ اِذْ كَانَ زَيْنَ الْاَنَامِ - بِتَصْنِيفِهِ مُسْلِمًا مُرْشِدًا ٠

وَمَالِيْ فِيْهِ سِوَى اَنَّنِيْ - اَرَاه هَوِيَّ صَادَفَ الْمَقْصَدًا ٠

وَاَرْجُو الثَّوَابَ بِكَتْبِ الصَّلاَ - ةِ عَلَى السَّيِّدِ الْمُصْطَفى اَحْمَدًا ٠

"আমি হাদীস লেখনীতে নিজেকে নিয়োজিত রাখি এবং এর বিনিময়ে উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি।

"হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে আমি নিজেকে সদা ব্যস্ত রাখব। সব সময় এটি চলমান রাখব।

"কোন সময় আমি হাদীস সংকলন করব শায়খদের তারতীব ও ক্রমানুসারে। আর কোন কোন সময় তা করব মুসনাদ পদ্ধতিতে।

"ইমাম বুখারী যে চেষ্টা-সাধনা ও মেহনতের মাধ্যমে তাঁর সহীহ গ্রন্থ সংকলন করেছেন, আমি আমার এই কর্মে তাঁর পদাংক অনুসরণ করব, তাঁর রীতি মেনে চলব।

"ইমাম মুসলিম যে রীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি ছিলেন মানব সমাজের অলংকার। তাঁর সহীহ মুসলিম সম্পাদনে তিনি ছিলেন মানব সমাজের গহনা ও অলংকার।

"তাঁর ব্যাপারে আমার ধারণা এটা যে, তিনি একজন দৃঢ়চেতা হাদীসসেবী ছিলেন। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

"আল-সাইয়েদ আল-মুস্তাফা আহমদ (সা)-এর শানে আমি যে সালাত ও দরূদ লিখছি, আমি শুধুই তার ছাওয়াব ও প্রতিফল প্রাপ্তির আশা পোষণ করি।"

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ

তিনি হলেন আবুল আব্বাস আবী বারদী। শাফিঈ মাযহাবের বড় ইমাম। তিনি আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর শিষ্য। আল- মানসূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নিয়মিত ফতোয়া প্রদান মজলিসের আয়োজন করতেন। কাতীআহ্ আল-রাবী'তে তিনি দরস দিতেন। ইব্ন আকফানীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বাগদাদে প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন, গ্রহণ করেছেন। সত্য ও ন্যায়সঙ্গত আকীদা পোষণ করতেন। উন্নত জীবন-যাপন রীতি মেনে চলতেন। তিনি বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। অভাব-অনটনে ধৈর্যশীল ছিলেন। নিজের অভাবের কথা অন্যকে জানাতেন না। খুব ভাল কবিতা আবৃত্তি করতেন।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لاَيَسْأَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافًا ·

"অজ্ঞ লোকেরা ওদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে, আপনি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন" (সূরা বাকারা : ১৭৩)।

আলোচ্য আহমদ ইব্ন মুহাম্মদের ক্ষেত্রে এই আয়াত পুরোপুরিই প্রযোজ্য ছিল। এই হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাসে তাঁর ওফাত হয়। হারব ফটকের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আবূ আলী বানদানিজী

তিনি হলেন হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহয়া শায়খ আবূ আলী বানদানিজী। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ইমাম ছিলেন। আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর শিষ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। তিনি ফিক্হশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এই বিষয়ে শিক্ষকরূপে কাজ করেছেন, ফতোয়া দিয়েছেন এবং বাগদাদে প্রশাসকের কাজ করেছেন। তিনি একজন দীনদার ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। এই হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়।

আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুল আযীয

তিনি হলেন আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুল আযীয হারিছ ইব্ন আসাদ আবূ সাব্বাহ তামীমী। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের ফিক্হ বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদ। তিনি ভাল ওয়াযকারী ও উপদেশদাতা ছিলেন। তাঁর পিতা সূত্রে অবিচ্ছিন্ন সনদে হযরত আলী (রা) হতে তিনি বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা) বলেছেন :

اَلْحَنَّانُ : اَلَّذِىْ يُقْبِلُ عَلَى مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ وَالْمَنَّانُ اَلَّذِىْ يَبْدَاءُ بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّوَالِ ·

"'হান্নান' সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর প্রতি বিমুখ ব্যক্তির মুখোমুখি হন। আর 'মান্নান' সেই মহান সত্তা, যিনি চাওয়ার আগেই দান-অনুদান প্রদান করেন।"

এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর ওফাত হয়। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

গারীব ইব্ন মুহাম্মাদ

৪২৫ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয়, তাঁদের অন্যতম হলেন গারীব ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুক্তী সায়ফুদ্দৌলাহ্ আবূ সিনান। তাঁর নামে মুদ্রার সিল মারা হয়। স্বীয় রাজত্বে তিনি প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন। সিংহাসন ত্যাগের প্রাক্কালে পাঁচ লক্ষ দীনার সরকারি তহবিলে রেখে যান। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র সিনান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নিজ চাচা কারওয়াশের সহযোগিতায় গারীব তাঁর ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন। তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্থায়ী হয়। ৭০ বৎসর বয়সে এই হিজরী সনে কারখ নগরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

হিজরী চারশ ছাব্বিশ (৪২৬) সাল

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে বেদুঈনগণ বাগদাদের আশেপাশে দস্যুতা ও ডাকাতি শুরু করে ব্যাপকহারে। তারা মহিলাদের উপর চড়াও হয়ে তাদের অলংকার-গহনা ও মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী ছিনিয়ে নিতে থাকে। তারা যাকে কব্জা করতে পারত, তার সর্বস্ব কেড়ে নিত এবং তার নিকট মুক্তিপণ দাবী করত। এই হিজরী সনে আইয়ারীন তথা বিশৃংখলাকারীদের দৌরাত্ম্যও বেড়ে যায়। এই হিজরী সনের সফর মাসের শুরুতে দজলার পানি ফুলে উঠে। জলোচ্ছাসে সমতল ও আবাসিক এলাকায় দু'গজ উঁচু পানি জমে যায়। তিনদিনে বসরা নগরীতে প্রায় দুই হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে।

এই হিজরী সনের শাবান মাসে ভারত হতে সম্রাট মসউদ ইব্‌ন মাহমূদের চিঠি আসে যে, ইতিমধ্যে তিনি ভারতের এক বিশাল এলাকা জয় নিয়েছেন। একটি বড় বিজয় অর্জন করেছেন। প্রায় ৫০ হাজার ভারতীয় শত্রু সৈন্যকে হত্যা এবং ৯০ হাজার সৈন্যকে বন্দী করেছেন। বহু ধন-রত্ন দখল করে নিয়েছেন। এই হিজরী সনে বাগদাদের অধিবাসিগণ এবং আইয়ারীনদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বাগদাদের বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। ইরাক ও খোরাসান হতে কেউ এ বৎসর হজ্জে যেতে পারেনি।

৪২৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

কবি আহমদ ইব্‌ন কালীব

৪২৬ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের একজন হলেন কবি আহমদ ইব্‌ন কালীব। প্রেম-বিরহে তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী নিজ সনদে 'আল-মুনতাযিম' গ্রন্থে বলেছেন যে, বেচারা আহমদ ইব্‌ন কালীব কবি প্রেমে পড়েছিল আসলাম ইব্‌ন আবুল জা'দ নামের এক বালকের। বালকটি ছিল খুলদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ওদের বংশে মন্ত্রী-মিনিস্টার ছিল কেউ কেউ। তাদের কেউ কেউ আবার পুলিশ ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বেও ছিল। কবি আহমদ ওই বালক সম্পর্কে কতক কবিতা আবৃত্তি করে, যার প্রেক্ষিতে লোকজন তাকে ওই বালক সম্পর্কে সমালোচনামুখর হয় ও কটুক্তি করে। আলোচ্য আসলাম নামের বালকটি জ্ঞান পিপাসু ছিল। আলিম-উলামা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মজলিসের খোঁজ নিয়ে সে তাদের মজলিসে উপস্থিত হতো। তাদের নিকট হতে জ্ঞান আহরণ করতো। ইব্‌ন কালীব তার সম্পর্কে যেসব কবিতা পাঠ করে, তা তার নিকট পৌঁছে যায়। তাতে জনসমক্ষে আসতে সে লজ্জাবোধ করে। ফলে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে বসেই তার দিন কাটতে থাকে। কারো সাথেই তার আর সাক্ষাত হচ্ছিল না। ওই বালকের সাক্ষাত না পেয়ে কবি আহমদ ইব্‌ন কালীব অসুস্থ হয়ে পড়ে। দিনে দিনে অসুস্থতা বেড়ে যায়। লোকজন তাকে দেখতে আসে কিন্তু কেন সে রোগাক্রান্ত হয়ে দিনে দিনে মৃত্যুর পথে এগুচ্ছে, তা কেউ বুঝতে পারত না। তাকে দেখতে

আসা লোকদের মধ্যে উলামা-মাশায়েখও ছিলেন। জনৈক শায়খ তাঁকে প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলল : আপনারা তো আমার রোগের কারণ জানেন এবং কিসে আমার রোগমুক্তি তাও জানেন। শুনুন, বালক আসলাম যদি আমার সাথে সাক্ষাত করে, সে যদি আমার দিকে তাকায়, আর আমি যদি তার দিকে একবার তাকাই, তাহলে আমি সুস্থ হয়ে যাব। ওই আলিম বুঝতে পারলে যে, এখন কাজ হল দ্রুত আসলামের সাথে দেখা করা, তাকে অনুরোধ করা। সে যেন গোপনে হলেও অন্তত একবার কবি আহমদের সাথে সাক্ষাত করে। তিনি বহুবার চেষ্টা করে আসলামকে রাযী করালেন সাক্ষাত করার ব্যাপারে। আলিম ব্যক্তি ও বালক আসলাম যাত্রা করলো সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে। অসুস্থ কবির মহল্লায় পৌঁছার পর বালকটি বেঁকে বসে। কবির নিকট যেতে লজ্জাবোধ করে। সে আলিম ব্যক্তিকে বলে যে, আমি তাঁর সামনে যাব না। কারণ তিনি জনসমক্ষে আমার কথা উল্লেখ করেছেন এবং আপত্তিজনকভাবে আমার নাম উচ্চারণ করেছেন। এটি একটি অপবাদযোগ্য বিষয়। সংশয় ও আপবাদযোগ্য কোন কাজে আমি নিজেকে জড়াব না, আমি সেখানে যাব না। আলিম লোকটি তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, অর্থ-কড়ি দেবার আশ্বাস দেন। কিন্তু সে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে। আলিম লোকটি বললেন : কবি তো নিশ্চিত মারা যাবে। একমাত্র তোমার সাক্ষাতই তাকে বাঁচাতে পারে। শুধু তুমিই তার জীবন রক্ষা করতে পার। সে বলল : তিনি মরে যেতে পারেন, তবুও আমি তাঁর সামনে যাব না। যেখানে গেলে আল্লাহ্ নারাজ হবেন, আমি সেখানে যাব না। শেষ পর্যন্ত সে তার বাড়িতে ফিরে আসে। আলিম লোকটি ইব্‌ন কালীবের নিকট গমন করেন। আসলামের সাথে ঘটে যাওয়া বৃত্তান্ত তাকে জানান। অথচ ইতিমধ্যে ইব্‌ন কালীবের খাদেম তাকে জানায় যে, তার প্রেমাস্পদ বালকটি তার নিকট আসছে এতে সে খুব খুশি হয়েছিল। অতঃপর সে যখন নিশ্চিত জানতে পারলো যে, আসলাম ফিরে গিয়েছে, তখন তার মুখে জড়তা এসে যায় এবং তার মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়। আলিম ব্যক্তিটিকে কাছে ডেকে বলে : ওহে আবদুল্লাহ! আমার বক্তব্য শুনুন এবং স্মরণ রাখুন। এরপর আবৃত্তি করলো :

اَسْلَمُ يَا رَاحَةَ الْعَلِيْلِ – رِفْقًا عَلَى الْهَائِمِ النَّحِيْلِ .

وَصْلُكَ اَشْهى اِلى فُؤَادِىْ – مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيْلِ .

"ওহে আসলাম! ওহে মুমূর্ষু ও অসুস্থ ব্যক্তির শান্তি! ভবঘুরে, আত্মভোলা এই মৌমাছিটির প্রতি একটু দয়া কর।

"তোমার মিলন ও সাক্ষাত আমার নিকট এখন মহান স্রষ্টার রহমতের চেয়ে অধিক কাম্য ও আকর্ষণীয়।"

তার কবিতা শুনে আলিম লোকটি বললেন : ধুত্তুরী, এখন আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এই পাগলামী করছ কেন? সে বলল : আপনি যা শুনেছেন তা-ই প্রকৃত অবস্থা। এরপর আলিম লোকটি সেখানে থেকে বিদায় নেন। ফিরে আসতে গিয়ে বাড়ির মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছতেই তিনি ক্রন্দন ও বিলাপের সুর শুনতে পান এবং মৃত্যুর চীৎকার শুনতে পান। এই বদআকীদা ও দূষিত

বিশ্বাস নিয়েই তার মৃত্যু হয়। সে দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। বস্তুত এটি এক জঘন্য পাপাচারিতা; ঘৃণিত পদক্ষেপ। উল্লেখিত উলামা-ই কিরাম যদি এই ঘটনা উল্লেখ না করতেন, আমি তা উল্লেখ করতাম না, তবে এ ঘটনার মধ্যে দূরদর্শী ব্যক্তিদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। তারা যেন নিয়মিত আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে, জাহেরী ও বাতেনী সকল ফিতনা হতে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করে এবং মৃত্যুকালে আল্লাহ্ যেন তাদেরকে নেকমৃত্যু নসীব করেন। নিঃসন্দেহে তিনি দানশীল ও মহান দাতা। আল্লামা হুমায়দী বলেছেন : আবূ আলী ইব্ন আহমাদ বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান আমার নিকট ইব্ন কালীব্বের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। অবশ্য ইতিমধ্যেই সে আসলামকে ছালাব রচিত 'আল-ফাসীহ' নামের পুস্তিকাটি উপহার দিয়েছিল। ওই কিতাবে লিখা ছিল :

هذا كتاب الفصيح - بكل لفظ مليح
وهبته لك طوعًا - كمَا وَهَبْتُكَ رُوْحِيْ .

"এটি আল-ফাসীহ গ্রন্থ। এর প্রত্যেকটি শব্দই কৌতুকপূর্ণ ও মজাদার। আমি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে এটি তোমাকে দান করলাম। যেমন আমার প্রাণ আমি তোমাকে দান করেছি।"

হাসান ইব্ন আহমদ

তিনি হলেন হাসান ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শাজান ইব্ন হারব ইব্ন মাহরান আল-বায্যায। তিনি একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও হাদীসের উস্তাদ ছিলেন। হাদীস গ্রহণ করেছেন বহু লোক হতে। তিনি সত্যবাদী ও আস্থাশীল মুহাদ্দিস ছিলেন। একদিন এক অপরিচিত যুবক তাঁর নিকট আসে। সে বলে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন : তুমি আবূ আলী ইব্ন শাযানের নিকট যাও। তাকে তোমার পক্ষ থেকে সালাম দাও আর আমার পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছাও। যুবক চলে গেল। শায়খ আবূ আলী কেঁদে উঠলেন এবং বললেন : এই মর্যাদা পাবার মত কোন যোগ্যতা ও আমল আমার নেই। তবে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণে যে ধৈর্য অবলম্বন করেছি, আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম যতবার উল্লেখ করা হয়েছে ততবার তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করেছি, তা-ই একমাত্র সম্বল। এই ঘটনার দুই কিংবা তিন মাস পর এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বৎসর। দিয়ার ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাসান ইবন উছমান

এই হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন, তাঁদের একজন হলেন হাসান ইব্ন উছমান ইব্ন আহমদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন সূরাহ। উপনাম আবূ আমর। ইব্ন গালূ নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি একজন ভাল বক্তা ছিলেন। তিনি একাধিক ব্যক্তি হতে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেছেন যে, হাসান ইব্ন উছমান ওয়ায করতেন। তাঁর ভাষা ছিল শুদ্ধ ও

প্রাঞ্জল। দানশীলতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ করতেন। তাঁর একটি কবিতা এই :

دَخَلْتُ عَلَى السُّلْطَانِ فِيْ دَارِ عِزِّهٖ - بِفَقْرٍ وَلَمْ اَجْلِبْ بَخَيْلٍ وَلاَ رِجَلٍ ٠

وَقُلْتُ انْظُرُوْا مَا بَيْنَ فَقْرِيْ وَمُلْكِكُمْ - بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ الْوِلاَيَةِ وَالْعَزْلِ ٠

"আমি রাজ দরবারে গেলাম আমার দারিদ্র্য নিয়ে। আমি কোন অশ্বারোহী বাহিনী ও নেইনি, পদাতিক বাহিনীও নেইনি।

"আমি বললাম : আমার দারিদ্র্য আর তোমাদের রাজ ক্ষমতার কথা ভেবে দেখ। দুটোর মধ্যে ব্যবধান হলো কর্তৃত্বে অধিষ্ঠান, আর কর্তৃত্ব হতে অপসারণের পরিণাম।"

৪২৬ হিজরী সনের সফর মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বৎসর। হারব কবরস্থানে ইব্ন সাম্মাক (র)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

হিজরী চারশ সাতাশ (৪২৭) সাল

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে ইতোপূর্বে ভেঙে যাওয়া ঈসা সেতুর পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হয়। এই সেতু নির্মাণে সরাসরি অর্থায়নের দায়িত্ব পালন করেন শায়খ আবুল হুসায়ন কুদূরী হানাফী। মুহাররম ও পরবর্তী মাসগুলোতে আইয়ারীন সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় তারা হামলা চালায়। তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। এই হিজরী সনে মিসরের শাসক আল-যাহির আবুল হাসান আলী ইব্ন হাকিম আল-ফাতেমীর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৩ বৎসর। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-মুসতানসির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তখন তার বয়স মাত্র সাত বছর। তার নাম হলো মা'আদ এবং উপনাম আবূ তামীম। তাকে সামনে রেখে শাসনকার্যে মূল পরিচালক হয় সেনাপতি আকযাল। তাঁর নাম বদর ইব্ন আবদুল্লাহ্ জামালী। পূর্বতন শাসক আল-যাহির ৪১৮ হিজরী সনে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছিলেন আবুল কাসেম আলী ইব্ন আহমদ জুরজুরাঈকে। তাঁর দু'হাত কনুই পর্যন্ত কাটা ছিল। যাহিরের শাসনকালের শেষ পর্যন্ত আকযাল মন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন। আল-মুসতানসিরের শাসনকালেও তিনি মন্ত্রী পদে বহাল থাকেন। অবশেষে মন্ত্রী পদে কর্মরত অবস্থায় ৪৩৬ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। সরকারি কর্মে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মন্ত্রী আকযাল স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবন পরিচালনা করেন। তাঁর সম্পর্কে ভাল জানাশোনা ছিল 'আশ-শিহাব' গ্রন্থের রচয়িতা কাযী আবূ আবদুল্লাহ্ কুদাই-এর। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই বাক্য উচ্চারণ করা : اَلْحَمْدُ للهِ شُكْرًا لِنِعْمَه "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে নিবেদন করছি। তাঁর নি'মাতের শুকরিয়া স্বরূপ।" কোন এক অপরাধের কারণে শাসক আল-হাশিম তাঁর হাত দুটো কেটে দিয়েছিলেন কনুই পর্যন্ত। এটি ছিল ৪০৪ হিজরী সনের ঘটনা। সেই আল-হাকিম-ই ৪০৯ হিজরী সনে তাঁকে সরকারি কর্মে নিয়োজিত করেন। ৪১১ হিজরী সনের ২৭ শাওয়াল আল-

হাকিমের মৃত্যুর পর জুরজুরাঈ-এর ভাগ্য পরিবর্তন হয়। এক পর্যায়ে ৪১৮ হিজরী সনে তিনি মন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভ করেন। জনৈক কবি তাঁর সমালোচনায় নিম্নের কবিতা রচনা করে :

يَا اَجْمَعَا اسْمَعْ وَقُلْ - وَدَعِ الرَّقَاعَةَ وَالتَّحَامُقَ -

اَاَقَمْتَ نَفْسَكَ فِى الثِّقَا - تِ وَهَبْكَ فِيْمَا قُلْتَ صَادِقُ ·

امِنَ الاَمَانَةِ وَالتُّقى - قُطِعَتْ يَدَاكَ مِنَ الْمَرَافِقِ ·

"ওহে তুমি শোন এবং বল : জোড়াতালির কথা এবং আহমকী-বোকামী ছেড়ে দাও।

"তুমি কি নিজেকে আস্থাশীল ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দলভুক্ত মনে কর? তোমার বক্তব্যে তুমি কি নিজেকে সত্যবাদী মনে কর?

"তাহলে কি আমানতদারী আর পরহেযগারীর কারণে তোমার দু'হাত কাটা হলো কনুই পর্যন্ত?"

৪২৭ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ছা'আলিবী

৪২৭ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ছা'আলিবী নিশাপুরী। তাঁকে ছা'লাবীও বলা হয়। এটি তাঁর উপাধি। তিনি প্রসিদ্ধ তাফসীরকার। 'তাফসীর-ই-কাবীর' তাঁরই গ্রন্থ। নবী (আ)-গণের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-আরায়িস' তাঁর আমর কীর্তি। এছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন এবং বহু হাদীস বর্ণনা করেন। এজন্যে তাঁর কিতাবগুলোতে বহু অপরিচিত ও অপ্রসিদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়। আবদুল গাফির ইব্ন ইসমাঈল ফারসী 'তারিখ-ই-নিশাপুর' গ্রন্থে আহমদ ইব্ন মুহাম্মদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সুনাম করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদের বর্ণনা শুদ্ধ এবং তিনি আস্থাশীল মুহাদ্দিস। ৪২৭ হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন। অন্যরা বলেছেন যে, ৪২৭ হিজরী সনের ২৩ মুহাররম বুধবার তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর সম্পর্কে অনেকেই ভাল স্বপ্ন দেখেছেন। আল্লামা সাম'আনী বলেছেন যে, নিশাপুর স্থানটি একটি জোরজবরে দখলকৃত স্থান ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় সাবূর সেখানে শহর নির্মাণের নির্দেশ দেন।

হিজরী চারশ আটাশ (৪২৮) সাল

এই হিজরী সনে খলীফা আল-কাইম বিল্লাহ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন আবূ তামাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইব্ন আলী যায়নাবীকে। আর তাঁর পিতা আব্বাসীদের নেতৃত্ব এবং নামাযের ইমামতিসহ যেসকল দায়িত্ব পালন করতেন, সেগুলোর দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেন। এই হিজরী সনে জালালুদ্দৌলাহ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিচ্ছেদ ও সম্পর্কচ্যুতি ঘটে।

তারা জালালুদ্দৌলাহ্-এর খুতবা বন্ধ করে দেয় এবং সম্রাট আবূ কালীজারের খুতবাও বন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তীতে আবার খুতবা চালু করে। ইতিমধ্যে আবুল মাআলী ইব্‌ন আবদুর রহীম মন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভ করেন। জালালুদৌল্লাহ্ তাঁর সমর্থনে বহুলোক একত্রিত করে। তাদের মধ্যে বাসাসীরী দাবীস ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মারছাদ, কারওয়াশ ইব্‌ন মাকলাদ প্রমুখ ছিল। সে অনুসারী ও অনুসঙ্গিসহ পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বাগদাদ নগরীতে ঢুকে পড়ে এবং বল প্রয়োগে ওই অংশ দখল করে নেয়। শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি আল-মাওয়ারদীর মাধ্যমে জালালুদ্দৌলাহ ও আবূ কালীজারের মধ্যে সমঝোতা হয়। আবূ মানসূর ইব্‌ন আবূ কালীজার বিয়ে করে জালালুদ্দৌলাহ-এর কন্যাকে। বিয়েতে দেনমোহর ধার্য হয় ৫০ হাজার দীনার। এই সূত্রে উভয়ে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রজা সাধারণের সুখ ফিরে আসে। এই হিজরী সনে 'কুম আল্-সুলহ' শহরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির সাথে মাছ ঝরে পড়ে। মাছের ওযন ছিল এক থেকে দুই রিতল পর্যন্ত। এই হিজরী সনে মিসরের সম্রাট অর্থকড়ি প্রেরণ করে কূফা নদী সংস্কারের জন্যে। অবশ্য খলীফার অনুমতি সাপেক্ষে এটা করার কথা বলে। খলীফা শীর্ষস্থানীয় ফিক্‌হবিদগণকে ডেকে এ বিষয়ে ফতোয়া তলব করেন। তাঁরা ফতোয়ায় বলেন যে, এগুলো হলো মুসলমানদের ফায় বা যুদ্ধবিহীন অর্জিত সম্পদ এবং এগুলো মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। অতঃপর খলীফা এই সম্পদ মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করার অনুমতি দেন। এই হিজরী সনে আইয়ারীনগণ বাগদাদ নগরীতে আক্রমণ চালায় পূর্বদিক থেকে। কারাগারের দরজা খুলে ফেলে এবং কতক বন্দীকে ছিনিয়ে নেয়। এই হামলায় তারা ১৭ জন পুলিশকে হত্যা করে। নগরে ফিত্‌না-ফাসাদ ও বিশৃংখলা বেড়ে যায় উদ্বেগজনক হারে। শাসকদের পরস্পর মতানৈক্য ও দ্বন্দ্বের কারণে এই হিজরী সনে বাগদাদ ও খোরাসান হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪২৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ কুদূরী

৪২৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আছেন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন জা'ফর আবুল হাসান কুদূরী হানাফী বাগদাদী। তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন, কিন্তু হাদীস বর্ণনা করেছেন খুবই কম। খাতীব বলেছেন আমি তাঁর বরাতে হাদীস লিখেছি। আল্লামা কুদূরী (র)-এর ওফাতের বর্ণনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। দারব-ই-খালফ অঞ্চলে তাঁর বাসস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাসান ইব্‌ন শিহাব

তিনি হলেন হাসান ইব্‌ন শিহাব ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী আবূ আলী আকবারী। হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট কবি। ৩৩৫ হিজরী সনে তাঁর জন্ম। তিনি আবূ বকর ইব্‌ন মালিক এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। বারাকানী-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি একজন আস্থাশীল ও বিশ্বাসভাজন মুহাদ্দিস ছিলেন। কিতাবের কপি লিখনের

আয়ে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতো। কথিত আছে যে, প্রতি তিন রাতে তিনি 'দিওয়ান-ই-মুতান্নাফী' কাব্য গ্রন্থ কপি করে শেষ করতেন এবং সেটি দুশো দিরহামে বিক্রি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ত্যাজ্য সম্পত্তির স্থাবর সম্পদ বাদ দিয়ে শুধু নগদ অর্থ-কড়ি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। তার পরিমাণ ছিল এক হাজার দীনার স্বর্ণমুদ্রা। তিনি ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হাম্বলী ফিক্‌হবিদদের জন্য অসীয়াত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওই উদ্দেশ্যে সরকার টাকা ব্যয় করেনি।

লুতফুল্লাহ আহমদ ইব্‌ন ঈসা

তিনি হলেন লুতফুল্লাহ আহমদ ইব্‌ন ঈসা আবুল ফযল হাশেমী। দারব-ই-রায়হান অঞ্চলে তিনি খতীব ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি একজন স্পষ্টভাষী সুবক্তা ছিলেন। শেষ বয়সে খুবই দুঃখকষ্টে তাঁর জীবন কাটে। ইব্‌ন ঈসা ছিলেন স্বভাব কবি। তাৎক্ষণিক গল্প রচনা ও কবিতা আবৃত্তিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ৪২৮ হিজরী সনের সফর মাসে তাঁর ওফাত হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ

৪২৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব আবূ আলী হাশেমী। হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ হাসান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আলী আবুল হাসান আহওয়াযী। আবূ আলী ইস্পাহানী নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তার জন্ম ৩৪৫ হিজরী সনে। এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদ আগমন করেছিলেন। মুহাদ্দিস আবুল হাসান নাঈমী তাঁর সংগ্রহ হতে বেশ কিছু হাদীস আহওয়াযীকে প্রদান করেন। অতঃপর বুরকানী তাঁর নিকট হতে ওই হাদীসগুলোর পাঠ শ্রবণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পায় যে, এই সনদ ও বর্ণনা মিথ্যা। কেউ কেউ তাঁকে মিথ্যার থলি নামে আখ্যায়িত করে। সাত বৎসর তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। অতঃপর জন্মস্থান আহওয়াযে ফিরে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কবি মাহ্‌ইয়ার দায়লামী

৪২৮ হিজরী সনে যাঁদের মৃত্যু হয়, তাদের একজন হলেন কবি মাহ্‌ইয়ার ইব্‌ন মারযাবিয়্যাহ আবুল হুসায়ন। পারসিক লেখক। তিনি দায়লামী নামেও পরিচিত। এক সময় অগ্নি পূজারীদের দলে ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে রাফিযী সম্প্রদায়ের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তাদের মতবাদের পক্ষে তিনি শক্তিশালী কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন। সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সমালোচনা ও এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলো ছিল তার কবিতার উপজীব্য। এই প্রেক্ষাপটে আবুল কাসিম ইব্‌ন বুরহান তাকে বলেছিলেন : "ওহে মাহইয়ার! তুমি তো

জাহান্নামের একপাশ হতে অপরপাশে স্থানান্তরিত হয়েছ। তুমি অগ্নি পূজারী ছিলে। অতঃপর ইসলামে দীক্ষিত হয়ে সাহাবা-ই-কিরাম (রা)-কে গালমন্দ করতে শুরু করেছ।" কারখ অঞ্চলের দারব-ই-রিবাহ্ নামকস্থানে তাঁর বাসস্থান ছিল। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর উচ্চমানের কবিতা সামগ্রীর একটি এই :

أَسْتَنْجِدُ الصَّبْرَ فِيْكُمْ وَهُوَ مَغْلُوْبُ - وَأَسْأَلُ النَّوْمَ عَنْكُمْ وَهُوَ مَسْلُوْبُ .
وَأَبْتَغِيْ عِنْدَكُمْ قَلْبًا سَمَحْتُ بِهِ - وَكَيْفَ يَرْجِعُ شَيْئٍ وَهُوَ مَوْهُوْب -
مَا كُنْتُ أَعْرِفُ مِقْدَارُ حُبِّكُمْ - حَتَّى هَجَرْتُ وَبَعْضُ الْهِجْرِ تَأْدِيْبُ .

"আমি তোমাদের মধ্যে ধৈর্য কামনা করি। বস্তুত ওই ধৈর্য তো পরাজিত। আমি তোমাদের পক্ষ হতে নিদ্রা কামনা করছি, বস্তুত ওই নিদ্রা এখন লুণ্ঠিত, অপহৃত।

"আমি তোমাদের নিকট এমন এক হৃদয়ের সন্ধান করছি, যে হৃদয়ের সাহায্যে আমি নিষ্ঠাবান মানুষে পরিণত হব। যে বস্তু দান করা হয়েছে, তা ফেরত যাবে কেমন করে?

"তোমাদের মহব্বত ও ভালবাসা আমার প্রতি কেমনতর ছিল, তোমাদেরকে ছেড়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি তা বুঝতে পারিনি। কতক বিরহ শিক্ষামূলক বটে।"

কবি মাহইয়ার আরো বলেছেন :

أَجَارَتْنَا بِالْغَوْرِ وَالرَّكْبُ مِنْهُمْ - أَيَعْلَمُ خَالٍ كَيْفَ يَاتَ الْمَتِيْمُ .
رَحِلْتُمْ وَجَمْرُ الْقَلْبِ فِيْنَا وَفِيْكُمْ - سَوَاءُ وَلَكِنْ سَاهِرُوْنَ وَنُوَّمُ .
فَبِنْتُمْ عَنَّا ظَاعِنِيْنَ وَخَلَفُوْا - قُلُوْبًا أَبَتْ أَنْ اعْرِفَ الصَّبْرَ عَنْهُمْ .
وَلَمَّا خَلَى التَّوْدِيْعُ عَمَا حَذَرْته - وَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ نَظْرَةً لِيْ تَغْنَمُ .
بَكَيْتُ عَلَى الْوَادِيْ وَحَرَّمْتُ مَاءَه - وَكَيْفَ بِه مَاءَ وَاَكْثَرُه دَمُ .

"সে (প্রেমিকা) আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল মরু অঞ্চলে। ওদের আরোহী দলও সেখানে ছিল। সুখী ও বিলাসী মানুষ কি জানে, কেমন করে দুঃখীজনের রাত কাটে?

"তোমরা তো যাত্রা করলে, বিদায়ের অন্তর-দহন তোমাদের ভেতরে আর আমাদের ভেতরে সমান সমান। তবুও কেউ কেউ সজাগ, আর কেউ কেউ নিদ্রামগ্ন।

"তোমরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলে, বাহনে চড়ে চলে গেলে। পেছনে রয়ে গেল কতগুলো বেদনা বিধুর অন্তর। যেগুলো ধৈর্য কী, তা বোঝে না।

"বিদায় দেয়া-নেয়ার পালা শেষ হলো। যখন, আর কাঙ্ক্ষিত শেষ দেখাটা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।

"তখন আমি কেঁদেছি পাহাড়ী উপত্যকায় বসে। পানি স্পর্শ হারাম করেছি। আমি পানি পাব কোথায়? সেখানে তো আধিকাংশ রক্ত আর রক্ত।"

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেছেন যে, কবি মাহ্ইয়ারের অধিকাংশ কবিতা যেহেতু উঁচুমানের, সেহেতু এতটুকু উল্লেখ করেই আমরা ক্ষান্ত হলাম। ৪১৮ হিজরী সনের জুমাদাল আখিরাহ মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়।

হিবাতুল্লাহ ইবন হাসান

৪২৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন হাসান আবুল হুসায়ন ওরফে 'আল-হাজিব'। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, দীনদার ও সুসাহিত্যিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কতক উঁচুমানের কবিতা রয়েছে। তার মধ্যে একটি এই :

يَا لَيْلَةً سَلَكَ الزَّمَا - نُ فِيْ طِيْبِهَا كُلَّ مَسْلَكِ ٠
اِذْ تَرْتَقِيْ رُوْحِيَ السُّرُّ - ةُ مُدْرِكًا مَا لَيْسَ يُدْرَكُ ٠
وَالْبَدْرُ قَدْ فَضَحَ الزَّمَا - نَ وَسِرُّهُ فِيْهِ مُهْتَكُ ٠
وَكَاَنَّمَا زَهْرُ النُّجُوْ - مِ بِلَمْعِهَا شُعْلٌ تَحَرَّكَ -
وَالْغَيْبُ اَحْيَانًا يلُوْ - حُ كَاَنَّه ثَوْبٌ مُمْسَكُ ٠
وَكَاَنَ تَجْعِيْدَ الرِّيَا - حِ لَدَجْلَةِ ثَوْبٌ مُفَرَّكُ ٠
وَكَاَنَ نَشْرُ الْمِسْكِ - يَنْفَحُ فِى النَّسِيْمِ اِذَا تَحَرَّكَ ٠
وَكَاَنَّمَا الْمَنْثُوْرُ مُصْفَرُّ - الذُّرى ذَهَبٌ مُسَبَّكُ ٠
وَالنُّوْرُ يَبْسِمُ فِى الرِّيَا - ضِ فَاِنْ نَظَرْتَ اِلَيْهِ سَرَّكَ ٠
شَارَطْتُ نَفْسِيْ اَنْ اَقُوْ - مَ بِحَقِّهَا وَالشَّرْطُ اَمْلَكُ ٠
حَتّٰى تَوَلَّى اللَّيْلُ مُنْ - هَزِمًا وَجَاءَ الصُّبْحُ يَضْحَكُ ٠
وَذَا الْفَتى لَوْ اَنَّه - فِيْ طَيْبِ الْعَيْشِ يُتْرَكُ ٠
وَالدَّهْرُ يَحْسِبُ عُمْرَه - فَاِذَا اَتَاهُ الشَّيْبُ فَذَلَكَ ٠

"ধন্যবাদ রজনীকে। তার সৌরভে সুরভিত হয়ে সময় তার গন্তব্যে এগিয়ে যায়।

"রাত যখন গভীর হতে গভীরতর হয়, তখন আমার আনন্দিত প্রাণ এমন সব বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, যা অন্য সময়ে উপলব্ধি করা যায় না।

"পূর্ণিমার চাঁদ তো সময় ও যুগকে অপদস্থ করে দেয়। যুগের গোপন বিষয়গুলো চাঁদের আলোয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে, গোপনীয়তার আবরণ ছিঁড়ে যায়।

"ঝলমল তারকার সাজানো ফুল গুচ্ছ যেন অগ্নিশিখা, যা দোল খাচ্ছে।

"অদৃশ্য নক্ষত্র মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হয়, চমকে উঠে। দেখতে মনে হয় যেন নকশা খচিত কাপড়।

"দাজলার পানিতে বাতাসের একের পর এক সৃষ্টি করা ঢেউ যেন মোচড়ানো কাপড়।

"মৃদুমন্দ বাতাস যখন তালে তালে প্রবাহিত হয়, তখন তা হতে মৃগনাভি ও মিশকের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে।

"মাঠে ছড়িয়ে থাকা হলুদ পাকা শস্যগুলো যেন পরিশোধিত স্বর্ণখন্ড।

"বাগবাগিচার সাদা ফুলগুলো সদা হাস্যময়। সেদিকে তাকালে আপনি আনন্দিত হবেন, ভাল লাগবে।

"আমি নিজে নিজে শর্ত করে নিয়েছি যে, আমি ওই মোহনীয় রাতের হক আদায় করব, দাবী শোধ করব। বস্তুত শর্ত পূরণ করা তো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

"এক পর্যায়ে রাত বিদায় নিল পরাজিত হয়ে, আর ভোর এলো হেসে হেসে।

"এই তো নিয়ম। কোন যুবককে যদি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছেড়ে দেয়া হয়—

"আর সময়ের বিবর্তন, যুগ পরিক্রমা তার বয়স হিসাব করতে থাকে; অতঃপর যখন বার্ধক্য এসে যায়, সেটিই হয় তার হিসাবের ফলাফল—সমাপ্তি।"

আবূ আলী ইব্ন সীনা

৪২৮ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়, তাঁদের একজন হলেন আবূ আলী হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সীনা। তিনি একজন খ্যাতিমান দার্শনিক এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সমসাময়িক যুগে তিনি এই শাস্ত্রে শীর্ষ ব্যক্তিরূপে গণ্য হতেন। তাঁর পিতা ছিলেন বালখ নগরের অধিবাসী। ইব্ন সীনা বালখ হতে বুখারায় গমন করেন। তিনি শিক্ষাদীক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কুরআন মজীদ অধ্যায়ন করেন এবং কুরআন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তিনি সাধারণ গণিত, বীজ গণিত, অলংকারশাস্ত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ সনাতন ও আধুনিকশাস্ত্রসমূহে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি বিশিষ্ট চিকিৎসক হাকীম আবূ আবদুল্লাহ্ নাতিলীর নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই শাস্ত্রে তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং তাঁর সমসমায়িক চিকিৎসকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। লোকজন চিকিৎসার জন্যে এবং এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্যে দলে দলে তাঁর শরণাপন্ন হতে থাকে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। তিনি জনৈক সামানী সম্রাটের চিকিৎসা করেন। তাঁর নাম ছিল আমীর নূহ ইব্ন নাসর। সম্রাট নূহ এজন্য তাঁকে বিশাল অংকের পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাকে তাঁর লাইব্রেরীর প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ইব্ন সীনা ওই লাইব্রেরীতে এত উচ্চমানের এবং উৎকৃষ্ট বই-পুস্তকের সন্ধান পান, যা অন্যত্র পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন যে, সেখানকার কোন কোন কিতাব তাঁর নিজের রচিত বলে তিনি দাবী করেছিলেন। আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী এবং মানব প্রকৃতি বিষয়েও তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন যে, ছোট বড় মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ হবে প্রায় একশত। আল-কানূন, আশ-শিফা, আন-নাজাহ্, আল-ইশারাত, ঝালামান, ইনসান, হায়্য ইব্ন ইয়াক্যান প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইব্ন খাল্লিকান আরো লিখেছেন যে, আবূ আলী ইব্ন সীনা

একজন অন্যতম ইসলামী দার্শনিক ছিলেন। ইব্‌ন সীনার নিজেকে কেন্দ্র করে রচিত নিম্নের কাসীদাটি ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন :

هَبَطْتُ اِلَيْكَ مِنَ الْمَقَامِ الاَرْفَعِ – وَرَقَاءُ ذَاتُ تَعَزُّزٍ وَّتَمَنُّعٍ ·

مَحْجُوْبَةً عَنْ كُلِّ مُقْلَةِ عَارِفٍ – وَهِيَ الَّتِيْ سَفَرَتْ وَلَمْ تَتَبَرْقَعْ –

وَصَلَتْ عَلَى كُرْهٍ اِلَيْكَ وَرُبَّمَا – كَرِهْتُ فِرَاقَكَ وَهِيَ ذَاتُ تَفَجُّعٍ ·

"আমি তোমার নিকট নেমে এসেছি উচ্চতম স্থান হতে। ওখানে আরোহণ করাটা বড় সম্মান ও মর্যাদার বিষয় বটে।

"আমি এসেছি সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে। এখন তো ওই গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গিয়েছে, লুকানো থাকেনি।

"অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমি তোমার নিকট এসে পৌঁছেছি। তোমার বিচ্ছেদ আমার নিকট অপছন্দনীয়। এটি বেদনাদায়ক।"

বস্তুত এটি ইব্‌ন সীনার একটি দীর্ঘ কাসীদা।

তাঁর অন্যান্য কবিতার মধ্যে একটি পঙক্তি এই :

اِجْعَلْ غِذَاءَكَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً – وَاحْذَرْ طَعَامًا قَبْلَ هَضْمِ طَعَامٍ –

وَاحْفَظْ مَنِيَّكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَاِنَّهُ – مَاءُ الْحَيَاةِ يُرَاقُ فِى الاَرْحَامِ ·

"তুমি দিনে একবেলা খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোল এবং এক খাবার হজম হবার পূর্বে অন্য খাবার গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখ, সতর্ক থেক।

"যথাসাধ্য তুমি তোমার বীর্য সংরক্ষণ করবে, কারণ এটি হলো জীবন-পানি। এটি শুধু জরায়ুতেই প্রবাহিত করা হয়"।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৪২৮ হিজরী সনের রমযান মাসে এক জুমুআর দিনে হামাদান নগরীর কুলিঞ্জ জনপদ, মতান্তরে ইস্পাহানে আবূ আলী ইব্‌ন সীনার ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি যে, ইমাম গাযালী (র) 'আকাসিদুল ফালাসিফাহ' গ্রন্থে ইব্‌ন সীনার বক্তব্যগুলো সংকলিত করেছেন এবং 'তাহাফুতুল ফালাসিফাহ' গ্রন্থে ২০টি অধ্যায়ে সেগুলোর রদ করেছেন এবং সঠিক নয় বলে প্রমাণ করেছেন। এসব বক্তব্যের তিনটি কুফরীযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। সেগুলো হলো—জগতের অনাদি হওয়া, শারীরিক পুনরুত্থান না হওয়া এবং আল্লাহ্‌র তা'আলা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত নন বলে বক্তব্য দেয়া। অবশিষ্ট বক্তব্যগুলো বিদ'আতযোগ্য বলে ইমাম গাযালী (র) মন্তব্য করেছেন। কথিত আছে যে, মৃত্যুর সময় ইব্‌ন সীনা তাওবা করেছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী চারশ উনত্রিশ (৪২৯) সাল

এই হিজরী সনে সালজূকি শাসনের সূচনা হয়। রুকনুদ্দৌলাহ আবূ তালিব তুগ্রিল বেগ মুহাম্মদ ইব্ন মীকাঈল ইব্ন সালজূক এই হিজরী সনে নিশাপুরের শাসন ক্ষমতা দখল করেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর ভাই দাঊদকে পাঠান খোরাসানে। তিনি খোরাসান জয় করেন। আর সম্রাট মাসঊদ ইব্ন মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীনের নিযুক্ত গভর্নরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই হিজরী সনে মিসরীয় সৈন্যগণ হালবের শাসনকর্তা শিবলুদ্দৌলাহ নাসর ইব্ন সালিহ ইব্ন মিরদাসকে হত্যা করে হালব ও তার সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো দখল করে নেয়। এই হিজরী সনে সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ খলীফার নিকট আবেদন জানান তাকে মালিকুদ্দৌলাহ্ উপাধি ধারণের অনুমতিদানের জন্যে। প্রথমে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর শেষ পর্যন্ত খলীফা তা অনুমোদন করেন। এই হিজরী সনে খলীফা দেশের বিচারক, ফকীহ, আইনবিদদেরকে ডাকান এবং খ্রিস্টান যাজক ও ইয়াহূদীদের পাদ্রীদেরকে উপস্থিত করে তাদের পেশাগত প্রতীক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেন। এই হিজরী সনে রমযান মাসে সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্ নিজের জন্যে 'শাহান শাহ্-ই-আযম মালিকুল মুলূক' উপাধি ধারণের ঘোষণা দেন। এই নামে মিম্বরে মিম্বরে তাঁর জন্যে খুতবা দেয়া শুরু হয়। এতে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা খতীবদের প্রতি ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এ কারণে দেশে এক ভয়ানক গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। জনসাধারণ এই উপাধির বৈধতা সম্বন্ধে বিচারক ও মুফতীদের নিকট ফতোয়া চায়। আবূ আবদুল্লাহ সীমাবী ফতোয়া দিয়ে বলেন যে, এ জাতীয় উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে মালিক বা বাদশাহরূপে আখ্যায়িত করেছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ("আল্লাহ তোমাদের জন্যে তালূতকে বাদশাহরূপে প্রেরণ করেছেন" ২ : ২৪৭)। তিনি আরো বলেছেন : وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ ("ওদের পেছনে জনৈক জালিম বাদশাহ রয়েছে" ১৭ : ৭৯)। বস্তুত দুনিয়াতে একাধিক বাদশাহ্ ও রাজা থাকলে তাদের একজনকে অন্যের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া বৈধ হয় বটে এবং কাউকে মালিকুল মুলূক ও বাদশাহ্-এর বাদশাহ্ উপাধি দেয়া যায়। এতে স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে সমতা খোঁজার অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে কাযী আবূ তাইয়েব তাবারী লিখেছেন যে, 'মালিকুল মুলূক' শব্দ ব্যবহার করা জায়িয। এর অর্থ হবে দুনিয়াতে থাকা বাদশাহদের বাদশাহ, রাজাদের রাজা। তবে শব্দে যদি জাগতিক বাদশাহ বুঝানোর মত কোন ইঙ্গিত থাকে, তাহলে সন্দেহ পুরোপুরিই দূর হয়ে যায়। যেমন এমনটি বলা : اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ الْمَلِكَ "হে আল্লাহ্! রাজাকে শুধরিয়ে দিন।" এতে বাক্যটি সৃষ্টিকুলের সাথে ব্যবহৃত বলে সহজে বুঝা যায়, তামীমী হাম্বলীও অনুরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। 'আল-হাবী আল-কাবীর' গ্রন্থের রচয়িতা আল-মাওয়ারদী হতেও অনুরূপ মন্তব্য এসেছে বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল জাওযী এবং 'আদাবুল

মুফতী' গ্রন্থে শায়খ আবুল মানসূরের উদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রসিদ্ধ যে, তিনি এখন উপাধি ব্যবহারে বৈধতা দেননি এবং এটি বৈধ নয় মন্তব্যে অবিচল ছিলেন। সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্‌র সাথে তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্যাপক উঠাবসা ও যাতায়াত ছিল। তাঁর নিকট আল-মাওয়ারদীর ভাল কদর ছিল। তবুও তিনি সম্রাটের এই উপাধি ধারণের বৈধতা দেননি। যার ফলে তিনি সম্রাটের দরবার বয়কট করেন। অবশেষে এক ঈদের দিন সম্রাট তাঁকে দরবারে যাওয়ার জন্যে বিশেষ আমন্ত্রণ পাঠান। আল-মাওয়ারদী অপ্রীতিকর কোন আচরণের মুখোমুখি হবার আশংকা নিয়ে দরবারে উপস্থিত হন। সম্রাটের মুখোমুখি হবার পর সম্রাট বললেন : আমি বুঝেছি যে, অন্যান্য উলামা-ই-কিরাম যার বৈধতা দিয়েছে, আমার সাথে আপনার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব সত্ত্বেও আপনি সেটির বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন আপনার দীন ও সত্য অনুসরণের কারণে। আমি জানি সত্যের অনুসরণ আপনার নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সবকিছুর উপরে। বস্তুত আপনি যদি কাউকে ছাড় দিতেন, তবে নিশ্চয়ই আমাকেই ছাড় দিতেন। সত্য অনুসরণে আপনার আপোসহীনতা আমার সাথে আপনার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে; আপনার মর্যাদা আরো উন্নত করে দিয়েছে।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, এর বৈধতার বিরুদ্ধে একাধিক সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো আল্লামা মাওয়ারদীকে ওই উপাধির বিরোধিতায় উৎসাহিত করেছিল। ইমাম আহমদ (র) বলেছেন : সুফিয়ান ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : اَخْنَعُ اسْمٍ عَنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تُسَمَّى بِمَلِكِ الاَمْلاَكِ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হবে কোন ব্যক্তিকে 'মালিকুল আমলাক' নামে নাম রাখা।" যুহরী বলেন : আমি আবূ আমর শায়বানীকে নিকৃষ্ট নামের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বললেন : তুচ্ছতম নাম, হীনতম নাম। ইমাম বুখারী (র) এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। আলী ইব্‌ন মাদিনী সূত্রে ইব্‌ন উয়ায়না (র) হতে। ইমাম মুসলিম (র) এটি উদ্ধৃত করেছেন হাম্মাম সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বরেছেন : اَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَخْبَثُه رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكُ الاَمْلاَكِ - لاَ مَلِكَ الاَّ اللّٰهُ عز و جل "কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক রোষ ও ক্রোধে পড়বে, ঘৃণ্যরূপে সাব্যস্ত হবে সেই ব্যক্তি, যে 'মালিকুল আমলাক' নামধারী ছিল। বস্তুত আল্লাহ ব্যতীত কেউ-ই মালিক ও প্রভু নয়।" ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَى مَنْ قَتَلَه نَبِىٌّ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَى رَجُلٍ تُسَمَّى بِمَلِكِ الاَمْلاَكِ - لاَ مَلِكَ اِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

"আল্লাহ্‌র কঠিন রোষে পড়বে সেই ব্যক্তি, যাকে কোন নবী নিজহাতে হত্যা করেছেন। আর আল্লাহ্‌র কঠিন রোষ পড়বে সেই ব্যক্তির উপর, যে 'মালিকুল আমলাক' নাম ধারণ করেছে। বস্তুত আল্লাহ ব্যতীত কোন মালিক ও প্রভু নেই।"

৪২৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আল-ছা'আলিবী

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন 'ইয়াতীমাতুদ দাহ্‌র' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা আবূ মানসূর আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ছা'আলিবী নিশাপুরী। তিনি একাধারে ভাষাবিদ, ইতিহাসবেত্তা এবং শীর্ষস্থানীয় সমাজ বিজ্ঞানী ছিলেন। কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষা ও অলংকারশাস্ত্রে তাঁর বহু মূল্যবান ও উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ও বড় গ্রন্থ হল 'ইয়াতীমাতুদ দাহ্‌র ফী মাহাসিনি আহ্‌লিল আসর' কাব্য গ্রন্থ। তাঁর এই গ্রন্থ সম্পর্কে জনৈক কবি এভাবে মন্তব্য করেছেন :

أَبْيَاتُ أَشْعَارِ الْيَتِيْمَةِ - أَبْكَارُ أَفْكَارٍ قَدِيْمَةٍ ‧

مَاتُوْا وَعَاشَتْ بَعْدَهُمْ - فَلِذَاكَ سُمِّيَتِ الْيَتِيْمَةُ ‧

"ইয়াতীমাতুদ দাহ্‌র কবিতার পঙক্তিগুলো হলো প্রাচীন চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার আধুনিক উপস্থাপন।"

"সে যুগের লোকজন ও জ্ঞানী-গুণীজন মৃত্যুবরণ করেছেন। ওই কবিতা ও পঙক্তিগুলোর মাধ্যমে ওই ধ্যান-ধারণা ও সমাজ-সংস্কৃতির কথা জীবিত রয়েছে। এজন্যে এগুলো ইয়াতীম নামে আখ্যায়িত হয়েছে।"

তাঁকে ছা'আলিবী নামে ডাকা হতো এজন্যে যে, তিনি ছিলেন সেলাইকর্মী। শেয়ালের চামড়া সেলাই করতেন। তাঁর বহু মজাদার, শ্রুতিমধুর, আকর্ষণীয় কবিতা রয়েছে। ৩৫০ হিজরী সনে তাঁর জন্ম এবং ৪২৯ হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

প্রফেসর আবূ মানসূর

তিনি হলেন আবদুল কাহির ইব্‌ন তাহির ইব্‌ন মুহাম্মদ বাগদাদী। শাফিঈ মাযহাব অনুসারী ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞ। মৌল ও শাখাগত মাসআলাসমূহের ইমাম, জ্ঞানরাজ্যের একাধিক শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। গণিত ও উত্তরাধিকারিত্ব শাস্ত্র তার অন্যতম। ব্যক্তি জীবনে তিনি খুব ধনাঢ্য ও বিত্তশালী লোক ছিলেন। তাঁর সকল সহায়-সম্পদ তিনি জ্ঞানী-গুণীদের জন্যে ব্যয় করে গিয়েছেন। জ্ঞানের ১৭টি শাখায় তথা ১৭টি শাস্ত্রে তিনি দরস দিয়েছেন এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিক্ষাবিদ আবূ ইসহাক ইসফিরাইনীর সাহচর্যে তিনি সময় কাটাতেন। নাসির মারূযী ও অন্যান্যরা তাঁর নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করে।

হিজরী চারশ ত্রিশ (৪৩০) সাল

এই হিজরী সনে সম্রাট মাসঊদ ইব্‌ন মাহমূদ এবং সম্রাট তুঘ্রিল বেগ সেলজূকের মাঝে যুদ্ধ হয়। তুঘ্রিলের সাথে ছিল তাঁর ভাই দাঊদ। এই যুদ্ধ হয় শাবান মাসে। সম্রাট মাসঊদ ওদের দু'জনকে পরাজিত করেন এবং ওদের অনেক সৈন্য হত্যা করেন। এই হিজরী সনে

শাবীব ইব্‌ন রাইয়ান হিরান ও রাহবাহ্ অঞ্চলে ফাতিমী উবায়দী খুতবা বাদ দিয়ে খলীফা কাইম আব্বাসীর নামে খুতবা দেয়া শুরু করে। এই হিজরী সনে জালালুদ্দৌলাহ্-এর পুত্র আবূ মানসূরের নামে মালিকুল আযীয উপাধিসহকারে খুতবা প্রদানের রেওয়াজ চালু হয়। তিনি তখন ওয়াসিতে অবস্থান করছিলেন। এই আযীয হলেন বাগদাদে বুআইয়াহ গোত্রের শেষ সম্রাট। মহান আল্লাহ্ ওদেরকে সাম্রাজ্য দান করেছিলেন, রাজা বানিয়েছিলেন। তারা যখন সত্যদ্রোহিতায় লিপ্ত হলো, দম্ভ প্রকাশ করলো এবং 'মালিকুল আমলাক' উপাধি ধারণের ধৃষ্টতা দেখাল, তখন আল্লাহ্ তাদের নিকট হতে এই নি'মাত ছিনিয়ে নিলেন এবং ওই রাজত্ব অন্যকে দিয়ে দিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ "মহান আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে" (১৩ : ১১)। এই হিজরী সনে খলীফা কাযী আবূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাকূলাকে সম্মানজনক উপহারে ভূষিত করেন। এই হিজরী সনে বাগদাদে তুষারপাত হয় প্রচন্ডভাবে। এক বিঘত পুরো হয়ে ওঠে বরফে। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেছেন যে, এই হিজরী সনের জুমাদাল আখিরাহ মাসে বনূ সেলজূক খোরাসান ও জাবাল অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। ওই এলাকাকে তারা বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে। এই সম্রাট-ই হলো প্রথম সেলজূক সম্রাট। এই হিজরী সনে ইরাক ও খোরাসান হতে কেউই হজ্জে যায়নি। মিসর ও সিরিয়া হতে যায় খুব কম সংখ্যক।

৪৩০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

হাফিয আবূ নাঈম ইস্পাহানী

তিনি হলেন আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মাহরান, আবূ নাঈম ইস্পাহানী। খ্যাতিমান হাফিয-ই-হাদীস। জনকল্যাণমূলক বহু দীনী গ্রন্থের রচয়িতা। তার একটি হলো বহু খন্ডে রচিত 'হিলয়াতুল আউলিয়া'। এইসব গ্রন্থ প্রমাণ করে যে, তিনি ব্যাপক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর শায়খের সংখ্যাও বহু। এগুলো হাদীসের উৎস সম্পর্কে ব্যাপক অবগতি এবং হাদীসের প্রকারভেদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। 'মু'জাম-আল-সাহাবাহ' নামেও তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর স্বহস্তে লিখিত ওই কিতাব আমার (গ্রন্থকারের) নিকট মজুদ আছে। সিফাতুল জান্নাত, দালাইলুন নুবূওয়াত, আল তিব্‌বুন নববী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা খাতীব বাগদাদী বলেছেন যে, হাফিয আবূ নাঈম তাঁর সরাসরি শোনা হাদীস আর বর্ণনার অনুমতিপ্রাপ্ত হাদীস উভয় প্রকার হাদীসকে মিশ্রিত করে ফেলতেন। কোন্‌টি শোনা, কোন্‌টি অনুমতিপ্রাপ্ত স্পষ্ট করতেন না।

আবদুল আযীয নাখশাবী বলেছেন যে, আবূ নাঈম শায়খ হারিছ ইব্‌ন আবূ উসামার মুসনাদ গ্রন্থটি আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লাদ হতে পুরোপুরি শোনেন নি। কিন্তু পুরোটাই বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী বলেছেন যে, হাফিয আবূ নাঈম শুনেছেনও অনেক, লিখেছেনও অনেক। আকীদা ও বিশ্বাসে তিনি আশ'আরী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ৪৩০ হিজরী

সনের ২৮ মুহাররম ৯৪ বছর বয়সে হাফিয আবূ নাঈম ইস্পাহানী ইনতিকাল করেন। ইব্ন খাল্লিকানের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জন্ম হয়েছিল ৩৩৬ হিজরী সনে। ইব্ন খাল্লিকান এও বলেছেন যে, 'ইস্পাহানের ইতিহাস' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। আবূ নাঈম তাঁর পিতার জীবনী বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতা মাহরান অন্য ধর্ম হতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ইস্পাহান হলো ফারসী শব্দ। এর ফারসী অর্থ হলো শাহান, অর্থাৎ সামরিক ছাউনি বা সেনানিবাস। সম্রাট ইস্কান্দর এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন।

হাসান ইব্ন হাফস

তিনি হলেন আবুল ফাতূহ আলাভী, মক্কার আমীর হাসান ইব্ন হুসায়ন, আবূ আলী বারজামী। দু'বছর তিনি সম্রাট শরফুদ্দৌলাহর মন্ত্রী ছিলেন। পরে অপসারিত হন। সমসাময়িক যুগে তিনি খুবই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াসিত নগরীস্থ হাসপাতাল তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে নিয়মিত পানি সরবরাহ, চিকিৎসক, ঔষধপ্রাপ্তির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই হাসপাতালের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ওয়াক্ফ করে দেন। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ৪৩০ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন।

হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান

৪৩০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ আল-মুআদ্দিব। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ খাল্লাল। শায়খ ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাশমীহানী-এর নিকট তিনি সহীহ বুখারীর দরস গ্রহণে করেন। তিনি অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। এই হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসে তাঁর ওফাত হয়। বাব-ই-হারব-এ তাঁকে দাফন করা হয়।

আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বিশর ইব্ন মাহরান। উপনাম আবুল কাসিম। তিনি একজন খ্যাতিমান ওয়ায়েয ও নসীহতকারী ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন নাজ্জাদ, দালাজ ইব্ন আহমদ, আজিরী ও অন্যান্য শায়খ হতে। তিনি একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। এক সময়ে তিনি ক্ষমতাসীন শাসকদের দরবারে যেতেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্র ভয় ও পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি নির্মোহ হয়ে তিনি তা বর্জন করেন। ৪৩০ হিজরী সনের রাবীউল আখির মাসে তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসরের বেশি। আল-রাসাফা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

বহুলোক তাঁর জানাযায় অংশ নেয়। আবূ তালিব আল-মক্কী-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি এ বিষয়ে অসীয়ত করে গিয়াছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন খাল্ফ

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন খালফ ইব্ন ফাররা। কাযী আবূ হাযিম এবং আবূ ইয়ালা হাম্বলী নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। শায়খ দারা কুতনী এবং ইব্ন শাহীনের নিকট হতে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। খতীব বাগদাদী (র) বলেছেন যে, তাঁর নিকট হতে হাদীস গ্রহণে কোন আপত্তি নেই। তাঁর কিছু মৌলিক বর্ণনা আমি দেখেছি। ওগুলো তিনি সরাসরি শায়খ থেকে শুনছেন, তার দলীলও আমি দেখেছি। এরপর আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, মিসরে গিয়ে তিনি শোনা-অশোনা সকল হাদীস মিশিয়ে ফেলেন। কাগজ বিক্রেতা হতে কতক পুস্তিকা ক্রয় করে সেগুলো থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুতাযিলা মতবাদের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। মিসরের টেনিস নগরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ

৪৩০ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়, তাঁদের একজন হলেন সূফী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আবূ বকর দীনূরী। তাঁর জীবন-রীতি ছিল প্রশংসাযোগ্য। ইবনুল কাযভীনী তাঁর খুব সুনাম করতেন। বাগদাদ অধিপতি সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্ তাঁর সাক্ষাতের জন্যে আসতেন। একদিন তিনি সম্রাটকে অনুরোধ করেছিলেন লবণ ক্ষেত্র জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দিতে। সেটির মূল্য ছিল প্রায় দু হাজার দীনার। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে সম্রাট তা উন্মুক্ত করে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাগদাদের অধিবাসীগণ তাঁর জানাযায় শরীক হয়। একধিকবার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বাব-ই-হরব বা যুদ্ধ ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়।

ফযল ইব্ন মনসূর

তিনি হলেন ফযল ইব্ন মনসূর আবূ রেযা ওরকে ইব্ন যারীফ। তিনি একজন মেধাসম্পন্ন বুদ্ধিমান কবি ছিলেন। নিম্নের কবিতাটি তাঁর :

يَا قَالَةِ الشِّعْرِ قَدْ نَصَحْتُ لَكُمْ - وَلَسْتُ اَدْهِي اِلاَّ مِنَ النُّصْحِ ٠
قَدْ ذَهَبَ الدَّهْرُ بِالْكِرَامِ - وَفِيْ ذَاكَ أُمُوْرٌ طَوِيْلَةُ الشَّرْحِ ٠
اَتَطْلُبُوْنَ النَّوَالَ مِنْ رَجُلٍ - قَدْ طُبِعَتْ نَفْسُه عَلَى الشُّحِ ٠
وَاَنْتُمْ تَمْدَحُوْنَ بِالْحُسْنِ وَالظَّرْفِ - وُجُوْهًا فِيْ غَايَةِ الْقُبْحِ -
مِنْ اَجْلِ ذَا تَحْرُمُوْنَ رِزْقَكُمْ - لاَنَّكُمْ تَكْذِبُوْنَ فِي الْمَدْحِ ٠
صُوْنُوْا الْقَوَافِيَ فَمَا اَرى - اَحَداً يَغْتَرُّ فِيْه بِالنُّجْحِ ٠
فَاِنْ شَكَكْتُمْ فِيْمَا اَقُوْلُ لَكُمْ - دكَذِّبُوْنِيْ بِوَاحِدٍ سَمْحٍ ٠

"ওহে কবি সমাজ—কবিতা সাধকগণ! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, শোন। উপদেশ ছাড়া অন্য কিছুকে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনা।

"যুগ পরিক্রমা তুলে নিয়ে গিয়েছে দানশীল সম্মানিত মানুষদেরকে। এর মধ্যে এমন সব রহস্য রয়েছে, যা দীর্ঘ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

"তোমরা এমন লোকের নিকট বখশীশ ও পুরস্কার চাও, যার আত্মায় কার্পণ্য মিশে আছে।

"তোমরা তো এমন কতক ব্যক্তিকে সুন্দর, চালাক ও বুদ্ধিমান বলে প্রশংসা করে থাক যাদের চোহারা কুৎসিত, কদাকার ও শ্রীহীন, ভীষণভাবে দৃষ্টিকটু।

"এজন্যে তোমরা রিযক হতে মাহরূম ও জীবিকা হতে বঞ্চিত হয়ে থাক। কারণ প্রশংসা বর্ণনায় তোমরা মিথ্যাচার করে থাক।

"তোমরা তোমাদের ছন্দ ও কবিতাকে মিথ্যাচার ও অপব্যবহার হতে রক্ষা করবে। যদি তা করতে পার, তবে সবাই সফলকাম হবে। সেক্ষেত্রে কেউ প্রত্যারিত হবে, তেমনটি আমি মনে করি না।

"আমি যা বলেছি, তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তাহলে একক ও শালীন কবিতার মাধ্যমে আমাকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করো।"

হিবাতুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন জা'ফর

তিনি হলেন হিবাতুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন জা'ফর আবুল কাসিম ইব্ন মাকূলা; তিনি একাধিবার সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্-এর অধীনে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কুরআন মজীদের হাফিয ছিলেন। কাব্য ও কবিতা সম্পর্কে একজন সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাসশাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল। ৪৩০ হিজরী সনের জুমাদাল আখিরাহ মাসে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

আবূ যায়দ দাবূসী

তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন ঈসা। তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতিভাধর ফকীহ ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের উল্টো মতের সূত্রের তিনিই আবিষ্কারক এবং তিনিই সেটির প্রকাশক। এটা বলেছেন ইব্ন খাল্লিকান। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন কিংবদন্তি প্রবাদ পুরুষ। দাবূস হলো বুখারার একটি গ্রাম। ইব্ন খাল্লিকান আরো বলেছেন যে, 'আল- আসরার ওয়াত তাকভীম লিল আদিল্লাহ্' নামে আবূ যায়দ দাবূসীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। তিনি আরো বহু গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেন। কথিত আছে যে, ফকীহ আবূ যায়দ একবার অন্য এক ফকীহ্ ব্যক্তির সাথে বাহাসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আবূ যায়দ তাঁর প্রতিপক্ষকে যতবারই দলীল-প্রমাণে কাবু করছিলেন, ততবারই সে শুধু হাসছিল, কোন সদুত্তর দিচ্ছিল না, তখন আবূ যায়দ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন :

مَالِيْ اِذَا اَلْزَمْتُهُ حُجَّةً – قَابَلَنِيْ بِالضَّحْكِ وَالْقَهْقَهَهْ .

اِنْ ضَحْكُ الْمَرْءِ مِنْ فِقْهِهِ – فَالدَّبُّ بِالصَّحْرَاءِ مَا اَفْقَهُهُ –

"হায়, এ কি হচ্ছে! আমি যতবারই তাকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা আক্রমণ করছি, সে শুধু মুচকি হাসি ও খিলখিল হাসি দ্বারা তার মুকাবিলা করছে।

"মানুষের হাসি-ই যদি তার জ্ঞান-প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ হয়, তাহলে মাঠে-ময়দানে চরে বেড়ানো জীব-জন্তু সবচেয়ে বড় সমঝদার ও প্রতিভাবান বটে।"

আল-হূফী

৪৩০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন 'ইরাবুল কুরআন' গ্রন্থের রচয়িতা প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবুল হাসান আলী ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন ইউসুফ আল-হূফী। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁর একটি বড় আকারের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। ১০ খন্ডে সমাপ্ত 'ইরাবুল কুরআন' গ্রন্থ রচনা তাঁর অমর কীর্তি। তাফসীরশাস্ত্রেও তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। আরবী ভাষা-সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। জনগণ তা হতে উপকৃত হচ্ছে। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন : মিসরের একটি শহরতলীর নাম শারকিয়্যাহ। সেটি বিলবীস মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। ওই অঞ্চলের লোকজন হুফ (حوف) নামে পরিচিত। এর একবচন হূফী। উপরোল্লেখিত শারকিয়্যাহ শহরতলীর এটি একটি ছোট জনপদ।

হিজরী চারশ একত্রিশ (৪৩১) সাল

এই হিজরী সনে দজলা নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে ফুঁসে উঠে। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে দজলা সেতু এবং তথায় অবস্থানকারী লোকজন সবকিছু ভাসিয়ে শহরের নিম্নাঞ্চলে নিয়ে যায়। অবশ্য তারা প্রাণে বেঁচে যায়। এই হিজরী সনে সেনাবাহিনী এবং সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্-এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। দু'পক্ষেই বহুলোক নিহত হয়। চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় দেশে। যার বিবরণ অনেক দীর্ঘ। বহু ঘরবাড়ি লুট করা হয়। সম্রাটের প্রতি তাদের মনে সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও ছিলনা। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। জনজীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। এই হিজরী সনে সম্রাট আবূ তাহির হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাযার যিয়ারত করেন এবং কিছু পথ খালিপায়ে অতিক্রম করেন। এই হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জে গমন করেনি। এই হিজরী সনে সম্রাট আবূ কালীজার তাঁর মন্ত্রী 'আদিল'কে পাঠান বসরা অভিমুখে। মন্ত্রী সম্রাটের পক্ষে বসরা দখল করে নেন।

৪৩১ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় :

ইসমাঈল ইব্ন আহমদ

তিনি হলেন ইসমাঈল ইব্ন আহমদ ইবন আবদুল্লাহ আবূ আবদুর রহমান দারীর খিয়ারী, তিনি ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী। মেধাবী, বুদ্ধিমান, অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, আস্থাশীল ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। হজ্জে গমন উপলক্ষে ৪২৩ হিজরী সনে তিনি বাগদাদ আগমন

করেছিলেন। আল-খাতীব আল-বাগদাদী এই সময়ে তিন মজলিসে পুরো সহীহ্ বুখারী তাঁর নিকট পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এই পাঠ ছিল আবুল হায়ছাম কাশমীহানী সূত্রে ফিরয়াবরীর মাধ্যমে ইমাম বুখারী হতে। ৪৩১ হিজরী সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৯০ বৎসর অতিক্রম করেছিল।

বুশরা আল-ফাতিনী

তিনি হলেন বুশরা ইব্ন মাসীস। রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জয় হবার পর তিনি বন্দী হয়ে মুসলমানদের অধীনস্থ হন। বনূ হামদানের সেনাপতিগণ তাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করে ফাতিনের নিকট। বুশরা অনুগত ক্রীতদাস ছিলেন। ফাতিন তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলেন। বুশরা হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন একাধিক মুহাদ্দিস হতে। খতীব বাগদাদী তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। খাতীব মন্তব্য করেছেন যে, বুশরা একজন সত্যবাদী, সৎকর্মশীল, দীনদার মানুষ ছিলেন। ৪৩১ হিজরী সনের ঈদুল ফিতরের দিন তাঁর ইনতিকাল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দয়া করুন।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন ইয়াকূব ইবন মারওয়ান আবুল আলা আল-ওয়াসেতী। ফাম-আল-সুলহ অঞ্চল হলো তাঁর জন্মস্থান। তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন, কুরআন মজীদের বিভিন্ন কিরআত ও পাঠরীতির দীক্ষা নেন এবং সেগুলো বর্ণনা করেন। অবশ্য তাঁর হাদীস বর্ণনা ও কিরআত বিষয়ক রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ৮০ বছরেরও বেশি বয়সে ৪৩১ হিজরী সনের জুমাদাল আখিরাহ্ মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়।

হিজরী চারশ বত্রিশ (৪৩২) সাল

এই হিজরী সনে সেলজূকীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় ব্যাপকভাবে। তাদের নেতা ও রাজা তুগ্রিল বেগ এবং তাঁর ভাই দাউদের মর্যাদা বেড়ে যায় বহুগুণে। তুগ্রিল বেগ এবং দাঊদ বেগ তারা দুজন হল মীকাঈলের পুত্র। সেলজূক ইব্ন বুগলাক তাদের দাদা। প্রাচীন তুর্কী সম্রাট যে সকল শায়খ ও গুণীজনের শলা-পরামর্শ গ্রহণ করতেন, বুগলাক তাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর পুত্র সেলজূক সুঠামদেহী, সাহসী হয়ে বড় হচ্ছিল। পিতা বুগলাক পুত্র সেলজূককে সম্রাটের সমীপে পেশ করেন। সম্রাট তাকে শাবাসী উপাধি দিয়ে সেনাপ্রধানের পদে নিয়োগ দেন। সৈনিকগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। জনগণ তা মেনে নেয়। পর্যায়ক্রমে তাঁর ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা এত বেড়ে যায় যে, সম্রাট নিজেই তাকে ভয় করতে থাকেন এবং তাকে হত্যার সংকল্প করেন। ঘটনা বুঝতে পেরে সেনাপতি সেলজূক ওই দেশ ছেড়ে মুসলিম দেশে

পালিয়ে যান। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতে তার ইযযত ও সম্মান আরো বৃদ্ধি পায়। অতঃপর ১০৭ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে সেনাপতি সেলজূক তিন ছেলে রেখে যান। আরসালান, মীকাঈল এবং মূসা। মাকাঈল নিজেকে কাফির তুর্কী সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত করেন। এক পর্যায়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর ছিল দুই পুত্র। তুঘ্রিল বেগ মুহাম্মদ, আর জা'ফর বেগ দাঊদ। চাচাত ভাইদের চেয়ে এদের দু'জনের শক্তি ও সাহস বেশি ছিল। ফলে তুর্কী মুমিন মুসলিম সম্প্রদায় তাদের দু'জনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। এরা হল ইয়ামানের তুর্কিগণ। তারা তুর্কম্যান নামে পরিচিত। এরা সেলজূক বংশোদ্ভূত। উপরোক্ত সেলজূক তাদের পিতামহ সম্রাট মাহমূদ ইব্‌ন সাবুক্তগীনের মৃত্যুর পর সেলজুকগণ খোরাসান রাজ্য পুরোটাই দখল করে নেয়। জীবদ্দশায় সুলতান মাহমূদ নিজে তাদেরকে কিছুটা ভয় করতেন। মাহমূদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান মাসঊদ একাধিকবার সেলজূকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। উভয় পক্ষে বহুবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বেশির ভাগ যুদ্ধে সেলজূকগণ জয়ী হয়। এক পর্যায়ে পুরো খোরাসান রাজ্য তারা জয় করে নেয়। এরপর সুলতান মাসঊদ বহু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু এ যাত্রায় তিনি পরাজিত হন। দাঊদ সেলজূকী তাঁকে বারবার আক্রমণে অতীষ্ঠ করে তোলেন। শেষ পর্যন্ত মাসঊদ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেন। তখন দাঊদ সেলজুকি তাঁর রেখে যাওয়া রসদ-পত্র ও তাঁবু-ছাউনী করায়ত্ব করেন। তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করেন। যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ নিজের সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করেন। তাঁর সৈন্যগণ তিনদিন পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়েই ছিল, নামেনি। শত্রুর পাল্টা আক্রমণের আশংকায় তারা এমনটি করেছে। এভাবেই তাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়; উদ্দেশ্য সফল হয়।

সেলজূকিদের জন্যে আরেকটি সুযোগ এসে পৌঁছে। ভারতে আটক থাকা কতক বন্দীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সুলতান মাসঊদ ভারত অভিযানে যাত্রা করেন। পুত্র মওদূদের নেতৃত্বে বহু সংখ্যক সৈন্যের একটি বিরাট সেনাদল তিনি রেখে যান সেলজূকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। তিনি সীহূন নদীর উপর স্থাপিত সেতু পার হওয়ার পরপরই তাঁর রেখে যাওয়া সৈনিকগণ তাঁর ধন-সম্পদ ও রসদপত্র লুটপাট শুরু করে দেয়। তারা মাসঊদের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে তদীয় ভ্রাতা মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমূদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা মাসঊদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘোষণা করে। সংবাদ পেয়ে মাসঊদ ফিরে আসেন এবং সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তারা তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে। তাঁর ভাই মুহাম্মদ তাঁকে বললেন : আমার প্রতি আপনি যে নিবর্তনমূলক আচরণ করেছেন, তার প্রতিশোধে আমি আপনাকে হত্যা করব না। আপনি আপনার পরিবার-পরিজন নিয়ে যে দেশে যেতে চান, যাবার অনুমতি দেয়া হল। তিনি কিল্লা-ই-কুব্‌রা বা বড় কিল্লায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি সেখানে গেলেন এবং সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। সুলতান মুহাম্মদ তদীয় পুত্রকে যুবরাজ এবং পরবর্তী সম্রাট ঘোষণা করেন। তার পক্ষে সেনাবাহিনীর বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর

পুত্রের নাম ছিল আহমদ। তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটি ও কমতি ছিল। হাবাগোবা ও মোটা বুদ্ধির লোক ছিল সে। ঘটনাক্রমে আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ এবং ইউসুফ ইব্ন সাবুক্তগীন একমত হয় ক্ষমতাচ্যুত সম্রাট মাসঊদকে হত্যা করার জন্যে। যাতে তাদের জন্যে সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয়; ক্ষমতা পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। পিতার অজান্তে আহমদ যাত্রা করে এবং চাচা মাসঊদকে খুন করে ফেলে। পিতা মুহাম্মদ এই সংবাদ জানার পর আহমদকে খুবই বকাবকি ও গালমন্দ করেন এবং নিজের ভাতিজার নিকট দুঃখ প্রকাশ করে সংবাদ পাঠান এবং কসম করে বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব অবগতি ছিল না। অতঃপর যা হবার তা হয়েই গেল। উত্তরে মওদূদ ইব্ন মাসঊদ লিখেন যে, আল্লাহ্ আপনার নির্বোধ পুত্রকে বোধশক্তি দিন, যেন সে বেঁচে থাকতে পারে। বস্তুত সে একটি জঘন্য কাজ করেছে, আমার পিতা যাকে খলীফা আমীরুল মুমিনীন সাইয়েদুল মুলক ওয়াস-সালাতীন (সকল রাজা-বাদশাহর নেতা) উপাধি দিয়েছিলেন, সে তাঁকে হত্যা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। কোন সংকটে আপনারা পড়বেন তা অবিলম্বে জানতে পারবেন। যেমন আল্লাহ্র বাণী : وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ "অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়" (২৬ : ২২৭)।

এরপর মওদূদ নিজে অনুগত সৈন্যবাহিনী নিয়ে আহমদ ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা ওদেরকে পরাজিত ও বন্দী করে। চাচা মুহাম্মদ এবং আহমদসহ সকল চাচাত ভাইকে হত্যা করে। ওই পক্ষের নেতৃস্থানীয় আমীর-উমরা ও সেনাপতিদেরকে হত্যা করে। প্রাণে বেঁচে যায় শুধু চাচাত ভাই আবদুর রহমান। মওদূদ সেখানে একটি গ্রাম পত্তন করেন এবং সেটির নাম দেন 'ফাতহেআবাদ'। এরপর তিনি গযনীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি শাবান মাসে গযনীতে প্রবেশ করেন। সেখানে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। দাদা মাহমূদের ন্যায় জনহিতকর কাজ করেন। জনগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। আশেপাশের শাসক-শাসনকর্তাগণ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের পত্র পাঠায়। কিন্তু তিনি নিজের সম্প্রদায়কে নিজহাতে ধ্বংস করে দেন। এটি হল সেলজূকদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ।

এই হিজরী সনে হাম্মাদের পুত্রগণ আফ্রিকার শাসনকর্তা আযীয বাদীসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। সম্রাট আযীয ওদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। এই অবরোধ স্থায়ী হয়েছিল দু'বৎসর। অনাবৃষ্টি ও বৃষ্টিপাতে বিলম্বের কারণে এ বৎসর আফ্রিকাতে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে। এই হিজরী সনে বাগদাদে রাফিযী সম্প্রদায় এবং কারখ ও বসরা ফটকের সুন্নীদের মাঝে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। উভয়পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। এই হিজরী সনে ইরাক ও খোরাসান হতে কেউ হজ্জে যায় নি।

৪৩২ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

মুহাম্মদ ইব্নুল হুসায়ন

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন ফযল ইব্ন আব্বাস, আবূ ইয়ালা বসরী সূফী। সফরে সফরে তিনি তাঁর জীবন কাটিয়েছেন। ৪৩২ হিজরী সনে তিনি বাগদাদ আগমন করেন

এবং সেখানে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ হাদীদ দামেশকী এবং আবুল হুসায়ন ইব্‌ন জামী গাসসানীর সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেন, হাদীসের দরস প্রদান করেন। তিনি একজন সত্যবাদী, বিশ্বস্ত দীনদার ব্যক্তি ও ভাল কবি ছিলেন।

হিজরী চারশ তেত্রিশ (৪৩৩) সাল

এই হিজরী সনে সম্রাট তুগ্রিল বেগ জুরজান এবং তাবারিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। এরপর বিজয়ীবেশে নিশাপুর প্রবেশ করেন। এই হিজরী সনে সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ-এর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যাহীরুদ্দৌলাহ্ শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ফলে তার মধ্যে এবং তার দু'ভাই আবূ কালীজার এবং কুরসানীফের মধ্যে মতবিরোধ জন্ম নেয়। এই হিজরী সনে কালীজার হামাদান নগরীতে প্রবেশ করে এবং তূর্কী বংশোদ্ভূত গায্‌য গোত্রকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। সরকারি ভাতা প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় এই হিজরী সনে কুর্দীগণ বাগদাদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ঈসা নদীর উপর স্থাপিত বনূ যুরায়ক সৈতু এই হিজরতে ভেঙে পড়ে। অনুরূপভাবে সেটির বরাবরে স্থাপিত কুছায়ফা সেতুও এই হিজরীতে ভেঙে পড়ে।

হজ্জে গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী বালগার বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি এই হিজরী সনে বাগদাদ আগমন করে। বলা হয় যে, সে তার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। তাকে খলীফার দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং রাজকীয় অতিথিরূপে তাকে বরণ করা হয়। কথিত আছে যে, তারা হল শংকর গোত্র। তুর্কী ও সাকলিবী জাতির সংমিশ্রণ রয়েছে তাদের মধ্যে। তুরস্কের শেষ সীমায় তাদের বসবাস। ওখানে দিন খুব ছোট হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তা ছয় ঘণ্টায় নেমে আসে। রাতের ক্ষেত্রেও তেমনটি হয়। সেখানে ঝর্ণা-জলাশয় আছে, ফল-ফসল ও ক্ষেত-খামারের ব্যবস্থা আছে। অথচ বৃষ্টিপাতও হয় না এবং পানি সেচেরও প্রয়োজন হয় না।

খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ্ সংকলিত 'আল-ইতিকাদুল কাদেরী' নামক আকাঈদ গ্রন্থ এই হিজরী সনে জনগণের নিকট প্রচার ও তাদের নিকট পাঠ করা হয়। এগুলো সমগ্র মুসলিম জাতির আকীদা ও বিশ্বাস। এ বিষয়ে আলিম-উলামা ও সূফী-দরবেশদের স্বাক্ষর নেয়া হয়। যারা এর বিরোধিতা করে তাদেরকে ফাসিক ও কাফিররূপে আখ্যায়িত করা হয়। সর্বপ্রথম এটির বৈধতা ও যথার্থতার পক্ষে স্বাক্ষর ও মন্তব্য করেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইব্‌ন উমার কাযভীনী। এরপর অন্যান্য উলামা-ই কিরাম। শায়খ আবুল ফারাজ ইব্‌নুল জাওযী তাঁর 'মুনতাযাম' গ্রন্থে ওই আকীদাগুলো পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন। এতো পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আকীদা সম্পর্কে খুব ভাল বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

৪৩৩ হিজরী যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

বাহরাম ইব্‌ন মুনাফীহ

তিনি হলেন আবূ কালীজারের মন্ত্রী আবূ মানসূর। তিনি একজন সচ্চরিত্র, পবিত্র ও পরহেযগার মানুষ ছিলেন। ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চারিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ফীরূযাবাদ

শহরে তিনি একটি গ্রন্থাগার ওয়াক্ফ করে দেন। ওই গ্রন্থাগারে সাত হাজার কপি গ্রন্থ মজুদ ছিল। এর মধ্যে চার হাজার পৃষ্ঠা ছিল আবূ আলী এবং আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন মুকিল্লাহ্-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি।

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্নুল হুসায়ন

তিনি জাহরামী নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। খাতীব বাগদাদী (র) বলেছেন, আমি যে সকল কবির সাথে সাক্ষাত করছি এবং যাদের কবিতা শুনেছি, তাদের অন্যতম হলেন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর। তিনি খুব ভাল ভাল কথা বলতেন। ভাল ভাল কবিতা আবৃত্তি করতেন। তার একটা এই :

يَا وَيْحَ قَلْبِيْ مِنْ تَقَلُّبِهِ - اَبَدًا نَحْنُ اِلى مَعْذَبِه ·
قَالُوْا كُتِمَتْ هَوَاه عَنْ جِلْدٍ - لَوْ اَنَّ لِيْ جَلْدًا لَبَحْتُ بِه ·
مَا بِيْ حَنَنَتْ غَيْرَ مُكْتَرِثِ عُنّيْ وَلكِنَّ مِنْ تَغَيُّبِه ·
حَسْبِيْ رِضَاه مِنَ الْحَيوةِ وَمَا - يَلْقى وَمَوْتِيْ مِنْ تَغَضُّبِه ·

"ওহে আমার দুঃখের হৃদয়! ক্ষণে ক্ষণে তার মত পরিবর্তনে আমি বড় কষ্টবোধ করি। বস্তুত তাকে নিয়ে আমরা বড় কষ্টে আছি।

"তারা মন্তব্য করেন যে, এই হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও কামনাগুলো চামড়ার নিচে ঢাকা পড়ে থাকে। আমার যদি একটি চাবুক থাকতো, তাহলে আমি তাকে সেটি দিয়ে পেটাতাম এবং তাকে শায়েস্তা করে দিতাম।

"হায় আমার কী হলো! আমার পক্ষ থেকে কোন প্রকারের ভূমিকা ছাড়া সে গর্ভবতী হল। বস্তুত সে তেমনটি হয়েছে তার দোষের কারণে।

"আমার জীবনে আমি যা পেয়েছি, যত কিছুর মুখোমুখি হয়েছি, আমার খুশি ও সন্তুষ্টির জন্যে তা-ই যথেষ্ট। আর আমার মৃত্যুর জন্যে ওই হৃদয়ের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্বেষই যথেষ্ট।"

সম্রাট মাসঊদ ইব্ন সম্রাট মাহমূদ

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন সম্রাট মাসঊদ ইব্ন সম্রাট মাহমূদ ইব্ন সম্রাট সাবুক্তগীন। তিনি গযনী অধিপতি ছিলেন, তাঁর পিতাও গযনীর সম্রাট ছিলেন। আপন চাচাত ভাই আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ তাঁকে হত্যা করে। তাঁর পুত্র মওদূদ পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং হত্যাকারী চাচাত ভাইকে, চাচাকে এবং অন্যান্য চাচাত ভাইসহ পরিবারের সবাইকে হত্যা করেন। অতঃপর মওদূদ নিজেই শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। নিজ পরিবারের কেউ আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রইলনা।

এই হিজরী সনে আমীরুল মুমিনীন খলীফা আল-মুত্তাকী বিল্লাহর এক কন্যার মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘজীবী মহিলা ছিলেন। ৯১ বৎসর বয়সে এই হিজরী সনের রজব মাসে তাঁর ওফাত

হয়। খলীফা যাহির বিল্লাহ্র অন্দর মহলে তাঁর মৃত্যু হয়। আল-রুসাফা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হিজরী চারশ চৌত্রিশ (৪৩৪) সাল

এই হিজরী সনে সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্ তদীয় কর্মকর্তা আবূ তাহেরকে নির্দেশ দেন উদ্বাস্তু ও দেশত্যাগীদের ধন-সম্পদ সম্রাটের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসার জন্যে। খলীফার কর্মচারিদেরকে এ সম্পদ সংগ্রহে নিষেধ করেন। এতে খলীফা আল-কাইম বিল্লাহ মনঃক্ষুন্ন হন এবং বাগদাদ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এই হিজরী সনে তাব্রীয নগরীতে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়। সেখানকার ঘর-দুয়ার, দূর্গ-প্রাচীর ধ্বংস হয়ে যায়। সরকারি প্রধান ভবনের প্রাসাদগুলো ভেঙে পড়ে। ধ্বংস্তুপে চাপা পড়ে মারা যায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। চরম অভাব-অনটনের প্রেক্ষিতে মানুষ কাপড়ের বদলে চট পরিধান করে ইযযত রক্ষা করে। এই হিজরী সনে সুলতান তুগ্রিল বেগ পূর্বাঞ্চলীয় অধিকাংশ রাজ্যে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতা করায়ত্ব করেন। খারিযম, দাহাস্তান, তীস্ত, রায়, পার্বত্য শহরগুলো কিরমান ও তার মহকুমাগুলো এবং কাযভীনসহ বড় বড় সবগুলো রাজ্য দখলে চলে আসে। এতদঞ্চলে তাঁর নামে খুত্বা দেয়া হতে থাকে। তাঁর মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়, তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়।

এই হিজরী সনে সিমাক ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন মিরদাস হালব রাজ্য দখল করেন। এটি তিনি ছিনিয়ে নেন ফাতিমী শাসকদের নিকট হতে। অতঃপর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে মিসরীয় শাসকগণ সেনাদল প্রেরণ করে। এই হিজরী সনে ইরাক ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হতে কেউ হজ্জে যায়নি। ইতিপূর্বেও কয়েক বছর তারা হজ্জে যায়নি।

৪৩৪ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় :

আবূ যারর হারাভী

তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-হাফিয মালিকী। বহু শায়খের নিকট তিনি হাদীস শুনেছেন। বহু দেশ সফর করেছেন। মক্কা মুকাররমায় বসবাস করেছেন। এরপর আরব দেশেই বিয়ে করেছেন। তিনি প্রতি বছর হজ্জ করতেন। হজ্জ মওসুমে মক্কা শরীফে অবস্থান করে মানুষকে হাদীস শুনাতেন, নসীহত করতেন। পাশ্চাত্যের লোকগণ আশ'আরী মতবাদপ্রাপ্ত হয়েছে তাঁরই মাধ্যমে। তিনি বলতেন যে, তিনি মালিকী মাযহাব গ্রহণ করেছেন বাকিল্লানী হতে। তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন। এই হিজরী সনের যুল কাদাহ্ মাসে তাঁর ওফাত হয়।

মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর আবুল ফাত্হ শায়বানী আল-আত্তার। 'কাতীত' নামে তিনি পরিচিত। তিনি বহু দেশ সফর করেন এবং বহু শায়খের

নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি নিজে একজন সচেতন বুদ্ধিমান শায়খ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাসাউফ অনুশীলন করতেন। তিনি বলতেন যে, আমার যখন জন্ম হয় তখন একটি গ্রামের নামে আমার নাম রাখা হয় 'কাতীত'। এরপর আমার পরিবারের এক সদস্য আমার নাম রাখেন মুহাম্মদ।

হিজরী চারশ পঁয়ত্রিশ (৪৩৫) সাল

এই হিজরী সনে উদ্বাস্তু ও দেশত্যাগীদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব খলীফার কর্মচারিদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই হিজরী সনে সম্রাট তুগ্রিল বেগের পক্ষ হতে একটি পত্র আসে সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্-এর নিকট। ওই পত্রে তাঁকে দুঃখজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার আগে জনসাধারণের প্রতি সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার এবং জনকল্যাণে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবূ কালীজারের বাগদাদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ : এই হিজরী সনে সম্রাট জালালুদ্দৌরাহ আবূ তাহির ইব্ন বাহাউদ্দৌলাহ্ ইনতিকাল করেন। অতঃপর তাঁর ভাই সুলতানুদ্দৌলাহ্ আবূ কালীজার ইব্ন বাহাউদ্দৌলাহ বাগদাদের মসনদে আরোহণ করেন। সেনাপতিদের সমর্থন ও সহযোগিতায় মিম্বরে মিম্বরে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তারা সম্রাট আযীয আবূ মানসূর ইব্ন জালালুদ্দৌলাহ্কে দেশ থেকে বাহিষ্কার করে। ফলে তিনি দেশ হতে দেশান্তরে, স্থান হতে স্থানান্তরে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন এবং ৪৪১ হিজরী সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর তাঁকে এনে তাঁর পিতার পাশে কুরায়শীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। এই হিজরীতে সেলজূকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সম্রাট মওদূদ ইব্ন মাসঊদ একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন খোরাসান প্রদেশে। তাদের মুকাবিলার জন্যে দাঊদ সেলজূকীর পুত্র আল্প আরসালান বেরিয়ে আসে। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই হিজরী সনে সফর মাসে মুসলিমদের উপর ক্ষণে ক্ষণে আক্রমণকারী তুর্কিগণ ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। ঈদুল আযহার দিনে এই হিজরী সনে ২০ হাজার বকরি কুরবানী দেয়া হয়। খুতা ও তাতার গোত্রের কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। ওরা চীন সীমান্তের কাছাকাছি বসবাস করতো। এই হিজরী সনে রোমান সম্রাট কনস্টান্টিনোপল হতে বিদেশীদেরকে বহিষ্কার করেন। অবশ্য যে সকল বিদেশী ২০ বৎসর যাবত বসবাস করে আসছে, তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়নি। এই হিজরী সনে আফ্রিকী সম্রাট মুঈয্য আবূ তামীম তাঁর দেশে আব্বাসী খলীফার নামে খুতবা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ফাতিমী খলীফার নামে খুতবা দেয়া বন্ধ করে দেন। তাদের প্রতীক ও চিহ্ন ধ্বংস করে দেন, এরপর আব্বাসী খলীফা সম্রাট আবূ তামীমের জন্যে উপহার ও উন্মুক্ত পতাকা প্রেরণ করেন। তাতে সম্রাটের প্রতি সম্মান, তাঁর প্রশংসা ও গুণগান ছিল। এই হিজরীতে খলীফা আল-কাইম বি-আমরিল্লাহ আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আওয়ারদীকে পাঠান সম্রাট তুগ্রিল

বেগের নিকট, যাতে তিনি তুগ্রিল বেগ ও জালালুদ্দৌলাহ্‌র মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে সমঝোতা স্থাপন করেন। এটি ছিল সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্-এর মৃত্যুর পূর্বের ঘটনা। তিনি তুগ্রিল বেগের সাথে সাক্ষাতের জন্যে যাত্রা করেন এবং জুরজান নগরীতে তিনি সম্রাটের সাথে মিলিত হন। খলীফার সম্মানার্থে সম্রাট তুগ্রিল ৪ ক্রোশ পথ এগিয়ে এসে দূতকে বরণ করে নেন। দূত আবূ তামীম পরবর্তী বছর পর্যন্ত সম্রাটের নিকট অবস্থান করেন। অতঃপর খলীফার নিকট ফিরে এসে খলীফার প্রতি সম্রাটের আনুগত্যের বিবরণ এবং খলীফার সম্মানে তাঁর প্রতি যে সদাচরণ করা হয়েছে, তার বর্ণনা দেন।

৪৩৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

হুসায়ন ইব্‌ন উছমান

তিনি হলেন হুসায়ন ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ দুলফ আল-আ'জালী আবূ সা'দ। হাদীসশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন ও ব্যুৎপত্তি লাভের জন্যে দূর-দূরান্ত হতে যাঁরা বাগদাদে আসেন, তিনি তাদের অন্যতম। অতঃপর বেশ কিছুদিন তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন এবং হাদীসের দরস দেন, হাদীস বর্ণনা করেন। খাতীব বাগদাদী (র) তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, হুসায়ন ইব্‌ন উছমান একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি মক্কা শরীফ চলে যান এবং সেখানে বসবাস করেন। এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সেখানে তাঁর ওফাত হয়।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবুল ফাত্‌হ

তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল ফাত্‌হ আহমদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন ফারজ ইব্‌ন আযহার আবুল কাসেম আযহারী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ হাফিয-ই-হাদীস মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইব্‌নু-স্-সুওয়ারী নামে সুপরিচিত ছিলেন। শায়খ আবূ বকর ইব্‌ন মালিক ও অন্য বহু শায়খ হতে তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তাঁর শায়খের সংখ্যা এত বেশি যে, লিখতে গেলে দীর্ঘ ফিরিস্তি হয়ে যাবে। তিনি একজন আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত দীনদার খাঁটি আকীদা ও আমলসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই হিজরী সনের অর্থাৎ ৪৩৫ হিজরী সনের ২৯ সফর ৮০ বৎসর দশদিন বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ

৪৩৫ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয়, তাদের অন্যতম হলেন সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্ আবূ তাহির ইব্‌ন বাহাউদ্দৌলাহ ইব্‌ন বুওয়াইহ্ দায়লামী, ইরাকের অধিপতি। ইবাদতকারী বুযুর্গ লোকদের তিনি ভালবাসতেন। তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন। তাঁদের নিকট দু'আ চাইতেন। একাধিকবার তিনি হোঁচট খেয়েছেন, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর বাসভবন হতে তাঁকে বের করে দেয়া হয়েছিল। একবার তাঁকে বাগদাদ থেকেই বহিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি আবার ফিরে আসেন। দেশ শাসন করেন। শেষ পর্যন্ত

তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং এই রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ৪৩৫ হিজরী সনের ৫ই শাওয়াল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বৎসর কয়েক মাস। এর মধ্যে ১৬ বৎসর ১১ মাস তিনি ইরাকের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী চারশ ছত্রিশ (৪৩৬) সাল

এই হিজরী সনে সম্রাট আবূ কালীজার বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং নামাযের পাঁচ ওয়াক্তেই ঢোল-ধ্বনি করার নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে কোন সম্রাট পাঁচ ওয়াক্তেই ঢোল-ধ্বনি করার নির্দেশ দেননি। সম্রাট আযদুদ্দৌলাহ্র জন্যে ঢোল ধ্বনি করা হতো তিন ওয়াক্তে। শুধু খলীফার জন্যে পাঁচ ওয়াক্তে ঢোল-ধ্বনি করা হতো। আবূ কালীজার বাগদাদ প্রবেশ করেন রমযান মাসে। এই সময়ে তিনি সেনা সদস্যদের মাঝে প্রচুর অর্থকড়ি বিতরণ করেন। খলীফার নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন দশ হাজার দীনার। নেতৃস্থানীয় সেনাপতিগণ তথা বাসাসিরী, নিশাওয়ারী এবং আবুললিকা হাম্মামকে প্রদান করেন রাজকীয় উপহার। খলীফা তাঁকে মুহিউদদ্দৌলাহ্ উপাধিতে ভূষিত করেন। সংশ্লিষ্ট শাসকদের নির্দেশে শহরে-নগরে তাঁর নামে খুত্বা পাঠ শুরু হয়। হামাদানে ও তাঁর পক্ষে খুত্বা দেয়া হয়। সেখানে এই সময়ে তুগ্রিল বেগের নিযুক্ত শাসকের কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

এই হিজরী সনে সম্রাট তুগ্রিল বেগ তাঁর মন্ত্রী নিয়োগ করেন আবুল কাসিম 'আবদুল্লাহ জুওয়াইনীকে। ইনি হলেন তাঁর নিযুক্ত প্রথম মন্ত্রী। এই হিজরী সনে আবূ নসর আহমদ ইব্ন ইউসুফ মিসর আগমন করেন। তিনি ইয়াহ্দী ছিলেন। জুরজুরাই-এর মৃত্যুর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এই হিজরী সনে আবূ আহমদ ইব্ন আদনান ইব্ন রেযা তালিবীন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এটা হলো তাঁর চাচা আল-মুরতাযা-এর মৃত্যুর পরের ঘটনা। এই হিজরী সনে আবূ তাইয়েব তাবারী কারখ ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিচারকের পদে নিয়োগ লাভ করেন। এটা হয়েছিল বিচারক সীমারীর মৃত্যুর পর। এই হিজরী সনে সর্বাধিনায়ক আবুল কাসিম ইব্ন মুসলিম 'দিওয়ানুল খলীফা' নামক গ্রন্থ দেখে দেন। খলীফার নিকট তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। এই হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪৩৬ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

হুসায়ন ইব্ন আলী

তিনি হলেন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর আবদুল্লাহ্ সীমারী, বসরার একটি নদীর নাম সীমার। সেই সূত্রে তাঁর নামে সীমারী যুক্ত হয়েছে। ওই নদীর তীর ঘেঁষে একাধিক গ্রামের অবস্থান। আল্লামা সীমারী একজন নেতৃস্থানীয় হানাফী ইমাম ছিলেন। তিনি মাদাইন ও কারখ অঞ্চলে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আবূ বকর আল মুফীদ ইব্ন

শাহীন এবং অন্যান্যদের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, পূর্ণ বিবেকবান, পরিচ্ছন্ন জীবনাচারী, ভাল ইবাদতকারী, আলিম-উলামার হক ও প্রাপ্য সম্পর্কে সচেতন ইত্যাদি সর্বগুণে গুণান্বিত একজন ব্যক্তি। ৪৩৬ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন মানসূর

তিনি হলেন আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন মানসূর আহমদ আবুল হাসান ওরফে ইব্‌নুল মুশতারী আল-আহওয়াযী। তিনি আহওয়ায ও তদসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিচারক ছিলেন। মাযহাবের ক্ষেত্রে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। সুলতানের নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি একজন সত্যবাদী, বিত্তশালী এবং প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী, সর্বজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

শরীফ আল-মুরতাযা

৪৩৬ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয়, তাদের একজন হলেন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবী তালিব শরীফ মুসাভী। তার উপাধি হলো আল-মুরতাযা যুল্-মাজদায়ন। আপন ভাই যুল্-হাসবায়ন হতে তিনি বয়সে বড় ছিলেন। কবিতা রচনায় ও আবৃত্তিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ইমামিয়া ও মুতাযিলা মতবাদের পক্ষে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন। এই মতবাদের পক্ষে বিতর্কে লিপ্ত হতেন, বাহাস করতেন। অবশ্য তাঁর সামনে সকল মাযহাবের পক্ষে-বিপক্ষে বাহাস হতো। শী'আ মতবাদের মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। শী'আ মতবাদে তাঁর একক আবিষ্কার ও মন্তব্যের কতক বিষয় আল্লামা ইবনুল জাওযী উদ্ধৃত করেছেন। যেমন মাটি কিংবা মাটি-উদ্ভূত কোন বস্তু ছাড়া অন্যত্র সিজদা দেয়া শুদ্ধ নয়। পায়খানার ক্ষেত্রে ঢিলা-কুলুখের ব্যবহার যথেষ্ট হবে, পেশাবের ক্ষেত্রে নয়। কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ করা হারাম। কিতাবীদের অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদের জবাইকৃত পশু হারাম। কিতাবীদের সন্তান-সন্তুতি এবং অন্যান্য কাফিরদের তৈরি করা খাদ্য হারাম। দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতীত তালাক অনুষ্ঠিত হবে না। শর্তযুক্ত তালাক শুদ্ধ নয়। শর্ত পাওয়া গেলে ওই তালাক অনুষ্ঠিত হবে না। ইশার নামায আদায় করা ব্যতীত ঘুমিয়ে গেলে, রাতের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হলে তাকে ইশার নামায কাযারূপে আদায় করতে হবে এবং এই অপরাধের কাফফারা স্বরূপ পরের দিন রোযা রাখতে হবে। কোন মহিলা যদি তার চুল কাটে, তাহলে তার থেকে কতল-ই-খাতা বা 'ভুলক্রমে নরহত্যার' জরিমানা আদায় করতে হবে। বিপদাপদে অধৈর্য হয়ে কেউ তার জামা-কাপড় ছিঁড়লে তাকে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারার পরিমাণ কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। কেউ যদি না জেনে স্বামী থাকা কোন মহিলাকে বিয়ে করে, তার পাঁচ দিরহাম সদকা করতে হবে। চোরকে হাত কাটার ক্ষেত্রে আঙ্গুলের মাথা কাটা হবে।

আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী বলেন : আমি এগুলো উদ্ধৃত করেছি আবুল ওফা ইব্‌ন আকীলের লেখনী থেকে। তিনি এও বলেছেন যে, এটি একটি অদ্ভুত মাযহাব ও মতবাদ। ইজমা ও ঐকমত্যের এটি সম্পূর্ণ বিরোধী। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদের পক্ষ হতে সাহাবা-ই-কিরামের (রা) সমালোচনা। এরপর আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী শরীফ মুরতাযার আরো কিছু ঘৃণ্য বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলো দ্বারা সে হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসা (রা)-কে কাফির আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ্ তার মত কুলাঙ্গার রাফিযী-খারিজীদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত করুন, যদি তারা তাওবা না করে। বর্ণনা সূত্রে ইব্‌নুল জাওযী বলেছেন, ইব্‌ন নাসির বর্ণনা করেছেন আবুল হাসান তাইয়ুরী হতে। তিনি বলেছেন, আমি আবুল কাসিম ইব্‌ন বুরহানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন : আমি শরীফ মুরতাযার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। সে তখন তার মুখ প্রাচীরের দিকে ফিরিয়ে রেখেছিল। সে তখন বলছিল : আবূ বকর ও উমার (রা) দুজন শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল। অতঃপর দুজনেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা দুজনে দয়া কামনা করেছিল। দুজনকেই দয়া দেখানো হয়েছিল। আমি বলি, তারা দু'জন কি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ্দ হয়ে গিয়েছিল? বর্ণনাকারী আবুল কাসিম ইব্‌ন বুরহান বলেন, একথা শুনে আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম। আমি তার নিকট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তার ঘরের দরজায় এসেই তার মরণ গোঙ্গানী শুনতে পেলাম। ৮১ বৎসর বয়সে এই হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। ইব্‌ন খাল্লিকান তার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী কবি হিসেবে শরীফের প্রশংসা করেছেন এবং তার কতক অর্থপূর্ণ কবিতা উল্লেখ করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, 'নাহ্‌জুল বালাগাহ্' গ্রন্থের রচয়িতা আলোচ্য শরীফ মুরতাযা বলে মন্তব্য করা হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল আবূ মানসূর রুইয়ায়ী। তিনি শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনী-এর সমসাময়িক। খাতীব বাগদাদী (র) বলেছেন যে, শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ বাগদাদে অবস্থান করেন এবং সেখানে হাদীসের দরস দেন। আমরা তাঁর নিকট হতে হাদীস লিখেছি। তিনি একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। মুলত তাঁর বাসস্থান ছিল কাতী'আ-আল-রাবী' নামক স্থানে। ৪৩৬ হিজরী সনের রবীউল আউয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। বাব-ই-হারব বা হারব ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়।

আবুল হুসায়ন বসরী মু'তাযিলী

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন খতীব আবুল হুসায়ন বসরী, যুক্তিবাদী, আকাঈদ বিষয়ে তর্কবিদ। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ইমাম এবং তাদের পক্ষে জনসমর্থন আদায়কারী। লেখনীর মাধ্যমে তাদের উপর আপতিত সমালোচনা ও দুর্নাম অপনোদনকারী। ৪৩৬ হিজরী

সনের রবীউল আখির মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। বিচারপতি আবূ আবদুল্লাহ্ সীমারী তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। শুনীযীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি শুধু একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খাতীব বাগদাদী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ওই হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো : আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন তাইয়েব। তিনি বলেছেন : বসরাতে হিলাল আর-রায়-এর ভাতিজা মুহাম্মদের পুত্র হিলালের নিকট হাদীসটি পাঠ করা হয়েছিল। আমি তখন তা শুনেছিলাম। তাকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ মুসলিম কুজী, আবূ খলীফা ফযল ইব্ন হাব্বাব জুমাহী, গুলাবী, মাযানী এবং যুরায়কী। তাঁরা সকলে বলেছেন, কা'নাবী বর্ণনা করেছেন শু'বা হতে, তিনি মনসূর হতে, তিনি রিবঈ হতে তিনি আবূ মাসঊদ (রা) বদরী হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مِمَّا شِئْتَ

"নুবূওয়াতী বাণীর যেটুকু সাধারণ মানুষ পেয়েছে তার একটি হলো : তোমার লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছা তা করবে।"

গুলাবীর নাম হলো মুহাম্মদ। মাযানীর নাম হলো মুহাম্মদ ইব্ন হামিদ। আর যুরায়কীর নাম হলো : আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন খালিদ বসরী।

হিজরী চারশ সাঁইত্রিশ (৪৩৭) সাল

এই হিজরী সনে সুলতান তুঘ্রিল বেগ সেলজূকি তাঁর ভাই ইব্রাহীমকে পাঠান 'বিলাদ আল-জাবাল' বা পার্বত্য-নগরগুলোর দিকে। তিনি সেগুলো করায়ত্ত করেন। সেখানকার গভর্নর কুরশা সুফ ইব্ন আলাউদ্দীনকে বিতাড়িত করেন। সে গিয়ে কুর্দীদের সাথে মিলিত হয়। এরপর ইব্রাহীম যাত্রা করেন দীনূর অভিমুখে। তিনি সেটিও অধিকার করেন। সেখানকার শাসক আবূ শাওককে বিতাড়িত করেন। আবূ শাওক যাত্রা করে হালওয়ান অভিমুখে; ইব্রাহীম তাকে ধাওয়া করেন এবং বল প্রয়োগে হালওয়ান অধিকার করেন। সেখানকার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেন, ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেন। এই প্রেক্ষপটে সম্রাট আবূ কালীজার সেলজূকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। কারণ তারা সম্রাটের অনুসারীদের উপর আক্রমণ করছিল। কিন্তু যুদ্ধ সরঞ্জামের স্বল্পতার কারণে তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ এ বছর বাগদাদে ঘোড়ার মড়কের প্রাদুর্ভাব ঘটে। হাজার হাজার ঘোড়া মারা যায়। শুধু বাগদাদ নগরীতে মৃত্যু হয় প্রায় ১২ হাজার ঘোড়ার। বাগদাদ নগরী হয় যেন ঘোড়ার লাশঘর।

এই হিজরী সনে সুন্নী ও রাফিযীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এরপর দু'পক্ষ-ই ঐকমত্যে পৌঁছে ইয়াহূদীদের ঘরবাড়ি লুট করা ও তাদের উপাসনালয় পুড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে। ঘটনাক্রমে তখন ওয়াসিত নগরীতে শীর্ষস্থানীয় এক খ্রিস্টান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। তার প্রতি শোক প্রকাশের জন্যে তার পরিবারের লোকজন স্থানীয় একটি উপাসনালয়ে বসে, তারা তার লাশ বাইরে বের করে।

লাশের সাথে নিরাপত্তা বাহিনী ছিল। হঠাৎ বিক্ষুব্ধ আমজনতা ওদের উপর আক্রমণ করে। তারা লাশ ছিনিয়ে নেয় এবং কাফন থেকে লাশ বের করে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় এবং ছাইগুলো দজলা নদীতে ছিঁটিয়ে দেয়। তারা খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে গমন করে। সেটি লুট করে। নিরাপত্তা বাহিনী তাদেরকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। এই হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জ করতে যায়নি।

৪৩৭ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

ফারিস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আত্তাব

তিনি দীনূর ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসক ছিলেন। এই হিজরী সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

খাদীজাহ বিন্তে মূসা

তিনি হলেন খাদীজাহ্ বিনতে মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ। তিনি খ্যাতিমান মহিলা ওয়ায়েয ছিলেন। বিনতুল বাক্কাল নামে তাঁর সুপরিচিতি ছিল। তাঁর উপনাম উম্মু সালামাহ্। খাতীব বাগদাদী (র) বলেছেন : আমি তাঁর নিকট হতে হাদীস লিখেছি। তিনি একজন দরবেশ, সৎকর্মশীল পূণ্যবর্তী, মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা ছিলেন।

আহমদ ইব্ন ইউসুফ সালীকী মানাযী

ইনি একজন নামজাদা কবি ও লেখক ছিলেন। তিনি আহমদ ইব্ন মারওয়ান কুর্দীর মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মিয়াফারকায়ন ও দিয়ার-ই বাকর অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি মর্যাদাবান, শরীফ, পরহেযগার ও কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। একাধিকবার রাষ্ট্রদূত হিসেবে কনস্টান্টিনোপলে গমন করেছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। আমিদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিয়াফারকায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলো ওয়াক্ফ করে দেন। একদিন তিনি কবি আবুল আলা আল-মাআররী-এর নিকট যান। তখন কবি আক্ষেপ করে মানাযীকে বলেন : হায়! আমি মানুষের সংস্পর্শ হতে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাই, আর তারা আমাকে কষ্ট দেয়। আমি দুনিয়াবী বিষয় তাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছি। মন্ত্রী মানাযী তাঁকে বলেন : আখিরাতও কি ছেড়ে দিয়েছেন? কবি বলেন : ওহে কাযী! আখিরাতও কি ছেড়ে দিব? মন্ত্রী বললেন : হ্যাঁ। কবি আবূ আলা মাআররীর একটি বেনযীর ও অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। কাযী ও মন্ত্রী মানাযী ওই মানের একটি কাব্য রচনার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। ৪৩৭ হিজরী সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। নাযা'আ উপত্যকার বর্ণনায় তাঁর একটি কবিতা রয়েছে। নিম্নে তার একাংশ উল্লেখ করা হলো :

وَقَانَا لَفْحَةَ الرَّمْضَاءِ وَادٍ – وَقَاهُ مُضَاعِفُ النَّبْتِ الْعَمِيْمِ ·
نَزَلْنَا دَوْحَه فَحَنَا عَلَيْنَا – حَنْوَ الْمُرْضِعَاتِ عَلَى الْفَطِيْمِ ·
وَاَرْشَفَنَا على ظَمَاً زَلاَلاً – اَلَذَّمِنَ الْمُدَامَةِ لِلنَّدِيْمِ ·

يُرَاعِى الشَّمْسَ أَنَّى قَابَلَتْه - فَيَحجُبُهَا لِيَأْذَنَ لِلنَّسِيْمِ .

تَرُوْعُ حَصَاه حَالِيَةَ الْعَذَارى - فَتَلْمُسُ جَانِبَ الْعِقْدِ النَّظِيْمِ .

"রৌদ্রের অগ্নি দহন হতে একটি উপত্যকা আমাদেরকে রক্ষা করেছে আর ওই উপত্যকাকে রক্ষা করেছে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে গজিয়ে উঠা ঘাস-লতাপাতা।

"আমরা অবতরণ করলাম ওই উপত্যকার বিস্তৃত প্রান্তরে। অতঃপর সেটি আমাদের প্রতি ঝুঁকে পড়লো, যেমন ঝুঁকে পড়ে স্তন্যদাত্রী মাতা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতি।

"আমাদের বুকফাটা তৃষ্ণায় সেটি আমাদের জন্য বৃষ্টি ফোঁটা বর্ষণ করলো। যা সমমনা বন্ধুদের আড্ডায় পরিবেশিত নেশা পানীয় হতেও অধিক মজাদার।

"সূর্য যেদিক থেকেই তার উপর আক্রমণ করে, ওই উপত্যকা সেদিক থেকেই ওই আক্রমণ প্রতিহত করে রোদের মুখে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেয়, যাতে দেহ জুড়ানো মৃদুমন্দ বাতাস আসতে পারে।

"অল্প বয়সী মাদী হরিণ শাবকগুলো তার পাথরকুচিতে চরে বেড়ায় এবং জনসমাগমের আঁচ পেলে একপাশে সরে দাঁড়ায়।"

ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন যে, এই বিষয়ে আলোচ্য কবিতা ভিন্নধর্মী ও অসাধারণ।

হিজরী চারশ আটত্রিশ (৪৩৮) সাল

এই হিজরী সন যখন শুরু হয়, তখনও বাগদাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গরু-ঘোড়ার মড়ক চলছিল। লাশে লাশে একাকার হয়ে গিয়েছিল বাগদাদ নগরী। আল্লামা ইব্নুল জাওযী বলেছেন যে, কখনো কখনো পশুর চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হতো। তারা ঔষধরূপে যবের পানি পান করানোর পরামর্শ দিত এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপত্রও দিত। এই হিজরী সনে সুলতান তুগ্রিল বেগ সেলজূকী ইস্পাহান অবরোধ করেন। অতঃপর সেখানকার অধিবাসিগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ নজরানাও কররূপে প্রদান এবং খুতবায় তাঁর নাম উল্লেখের শর্তে তাঁর সাথে সমঝোতায় পৌঁছে, ইস্পাহানবাসী সকলে এই সমঝোতা চুক্তি মেনে নেয়। এই হিজরী সনে সম্রাট মুহালহিল কারমীসীন ও দীনূর রাজ্য দখল করেন। এই হিজরী সনে রজব ইব্ন আবী মানী ইবন ছুমাল নামে এক লোক খাফাজা গোত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এটি হয়েছিল তাদের নেতা বাদরান ইব্ন সুলতান ইব্ন ছুমালের মৃত্যুর পর। এসব বেদুঈন লোক প্রায়ই জনসাধারণকে হজ্জে গমনে বাধা দিত। আল্লাহ্ তাদেরকে কল্যাণ বঞ্চিত করুন।

৪৩৮ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

শায়খ আবূ মুহাম্মদ জুওয়াইনী

তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হায়সাবিয়্যাহ শায়খ আবূ আহমদ জুওয়াইনী। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ইমাম ছিলেন। ইমামুল হারামায়ন আবুল মা'আলী আবদুল

মালিক ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হলেন তাঁর পুত্র। তিনি মূলত সালবাস গোত্রের লোক। জুওয়াইন হলো নিশাপুরের পার্শ্বস্থ একটি জনপদ। একাধিক শহর- নগরে গিয়ে তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তাঁর শায়খ ও উস্তাদের সংখ্যা অনেক। তিনি আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তাঁর পিতার নিকট। ফিক্‌হ্ অধ্যয়ন করেন আবূ তাইয়েব সাহল ইব্ন মুহাম্মদ সালূকীর নিকট। এরপর আবূ বকর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-কাফফালের নিকট অধ্যয়নের জন্যে মার্ভ গমন করেন। পরবর্তীতে তিনি নিশাপুর ফিরে আসেন এবং বিতর্ক সভা অনুষ্ঠান করতে থাকেন। শায়খ জুওয়াইনী একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুরুগম্ভীর লোক ছিলেন। একমাত্র তাঁর দাদা ব্যতীত কেউ তাঁর সামনে দিয়ে যেতে পারতনা। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগে তিনি বহু বই-পুস্তক রচনা করেন। তিনি একজন পরহেযগার, নিঃস্বার্থ ও দীন পালনে সদা সতর্ক ছিলেন। কোন কোন সময়ে তিনি দুবার করে যাকাত আদায় করতেন।

'তাবাকাত-আশ-শাফিঈয়্যাহ্' গ্রন্থে আমি (গ্রন্থকার) তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। তাঁর প্রশংসায় ইমামগণ কি মন্তব্য করেছেন তা আমি সেখানে উদ্ধৃত করেছি। ৪৩৮ হিজরী সনের যিলকা'দ মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন : শায়খ জুওয়াইনী জ্ঞানের বিভিন্ন দিকসমৃদ্ধ একটি বিশাল তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ফিক্‌হশাস্ত্রেও তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও গভীর জ্ঞান ছিল। মুখ্‌তাসার আল-মুখ্‌তাসার, আল-ফারকু ওয়াল জামউ, আল-সিলসিলাহ ইত্যাদি তাঁর মূল্যবান রচনাকীর্তি। তিনি একাধারে ফিক্‌হ, উসূল, আরবী সাহিত্য ও আরবী ভাষার পথিকৃৎ ছিলেন। ৪৩৮ হিজরী সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। কেউ কেউ বলেছেন : ৪৩৪ হিজরী সনে। সামআনী তাঁর 'আল-আনসাব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে শায়খ জুওয়াইনীর ওফাত হয়।

হিজরী চারশ ঊনচল্লিশ (৪৩৯) সাল

এই হিজরী সনে সম্রাট তুগ্রিল বেগ এবং সম্রাট আবূ কালীজারের মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। তুগ্রিল বেগ বিয়ে করে আবূ কালীজারের মেয়েকে আর আবূ মানসূর ইব্ন কালীজার বিয়ে করে তুগ্রিল বেগের ভাই সম্রাট দাঊদের কন্যাকে। এই হিজরী সনে কুর্দিগণ আবূ শাওকের ভাই সারখাবকে বন্দী করে এবং তাকে তাদের নেতা ইয়ানাল-এর নিকট উপস্থিত করে। সে তার একটি চক্ষু উপড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। এই হিজরী সনে আবূ কালীজার বাতীহা অঞ্চল দখল করেন। সেখানকার শাসনকর্তা আবূ নসর প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। এই হিজরী সনে আসফার তাগলিবী নামে এক লোক বের হয়। সে নিজেকে কিতাবে উল্লেখিত ব্যক্তিদের একজন বলে দাবী করে। একদল মানুষকে সে তার মতবাদে দীক্ষিত করে পথভ্রষ্ট করে। কতক শহরে লুটপাট চালিয়ে অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে শাক্তিশালী করে। ক্রমে ক্রমে তার প্রভাব বেড়ে যায়। অতঃপর হঠাৎ একদিন তাকে বন্দী করে ফেলা হয় এবং

দিয়ার-ই-বাকরের শাসনকর্তা নাসরুদ্দৌলাহ্ ইব্ন মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। এই হিজরী সনে ইরাক ও জাযীরা অঞ্চলে মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রচুর জীব-জন্তুর মরা লাশের কারণে ওই রোগের উৎপত্তি হয়। বহুলোক মারা যায় এই রোগে। হাট-বাজার জনশূন্য হয়ে যায়। রোগীদের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অভাব দেখা দেয়। মূসিল থেকে চিঠি আসে এই মর্মে যে, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র চারশতের মত লোক জুমু'আর নামাযে আসে। বিধর্মীদের মাঝে এখন জীবিত আছে মাত্র ১২০ জন। বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর প্রচণ্ড অভাব ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। বাগদাদে সুন্নী ও রাফিযীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বহু লোক তাতে মারা যায়। এই হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪৩৯ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ

তিনি হলেন আবুল ফযল কাযী হাশেমী রাশদী। রাশীদের পুত্র। তিনি সিজিস্তানের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শায়খ গাতরীফার নিকট হাদীস শুনেছেন। খাতীব বাগদাদী (র) বলেছেন : কাযী আবুল ফযল নিজে আমার নিকট এই কবিতা আবৃত্তি করেছেন :

قَالُوْا اقْتَصِدْ فِى الْجُوْدِ انَّكَ مُنْصِفُ - عَدْلُ وَذُوالانْصَافِ لاَ يَجُوْرُ .

فَاَجَبْتُهُمْ اِنِّىْ سُلاَلَةُ مَعْشَرٍ - لَهُمْ لِوَاءُ فِى النَّدى مَنْشُوْرُ .

تَاللّٰهِ اِنِّىْ شَائِدُ مَا قَدَّمُوْا - جَدِّىْ الرَّشِيْدُ وَقَبْلَه مَنْصُوْرُ .

"ওরা আমাকে বলে : দান-দক্ষিণায় মধ্যপন্থা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন কর। তুমি তো ইনসাফকারী, ন্যায়বিচারক। আর বিচারক তো অন্যায় ও জুলুম করেনা, কোন একদিকে ঝুঁকে পড়ে না।

"আমি এদেরকে জবাবে বললাম যে, আমি তো এমন এক গোষ্ঠীর বংশধর, দান-দক্ষিণার আসরে যাদের থাকে উন্মুক্ত ও খোলা বিশেষ বিশাল পতাকা।

"আল্লাহ্র কসম! আমার পূর্ব-পুরুষগণ যা করে গিয়েছেন, আমি তা আরো মজবূত ও সুদৃঢ় করব। আমার দাদা হলেন রশীদ আর তাঁর পিতৃ-পুরুষ হলেন মানসূর।"

আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্য়া ইব্ন আইয়ূব আবুল কাসিম। প্রসিদ্ধ কবি ব্যক্তিত্ব। তাঁর কবিতার কতক এই :

يَا عَبْدُ كَمْ لَكَ مِنْ ذَنْبٍ وَّمَعْصِيَةٍ - انْ كُنْتَ نَاسِيْهَا فَاللّٰهُ اَحْصَاهَا .

لاَ بُدَّ يَا عَبْدُ مِنْ يَوْمٍ تَقُوْمُ بِه - وَوَقْفَةُ لَكَ يَدْمِىْ الْقَلْبُ ذِكْرَاهَا .

اِذَا عُرِضَتْ عَلَى قَلْبِىْ تَذَكُّرُهَا - وَسَاءَ ظَنِّىْ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ .

"ওহে বান্দা! তোমার গুনাহ্-খাতা, পাপ-দোষ তো বহু বহু জমে গিয়েছে। তুমি ভুলে গেলেও মহান আল্লাহ্ তা সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

"ওহে বান্দা! অবশ্যই এমন একদিন আসবে, যেদিন তুমি দন্ডায়মান হবে (হাশর ময়দানে) এবং এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, তোমার সকল গুনাহ্ তোমার স্মরণে এসে যাবে।

"আমার হৃদয়ের নিকট যখন ওই পাপাচারিতা পেশ করা হবে, আমার হৃদয় সেগুলো স্মরণ করবে। আমার মনোভাব ও ধারণা অপ্রীতিকর ও মন্দ হলে আমি আস্তাগফিরুল্লাহ্ পাঠ করি।"

মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী

এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবদুর রহীম আবূ সাঈদ। তিনি ছয়বার সম্রাট জালালুদ্দৌলাহ্-এর অধীনে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ৪৩৯ হিজরীতে ৫৬ বৎসর বয়সে জাযীরা-ই-ইব্ন উমার দ্বীপে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মূসা

তিনি হলেন প্রখ্যাত ওয়ায়েয মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মূসা আবূ আবদুল্লাহ শীরাযী। খাতীব বাগদাদী (র) বলেন যে, আবূ আবদুল্লাহ শীরাযী এক পর্যায়ে বাগদাদ আগমন করেন। তিনি সেখানে যুহদ-তাকওয়া ও পরহেযগারী প্রকাশ করেন। নিজেকে দুনিয়া-বিমুখ ও নির্মোহরূপে উপস্থাপিত করেন। তা দেখে মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, প্রতারিত হয়। তার মজলিসে বহু লোক উপস্থিত হতো। কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর দেখা যায় যে, উপহার-উপঢৌকন সে গ্রহণ করছে। এতে সে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এখন দামীদামী জৌলুসপূর্ণ জামা-কাপড় পরিধান করছে। তার কাজ চলছিল এবং তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পচ্ছিল। এক পর্যায়ে সে যুদ্ধে লিপ্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অনেক লোক তার সমর্থনে এগিয়ে আসে। নগর উপকণ্ঠে সে সৈন্য সমাবেশ করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় তার জন্যে ঢোল বাজানো হতে থাকে। সে আযারবাইযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বহু লোক তার সাথে সাথে অগ্রসর হয়। এই হিজরী সনে সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। খাতীব বাগদাদী (র) বলেন : আলোচ্য মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ শীরাযী বাগদাদে হাদীসের দরস দিয়েছিলেন। অল্প সংখ্যক হাদীস আমি তাঁর থেকে লিখেছি। আমার জনৈক সাথী তাঁর সূত্রে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে। সেগুলো তাঁর মুহাদ্দিস হিসেবে দুর্বলতা প্রমাণ করে। তিনি তাদের একজনকে উদ্দেস্য করে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন :

اِذَا مَا اَطَعْتَ النَّفْسَ فِىْ كُلِّ لَذَّةٍ - نُسِبْتَ اِلَى غَيْرِ الْحُجى وَالتَّكَرُّمِ ٠

اِذَا مَا اَجَبْتَ النَّاسَ فِىْ كُلِّ دَعْوَةٍ - دَعَتْكَ اِلَى الاَمْرِ الْقَبِيْحِ الْمُحْرِمُ ٠

"তুমি যদি প্রত্যেক আকর্ষণীয় ও মজাদার বিষয়ের ক্ষেত্রে তোমার রিপুর অনুসরণ কর, তাহলে তুমি নির্বোধ ও হীন ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে।

"মানুষের প্রত্যেক দাওয়াত ও আহ্বানে যদি তুমি সাড়া দিতে থাক, তবে ওই দাওয়াতে সাড়া দেয়া তোমাকে মন্দ ও নিষিদ্ধ কর্মে ডেকে নিয়ে যাবে।"

মুজাফফর ইব্‌ন হুসায়ন

তিনি হলেন মুযাফফর ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন উমর ইব্‌ন জুরহান আবুল হাসান আল-গায্‌যাল। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন মুযাফফর ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি একজন আস্থাশীল ও বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইবরাহীম

আবুল খাত্তাব হাম্বলী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার কিছুটা এই :

مَا حَكَمَ الْحُبُّ فَهُوَ مُمْتَثَلٌ - وَمَا جَنَاهُ الْحَبِيْبُ مُحْتَمَلُ .

يَهْوِىْ وَيَشْكُو الضَّنى وَكُلُّ هَوى - لاَ يَنْحَلُ الْجِسْمَ فَهُوَ مُنْتَحَلُ .

"প্রেমের নির্দেশ তামিলযোগ্য। প্রেমিকের দোষ ও ক্ষতিসাধন সহনযোগ্য, বরদাশতযোগ্য।

"প্রেমিক ভালবাসে, আর অপরপক্ষের ব্যাপারে কার্পণ্যের অভিযোগ করে। যে প্রেম দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে স্থান পায় না, সেই প্রেম স্থায়ী হয় না, বিদুরিত হয়।"

কবি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। মাআররাহ আল-নুমানে তিনি গিয়েছিলেন। তাঁকে পেয়ে কবি আবূ-আলা আল-মা'আররী কবিতায় তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তিনিও কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দেন। সফরের সময় তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভালই ছিল। কিন্তু সফর অন্তে তিনি বাগদাদ ফিরে আসেন অন্ধ হয়ে। ৪৩৯ হিজরী সনের যুলকাদাহ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন যে, কবি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী গোঁড়া রাফিযী মতাবলম্বী ছিলেন।

শায়খ আবূ আলী সানজী

৪৩৯ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয়, তাঁদের একজন হলেন শায়খ আবূ আলী স্নানজী হুসায়ন ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন মুহাম্মদ। সমসাময়িক যুগে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম ছিলেন। হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন আবূ বকর আল-কাফ্‌ফাল হতে। তিনি ইব্‌ন হাদ্দাদের 'আল-ফারউ'' বা প্রশাখাগত বিষয়াদি নামক কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেন। অবশ্য ইতিপূর্বে তাঁর শায়খ ওই গ্রন্থটির ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। তারও পূর্বে এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছিলেন কাযী আবূ তাইয়েব তাবারী। আলোচ্য শায়খ আবূ আলী সানজী প্রখ্যাত লেখক ইব্‌নুল কাস রচিত 'আত-তাতলীম' গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন। তিনি নিজে 'আল-মাজমূ'' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'আল-ওয়াসীত' গ্রন্থে ইমাম গাযালী (র) ওই গ্রন্থ হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেছেন যে, শায়খ আবূ আলী সর্বপ্রথম

ইরাকীদের তরীকা ও সংস্কৃতি এবং খোরাসানীদের তরীকা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। ৪৩৯ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

হিজরী চারশ চল্লিশ (৪৪০) সাল

এই হিজরী সনের জুমাদাল ঊলা মাসে বাগদাদ অধিপতি সম্রাট আবূ কালীজারের মৃত্যু হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থানকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিনে তিনবার রক্তবমি করেন। তাঁকে তাঁবুতে আনা হয় এবং বৃহস্পতিবার রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অবর্তমানে সন্ত্রাসী ছেলে-যুবকগণ তাঁর ধন-সম্পদ লুট করে। দাসদাসীগণ তাঁবু পুড়িয়ে দেয়। যে তাঁবুতে তাঁর লাশ ছিল, শুধু সেটি রক্ষা পায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবূ নসর শাসনকর্তা পদে আসীন হন। তিনি 'আল-মালিক আর-রাহীম বা 'দয়ালু সম্রাট' উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করলে খলীফা তাঁকে একে একে সাতটি উপহার দিয়ে বরণ করে নেন। তাঁর হাতে কংকন পরিয়ে দেন। গলায় মালা পরিয়ে দেন এবং মাথায় মুকুট ও কালো পাগড়ি বেঁধে দেন। খলীফা তাঁকে বিশেষ উপদেশ ও পরামর্শে অনুগৃহীত করেন। সম্রাট আবূ নসর নিজ বসতবাড়িতে ফিরে আসেন। জনগণ তাঁকে অভিবাদন জানাতে আসে। এই হিজরী সনে সিরাজ নগরীর চারপাশে নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এটির আয়তন ছিল ১২ হাজার গজ। উচ্চতা ৮ গজ। ছয় গজ পুরু। দরজা ও ফটক ছিল ১১টি।

এই হিজরী সনে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন নায়্যাল রোমান নগরগুলোতে আক্রমণ করে। যুদ্ধে জয়ী হয়। এক লক্ষ সৈন্য বন্দী করে ক্রীতদাসে পরিণত করে। ৪ হাজার যুদ্ধবর্ম দখল করে। কেউ কেউ বলেছেন : যুদ্ধবর্মের সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার। তখন তার মাঝে এবং কনস্টাণ্টিনোপলের মাঝে মাত্র ১৫ দিনের দূরত্ব ছিল। যুদ্ধলব্ধ মালামাল পরিবহনের জন্যে ১০ হাজার ঘোড়া/গাধার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। এই হিজরী সনে খলীফা আল-কাইম বিআমরিল্লাহ্-এর পুত্র যাখীরাতুদ্দীন আবুল আব্বাস-এর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। এই মর্মে যে, খলীফার মৃত্যুর পর তিনি খলীফা নিযুক্ত হবেন। এই ঘোষণাকে অভিবাদন জানানো হয়। এই হিজরী সনে রাফিযী ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাগদাদে নানা প্রকারের বিশৃংখলা বিপর্যয় ঘটে, যার বর্ণনা অতি দীর্ঘ। এই হিজরী সনে ইরাকী কেউ হজ্জে যায়নি।

৪৪০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

হাসান ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মুকতাদির

আবূ মুহাম্মদ আব্বাসী। ৩৪৩ হিজরী সনে তাঁর জন্ম। তাঁর গৃহশিক্ষক আহমদ ইব্‌ন মানসূর। তিনি সাকারী-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বিশিষ্ট লেখক আবুল আযহার আবদুল ওয়াহ্‌হাবের নিকট থেকেও হাদীস শুনেছেন। তিনি একজন মর্যাদাসম্পন্ন দীনদার ব্যক্তি ছিলেন। খলীফাদের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান এবং গণমানুষের উত্থান-পতনের

বৃত্তান্ত সম্পর্কে তাঁর ভাল পর্যবেক্ষণ ছিল। খিলাফতের পদ গ্রহণের ক্ষমতা এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ওই পদের প্রতি লালায়িত হননি; বরং আল-কাছির বিল্লাহ্-এর জন্যে ওই পদ ছেড়ে দেন। ৪৪০ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বৎসর। 'বাব-ই-হারব' বা যুদ্ধ ফটকের কবরস্থানে দাফন করার জন্যে তিনি অসীয়ত করে গিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন উমার

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন- হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন উছমান। তাঁর উপনাম আবুল কাসিম। তিনি ইব্‌ন শাহীন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতিমান ওয়ায়েয ও বক্তা ছিলেন। আবূ বকর ইব্‌ন মালিক, ইব্‌ন মাসী এবং আল-বুরকানীর নিকট হতে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। খাতীব বাগদাদী (র) বলেছেন যে, আমি তাঁর নিকট হতে হাদীস লিখেছি। তিনি একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হাদীস বিশারদ ছিলেন। ৩৫১ হিজরী সনে তার জন্ম হয়। ৪৪০ হিজরী সনের রবীউল আখির মাসে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। 'বাব-ই-হারব' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আলী ইব্‌ন হাসান

তিনি হলেন আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-মুনতাব আবূ মুহাম্মদ কাসিম। ইব্‌ন আবী উছমান দাক্কাক নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। খাতীব বাগদাদী (র) বলেছেন যে, তিনি কাতীঈ ও অন্যান্য শায়খের নিকট থেকে হাদীসের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি একজন নেককার, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, দীনদার ও বিশুদ্ধ মাযহাব অনুসারী ব্যক্তি ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবুল ফারজ

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইব্‌ন আবুল ফারজ। তিনি মন্ত্রী ছিলেন। উপাধি ছিল 'যু-আস-সা'আদাত'। তিনি সম্রাট আবূ কালীজারের অধীনে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন পারস্যে ও বাগদাদে। তিনি একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জাঁদরেল মন্ত্রী ছিলেন। ভাল কবি হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। জনৈক তত্ত্বাবধায়কের নিকট তাঁর চিঠিটি প্রশংসার মাইল ফলক হয়ে আছে। ঘটনা এই যে, এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তার আট মাসের একটি সন্তান ছিল তার ওয়ারিস। তার ত্যাজ্য সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ দীনার। মূসী অর্থাৎ ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক কিংবা অন্য কেউ মন্ত্রী মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফরের নিকট চিঠি লিখে যে, অমুক ব্যক্তি মারা গিয়েছে। আট মাসের একটি ছেলে রেখে গিয়েছে। আর প্রায় এক লক্ষ দীনার মূল্যের সম্পত্তি রেখে গিয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় যদি চান, তাহলে এই বাচ্চার সাবালকত্বপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই সম্পত্তি ঋণরূপে গ্রহণ করতে পারেন। অতঃপর মন্ত্রী চিঠির উপর লিখে দেন যে, মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ রহম করুন। আল্লাহ্ ইয়াতীম বাচ্চার ক্ষতি পুষিয়ে দিন। এই সম্পদকে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমের জন্যে লাভজনক করে দিন, এই সম্পদে হস্তক্ষেপকারীকে

আল্লাহ্ অভিশপ্ত করুন। ইয়াতীমের সম্পদের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এক পর্যায়ে মন্ত্রী মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফরকে বন্দী করা হয় এবং এই হিজরী সনের রমযান মাসে তাঁকে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বৎসর।

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন গায়লান ইবন আরদুল্লাহ ইবন গায়লান ইবন হালীম ইবন গায়লান। তালিব আল-বায্যার-এর ভাই। একাধিক শায়খ হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর শাফিঈ হতে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ। তিনি একজন সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, দীনদার ব্যক্তি ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তাঁর রিপু ও প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছিলেন। তাঁর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। প্রতিদিন সকালে তিনি ওইগুলোকে কোলের উপর ছড়িয়ে দিতেন। তারপর ওইগুলোকে চুমু খেতেন। এরপর সেগুলোকে যথাস্থানে রেখে দিতেন। ইমাম দারা কুতনী তাঁর নিকট হতে শোনা হাদীস নিয়ে 'আল-আজযা-আল-গায়লানিয়াত' (الا جزاء الغيلا نيات) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ওই গ্রন্থ আমরা (গ্রন্থকার) শুনেছি। ৪৪০ হিজরী সনের ৬ই শাওয়াল সোমবারে তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বৎসর। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর বয়স ১০০ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

সম্রাট আবূ কালীজার

৪৪০ হিজরী সনে যাদের মৃত্যু হয়, তাঁদের অন্যতম হলেন সম্রাট আবূ কালীজার মারযুবান ইব্ন সুলতানুদ্দৌলাহ্ ইব্ন বাহাউদ্দৌলাহ্। ৪০ বৎসর কয়েক মাস বয়সে তাঁর ওফাত হয়। প্রায় চার বৎসর তিনি ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোষাগার ও মাল গুদাম লুণ্ঠিত হয়। সেখানে লক্ষ-কোটি দীনার মূল্যের ধন-সম্পদ ও অর্থ ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-মালিকুর রাহীম আবূ নাসর শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হয়।

হিজরী চারশ একচল্লিশ (৪৪১) সাল

এই হিজরী সনের ১০ই মুহাররম কারখ অধিবাসীদের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করা হয় যে, তারা যেন এই দিনে বিলাপ, হাউমাউ করে ও চীৎকার করে ক্রন্দন করা বিষয়ক বিদআত থেকে বিরত থাকে। তারা সে নির্দেশ সহজভাবে মেনে নেয়নি। ফলে তাদের মাঝে ও বসরা ফটকের অধিবাসীদের মাঝে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। উভয়পক্ষে হতাহত হয় বহু লোক। কারখ বাসিগণ কারখে একটি দেয়াল নির্মাণ করে। আর সুন্নিগণ কালাইন বাজারে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে। অতঃপর প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের নির্মিত স্থাপনা ভেঙে ফেলে এবং ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে ইটগুলো বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। উভয় পক্ষে দম্ভোক্তি, বীরত্ব ও গৌরব গাঁথা উচ্চারিত হতে থাকে। একপক্ষে সাহাবা-ই-কিরামের প্রশংসাগীতি, আর অন্যপক্ষে তাঁদের নিন্দা ও সমালোচনায়

কবিতা আবৃত্তি চলতে থাকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উভয় পক্ষে অনেক ফিতনা-ফাসাদ ও সংকট সংঘটিত হয়। যার আলোচনা অতি দীর্ঘ। তারা এ সময় বহু বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

৪৪১ হিজরী সনে সম্রাট তুঘ্রিল বেগ এবং তাঁর ভাইয়ের মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। তাঁর ভাই নিজে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তাঁর ভাই একটি দূর্গে আশ্রয় নেয়। তুঘ্রিল বাহিনী ওই দূর্গ অবরোধ করে রাখে চারদিন। শেষ পর্যন্ত তাকে ঐ দূর্গ থেকে বের করে বন্দী করে তুঘ্রিলের নিকট হাযির করা হয়। তুঘ্রিল ভাইয়ের প্রতি সদয় আচরণ করেন এবং সম্মানের সাথে নিজের নিকট থাকতে দেন।

ইব্রাহীম ইব্‌ন নিয়াল জনৈক রোমান শাসনকর্তাকে বন্দী করেছিল। রোম-সম্রাট তখন সম্রাট তুঘ্রিল বেগকে পত্র লিখেন যেন প্রচুর অংকের টাকা মুক্তিপণ রেখে আটক রোমান শাসককে মুক্তি দেয়া হয়। সম্রাট তুঘ্রিল বেগ শর্তকৃত মুক্তিপণ ছাড়াই বিনা মুক্তিপণে ওই শাসককে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে রোম সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন। রোম সম্রাট খুশি হন। তুঘ্রিলের নিকট বিশাল পরিমাণের উপহার উপঢৌকন পাঠান। কনস্টান্টিনোপলের মসজিদ সংস্কারের নির্দেশ দেন। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমুআর নামায অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ওই মসজিদে তুঘ্রিল বেগের নামে খুতবা হতে থাকে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা সকল রাজা-বাদশাহর নিকট পৌঁছে যায়। সবাই সম্রাট তুঘ্রিল বেগের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকে। জাযিরাতের শাসক নাসরুদ্দৌলাহ্ সম্রাট তুঘ্রিলের নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন।

এই হিজরী সনে পিতার মৃত্যুর পর মাসঊদ ইব্‌ন মওদুদ ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন সাবুক্তগীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তখনও বয়সে ছোট। অল্প কয়েকদিন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। অতঃপর তাঁর চাচা আলী ইব্‌ন মাসঊদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বটে। এই হিজরী সনে মিসরীয়গণ হালব নগরী অধিকার করে। সেখানকার শাসনকর্তা ছিমাল ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন মিরদাসকে বিতাড়িত করে। এই হিজরী সনে বাসাসিরী ও বনূ আকাল গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই হিজরী সনে কারওয়াশের হাত থেকে আম্বার রাজ্য ছিনিয়ে নেন বাসাসিরী এবং ওই অঞ্চলের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।

এই হিজরী সনের শাবান মাসে বাসাসিরী খোরাসানের পথে অগ্রসর হয়ে আল-দাওরান অঞ্চল দখল করেন। সেখানে বহু ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। সাদী ইব্‌ন আবূ শাওক সেখানকার শাসনকর্তী ছিল এবং সেখানে প্রচুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, এই হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে আকাশে গভীর কালো মেঘের আবির্ভাব ঘটে। নিশিরাতের অন্ধকারের চেয়েও গভীর কালো অন্ধকার সেই মেঘমালা। আকাশের চারিদিকে আগুনের আলোর মত দেখা যায়। মানুষ অস্থির হয়ে উঠে। অজানা আশংকায় কেঁপে উঠে তারা। সকলে কান্নাকাটি ও অনুনয়-বিনয়সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ-মুনাজাত করতে থাকে। অতঃপর কিছুক্ষণ পর মধ্যরাতের দিকে ওই অবস্থা দূরীভূত হয়।

অবশ্য এর পূর্বক্ষণে প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হয়। ওই ঝড়ে বহু গাছপালা ভেঙে পড়ে রাজবাড়ি ও সরকারি বাসভবনের অনেক অট্টালিকা বিধ্বস্ত হয়। এই হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪৪১ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর

তাঁর উপনাম আবুল হাসান। তাঁর দাদা আতীকের নামের সাথে সংযুক্তি সূত্রে তিনি আল-আতীকী নামে পরিচিত ছিলেন। ইব্ন শাহীন ও অন্যান্য শায়খ হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল মুহাদ্দিস ছিলেন। ৪৪১ হিজরী সনের সফর মাসে তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৯০ বৎসর অতিক্রম করেছিল।

আলী ইব্ন হাসান

৪৪১ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন আলী ইব্ন হাসান আবুল কাসিম আলাভী। ইব্ন মুহিউস সুন্নাহ্ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। খাতীব (র) বলেছেন যে, তিনি ইব্ন মুযাফফর ও অন্যান্য শায়খ হতে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেছেন। তিনি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, দীনদার এবং বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী মুহাদ্দিস ছিলেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লেখনীর কাজ করতেন এবং তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তা হতে দান সদকা করতেন। এই হিজরী সনের রজব মাসে তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮০ বৎসর অতিক্রম করেছিল।

আবদুল ওয়াহহাব ইব্ন কাযী আল-মাওয়ারদী

তাঁর উপনাম আবুল ফাইর। ৪৩১ হিজরী সনে ইব্ন মাকূলার দরবারে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তাঁর পিতার সম্মানে ইব্ন মাকূলা তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ৪৪১ হিজরী সনের মুহাররম মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ সূরী

তিনি হলেন হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন আলা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ আবূ আবদুল্লাহ্ সূরী। বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে তিনি হাদীস শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। হাদীস সংগ্রহে দূর-দুরান্তে সফর করেন। অতঃপর হাদীসে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি হাদীস বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখেন। হাফিয আবদুল গণী মিসরী হতে বিশেষ দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর রচনার কিছু কাজ তিনি নিজে লিখে দেন। এক পর্যায়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদে পরিণত হন। একজন উদ্যমী যুবকের ন্যায় তিনি হাদীস সংগ্রহে কঠোর পরিশ্রম করেন। অতঃপর এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি আমল-ইবাদতে কঠোর সাধনা করেন। তিনি প্রতিদিন রোযা রাখতেন। শুধু দুই ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো বাদ দিতেন। উপরন্তু তিনি সুচরিত্রের অধিকারী এবং

প্রশংসনীয় জীবন যাপন করতেন। এক সময়ে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। অন্য চোখের সাহায্যে তিনি পাণ্ডুলিপির পর পাণ্ডুলিপি লিখে যেতেন। বলা হয় যে, আল্লামা খাতীব বাগদাদী (র)-এর ইতিহাস গ্রন্থটি ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থগুলোতে আবূ আবদুল্লাহ্ সূরীর গ্রন্থমালা হতে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। হাফিয সূরী ইনতিকালের সময় তাঁর ভাইয়ের নিকট ১২টি গাঁইটে বেঁধে তাঁর গ্রন্থগুলো রেখে গিয়েছিলেন। আল্লামা খাতীব বাগদাদী (র) যথাসময়ে তাঁর ভাইয়ের সাথে দেখা করেন এবং তাকে কিছু উপহার উপঢৌকন দেন। আর ওই গ্রন্থ সম্ভার হতে কতক গ্রন্থ নিয়ে আসেন এবং পরে তাঁর নিজের গ্রন্থে ওই গ্রন্থগুলোর তথ্য সংযোজিত করেন। হাফিয সূরীর কবিতার কিছু অংশ এই :

تَوَلَّى الشَّبَابُ بِرَيْعَانِه - وَاَتَى الْمَشِيْبُ بِاَحْزَانِه ·
فَقَلْبِيْ لِفُقْدَانِ ذَا مُؤْلِمْ - كَثِيْبُ لِهذَا وَ وِجْدَانِه ·
وَاِنْ كَانَ مَاجَارَ فِيْ حُكْمِه - وَلاَ جَاءَ فِيْ غَيْرِ اِبَانِه ·
وَلكِنْ اَتى مُؤْذِنًا بِالرَّحِيْ - لِ فَوَيْلِيْ مِنْ قُرْبِ اِيْذَانِه ·
وَلَوْلاَ ذُنُوْبُ تَحَمَّلْتُهَا - لَمَا رَاعَنِيْ اتْيَانُه ·
وَلكِنَّ ظَهْرِيْ ثَقِيْلُ بِمَا - جَنَاهُ شَبَابِيْ بِطُغْيَانِه ·
فَمَنْ كَانَ يَبْكِيْ شَبَابًا مَضى - وَيَنْدُبُ طِيْبَ زَمَانِه ·
فَلَيْسَ بُكَائِيْ وَمَا قَدْ تَرَوْ - نَ مِنِّيْ لِوَحْشَةِ فُقْدَانِه ·
وَلكِنْ لِمَا كَانَ قَدْ جَرَّه - عَلَيَّ بِوَثْبَاتِ شَيْطَانِه ·
فَوَيْلِيْ وَيَحْيِيْ اِنْ لَمْ يَجُدْ - عَلَيَّ مَلِيْكِيْ بِرِضْوَا نِه ·
وَلَمْ يَتَغَمَّدْ ذُنُوْبِيْ وَمَا قَدْ - جَنَيْتُ بِرَحْمَتِه وَغفرَانِه ·
وَيَجْعَلُ مَصِيْرِيْ اِلى جَنَّةٍ - يَحُلُّ بِهَا اَهْلُ رِضْوَانِه وَ غُفْرَانِه ·
فَاِنْ كُنْتُ مَالِيْ مِنْ طَاعَةٍ - سِوى حُسْنِ ظَنِّيْ بِاِحْسَانِه ·
وَاِنِّيْ مُقِرُّ بِتَوْحِيْدِه - عَلِيْمُ بِعِزَّةِ سُلْطَانِه ·
اُخَالِفُ فِيْ ذَاكَ اَهْلَ الْهَوى - وَاَهْلَ الْفُسُوْقِ وَعُدْوَانِه ·
وَاَرْجُوْا بِه الْفَوْزَ فِيْ مَنْزِلٍ - مَعَدِ مَهَيَّأً لِسُكَّانِه ·
وَلَنْ يَجْمَعَ اللّهُ اَهْلَ الْجُحُوْ - دِ وَمَنْ اَقَرَّ بِنِيْرَانِه ·
فَهَذَا يُنْجِيْه اِيْمَانُه - وَهذَا يَبُوْءُ بِخُسْرَانِه ·
وَهذَا يَنْعَمُ فِيْ جَنَّةٍ - وَذَاكَ قَرِيْنُ لِشَيْطَانِه ·

"আনন্দ-উল্লাস নিয়ে যৌবন চলে গেল। দুঃখ-জরা নিয়ে বার্ধক্য আগমন করলো।

"সেটি হারিয়ে আমার অন্তর ব্যথাতুর হয়ে পড়েছে। আরো ব্যথা জমেছে এর জন্য অর্থাৎ বার্ধক্যের আগমন ও উপস্থিতিতে।

"এমনটি ঘটেছে আমার অন্তরে যদিও এটি তার নিয়ম ও বিধানের ব্যতিক্রম করেনি, আর ওই বার্ধক্য তার সময়ের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আসেনি।

"বরং এটি এসেছে দুনিয়া হতে বিদায়ের ঘোষণা নিয়ে। দুঃখ আমার এজন্যে যে, ঘোষণা ও বিদায়ক্ষণ খুব কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে।

"আমি পাপের যে বোঝা বহন করে বেড়াচ্ছি, তা যদি না থাকতো; তাহলে আমি বার্ধক্যের আগমনে ভয় পেতাম না।

"কিন্তু আমার পিঠ তো ভারী হয়ে আছে, আমার যৌবন তার স্বভাবগত দ্রোহ দ্বারা যে অপরাধ করেছে, তার ভারে।

"যে ব্যক্তি যৌবনে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে তার জীবন অতিবাহিত হবে স্বাচ্ছন্দ্যে, তার জন্যে আসবে বরাবর সুন্দর ও সুখের সময়।

"আমার এই ক্রন্দন এবং আপনারা আমার যে অস্থিরতা দেখছেন, তা ওই যৌবন হারানোর দুঃখে নয়।

"বরং আমার ক্রন্দন ও অস্থিরতা যৌবন তার শয়তানী উম্মাদনা দ্বারা আমার উপর যে দায় চাপিয়ে দিয়েছে, তার জন্যে।"

"আমার জন্য শত দুঃখ, আমার জন্য শত আক্ষেপ! যদি আমার মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দয়া ও দানে আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হন।

"যদি তাঁর রহমত ও দয়ায় তিনি আমার পাপ ও অপরাধ ক্ষমা না করেন।

"আমার জন্যে শত দুঃখ ও ধিক্কার, যদি তিনি জান্নাত আমার প্রত্যাবর্তনস্থল ও বাসস্থান না করেন। যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্ত ও সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিগণ।

"আমি এমন যে, আমার কোন আমল ইবাদত নেই। শুধু আল্লাহ্র ইহসান ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা ও প্রত্যাশা আছে।

"আমি মহান আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতিদাতা, তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত।

"হাঁ, এই বিষয়ে আমি প্রবৃত্তি পূজারী, পাপাচারী ও সীমালংঘনকারীদের ধারণা ও বিশ্বাসের বিরোধিতা করি।

"আমার এই আকীদা-বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে আমি ওই বাসস্থান পেয়ে সফলকাম হবার আশা রাখি, যে বাসস্থান তার বসবাসকারীদের জন্যে তৈরি করে ও সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

"যারা আল্লাহ্র তৈরি জাহান্নাম অস্বীকার করে, আর যারা তা স্বীকার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়পক্ষকে তো এক জায়গায় একত্রিত করবেন না, একই স্থানে রাখবেন না।

"এইজনকে (বিশ্বাসীকে) তার ঈমান জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে, আর ওইজনকে তার বেঈমানী ক্ষতিতে নিক্ষেপ করবে।

"এইজন জান্নাতে নি'মাত ভোগ করবে। আর ওইজন জাহান্নামে তার শয়তানের সাথী হবে।"

তাঁর কবিতার মধ্যে এগুলোও রয়েছে :

قُلْ لِمَنْ عَا نَدَ الْحَدِيْثِ وَاَضْحى - عَائِبًا اَهْلَه وَمَنْ يَدَّعِيْه .

اَبِعِلْمٍ تَقُوْلُ هذا ابْنِ لِيْ - اَمْ بِجَهْلٍ فَالْجَهْلُ خُلُقُ السَّفِيْهِ .

اَيُعَابُ الَّذِيْنَ هُمْ حَفِظُوْا الدّ - يْنَ مِنَ التُّرَّهَاتِ وَالتَّمُوْيه .

وَاِلى قَوْلِهِمْ وَمَا قَدْ رَوَوْهُ - رَاجِعُ كُلُّ عَالِمٍ وَفَقِيْهُ -

"বলে দাও সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট পাঠক, গবেষক ও বর্ণনাকারীদেরকে দোষারোপ করে।

"ওকে বলে দাও, তুমি এমন খারাপ মন্তব্য করছো জেনেশুনে, নাকি অজ্ঞতাবশত। অজ্ঞতা তো বোকা ও মূর্খদের চরিত্র।

"যারা দীনকে রক্ষা করেছেন বানোয়াট, জাল ও অসত্যের সংমিশ্রণ হতে, তাঁদের কি সমালোচনা করা যায়? দোষারোপ করা যায়?

"বস্তুত তাঁদের বক্তব্য ও তাঁরা যা রিওয়ায়াত করেছেন, সকল আলিম ও ফকীহকে সেগুলোর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়।"

হাফিয আবূ আবদুল্লাহ সূরীর মৃত্যুর কারণরূপে বলা হয় যে, তাঁকে রোগের কারণে ইনজেকশন দেয়া হয়েছিল। তাতে তাঁর হাত ফুলে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, যেই সিরিঞ্জ দিয়ে তাঁর শরীরে ইনজেকশন দেয়া হয়েছিল, সেটি ছিল বিষ মাখানো। অন্য কারো জন্য সেটি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। ভুলক্রমে তাঁর জন্য ওই সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হয়। তাতে তিনি বিষে জর্জরিত হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মদীনা ইউনিভার্সিটি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসরের সামান্য বেশি। আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন।

হিজরী চারশ বিয়াল্লিশ (৪৪২) সাল

এই হিজরী সনে সুলতান তুঘ্রিল বেগ ইস্পাহান জয় করেন। প্রায় এক বছর যাবত তিনি এই শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন। অতঃপর তাঁর মালপত্র ও সহায়-সম্পদ রায় প্রদেশ হতে ইস্পাহানে স্থানান্তর করা হয়। তিনি এখানে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ইস্পাহান নগরীর নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। তিনি বলেন যে, যাদের সামরিক শক্তি দুর্বল, নিরাপত্তা প্রাচীর

প্রয়োজন হয় তাদের। আমার নিরাপত্তা হলো আমার তরবারি ও আমার সেনাবাহিনী। তখন ইস্পাহানের শাসনকর্তা ছিল আবূ মানসূর কারামিয ইব্‌ন আলাউদ্দৌলাহ আবূ জা'ফর ইব্‌ন কালবিয়্যাহ। সম্রাট তুগ্রিল বেগ তাকে ইস্পাহান হতে বহিষ্কার করেন এবং শহরের একাংশে তাকে বসবাস করতে দেন। এই হিজরী সনে সম্রাট আল-মালিকুর রাহীম আহওয়াযের উদ্দেশ্যে অভিযান প্রেরণ করেন। পারসিক সৈনিকগণ তাঁর অনুসরণ করে। এই হিজরী সনে খারিজিগণ ওমান দখল করে এবং রাজধানীতে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করে। শাসনকর্তা আবুল মুযাফফর ইব্‌ন আবূ কালীজারকে বন্দী করে। এই হিজরী সনে ফাতিমী শাসনকর্তা মুস্‌তানসির বিল্লাহ-এর নির্দেশে আরবগণ আফ্রিকী নগরসমূহে প্রবেশ করেন। ফলে সেখানকার শাসনকর্তা মুঈয ইব্‌ন হাদীসের সাথে তাদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয়পক্ষে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলে। কয়েক বৎসর যাবত ওই অঞ্চলে খুন-খারাবী, ফিতনা-ফাসাদ চলতে থাকে। এই হিজরী সনে সুন্নী সম্প্রদায় এবং রাফিযীদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা ও সমঝোতা চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। উভয়পক্ষ হযরত আলী (রা) এবং হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাযার যিয়ারতে যায়। কারখ নগরীতে সবাই মিলে সাহবা-ই কিরামের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তাঁদের জন্য রহমত কামনা করে। বস্তুত এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা, তবে তা যদি তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীতি প্রসূত হয়ে থাকে। এই সময়ে বাগদাদে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমে যায় এবং সহনীয় পর্যায়ে এসে পড়ে। এই হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪৪২ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আলী ইব্‌ন উমার ইব্‌ন হাসান

তিনি হলেন আলী ইব্‌ন উমার ইব্‌ন হাসান আবুল হাসান হারাবী ওরফে কাযভীনী। ৩৬০ হিজরী সনের মুহাররম মাসের শুরুতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই হলো সেই রাত, সে রাতে আবূ বকর আজিরী মৃত্যুবরণ করেন। আবূ বকর ইব্‌ন শাযান এবং আবূ হাফস ইব্‌ন হায়াওয়াইহ্ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ণ বোধসম্পন্ন মেধাবী এবং আল্লাহর শীর্ষস্থানীয় নেক বান্দাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর বহু কারামাত রয়েছে। তিনি কুরআন পড়াতেন, হাদীসের দরস দিতেন, হাদীস বর্ণনা করতেন। নামাযের প্রয়োজন ব্যতীত তিনি নিজের হুজরা হতে বের হতেন না। ৪৪২ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়। তাঁর মৃত্যুতে বাগদাদের জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। জনসাধারণ দলে দলে তাঁর জানাযায় শরীক হয়। সেদিন ছিল মূলত এক ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন।

উমার ইব্‌ন ছাবিত

তিনি হলেন উমার ইব্‌ন ছাবিত ছামানীনী, অন্ধ ব্যাকরণবিদ। 'আল্-লামউ' গ্রন্থের তিনি ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এই বিষয়ে তিনি ব্যাপক চর্চা করতেন। ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইব্‌ন জিন্নী সম্বন্ধে গবেষণায়

লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যগুলোর ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইব্‌ন জিন্নী নিজে আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উমার ইব্‌ন ছাবিতকে ছামানীনীরূপে আখ্যায়িত করার যুক্তি স্বরূপ বলা হয় যে, জূদী পর্বতের নিকটে ইব্‌ন উমার দ্বীপের কাছাকাছি একটি গ্রামের নাম ছামানীন বা আশি। হযরত নূহ (আ)-এর নৌযানের আরোহী ৮০ জনের নামে ওই গ্রামের নামকরণ করা হয়। আলোচ্য উমার ইব্‌ন ছাবিতের জন্মস্থান ছামানীন গ্রাম হওয়াতে তিনি ছামানীনী নামে পরিচিত হন।

কারওয়াশ ইব্‌ন মুকাল্লিদ

সে হলো কারওয়াশ ইব্‌ন মুকাল্লিদ আবুল মানী। মূসিল, কূফা ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসনকর্তা। সে একজন স্বৈরাচারী ও জুলুমবাজ শাসক ছিল। এক সময়ে মিসরের শাসনকর্তা আল-হাকিম তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করে তাকে কিছুটা নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং নিজ এলাকায় তার নামে খুতবা দেয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন। পরে আবার তা বর্জন করেন এবং খলীফার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। খলীফা তার জন্যে ক্ষমা মঞ্জুর করেন। এই স্বৈরাচারী জুলুমবাজ একসাথে দু'বোনকে বিয়ে করেছিল। আরব জনগণ এজন্যে তাকে গালমন্দ ও সমালোচনা করে। উত্তরে সে বলেছিল : আরে, আমি কী দোষ করলাম? আমি তো এমন এককাজ করেছি, যা শরীআতে বৈধ। মুঈয্য ফাতিমীর শাসনামলে এই স্বৈরাচারের পতন ঘটে। তার ধন-সম্পদ লুট করা হয়। তার মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র কুরায়শ ইব্‌ন বাদরান ইব্‌ন মুকাল্লিদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

মাওদূদ ইব্‌ন মাসঊদ

৪৪২ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয়, তাঁদের একজন হলেন মওদূদ ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীন। গযনীর শাসনকর্তা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আবদুর রশীদ ইব্‌ন মাহমূদ শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন।

হিজরী চারশ তেতাল্লিশ (৪৪৩) সাল

এই হিজরী সনের সফর মাসে সুন্নী জনতা ও রাফিযীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। উভয়পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। সংঘর্ষের সূত্রপাত এভাবে যে, রাফিযীগণ কতক সৌধ স্থাপন করে। সেগুলোর উপর স্বর্ণাক্ষরে বড় বড় করে লিখে দেয় "মুহাম্মদ ও আলী সর্বোত্তম মানুষ। যে ব্যক্তি এটা মেনে নিবে, সে কৃতজ্ঞ, আর যে ব্যক্তি তা মানবে না, সে কাফির, অকৃতজ্ঞ।" এই স্থানে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে হযরত আলী (রা)-এর নাম সংযুক্ত করাটা সুন্নিগণ মেনে নেয়নি। ফলে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত ওই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে একজন হাশেমী লোক নিহত হয়। তাকে ইমাম আহমদ (র)-এর পাশে দাফন করা হয়। সুন্নিগণ তার দাফন শেষে মূসা ইব্‌ন জা'ফর (র)-এর মাযারে

আসে। তারা ওই মাযারে লুটপাট চালায়। তারা মূসা ও মুহাম্মদ আল-জাওয়াদের মাযার জ্বালিয়ে দেয়। বুয়াইয়া গোত্রীয়দের কবর এবং সেখানে অবস্থিত অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের কবর ভাংচুর করে। জা'ফর ইব্‌ন মানসূরের কবর, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমীন ও তার মাতা যুবায়দার কবর এবং অন্য বহু কবর তারা পুড়িয়ে দেয়। ফিতনা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়; সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাফিযীগণ পাল্টা আক্রমণ করে প্রচুর ধ্বংস সাধন করে। অনেক পুরাতন কবর তারা উপড়িয়ে ফেলে। করবে থাকা নেককার লোকদের লাশ পুড়িয়ে ফেলে। তারা হযরত ইমাম আহমদ (র)-এর মাযারও ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তাদের নেতা তাদেরকে বাধা দেয় এবং এতে চরম ক্ষতির আশংকা করে। ইত্যবসরে কাতীঈ নামে এক গুপ্তঘাতক রাফিযীদের দলের মধ্যে মিশে যায়। সে ওদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ করে এবং কখনো গোপনে আবার কখনো প্রকাশ্যে ওদের হত্যা করতে থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। এর সূত্র কেউ খুঁজে বের করতে পারছিল না। এই ঘাতক খুবই শক্তিশালী, সাহসী এবং কুশলী ছিল। এই ঘটনা রাফিযী শাসনকর্তা দাবীস ইব্‌ন আলীর নিকট পৌঁছে। সে খলীফার নামে খুতবা দেয়া বন্ধ করে দেয়। অবশ্য পরবর্তীতে পুনরায় খলীফার নামে খুতবা চালু করে।

এই হিজরী সনের রমযান মাসে সম্রাট তুগ্রিল বেগের পক্ষ হতে খলীফার নিকট দূত আগমন করে। খলীফা কর্তৃক প্রেরিত শাহী উপহার ও হাদিয়ার শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে তুগ্রিল বেগ এই দূত প্রেরণ করেন। সম্রাট এই দূতের মধ্যেমে খলীফার নিকট হাদিয়া স্বরূপ ২০ হাজার দীনার, উপপ্রধান ব্যক্তির জন্যে পাঁচ হাজার দীনার এবং প্রধান সেনাপতির জন্যে দুই হাজার দীনার প্রেরণ করেন। সম্রাট তুগ্রিল রায় প্রদেশ জয় করার পর তার সংস্কার করেন। সংস্কারের স্বার্থে অনেক স্থানে মাটি খোঁড়াখুঁড়িও করতে হয়। খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে সেখানে দাফনকৃত লুকায়িত অনেক গুপ্তধন স্বর্ণ ও হীরা-যহরত সম্রাটের হস্তগত হয়। তাতেই তাঁর আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়; রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়; রাষ্ট্র শক্তিশালী সুদৃঢ় হয়।

৪৪৩ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ

তিনি হলেন কবি মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আবুল হাসান বুসরাভী। আকবরা গ্রামের পেছনে, বুসরা গ্রামের নামে তাঁকে বুসরাভী বলা হয়। উম্মু হাওরান গ্রামটির নাম বুসরা। তিনি বসবাস করেছেন বাগদাদে। তিনি একজন স্বভাবগত যুক্তিবাদী ও তর্কবাগীশ ছিলেন। তাঁর অনেক প্রথা বিরোধী কবিতা রয়েছে। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ এই :

تَرَى الدُّنْيَا وَشَهْوَتَهَا فَتَصْبُوا – وَمَا يَخْلُوْ مِنَ الشَّهَوَاتِ قَلْبُ ۔

فَلاَ يَغْرُرْكَ زُخْرُفُ مَا تَرَاه – وَعَيش لَيِّنُ الاَعْطَابِ رُطَبَ ۔

فُضُوْلُ الْعَيْشِ اَكْثَرُهَا هُمُوْمٌ – وَاَكْثَرُ مَا يَضُرُّكَ مَا تُحِبُّ ۔

اِذَا مَا بُلْغَةٌ جَاءَتْكَ عَفْوًا - فَخُذْهَا فَالْغِنى مَرْعى وَمَشْرَبُ .

اِذَا اتَّفَقَ الْقَلِيْلُ وَفِيْهِ سَلْمٌ - فَلاَ تُرِ الْكَثِيْرَ وَفِيْهِ حَرْبُ .

"তুমি দেখতে পাচ্ছ দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার চাকচিক্যময় বস্তুগুলোকে যে, এগুলো একের পর এক আসছেই, প্রবাহিত হচ্ছে। কোন হৃদয়ই প্রেম ও আকর্ষণ হতে মুক্ত নয়।

"তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তার চাকচিক্য ও বাহ্যিক অলংকরণ তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। বস্তুত ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক জীবনই হলো আরামদায়ক ও সফল।

"বাড়তি ও বিলাসপূর্ণ জীবন বেশিরভাগ শান্তি বর্জিত ও দুঃখময় হয়। তুমি যা ভালবাস, তা-ই বেশির ভাগ তোমার অনিষ্ট সাধন করবে, ক্ষতি করবে।

"প্রয়োজন পরিমাণ আহার্য যদি স্বাভাবিক পন্থায় তোমার নিকট আসে, তুমি সেটি গ্রহণ করবে। বস্তুত আহার্য ও পানীয়ের প্রাপ্তিই হলো ধনী ও অভাবমুক্ত হওয়া।

"শান্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে যদি স্বল্প বস্তুও আসে, তা গ্রহণ করবে। যুদ্ধ-বিগ্রহবিশিষ্ট প্রাচুর্যের জন্য লালায়িত হবে না।"

হিজরী চারশ চুয়াল্লিশ (৪৪৪) সাল

এই হিজরী সনে 'তায্কিরাতুল খুলাফা আল-মিসরিয়্যীন' গ্রন্থটির একাধিক কপি তৈরি করা হয়। ফকীহ্বৃন্দ, বিচারপতিগণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের লেখা তাতে সংযুক্ত করা হয়।

ওই গ্রন্থে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মিসরের খলীফাগণ মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধর নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কোন প্রকারেই তাদের বংশীয় সম্পর্ক নেই। তাদের ফাতিমী হবার দাবি অসার ও অসত্য। এই হিজরী সনে আরজান, আহ্ওয়ায ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়। তাতে বড় বড় দালান-কোঠা ও প্রাসাদ-অট্টালিকা ভেঙে পড়ে। বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যে, তখন রাজ-প্রাসাদের ছাদ ফেটে গিয়েছিল। সে নিজের চোখে তা দেখেছে। ওই ফাঁক দিয়ে সে আকাশ দেখতে পেয়েছিল। পরবর্তীতে ওই ফাঁক বন্ধ হয়ে যায়। তা এমনভাবে মিশে যায় যে, যেন কিছুই ঘটেনি।

এই হিজরী সনের যুল'কাদাহ্ মাসে সুন্নী ও রাফিযীদের মধ্যে নতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু হয়, তাতে বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। উভয়পক্ষে বহু লোক নিহত হয়। রাফিযীগণ তাদের মসজিদে লিখে রাখে : مُحَمَّدٌ وَعَلِى خَيْرُ الْبَشَرِ অর্থাৎ "মুহাম্মদ (সা) ও আলী (রা) সর্বোত্তম ব্যক্তি।" আযানের সময় তারা বলে : حَيَّ عَلَى خَيْرَ الْعَمَلِ "ভাল কাজের জন্যে আস।" দীর্ঘদিন যাবত স্থায়ী হয় ওই যুদ্ধ। গুপ্তঘাতক কাতীঈ রাফিযীদের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে এবং তার হত্যা মিশন চালিয়ে যেতে থাকে। তার কারণে ওদের স্বস্তি ছিলনা। এটি ভাগ্যের লিখন।

৪৪৪ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

হাসান ইব্ন আলী

তিনি হলেন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন ওয়াহব ইব্ন শামবাল ইব্ন কুররাহ ইব্ন ওয়াকিদ আবূ আলী তামীমী। তিনি একজন খ্যাতনামা ওয়ায়েয ও বক্তা ছিলেন। ইবনুল মাযহার নামে তাঁর ভাল পরিচিতি ছিল। ৩৫৫ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থ তিনি শ্রবণ করেন আবূ বকর ইব্ন মালিক কাতিঈ হতে, তিনি ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র আবদুল্লাহ হতে, তিনি পিতা ইমাম আহমদ (র) হতে। আবূ বকর ইব্ন মাসী, ইব্ন শাহীন, দারা কুতনী এবং অন্যান্য একাধিক শায়খ হতে তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তিনি একজন দীনদার, পরহেযগার ও মার্জিত ব্যক্তি ছিলেন। আল্লামা খাতীব বাগদাদী (র) উল্লেখ করেছেন যে, শায়খুল হাদীস কাতীঈ হতে তাঁর 'মুসনাদ-ই ইমাম আহমদ' গ্রন্থ শ্রবণের বিষয়টি সঠিক। তবে তিনি তাঁর নাম সংযুক্ত করেছেন সমসাময়িকদের সাথে। আল্লামা ইব্নুল জাওযী (র) বলেছেন যে, খাতীব বাগদাদীর এই মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাদীস শ্রবণে সমালোচনামূলক নয়, এরদ্বারা তাঁর হাদীস শ্রবণের বিশুদ্ধতায় কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। কারণ কোন ব্যক্তি হতে অপর ব্যক্তির হাদীস শ্রবণ নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত হলে দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম প্রথম ব্যক্তির সমসাময়িকদের সাথে সংযুক্ত করা বৈধ। খাতীব বাগদাদী (র) অবশ্য তাঁর কতক বিষয় নিয়ে সমালোচনামূলক বক্তব্য রেখেছেন, যার প্রয়োজন ছিলনা।

আলী ইব্ন হুসায়ন

৪৪৪ হিজরী সনে যাদের ইনতিকাল হয় তাদের একজন হলো আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ। তার উপনাম আবুল হাসান। আল-শামী আল-বাগদাদী নামে সে পরিচিত ছিল। সে বসরাতে বসবাস করতো এবং সে ও তার চাচা বসরার অধিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে এমন কতক কৌশল ও প্রতারণামূলক কাজ করে, যাতে জনসাধারণের মনে ধারণা জন্মে যে, সে কারামত ও হালাতবিশিষ্ট এবং কাশফ বা দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। বস্তুত এক্ষেত্রে সে ছিল মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। আল্লাহ তার ও তার চাচার অমঙ্গল করুন। তদুপরি সে ছিল খবীস রাফিযী ও কারমাতি মতবাদের অনুসারী। ৪৪৪ হিজরী সনে তার মৃত্যু হয়। তার মত প্রতারকের মৃত্যুতে আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা।

কাযী আবূ জা'ফর

তিনি হলেন কাযী আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আহমদ সুমনানী। শায়খ আবুল হাসান আশ'আরীর পথ অনুসরণে তিনি একজন খ্যাতিমান তর্কবিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। শায়খ দারা কুতনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হতে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন দানশীল, মর্যাদাবান আলিম ছিলেন। তিনি মূসেলের বিচারক পদে কাজ করেন। তাঁর বাসস্থানে মুনাজারাহ ও তর্কসভা অনুষ্ঠিত হতো। বিচারকের পদে কর্মরত অবস্থায় তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট

হয়। অতঃপর ৪৪৪ হিজরী সনের রবীউল আউয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। মহান আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।

হিজরী চারশ পঁয়তাল্লিশ (৪৪৫) সাল

এ হিজরী সনে সুন্নী ও রাফিযী সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ব্যাপকহারে খুন-খারাবি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জালাও-পোড়াও-এর কাজ অব্যাহত থাকে। এই হিজরী সনে গুজব ওঠে যে, মুঈয্য ফাতিমী ইরাক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই হিজরী সনে সম্রাট তুঘ্রিল বেগের নিকট বর্ণনা করা হয় যে, শায়খ আবুল হাসান আশআরী এমন এমন কথা বলে যাচ্ছে এবং তাঁর নামে এমন সব কথা বলার অপবাদ দেয়া হয়, যেগুলোর সাথে দীন ও সুন্নতের কোন সম্পর্ক নেই। সেই সূত্রে সম্রাট তুঘ্রিল ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীকে লা'নত ও অভিশাপ দেয়ার নির্দেশ দেন। নিশাপুরবাসিগণ স্পষ্ট মন্তব্য করে যে, এ জাতীয় কথা যে বলে, সে নিশ্চয়ই কাফির। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে আবুল কাসিম কুশায়রী আবদুল করীম ইব্ন হাওয়াযিন ভীষণ বিব্রত অবস্থায় পতিত হন। এই দুঃখের প্রকাশ ও সুন্নীদের আত্মপক্ষ সমর্থন বিষয়ে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এক পর্যায়ে সুলতান তুঘ্রিল নেতৃস্থানীয় আশ'আরীদেরকে তাঁর দরবারে আহ্বান করেন। তাঁরা রাজদরবারে উপস্থিত হন। আল্লামা কুশায়রী ওই দলে ছিলেন। সুলতানের নিকট যে তথ্য পৌঁছেছে, সে সম্পর্কে তিনি জানতে চান। প্রতিনিধি দল শায়খ আশ'আরীর এমন কথা বলাটা অস্বীকার করে। তখন সুলতান বলেন যে, আমরা তো নির্দেশ দিয়েছি, যে ব্যক্তি এমন কথা বলে তাকে লা'নত দেয়ার জন্যে। তিনি এটা না বলে থাকলে লা'নত তাঁর উপর পতিত হবে না। এই বিষয়ে আরো দীর্ঘস্থায়ী ফিতনা বলবৎ থাকে।

এই হিজরী সনে শাসনকর্তা 'ফুলা' শীরাজে অবস্থিত সম্রাট আবূ কালীজার প্রাচীরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেখান থেকে তাঁর ভাই আবূ সা'দকে বিতাড়িত করে। এই হিজরী সনে বাসাসিরী অগ্রসর হয় কুর্দী ও বেদুঈনদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায়। তারা দেশে খুব অশান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আসছিল। বাসাসিরী প্রচন্ড আক্রমণে ওদেরকে পরাভূত করেন এবং ওদের ধন-সম্পদ কেড়ে নেন। এই হিজরী সনে কোন ইরাকী হজ্জে যায়নি।

৪৪৫ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

আহমদ ইব্ন উমার ইব্ন রাওহ

এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের একজন হলেন আহমদ ইব্ন উমার ইব্ন রাওহ আবুল হাসান নাহরাওয়ানী। তিনি একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁর উন্নতমানের কবিতা রয়েছে। তিনি বলেন : একদিন আমি নাহ্রাওয়ান নদীর তীরে অবস্থান করছিলাম। তখন দেখতে পেলাম যে, ভাটির দিকে গমনকারী এক নৌকায় বসে এক লোক এই গান গেয়ে যাচ্ছে :

وَمَا طَلَبُواْ سِوى قَتْلِىْ - فَهَانَ عَلَىَّ مَا طَلَبُواْ .

"আমাকে হত্যা করা ছাড়া তাদের কোন দাবী নেই। সুতরাং তাদের দাবীকৃত বিষয় আমার জন্যে সহজ হয়ে গিয়েছে।"

কবি বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম : এই চরণের সাথে আরেকটি কলি যোগ কর। তখন সে বলল :

عَلى قَتْلِىْ الأَحِبَّ - ةُ فِى التَّمَادِىْ بِالْجُفَا غَلَبُواْ .

وَبِالْهِجْرَانِ مِنْ عَيْنِىْ - طِيْبَ النَّوْمِ قَدْ سَلَمُواْ .

وَمَا طَلَبُواْ سِوى قَتْلِىْ - فَهَانَ عَلَىَّ مَا طَلَبُواْ .

"আমার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার বন্ধুগণ পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত। অন্যায়ভাবে তারা বিজয়ী হয়েছে।"

"বন্ধুত্ব বর্জন ও পরিত্যাগ দ্বারা তারা আমার চক্ষু হতে শান্তির নিদ্রা ছিনিয়ে নিয়েছে।

"আমাকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের অন্য দাবী নেই। সুতরাং তারা যা দাবী করছে তা আমার জন্যে নিতান্ত মামুলী ও সহজ হয়ে গেছে।"

ইসমাঈল ইব্‌ন আলী

৪৪৫ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন ইসমাঈল ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ যানজাবিয়্যাহ, আবূ সাঈদ রাযী। সাম্মান নামে তাঁর পরিচিতি আছে। তিনি মুতাযিলা মাযহাবের শায়খ ছিলেন। বহু হাদীস তিনি শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। চার হাজার শায়খ হতে তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। মুতাযিলী মতবাদের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মর্যাদাবান আলিম ছিলেন। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ বক্তব্য এই : "যে ব্যক্তি হাদীস লেখেনি, সে ইসলামের মজা ও স্বাদ উপলব্ধি করতে পারেনি।" মাযহাবের ক্ষেত্রে তিনি হানাফী ছিলেন। ফারাইয বা উত্তরাধিকারিত্বশাস্ত্র, গণিত, রাবীদের জীবনীসহ একাধিক বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। ঐতিহাসিক ইব্‌ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আলোচ্য ইসমাঈল ইব্‌ন আলীর জীবনী উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন।

উমার ইব্‌ন শায়খ আবূ তালিব মক্কী

৪৪৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন 'উমার ইব্‌ন শায়খ আবূ তালিব মক্কী মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আতিয়্যাহ্। তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন তাঁর পিতা শায়খ মক্কী থেকে এবং প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইব্‌ন শাহীন থেকে। তিনি একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ জা'ফর।

মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন উছমান ইব্ন ফারজ আল-আযহার। আবূ তালিব ওরফে ইবনুস সুওয়াদী। তিনি আবুল কাসিম আল-আযহারীর ভাই। ৮০ বছরের অধিক বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ তামাম আল-যায়নাবী

অঞ্চলভিত্তিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে আঞ্চলিক নেতৃত্বের পদে আসীন হন।

হিজরী চারশ ছেচল্লিশ (৪৪৬) সাল

এই হিজরী সনে সুলতান তুঘ্রিল বেগ আযারবাইযান দখল করার পর রোম সাম্রাজ্যে অভিযান চালান। কতক নগর জয় করেন। সেখান থেকে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ অধিকার করেন। কতক লোককে বন্দী করেন। দখলীকৃত শহরগুলোতে কিছু সংস্কারমূলক কাজ করেন। তারপর নিরাপদে ফিরে এসে আযারবাইযানে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তিনি এক বছর অবস্থান করেন। এই হিজরী সনে জুরায়শ ইব্ন বাদরান 'আল-আম্বার' রাজ্য দখল করেন। সেখানে এবং মূসেলে সুলতান তুঘ্রিলের নামে খুতবা প্রচলন করেন। সেখান থেকে বাসাসিরীতে নিযুক্ত শাসনকর্তাকে বহিষ্কার করেন। এই অভিযান শেষে খাফাজাহ্ গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে বাসাসিরী বাগদাদে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে খলীফার প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ পায়। খলীফার নিকট সেই তথ্য পৌঁছে। তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ ও সন্তুষ্টির জন্যে খলীফা তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন। বাসাসিরী যিলহজ্জ মাসে আম্বারে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেটি পুনর্দখল করেন। তাঁর সাথে ছিল দাবীস ইব্ন আলী ইব্ন আলী ইব্ন যায়দ। তারা বহু স্থান ও স্থাপনা ভাংচুর ও ধ্বংস করে। রাজকীয় উপহার প্রদানের জন্যে খলীফা বিদ্রোহী বাসাসিরীকে প্রশাসনিক ভবনে আমন্ত্রণ জানান। বাসাসিরী প্রশাসনিক ভবনের মখোমুখি এসে মাটিতে চুমু খেয়ে তাঁর নিজ বাসস্থানে চলে যান, প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করেননি। এতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরো বৃদ্ধি পায়। এই হিজরী সনে ইরাকীদের কেউ হজ্জে যায়নি।

৪৪৬ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

হুসায়ন ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন হুসায়ন ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ আবূ আবদুল্লাহ্ সালমাসী। তিনি ইব্ন শাহীন, ইব্ন হায়ওয়াইহ্ এবং দারা কুতনী হতে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তিনি একজন আস্থাশীল, বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। পরোপকার, সৎকর্ম, গরীব-দুঃখীদের সহায়তা প্রদান ও ব্যাপক দান-সদকাকারীরূপে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। কোন কোন সময়

তাঁকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে বলা হতো কিন্তু তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর পরিবারের মাসিক ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১০ দীনার মাত্র।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান

তিনি আবূ আবদুল্লাহ ইস্পাহানী। ইবনুল্লাব্বান নামে পরিচিত। তিনি শায়খ আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি কারখ অঞ্চলের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি ইমাম হয়ে জামা'আতে তারাবীহ্ নামায আদায় করতেন। নামায অন্তে মুসল্লিগণ চলে গেলে তিনি অন্য নামাযে মনোযোগ দিতেন এবং সুবহি সাদিক পর্যন্ত নামায পড়তেন। কখনো কখনো এমন হতো যে, পুরো রমযান মাসে তিনি একবারও বিছানায় পিঠ ঠেকাতেন না। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

হিজরী চারশ সাতচল্লিশ (৪৪৭) সাল

এই হিজরী সনে সুলতান তুঘ্রিল বেগ বাগদাদ দখল করেন। বাগদাদ ও ইরাকের অন্যান্য শহর দখলকারী তিনিই প্রথম সেলজূক নৃপতি। খলীফা এবং বাসাসিরীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য এই হিজরী সনে আরো কঠোর পর্যায়ে উপনীত হয়। সৈন্যগণ বাসাসিরী সম্পর্কে খলীফার দরবারে বিভিন্ন অভিযোগ পেশ করে। প্রধান সেনাপতি বাসাসিরী সম্পর্কে খোলাখুলি সমালোচনা করে; তার বিভিন্ন অপকর্মের বিবরণ দেয়। ইতিমধ্যে বাসাসিরী মিসরীয়দের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। আব্বাসীদের প্রতি তার আনুগত্য প্রত্যাহার করে। খলীফা বললেন, তবে এখন তাকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।

এই হিজরী সনে আহওয়ায প্রদেশে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় ভীষণভাবে। শীরায নগরীতে এক কুরর বা ৯৬০ কেজি[১] খাবার বিক্রি হতে থাকে এক হাজার দীনারে। এই হিজরী সনে পূর্বের মত সুন্নী সম্প্রদায় ও রাফিযীদের মধ্য সংঘর্ষ হয়। দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে এই সংঘর্ষ। উভয়পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সরকার ব্যর্থ হয়। এই হিজরী সনে আশ'আরী সম্প্রদায় ও হাম্বলী মাযহাবভুক্তদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। হাম্বলীগণ খুবই শক্তিশালী ছিল। তারা প্রভাব বিস্তার করে। ফলে পরিস্থিতি এমন হয় যে, আশ'আরীগণ জুমু'আর জামাআতে আসতেও সক্ষম হতো না।

আল্লামা খাতীব বাগদাদী (র) বলেছেন যে, তুর্কী সেনাপতি আরসালান ওরফে বাসাসিরীর দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায়। কারণ তার সমসাময়িক ও সমকক্ষ কোন সেনাপতি তখন ছিল না। কতক শহরে সে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং তার নাম-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব্-অনারব সেনাপতি ও আমীর-উমারা তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ইরাক,

১. এক কুরর (كر) সমান ৬০ কাফীয (قفيز)। এক কাফীয সমান ১৬ কেজি। সুতরাং এক কুরর সমান ৯৬০ কেজি প্রায় (সূত্র : আল ওয়াসিত পৃ. ৭৫১ ও ৭৮২)।

আহ্ওয়ায ও তৎশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিম্বরগুলোতে তার জন্যে দু'আ করা হতে থাকে। খলীফা তাকে ব্যতীত কিছুই করতে পারছিলেন না। সেই ছিল খলীফার ডানহাত বামহাত।

এক পর্যায়ে তার দুরভিসন্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে খলীফা সঠিক তথ্য অবগত হন। একাধিক সেনাপতি খলীফাকে জানায় যে, সেনাপতি বাসাসিরী খলীফার প্রাসাদ লুট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সে নিজে খলীফার পদ দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তখন অবিলম্বে খলীফা সেলজূক নৃপতি মুহাম্মদ ইব্ন মীকাঈল ইব্ন সেলজূক ওরফে তুগ্রিল বেগকে ইরাক আগমনের আমন্ত্রণ জানান। এই সংবাদ পেয়ে বাসাসিরীর সাথে থাকা সৈন্যগণ তার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে দ্রুত বাগদাদ ফিরে আসে। অতঃপর সকলে বাসাসিরীর বিরুদ্ধে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। বাসাসিরী তখন পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করছিল। খলীফার সমর্থক সৈনিকগণ বাসাসিরীর বাসভবন আক্রমণ করে। তারা তা জ্বালিয়ে দেয়। সেখানকার প্রাসাদ, অট্টালিকা, ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে। ৪৪৭ হিজরী সনের রমযান মাসে সুলতান তুগ্রিল বেগ বাগদাদ আগমন করেন। আমীর-উমারা, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও সামরিক-বেসামরিক শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানকে অভ্যর্থনা জানায়। অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে সুলতান তুগ্রিল বাগদাদ প্রবেশ করেন। বাগদাদে তাঁর নামে এবং পরবর্তীতে 'মালিকুর রহীমের' নামে খুতবা দেয়া হতে থাকে। কিছুদিন পর আল-মালিকুর রহীমের নামে খুতবা দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। তাকে বন্দী করে জেলখানায় নেয়া হয়। সে ছিল বুয়াইয়া বংশীয় শেষ সম্রাট। বুয়াইয়াদের শাসন ক্ষমতা ১১০ বছর স্থায়ী হয়। আল-মালিকুর রহীম ছয় বৎসর ১০ দিন বাগদাদের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজভবন সংস্কারের পর সুলতান তুগ্রিল সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ সেনা ভবনসমূহে অবস্থান নেয়। তাঁর সাথে ৮টি হাতি ছিল। এক পর্যায়ে জনসাধারণ এবং সেনা সদস্যদের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়। এতে পূর্বাঞ্চল পুরোটাই লুণ্ঠিত হয়। জঘন্য বিশৃংখলা সংঘটিত হয়। এদিকে বিদ্রোহী সেনাপতি বাসাসিরী খলীফার শাসনাধীন এলাকা ছেড়ে আল-রাহ্বাহ্ অঞ্চলে পালিয়ে যায়। মিসরীয় শাসনকর্তার নিকট সে এই বার্তা পাঠায় যে, ইরাকে মিসরীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সে চেষ্টা চালাচ্ছে। মিসরীয় শাসনকর্তা তাকে আল-রাহ্বাহ্ অঞ্চলে নিজের প্রতিনিধি ও স্থানীয় শাসক নিয়োগ করে। যাতে তার লক্ষ্য অর্জনে সে সুযোগ পায়।

এই হিজরী সনে যুলকাদাহ মাসে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আলী দামিগানী প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি এই পদে যোগদান করেন। এটি হয়েছিল বিচারপতি ইব্ন মাকূলার মৃত্যুর পর। সুলতান তুগ্রিল বেগের বাগদাদ প্রবেশের একদিন পর খলীফা তাঁকে রাজকীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং ঢোল-তবলার সশব্দ আয়োজনে পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করেন। এই হিজরী সনে খলীফা আল-কায়িম বিআমরিল্লাহ্-এর পুত্র যাখীরুদ্দীন আবুল আব্বাস মুহাম্মদ মারা যান। তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক যুবরাজ ও পরবর্তী

খলীফা ঘোষিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রচণ্ড দুঃখ ও কষ্টে জর্জরিত হয় দেশ ও জনগণ।

এই হিজরী সনে আবূ কামিল আলী ইব্ন মুহাম্মদ সালিহী হামাদানী ইয়ামানের অধিকাংশ শহর-নগরে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে সে ফাতিমীদের নামে খুতবা প্রদানের প্রচলন ঘটায়; আব্বাসীদের নামে খুতবা প্রদান বন্ধ করে দেয়। এই হিজরী সনে তুর্কী গুয্য গোত্রীয়দের সন্ত্রাস ও ফিতনা বেড়ে যায়। তারা জনগণের গরু-ঘোড়া ও গৃহপালিত পশু-পাখি লুট করে নিয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন হয় যে, একটি বলদ বিক্রি হতে থাকে পাঁচ কীরাতে। এই হিজরী সনে মক্কা শরীফে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ভীষণভাবে। মহান আল্লাহ্ তাঁর কুদরতে সেখানে হালাল ফড়িং ঝাঁকে ঝাঁকে প্রেরণ করেন। খাদ্যের বদলে তারা ফড়িং ধরে খেতে থাকে। এই হিজরী সনে ইরাক হতে কেউ হজ্জে যায়নি।

৪৪৭ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় :

হাসান ইব্ন আলী

তিনি ছিলেন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন জা'ফর ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন দুলফ ইবন আবূ দুলফ আল-আজালী প্রধান বিচারপতি। তিনি ইব্ন মাকূলা নামে পরিচিত ছিলেন। মাযহাবের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। প্রথমে তিনি বসরার বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর তিনি বাগদাদে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ ছিল ৪২০ হিজরী সনে খলীফা আল-মুকতাদীরের আমলে। আল-মুকতাদিরের পুত্র খলীফা আল-কায়িম বিআমারিল্লাহ্-এর আমলেও তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। অবশেষে ওই পদে কর্মরত অবস্থায় এই হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। এর মধ্যে ২৭ বৎসর তিনি বিচারপতির পদে কাজ করেন। তিনি একজন সংযমী ও দীনদার ব্যক্তি ছিলেন। জনগণ কিংবা খলীফা কারো নিকট হতে তিনি হাদিয়া উপহার গ্রহণ করতেন না। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মানদাহ্ হতে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত উন্নতমানের কবিতা রয়েছে। তার অংশবিশেষ এই :

تَصَابى بُرْهَةً مِنْ بَعْدِ شَيْبٍ - فَمَا اَغْنَى الْمَشِيْبُ عَنِ التَّصَابِىْ ٠

وَسَوَّدَ عَارِضَيْهِ بِلَوْنِ خَضَبٍ - فَلَمْ يُنْفَعْهُ تَسْوِيْدُ الْخِضَابِ ٠

وَاَبْدى لِلاَحِيَّةِ كُلَّ لُطْفٍ - فَمَازَادُوْا سِوى فَرْطَ اجْتِنَابِ -

سَلاَمُ اللهِ عَوْدًا بَعْدَ بَدْئٍ - عَلى اَيَّامِ رَيْعَانِ الشَّبَابِ ٠

تَوَلَّى عَزْمُهُ يَوْمًا وَاَبْقى - بِقَلْبِىْ حَسْرَةً ثُمَّ اكْتِئَابِ ٠

"সে বুড়ো হবার পরও দীর্ঘদিন প্রেম করেছে। বার্ধক্যের আগমন তাকে প্রেম-ভালবাসা হতে বিরত রাখতে পারেনি।

"খিযাব ও কলপের রঙে সে তার দুদিক কালো করেছে। কিন্তু খিযাবের কালো রঙ তার কোন উপকারে আসেনি।

"প্রেমিক-প্রেমিকা ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে সে তার দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে তাদের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতাই বেড়েছে মাত্র।

"কামনা ও বাসনার যৌবন প্রকাশিত হবার পর বিদায় নিয়েছে। সেটির পুনরাগমন অসম্ভব, সুতরাং তার বিদায়ে আল্লাহ্ হাফেয।

"একদিন দৃঢ়তার সাথে ওই যৌবন ফিরে গেল, বিদায় নিল। আমার হৃদয়ে রেখে গেল শুধু দুঃখ ও মনোবেদনা।"

আলী ইব্ন মুহসিন ইব্ন আলী

তিনি হলেন আলী ইব্ন মুহসিন ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল ফাহম। তাঁর উপনাম আবুল কাসিম তানূখী। আল্লামা ইব্নুল জাওযী বলেছেন : কতক ঐক্যবদ্ধ গোত্রের যৌথ নাম হলো তানূখ। তারা বাহরায়ন প্রদেশে সমবেত হয়েছিল এবং পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। অতঃপর তাদের সকলের সম্মিলিত নাম হয় 'তানূখ'। আবুল কাসেম তানূখী ঐ জনগোষ্ঠীর একজন। ৩৫৫ হিজরী সনে বসরাতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ৩৭০ হিজরী সনে হাদীসের দরস গ্রহণ করেন। হাদীস বর্ণনায় হাকিমদের নিকট তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। পরবর্তীতে তিনি মাদায়েন ও অন্যান্য স্থানে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও আত্মসংযমী ব্যক্তি ছিলেন। তবে মুতাযিলা ও রাফিযী মতবাদের প্রতি তাঁর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব ছিল।

হিজরী চারশ আটচল্লিশ (৪৪৮) সাল

এই হিজরী সনের ২২ মুহাররম বৃহস্পতিবার খলীফা নিজে সুলতান তুগ্রিলের ভাতিজী খাদীজাকে বিয়ে করেন। বিয়ের দেনমোহর ধার্য হয় এক লক্ষ দীনার। উময়াদুল মুলক আল-কিন্দারী, তুগ্রিলের মন্ত্রী অন্যান্য আলাভীগণ, প্রধান বিচারপতি দামিগানী ও আল-মাওয়ারদী, প্রধান সেনাপতি ইব্নুল মুসাল্লামাহসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উক্ত বিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শাবান মাসে প্রধান সেনাপতি উপস্থিত হয় সম্রাট তুগ্রিলের দরবারে এবং বলে, খলীফা আমীরুল মুমিনীন আপনার নিকট বার্তা পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারের নিকট প্রত্যার্পণ করতে" (৪ : ৫৮)।

খলীফা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমানত (বিবাহিতা স্ত্রী) খলীফার গৃহে পৌঁছে দিতে। সুলতান বললেন : তাঁর আদেশ শিরোধার্য। অতঃপর নববধূ তুলে আনতে খলীফার মাতা

গেলেন সুলতানের বাড়িতে। নববধূ এলেন। তাঁর সাথে উমায়দুল মুলক মন্ত্রী তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকল। তারা খলীফার প্রাসাদে প্রবেশ করল। চাচা তুঘ্রিলের পক্ষে মন্ত্রী উমায়দুল মুলক খলীফার হাতে নববধূকে তুলে দিলেন এবং তার প্রতি মায়া-মমতা ও সহানুভূতিশীল আচরণের নিবেদন করলেন। নববধূ খলীফার কক্ষে প্রবেশ করে কয়েকবার মাটি চুম্বন করে। খলীফা তাকে কাছে টেনে নেন এবং নিজের পাশে বসান। তাকে অনেক মূল্যবান উপহারে ভূষিত করেন। হীরার মুকুট, একশত রেশমী জামা, স্বর্ণের পাত, মুক্তা, ইয়াকূত ও পান্নার কারুকার্য খচিত স্বর্ণের প্লেট প্রদান করেন। তাঁর আমদানি হতে বাৎসরিক ১২ হাজার দীনার নববধূর জন্যে রেজিস্ট্রি করে দেন।

এই হিজরী সনে সুলতান তুঘ্রিল বেগ 'আল-আদুদিয়্যাহ' রাজপ্রাসাদ তৈরির নির্দেশ দেন। বহু ঘরবাড়ি উৎখাত ও উচ্ছেদ করে ওই রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। জনগণ এ উপলক্ষে সেনানিবাস হতে অনেক কাঠ-তক্তা লুট করে নিয়ে যায়। পশ্চিমাঞ্চলেও লুটতরাজ চলে। তারা ওই কাঠ-লাকড়ি রুটি ব্যবসায়ী ও হোটেল মালিকদের নিকট বিক্রি করে।

এই হিজরী সনে জনসাধারণ পুনরায় প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে পড়ে। বাগদাদে হাহাকার, ভয়ভীতি, লুটতরাজ এবং এক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর আসে মানুষের গণমৃত্যু। অবস্থা এমন হয় যে, গোসল ছাড়া, কাফন ছাড়া, মানুষের লাশ দাফন করতে হয়। পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। ঔষধপত্র এবং রোগীর জন্যে প্রয়োজনীয় পথ্যাদি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে। পরিবেশ পলিময় এবং আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়ে। আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী (র) বলেছেন যে, এই মহামারী ও দুর্ভিক্ষ মক্কা, হিজায, দিয়ার-ই-বাকর, মূসেল, বিলাদ-ই-বাকর, রোমান রাজ্যসমূহ, খোরাসান, জিবাল এবং পুরো মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এটি 'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থের ভাষ্য। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, তখন মিসর হতে একটি বিস্ময়কর সংবাদ আসে যে, একরাতে তিনজন চোর এক বাড়িতে ঢুকেছিল সিঁদ কেটে চুরি করার জন্যে। সকালে তাদের সবাইকে মৃত পাওয়া যায়। একজনকে পাওয়া যায় ওই সিঁদের মুখে, একজনকে পাওয়া যায় সিঁড়ির মাথায়, আর একজনকে পাওয়া যায় চুরি করা জামা-কাপড়ের গাঁইটের মধ্যে। অর্থাৎ তাদের শাস্তি তৎক্ষণাৎ তারা ভোগ করে, বিলম্ব হয়নি।

এই হিজরী সনে প্রধান সেনাপতি নির্দেশ দেন কারখ এলাকায় কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য। এ নির্দেশে ওই এলাকার অধিবাসিগণ ভয় পেয়ে যায়। কারণ প্রধান সেনাপতি রাফিযীদের প্রতি ছিলেন ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। তিনি তাদের উপর অত্যাচার করতেন। উমায়দুল মুলক মন্ত্রী তাদেরকে যা রক্ষা করতেন। এই হিজরী সনে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। আকাশে বালি মিশ্রিত মেঘ দেখা দেয়। তখন ছিল পূর্বাহ্ন। সারা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। বাতি কেনার জন্যে জনসাধারণ হাটে-বাজারে দৌড়াতে থাকে।

আল্লামা ইব্‌নুল জাওযী (র) বলেন : এই হিজরী সনের জুমাদাল আখিরাহ মাসের মধ্য দশকে সেহরীর সময় পুঞ্জ (লেজ) বিশিষ্ট একটি নক্ষত্র দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে পুঞ্জটি

দৈর্ঘ্যে ১০ গজ এবং প্রস্থে ১ গজ বলে মনে হতো। রজব মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ওই নক্ষত্র দৃশ্যমান ছিল। এরপর তা অদৃশ্য হয়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ওই রকম একটি নক্ষত্র মিসরেও উদিত হয়েছিল। তখন মিসর নতুন শাসনকর্তার অধীনস্থ হয়েছিল এবং মিসরীদের জন্যে খুতবা দেয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন এক সময়ে বাগদাদেও এরূপ একটি নক্ষত্র উদিত হয়েছিল। আর তখন বাগদাদ নুতন শাসনকর্তার অধীনস্থ হয়েছিল এবং মিসরীয়দের জন্যে খুতবা দেয়া হয়েছিল।

এই হিজরী সনে রাফিযীদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল আযানে 'হাইয়া আলা-খায়রিল আমাল' (حى على خير العمل) বাক্য বর্জন করতে। তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' (حى على الفلاح)-এর পর দুবার 'আস-সালাতু খায়রুম মিনান্নাওম' (الصلوة خير من النوم) বলার জন্যে। তাদের মসজিদগুলোর দরজায় এবং ভেতরে অংকিত 'মুহাম্মাদ ওয়া আলী খায়রুল বাশার' (محمد وعلى خير البشر) মুছে ফেলা হয়। গীতিকার ও কবিগণ বসরার ফটক হতে কবিতা ও না'ত পাঠ করতে করতে কারখের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে। তারা সাহাবা-ই-কিরামের প্রশংসা গীতি ও স্তুতিগীত গেয়ে গেয়ে চলছিল। এমনটি এজন্য হলো যে, এ সময়ে রাফিযীদের সকল দাপট ও ক্ষমতা নির্মূল হয়ে যায়। কারণ ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ছিল বুয়াইয়া গোত্রের শাসকগণ। তারা রাফিযীদেরকে সমর্থন করেছিল। তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান ও শক্তিশালী করে তুলেছিল। এই সময়ে বুয়াইয়াদের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। তাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। এই সময়ে ক্ষমতায় বসে সেলজূক তুর্কিগণ। তারা সুন্নী মতাদর্শ ও সুন্নী জনগণকে ভালবাসে। তারা সুন্নীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও তাদের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি নির্দেশ দেন রাফিযী শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাল্লাবকে হত্যা করার জন্য। কারণ সেই রাফিযী মতবাদ নিয়ে বেশি গোঁড়ামী করে এবং ফিতনা-ফাসাদের উত্তেজনা ছড়ায়। অতঃপর তার দোকানের দরজায় তাকে খুন করা হয়। অন্য রাফিযী নেতা আবূ জা'ফর তূসী প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। তার ঘরবাড়ি লুট করা হয়।

এই হিজরী সনে দুর্ভাগা বাসাসিরী মূসেল আগমন করে। তার সাথে ছিল নূরুদ্দৌলাহ্ দাবীস। তাদের সাথে ছিল বিশাল সেনা বহর। তারা মুসেলের শাসনকর্তা কুবায়শের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুঘ্রিল বেগের চাচা কাতালমিশ কুবায়শের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কাতালমিশ হলো রোমান সম্রাটদের পিতামহ স্থানীয়। বিদ্রোহী সেনাপতি বাসাসিরী তাদের দু'জনকেই পরাজিত করে এবং শক্তি প্রয়োগে ওই শহর অধিকার করে। সেখানে মিসরীয়দের পক্ষে খুতবা প্রদান শুরু হয়। মূসেলীয় প্রধান হিসাব কর্মকর্তাকে জেলখানা থেকে বের করে আনা হয়। সে মনে করেছিল যে, তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করলে তার উপকার হবে, তাই সে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তাদের সামনে প্রকাশ করেছিল। তাতে কোন লাভ হয়নি। তাকে হত্যা করা হয়। অনুরূপভাবে এই হিজরী সনে কূফা এবং ওয়াসিতসহ অন্যান্য অনেক শহরে

মিসরীয়দের নামে খুতবা দেয়া শুরু হয়েছিল। এদিকে বাসাসিরীকে মুকাবিলা করার জন্যে সম্রাট তুগ্রিল নিজেই মূসেলে অভিযান পরিচালনার সংকল্প করেন। দেশের পরিস্থিতি সংকটময় এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রেক্ষাপটে খলীফা সুলতানকে রাজধানীর বাইরে অভিযানে যেতে বারণ করেন। সুলতান ওই বাধা মানেননি। তিনি মূসেল অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে ছিল বিশাল সেনা বহর, হাতি এবং তোপ-কামান। সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়েছিল। সৈন্যরা গ্রাম-জনপদ লুট করতে থাকে। কোন কোন সময় জনগণের অন্দর মহলে গিয়ে নারী নির্যাতনে জড়িয়ে পড়ে। খলীফা সুলতানকে এইসব অনাচার বন্ধের জন্যে লিখিত অনুরোধ জানান। কিন্তু সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কারণে সুলতান তা বন্ধ করতে পারছেন না মর্মে খলীফার নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ঘটনাক্রমে সুলতান স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখতে পান। সুলতান তাঁকে সালাম দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সুলতান আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার কোন দোষে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ; মহান আল্লাহ্ তোমাকে দেশের শাসনকর্তা বানিয়েছেন, অথচ তুমি তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখাচ্ছ না এবং মহান আল্লাহ্কে ভয় করছ না! সুলতান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। উযীরকে বললেন : সৈনিকদেরকে জনগণের প্রতি ন্যায়বিচারের নির্দেশের ঘোষণা প্রচার করে দিতে এবং একথা জানিয়ে দিতে যে, কেউ যেন কারো প্রতি জুলুম ও অবিচার না করে। মূসেলের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁরা সংশ্লিষ্ট অনেক শহর নগর অধিকার করেন। এরপর মূসেল জয় করে, সেটি তাঁর ভাই দাঊদের নিকট হস্তান্তর করেন। অতঃপর সুলতান বিলাদ-ই বাকর অঞ্চলের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেখানে বহু শহর-নগর জয় করেন।

এই হিজরী সনে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলোতে মুলাচ্ছামীনদেন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা দীন-ই ইসলামের ও সত্য বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সাজালমাসাহ, তার অঙ্গরাজ্যসমূহ এবং মূস নগরীসহ বহু শহর-নগর তারা দখল করে নেয়। ওই সব নগরীর বহু অধিবাসীকে তারা হত্যা করে। মুলাচ্ছামীন সম্প্রদায়ের প্রথম সম্রাট হলেন আবূ বকর ইব্ন উমার। তিনি সাজাল-মাসাহতে বসবাস করতে থাকেন। ৪৬২ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যুবরণ পর্যন্ত সেটাই ছিল তাঁর বাসস্থান। এরপর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন আবূ নসর ইউসুফ ইব্ন তাশ্কীন। তিনি আমীরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করেন। পশ্চিমী রাজ্যসমূহে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাঁর প্রভাব স্থিত হয়।

এই হিজরী সনে বাগদাদে অমুসলিমদেরকে পৈতা ও নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতীক পরিধান করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। এটা করা হয় সুলতান তুগ্রিলের নির্দেশে। যুবরাজ যাখীরাতুদ্দীনের মৃত্যুর পর এই হিজরী সনে তার এক ক্রীতদাসীর ঘরে তার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এই সন্তানই আবুল কাসিম আবদুল্লাহ আল-মুকতাদী বিআমরিল্লাহ্। গণমৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ বাগদাদ ও অন্যান্য অঞ্চলে এই হিজরী সনেও বিদ্যমান থাকে যেমন ছিল পূর্ববর্তী বছরে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। এই হিজরী সনে কোন ইরাকী হজ্জে যায়নি।

৪৪৮ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয় :

আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সালক

তিনি হলেন প্রশিক্ষক আবুল হাসান ওরফে আলফালী। 'আমালী' গ্রন্থের রচয়িতা। ফালাহ হলো ঈযাজ জনপদের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। তিনি কিছুদিন বসরাতে বসবাস করেন। সেখানে আবদুল ওয়াহিদ হাশিমী ও অন্যান্য শায়খের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি একজন আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। অনেক ফযীলত ও মর্যাদা ছিল তাঁর। তাঁর উচ্চমানের কবিতার অংশবিশেষ এই :

لَمَّا تَبَدَّلَتِ الْمَجَالِسُ اَوْجُهًا - غَيْرَ الَّذِيْنَ عَهِدْتُ مِنْ عُلَمَائِهَا ٠

وَرَاَيْتُهَا مَحْفُوْفَةً بِسِوى الأوْلَى - كَانُوا وَلاَةَ صُدُوْرِهَا وَفَنَائِهَا ٠

اَنْشَدْتُ بَيْتًا سَائِرًا مُتَقَدِّمًا - وَالْعَيْنُ قَدْ شَرِقَتْ يُجَارِيْ مَاءُهَا ٠

اَما الْخِيَامُ فَانَّهَا كَخِيَامِهِمْ - وَاَرَى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهَا ٠

"মজলিসসমূহে যখন এমন লোকের চেহারা দৃশ্যমান হচ্ছে, যারা আমার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ উলামা-ই কিরাম নয়।

"আমি যখন দেখলাম যে মজলিস ভর্তি হয়ে আছে লোক দ্বারা কিন্তু তারাতো নেই, যাদের কথা উপরে উল্লেখ করেছি, যারা ছিল মজলিস শুরু করার এবং শেষ করার কর্ণধার।

"তখন আমি একটা কবিতার চরণ আবৃত্তি করলাম, যেটি সবগুলোর উপর অগ্রাধিকারযোগ্য। তখন আমার চক্ষু ছিল বিস্ফারিত, দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

"হায়! এই তাঁবুগুলো তো ওদের তাঁবুর ন্যায়, কিন্তু মহিলাগুলোকে দেখছি ওরা সেই গোত্রের মহিলা নয়।"

তাঁর আরেকটি কবিতা এই :

تَصَدَّرُ لِلتَّدْرِيْسِ كُلُّ مَهُوْسٍ - بَلِيْدٍ تُسَمَّى بِالْفَقِيْهِ الْمُدَرِّسِ ٠

فَحَقَّ لاَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ يَتَمَثَّلُوْا - بِبَيْتٍ قَدِيْمٍ شَاعَ فِيْ كُلِّ مَجْلِسٍ ٠

لَقَدْ هَزَلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هَزَالِهَا كُلاَهَا وَحَتَّى سَامُهَا كُلُّ مُفْلِسٍ ٠

"শিক্ষাদানের জন্যে বের হয় যতসব আহমক লোভাতুর ব্যক্তিবর্গ, যেগুলোকে ফকীহ ও মুদাররিস নামে আখ্যায়িত করা হয়।

"সুতরাং জ্ঞানী সমাজের উচিত সেই পঙক্তি মেনে চলা, যেটি সকল মজলিস ও আসরে প্রচারিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে।

"গাভীটি ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। দুর্বলতা ও ক্ষীণতার কারণে তার বক্ষের হাঁড় প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। যার ফলে নিতান্ত কর্পদকহীন নিঃস্ব ব্যক্তিও সেটি ক্রয় করার জন্যে দরদাম করছে।"

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ইবন মুহাম্মদ আস্-সাব্বাগ

৪৪৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। তবে তিনি 'আশ-শামিল' গ্রন্থের রচয়িতা সাব্বাগ নন। ওই সাব্বাগ হলেন আরো পরের প্রজন্ম। এই সাব্বাগ হলেন আবূ হামিদ ইসফিরাইনীর শিষ্য। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ফাতাওয়া প্রদানের মজলিস অনুষ্ঠিত হত। তিনি প্রধান বিচারপতি দামিগানী হানাফীর আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সেখানে তার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ইব্ন শাহীন ও অন্যান্য শায়খ হতে তিনি হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তিনি একজন আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন হাদীস বিশারদ ছিলেন।

হিলাল ইব্ন হাসান

তিনি হলেন হিলাল ইব্ন হাসান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হিলাল, আবুল খায়ের। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান লেখক এবং সাবী মতাবলম্বী। ইতিহাস গ্রন্থ রচয়িতা ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। তাঁর দাদা ছিলেন আবূ ইসহাক সাবী, 'আর-রাসাইল' গ্রন্থের লেখক। তাঁর পিতাও সাবী মতাবলম্বী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে এই হিলাল ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম-পরবর্তী জীবন সুন্দর ও প্রশংসাযোগ্য হয়। তাঁর কুফরী অবস্থাতেই তিনি অনেক শায়খের নিকট হাদীস শুনেছেন। তা এজন্যে হয়েছে যে, তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য বারবার তাঁদের নিকট যেতেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন এই হাদীস শ্রবণ তাঁর অনেক উপকারে আসে। ইব্নুল জাওযী (র)-এর মন্তব্য অনুযায়ী এ কারণে তার ইসলাম গ্রহণের সুযোগ হয়। আল্লামা ইব্নুল জাওযী তাঁর দীর্ঘ সনদে উল্লেখ করেছেন যে, হিলাল ইব্ন হাসান একধিকবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকছেন, ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলছেন যে, তুমি তো একজন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষ, তা হলে তুমি কেন ইসলাম ধর্ম ছেড়ে রয়েছ? অথচ এই ধর্মের সত্যায়নে বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে স্বপ্নে কতক নিদর্শন দেখান, যা সজাগ হবার পর তিনি সত্য ও বাস্তবে পান। তার একটি হলো—রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্নে তাকে বলেছিলেন যে, তোমার স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। তুমি তার নাম রাখবে মুহাম্মদ। ওই স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করলে হিলাল তার নাম রাখেন মুহাম্মদ। উপনাম আবুল হাসান। এ জাতীয় আরো অনেক নিদর্শন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখান। আল্লামা ইব্নুল জাওযী এগুলো উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হিলাল ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ভালভাবে ইসলামী জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।

৯০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৪০ বছরের অধিক ইসলামী জীবন অতিবাহিত করেন।

হিজরী চারশ উনপঞ্চাশ (৪৪৯) সাল

এ বছর বাগদাদ ও ইরাকের অন্যান্য শহরে চড়া দ্রব্যমূল্য ও ব্যাপকহারে মহামারী দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘায়িত হতে থাকে। ফলে বহু ঘরবাড়ি খালি হয়ে যায় এবং জীবিত বাসিন্দাশূন্য হয়ে মৃতদেহে পরিপূর্ণ অধিকাংশ গৃহের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় রাস্তায় কেউ কারো সাথে সাক্ষাত করতে যেতো না এবং অবশিষ্ট জনগণ খাদ্যের অভাবে মৃতদেহ ও দুর্গন্ধময় দ্রব্যাদি খেতে শুরু করে দেয়। এরূপ দেখা যায় যে, কোন একজন মহিলার কাছে কুকুরের উরুর মাংস পাওয়া যায়, যা সবুজ রঙ ধারণ করেছে। আবার দেখা যায়, কোন এক ব্যক্তি কোন একটি বালিকাকে চূলায় ভূনা করে খেতে বসেছে। এরূপও শোনা যায় যে, দেয়াল থেকে কোন একটি মৃত পাখি ছিট্‌কে পড়ার পর পাঁচ ব্যক্তি তা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে। পরে তারা তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয় এবং তা ভক্ষণ করে। বুখারা থেকে বাগদাদে একটি পত্র পৌঁছে এবং তাতে সংবাদ দেয়া হয় যে, একদিনে সেখানে এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ১৮ হাজার মানুষ মারা যায়। আবার হিসেব করে দেখা যায় যে, এ পত্র লিখার দিন পর্যন্ত এ মহামারিতে এসব শহরে যত লোক মারা যায়, তার সংখ্যা হচ্ছে পনর লাখ। এসব শহরে কেউ ভ্রমণ করলে বাজারগুলো ও রাস্তাগুলো শূন্য দেখতে পাবে; শহরে দরজাগুলো বন্ধ দেখতে পাবে এবং সর্বত্র জনশূন্য ও ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাবে। এরূপ বিবরণ ইব্‌নুল জাওযী প্রদান করেছেন।

তিনি আরো বলেন : আযারবায়জান থেকে সংবাদ এসেছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, আযারবায়জানের শহরগুলো ভয়াবহ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর এগুলোতে মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত কেউই রক্ষা পায়নি। তিনি আরো বলেন : আহ্‌ওয়ায, বাওয়াত ও আশপাশের এলাকাসমূহও মহামারিতে আক্রান্ত হয়। সমগ্র এলাকা একাকার হয়ে যায়। আর তার প্রধান কারণ হলো দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ। দরিদ্র লোকেরা কুকুর সিদ্ধ করে খেত, কবর থেকে লাশ উঠিয়ে মৃতদেহকে রান্না করে খেত। মুর্দাদের গোসল দেয়া ও কাফন-দাফন করা ব্যতীত জনগণের দিন-রাত আর কোন কাজ ছিলনা। এ সময় কবর খনন করা হতো এবং এক কবরে বিশ-বিশ, ত্রিশ-ত্রিশজনকে দাফন করা হতো। এরূপও দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি বসে রয়েছে, হঠাৎ উচ্চ রক্তচাপের দরুন সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়, মুখ দিয়ে রক্ত বমি করে, ফলে তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ পরিস্থিতিতে জনগণ তাওবা করে এবং তাদের অধিকাংশ সম্পদ দান করার ইচ্ছা করে, কিন্তু তারা এমন লোক পায় নাই, যে তাদের সদকা গ্রহণ করবে। কোন দরিদ্র ব্যক্তির কাছে যদি বহু দীনার, দিরহাম ও পোশাক-পরিচ্ছদ উপস্থিত করা হতো, তখন

সে বলতো; আমি এগুলোর অংশবিশেষ গ্রহণ করতে চাই, আমার ক্ষিদে নিবারণের জন্যে যা প্রয়োজন শুধু তাই আমি চাই। মাঝে মধ্যে এ ধরনের লোকও পাওয়া যায়নি। জনগণ মদ রাস্তায় ফেলে দেয়, বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলে এবং ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে মসজিদে স্থান করে নেয়। এমন গৃহ খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে মদ্দ রয়েছে, বরং সে গৃহের বাসিন্দা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এমন রুগ্ন ব্যক্তির ঘরে কেউ কেউ প্রবেশ করে দেখে যে, সে সাতদিন যাবত মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগছে, তাকে দেখে রুগ্ন ব্যক্তিটি তাকে একটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে রয়েছে মদের একটি মটকা। সে মটকাটির মদ রাস্তায় ঢেলে দেয়, তাতে রুগ্ন ব্যক্তিটি ঐ সময়ে প্রশান্তিসহকারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এমনও দেখা যায় যে, কোন এক ব্যক্তি মসজিদে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, জনগণ তার কাছে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পেয়েছে। এ দিরহামগুলো আবার জনগণের কাছে সদকা হিসেবে বিতরণের জন্য পেশ করা হয়, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করেনি। নয় দিন যাবত মসজিদে ফেলে রাখা হয়, কিন্তু কেউ তা স্পর্শ করেনি। এরপর এগুলো গ্রহণ করার জন্যে চারজন লোক মসজিদে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা এগুলোর জন্যে মৃত্যুবরণ করে। তাদের মধ্য থেকে একজনও মসজিদ থেকে জীবিত বের হতে পারেনি, বরং তারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উস্তাদ আবূ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ইবন মুহাম্মাদ এ কাজের জন্যে তাঁর সত্তরজন অনুগত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি মারা যান, আর অনুগতদের বারজন ব্যতীত সকলে মৃত্যুবরণ করে। আর শাসক দাবীস ইবন আলী যখন সন্ধি করেন, তখন তিনি নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাবের দরুণ নিজ শহরের বাসিন্দাদের মৃত্যুর কারণে শহরটিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত পান। তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন দূতকে কোন এলাকায় প্রেরণ করেন। একদল টহলদার সৈন্য তাকে দেখতে পায়, তারা তাকে হত্যা করে এবং রান্না করে তাকে ভক্ষণ করে।

ইবনুল জাওযী বলেন : জমাদিউছ-ছানী মাসের ২৩ তারিখ বুধবার দিন নিম্নবর্ণিত জায়গাগুলো পুড়ে যায়। এগুলো হচ্ছে : কুতাইয়াতু ঈসা (ঈসার জাগীর), খাদ্যের বাজার, গীর্জা, আসহাবুস সীক্‌ত, বাবুশ শায়ীর (যবের গলি), সুগন্ধি বিক্রেতাদের বাজার, বিয়ের সরঞ্জাম বিক্রেতাদের বাজার, কসমেটিক্সের বাজার, কাঠ সামগ্রীর বাজার, কসাইদের বাজার, খেজুর বিক্রেতাদের বাজার, ভেড়া-মহিষ বিক্রির বাজার, দাস বিক্রির বাজার, কাঁচের বস্তু নির্মাণের কারখানা, গালিবের ছোট বাজার, বাদ্যযন্ত্র ও রঙ মিস্ত্রিদের বাজার ইত্যাদি ও অন্যান্য জায়গা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি ও মহামারীর পাশাপাশি জনগণের জন্যে পোড়ার ঘটনাটিও ছিল দ্বিতীয় একটি মুসীবত। দুর্ভিক্ষের কারণে জনগণ হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত দুর্বল, এরপর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে বাকী সব কাজ সম্পাদন করে। সকলে পড়ি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।"

এ বছর বাগদাদে দস্যুদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তারা প্রকাশ্যে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করতো। রাতে ও দিনের যে কোন সময়ে জনগণের উপর তারা অতর্কিত হামলা চালাতো।

শী'আদের মুখপাত্র আবূ জা'ফর আত-তূসীর ঘর তারা লুণ্ঠন করে, তার কিতাবপত্রগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তার অফিস তছনছ করা হয়। এগুলো তিনি তার বিভ্রান্তিমূলক কাজে, তার বিদা'আত প্রচারে ব্যবহার করতেন। আর এগুলোর মাধ্যমে তিনি তাঁর মাযহাব ও চিন্তাধারার অনুগত ব্যক্তিবর্গকে বিদআত ও বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করতেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে।

মূসেল থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আল-মালিক তাগারলাবাক বাগদাদে প্রবেশ করেন। জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাস্তায় এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ও স্বাগত জানায়। প্রধানদের প্রধান, খলীফার তরফ থেকে প্রদত্ত রত্নখচিত উপঢৌকন তাঁর জন্যে হাযির করেন। তিনি তা পরিধান করেন এবং যমীনে চুমু খান। অতঃপর তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করেন। খলীফার আরোহীদের মধ্য থেকে একটি আরোহী দল রাজধানীতে আকস্মিক ঘটনা মুকাবিলার জন্যে মোতায়েন রাখা হয়। তিনি যখন খলীফার কাছে প্রবেশ করেন, তখন তিনি এমন একটি খাটিয়ার উপর উপবিষ্ট ছিলেন, যার দৈর্ঘ্য ছিল সাত হাত, তার হাতলে ছিল ঢিলা চাদর। আর তার হাতে ছিল ছড়ি। তিনি যমীনে চুমু খান এবং এমন একটি চেয়ারে বসেন, যা খলীফার চেয়ার হতে নিচু। এরপর খলীফা প্রধানদের প্রধানকে বলেন : "তাকে বলে দাও, আমীরুল মুমিনীন আপনার প্রচেষ্টার জন্য আপনার প্রশংসা করছেন, আপনার কাজের জন্যে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন, তাই তিনি আপনার নৈকট্যকে পছন্দ করছেন। তিনি আপনাকে এ শহরের কর্তৃত্ব প্রদান করছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দান করেছেন। সুতরাং তিনি আপনাকে সে কর্তৃত্ব দান করেছেন, আর তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। শহরের আবাদী, জনগণের সংস্কার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, যুলুমের অবসান ইত্যাদি সম্পর্কে কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে চেষ্টা করুন। খলীফা তাকে যা কিছু বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান তা তার জন্যে ব্যাখ্যা করেন। তিনি তখন দাঁড়ালেন এবং যমীন চুম্বন করলেন ও বললেন : "আমি আমীরুল মুমিনীনের খাদিম ও তাঁর দাস, আমি তাঁর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের প্রশাসক, তিনি যে দায়িত্ব আমাকে প্রদান করবেন এবং যেরূপ খিদমত আমার থেকে গ্রহণ করবেন, আঞ্জাম দেয়া আমার সৌভাগ্য বলে আমি মনে করি। আমার কর্তব্য সম্পাদনে আমি আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য ও তাওফীক কামনা করি।" এরপর খলীফা তাকে পুরস্কার প্রদত্ত পোশাক পরিধান করার জন্যে দন্ডায়মান হতে আদেশ দেন। প্যান্ডেলের মাঝে একটি কক্ষে তিনি চলে যান। তাকে সাতটি পোশাক ও একটি মুকুট প্রদান করা হয়েছিল। তারপর তিনি ফিরে আসেন, খলীফার হাতে চুমু খান এবং একটি চেয়ারে উপবেশন করেন। যমীনে চুমু খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন কিন্তু মুকুটের জন্যে তা করতে পারেননি। এরপর খলীফা একটি তরবারি বের করেন এবং তা তার কোমরবন্দে ঝুলিয়ে দেন। আর তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাদশাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনটি পতাকা তার সামনে উপস্থিত করা হয়, তার মধ্য থেকে খলীফা নিজহাতে একটি পতাকা বেঁধে দেন। বাদশাহর জন্যে শপথ বাণী পাঠ করা হয় এবং খলীফার সামনে বাদশাহর উদ্দেশ্যেও শপথ

বাণী পাঠ করা হয়। আল্লাহ্কে ভয় এবং প্রজাবর্গের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে খলীফা বাদশাহ্কে অসীয়ত করেন।

অতঃপর বাদশাহ দন্ডায়মান হন এবং খলীফার হাত চুম্বন করেন। আবার তিনি খলীফার হাত নিজ চোখে রাখেন। তারপর তিনি অত্যন্ত শান-শওকতসহকারে নিজের বাসস্থানের দিকে গমন করেন। আর তার সামনে ছিল পর্দা। সেনাবাহিনী ছিল পরিপূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায়। তাকে সালাম করার জন্যে জনগণ এগিয়ে আসে। তিনি খলীফার কাছে বহু বড় বড় উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার এবং পাঁচশ তুর্কী গোলাম। তাদের সাথে ছিল তাদের বাহন, অস্ত্র ও কোমরবন্দ। আরো ছিল বিভিন্ন রকমের পাঁচশত পোশাক। তিনি প্রধানদের প্রধানকে অন্যান্য দ্রব্যাদির সাথে পাঁচ হাজার দীনার ও পঞ্চাশ খন্ড কাপড় প্রদান করেন।

এ বছরেই মিসরের শাসক তাঁর উযীর আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান ইব্ন আবদুর রহমান আল-বাযিরীকে গ্রেফতার করেন এবং তিন হাজার দীনারের বিনিময়ে তার জমিজমা দখল করে নেন। পুনরায় তার আশিজন সাথীকেও গ্রেফতার করেন। আর এ উযীর ছিলেন হানাফী ফকীহ। তিনি শিক্ষিত লোক ও মক্কা-মদীনাবাসীদের খুব সম্মান করতেন। উস্তাদ আবূ ইউসুফ আল-কাযবীনীও তার প্রশংসা করতেন।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের মধ্য হতে কয়েকজনের বিবরণী নিম্নরূপ :

আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন সুলায়মান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল আলা আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন সুলায়মান ইবন মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ইবন আহমাদ ইবন সুলায়মান ইবন দাঊদ ইবন আল-মুতাহার ইবন যিয়াদ ইবন রাবীয়া ইবন আল-হারিছ ইবন রাবীয়া ইবন আনওয়ার ইবন আসহাস ইবন আরকাম ইবন আন-নুমান ইবন আদী ইবন গাত্ফান ইবন আমর ইবন বারীহ্ ইবন খুযায়মা ইবন তায়মুল্লাহ্ ইবন আসাদ ইবন ভীরাহ্ ইবন তাগলাব ইবন হালওয়ান ইবন ইমরান ইবন আলহাফ ইবন কুদায়াহ্ আল-মুয়াররী আত-তানূখী। তিনি একজন কবি ছিলেন। আবার একজন যিন্দীক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি একজন ভাষাবিদও ছিলেন। তিনি একজন সরকারি কর্মচারি এবং গদ্য ও পদ্যের প্রণেতা ছিলেন। তিনি ৩৬৩ হিজরী সনের ২৭শে রবীউল আউয়াল শুক্রবার দিন সূর্য ডোবার সময় জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁর বয়স চার কিংবা সাত বছর, তখন তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন, তাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি কবিতা রচনা ও আবৃত্তি শুরু করেন, যখন তার বয়স এগার কিংবা বার বছর। ৩৯৯ হিজরী সালে তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন, যেখানে তিনি একবছর সাতমাস অবস্থান করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হন। তিনি কবিতা সম্পর্কে এমন একটি প্রশ্ন করেছিলেন, যা তাঁর ধর্ম ও বিদ্যাবুদ্ধির নগণ্যতার পরিচায়ক ছিল। তিনি বলেন :

تَنَاقَضَ فَمَا لَنَا الاَّ السُّكُوْتُ لَه – وَاَنْ نَعُوْذُ بِمَوْلاَنَا مِنَ النَّارِ

يَدُ بِخَمْسٍ مِئِيْنَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ – مَابَالُهَا قُطِعَتْ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ ·

"ধর্মীয় বিধানগুলোতে পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আমাদের মুরুব্বীদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করতে হলে, আমাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

কোন একটি হাতের পণ-এর অর্থ হলো : পাঁচশত মণি-মাণিক্য। অথচ এক দীনারের চতুর্থাংশ চুরি করলে শাস্তি স্বরূপ একটি হাত কাটার বিধান রয়েছে। এটা তার একটি মিথ্যাচার। সে বলছে : একটি হাতের পণ-এর অর্থ হলো : পাঁচশত দীনার। তাহলে কেমন করে এক-চতুর্থাংশ দীনার চুরি করলে তোমরা হাতটি কেটে ফেল?"

আর এরূপ মন্তব্য ও কটাক্ষ হচ্ছে তার বিদ্যাবুদ্ধির দৈন্য ও দৃষ্টিশক্তির অন্ধত্বের দরুন। বিষয়টির প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো এরূপ : যখন হাতদ্বারা অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন তার শাস্তি বা পণ-অর্থ বেশি হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত; যাতে মানুষ সীমালংঘন থেকে বিরত থাকে। আর যখন হাতদ্বারা চুরির মত অপরাধ হয়ে থাকে, তখন এ হাতের মূল্য ও পণ-অর্থ কম হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত, যাতে মানুষ মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদের সম্পদ সুরক্ষিত হয়। এজন্যেই কেউ কেউ বলেন : "হাত যখন আমানতদারীর পরিচয় দেবে, তখন এটা হবে মূল্যবান ও মর্যাদাবান। আর যখন এটা খিয়ানতের পরিচয় দেবে, তখন এটা হবে অমর্যাদাবান।" ফকীহগণ যখন এ ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারে তাকে পাকড়াও করার মনস্থ করেন, তখন সে পালিয়ে যায় এবং নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করে গৃহে অবস্থান নেয়। সে ঘর থেকে বের হতো না। একদিন সে খলীফার কাছে উপবিষ্ট ছিল, খলীফা কবি আল-মুতানাব্বীকে পছন্দ করতেন না, তাকে হীন মনে করতেন। অথচ আবুল আলা তাকে পছন্দ করতেন এবং তাকে উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করতেন। আর তিনি তার প্রশংসা করতেন, এরপর এ মজলিসে আল-মুতানাব্বীর কথা উঠলে খলীফা তার দুর্নাম করেন। তখন আবুল আলা বলেন : আল্-মুতানাব্বীর এ গাঁথা কাব্য ব্যতীত, যার প্রারম্ভ হচ্ছে : لك يا منازل فى القلوب منازل "তার যদি কোন কবিতা না থাকতো, তাহলে তা ছিল তার জন্যে যথেষ্ট।" এ কথা শুনে খলীফা রাগান্বিত হলেন এবং তাকে নতজানু হবার আদেশ দিলেন। আর নিকটে অবস্থানরত লোকদেরকে বললেন : "এ কুকুরটাকে আমার কাছ থেকে বের করে দাও।" খলীফা আরো বললেন : "এ কুকুরটা গাঁথাকাব্য দ্বারা, কোন গাঁথাকাব্যকে বুঝিয়েছে, তা কি তোমরা জান? সে এটা তার কাছে উল্লেখ করেছিল? আল-মুতানাব্বীর ঐ কথাটি সে বুঝিয়েছে, যা সে তাকে লক্ষ্য করে বলেছিল :

وَاِذَا اَتَتْكَ مَذَمَّتِىْ مِنْ نَاقِصٍ – فَهِىَ الدَّلِيْلُ عَلَى اَنِّىْ كَامِلُ ·

"কোন সময় যদি কোন অপরিণত মস্তিষ্ক ব্যক্তি আমাকে গালি-গালাজ করে, তাহলে এটাই প্রমাণ যে, আমি একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি।"

অথচ আল-মুতানাব্বীর থেকে বহু সুন্দর সুন্দর গাঁথা-কাব্য রয়েছে, কিন্তু সে এ গাঁথাকাব্যটি এখানে বুঝাতে চাচ্ছে। আর এটা খলীফার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কেননা, তিনিই এটা টের পেয়েছেন। আল-মুয়াররী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। আল-মুয়াররী তার জীবনের ৪৫টি বছর অতিবাহিত করেন এ অবস্থায় যে, তিনি গোশত, দুধ ও ডিম খেতেন না, এমনকি ব্রাহ্মণ দার্শনিকদের ন্যায় পশুর কোনকিছুই আহার করতেন না। কথিত আছে যে, তিনি এক সময় কোন এক সমুদ্র তীর হতে ফেরার পথে কোন একটি গীর্জায় একজন পাদ্রীর সাথে রাতের বেলায় সাক্ষাৎ করেন ও সেখানে রাত যাপন করেন। পাদ্রী তখন তার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। তিনি শাক-সবজী খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় ডাল খেতেন। মাঝে মধ্যে ডুমুর ফল ও ঝোলাগুড়ের স্বাদ গ্রহণ করতেন। তিনি কারো সামনে আহার করতেন না। আর তিনি বলতেন : "অন্ধের আহার গ্রহণ গোপনীয় কাজ।" তিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি। ঐতিহাসিকগণ তা উল্লেখ করেছেন। তবে তারা তার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ঘটনাসমূহও বর্ণনা করেছেন। যেমন তারা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি খাটিয়ার নিচে একটি দিরহাম রাখতেন এবং বলতেন : হয়তো আসমান এক দিরহাম পরিমাণ নিচু হয়ে আসবে অথবা যমীন এক দিরহাম পরিমাণ উঁচু হয়ে উঠবে। অর্থাৎ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তার খাটিয়াটা যমীন থেকে ঐ এক দিরহাম পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে যা তিনি খাটিয়ার নিচে রেখেছেন। এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। এরূপ আরো ঘটনা ঐতিহাসিকগণ তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। যেমন তারা বর্ণনা করেন যে, তিনি কোন এক সময় ভ্রমণকালে কোন একটি জায়গা অতিক্রম করার সময় মাথানত করে ফেলেন। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : এখানে কি একটি গাছ আছে না? উপস্থিত লোকজন বললো : 'না'। তারা তখন দেখল যে, সেখানে একটি কাটা গাছের গোড়া রয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, এখানে কোন এক সময়ে একটি গাছ ছিল, যা কাটা হয়েছে। তিনি অতীতে কোন এক সময় তার সাথীদের নিয়ে এ জায়গা অতিক্রম করার সময় তাদেরকে বলেছিলেন : তোমরা তোমাদের মাথানত করে এখানটি অতিক্রম কর। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়বার অতিক্রম করায় তিনি তার মাথানত করেন, যাতে তিনি কোনকিছুর দ্বারা ব্যথা না পান। তবে এ ঘটনাটি সত্য নয়। তিনি তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি সুখী ব্যক্তি ছিলেন না। তার অনেকগুলো সংকলন রয়েছে অধিকাংশই কবিতা সম্পর্কে। তার কোন কোন কবিতায় বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন যিন্দীক বা নাস্তিক। কেউ কেউ তার পক্ষ নিয়ে বলেন : তিনি এগুলো হাসি-ঠাট্টা করে বলতেন, যা তার অন্তরে নেই তা তিনি মুখ দিয়ে বলতেন। তিনি তার অন্তরে ছিলেন মুসলমান। ইব্‌ন আকীলের কাছে আল-মুয়াররীর বিষয়টি উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন : আল মাআররীর কাছে এমন কি নাজুক অবস্থা ছিল, যা তাকে দারুল ইসলামে কুফরী মিশ্রিত কথাবার্তা বলার জন্য বাধ্য করেছিল? তিনি আরো বলেন ; মুনাফিকগণ বিদ্যাবুদ্ধি কম হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা তার থেকে উত্তম ছিল। কেননা তারা

দুনিয়াতে তাদের অপকর্মের হিফাযত করেছিল এবং এগুলো গোপন রেখেছিল। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট কুফুরী, যে জনগণ তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং তাকে যিন্দীক বলে অভিহিত করেছে। আল্লাহ্ জানেন তার অপ্রকাশ্যটা প্রকাশ্যটার ন্যায় ছিল কিনা? ইবনুল জাওযী বলেন : "আমি আবুল আলা আল্-মুয়াররীর প্রণীত একটি কিতাব দেখেছি। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অধ্যায় এবং কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ নিয়ে একটি পরিশিষ্ট, যা কিতাবের শেষাংশে বর্ণমালা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।। কিতাবটি অত্যন্ত শুদ্ধ ও মার্জিত ভাষায় লিখিত। যিনি তার চোখ অসুস্থ করে দিয়েছেন এবং দৃষ্টিশক্তি নিয়ে গিয়েছেন, তিনি পবিত্র।"

তিনি আরো বলেন : "আমি তাঁর লিখিত কিতাব لزوم مالا يلزم এ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি।" তারপর ইবনুল জাওযী তার কিছু কবিতা উল্লেখ করেন, যেখানে দীন ইসলাম সম্বন্ধে তার অবহেলার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

اِذَا كَانَ لاَ يُحْظِى بِرِزْقِكَ عَاقِلُ - وَتَرْزُقُ مَجْنُوْنًا وَتَرْزُقُ اَحْمَقًا

فَلاَ ذَنْبَ يَا رَبَّ السَّمَاءِ عَلَى امْرِئٍ - رَأى مِنْكَ مَالاَ يَشْتَهِى فَتَزَنْدَقًا .

"কখনও কখনও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তোমার প্রদত্ত উপজীবিকায় সৌভাগ্যবান হয়না, অথচ তুমি পাগলকে উপজীবিকা দান কর এবং নির্বোধকে উপজীবিকা দান কর।

"সুতরাং হে আসমানের প্রতিপালক! ঐ ব্যক্তির উপর কোন গুনাহ্ চাপে না, যে অনভিপ্রেত কোন কিছু তোমার থেকে দেখে এবং ধর্মদ্রোহিতা করে।"

তিনি আরো বলেন :

اَلاَ اِنَّ الْبَرِيَّةَ فِىْ ضَلاَلٍ - وَقَدْ نَظَرَ اللَّبِيْبُ لِمَا اعْتَرَاهَا

تَقَدَّمَ صَاحِبُ التَّوْرَاةُ مُوْسى - وَاَوْقَعَ فِى الْخِسَارِ مَنِ افْتَرَاهَا

فَقَالَ رِجَالُه وَحْىٌ اَتَاه - وَقَالَ النَّاظِرُوْنَ بَلْ افْتَرَاهَا

وَمَا حَجِّى اِلَى اَحْجَارِ بَيْتٍ - كَرُوْسِ الْحُمْرِ تَشَرَّفَ فِىْ ذرَاهَا

اِذَا رَجَعَ الْحَلِيْمُ اِلَى حَجَاهُ - تَهَاوَنَ بِالْمَذَاهِبِ وَازْدِ رَاهَا .

"সাবধান! জগতটা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত; বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। বিভ্রান্তি দেখা দেয়ায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা পর্যবেক্ষণ করে।

"তাওরাতের মালিক মূসা (আ) সামনে এগিয়ে গেছে, কিন্তু যারা তাওরাতকে অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

"তখন মূসা লোকজনকে বলেছিলেন : এটা আসমানী বাণী, যা তার কাছে এসেছে অথচ পর্যবেক্ষকগণ বলেছিল : বরং মূসা এটা প্রণয়ন করেছেন।

"বায়তুল্লাহ্‌র আশপাশের পাথরগুলোর কাছে আমার হজ্জ করা, যেমন গাধার মাথাগুলোর প্রতি হজ্জ করা, যেগুলো তাদের চারণ ক্ষেত্রে আগমন করেছে।

"যখন একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সে বিভিন্ন মাযহাবের চক্করে পড়ে অপমানিত হয় এবং হেস্তনেস্ত হয়।"

তিনি আরো বলেন :

عَقَّتِ الْحَنِيْفَةُ وَالنَّصَارى اهْتَدَتْ – وَيَهُوْدُ جَارَتْ وَالْمَجُوْسُ مُضَلَّلَه

اِثْنَانِ اَهْلُ الاَرْضِ ذُوْ عَقْلٍ بِلاَ – دِيْنٍ وَاٰخَرُ ذُو دِيْنٍ وَلاَ عَقْلَ لَهُ –

"একমাত্র ইসলামের প্রতি অনুগতরা বৃদ্ধি পেল, খ্রিস্টানরা হিদায়াত পেল, ইয়াহূদীরা ছড়িয়ে পড়ল, আর অগ্নিপূজকরা বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।

"দুইটি বুদ্ধিমান দল পৃথিবীর মালিক হলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে ধর্মকর্ম নেই। আর অন্য দলটি ধর্ম নিয়ে নিমগ্ন রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধি নেই।"

তিনি আরো বলেন :

فَلاَ تَحْسَبْ مَقَالَ الرُّسُلِ حَقًّا – وَلَكِنَّ قَوْلَ زُوْرٍ سَطَّرُوْهُ

فَكَانَ النَّاسُ فِيْ عَيْشٍ رَغِيْدٍ – فَجَاءُوْا بِالْمَحَالِ فَكَدَّرُوْهُ .

"সুতরাং রাসূলদের বাণীকে সত্য মনে করো না, কেননা তারা মিথ্যা কথা লিপিবদ্ধ করেছে।

"লোকজন প্রাচুর্যময় সুখী জীবন যাপন করছিলো, তখন রাসূলগণ অসম্ভব ধ্যান-ধারণা নিয়ে উপস্থিত হলো ও জীবনকে কলুষিত করলো।"

ইবন জাওযী বলেন, আমি তখন তার প্রতিবাদ করে বললাম :

فَلاَ تَحْسَبْ مَقَالَ الرُّسُلِ زُوْرًا – وَلَكِنَّ قَوْلَ حَقٍّ بَلَّغُوْهُ

فَكَانَ النَّاسُ فِيْ جَهْلٍ عَظِيْمٍ – فَجَاءُوْا بِالْبَيَانِ فَاَوْضَحُوْهُ .

"রাসূলদের বাণীকে মিথ্যা গণ্য করো না, বরং তাঁরা সত্যবাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

"লোকজন যখন মহা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল, তখন রাসূলগণ সুস্পষ্ট বাণী নিয়ে আগমন করলেন এবং তা আরো অধিক সুস্পষ্ট করে পেশ করলেন।"

তিনি আরো বলেন :

اِنَّ الشَّرَائِعَ اَلْقَتْ بَيْنَنَا اِحَنًا – وَاَوْرَثَتْنَا اَفَانِيْنَ الْعَدَاوَاتِ

وَهَلْ اُبِيْحَ نِسَاءُ الرُّوْمِ عَنْ عِرْضٍ – لِلْعَرَبِ اِلاَّ بِاَحْكَامِ النُّبُوَّاتِ .

"শরীআতসমূহ আমাদের থেকে বৈধব্যপ্রাপ্ত হওয়ার পর সন্তানের মমতায় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করার নীতিকে নিক্ষেপ করে দিয়েছে, (অর্থাৎ বিধবার বিয়েকে উৎসাহ দিয়েছে, বিভিন্ন প্রকারের শাখা-প্রশাখাযুক্ত শত্রুতার উত্তরাধিকারী করেছে আমাদেরকে)।

"রোমের মহিলাদেরকে কি ইযযত-আবরু বিসর্জন দিয়ে আরবদের জন্যে মুবাহ করা হয়েছে? না, তবে আল্লাহ্র প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে তাদেরকে মুবাহ করা হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন :

وَمَا حَمْدِىْ لآدَمَ اَوْ بَنِيْهِ – وَاَشْهَدُ اَنَّ كُلَّهُمْ خَمِيْسُ

"আদম (আ) কিংবা তাঁর সন্তানদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এরা সকলেই আল্লাহ্র লস্কর।"

তিনি আরো বলেন :

اَفِيْقُوْا اَفِيْقُوْا يَا غُوَاةَ فَاِنَّمَا – دِيَانَاتُكُمْ مَكْرًا مِنَ الْقِدَمَا

"হে পথভ্রষ্টরা, জাগো! জাগো! কেননা, তোমাদের বিশ্বস্ততা আবহমানকাল থেকে প্রতারণা বৈ আর কি?"

তিনি আরো বলেন :

صَرْفُ الزَّمَانِ مُفَرِّقُ الاَلْفَيْنِ – فَاحْكُمْ اِلٰهِيْ بَيْنَ ذَاكَ وَبَيْنِىْ

نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ النُّفُوْسِ تَعَمُّدًا – وَبَعَثْتَ تَقْبِضُهَا مَعَ الْمَلَكَيْنِ

وَزَعَمْتَ اَنَّ لَهَا مُعَادًا ثَانِيًا – مَاكَانَ اَغْنَاهَا عَنِ الْحَالَيْنِ .

"কালের পরিবর্তন দু'বন্ধুকে পৃথক করে দেয়। সুতরাং হে আমার ইলাহ! আমার ও তার মধ্যে ফায়সালা করে দিন।

"আপনি প্রাণীদের স্বেচ্ছায় হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আবার আপনি দুই ফেরেশতার সাথে আরো ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন, যাতে তারা প্রাণীদের জান কবয করেন।

"আপনি বলেছেন যে, তাদের পুনরায় উত্থান হবে, কিন্তু দুই অবস্থা থেকে কোনকিছুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ হয় তারা জাহান্নামে যাবে, নয় তো জান্নাতে যাবে।"

তিনি আরো বলেন :

ضَحِكْنَا وَكَانَ الضِّحْكُ مِنَّا سَفَاهَةً – وَحَقُّ لِسُكَّانِ الْبَسِيْطَةِ اَنْ يَبْكُوْا

تَحَطِّمُنَا الاَيَّامُ حَتّٰى كَاَنَّنَا – زُجَاجُ وَلٰكِنَّ لاَ يَعُوْدُ لَهُ سَبْكُ .

"আমরা অট্টহাসি হেসেছি অথচ অট্টহাসি হাসা আমাদের জন্যে একটা বোকামি। খোলা ময়দান বা পৃথিবীর বাসিন্দাদের উচিত ক্রন্দন করা।

"মহাকাল আমাদেরকে এমন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে যেন আমরা এমনকি কাঁচের মত হালকা ও ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছি যে কাঁচে আগুনে গালিয়ে ঢালাইকরা ধাতুদ্বারা বার বার আঘাত করতে হয় না।"

তিনি আরো বলেন :

اُمُوْرٌ تَسْتَخِفُّ بِهَا حُلُوْمُ – وَمَا يَدْرِىْ الْفَتٰى لِمَنِ الثُّبُوْرُ

كِتَابُ مُحَمَّدٍ وَكِتَابُ مُوْسٰى – وَاِنْجِيْلُ ابْنِ مَرْيَمَ وَالزَّبُوْرُ .

"কিছু ধর্মীয় বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে বিবেক তুচ্ছ মনে করে। তবে কোন যুবকই জানে না যে, কখন কার মৃত্যু হবে।

"মুহাম্মাদের কিতাব, মূসার কিতাব, ইবন মারইয়ামের ইঞ্জিল কিতাব এবং যাবূর এরূপই সাক্ষ্য দেয়।"

তিনি আরো বলেন :

قَالَتْ مَعَاشِرُ لَمْ يَبْعَثْ اِلٰهُكُمْ - اِلَى الْبَرِيَّةِ عِيْسَاهَا وَلاَ مُوْسَى

وَاِنَّمَا جَعَلُوْا الرَّحْمٰنَ مَاكَلَةً - وَصَيَّرُوْا دِيْنَهُمْ فِى النَّاسِ نَامُوْسًا -

"কিছু সংখ্যক জাতি বলছে, তোমাদের ইলাহ পৃথিবীতে ঈসা বা মূসাকে প্রেরণ করেনি।

"তারা দয়াময় আল্লাহ্‌কে খাদ্য সরবরাহের কেন্দ্রবিন্দু মনে করে। আর তারা তাদের ধর্মকে জনগণের মাঝে একটি রহস্যময় বস্তু হিসেবে গণ্য করছে।"

ইবনুল জাওযী ও অন্যান্যরা তার কবিতা থেকে অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন, যা তার কুফরীর প্রমাণ বহন করে। বরং এসব বস্তুর প্রতিটিই তার কুফরী, ধর্মদ্রোহিতা ও অবনতির পরিচায়ক হিসেবে গণ্য। কথিত আছে যে, তিনি নিম্নে বর্ণিত কবিতাটি তার কবরের উপর লিখার জন্যে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, আর তা হলো :

هٰذَا جَنَاهُ اَبِىْ عَلَىَّ - وَمَا جَنَيْتُ عَلَى اَحَدٍ

"আমার পিতা আমাকে জন্ম দিয়ে এ অপরাধ করেছেন; কিন্তু আমি কারো উপর অন্যায় অপরাধ করিনি (অর্থাৎ আমি বিবাহ করিনি এবং সন্তান জন্ম দেইনি)।"

এগুলো সবই কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতা। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন : শেষ জীবনে তিনি এসব থেকে বিরত হয়েছিলেন এবং তাওবা করেছিলেন। তিনি এসব ব্যাপারে অজুহাত পেশ করেন ও একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। আর এভাবে তিনি নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ কবিতার কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ :

يَا مَنْ يَرَى مَدَّ الْبَعُوْضِ جَنَاحِهَا - فِىْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ الاَلْيَلِ

وَيَرَى مَنَاطَ عُرُوْقِهَا فِىْ نَحْرِهَا - وَالْمَسْخَ فِىْ تِلْكَ الْعِظَامِ النَّحْلِ

اَمْنُنْ عَلَىَّ بِتَوْبَةٍ تَمْحُوْ بِهَا - مَا كَانَ مِنِّىْ فِى الزَّمَانِ الاَوَّلِ -

"হে এমন সত্তা! যিনি ঘোর অন্ধকারময় রাতের গভীর অন্ধকারে মশার ন্যায় হীন পতঙ্গের পাখাসমূহ ও এদের বিচরণ লক্ষ্য করে থাকেন,

"এদের বুকের অগ্রভাগের যবেহ্-এর জায়গার অবস্থা জানেন ও দেখেন এবং মানব চিন্তাধারায় সংঘটিত বিরাট বিরাট পরিবর্তন ও বিকৃতিকে লক্ষ্য করে থাকেন!

"তাওবা কবূলের মাধ্যমে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। আমি যাকিছু অতীতে করেছি, এ তাওবার মাধ্যমে তা মিটে যাবে।"

তিনি এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে মা'আররাতুন-নুমান নামক স্থানে চৌদ্দ দিন কম ৮৬ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পর তার প্রশংসায় তার সাথী ও ছাত্রগণ কবিতা পাঠ করেন। আর তার কবরের পাশে আশিবার কবিতা পাঠ করা হয়। কেউ কেউ তাদের কবিতায় বলেন :

انْ كُنْتَ لَمْ تَرِقِ الدِّمَاءَ زُهَادَةً - فَلَقَدْ اَرَقْتَ الْيَوْمَ مِنْ جُفْنَيْ دَمًا .

"যদি তুমি অনাসক্তির দরুন কারো জন্য অশ্রু ফেলে না থাক, তাহলে আজ দু'চোখের পাতা দিয়ে অবশ্যই তোমাকে অশ্রু বর্ষণ করতে হবে।"

ইবনুল জাওযী বলেন : যারা তার মৃত্যুতে প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ করেছে, তারা এবং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা হয়তো তার ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা তার মাযহাব ও রীতিনীতির ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তিনি বলেন : বিশ্বাস স্থাপনকারীদের কোন একজন একদিন স্বপ্নে এক অন্ধ ব্যক্তিকে দেখে, যার স্কন্ধদেশে দুইটি সাপ বিরাজ করছিল, এগুলো তার বুকের উপর ঝুলে ছিল। দুটিই তার দিকে মাথা উঁচু করেছিল। দুটিই তার মাংস দাঁত দিয়ে কাটছিল, আর অন্যদিকে সে গগণ বিদারী ফরিয়াদ ও চীৎকার করছিল। এ সময় কোন এক ব্যক্তি বলছিল : এটাই মুশরিক মুয়াররী।

ইবন খাল্লিকান তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর নীতি অনুযায়ী তিনি তাকে কবিদের তালিকায় শামিল করে মর্যাদা প্রদান করেছেন। পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তার প্রণীত বহু কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, কেউ কেউ তার লিখিত : الايك والغصون নামীয় কিতাবের একশ খন্ডের পর প্রথম খন্ড সম্বন্ধে অবগত হন। আর তার কিতাবটি কুমন্ত্রণা ও অশুভ পরিণামের জন্য ছিল প্রসিদ্ধ। তিনি তার পিতার কাছে আরবী ভাষার পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং হালাব নামক স্থানে মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ আন্-নাহভীর কাছে চাকুরিতে নিয়োজিত হন। তার থেকে আরবী ভাষা শিখেন আবুল কাসিম আলী ইবনুল মুহাসিন আত-তানূখী এবং আল-খাতীব আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবন আলী আত-তাবরীযী। কথিত আছে যে, তিনি তত্ত্বজ্ঞানীদের পন্থায় ৪৫ বছর যাবত গোশত আহার করেননি। আর তিনি অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, যেন তার কবরের উপর লিখে রাখা হয়।

هَذَا جَنَاهُ اَبِيْ عَلَى - وَمَاجَنَيْتُ عَلَى اَحَدٍ

"আমার পিতা আমাকে জন্ম দিয়ে এ অপরাধ করেছে, কিন্তু আমি কারো উপর অপরাধ করিনি (অর্থাৎ আমি বিবাহ করিনি এবং কাউকে জন্ম দেইনি)।"

ইবনুল খাল্লিকান বলেন : উপরোক্ত আচরণ তত্ত্বজ্ঞানীদের বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা তারা বলে, সন্তান নেয়া এবং তাকে এ পৃথিবীর অস্তিত্বে বের করে আনা, তার জন্য একটি অপরাধ বৈ আর কি! কেননা এ সন্তানটি বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসীবত ও ঘটনাদির শিকার হয়ে থাকে।

ইবনুল জাওযী বলেন, আমি ধারণা করছি, তার এ আচরণ প্রমাণ করে যে, তিনি তার শেষ জীবন পর্যন্ত স্বীয় ই'তিকাদ-বিশ্বাসকে পরিবর্তন করেননি। আর এটা তত্ত্বজ্ঞানীদের ই'তিকাদ ও বিশ্বাস। আল্লাহ্ই তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

ইবন খাল্লিকান উল্লেখ করেন যে, তার ডান চোখটি ছিল একটু ফোলা ও সাদা চিহ্নিত এবং বাম চোখটি ছিল কোটরাগত। তিনি ছিলেন হালকা পাতলা গড়নের পুরুষ। অতঃপর ইবন খাল্লিকান তার কয়েকটি উত্তম কবিতা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

لاَ تَطْلُبَنَّ بِالَةٍ لَكَ رُتْبَةً – قَلَمُ الْبَلِيْغِ بِغَيْرِ جَدٍّ مَغْزَلُ

سَكَنُ السَّمَاءِ كَانَ السَّمَاءُ كِلاَهُمَا – هَذَا لَهُ رُمْحٌ وَهَذَا اَعْزَلُ .

"হাতিয়ার বা অসীলার মাধ্যমে মর্যাদা অর্জন করতে চেষ্টা করো না। ভাষাবিদের কলম চেষ্টা ব্যতীত সূতাকাটা যন্ত্রবিশেষের ন্যায় সচল।

"আসমানের বাসিন্দা এবং খোদ আসমান উভয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে, তবে আসমান, আসমানের বাসিন্দার জন্যে একটি তীর সদৃশ, আর তিনি নিরস্ত্র।"

উস্তাদ আবূ উছমান আস্-সাবূনী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইসমাঈল ইবন আবদুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন ইসমাঈল ইবন আমির ইবন আবিদ আন-নিশাপুরী। তিনি একজন হাফিয, ওয়ায়িয ও মুফাসসির ছিলেন। তিনি হজ্জব্রত পালন করার সময় দামেশকে আগমন করেন। সেখানে তিনি উস্তাদদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং জনগণের মধ্যে ওয়ায-নসীহত করেন। ইবন আসাকির তার একটি বিরাট জীবনী লিখেন। তার সুন্দর সুন্দর বাণী ও কবিতাগুলো তিনি উল্লেখ করেন। কয়েকটি কবিতা নিচে উল্লেখ করা হলো :

اِذَا لَمْ اُصِبْ اَحْوَالَكُمْ وَنَوَالَكُمْ – وَلَمْ اَمَلِ الْمَعْرُوْفَ مِنْكُمْ وَلاَ الْبِرَا

وَكُنْتُمْ عَبِيْدًا لِلَّذِىْ اَنَا عَبْدُهُ – فَمِنْ اَجْلِ مَاذَا اَتْعَبُ الْبَدَنَ الْجِرَا ؟

(কবি সাথীদের লক্ষ্য করে বলছেন,) "আমি তোমাদের কোন সম্পদ ও উপহার কিছুই গ্রহণ করিনি। তোমাদের থেকে ভাল আচরণ কিংবা অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিনি।

"তোমরা যে সত্তার বান্দা, আমিও তাঁরই বান্দা। তাহলে কিসের জন্য আমি আমার অপরাধে লিপ্ত শরীরটাকে ক্লান্ত করে দেব?"

ইবনুল আসাকির ইমামুল হারামায়ন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি মক্কায় অবস্থানকালে বিভিন্ন মাযহাব নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে বলতে দেখলাম, তিনি বলেন : আবূ উছমান আস-সাবূনীর ই'তিকাদ তোমার অবলম্বন করা উচিত।

হিজরী চারশ পঞ্চাশ (৪৫০) সাল

এ বছরেই পাপাচারী আল্-বাসাসীরীর ফিত্না সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন তুর্কী সিংহ। ইবরাহীম তাঁর ভাই বাদশাহ তাগার লাবাকের অনুগ্রহে মূসেলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি কৌশলগত কারণে মূসেল ত্যাগ করেন এবং পাহাড়িয়া অঞ্চলের দিকে গমন করেন। তাঁর ভাই তখন তাকে ডেকে পাঠালেন, তাকে উপহার দিলেন এবং তার করণীয় কাজ বিন্যস্ত করে দেন। কিন্তু বিরতির সময়ে আল-বাসাসীরী আরবের আমীর কুরায়শ ইবন বাদরানসহকারে মূসেল আক্রমণ করেন ও তা দখল করে নেন। তিনি মূসেলের দূর্গ ধ্বংস করে দেন। তখন বাদশাহ তাগার লাবাক অতি দ্রুত সেখানে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তা উদ্ধার করে নেন। আল-বাসাসীরী এবং কুরায়শ বাদশাহ তাগার লাবাকের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। তিনি তখন নাসীবায়ন পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করেন। বাদশাহর ভাই ইব্রাহীম তার থেকে পৃথক হয়ে যান এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। আর তিনি হামাদানে পালিয়ে যান। এ ব্যাপারে আল-বাসাসীরী ইঙ্গিত করেছিলেন। বাদশাহ তাগার লাবাকও ভাইয়ের পিছু ধাওয়া করেন এবং তার সেনাবাহিনীকে ভাইয়ের পিছে নিযুক্ত করেন। তবে তাদের মধ্য থেকে খুব কম সংখ্যক সদস্যই তার সাথে মিলিত হয়। তার স্ত্রী আল-খাতুন এবং উযীর আল-কান্দারী বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সংবাদ আসে যে, তার ভাই তার বিরোধিতা করেন এবং তাগার লাবাক হামাদানে বন্দী হয়েছেন। এজন্য জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং বাগদাদ বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়। আবার খবর আসে সে, আল-বাসাসীরী বাগদাদ রওয়ানা হয়েছেন এবং তিনি আনবার নামক স্থানের নিকটবর্তী হয়েছেন। তখন কান্দারীর পালিয়ে যাবার আশংকা আরো জোরদার হয়ে পড়ে। আল-খাতুন তার উপর আধিপত্য বিস্তারের সংকল্প করেন। তখন তিনি পশ্চিম তীরে প্রত্যাগমন করেন ও তার গৃহ লুটপাট করেন। দুই তীরের মধ্যবর্তি যে সেতু ছিল, তা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আল-খাতুন অধিকাংশ সেনাবাহিনীর সঙ্গী হন এবং স্বামীর জন্যে হামাদান প্রত্যাগমন করেন। আল্-কান্দারী, তাঁর সাথে আনুশিরওয়ান ইবন তূমান এবং উল্লেখিত আল-খাতুনের মাতাও হামাদান গমন করেন। আবার আল-খাতুনের মাতা বাকী সেনাবাহিনীর সাথে আল-আহওয়ায শহরে পৌঁছেন। এদিকে বাগদাদে আর কোন যোদ্ধাই অবশিষ্ট থাকেনি। তাই খলীফা বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তা করলে কতই না ভাল হতো। অতঃপর তিনি নিজ গৃহকে ভাল মনে করতে লাগলেন এবং নিজের পরিবারের সাথে থাকাকে পছন্দ করলেন। আর আরাম-আয়েশে থাকার জন্য তিনি সেখানে অবস্থান করেন। শহরটি যখন যোদ্ধাশূন্য হয়ে পড়ে, তখন জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়, যে ব্যক্তি বাগদাদ পরিত্যাগ করতে চায়, সে যেন চলে যায়। তাতে জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ক্রন্দন শুরু করে। বহুলোক পশ্চিম তীরে চলে যায়। সেতু না থাকায় ঐ পাড়ে যাওয়ার খরচ এক দীনার থেকে দুই দীনারে উন্নীত হয়।

ইবনুল জাওযী বলেন : ঐ রাতে খলীফার গৃহে প্রায় ১০টি পেঁচা উড়ে যায়। তারা গৃহের চত্বরে কাঁপানো আওয়ায তোলার জন্যে সমবেত হয়। কল্যাণকামী প্রধানদের প্রধানকে বলা হয় যে, যোদ্ধা না থাকায় খলীফা এখান থেকে চলে যেতে চান। কিন্তু খলীফার এই আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি। তারা জনগণের একটি বিভাগকে কাজে নিয়োগ দান করা শুরু করে। আর রাজ্যের অস্ত্রাগার থেকে তাদেরকে অনেক অস্ত্র প্রদান করে।

এ বছরের যুল্‌কাদাহ মাসের আট তারিখ, রবিবার দিন, আল-বাসাসীরী বাগদাদ আক্রমণ করেন এবং তার সাথে ছিল কয়েকটি সাদা মিসরী ঝান্ডা। তার মাথায় বাঁধা ছিল একটি পতাকা, যার মধ্যে ভবিষ্যত আমীরুল মুমিনীন আবূ তামীম আল-মুসতানসির বিল্লাহ্‌র নাম লিখা ছিল। তার আগমনের খবর শুনে আল-কারখের বস্তিবাসী রাফিযীরা তার সাথে সাক্ষাত করে এবং তাদের ওখানে গমন করার জন্যে অনুরোধ জানায়। তিনি আল-কারখে প্রবেশ করেন এবং মুসাফিরখানার পানির প্রস্রবণের দিকে প্রত্যাগমন করেন। সেখানে তিনি তাঁবু তৈরি করেন। অন্যদিকে জনগণ ছিল দুর্ভিক্ষ কবলিত ও অভাবগ্রস্ত। অপরদিকে কুরায়শ ইবন বাদরান প্রায় দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাবুল বসরার পানির প্রস্রবণের নিকটে অবতরণ করেন। আল-বাসাসীরী সন্ত্রাসীদের একত্রিত করেন এবং তাদেরকে রাজধানী লুটপাট করতে প্ররোচিত করেন। আল-কারখের রাফিযী বাসিন্দারা বাবুল বসরায় অবস্থিত আহ্‌লুস সুন্নাহের অনুসারীদের ঘরবাড়ি লুট করে নেয়। প্রধান বিচারপতি আদ-দামিগানীর গৃহও তারা লুটতরাজ করে। তারা অধিকাংশ জরুরী রেকর্ডপত্র এবং বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও দখল করে নেয়। আতর বিক্রেতাদের জন্যে তারা বায়আত গ্রহণ করে। খলীফার খিদমতের সাথে সম্পৃক্ত লোকজনের গৃহাদি তারা লুট করে নেয়। রফিযীরা আযানের মধ্যে : حى على خير العمل পুনরায় চালু করে। বাগদাদের সর্বত্র জুমুআর সালাতে ও জামা'আতের সালাতে এরূপ আযান দেয়া হয়। বাগদাদে খলীফা আল-মুস্‌তানসির আল্‌-আবীদীর নামে মিম্বরসমূহে ও অন্যান্য জায়গায় খুত্‌বা পাঠ করা হয়। সোনা-রূপার মুদ্রায় তাঁর নাম মুদ্রিত হয়। রাজধানী ঘেরাও করা হয়। উযীর আবূল কাসিম ইবন আল-মুসলিমা প্রধানদের প্রধান বলে উপাধিপ্রাপ্ত, তার সাথে খিদমতগারদের নিয়ে তার বিরোধিতা করেন, কিন্তু এতে কোন উপকার সাধিত হলো না। সুতরাং খলীফা জুব্বা ও পাগড়িসহ রওয়ানা হলেন। তার মাথায় ছিল একটি ঝান্ডা এবং তার হাতে ছিল কোষমুক্ত তরবারি। তার পাশে ছিল আব্বাসী সদস্যদের একটি দল, কতগুলো দাসী, যাদের মুখমন্ডল ছিল খোলা, তাদের চুলগুলো ছিল ছাড়া, তাদের সাথে ছিল কুরআন করীমের কপি, যেগুলো তাদের বর্শার মাথায় বাধা ছিল এবং সামনে ছিল তরবারি সজ্জিত খিদমতকারীরা। অতঃপর খলীফা আমীরুল আরব কুরায়শ থেকে একটি জামানতনামা গ্রহণ করেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজকে, পরিবার-পরিজন এবং উযীর ইবনুল মুসলিমাকে হিফাযত করবেন। সুতরাং তিনি তাকে সকল ব্যাপারে নিরাপত্তা বিধান করেন এবং তাকে একটি তাঁবুতে অবতরণ করার ব্যবস্থা করে দেন। তবে এ ব্যাপারে আল-বাসাসীরী তাকে তিরস্কার করেন। আর বলেন : তোমার ও

আমার মধ্যে এ ব্যাপারে যে মতৈক্য হয়নি, এটা তোমার জানা থাকা উচিত। তুমি আমার মতের বিপরীত মতামত পোষণ করছ, অথচ আমি তোমার বিপরীত মতামত পোষণ করিনা। আমরা উভয়ে মিলে মালিক হব। অতঃপর আল-বাসাসীরী আল-কাসিম ইবন মুসলিমাকে গ্রেফতার করেন এবং তাকে অতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যসহকারে তিরস্কার করেন। তাকে লাঞ্ছনাজনক ভর্ৎসনা করেন। অতঃপর তাকে আঘাতের পর আঘাত করে আহত করেন এবং অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে নিজের কাছে বন্দী করে রাখেন। জনসাধারণ রাজধানী লুটপাট করে। রাজধানী থেকে কি পরিমাণ মণি-মুক্তা, মূল্যবান ধাতু, সোনা-রূপা, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, গবাদি পশু ইত্যাদি লুটপাট করা হয়, তার কোন হিসেব নেই। অতঃপর আল-বাসাসীরী এবং কুরায়শ একমত হন যে, তারা খলীফাকে নতুন আগত গর্দভের পালের আমীর মুহারিস ইবন মুজাল্লী আন-নাদভীর কাছে প্রেরণ করবেন। তিনি ছিলেন আমীর কুরায়শ ইবন বাদরানের চাচাতো ভাইদের একজন। তিনি একজন ধার্মিক ও মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।

এ খবর যখন খলীফার কাছে পৌঁছে, তখন তিনি কুরায়শকে অনুরোধ করেন, যেন তাকে বাগদাদ থেকে বের করা না হয়। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি, বরং তাকে তার দুই সাথীসহ একটি হাওদায় করে আগত নতুন গর্দভের পালের আস্তানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি মুহারিশের কাছে পূর্ণ একটি বছর বসবাস করেন। তাঁর সাথে তাঁর পরিবারের কেউ ছিল না। খলীফা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : যখন আমি 'হাদীসায়ে আনাহ' বা নতুন গর্দভের পালের জায়গায় ছিলাম, তখন একরাতের সালাতে অন্তরে মুনাজাতের স্বাদ পেলাম। অতঃপর যা কিছু আমার বেলায় ঘটে গেছে, সে সম্বন্ধে আমি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্কে ডাকলাম। এরপর আমি বললাম :

اَللّٰهُمَّ اَعِدْنِى اِلٰى وَطَنِىْ وَاَجْمَعْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَهْلِىْ وَوَلَدِىْ وَيَسِّرْ اِجْتِمَاعَنَا وَاَعِدْ رَوْضَ الْاُنْسِ زَاهِرًا وَرَبِّعِ الْقُرْبَ عَامِرًا وَفَلْفَلِ الْعِزَّ وَبَرِّجِ الْجَفَا ·

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পুনরায় দেশে পাঠিয়ে দাও, আমাকে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সাথে মিলিত হবার তাওফীক দাও। আমাদের মিলনকে সহজ করে দাও। ভালবাসার বাগানকে ফলে ফুলে সুশোভিত করে দাও। মায়ের কোলকে আবাদ করে দাও। 'ইযযত-সম্মান অর্জনের বিরাজিত অবৈধ প্রতিযোগিতা ও পাহাড় পরিমাণ যুলুম-অত্যাচারের অবসান ঘটাও।"

তিনি বলেন : উপরোক্ত দু'আ পাঠ করার পর আমি ফোরাত নদীর তীরে এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, তিনি বলছেন : نعم نعم অর্থাৎ "হ্যাঁ, হ্যাঁ"। তখন আমি মনে মনে বললাম : এটাতো এমন এক ব্যক্তি, যে অন্যের সাথে কথা বলে। এরপর আমি প্রার্থনা শুরু করলাম ও কান্নাকাটি করলাম। তখন আমি ঐ ঘোষকটিকে বলতে শুনলাম, তিনি বলছেন : اِلَى الْحَوْلْ اِلَى الْحَوْلْ অর্থাৎ "চলতি বছর পর্যন্ত, চলতি বছর পর্যন্ত।" অর্থাৎ এক বছর পর এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটবে। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি একজন অদৃশ্য আহ্বানকারী।

যা কিছু ঘটে গেছে সেগুলো সম্বন্ধে তাঁকে আল্লাহ্ দয়া করে অবগত করিয়েছেন। আর বাস্তবেও তা সংঘটিত হয়। খলীফা এ বছরেই যুল-কা'দাহ মাসে নিজ ঘর থেকে বের হন এবং পরবর্তী বছরের যুল-কাদাহ মাসেই ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। খলীফা আল্-কায়িম বিআম্‌রিল্লাহ্ নতুন জায়গায় অবস্থানকালে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যার মধ্যে তাঁর অবস্থানস্থলের অবস্থা বিবৃত করা হয়েছে। তিনি বলেন :

سَاءَتْ ظُنُوْنِيْ فِيْمَنْ كُنْتُ اٰمَلُه - وَلَمْ يَجِلْ ذِكْرُ مَنْ وَالَيْتُ فِيْ خُلْدِيْ
تَعْلَمُوْا مِنْ صُرُوْفِ الدَّهْرِ كُلِّهِمْ - فَمَا اَرَى اَحَداً يَحْنُوْ عَلَى اَحَدٍ
فَمَا اَرَى مِنَ الاَيَّامِ اِلاَّ مَوْعِداً - فَمَتَى اَرَى ظَفْرِيْ بِذَاكَ الْمَوْعِدِ
يَوْمِيْ يَمُرُّ وَكُلَّمَا قَضَيْتُه - عَلَّلْتُ نَفْسِيْ بِالْحَدِيْثِ اَلَى غَدٍ
اُقْبِحُ بِنَفْسٍ تَسْتَرِيْحُ اَلَى الْمُنَى - وَعَلَى مَطَامِعِهَا تَرُوْحُ وَتَغْتَدِيْ .

"যার সম্বন্ধে আমি ভাল ধারণা পোষণ করতাম, তার সম্পর্কে আমার ধারণা মন্দ আকার ধারণ করছে। আমার জীবনাত্মায় আমি যাকে ভালবেসে ছিলাম, তার স্মরণও আমার কাছে বৃহৎ আকার ধারণ করছে না।

"হে আমার সাথীরা, তোমরা সকলেই তাদের উপর আপতিত যুগের পরিবর্তন সম্বন্ধে অবগত রয়েছো। কিন্তু তাদের একজন অন্যজনের উপর দয়া প্রদর্শন করছে, এরূপ ঘটনা আমি দেখিনি।

"যুগ থেকে শুধুমাত্র সুখের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আসছি, তবে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার সময় কখন হবে, তা আমি এখনও জানতে পারিনি।

"আমার সময় চলে যায়। আর যখনই আমি তা অতিক্রম করছি, তখনই আগামীকালের কথা চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ি।

"এরূপ অন্তর-আত্মা নিয়ে খারাপ অবস্থায় জীবন যাপন করছি, যা প্রত্যাশার কথা শুনলে খুশি হয়। আর এরূপ আশা-ভরসা মনে পোষণ করেই আত্মাটি সকাল-বিকাল অতিক্রম করছে।"

আল-বাসাসীরী ও বাগদাদে তার বিশ্বাসীরা

তিনি কুরবানীর ঈদের দিন সফরের প্রস্তুতি নেন। খতীব ও মুয়াযযিনদের সাদা পোশাক পরতে দেন এবং তার সাথী-সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরতে বলেন। তার মাথায় ছিল মিসরী পতাকা। তিনি মিসরীয় খলীফার পক্ষে খুতবা পাঠ করেন। রাফিযীরা ছিল অত্যন্ত খুশি। সমগ্র ইরাকে : حي على خير العمل সহকারে আযান প্রবর্তিত হয়। ইরাকের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ থেকে আল-বাসাসীরী ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তার সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করতো তাদের একটি বিরাট দলকে ডুবিয়ে মারেন। আর যাদেরকে তিনি পছন্দ করতেন ও ভালবাসতেন,

তাদের জন্যে প্রচুর খাদ্য সম্ভারের ব্যবস্থা করে দেন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ যিল্‌হজ্জ সোমবার দিন তিনি তার সামনে আল-ওয়াসীর ইবনুল মুসলিমাকে (যার উপাধি ছিল প্রধানদের প্রধান) হাযির করান। তার গায়ে ছিল পশমী জুব্বা, মাথায় ছিল ছালার চটের লাল চোঙাকৃতি টুপি, গর্দানে ছিল শ্বাসরুদ্ধকারী চামড়ার তাবীযের ন্যায় গুটলী। তিনি একটি লাল উটে আরোহী ছিলেন। তাকে এ অবস্থায় সমগ্র শহরে ঘুরান হয়। তার পিছনে ছিল এমন এক ব্যক্তি যে তাকে একটি চামড়ার বেত দিয়ে আঘাত করছিল। তিনি যখন আল-কারখ-এর এলাকা দিয়ে গমন করছিলেন তখন ওখানে বাসিন্দারা তার দিকে আরব শিশুদের ব্যবহৃত পুতুলের পুরানো অংশবিশেষ নিক্ষেপ করছিল। তারা তার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করছিল, তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করছিল ও তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করছিল। তাকে রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল। আর এ অবস্থায় তিনি কুরআনুল করীমের আলে-ইমরান সূরার ২৬ নং আয়াতটি পড়ছিলেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"বলো, হে আল্লাহ! বিশ্ব জাহানের মালিক! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা ও ইযযত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় করো। কল্যাণ তোমার হাতেই নিহিত। নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছুর উপর শক্তিশালী।"

অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে রাজধানী প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে, তখন তারা তাকে সেনা নিবাসে নিয়ে যায় এবং তাকে দুই শিংবিশিষ্ট ষাঁড়ের চামড়া পরিধান করায়, তার দুই চোয়ালে একপ্রকার বৃক্ষের বিষাক্ত কাঁটা ঝুলিয়ে দেয়া হয় এবং পরে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় দিনের শেষভাগ পর্যন্ত ছটফট করতে থাকেন।

অবশেষে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন। তাঁর মুখে সর্বশেষ বাণী ছিল :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانِىْ سَعِيْدًا وَاَمَاتَنِىْ شَهِيْدًا ـ

"আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে সৌভাগ্যবান হিসেবে জীবিত রেখেছেন এবং শহীদ হিসাবে মৃত্যুদান করেছেন।"

এ বছরে ইরাক ভূমিতে শিলাবৃষ্টি হয়। অধিকাংশ শস্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কৃষকদের কেউ কেউ মারা যায়। দজলা নদীর পানি অনেক বৃদ্ধি পায়। বিরাজিত ফিতনার পূর্বে এ বছরে বাগদাদে প্রচন্ড ভূমিকম্প অনুভূত হয়, তাতে বহু ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খবরে প্রকাশ, এ ভূমিকম্পন হামাদান, ওয়াসিত, তিকরিত, আনাহ ইত্যাদি শহরের সাথে সংযুক্ত ছিল। খবরে এও প্রকাশ যে, ভূমি কম্পনের প্রচন্ডতার দরুণ পর্যটন শিল্প বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাগদাদ শহরে লুটপাট অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এমনকি মাথা থেকে পাগড়ি ছিনিয়ে নেবার ঘটনাও সংঘটিত হয়।

শায়খ আবূ নসর ইবন আস-সাব্বাগ (র)-এর পাগড়ি ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং যখন তিনি সালাতুল জুমুআ আদায় করার জন্যে মসজিদে গমন করেন, তখন তার টুপিও কেড়ে নেয়া হয়।

এ বছরের শেষের দিকে বাদশাহ তাগার লাবাক হামাদান থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তার উপর বিজয় লাভ করেন। এটাতে জনগণ খুশি হয় এবং তারা আনন্দ করতে শুরু করে। তবে তারা আল-বাসাসীরীর ভয়ে তা পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারেনি। তাগার লাবাক, তাঁর ভাই ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে তার মৃত ভাই দাউদের সন্তান-সন্তুতিদের প্রতি জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জনগণ তাকে বিজয়ী করে এবং একান্ন সনের প্রথমদিকে তাকে পরিতৃপ্ত করে। তারা তার চাচা তাগার লাবাকের পক্ষে সমবেত হয়। তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে ইরাকের দিকে অগ্রসর হন। পরবর্তিতে তাদের আলোচনা আসছে।

এ বছরে যারা ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আল-হাসান ইবন মুহাম্মাদ আবূ আবদুল্লাহ্ আলূনী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আবদুল্লাহ আল-হাসান ইবন মুহাম্মদ আলূনী, আল কারখী। তিনি যুদ্ধেরত একজন শায়খ ছিলেন। তিনি শাফিঈ মাযহাব অবলম্বনকারী ছিলেন। আল-বাসাসীরীর ফিতনার সময় তিনি বাগদাদে নিহত হন। তিনি জুমুআ ও আরাফার দিন তথায় সমাহিত হন।

তাগার লাবাকের ভাই দাউদ

তিনি ভাইদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন। এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন এবং তার সন্তান-সন্তুতিরা তার প্রতিনিধিত্ব করে।

আবুত তাইয়্যেব আত-তাবারী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুত তাইয়্যেব তাহির ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহির ইবন উমার আত-তাবারী। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। তাবারিস্তানের আমল নামক স্থানে তিনি ৩৪৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জুরজানে আবূ আহমদ আল-গাতরীফী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং নিশাপুরে আবুল হাসান আল-মাসির জাসী হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁর কাছে ফিকহশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। তিনি আবূ আলী আল-যুজাজী ও আবুল কাসিম ইবন কাজ থেকে হাদীসশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন।

অতঃপর তিনি বাগাদাদে আবূ হামিদ আল ইসফারাইনীর কাছে কাজে নিযুক্ত হন। তিনি 'শারহুল মুখতাসার' এবং 'ফুরূ' ইবনুল হাদ্দাদ' ইত্যাদি কিতাবসহ উসূল ও জদ্‌ল সম্বন্ধে বিভিন্ন উপকারী কিতাব প্রণয়ন করেন। তিনি বাগদাদে আদ-দারা কুতনী ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আবূ আবদুল্লাহ আস-সাইমুরীর ইন্‌তিকালের পর তিনি রুবুউল-কারখে বিচারকার্যে

নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, দীনদার, পরহেযগার, উসূল ও ফুরূ' ফিকহ্ বিষয়ে পারদর্শী, সচ্চরিত্রবান, সুস্থ ও সাবলীল অন্তরের অধিকারী এবং দিনরাত শিক্ষা- দীক্ষার কাজে নিয়োজিত ও ব্যস্ত। طبقات الشافعية নামক কিতাবে তার বিস্তারিত জীবনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আশ-শায়খ আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী তাঁর থেকে ইলম হাসিল করেন। তিনি ছিলেন তার উস্তাদ এবং তাঁর পরে তিনি তাকে হালকায় উপবিষ্ট করে যান। একদিন আবূ তাইয়্যেব তার জন্যে একটি মোজা, মোজা বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করেন, যাতে তিনি তার জন্যে এটা ঠিকমত তৈরি করেন, কিন্তু তিনি তা করতে বিলম্ব করেন। তাই তিনি যখনই তার কাছ দিয়ে যেতেন, এটাকে নিয়ে পানিতে ডুবাতেন এবং বলতেন, হে শায়খ! এখনই এটাকে ঠিক করে দাও। তখন শায়খ বলেন : এটাকে আমি সমর্পণ করেছি, যাতে তুমি এটাকে ঠিক কর, কিন্তু আমি এটাকে এজন্য তোমার কাছে সমর্পণ করিনি যে, তুমি এটাকে সাঁতার শিক্ষা দেবে।

ইবন খাল্লিকান বর্ণনা করেন, তাঁর এবং তার ভাইয়ের মাত্র একটি পাগড়ি ছিল ও একটি জামা ছিল। যখন একজন এ দুটো পরিধান করতেন, তখন দ্বিতীয়জন ঘরে অবস্থান করতেন, ঘর থেকে বের হতেন না। অনুরূপভাবে যখন দ্বিতীয়জন এ দুটো পরিধান করতেন, তখন প্রথমজন ঘরে অবস্থান করতেন, ঘর থেকে বের হতেন না। আর যখন দুটোকে ধুতেন, তখন এ দুটো শুকানো পর্যন্ত দুইজনই ঘরে বসে থাকতেন। এ সম্পর্কে আবূ তাইয়্যেব একদিন বলেন :

قَوْمٌ اِذَا غَسَلُوْا ثِيَابَ جَمَالِهِمْ - لَبِسُوْا الْبُيُوْتَ اِلَى فِرَاغِ الْغَاسِلِ ·

"তারা কয়েকজন এমনি অবস্থায় রয়েছেন যে, যখন তাদের সৌন্দর্য ঢাকার কাপড় তারা ধৌত করেন, তখন ধৌতকারীর কাজ সমাধা হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে অবস্থান করতে বাধ্য হতেন।"

আবূত-তাইয়্যেব এ বছরেই ১৬০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।। মৃত্যুর সময় তিনি সুস্থ, বিবেক-বিবেচনা, বুদ্ধি ও সবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী ছিলেন। তিনি ফতোয়া প্রদান করতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। একবার তিনি নৌকায় ভ্রমণ করেন। নৌকা থেকে নামার পর তিনি একটি বিরাট লম্ফ প্রদান করেন, যা একজন সুস্থ সবল যুবক ব্যক্তিও দিতে পারেনা। তাকে জিজ্ঞেস করা হল : হে আবুত-তাইয়্যেব। এটা কী? তখন তিনি বলেন : আমি আমার এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে যৌবন বয়সে সংরক্ষণ করেছি, যাতে এগুলো বৃদ্ধ বয়সে আমার উপকার সাধন করতে পারে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন।

আল্-কাযী আল্-মাওরিদী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-মাওরিদী আল্-বাসরী। তিনি الحاوى الكبير গ্রন্থের লিখক ছিলেন। তিনি শাফিঈ মাযহাব অবলম্বনকারী

ছিলেন। তিনি উসূল, ফুরূ', তাফ্সীর, রাজা-বাদশাহদের প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সাহিত্য সম্পর্কে বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তিনি বলেন : আমি চার হাজার পৃষ্ঠায় ফিকহশাস্ত্রকে বিবৃত করেছি। তিনি বহু শহরে বিচারকার্য সমাধা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুসাহিত্যিক। তিনি আদব ও ভদ্রতা বজায় রাখার কারণে কখনও তার সাথীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। الطبقات গ্রন্থে তাঁর জীবনী পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ৮৬ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং বাবে হারব নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।

প্রধানদের প্রধান আবুল কাসিম ইবন আল্-মুসলিমাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল'আলী ইবনুল হাসান ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন উমার। তিনি খলীফা আল্-কায়িম বি-আমরিল্লাহ্-এর উযীর ছিলেন। তিনি প্রথমত আবূ আহমদ আল-ফারসী ও অন্যান্য থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর তিনি احد المعدلين এ পরিণত হন। পরবর্তীতে খলীফা আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ তাঁকে কাতিব হিসেবে নিয়োগ দেন। পরে তাকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন এবং তার পরে رَئِيْسُ الرُّؤَسَاءِ অর্থাৎ 'প্রধানদের প্রধান' উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর তাকে : شَرَفُ الْوُزَرَاءِ وَجَمَالُ الْوُزَرَاءِ 'উযীরদের গৌরব ও সৌন্দর্য' উপাধি প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, পরিপূর্ণ বিবেক-বিবেচনার অধিকারী ছিলেন। তিনি উযীর হিসেবে ১২ বছর ১ মাস দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করার পর আল-বাসাসীরী তাকে হত্যা করেন। তখন তার বয়স ছিল ৫২ বছর ৫ মাস।

মানসূর ইবনুল হুসায়ন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল ফাওয়ারিস মানসূর ইবনুল হাসান আল্-আসাদী। তিনি ছিলেন الجزيرة গ্রন্থের লিখক। এ বছরই তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্রকে তাঁর সাথীরা প্রতিষ্ঠিত করেন।

হিজরী চারশ একান্ন (৪৫১) সাল

এ বছরের প্রথমদিকে বাগদাদ শহরটি আল্-বাসাসীরীর দখলে ছিল। আল্-বাসাসীরী মিসরের শসক আল্-ফাতিমী ও হাদীসাতে আনায় নির্বাসিত অবস্থানরত আব্বাসী খলীফার পক্ষে খুতবা পাঠ করেন। এরপর সফর মাসের বার তারিখ, সোমবার দিন, তিনি বিচারপতি আবূ আবদুল্লাহ আদ-দামিগানী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের একটি দলকে উপস্থিত করেন এবং তাদের থেকে মিসরের শাসক আল্-মুস্তান্সির আল্-ফাতিমীর জন্যে বায়আত গ্রহণ করেন। তারপর তিনি উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করেন এবং রাজধানীর মুকুটকে বিনষ্ট করার হুকুম দেন। মুকুটের কিছু পুরানো উঁচু অংশ বিনষ্ট করা হয়, তখন তাঁকে

উপলব্ধি করানো হয় যে, এতে উপকারের চেয়ে অপকারই হবে বেশি। তাই তিনি এ কাজটি পরিহার করেন। এরপর তিনি যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কূফায় রওয়ানা হন। জাফর নদী অতিক্রম করার মনস্থ করেন, যাতে তাঁর উপর আরোপিত মান্নত পূর্ণ করার জন্যে তিনি ব্যতিব্যস্ত হতে পারেন। ইবনুল মুসলিমার মৃতদেহটি হেরেমের নিকটবর্তী প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরের আদেশ দেন এবং দজলা নদীর তীরে তা দাফন করার নির্দেশ দেন। খলীফার মাতা স্বীয় অভাব-অনটন ও শোচনীয় অবস্থা অবগত করানোর জন্যে তাঁর নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। খলীফার মাতা ছিলেন একজন বৃদ্ধা মহিলা। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি একটি জায়গায় আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁর আবেদনটি প্রাপ্তির পর আল্-বাসাসীরী তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান যিনি তাকে হেরেমে নিয়ে যান এবং তার খিদ্মতের জন্যে দুইজন খাদিম নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতিদিন তার জন্যে ৫ কেজি রুটি ও ২ কেজি গোশতের ব্যবস্থা করেন।

যখন আস্-সুলতান তাগার লাবাক হামাদানের বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভ করেন, তখন তাঁর ভাই ইব্রাহীমকে বন্দী করেন ও হত্যা করেন, নিজের কাজ স্বাধীনভাবে করার ক্ষমতা অর্জন করেন ও নিজে সন্তুষ্টি অর্জন করেন। অধিকন্তু এ শহরে তাঁর আর কোন প্রতিপক্ষ অবশিষ্ট থাকে না। তখন তিনি কুরায়শ ইবন বাদরানের কাছে পত্র লিখেন ও তাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন খলীফাকে তার নিজ দেশে ও নিজ গৃহে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করেন। আর তাকে এরূপ হুমকিও দেয়া হয় যে, যদি তিনি তাঁর নির্দেশমত কাজ না করেন, তাহলে তাকে কঠিন অবস্থায় পতিত হতে হবে। প্রতিউত্তরে কুরায়শ তার গৃহে প্রবেশ করে অতি নম্রভাবে বলেন : আল-বাসাসীরীর বিরুদ্ধে আমি আমার সম্ভাব্য শক্তি নিয়ে তোমার সাথে রয়েছি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তার ব্যাপারে তোমাকে শক্তিশালী করেন। তবে আমি ভয় করছি, কোন কাজ অতি দ্রুত করে ফেলি কিনা, ফলে তা খলীফার জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে? কিংবা তুমি কোন কাজ অতি দ্রুত করে ফেল কিনা, যা আমার জন্যে লজ্জার ব্যাপারে পরিণত হবে। তবে তুমি যা কিছু হুকুম দেবে এবং যা কিছু আমার দ্বারা করা সম্ভব হবে, তা আমি আতি শীঘ্র সম্পাদন করে যাবো। আর খলীফার স্ত্রী খাতুনকে আমি তার ঘরে ও বাড়িতে এবং শান্তির নীড়ে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করব।

এরপর কুরায়শ খলীফাকে তার গৃহে ফেরত আনার ব্যাপারে আল্-বাসাসীরীর সাথে যোগযোগ করেন এবং তাকে বাদশাহ তাগার লাবাকের তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তিনি তাকে বলেন : তুমি আমাদেরকে আল্-মুসতানাসির আল্-ফাতিমীর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করছ, অথচ তার ও আমাদের মাঝে দূরত্ব হলো ছয়শত ফারসাখ বা ১৮০০ মাইল। আমাদের কাছে তার কোন দূত আসেনি অথবা অন্য কেউ তার কাছ থেকেও আসেনি। আমরা তার কাছে কিছু প্রেরণ করেছি, এরূপ বিষয়েও তিনি কোন প্রকার চিন্তা চর্চা করেননি। অথচ এ বাদশাহ আমাদের পিছনে ওঁতপেতে রয়েছেন, তিনি আমাদের অতি নিকটে অবস্থান করছেন। আর তাঁর নিকট থেকে আমার কাছে একটি পত্রও পৌঁছেছে। পত্রটির শিরোনাম নিম্নরূপ :

اِلَى الامير الجليل عَلَمَ الدِّيْنِ اَبِى الْمَعَالِىْ قُرَيْشِ بْنِ بَدْرَانِ مَوْلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ شَاهَنْشَاهِ الْمُعَظَّمِ مَلِكِ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ طَغَرْلَبَكْ اَبِىْ طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ مِيْكَائِيْلِ بْنِ سَلْجُوْقِ ۔

"মহান রাজাধিরাজ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্রাট আবূ তালিব মুহাম্মদ ইবন মীকাঈল ইবন সালজূক তাগার লাবাকের তরফ থেকে মহান আমীর ধর্মের পতাকাবাহী আবূল মাআলী কুরায়শ ইবন বাদরান, আমীরুল মুমিনীনের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস-এর প্রতি;

পত্রে মাথায় ছিল সুলতানের হাতের লিখা সুলতানী চিহ্ন : حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ আর পত্রের মধ্যে লিখা ছিল :

বর্তমানে আমাদের সৌভাগ্য, আমাদেরকে ধর্মের প্রতিটি দুশমনকে ধ্বংস করতে তাওফীক দান করেছে। এখন আমাদের সামনে আমাদের সর্দার, আমাদের মালিক আমীরুল মুমিনীন আল-কায়িম বিআমরিল্লাহ্-এর খিদমত করা এবং সম্মানের আসনে আসীন তার নেতৃত্বের শান-শওকত সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও অন্যকে অবহিত করানো ব্যতীত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবশিষ্ট নেই। এটাই আমাদের নিতান্ত দরকার এবং এক মুহূর্তও এ ব্যাপারে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। প্রাচ্যের সৈন্য সামন্ত ও অশ্বাদি নিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে আমরা অগ্রসরমান। আমরা ধর্মের পতাকাবাহী মহান আমীর-এর কাছে কৃতকার্যতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে চাই, সে ব্যাপারে তিনি ক্ষমতাবান ও একক সিদ্ধান্তের অধিকারী। আমাদের সর্দার, আমাদের মালিক আমীরুল মুমিনীন-এর খিদমত আঞ্জাম দিয়ে কৃত অঙ্গীকার পূরো করার সুযোগ তার সামনে উপস্থিত। এখন তিনি 'মদীনাতুস সালাম' বা 'শান্তিপূর্ণ এলাকা' থেকে মহান খলীফার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মহাসম্মানের অধিকারী হতে পারেন। তিনি খলীফার যাবতীয় কাজ ও হুকুম সানন্দে আঞ্জাম দিয়ে ভাগ্যবান হতে পারেন এবং খলীফার তরবারি ও কলমের বিশিষ্ট প্রচারক হিসেবে গণ্য হতে পারেন। আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা তিনি আমাদের খলীফা। আমাদের পক্ষে যা কিছু করা কর্তব্য, এ খিদমতটা তার অংশবিশেষ। আমরা তোমাকে সমগ্র ইরাকের একচ্ছত্র মালিক মনে করি। সেখানকার জল ও স্থল তোমার নিয়ন্ত্রণে সোপর্দ করা হল। এ রাজ্যের একবিঘত পরিমাণ ভূমিও কোন বিদেশী হস্তগত করতে পারবে না। তবে তোমার সাহায্য-সহায়তা ও সম্মতি নিয়ে যদি কেউ কোন এলাকা দখল করে, তা ভিন্ন কথা। অথবা তুমি তার অমূল্য ব্যক্তিদের হিফাযত করবে, তাকে দুর্গ হতে শুরু করে তার খিদমত পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে যাবে। একরূপ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে মহান আমীর ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে সাক্ষাত করবেন অথবা তিনি যেখানেই ইচ্ছে অবস্থান করবেন। আমরা সমগ্র ইরাকই তাঁর কাছে সমর্পণ করব এবং আমরা তাকে তার মহান নেতৃত্বে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দেব। আর আমাদের দৃষ্টি থাকবে প্রাচ্যের সাম্রাজ্যগুলোর প্রতি। আমাদের মান-মর্যাদা ও শান-শওকত এটারই দাবীদার।

এমতাবস্থায় কুরায়শ মুহারিশ ইবন মুজাল্লীর কাছে পত্র লিখেন, যার কাছে খলীফা অবস্থান করছিলেন। তিনি তাকে বলেন : এটার মধ্যে কল্যাণ নিহিত যে, খলীফা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, তাহলে আমি আমার ও তোমার নিরাপত্তা তার থেকে আদায় করব। মুহারিশ এটাতে রাজী হলেন না এবং বললেন : আল-বাসাসীরী আমার সাথে প্রতারণা করেছেন, আমার সাথে তিনি কিছু ওয়াদা করেছেন, কিন্তু তা পূরণ করেননি। আমি তাকে কখনও তোমার কাছে প্রেরণ করব না। আমার যিম্মায় তার বহু ওয়াদা-অঙ্গীকার রয়েছে, এগুলোর ব্যাপারে আমি প্রতারণার আশ্রয় নেব না। আসলে মুহারিশ ছিলেন একজন ভাল মানুষ। তখন তিনি খলীফাকে বলেন : কল্যাণ হলো এই যে, চলুন আমরা বদর ইবন মুহালহালের শহরে চলে যাই এবং পর্যবেক্ষণ করি যে, আস-সুলতান তাগার লাবাকের পরিণাম কি দাঁড়ায়? যদি তিনি বিজয়ী হন, তাহলে বাগদাদে প্রবেশ করব। যদি অন্যটা হয়, তাহলে আমরা আমাদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব। কেননা, আমি আল-বাসাসীরীকে ভয় করি। সে হয়তো আগমন করবে এবং আমাদেরকে উপস্থিত করবে। খলীফা তাকে বললেন : যা কল্যাণকর মনে করেন, তাই করুন। তারা তখন যুল-কাদাহ মাসের ১১ তারিখ রওয়ানা হয়ে তিল্-আকবারা দুর্গে পৌঁছান। এখানে আস-সুলতান তাগার লাবাকের দূতগণ বিভিন্ন রকমের হাদীয়া নিয়ে খলীফার সাথে সাক্ষাত করেন। অন্যদিকে খবর পৌঁছে যে, আস্-সুলতান তাগার লাবাক ইতোমধ্যে বাগদাদ পৌঁছেছেন। আর এটা ছিল জুমুআর দিন। তবে শুনা যায় যে, সেনাবাহিনী রাজধানী ব্যতীত শহরের অন্যান্য জায়গায় লুটপাট করেছে। বহু ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের মালপত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়। সেনাবাহিনী রাজমহল নির্মাণ শুরু করে দেয়। আস্-সুলতান খলীফার কাছে বিভিন্ন ধরনের আরোহী, সামিয়ানা, পোশাক, সফরে ব্যবহারের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী প্রেরণ করেন। উযীর আমীদুল মুলক আল-কান্দারীর সাথে এগুলো পাঠানো হয়। যখন তারা খলীফার কাছে পৌঁছেন, তখন তারা দেখেন যে, তারা তার কাছে পৌঁছার পূর্বেই এ সামগ্রীগুলো পাঠানো হয়েছে। তারা তখন বলতে লাগলেন : সামিয়ানা খাটাও এবং খলীফাকে উপযুক্ত পোশাক পরিধান করতে দাও। অতঃপর আমরা তাঁর কাছে আসব এবং তাঁর কাছে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করব। তখন তিনি যেন আমাদেরকে দীর্ঘ সময়ের পর হলেও অনুমতি প্রদান করেন। যখন তারা তাদের এ প্রস্তুতিমূলক কার্যাদি সম্পাদন করে, তখন উযীর তার সাথীদের নিয়ে প্রবেশ করেন এবং খলীফার সামনের ভূমিতে চুম্বন করেন এবং তারা তাঁর নিরাপদে থাকার জন্য ও বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য সুলতানের আনন্দিত হবার কথা জানান। উযীর আমীদুল মুলক সুলতানের কাছে একটি পত্র লিখে তাকে যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে অবগত করেন। আর পত্রের উপরের অংশে খলীফার কিছু চিহ্ন রাখার জন্যে পছন্দ করেন, যাতে সুলতান তা দেখে খুশি হন। উযীর তার লিখার কালির দোয়াত এবং তার সাথে একটি তলোয়ার হাযির করে বলেন : এটা তলোয়ার এবং কলমের খিদমত। এতে খলীফা সন্তুষ্ট হন। তারা দুদিন পর বিদায় গ্রহণ করেন। যখন তারা নাহরাওয়ান

পৌঁছেন খলীফার সাথে মুলাকাত করার জন্যে, তখন সুলতান ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। আর যখন সুলতান খলীফার সামিয়ানার সামনে পৌঁছান তখন খলীফার সামনের ভূমিতে সাতবার চুম্বন করেন। অতঃপর খলীফা একটি বালিশ হাতে নিলেন এবং নিজের হাতের সামনে রাখলেন। সুলতান তা হাতে উঠিয়ে নেন এবং তাতে চুম্বন করেন। তারপর এটার উপর উপবেশন করেন। খলীফাও এ মর্মে পূর্বে ইঙ্গিত করেছিলেন। খলীফার সামনে তিনি চুনি পাথরের মণিহারটি রেখে দিলেন, যা তিনি 'বনূ-বূইয়া' থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বড় ১২টি মুক্তাও বের করেছিলেন এবং বললেন : নারী জাতির সিংহী অর্থাৎ সুলতানের স্ত্রী খলীফার বিশেষ যত্ন নেবেন। তাকে এরূপ এরূপ তাসবীহ্ পাঠ করার উপদেশ প্রদান করেন এবং ভাইয়ের অবাধ্যতার জন্যে তার খলীফার সামনে হাযির হতে বিলম্ব হয়েছে বলে ওযর পেশ করেন। আর তিনি তার অবাধ্য ভাইকে হত্যাও করেছেন বলে ব্যক্ত করেন। তার বড় ভাইও ঘটনাক্রমে ঐ সময় ইনতিকাল করেন। সুলতানের স্ত্রী সুলতানের তিরোধানের পর পর্যায়ক্রমে তার সন্তানদের খিদমত করেন এবং বলেন : আমি মুহারিশের নিকট কৃতজ্ঞ; কেননা তিনি আমীরুল মুমিনীনের খিদমত করেছেন। তিনি আরো বলেন : আমি বাসাসীরী নামক কুকুরটির পিছু নিচ্ছি এবং তাকে ইনশাআল্লাহ্ হত্যা করে ছাড়ব। অতঃপর সিরিয়ায় প্রবেশ করব এবং মিসরের শাসকের বিরুদ্ধে অশুভ মুকাবিলায় অবতীর্ণ হব। খলীফা তার জন্যে দু'আ করলেন এবং খলীফা সুলতানকে তার একটি তলোয়ার দান করলেন। খলীফার কাছে খিলাফত সম্পর্কীয় আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাই সুলতান অবশিষ্ট সৈন্যদের খলীফার খিদমতের জন্যে রেখে যেতে অনুমতি প্রার্থনা করেন। সেনাবাহিনীর দলটি যখন রওয়ানা হলো, আর তুর্কীরা যখন খলীফাকে দেখলেন, তখন তারা ভূমি চুম্বন করলেন। এরপর তারা যুল্-কাদাহ্ মাসের ২৫ তারিখ সোমবার দিন, বাগদাদে প্রবেশ করেন। আর এ দিনটি ছিল আরাফার দিন। সমস্ত সেনাবাহিনী, বিচারপতিগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তার সাথে ছিলেন। সুলতান খলীফার খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন, যতক্ষণ না খলীফা তাঁর হুজরার দরজায় পৌঁছলেন। অতঃপর যখন খলীফা রাজপ্রাসাদে পৌঁছেন, তখন সুলতান বাসাসীরীর সন্ধানে রওয়ানা হবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরপর কূফার দিক থেকে সেনাদল প্রেরণ করা হলো, যাতে তারা তাকে সিরিয়ায় প্রবেশ হতে বিরত রাখতে পারে। তিনি এবং লোকজন চলতি মাসের ২৯ তারিখ রওয়ানা হলেন। অন্যদিকে বাসাসীরী ওয়াসিতে অবস্থান করছিলেন। তিনি শস্য সংগ্রহ এবং সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সরঞ্জাম সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। তার কাছে সুলতান তাগার লাবাক ও যারা তার কাছে অবস্থান করছিল তারা ভয়ের কোন বস্তুই ছিলনা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন।

সুলতান তাগার লাবাকের হাতে বাসাসীরীর মৃত্যু

যখন সুলতান বাসাসীরীর সন্ধানে বের হয়ে পড়েন, তখন সেনাবাহিনীর প্রথম ক্ষুদ্র দলটি তাঁর সাক্ষাত পায় 'আল-ওয়াসিত' ভূখণ্ডে। তাঁর সাথে ছিলেন ইবন মাসীদ। সেখানে তাদের

মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। তবে বাসাসীরীর সাথীরা পরাজিত হয়। বাসাসীরী একটি ঘোড়ায় চড়ে প্রাণে রক্ষা পান। কিন্তু একজন ক্রীতদাস তার পিছু নেয়। সে তার ঘোড়াটিকে তীরবিদ্ধ করে। ফলে ঘোড়াটি ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। ক্রীতদাসটি এগিয়ে যায় এবং তার মুখে প্রচণ্ড আঘাত করে। তিনি তাকে চিনেন না। তাদের একজন তাকে বন্দি করে এবং তার নাম কামাস্‌কীন। এরপর সে তার মাথা কেটে নেয় এবং সুলতানের কাছে বহন করে নেয়। তুর্কীরা বাসাসীরীর সেনাবাহিনী থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করে, যা তারা বহন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। সুলতানের কাছে যখন মস্তকটি পৌঁছে, তখন এটাকে তিনি বাগদাদে নিয়ে যাবার আদেশ দেন, বর্শার মাথায় করে বিভিন্ন জায়গায় প্রদক্ষিণ করানোর হুকুম দেন এবং মস্তকের সাথে সাথে ঢোলক দল, বিউগল, মশালবাহী দল ইত্যাদিও থাকতে হবে। আর স্ত্রী-পুরুষগণ তার থেকে নাজাত পাওয়ার কারণে ঘরের বাইরে বের হয়ে আনন্দ করবে। নির্দেশ মুতাবিক কাজ আঞ্জাম দেয়া হলো। এরপর শিরটি রাজপ্রাসাদের বরাবর একটি কৃত্রিম উড়োজাহাজে স্থাপন করা হয়। আল-বাসাসীরীর সঙ্গের কিছু লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আল-বাসাসীরী অতি শীঘ্র বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং তারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো এবং তাদের সম্পদ লুটপাট করা হলো। তার সাথীদের খুব কম লোকই রক্ষা পেল। কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে ইবন মাসীদ আল-বাত্‌তীখ নামক জায়গায় পলায়ন করেন। তার সাথে ছিল বাসাসীরীর ছেলেমেয়েরা ও তাদের মাতা। ইতোমধ্যে আরবরা তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়; তাদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। তারপর সুলতানের কাছে ইবন মাসীদের জন্যে নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়। ইবন মাসীদ সুলতানের সাথে বাগদাদ প্রবেশ করেন। ওয়াসিত, বসরা ও আহওয়াযে সেনাবাহিনী দ্বারা জনগণের উপর লুটপাট চালানো হয়। আর এটা হয় সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্য, বিস্তৃতি ও ঘন হওয়ার কারণে। তবে খলীফা যখন রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে শপথ করেন যে, তিনি কখনও নরম বিছানায় ঘুমাবেন না। তিনি যখন রোযাদার থাকবেন, তখন কেউ যেন তার জন্য খাবার নিয়ে না আসে। তাঁর উযূ ও গোসলের সময় যেন তার খিদমতে কেউ না আসে। তিনি নিজেই নিজের জন্যে এসব আঞ্জাম দেবেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ওয়াদা করেন যে, যে তাকে কষ্ট দিয়েছে, তিনি তাকে কষ্ট দেবেন না এবং যে তার প্রতি যুলুম করেছে, তিনি তাকে তা ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলতেন : "তোমার ব্যাপারে যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে থাকে, তাহলে তুমি তার ব্যাপারে ততটুকু আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তাকে শাস্তি প্রদান করবে।"

এ বছরেই আল-মালিক আলাপ আরসালান ইবন দাউদ ইবন মীকাঈল ইবন সালজূক নিজ পিতার ইনতিকালের পর হারান শহরের শাসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাতে তার চাচা তাগার লাবাকের সম্মতি ছিল। তার ভাইদের নাম ছিল : সুলায়মান, কারুতবেক এবং ইয়াকূতী। তাগার লাবাক সুলায়মানের মাতাকে বিয়ে করেন। এ বছরই মক্কায় জিনিসপত্রের মূল্য এত সস্তা হয় যে, কোনদিন কেউ তা শোনেনি। খেজুর ও গমের মূল্য ছিল—একশ কেজি এক দীনার হিসেবে। এ বছর ইরাকবাসীর কেউ হজ্জে গমন করেনি।

এ বছর যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইনতিকাল করেন :

আবুল হারিস আরসালান বাসাসীরী আত্-তুর্কীর জীবনী

তিনি বাহাউদ্-দৌলাহর ক্রীতদাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে বাসা' নামক শহরের এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন, এজন্য তাকে ঐ শহরের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাকে 'আল-বাসাসীরী' নাম দেয়া হয়েছে। আর তাকে উপাধি দেয়া হয় 'আল্-মালিকুল মুজাফফার' অর্থাৎ 'সফলকাম বাদশাহ।' এরপর তিনি খলীফা আল-কায়িম বিআম্‌রিল্লাহ্‌র কাছে বড় উদ্যোগী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে ব্যতীত খলীফা কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। তিনি সমগ্র ইরাকের মিম্বরসমূহে খলীফার পক্ষে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি সীমা অতিক্রম করেন, বিদ্রোহ করেন এবং অবাধ্য হন, অহংকার করেন এবং খলীফা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি ফাতিমী খিলাফতের প্রতি গণআহবান জানান। এরপর এ বছরই তার মৃত্যু সংঘটির হয়। ৪৫০ হিজরীর যুল-কাদাহ্ মাসের ৬ তারিখ তিনি পরিবারসহ বাগদাদে প্রবেশ করেন। তার এক পূর্ণ বছর পর ৪৫১ হিজরীর যুল-কাদাহ মাসের ৬ তারিখ তারা বাগদাদ থেকে বের হয়ে যান। এরপর খলীফা বাগদাদ থেকে ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখ মঙ্গলবার বের হয়ে যান। পুনরায় ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখ, মঙ্গলবার আল-বাসাসীরী নিহত হন।

আল-হাসান ইবন আল-ফযল

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ আলী আল-হাসান ইবন আল-ফযল আশ-শার মাকানী আল-মুকিররী। তিনি ছিলেন একজন আদীব বা সাহিত্যিক। তিনি কুরআনের হাফিয ও কারী ছিলেন। কিরআত ও কিরআতের মতবিরোধে পারদর্শী ছিলেন। তবে তার আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। একদিন তাঁর উস্তাদ ইবনুল আলাফ তাকে দজলা নদীর কিনারায় দেখলেন যে, তিনি 'খাস' নামক এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস সংগ্রহ করছেন ও ভক্ষণ করছেন। তখন তিনি উযীর ইবনুল মুসলিমাকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। ইবনুল মুসলিমা তাঁর একটি গোলামকে পাঠান এবং তাকে মসজিদে অবস্থিত তার ভান্ডার ঘরে যেতে বলেন। আর এটার জন্যে তার চাবি ব্যতীত অন্য একটি চাবি তৈরি করতে বলেন। এরপর গোলাম প্রত্যহ ভান্ডার ঘর থেকে তার জন্যে একটি থলিতে দেড় কেজি ময়দার রুটি, একটি মুরগী ও মিষ্টি হালুয়া রেখে দিতেন। আবূ আলী আশ-শারমাকানী ধারণা করতেন যে, এটা একটি কারামত, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। আর যে খাদ্যটি ভান্ডার ঘরে দৈনিক পাওয়া যায়, তা জান্নাত থেকে আল্লাহ্ প্রেরণ করছেন। অনেকদিন যাবত বিষয়টি গোপন থাকে। তিনি এ সম্পর্কে একটি কবিতা পাঠ করেন :

مَنْ أَطْلَعُوْهُ عَلَى سِرٍّ فَبَاحَ بِهِ – لَمْ يَامَنُوْهُ عَلَى الأَسْرَارِ مَاعَاشَا

وَأَبْعَدُوْهُ فَلَمْ يَظْفَرْ بِقُرْبِهِمْ – وَأَبْدَلُوْهُ فَكَانَ الأُنْسُ إِيْحَاشًا .

"কে আছে, যারা তাকে গোপন কথাটি জানিয়ে দেবে, তাহলে তা তার কাছে প্রকাশ পাবে? মনে হয় যতদিন পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে, তারা তাকে গোপন সম্বন্ধে বিশ্বাস করবে না,

"তারা তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, সে তাদের নৈকট্য লাভ করতে পারেনি। তারা তাকে পরিবর্তন হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, মনে হয় যেন সে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছে।"

কিছুদিন পর ইবনুল আলাফ তার সাথে কথাবার্তা বলেন এবং তাকে বলেন : আমি দেখছি তুমি মোটা হয়ে গিয়েছ। ব্যাপার কী? তুমিতো ছিলে ফকীর মানুষ? তিনি ইঙ্গিত করছিলেন, তবে কোন কিছু প্রকাশ করছিলেন না। তিনি পরোক্ষভাবে বলছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলছেন না। এরপর বার বার অনুরোধ করার পর তিনি সংবাদ দিলেন যে, তিনি দৈনিক তাঁর ভান্ডার ঘরে যথেষ্ট পরিমাণ বেহেশতী খাবার পেয়ে থাকেন। আর এটা একটা কারামত, যা আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন।

তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি ইবনুল মুসলিমার জন্য দু'আ কর। কেননা তিনিই একাজ করতেন। এরপর তিনি সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন, সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

আলী ইবন মাহমূদ ইবন ইব্রাহীম ইবন মাজারাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল হাসান আলী ইবন মাহমূদ ইবন ইব্রাহীম ইবন মাজারাহ আয-যূযানী। তিনি একজন সূফী শায়খ ছিলেন। আর তার দিকেই সম্বোধন করা হয় 'আর-রাবাতুয্ যাওযানী'। আবুল হাসানের জন্য তাঁর শায়খ বাসস্থান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তিনি আবূ আবদুর রহমান আস-সালিমীর সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এক হাজার উস্তাদের সংস্পর্শে ছিলাম এবং প্রত্যেক উস্তাদের নিকট থেকে একটি গল্প কণ্ঠস্থ্ করেছিলাম। তিনি রমযানুল মুবারক মাসে ৮৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবূ তালিব আল্-হারবী। তিনি দীর্ঘকায় শরীরের জন্যে আল-আশারী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

তিনি আদ-দারা কুতনী ও অন্যান্য থেকে হাদীসশাস্ত্র শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, ধার্মিক ও সৎচারিত্রের অধিকারী। এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি ৮০ বছরের অধিক আয়ু পেয়েছিলেন।

আল্-উনী আল্-ফারাযী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ হাকীম আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন আল্-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল্-উনী। জাহিস্তানের এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রামের নাম 'উন'-এর দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন আল-ফারদী এবং শায়খুল হারবী। আল্-উনী গণিত ও ফারায়েয বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তার দ্বারা মানবজাতি উপকৃত হয়েছে। এ বছরেই তিনি বাগদাদে আল্-বাসাসীরীর ফিতনায় শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

হিজরী চারশ বায়ান্ন (৪৫২) সাল

আল্-বাসাসীরী নিহত হবার পর সফর মাসের ১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন আস্-সুলতান ওয়াসিত থেকে ফেরার পথে বাগদাদ প্রবেশ করেন। ২১ তারিখ খলীফা নিজ গৃহে আসন গ্রহণ করেন এবং আল-মালিক তাগার লাবাককে তলব করেন ও একটি বিরাট দস্তরখানের আয়োজন করেন। সেখানে আমীর-উমারা ও সাধারণ জনগণ খাবার গ্রহণ করেন। এরপর বৃহস্পতিবার দিন, রবীউল আউয়াল মাসের দু' তারিখে সুলতান জনগণের জন্যে একটি মহাভোজের ব্যবস্থা করেন। জমাদিউস সানীর ৯ তারিখ, মঙ্গলবার দিন আল-আমীর আবুল কাসিম ইদ্দাতুদদীন আবদুল্লাহ ইবন যখীরাতুদ্দীন ইবন আমীরুল মুমিনীন আল-কায়িম বিআমারিল্লাহ ও তার ফুফুকে জনগণের সামনে উপস্থিত করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। তাঁর দাদার মর্যাদার কারণে জনগণ তার সাথে সাক্ষাত করে। এরপর তাকে খিলাফতের জন্যে যুবরাজ ঘোষণা করা হয়। আর তার নাম দেয়া হয় আল-মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ। রজব মাসে আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবন হিলাল আল-আতাবী একটি কুতুবখানা জনগণের জন্যে ওয়াক্ফ করে দেন। এ কুতুবখানায় এক হাজার কিতাব স্থানান্তর করা হয়। আর এটা হচ্ছে ইরদশীরের গৃহের পরিবর্তে, যা কারখে ধ্বংস হয়ে যায়। শাবান মাসে মাহমূদ ইবন নসর হালবও সেখানে অবস্থিত দূর্গটির মালিকানা স্বত্ব অর্জন করেন। কবিগণ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। এ বছরেই আতীয়া ইবন মিরদাস প্রশস্ত যমীনের মালিকানা স্বত্ব অর্জন করেন। আর এ সকল সম্পদ আল-ফাতিমীদের থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ বছর ইরাকীদের কেউই হজ্জব্রত পালন করেনি। তবে তাদের একটি দল কূফায় একত্রিত হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীদের সাথে গমন করে।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আবূ মানসূর আল-জাবালী

তিনি আবূ হামিদ (র)-এর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি 'বাবুত-তাকে' এবং রাজধানীর হেরেমে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একদল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শুনেছেন। আল-খাতীব বলেন : তাঁর থেকে আমরা হাদীস লিখেছি এবং তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত।

আল-হাসান ইবন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবুল ফযল আল-ফাসওয়ী আল-ওয়ালী। তিনি হাদীস শুনেছেন। তিনি মালিকানা বা উত্তরাধিকার শিল্পে, অভিযোগ সনাক্তকরণ ও সন্দেহযুক্ত ঋণগ্রহীতা নির্ধারণ সম্পর্কে সুনিপুণতার অধিকারী ও পারদর্শী ছিলেন। যেমন তার সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "একদিন একদল ব্যক্তিকে তার সামনে উপস্থিত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ ছিল। তখন তার সমানে পানি পান

করার একটি পাত্র উপস্থাপন করা হয়। তিনি এটাকে সজোরে নিক্ষেপ করেন, ফলে যারা সেখানে দন্ডায়মান ছিল, একজন ব্যতীত সকলেই আতংকিত হয়ে পড়েন। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিটি থেকে স্বীকৃতি আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। আর তিনি বলেন : চোর সাহসী ও শক্তিশালী হয়। বিষয়টি এরূপই পাওয়া যায়। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে এক আঘাতে নিজের চোখের সামনে হত্যা করেন। ফলে কাযী আবুত-তাইয়্যেবের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তখন তিনি তার বিরুদ্ধে কিসাসের হুকুম দেন। এ সময় তিনি ফিদ্‌য়া স্বরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নিজেকে মুক্ত করেন।

মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূল ফযল মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমরুস আল্-বায্যায। বাগদাদে তার মাধ্যমে মালিকী ফকীহদের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি মর্যাদাসম্পন্ন কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সনদসহকারে হাদীস অধ্যয়নকারী মুহাদ্দিসীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইবন হাবানাহ্, আল্-মুখলিস ও ইবন শাহীন থেকে হাদীসশাস্ত্র শ্রবণ করেন। আবূ আবদুল্লাহ আদ্-দামিগানী তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তিনি ন্যায়-বিচারকদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কাত্‌রুন নাদী

তাঁকে আদ্-দাজীও বলা হয় এবং আলামও বলা হয়। তিনি খলীফা আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহর মাতা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি আল্-বাসাসীরীর যুগে অভাব-অনটনে পতিত হন। আল বাসাসীরী তখন তার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। তাঁর খিদমতের জন্যে দুইজন দাসী প্রেরণ করেন। এরপর তাঁর সন্তান তাঁর চোখ ঠান্ডা করেন, তার কাছে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তারা উভয়ে একত্রে বসবাস করেন। অতঃপর এ বছরেই তিনি ইনতিকাল করেন। তার পুত্র মহান খলীফা তাঁর 'সালাতে জানাযা' আদায় করেন। তিনি খুবই মোটা সোটা ছিলেন।

হিজরী চারশ তেপ্পান্ন (৪৫৩) সাল

এ বছরেই আল-মালিক তাগার লাবাক খলীফার কন্যার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এতে খলীফা অস্বস্তিবোধ করেন এবং বলেন : এটা এমন একটি ব্যাপার, যা সাধারণত হয় না। এরপর তিনি বহু জিনিসপত্র দাবী করেন, যেমন তাঁর মৃত স্ত্রীর জন্যে 'ওয়াসিত' এলাকায় কয়েকখন্ড যমীন এবং তিন লক্ষ দীনার, আল-মালিক বাগদাদে অবস্থান করবে এবং একদিনের জন্যেও বাগদাদ পরিত্যাগ করবে না। এরূপ কয়েকটি শর্তে ঐকমত্য স্থাপিত হয়। আল-মালিক খলীফার স্ত্রীর কাছে তাঁর ভাই দাউদের কন্যার সাথে এক লক্ষ দীনার প্রেরণ করেন। তা ছাড়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিভিন্ন ধরনের বহু পাত্র প্রেরণ করেন, উৎসব কিংবা বিবাহ অনুষ্ঠানে সমবেত

লোকদের ওপর ছুঁড়ে দেয়া রঙিন কাগজের টুকরা, কয়েকজন দাসী, দুই হাজার দুইশত হীরক টুকরা, সাতশত মূল্যবান পাথর, প্রতিটি টুকরা হীরকের ওযন প্রায় তিন মিস্‌কাল, এভাবে অন্যান্য বহু জিনিসপত্র তিনি প্রেরণ করেন, কিন্তু কিছু শর্ত পূরণ না হওয়ায় খলীফা এ বিয়েতে সম্মতি দেননি। তাতে উযীর আমীদুল মুলক সুলতানের প্রতি রাগান্বিত হন্। তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে যে, সুলতান একটি পত্র লিখে যেন খলীফাকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁর বোনের কন্যা আরসালান খাতুনকে রাজপ্রাসাদ থেকে মালিকের গৃহে প্রেরণ করেন এবং তিনিই এ সমস্যার সমাধান করে দেন। খলীফা বাগদাদ থেকে প্রত্যাগমন করার সংকল্প করলে জনগণ এতে অসন্তুষ্ট হয়। বাগদাদের বিদ্বেষী রাষ্ট্র প্রধানের কাছে রাশতাক নামক জায়গায় সুলতানের নিকট থেকে একটি পত্র পৌঁছে। পত্রে তাকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব না দেন এবং তার সঙ্গীদের বঞ্চনা প্রতিহত করার মুকাবিলায় চিন্তা-ভাবনা না করেই কাজ করে ফেলতে নিষেধ করা হয়। আর তিনি খাতুনকে রাজপ্রাসাদে স্থানান্তর করার সংকল্পও প্রকাশ করেন। আর তিনি যে শহরে পূর্বে ছিলেন, সেখানে তাকে প্রেরণ করার জন্যে লোকও প্রেরণ করেন। এ সবকিছুই খলীফার প্রতি ক্রোধের বশবর্তী হয়েই করা হয়।

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছরের রমযান মাসে একজন রুগ্ন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি ছিলেন দণ্ডায়মান। তাঁর সাথে ছিলেন তিন ব্যক্তি। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলেন। তখন তাকে তিনি বলেন : দাঁড়াও না কেন? লোকটি বলেন : আমার শক্তি নেই। আর আমি একজন উপবেশনকারী ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার হাত ধরেন এবং বলেন : দাঁড়াও। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং সজাগ হয়ে গেলেন। এরপর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী আঞ্জাম দেয়ার জন্যে বের হলেন। এ বছরের রবীউছ্‌-ছানী মাসে খলীফা আবুল ফাত্‌হ মানসূর ইবন আহমদ ইবন দারাসত আল্‌-আহ্‌ওয়াযীকে উযীর নিযুক্ত করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং তার নিকট উপঢৌকন প্রদান করেন। আবুল ফাত্‌হ মানসূর উযীরের আসনে উপবেশন করেন।

এ বছরের জমাদিউছ্‌-ছানী মাসের ২৮ তারিখে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সূর্যের সমস্ত গোলক অস্ত যায়। জনগণ চার ঘন্টা অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর তারকা দেখা দেয়। পাখিরা তাদের নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অন্ধকারের দরুন তারা উড়া বন্ধ করে দেয়। এ বছরই আবূ তামীম ইবন মুইয়ুদ্‌দৌলাহ্‌ আফ্রিকান শহরগুলোর প্রশাসক নিযুক্ত হন। এ বছরে ইবন নসরুদ্‌দৌলাহ আহমদ ইবন মারওয়ান আল্‌-কুর্দীকে দিয়ারে বাকরের শাসক নিযুক্ত করেন। এ বছর কুরায়শ ইবন বাদরান আল-মূসেল ও নাসিবায়নের শহরসমূহের শাসক নিযুক্ত হন। এ বছর তারাদ ইবন মুহাম্মদ আয্‌-যীনিবীকে ছাত্র সংস্থার কামিল ও মুরতুযা উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এ বছর আবূ ইসহাক ইবন আলা আল্‌-ইয়াহূদীকে সারসার হতে আওয়াসী পর্যন্ত এলাকার সম্পদ আদায় করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়, যার পরিমাণ ছিল প্রতি বছর ৮৬ হাজার দীনার

এবং ১৭ হাজার কুর শস্য হিসেবে (এক কুর শস্য = ৬টি গাধার বোঝার পরিমাণ)। এ বছর ইরাকবাসীদের কেউ হজ্জব্রত পালন করেনি।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তারা হলেন :

আহমাদ ইবন মারওয়ান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ নসর আহমদ ইবন মারওয়ান আল্-কুরদী। তিনি দিয়ারে বাকর ও মিয়াফারকীনের শাসক ছিলেন। তার উপাধি ছিল আল-কাদির নাসরুদ্দৌলাহ। তিনি ৫২ বছর যাবত এসব দেশের শাসক ছিলেন। তিনি এত ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন যে, তার যুগের কেউই এরূপ সম্পদের মালিক ছিলেন না এবং তার সঙ্গীদের কেউই এরূপ মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেননি। তাঁর ছিল পাঁচশত বাঁদী, তাদের খিদমতকারিণীও ছিল ভিন্ন। তাঁর কাছে আরো ছিল পাঁচশত খাদিম। তাঁর কাছে গায়িকাও ছিল অনেক, তাদের একেকজনের মূল্য ছিল পাঁচ হাজার দীনার অথবা তার চেয়েও বেশি। তাঁর মজলিসে ছিল বাদ্যযন্ত্র ও ক্রোকারীজ, যার মূল্য হবে দুই লক্ষ দীনারের সমান। কয়েকজন বাদশাহর কন্যাদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি রাজা-বাদশাহদের সাথে অধিকাংশ সময় সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। যদি কোন দুশমন তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতো, তখন তিনি তার সাথে সন্ধি করতেন, তখন বিদেশী সৈন্যরা তার দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করতো।

ইরাক বিজয়ের সময় তিনি আল্-মালিক তাগার লাবাকের কাছে বিরাট উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন। এসব উপঢৌকনের মধ্যে ছিল একটি মুক্তার হার। আর এটা ছিল বনূ বূইয়ার। বহু জিনিসের বিনিময়ে তিনি তা তাদের থেকে খরিদ করেন নেন। তিনি আরো এক লক্ষ দীনার এবং অন্যান্য অনেক কিছু পাঠান। আবুল কাসিম আল-মাগরিবী দুইবার তাঁর উযীর ছিলেন। আবূ নসর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জুহায়রও তাঁর উযীর ছিলেন। তার দেশটি ছিল অত্যন্ত নিরাপদ, অত্যন্ত পবিত্র এবং ন্যায়বিচারের একটি উজ্জ্বল স্থান। একবার তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, রাষ্ট্রের পাখিগুলো যখন শীতকালে ক্ষুধা অনুভব করে, তখন গ্রামের শস্যদানাগুলো খাওয়ার জন্যে সমবেত হয়, আর তখন লোকজন তাদের শিকার করে থাকে। তখন তিনি হুকুম দেন যে, রাষ্ট্রীয় গোলাবাড়ি যেন খুলে দেয়া হয় এবং শীতকালে প্রয়োজনীয় দানা যেন মাঠে-ঘাটে ঢেলে দেয়া হয়। এভাবে তাঁর সারাটি জীবনে শীতকালে পাখিদের এরূপ যিয়াফতের ব্যবস্থা করা হতো এ বছরেই তিনি ইনতিকাল করেন, যখন তার বয়স আশির কাছাকাছি পৌঁছে ছিল।

ইবনুল খাল্লিকান বলেন, ইবনুল আয্‌রাক তার লিখিত ইতিহাসে বলেছেন, একজন ব্যতীত তিনি তার অন্য কোন প্রজার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেননি। তিনি যদিও অতিরিক্ত নারী সঙ্গম উপভোগ করতেন, কিন্তু কখনও সালাত বাদ দেননি। তাঁর ছিল ৩৬০টি বাঁদী। তিনি বছরের প্রতিটি রাতে একটি একটি বাঁদীর সাথে রাত যাপন করতেন। তিনি বহু সন্তানাদি রেখে যান। তিনি এ বছরের শাওয়াল মাসের ২৯ তারিখ ইন্‌তিকাল করেন।

হিজরী চারশ চুয়ান্ন (৪৫৪) সাল

এ বছরে আল্-মালিক তাগার লাবাক হতে রাজধানীতে বহু চিঠিপত্র আসে। যেগুলোর মধ্যে খলীফার ন্যায়বিচারের স্বল্পতা বর্ণিত হয়েছে। তার সাথে খলীফার মতবিরোধের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী শাসকদের কল্যাণকামিতা ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের খতিয়ান বর্ণনা করা হয়েছে। এসব পত্রে প্রধান বিচারপতি আদ-দামিগানীর প্রশংসা করা হয়। খলীফা যখন এরূপ পরিস্থিতি অনুভব করেন, অন্যদিকে আল-মালিক খলীফার সম্পদরাজী সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে তার নওয়াবের কাছে দূত প্রেরণ করেছেন বলে অবগত হন, তখন খলীফা আল-মালিকের কাছে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতিউত্তর প্রেরণ করেন। আল-মালিকের কাছে প্রতিউত্তর পৌঁছায় তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং খলীফার সম্পদরাজী ছাড় করার জন্যে আবার তার নওয়াবের কাছে দূত প্রেরণ করেন। ফলে, মতপার্থক্যের পর মতানৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফা তার কন্যার আকদের ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করেন। সুতরাং তাবরীয শহরে আল-মালিক তাগার লাবাকের উপস্থিতিতে আকদ অনুষ্ঠিত হয়। আল-মালিক তাগার লাবাক এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। যখন বিয়ের ওকালত নিয়ে আগমন করা হয়, তখন আল-মালিক দন্ডায়মান হয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং ওকালত দেখার সময় যমীনে চুম্বন করেন। আর খলীফার জন্য প্রাণভরে দু'আ করেন। এরপর চার লক্ষ দীনার মোহরানা ধার্য করে 'আকদ' বাস্তবায়ন করেন। এ ঘটনাটি এ বছরের শাবান মাসের তের তারিখ বৃহস্পতিবার দিন সংঘটিত হয়। এরপর আল্-মালিক তাগার লাবাক শাওয়াল মাসে খলীফার স্ত্রীর কাছে বহু উপঢৌকন, বহু মণিমুক্তা, প্রচুর স্বর্ণ ও মূল্যবান কয়েকটি পাথর সহকারে নিজের ভাইয়ের কন্যা আল-খাতুনকে প্রেরণ করেন। দুলহিনের মাতা ও তার পরিবারের জন্য অনেক বড় বড় হাদিয়া ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন। আল্-মালিক জনগণকে প্রকাশ্যে বলেন : "যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন খলীফার গোলাম হিসেবে বেঁচে থাকব। আমার পরিধানের কাপড়-চোপড় ব্যতীত আমি অন্য কোন সম্পদের মালিক নই।" এ বছরই খলীফা তার উযীরকে বরখাস্ত করেন এবং আবূ নসর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জুহায়রকে উযীর নিযুক্ত করেন। তাকে মিয়াফারকীন হতে ডেকে পাঠনো হয়। এ বছর দেশের সর্বত্র জিনিসপত্রের মূল্য সস্তা হয়ে যায়। বসরা শহরে প্রতি এক হাজার রতল খেজুর (৫০০ কেজি) আট কিরাতে বিক্রি হতো। এ বছর ইরাকের কেউ হজ্জব্রত পালন করেনি।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজন হলেন :

ছুমাল ইবন সালিহ

তাঁর উপাধি ছিল মুঈযযুদদৌলাহ। তিনি হালব-এর শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন ধীর-স্থির, সম্মানী এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি। ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন, একদিন তার স্ত্রী তার দিকে

এগিয়ে আসেন, যাতে তিনি তার হাত ধুইয়ে দিতে পারেন। কিন্তু অসতর্কতাবশত তার সামনের দুটি দাঁত বদনার নালের মুখে জোরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তাতে দাঁতগুলো চিলুমচিতে পড়ে যায়। এরপরও তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

আল-হাসান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল্-জাওহাবী। তিনি ৩৬৩ হিজরীর শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদল মুহাদ্দিস হতে হাদীস শ্রবণ করেন। বহু শায়খ থেকে তিনি এককভাবে হাদীস শ্রবণ করেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন, আবূ বকর ইবন মালিক আল্-কাতী'য়ী। উস্তাদ আবূ বকর ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি, যার থেকে তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। এ বছরের যুল-কাদা মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

আল্-হুসায়ন ইবন আবূ ইয়াযীদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ আলী আল-হুসায়ন ইবন আবূ ইয়াযীদ আদ-দাব্বাগ। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তখন আমি তাঁকে বললাম : "হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কাছে আমার জন্যে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করেন।" তখন তিনি বলেন : "এবং সুন্নাতের উপরও।"

সা'দ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মান্সূর

তাঁর পূর্ণনাম ছিল-আবুল মাহাসিন সা'দ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মানসূর আল্-জুরজানী। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সর্দার। প্রায় দশ বছর বয়সে তিনি আল্-মালিক মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীন-এর কাছে দূত প্রেরণ করেন। তিনি ফুকাহা ও উলামার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একদল আলিম তার থেকে জ্ঞানার্জন করেন। আর তিনিও একদল আলিম থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। বিভিন্ন শহরে তার জন্যে মুনাযারা বা বিতর্কের মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। এ বছরের রজব মাসে তিনি ইসতারাবাদ নামক স্থানে মাজলূম হিসেবে নিহত হন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

হিজরী চারশ পঞ্চান্ন (৪৫৫) সাল

এ বছরই আস্-সুলতান তাগার লাবাক বাগদাদে প্রবেশ করেন। আর খলীফাও তার সাথে সাক্ষাত করার সংকল্প করেন, কিন্তু পরে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন ও তাঁর উযীর আবূ নসরকে তার পরিবর্তে প্রেরণ করেন। তার সেনাবাহিনী রাস্তায় মানুষের খুবই ক্ষতি সাধন করে। তারা নারীদের ইয্যত-আবরু নষ্ট করে, এমনকি হাম্মামখানায়ও নারীদের উপর তারা হামলা চালায়। অনেক প্রচেষ্টার পর সাধারণ জনগণ তাদের থেকে নারীদেরকে হিফাযত করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইয়হি রাজিউন।

খলীফার কন্যার কাছে আল্-মালিক তাগার লাবাকের প্রবেশ

সুলতান যখন বাগাদদে কিছুটা স্থির হলেন, তখন তার উযীর আমীদুল মুলককে খলীফার কাছে প্রেরণ করে তাঁর কন্যাকে রাজপ্রাসাদে স্থানান্তর করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। খলীফা এ কাজে বাধ সাধলেন এবং বললেন : তোমরা আমার কাছে চেয়েছিলে শুধু যেন-বিয়ের 'আকদ' অনুষ্ঠিত হয়। আর তাও আবার মর্যাদা অর্জনের জন্যে। এখন আবার তোমরা তার ব্যাপারে তোমাদের নতুন চাহিদা উত্থাপন করছ? জনগণ এ ব্যাপারে খলীফা ও আল্-মালিকের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব লক্ষ্য বরে। তখন আল্-মালিক আগের চেয়ে আরো অধিক একলক্ষ দীনার ও একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার দিরহাম এবং মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য উপঢৌকনও প্রেরণ করেন।

এরপর সফর মাসের পনর তারিখ সোমবার রাতে রাজপ্রাসাদে খলীফার কন্যার বাসর উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে দজলা থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত শামিয়ানা খাটানো হয়। তার গৃহে প্রবেশের সময় ঢোলবাদ্য ও বিউগল বাজানো হয়। যখন তিনি গৃহে প্রবেশ করেন, তখন তাকে সোনায় মোড়ানো পালঙ্ক-এ বসতে দেয়া হয়। তার চেহারায় ছিল পর্দা। আল্-মালিক তাগার লাবাক গৃহে প্রবেশ করেন এবং রাজকন্যার সামনে দন্ডায়মান হন ও যমীনে চুম্বন করেন। কিন্তু রাজকন্যা তার সম্মানের জন্যে দাঁড়াননি এবং তার দিকে তাকাননি। তিনি গৃহের আঙিনায় উপবেশ করেন। সেখানে ছিল পর্দা, আর তুর্কীরা সেখানে মহা আনন্দে নাচছিল। আল্-মালিক খলীফা তনয়ার জন্যে খলীফার স্ত্রী আল-খাতুনের কাছে গর্ব করার মত দুইটি হার প্রেরণ করেন। লাল রঙয়ের মণি-মুক্তার টুকরা এবং বড় বড় পাথরের টুকরাও প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় দিন তিনি প্রবেশ করেন। অতঃপর যমীন চুম্বন করেন এবং রূপায় মোড়ানো পালঙ্ক-এ ঘন্টাখানেক সময়ের জন্যে তার সামনে বসে থাকেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে যান। এরপর তার জন্য তিনি বহু মূল্যবান মণিমুক্তা ও সোনা এবং বিভিন্ন সোনা দ্বারা মোড়ানো মূল্যবান জামা-কাপড় উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। এরূপে তিনি প্রতিদিন কনের গৃহে প্রবেশ করেন, যমীনে চুম্বন করেন, কনের সামনে পালঙ্ক-এ উপবেশন করেন। অতঃপর বের হয়ে যান এবং কনের কাছে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান উপঢৌকন, হাদিয়া ও উপহার প্রেরণ করেন। ইতিপূর্বে এর চেয়ে বেশিকিছু কোন দুলহীন কোন দুলহা থেকে লাভ করেননি। এভাবে সাতদিন অতিক্রান্ত হয়। এ সাতদিনের প্রতিদিনই তিনি বিরাট প্রীতিভোজেরও ব্যবস্থা করতেন। সপ্তম দিন তিনি সকল আমীরকে বিশেষ রাজকীয় উপহার প্রদান করেন। এরপর তিনি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুতরাং তিনি রাজকন্যাকে সাথে নিয়ে ভ্রমণ করার জন্যে শহরগুলোর দিকে রওয়ানা হওয়ার ও ফেরত আসার উদ্দেশ্যে খলীফার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। কঠোর নারাজি ও বহু চিন্তা-ভাবনার পর অবশেষে তিনি অনুমতি প্রদান করেন। আল্-মালিক রাজকন্যাকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। তাঁর খিদমতের জন্যে রাজমহলের মাত্র তিনজন মহিলা সাথী হলেন। রাজকন্যার অভাবে তাঁর মাতা খুবই কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। অন্যদিকে আস্-সুলতান মুমূর্ষু অবস্থায় সফরে বের হয়ে পড়েন।

রমযান মাসের ২৪ তারিখ রবিবার রাতে খবর পৌঁছে যে, চলতি মাসের ৮ তারিখ আস্-সুলতান ইনতিকাল করেছেন। তখন সর্দারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা আমীদী এবং তার সাতশত সাথীকে হত্যা করে, তারা সম্পদ লুটপাট করে, তারা রমযান মাসে দিনের বেলায় মৃতদেহগুলোর উপর বসে পানাহার করে। এভাবে সারাটি মাস অতিক্রান্ত হয়। সুলতানের পর তার ভাইয়ের পুত্র সুলায়মান ইবন দাঊদের পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হয়। সুলতান তাগার লাবাক তাঁর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তার জন্যে অসীয়ত করেছিলেন। তিনি আবার তার মাতাকে বিয়ে করেছিলেন। আর তার পক্ষে ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছিল। সুলায়মানের ভাই ব্যতীত তার জন্য কোন ভয়ভীতি অবশিষ্ট ছিল না। তিনি হলেন আল-মালিক আযুদদৌলাহ আল-আরসালান মুহাম্মাদ ইবন দাঊদ। সেনাবাহিনী তার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। পাহাড়ী অধিবাসীরা তার নামে খুতবা পাঠ করেছিল। আর তার পক্ষে ছিলেন তার উযীর নিযামুল মুলক আবূ আলী আল-হাসান ইবন আলী ইবন ইসহাক। অন্যদিকে আল্-কান্দারী যখন তার ক্ষমতা অবলোকন করেন, তখন রায় শহরে তার নামে খুতবা পড়েন। তার পরে তার ভাই সুলায়মান ইবন দাঊদের পক্ষে খুতবা পাঠ করেন।

আল-মালিক তাগার লাবাক ছিলেন ধৈর্যশীল, অধিক অনুগ্রহ প্রদানকারী, গোপন কথা-বার্তার কঠোর সংরক্ষণকারী, সালাতের হিফাযতকারী, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার নফল সিয়াম পালনকারী। সাদা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে অভ্যস্ত। যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন, সেদিন তার বয়স ছিল সত্তর বছর। তিনি কোন সন্তান রেখে যাননি। খলীফা আল্-কায়িম বি আমরিল্লাহ্-এর উপস্থিতিতে তিনি সাত বছর এগার মাস বারদিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি যখন মারা যান, তখন অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, জাতি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। তার পরে বাস্তবিকই অবস্থা অত্যন্ত নাযুক আকার ধারণ করে। রাজধানী বাগদাদসহ ইরাক ভূখণ্ডে আরবগণ লুণ্ঠিত অবস্থায় বসবাস করছিল। কৃষিকার্য অত্যন্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে পরিণত হয়েছিল। এজন্য জনগণ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিল।

এ বছর ওয়াসিত ও সিরিয়া ভূখণ্ডে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ফলে তারাবলুসের প্রাচীর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বছরে জনগণ দুইভাবে মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। একটি হলো—বসন্ত রোগ এবং অন্যাটি হলো—দুরারোগ্য রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা। মিসরে এ বছরে প্রচন্ড মহামারী দেখা দেয়। প্রতিদিন এক হাজার জানাযা দাফনের জন্যে বাড়ি হতে বের হতো। এ বছরেই ইয়ামানের শাসক আস্-সালিহী মক্কার শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তিনি তথায় খদ্যের ব্যবস্থা করেন ও বাসিন্দাদের সাথে চমৎকার ব্যবহার করেন। এ বছরের প্রথমদিকে খলীফার স্ত্রী আলাসত আরসালান স্বীয় চাচার কাছে স্থানান্তর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। আর এটা এজন্য যে, তিনি তার থেকে হিজরত করেন। আর খলীফার স্ত্রী খলীফার বাধ্যগত ছিলেন। তাই খলীফা তাকে তাঁর উযীর আল-কান্দারীর সাথে তার চাচার কাছে প্রেরণ করেন। যখন তিনি চাচার কাছে পৌঁছলেন, তখন চাচা ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ,

মুমূর্ষু অবস্থায়। তাই তিনি খলীফার কাছে তাকে রেখে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করে দূত প্রেরণ করেন। তখন খলীফা তার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে লিখেন :

ذَهَبَتْ شِرَّتِيْ وَوَلَّى الْغَرَامُ - وَارْتِجَاعُ الشَّبَابِ مَالاَ يُرَامُ
اَذْهَبَتْ مِنِّي اللَّيَالِيْ جَدِيْدًا - وَاللَّيَالِيْ يَضْعَفْنَ وَالاَيَّامُ
فَعَلَيَّ مَا عَهِدْتُهُ مِنْ شَبَابِيْ - وَعَلَى الْغَانِيَاتِ مِنِّيْ السَّلاَمُ .

"আমার যৌবনের উন্মাদনা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ভালবাসাও স্তিমিত হয়ে পড়েছে। যৌবনের প্রত্যাবর্তন এমন বস্তু, যা কল্পনা করা যায় না।

"আমার নতুনত্বকে মহাকাল ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে মহাকাল ও দিনরাত ক্রমশ দুর্বল হয়ে বিদায় নিচ্ছে।

"সুতরাং আমার কর্তব্য হচ্ছে যৌবনের কৃত ওয়াদা অঙ্গীকারকে যথাযথ পরিপূর্ণ করা। আর দুনিয়া জেনে রেখো, রূপসী ও ধনবতী স্ত্রীলোকগণ আমার থেকে নিরাপদ।"

যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি এ বছরে ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নরূপ :

যুহায়র ইবন আলী ইবন আল-হাসান ইবন হিযাম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ নসর যুহায়র ইবন আলী ইবন আল-হাসান ইবন হিযাম আল্-হিজাযী। তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফারাইনী থেকে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বসরায় আল্-কাযী আবূ উমার (র)-এর কাছে সুনানে আবূ দাঊদ শ্রবণ করেন। তিনি বহুলোকের কাছে নিজে হাদীস বর্ণনা করেন। ফাতওয়া ও ধর্মীয় সামস্যাদি সমাধানে তার কাছে লোকেরা আসতো। আর এ বছর তিনি সারাখসে ইনতিকাল করেন।

সাঈদ ইবন মারওয়ান

তিনি আমাদ নামক স্থানের শাসক ছিলেন। কথিত আছে যে, তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর মিয়াফারকীনের শাসক বিষ প্রয়োগকারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তিনি তাকে টুকরা টুকরা করে হত্যা করেন।

আল-মালিক আবূ তালিব

তার পূর্ণ নাম ছিল—আল্-মালিক আবূ তালিব মুহাম্মদ ইবন মীকাঈল ইবন সালজূক তাগার লাবাক। তিনি ছিলেন সালজূকী শাসকদের প্রথম ব্যক্তি। তিনি ছিলেন কল্যাণকামী ব্যক্তি ও মুসল্লী। সালাতের প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই নিয়মনিষ্ঠ। তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত নফল সিয়াম আদায় করতেন। সে ব্যক্তি তার প্রতি দুর্ব্যবহার করতো, তিনি ছিলেন তার প্রতি ক্ষমাশীল। তিনি গোপনীয় বিষয়াদীর সংরক্ষক ছিলেন। আচরণে তিনি ছিলেন অতিশয় মার্জিত। মাসঊদ ইবন মাহমূদের যুগে তিনি খোরাসানের

শহরসমূহের সাধারণ শাসক ছিলেন। তিনি তার ভাই দাউদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বৈপিত্রেয় ভাই ইব্‌রাহীম ইবন ইয়ানালেরও প্রতিনিধিত্ব করেন। বহু শহরে তিনি তার ভাইয়ের বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এরপর খলীফা বাগদাদের শাসন ক্ষমতা অর্পণের জন্যে তাকে বাগদাদে আহ্বান করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি এ বছরের রমযান মাসের আট তারিখে ইনতিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৭০ বছর। তিনি ত্রিশ বছর দেশ শাসন করেন। তন্মধ্যে ইরাক শাসন করেন আঠার দিন কম আট বছর।

হিজরী চারশ ছাপ্পান্ন (৪৫৬) সাল

এ বছর সুলতান আলাপ আরসালান তার চাচার উযীর আমীদুল মুলক আল-কান্দারীকে গ্রেফতার করেন এবং তার ঘরে তাকে বন্দী করে রাখেন। তারপর তার কাছে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যে তাকে হত্যা করে। এরপর তিনি নিযামুল মুলককে উযীর নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ উযীর। তিনি উলামা ও ফকীরদের সম্মান করতেন। আল-মালিক শিহাবুদ-দৌলাহ কুতুলমুশ যখন বিদ্রাহ করেন এবং আনুগত্য পরিত্যাগ করেন ও আলাপ আরসালানকে গ্রেফতার করার ইচ্ছে পোষণ করেন, তখন আলাপ আরসালান তার থেকে ভীত হয়ে পড়েন। এ সময় উযীর তাকে বলেন : হে মালিক! আপনি ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন না। কেননা আমি সর্বদাই আপনার জন্যে এমন বাহিনীর খোঁজে রয়েছি, যারা কোন বাহিনীর মুকাবিলায় আস্‌লে তাদেরকে নির্ঘাত পরাস্ত করবে। আর পরাজিত বাহিনীটি যেকোন বাহিনী হোক না কেন। আল্‌-মালিক বললেন : তারা কে? তিনি বললেন : তারা এমন একটি দল, যারা আপনার জন্য দু'আ করেন এবং সালাত ও মুরাকাবায় বসে আপনার জয়ের জন্যে কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করেন। তারা হলেন উলামা ও নেককার ফকীরবৃন্দ। এ কথা শুনে সুলতান অন্তরে তৃপ্তি পান। তিনি যখন কুতুলমুশের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তখন তিনি তাকে মুহূর্তে পরাস্ত করেন এবং তার সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যককে হত্যা করেন। অন্যদিকে কুতুলমুশও যুদ্ধে নিহত হন। আলাপ আরসালানের পক্ষে ঐকমত্য স্থাপিত হয়। এ বছরে তিনি তার পুত্র মালিক শাহ ও উযীর নিযামুল মুলককে কারখ শহরের দিকে বিরাট যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তারা বহু দুর্গ জয় করেন এবং বহু সম্পদ গনীমত হিসেবে লাভ করেন। মুসমানগণ তাদের বিজয়ে খুশি হন। তিনি তার পুত্রের পত্রের ন্যায় মাওরাউন নাহার-এর শাসনকর্তা আল-খানুল-আজম এর কন্যার কাছে পত্র লিখেন। রাজকন্যা তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তার অন্য এক পুত্রকে গাযানাতার শাসনকর্তার কন্যার সাথে বিয়ে দেন। এভাবে সালজূকী ও মাহমূদী রাজপরিবাবের সমন্বয় ঘটেছিল।

এ বছর আলাপ আরসালান খলীফার কন্যাকে তার পিতার কাছে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করেন এবং তার সাথে কয়েকজন বিচারপতি ও আমীরকে প্রেরণ করেন। বিরাট শান-

শওকতে খলীফার কন্যা বাগদাদে প্রবেশ করেন। লোকজন তাকে একনজর দেখার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। আর তিনি রাতের বেলায় শহরে প্রবেশ করেন। তাতে খলীফা ও রাজকন্যার পরিবার-পরিজন খুশি হন। মসজিদের মিম্বরে আলাপ আরসালানের জন্যে খলীফা দু'আ করার নির্দেশ দান করেন। দু'আর মধ্যে বলা হয় :

اَللّٰهُمَّ وَاَصْلِحِ السُّلْطَانَ الْمُعَظَّمَ عَضَدَ الدَّوْلَةِ وَتَاجَ الْمِلَّةِ اَلْبُ اَرْسَلَانَ اَبَا شُجَاعٍ مُحَمَّدَبْنَ دَاوُدَ .

"হে আল্লাহ্ মহান সুলতান আযদুদ-দৌলাহ্, জাতির শিরোমণি আলাপ আরসালান, আবূ শুজা (দুঃসাহসী বীর) মুহাম্মাদ ইবন দাঊদকে সার্বিক কল্যাণ প্রদান কর।"

এরপর খলীফা আল-মালিকের কাছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দলনেতাদের দলনেতা তারাদ ইবন মুহাম্মাদ ও আবূ মুহাম্মাদ আত-তামীমীসহকারে অনুগত খাদিম মারফত বিশেষ উপঢৌকন এবং বিশেষ সম্মানের প্রতীক ঝুলানো তরবারি প্রেরণ করেন। এভাবে সুলতান আলাপ আরশালানের বিষয়টি ইরাকে স্থিতি লাভ করে।

ইবনুল জাওযী বলেন : রবীউল আউয়াল মাসে বাগদাদে প্রচারিত হয় যে, কুর্দীদের একটি দল শিকার করার জন্যে ঘরের বের হয়ে পড়েছে। তারা স্থলভাগে কালো কালো ক্ষুদ্র তাঁবু দেখতে পায়, তথায় তারা প্রচন্ড চপেটাঘাতের শব্দ শুনতে পায় এবং প্রচন্ড কান্নাকাটির আওয়াযও শুনতে পায়। তারা একজনকে বলতে শোনে। তিনি বলেন :

قَدْ مَاتَ سَيِّدُوْكَ مَلِكُ الْجِنِّ وَاَيُّ بَلَدٍ لَمْ يَلْطُمْ بِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُمْ لَهُ مَاتَمٌ فِيْهِ .

"তোমার সর্দার মালিকুল জিন্ন ইতোমধ্যে সারা গেছে। এমনটি শহর কোথায় আছে যেখানে তার জন্যে চপেটাঘাত করা হয়নি এবং তার জন্যে মাতম করা হয়নি।"

ইবনুল জাওযী বলেন : এরপর ব্যভিচারিণী মহিলাগণ বাগদাদের হেরেম থেকে বের হয়ে এসে কবরস্থানে তিনদিন পর্যন্ত শরীরে আঘাত করতে থাকে, তাদের পরণের কাপড়-চোপড় ছিঁড়তে থাকে এবং চুল এলোমেলো ও অবিন্যস্ত করতে থাকে। কিছু সংখ্যক ফাসিক লোক এ ধরনের আচরণ করতে থাকে। ওয়াসিত, খুযিস্তান ও অন্যান্য শহরে এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন : এগুলো ছিল তাদের বোকামি। এ ধরনের উদাহরণ আর দেখা যায়নি।

ইবনুল জাওযী বলেন : শাবান মাসের বার তারিখ জুমুআর দিন আবদুস সামাদের অনুচরদের কিছু সংখ্যক লোক আবূ আলী ইবনুল ওয়ালীদের উপর আক্রমণ করে। আবূ আলী ছিলেন মুতাযিলী শিক্ষক। তারা তাকে গালিগালাজ করে, কেননা তিনি জামে মসজিদে সালাত আদায় থেকে বিরত ছিলেন। তিনি জনগণের কাছে এ মাযহাব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করছিলেন। তারা তাকে অপমানিত করে এবং তাকে নিয়ে টানাটানি করে। আর জামি' আল-মানসূরে মুতাযিলাদের প্রতি লানত করা হয়। আবূ সাঈদ ইবন আবূ আমামাহ মিম্বরে এসে মুতাযিলাদের উপর লা'নত করতে থাকে। শাওয়াল মাসে সংবাদ আসে যে, সুলতান একটি বিরাট দেশের

জন্যে যুদ্ধ করছেন, সেখানে রয়েছে ছয় লক্ষ আশ্রম এবং এক লক্ষ গীর্জা ও ইবাদতখানা। তিনি তাদের একটি বিরাট দলকে হত্যা করেন এবং পাঁচ লক্ষ মানুষকে বন্দী করেন।

যুল-কাদাহ্ মাসে বাগদাদ ও ইরাকের অন্যান্য শহরে প্রচন্ড মহামারী দেখা দেয়। ঔষধের মূল্য অত্যন্ত বেড়ে যায়। তেঁতুলের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে যায়। শরৎ ও হেমন্তকালে গরম বেড়ে যায় এবং আবহাওয়া দূষিত হয়। এ মাসেই আবুল গানায়ম আল্-'মাসার ইবন মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ আল-আলভীকে ছাত্রদের সমিতি পরিচালনা করা, হজ্জব্রত পারিচালনা করা ও দুর্নীতি দমনের জন্যে পুরস্কার দান করা হয়। আর তাকে 'তাহের বিল মানাকিব' অর্থাৎ 'কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপের সম্পাদনকারী' বলে উপাধি দেয়া হয়। মিছিল-শোভাযাত্রায় তার অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। এ বছর ইরাকবাসীরা হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ইবনু হাযিম আয-যাহিরী

তিনি ছিলেন একজন ইমাম, হাফিয এবং আল্লামা। তাঁর পূর্ণনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ আলী ইবন আহমদ ইবন সায়ীদ ইবন হিযাম ইবন গালিব ইবন সালিহ্ ইবন খালফ ইবন সায়াদ ইবন সুফিয়ান ইবন ইয়াযীদ। তিনি ছিলেন ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফিয়ান সাখর ইবন হারব আল্-উমূয়ী-এর আযাদকৃত গোলাম। তার দাদা ছিলেন ইরানের বাসিন্দা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আর উল্লেখিত উত্তরাধিকারীগণকে রেখে যান। তিনিই সর্বপ্রথম পশ্চিমা দেশে প্রবেশ করেন। পশ্চিমাদের শহর ছিল কর্ডোভা। এ ইবন হিযামই কর্ডোভায় ৩৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমত কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং পরে শরীআতের প্রয়োজনীয় বিদ্যাগুলো শিক্ষা করেন। এগুলোতে তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন এবং সমসাময়িকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে যে, তিনি চারশত খণ্ড কিতাব রচনা করেন, যেগুলোতে প্রায় আশি হাজার পৃষ্ঠা রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন আদীব, চিকিৎসক, কবি ও শুদ্ধভাষী। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রে তার রচিত গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ছিলেন উযীর, নেতৃত্ব, সম্মান ও ধন-সম্পদশালী পরিবারভুক্ত। তিনি শায়খ আবূ উমার ইবন আবদুল বার আন-নামিরীর নিকটজন ছিলেন। তিনি শায়খ আবূল ওয়ালীদ সুলায়মান ইবন খালফ আল-বাজীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাদের দুইজনের মধ্যে বহুসময় মুনাযারাহ বা বিতর্ক সংঘটিত হতো যার বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ। ইবন হাযিম আলিমদের মধ্যে তার ভাষা ও লেখনীতে অত্যন্ত ঈর্ষার পাত্র ছিলেন। এতে তার সময়ের লোকদের অন্তরে তার ব্যাপারে হিংসার উদ্রেক হয়েছিল। তারা সর্বদাই তাকে হিংসা করতো, তারা তাদের শাসকদের কাছেও তাকে ঈর্ষার পাত্র হিসেবে পরিণত করে। তারা তাকে তাদের শহর থেকে বিতাড়িত করে। ফলে তার মৃত্যু তার পল্লীতে সংঘটিত হয়। আর তা ছিল এ বছরের শাবান মাসে। তার বয়স ৯০ বছর অতিক্রম করেছিল। তাঁর ব্যাপারে মজার কান্ড হলো এই যে, তিনি ছিলেন একজন জাহিরী

মতবাদের অনুসারী কিন্তু শরীআতের বিষয়াদির শাখা-প্রশাখায় তিনি ছিলেন বিভ্রান্ত। তিনি জলী কিংবা খফী কিয়াস সম্বন্ধে কিছুই বলতেন না। আর এ ব্যাপারটিই তাকে আলিমদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে তোলে এবং তার চিন্তাধারা ও কর্মচাঞ্চল্য মহাভ্রান্তির জন্ম দেয়। এতদসত্ত্বেও তিনি শরীআতের মূলনীতির ব্যাপারে এবং গুণবাচক কুরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ব্যাখ্যা প্রদানকারী ছিলেন। কেননা, তিনি প্রথমত তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এ বিদ্যায় তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-হাসান আল-মাযহাজী আল-কিনানী আল-কারতুবী হতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইবন মাকূলা ও ইবন খাল্লিকান এরূপ উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে গুণবাচক আয়াত ও হাদীসসমূহে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হন।

আবদুল ওয়াহিদ ইবন আলী ইবন বুরহান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল কাসিম আবদুল ওয়াহিদ ইবন আলী ইবন বুরহান আন-নাহবী। তিনি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনও পায়জামা পরতেন না, মাথা ঢাকতেন না এবং কাউকে কোনকিছু দান করতেন না। তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি নিঃসন্দেহে যুবকদের চুম্বন করতেন।

ইবনুল আকীল বলেন : তিনি মুতাযিলী ও মুরজিয়া মাযহারের অনুসারী ছিলেন। তিনি কাফিরদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী শাস্তির বিরোধিতা করেন। তিনি আরো বলেন : যার জন্যে সুপারিশ করা বৈধ নয়, তার চিরস্থায়ী শাস্তির কোন কারণই থাকতে পারে না। আবার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজকে রহমতের সাথে সম্পৃক্ত বলে বিশেষায়িত করেছেন। তিনি সূরায়ে তাওবার ১০০ নং আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন; আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا অর্থাৎ কাফিররা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, "আল্লাহ্ বলেছেন : তারা অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে।"

ইবনুল জাওযী বলেন : ইবন বুরহান ইমাম আহমাদ (র)-এর সাথীগণের প্রতি দোষ আরোপ করতো এবং মুসলমানদের আকীদার বরখেলাফ কাজ করতো। কেননা সে ইজমার বিরোধী ছিল। অতঃপর ইবনুল জাওযী এ সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে তার অভিমত বর্ণনা করেন।

হিজরী চারশ সাতান্ন (৪৫৭) সাল

এ বছর ইরাকীদের একটি দল চুক্তি ভঙ্গ করে হজ্জে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হয়, কিন্তু তাদের সফর তারা জারী রাখতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং তারা কূফার দিকে যাত্রার গতি পরিবর্তন করে এবং তারা ফিরে আসে। এ বছরের যিলহজ্জ মাসে মাদরাসায়ে নিযামীয়ার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। এ জন্যে মাশরাআতুয-যাওয়াইয়া ও বাবুল বসরার অনেকগুলো বাসগৃহ ভাঙ্গা হয়। এ বছরেই তামীম ইবন আল-মুঈয ইবন বাদীস ও হাম্মাদের সন্তান-সন্ততিদের

মাঝে এবং আরব ও পশ্চিমা দেশগুলোর মাঝে সানহাজাত ও থানাতাতে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। দলপতি আবূল গানায়ম ইরাকী জনগণকে নিয়ে বাগদাদ থেকে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছরেই আমীদুল মুলক আল-কান্দারীর হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। তার পূর্ণ নাম ছিল আবূ নসর মানসূর ইবন মুহাম্মাদ আল-কান্দারী। তিনি তাগার লাবাকের উযীর ছিলেন। তিনি পূর্ণ এক বছর কারাভোগ করেন। যখন তাকে হত্যা করা হয়, তখন তাকে তার পিতার কাছে তারীশীস নামক এলাকার কান্দারা নামক গ্রামে দাফন করা হয়। তবে কাযবীনের নিকটে যেই কান্দারা অবস্থিত, সে কান্দারা গ্রাম নয়। আস-সুলতান তার সহায়-সম্পদ পুরোপুরি বাজেয়াপ্ত করে নেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, শুদ্ধভাষী ও কবি। তার ছিল বহু গুণ। তিনি ত্বরিৎগতিতে প্রশ্নের জওয়াব প্রদান করতে পারতেন। যখন তাকে তাগার লাবাক খলীফার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে খলীফার কাছে প্রেরণ করেন, আর খলীফাও এ বিয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ ব্যাপারে খলীফা কোন এক কবির উদ্ধৃতি পেশ করেন : مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ অর্থাৎ "মানুষ যা কিছু ইচ্ছা করে, তার সবটুকু সে পায়না।" তখন উযীর তার কথা পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তার জওয়াব প্রদান করেন : تَجْرِى الرِّيَاحُ بِمَالاَ تَشْتَهِى السُّفُنُ। অর্থাৎ "অনেক সময় নৌযান যেদিকের হাওয়া চায় না, সেদিকেই বায়ুপ্রবাহ হয়।" তখন খলীফা চুপ হয়ে যান এবং মাথা নিচু করেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে তাকে হত্যা করা হয়। তার কিছু কবিতা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

اِنْ كَانَ فِى النَّاسِ ضَيْقُ عَنْ مُنَافِسَتِىْ - فَالْمَوْتُ قَدْ وَسَّعَ الدُّنْيَا عَلَى النَّاسِ ۔

مَضِيْتُ وَالشَّامِتُ الْمَغْبُوْنُ يَتْبَعُنِىْ - كُلُّ لِكَاسِ الْمَنَايَا شَارِبُ حَاسِىْ ۔

"জীবন যুদ্ধে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে কেউ যদি সংকীর্ণতার আশ্রয় নেয়, তাহলে সে জেনে রাখুক যে, মৃত্যু জনগণের মাঝে দুনিয়াটাকে প্রশস্ত করে দিয়েছে (অর্থাৎ মৃত্যুর কারণেই প্রতিযোগিতায় নতুন নতুন মুখ দেখা যায়)।

"আমি এ দুনিয়া থেকে চলে যাব, আর পরশ্রীকাতর ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী আমার পথ অনুসরণ করবে অর্থাৎ কেউ এ দুনিয়াতে চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকেই মৃত্যুর শরবত পান করবে)।"

আল-মালিক তাগার লাবাক খারিযামশাহী একজন মহিলার সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে উযীরকে ঘটক হিসেবে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি নিজেই ঐ মহিলাকে বিয়ে করেন। তখন আল-মালিক তাকে খাসী করে দেন এবং তাকে হত্যারও হুকুম দেন। এরপর তার কর্তিত পুরুষাঙ্গটি খারিযামে দাফন করান। আর মারভ আর-রাওয়ায নামক স্থানে তিনি রক্তক্ষরণ হয়ে নিহত হন। তার গ্রামেই তার দেহটি দাফন করা হয়। তার মাথাটি বহন করে নেয়া হয় এবং নিশাপুরে তা দাফন করা হয়। তার মাথার খুলিটি কিরমানে নিয়ে যাওয়া হয়। 'আল-বিদায়া'র

লেখক বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সমস্ত মাখলূককে একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত করবেন, তারা যেখানেই থাকেন বা থাকবেন না কেন এবং যেই অবস্থাই থাকুক না কেন। আল্লাহ্ পাক পবিত্র ও মহান।

হিজরী চারশ আটান্ন (৪৫৮) সাল

এ বছর আশূরার দিন আল্-কারখের বাসিন্দারা তাদের দোকানের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং ইমাম হুসায়নের জন্যে বিলাপ ও মাতমকারিণী মহিলাদের উপস্থিত করে। পূর্ব হতে তাদের এ শরীআত বিরোধী বিদাআতের প্রচলন চলে আসছিল, কিন্তু এবার যখন এরূপ ঘটনা ঘটে, সাধারণ জনগণ তা অপছন্দ করে। আর খলীফাও তা অপছন্দ করেন এবং এজন্যে তিনি আবুল গানায়মকে তলব করেন ও এ ব্যাপারে তার অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আবুল গানায়ম তখন এ বিষয়ে অজুহাত পেশ করে বলেন, তিনি এ ব্যাপারে অবগত নন। এখন তিনি যখন এ ব্যাপারে জেনেছেন তখন তা সমাজ থেকে দূর করবেন। কারখবাসীরাও দলে দলে এসে সরকারের কাছে এ ব্যাপারে অনুযোগ পেশ করে। যারা সাহাবীদের গালি-গালাজ করে এবং বিদআত চালু করে, তাদের কুফরীর ব্যাপারে গণদস্তখত অভিযান পরিচালিত হয়।

ইবনুল জাওযী বলেন : রবীউল আউয়াল মাসে 'বাবুল আয্জে' একটি মেয়ে জন্ম নেয়, যার ছিল দুটি মাথা, দুটি মুখ, দুটি গর্দান এবং চারটি হাত। তবে সে পূর্ণাঙ্গ শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এরপর সে মারা যায়। তিনি আরো বলেন : জমাদিউছ্-ছানী মাসে খোরাসানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়, তা বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হয়। ফলে পাহাড়গুলো ফেটে যায়, একদল লোক মারা যায়, কয়েকটি গ্রাম ধ্বসে যায়, জনগণ মাঠে বের হয়ে পড়ে এবং সেখানেই তারা বসবাস করতে থাকে। 'নহরে মুয়াল্লা' নামক স্থানে অগ্নিকান্ড ঘটে, তাতে একশত দোকান ও তিনটি বাসগৃহ পুড়ে যায়। জনগণের বহু সম্পদ নষ্ট হয়। তারা একে অন্যের মাল লুটপাট করে।

ইবনুল জাওযী বলেন : শাবান মাসে দামেশকে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধবাজরা জুমুআ মসজিদ আল-জামে'র নিকট অবস্থিত একটি গৃহে আগুন লাগায়। ফলে আল-জামে মসজিদ পুড়ে যায়। ইবনুল জাওযী আরো বলেন : শুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হলো এই যে, জামে দামেশকের পুড়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে ৪৬১ হিজরীর শাবান মাসের ১৫ তারিখে। এর তিন বছর পর ফাতিমীয়দের ক্রীতদাসগণ আব্বাসীয়দের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। তাতে রাজপ্রাসাদ খায্রায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। ফলে রাজপ্রাসাদ পুড়ে যায়। তারপর অগ্নি আরো বিস্তৃত হয় এবং আল্-জামে' মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এর ফলে আল্-জামে'র ছাদ ধসে যায়, তার সোনালী রঙ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তার শ্বেত পাথরগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং এটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আল্-খায্রা ধ্বংস হয়ে যায় এবং তা একটি মাটির স্তূপে পরিণত হয়।

কোন এককালে এটা ছিল অত্যন্ত মজবুত ও শিল্পনৈপুণ্যে ভরপুর। তার চারপাশ ছিল মনোরম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল তার পরিবেশ এবং দৃশ্যটি ছিল নয়নাভিরাম। কিন্তু আজ তার ঘরগুলো বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় এটা নিম্ন শ্রেণীর ও ইতর লোকদের বাসস্থানে পরিণত হয়। এটা কোন সময় ছিল রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী। আমীরে মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা) তা তৈরি করেছিলেন। আল্-জামে' আল্-উসুভীর অবস্থা ছিল এই যে, এর থেকে উৎকৃষ্ট প্রাসাদ আর পৃথিবীতে ছিল না এবং এর থেকে অধিক মনোরম দৃশ্যের অধিকারীও আর কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটা এখন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অনেকদিন পর্যন্ত এটা ধ্বংস স্তূপ থেকে যায়। এরপর বাদশাহগণ তার মেরামত ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ন্যায়পরায়ণ শাসক আবূ বকর ইবন আয়্যুব-এর যুগে এটাতে পাথর লাগানো হয়। আর আজ পর্যন্ত এটার সৌন্দর্য বর্ধনে রাজা-বাদশাহগণ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এটাকে প্রথম অবস্থার সাথে তুলনা করলে মনে হয়, যেন এটা কোন বস্তুই ছিল না। এর সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ আল-আমীর সায়ফুদ্দীন বেতাক্নীসীন আবদুল্লাহ আন্-নাসিরী পর্যন্ত চলতে থাকে। এটা ছিল প্রায় সাতশত তিন হিজরী সাল। তার কিছু আগে বা পরেও হতে পারে।

এ বছরে বাগদাদে জিনিসপত্রের দাম একেবারে কমে যায়। আর দজলার পানিও একেবারে কমে যায়। এ বছরেই আল-মালিক আলাপ আরসালান, তার পরে তার পুত্র মালিক শাহের জন্যে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে আলাপ আরসালানের সামনে দিয়ে মিছিল করে অতিক্রম করেন, আর আমীরগণও তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করেন। এটা ছিল জুমুআর দিন। এ বছর নূরুল হুদা আবু তালিব আল-হুসায়ন ইবন নিযাম আল্-হাজরাতায়ন আস্-সীনিবায়ন লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন এবং তিনি পরে মক্কায় থেকে যান।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তারা হলেন :

আল-হাফিযুল কাবীর আবূ বকর আল-বায়হাকী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ বকর আহমাদ ইবন আল-হুসায়ন ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন মূসা আল্-বায়হাকী। তাঁর অনেকগুলো লিখিত পুস্তক রয়েছে, যেগুলো নিয়ে আরোহীরা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি ৩৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার যুগের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দক্ষতা সংরক্ষণ, ফিকহ ও সংকলনের ক্ষেত্রে একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ইসলামী নীতিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি আল-হাকিম আবূ আবদুল্লাহ আন্-নিশাপুরী থেকে বিদ্যার্জন করেন। অন্যদের থেকেও তিনি বহু হাদীস শোনেন এবং বহু উপকারী ও প্রয়োজনীয় সংকলন রচনা করেন। পূর্বে আর কেউ এরূপ করেননি এবং এ ব্যাপারে মাথা ঘামাননি। এসব সংকলনের কয়েকটি হলো নিম্নরূপ :

"نصوص الشافعی ও كتاب السنن الكبير" এর প্রত্যেকটি আবার দশ খন্ডে বিভক্ত :

السنن الصغير

الاثار

المدض

الاداب

الخلافيات

شعب الايمان

دلائل النبوة

البعث والنشور ইত্যাদি ছোট-বড় উপকারী ও প্রয়োজনীয় সংকলনসমূহ, যেগুলো ব্যতীত মর্যাদার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া যায় না এবং যেগুলো কারো থেকে ঋণ হিসেবে অর্জন করা যায় না। তিনি ছিলেন পরহেযগার, স্বল্প পার্থিব সম্পদের আকাঙ্ক্ষী। তিনি ছিলেন বেশি বেশি ইবাদতগুযার ও আল্লাহভীরু। তিনি নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। তার মৃতদেহের কফিনটি এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে 'বায়হাকে' স্থানান্তর করা হয়।

আল্-হাসান ইবন গালিব

তার পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আলী আল্-হাসান ইবন গালিব ইবন আলী ইবন গালিব ইবন মানসূর ইবন সালূক আত্-তামীমী। তিনি ইবনুল মুবারক আল্-মুকরী নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ইবন সামঊনের সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি কুরআন অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অগ্রহণযোগ্য কিরাআতগুলো নিয়ে গবেষণা করেন। তাই তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেন; ইচ্ছা করে হোক কিংবা ভুলক্রমে। এরূপে বহু হাদীস বর্ণনায় তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। যারা তার প্রতি মিথ্যার অপবাদ আরোপ করেছেন, তাদের মধ্যে আবূ বকর আল্-কাযবীনী ছিলেন একজন। তিনি তার অগ্রহণীয় কিরাআতসমূহ অধ্যয়ন না করার জন্যে তার কাছে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। আবূ মুহাম্মাদ আস-সামারকান্দি বলেন : তিনি ছিলেন একজন মিথ্যুক। এ বছরে তিনি ৮২ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং ইব্রাহীম আল-হারযীর কাছে তাকে দাফন করা হয়। ইবন খাল্লিকান বলেন : আবুল ফাতাহ্ নসর ইবন মুহাম্মদ আল-উমরী আল-মারুযী থেকে তিনি ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তার উপর হাদীসের প্রভাব পড়ে এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আর হাদীস অন্বেষণের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন।

আল্-কাযী আবূ ইয়ালা ইবন আল্-ফাররা আল্-হাম্বালী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ ইয়ালা মুহাম্মাদ ইবন আল্-হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন খাল্ফ ইবন আহমদ আল-ফাররা আল্-কাযী। তিনি একজন হাম্বলী শায়খ ছিলেন। তিনি হাম্বলী মায্হাবের শাখা-প্রশাখার নীতিমালা বিন্যাস করেন। তিনি ৩৮০ সালের মুহার্রম মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইবন হাবাবাহ্ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনুল জাওযী বলেন : তিনি বিশ্বস্ত আলিমদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইবন মাকূলা ও ইবনুদ দামিগানীর কাছে উপস্থিত হন। তাদের দুইজনই তাকে গ্রহণ করেন। তিনি রাজপ্রাসাদের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করার দিকে নজর দেন। তিনি ফিকহ্শাস্ত্রে একজন ইমাম ছিলেন। ইমাম আহমাদের মাযহাব সম্বন্ধে তার রচিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তিনি কয়েক বছর যাবত পাঠদান করেন ও ফাতোয়া প্রদান করেন। তাঁর সাথেই মাযহাবের নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর গ্রন্থমালা ও অনুসারীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তার কাছে সমাবেশ ও সমাহার ছিল ইমামত, ফিকহ, সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্রতা, ইবাদত-বন্দেগী, সংযম, বিনয়, নম্রতা প্রকাশ ও সৎপথে চলা এবং বেহুদা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। এ বছরের রমযান মাসের বিশ তারিখে তিনি ৭৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর জানাযায় কাযীগণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। এ দিনটি ছিল অত্যন্ত গরম। তাই যারা জানাযায় শরীক হয়েছিল, তাদের কেউ কেউ সিয়াম ভঙ্গ করে ফেলেছিল। তিনি চারজন পুত্র সন্তান রেখে যান। তারা হলেন : উবায়দুল্লাহ্, আবুল কাসিম, আবুল হুসায়ন ও আবূ হাযিম। তাদের কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে। তখন সে প্রশ্ন করে : আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন : আল্লাহ্ আমার প্রতি রহমত করেছেন, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার মর্যাদা উচ্চতর করেছেন। এরপর তিনি তার আঙ্গুল দ্বারা ঈশারা করে প্রশ্ন করেন : তা কি ইলম? উত্তরে তিনি বলেন : 'না', বরং তা হচ্ছে সত্যবাদিতা'।

ইবনু সাইয়্যেদিহি

'আল-মুহকাম ফিল-লুগাহ' নামক কিতাবের লেখক আবুল হুসায়ন আলী ইবন ইসমাঈল আল্-মারসী। তিনি ছিলেন একজন ইমাম এবং লুগাত বা ভাষার একজন হাফিয। তিনি ছিলেন অন্ধ। তাঁর পিতা থেকে তিনি আরবী বিদ্যা ও ভাষা শিক্ষা করেন। তার পিতাও অন্ধ ছিলেন। আবুল আলা সায়্যিদুল বাগদাদীর কাছে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনি 'المحكم' নামক কিতাবটি রচনা করেন, যার কয়েকটি খন্ড রয়েছে। তিনি ছয় খন্ডে شرح الحماسة নামক কিতাবটি রচনা করেন। উপরে উল্লেখিত কিতাবগুলো ব্যতীত আরো অনেক কিতাব তিনি রচনা করেন। আবূ উবায়দের লিখিত كتاب الغرائب গ্রন্থটি পুরোপুরিভাবে তিনি মুখস্থ করে আস্-শায়খ আবূ উমার আত্-তামালনকীর কাছে পেশ করেন, তাতে জনগণ অবাক হয়ে যায়। আস্-শায়খ যা কিছু শুনতেন, তা কিতাবের সাথে মিল করে দেখতেন। তাই জনগণ তাঁর মুখস্থ কিতাবটি শুনতে পায়। এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ষাট বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন : তিনি ৪৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তবে প্রথম উক্তিটিই অধিক শুদ্ধ। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

হিজরী চারশ উনষাট (৪৫৯) সাল

এ বছরের আবূ সাঈদ আল্-মুসতাওফী, যার উপাধি ছিল শারফুল মুল্ক, বাগদাদে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সমাধি নির্মাণ করেন এবং সমাধির উপর একটি গম্বুজ তৈরি করেন। আর এটার সামনে তৈরি করেন একটি মাদরাসা। এরপর আবূ জাফর ইবনুল বায়য়াদী যখন ইমাম আবূ হানীফার মাযার যিয়ারতের জন্যে সেখানে প্রবেশ করেন তখন তিনি নিম্নে বর্ণিত কাবিতাটি পাঠ করেন :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْعِلْمَ كَانَ مُضَيَّعًا – فَجَمَعَهُ هَذَا الْمُغَيَّبُ فِى اللَّحَدِ

كَذَلِكَ كَانَتْ هَذِهِ الاَرْضُ مَيْتَةً – فَاَنْشَرَهَا جُوْدُ الْعَمِيْدِ اَبِى السَّعِيْدِ ·

"তুমি কি দেখনি যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল, তখন এ কবরে লুকায়িত ব্যক্তিটি তা সংগ্রহ করেন।

"অনুরূপভাবে এ পৃথিবীটি ছিল মৃত, তখন আল্-আমীদ আবূ সাঈদের দয়া-দাক্ষিণ্য তাকে জীবিত করে দেয়।"

এ বছরে উত্তপ্ত বাতাস প্রবাহিত হয়, যার কারণে অনেক লোক মারা যায়। জানা যায় যে, বাগদাদে বহু লেবুফলের গাছ বিনষ্ট হয়ে যায়। এ বছরেই আল-কারখীর বিখ্যাত কবরটি পুড়ে যায়। তার কারণ ছিল, দারোয়ান তার অসুস্থতার জন্যে বার্লি পাক করছিল, চুলা থেকে অগ্নি লাকড়িতে ধরে যায় এবং পরে সমাধিস্থলটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। এ বছরেই দামেশক, হালব ও হারানে দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খোরাসানের সমগ্র এলাকায় এরূপ দুর্মূল্য ও ধ্বংস পরিলক্ষিত হয়। চতুষ্পদ জন্তুসমূহ ধ্বংসের কবলে পতিত হয়। এগুলোর মাথা ও চোখ ফুলে যেত। জনগণ বুনো গাধাগুলোকে হাতে ধরে ফেলতো এবং তারা এগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকতো।

ইবনুল জাওযী 'আল-মুন্তাজাম' গ্রন্থে বলেন : যুল্‌কাদাহ্ মাসের ১০ তারিখ শনিবার দিন আল-আমীদ আবূ সা'দ জনগণকে একত্রিত করেন, যাতে তারা বাগদাদের নিযামিয়ায় পাঠদানে হাযির হতে পারে। পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে আবূ ইসহাক আশ-শীরাযীকে নিয়োগ করা হয়। যখন জনতা জমায়েত হয় এবং আবূ ইসহাক পাঠদানের জন্যে আগমন করেন, তখন একজন নওজোয়ান ফকীহ্ তার সাথে সাক্ষাত করে বলেন : জনাব, আপনি কি জবরদখলকৃত ঘরে পাঠ দান করবেন? তখন আবূ ইসহাক সেখানে উপস্থিত থাকতে অপছন্দ করেন এবং স্বীয় গৃহে ফিরে যান। এরপর শায়খ আবূ নসর আস্-সাব্বাগকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তিনিই পাঠদান করেন। এ খবর যখন নিযামুল মুলকের কাছে পৌঁছে, তখন তিনি আল্-আমীদের উপর রাগান্বিত হন এবং শায়খ আবূ ইসহাকের কাছে দূত প্রেরণ করেন। তিনি তাকে নিযামিয়ায় দরস দেয়ার জন্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এ বছরের যিলহজ্জ মাসে এ ঘটনাটি

ঘটে। তিনি মাদরাসায়ে নিযামিয়ায় ফরয সালাত আদায় করতেন না, বরং পার্শ্ববর্তী কোন এক মসজিদে চলে যেতেন এবং সেখানে সালাত আদায় করতেন। কেননা তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে সে, এটা জবরদখলকৃত ভূমি। ইবন সাব্বাগ সেখানে বিশদিন দরস প্রদান করেন। তারপর আবূ ইসহাক সেখানে ফিরে আসেন। এ বছরের যুল-কাদাহ মাসে ইয়ামানের আমীর আস্-সালীহী নিহত হন। মক্কার শাসককে ইয়ামানের কোন এক আমীর হত্যা করেছিল এবং আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ আল্-আব্বাসীর নামে খুতবা পাঠ করেছিল। এ বছরে আন-নাকীব আবুল গানায়ম লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছরে যারা ইন্তিকাল করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন মুহাম্মদ

তার পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আলী মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন মুহাম্মাদ আত-তারসূসী। তাঁর দক্ষতা ও বেশিদিন ইরাকে অবস্থান করায় তাকে আল্-ইরাকীও বলা হয়ে থাকে। তিনি আবূ তাহির আল্-মুখলিস হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং আবূ মুহাম্মাদ বাকী হতে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি আশ্-শায়খ আবূ হামিদ আল্-ইসফারাইনীর কাছেও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তারসূসের বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন। আর তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মর্যাদাসম্পন্ন আলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরী চারশ ষাট (৪৬০) সাল

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে ফিলিস্তিন ভূখন্ডে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রামলা শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদ হতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হয়। এটা ওয়াদী আস্-সফর ও খায়বার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যমীন ফেটে গিয়ে রাশি রাশি সম্পদ বের হয়ে পড়ে। এ সম্পদের অংশ সমতল ভূমি ও টিলা সদৃশ উঁচু ভূমিতেও পৌঁছেছিল। কোন কোন ব্যবসায়ীর লিখনীতে ভূমিকম্পের কথা পাওয়া যায়। তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, আর-রামলা শহরটি পুরোপুরি মাটিতে ধ্বসে গিয়েছিল; দু'টি গৃহ ব্যতীত কোন কিছুই রক্ষা পায়নি। এ ভূমিকম্পে পনর হাজার প্রাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং বায়তুল মাকদিসের একটি বড় পাথরও ফেটে গিয়েছিল। পরে এটা অবশ্য জোড়া লেগে গিয়েছিল। একদিনের রাস্তা পরিমিত দুরত্ব পর্যন্ত সাগরে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। ভূমি বহুকিছু গিলে ফেলেছিল। পানির জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মণিমুক্তা ভেসে উঠেছিল। আর লোকজন তা কুড়িয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এগুলো আবার ফিরে যাচ্ছিল। তাই এগুলোকে ধরতে গিয়ে বহুলোক কিংবা অধিকাংশ লোক মারা যায়। জমাদিউছ্-ছানী মাসের পনর তারিখ আল-কাদিরী মতবাদ পড়ে শুনানো হয়, যার মধ্যে ছিল আহ্লে সুন্নাতুল জামাআতের প্রতি সমর্থন এবং বিদাআতপন্থীদের প্রতি অনাস্থা। মুহাদ্দিস আবূ মুসলিম আল-কাযী আল্-বুখারী ইবন খুযায়মার

'كتاب التوحيد' কিতাবটি এক বিশাল উপস্থিতির কাছে পড়ে শুনানো হয় এবং উযীর ইবন জাহীরও একদল ফকীহ এবং আহ্‌লে কালামের সামনে তা উপস্থাপন করেন। তারা সকলে এর পক্ষে স্বীকৃতি প্রকাশ করেন। তারপর আল্‌-কাদিরী মতবাদটি বাবুল বসরায় আশ-শারীফ আবূ জাফর ইবন আল-মুকতাদী বিল্লাহের সামনে উপস্থাপন করা হয়। আর এ মতবাদটির রচয়িতা ছিলেন খলীফা আল্‌-কাদির বিল্লাহ্।

এ বছরে খলীফা তাঁর উযীর আবূ নসর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জাহীরকে বরখাস্ত করেন। উযীরের উপাধি ছিল ফখরুদ্‌দৌলাহ্। বিভিন্ন প্রকারের অভিযোগ উত্থাপন করে খলীফা তার নিকট দূত প্রেরণ করেন। উযীর এ ব্যাপারে ওযর পেশ করেন এবং তার প্রতি দয়া ও নমনীয়তা প্রদর্শন করার জন্যে সবিনয়ে অনুরোধ জানান। এ অনুরোধের প্রতিউত্তরে তাকে যে কোন স্থানে নির্বাসিত হওয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়। তিনি ইবন মাসীদের অভিমত গ্রহণ করেন। যার প্রেক্ষিতে তার সাথীগণ তাদের সম্পদ বিক্রি করে দেয় এবং তাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেয়। উযীর তার ছেলেমেয়ে ও পরিবার-পরিজনদের নিয়ে রওয়ানা হন এবং সেখান থেকে আল-হুল্লা যাওয়ার জন্যে একটি নৌকা ঠিক করেন। উযীর রওয়ানা হন। লোকজন উযীরের কান্নাকাটি দেখে কাঁদতে শুরু করে। উযীর যখন রাজপ্রাসাদ অতিক্রম করেন, এখন যমীনে কয়েকবার চুম্বন করেন। আর খলীফা জানালা দিয়ে তা লক্ষ্য করেন। উযীর বলছিল, : "হে আমীরুল মুমিনীন! আমার বার্ধক্য, একাকীত্ব ও আওলাদ-ফরযন্দের উপর রহম করুন।" পরবর্তী বছর দাবীস ইবন মাসীদের সুপারিশক্রমে খলীফা তাকে পুনরায় উযীর নিয়োগ করেন। কবিরা খলীফার প্রশংসা করেন এবং উযীর আবার ফিরে আসাতে জনগণ আনন্দ উল্লাস করে। আর এ দিনটি ছিল জুমুআর দিন।

এ বছর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের যারা ইন্‌তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নরূপ :

আবদুল মালিক ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন মানসূর

তাঁর উপাধি ছিল আশ-শায়খুল আজাল্ল। ভালকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ এবং সৎকাজে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ কামনায় তিনি ছিলেন তার সমসাময়িকদের মধ্যে অদ্বিতীয়। তিনি আহলে সুন্নাতের সদস্য ছিলেন। বিদআতপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানসহ তাদের প্রতি লা'নত করতেন। যারা গোপনে সৎকর্ম ও সদকা প্রদান করতো, তাদের তিনি খোঁজ-খবর নিতেন। আর তিনি তার প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতেন। তার জীবনে ঘটমান বিষয়াদির মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা হলো এই যে, তিনি প্রত্যেহ একটি মানুষকে দশ দীনার দান করতেন এবং তাকে ইবন রিদওয়ানের কাছে পত্র লিখে প্রেরণ করতেন। শায়খ মৃত্যুমুখে পতিত হবার পর লোকটি ইবন রিদওয়ানের কাছে আগমন করেন এবং বলেন : শায়খ আমার জন্যে যা খরচ করতেন, আপনি আমাকে এ পরিমাণ দীনার প্রদান করুন। ইবন রিদওয়ান তাকে বলেন :

শায়খ ইন্তিকাল করেছেন, আমি তোমার জন্যে কিছুই খরচ করতে পারব না। তখন লোকটি মহামান্য শায়খের কবরে গমন করে। কুরআন থেকে যা কিছু সম্ভব পড়ে ও তাঁর জন্যে দু'আ করে এবং রহমত কামনা করে। এরপর চারদিকে লক্ষ্য করে দেখতে পায় যে, একটি কাগজের মধ্যে দশটি দীনার রাখা আছে। সে তা কুড়িয়ে নেয় এবং এগুলো নিয়ে ইবন রিদ্ওয়ানের কাছে গমন করে। আর এ ব্যাপারে যে ঘটনা ঘটে, তা পুরোপুরি তার কাছে উল্লেখ করে। তখন ইবন রিদওয়ান বলেন : এগুলো কবরের কাছে আজকে আমার থেকে পড়ে গেছে। সুতরাং তুমি এটা নিয়ে নাও এবং স্মরণ রেখো, প্রতিদিন তোমার জন্যে আমার কাছে এ পরিমাণ অর্থ থাকবে।

এ বছরের মুহাররম মাসের ১৫ তারিখ ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু দিনটি ছিল জুমুআর দিন। তাঁর জানাযায় যে কত লোক উপস্থিত হয়েছিল, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন আল্-হাসান আত্-তূসী

তিনি একজন শী'আ ফকীহ ছিলেন। হযরত আলী (রা)-এর মাযারের কাছে তাকে দাফন করা হয়। যখন কারখে অবস্থিত তার বাড়িটি ও তার কিতাবপত্র পুড়ে যায়, তখন থেকে তিনি হযরত আলী (রা)-এর মাযারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। এ বছরের মুহাররম মাসে ৪৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়।

হিজরী চারশ একষট্টি (৪৬১) সাল

এ বছরের শাবান মাসের ১৫ তারিখ রাতে দামেশকের জামে' মসজিদটি পুড়ে যায়। তার কারণ ছিল এই যে, ফাতিমী ও আব্বাসী ক্রীতদাসগণ ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এরপর রাজপ্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করা হয়। রাজপ্রাসাদের নাম ছিল 'আল্-খাযরা' যা কিবলার দিক দিয়ে মসজিদের সংলগ্ন ছিল। রাজপ্রাসাদ পুড়ে যায়। তার থেকে অগ্নি বেড়ে যায় এবং মসজিদে জামে' পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তারপর এর ছাদ ধ্বসে যায় এবং সোনালী পাথরগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তার ফলকগুলো মলিন হয়ে যায়। মসজিদের মেঝে ও দেয়ালে যেসব মোজাইক ছিল, তার মূল উৎপাটিত হয়ে যায় এবং বিপরীত রঙ-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়। মসজিদের ছাদ সবটাই ছিল সোনালী রঙের এবং উপরের দিকে সৌন্দর্যবর্ধক কারুকার্য, দেয়ালগুলো ছিল সোনালী ও বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত। পৃথিবীর সব প্রসিদ্ধ শহরগুলোর ছবি ছিল সেখানে বিদ্যমান, যাতে কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বভ্রমণ করতে চায়; কিংবা বিশ্বের কোন নির্দিষ্ট শহর ভ্রমণ করতে চায়, তাহলে সে জামে' মসজিদে তার ছবি দেখে বুঝতে পারবে, তার আকার ও পরিধি কত। তখন আর তার সেই জায়গা ভ্রমণ করার প্রয়োজন থাকেনা এবং সেই জায়গা সম্বন্ধে তার খোঁজ-খবর নেয়ারও আগ্রহ থাকে না। সে অতি নিকট থেকে কা'বা ও মক্কাকে মসজিদের মেহরাবের উপরে এবং

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব দেশ অবলোকন করতে পারে। প্রতিটি প্রদেশকে তার উপযুক্ত জায়গায় দেখানো হয়। প্রত্যেক প্রকারের ফলজ ও বনজ বৃক্ষের ছবি দেখানো হয়। প্রত্যেকটি বৃক্ষকে উৎপাদিত দেশে ও শহরে দেখানো হয়। মসজিদের দরজা ও জানালা থেকে চত্বর পর্যন্ত ঝুলানো পর্দার ব্যবস্থা ছিল। দেয়ালের গোড়ায় এক-তৃতীয়াংশ পর্দায় ঢাকা এবং দেয়ালের বাকী অংশ বিভিন্ন রকমের মূল্যবান পাথরে মোড়ানো। সম্পূর্ণ মেঝেটা এমনভাবে পাথরদ্বারা ঢাকা, সেখানে কোন ফরাসের দরকার নেই। আর পৃথিবীতে এর থেকে অধিক সুন্দর স্থাপত্য সে সময় কোথাও ছিল না, রাজপ্রাসাদের প্রাসাদ কিংবা অন্য কোথাও। এরপর এ অগ্নিকান্ড ঘটার পর পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে যায়। মসজিদের মেঝেটা শীতকালে কাদামাটি এবং গরমকালে ধূলাবালিতে পরিণত হয়ে যায়। মেঝেটা গর্তে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। বহুদিন যাবত এরূপ অবস্থা বিরাজ করে। শেষ পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণ সুলতান আবূ বকর ইবন আয়্যুবের আমলে ছয়শত হিজরীর পর তা পাকা করা হয়। তার যে সব শ্বেত মর্মর পাথর ও আসবাবপত্র বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় স্থাপন করা হয়। চতুর্মুখী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। ন্যায়পরায়ণ সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ ইবন জঙ্গীর আমলে কামালউদ্দীন আস্-শাহরযূরী একাজটি সুসম্পন্ন করেন। যখন তাকে শাসক নিয়োগ করা হয় তখন তিনি বিচারকার্যের প্রতি মনোযোগ দেন এবং দেশের সমস্ত ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি ও টাকশাল ইত্যাদির খোঁজ-খবর নেন। রাজা-বাদশাহগণ আজ পর্যন্ত এ মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রয়াস চালাচ্ছেন। সিরিয়ার শাসক তান্কীফের আমলে তার সৌন্দর্য প্রায় পূর্বের মত ফিরে আসে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করলাম, ইবনুল জাওযী তা ৪৫৮ হিজরী সনের ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। ইবনুস সায়ীও তার অনুকরণ করেন। অনুরূপভাবে আমাদের শায়খ মুয়ারিখুল ইসলাম ইমাম যাহাবী এবং অন্যান্যরাও তা উল্লেখ করেছেন।

এ বছর হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ আশ্-শায়খ আবুল ওফা ইবন আকীল থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাদের একজন অন্যতম শায়খ। আর তিনি আবূ আলী ইবনুল ওয়ালীদ আল্-মুতাকাল্লিম আল্-মুতাযিলির কাছে গমন করতেন। তাই তার অনুসারীরা তাকে মুতাযিলী মতবাদ অবলম্বন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। অথচ তিনি আবূ আলী ইবনুল ওয়ালীদের কাছে যেতেন নিজের মাযহাব সম্বন্ধে অধিকতর অবগতি অর্জন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়। আর এ পক্ষপাতিত্ব এরূপ চরম আকার ধারণ করে যে, তাতে তাঁর প্রাণ বের হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ফিতনা বা মতবিরোধ চলতে থাকে এবং এর দরুন তাদের একটি জামাত খুব কষ্ট ভোগ করে। ৬৫ বছর যাবত তাদের মধ্যে বিরাজমান ফিতনার অবসান ঘটেনি। এরপর তারা বিরাট মতবিরোধের পর নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে নেয়।

এ বছর দজলার পানি ২১ হাত পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাতে পানি হযরত আবূ হানীফা (র)-এর মাযারে প্রবেশ করে। এ বছর সংবাদ আসে যে, আল্-আফসীন রোম শহরে প্রবেশ করেছেন

এবং তিনি গোরীয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান। তিনি বহু লোককে হত্যা করেন এবং তাদের প্রচুর সম্পদ মালে গনীমত হিসেবে তাদের থেকে কেড়ে নেন। এ বছর কূফায় জিনিসপত্র সস্তা হয়ে যায়। চল্লিশ রতল বা ২০ কেজি মাছের দাম ছিল মাত্র এক দীনার। এ বছর আবুল গানায়ম আল্-আলভী লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

আল-ফাওরানী, 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থের লেখক

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ফাওরান আল্-ফাওরানী আল মারুযী। তিনি ছিলেন একজন শাফিঈ মাযহাবের ইমাম এবং 'আল্-ইবানাহ' গ্রন্থের লেখক। ইবানাহ গ্রন্থটিতে রয়েছে বিস্ময়কর বর্ণনাদি এবং এমন সব বাণী ও উদ্ধৃতি, যা শুধুমাত্র এ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তিনি শরীআতের মূলনীতি এবং শাখা-প্রশাখা নীতিমালা সম্বন্ধে পারদর্শী ছিলেন। তিনি আল্-কিফালের কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইমামুল হারামায়ন যখন তার কাছে আগমন করেন, তখন তিনি ছিলেন শিশু। সুতরাং ইমাম তার দিকে লক্ষ্য করেননি। এতে তিনি ইমাম সম্বন্ধে নারাজ ছিলেন। তিনি 'আন-নিহায়া' কিতাবে তাঁর বহু ভুলভ্রান্তি প্রকাশ করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন। যখনই النهاية কিতাবে তিনি বলেন, কোন কোন লেখক এরূপ বলেছেন এবং এটাতে ভুল ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন কিংবা বিভ্রান্তিতে পতিত হবার উপক্রম হয়েছেন ইত্যাদি, তাহলে ঐ ব্যক্তির দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আবুল কাসিম আল-ফাওরানী।

এ বছরের রমযান মাসে আল-ফাওরানী 'মারভে' ৭৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আবূ ইসহাকের পর এবং ইবন আস-সাব্বাগের পূর্বে ও পরে যিনি মাদ্রাসা-ই নিযামিয়ার শিক্ষক ছিলেন, তিনি হলেন আবূ সা'দ আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ আল-মামূন আল্-মুয়রারী। তিনি আল্-ফাওরানীর ছাত্র ছিলেন এবং তিনি আল্-ইবানাহ গ্রন্থের উপর একটি কিতাব লিখেন, যার নাম হলো : تَتِمَّةُ الابَانَة তিনি كتاب الحدود পর্যন্ত পৌঁছেন। এ কিতাবটি শেষ করার পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। আসয়াদ আল্-আজালী ও অন্যান্যরা এ কিতাবটি শেষ করেন, কিন্তু তারা তাঁর লক্ষ্যমাত্রায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি, বরং তার ধারেকাছেও তারা পৌঁছতে পারেননি। তারা এটার নাম রেখেছেন : تَتِمَّةُ التَّتِمَّة

হিজরী চারশ বাষট্টি (৪৬২) সাল

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছরের ঘটনাবলীর মধ্যে একটি হলো জমাদিউল আউয়াল মাসের এগার তারিখ মঙ্গলবার দিনের তিন ঘণ্টা বাকী থাকাকালে রামলা ও তার আশেপাশের এলাকায় একটি বিরাট ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ তারিখটি ছিল ফারসী পঞ্জিকার আযার

মাসের ২৮ তারিখ। শহরের অধিকাংশটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং এর চারপাশের দেয়ালটি বিলীন হয়ে যায়। বায়তুল মাক্‌দিস এবং নাবলুসেও তা ছড়িয়ে পড়ে। 'ইলিয়া' নামক শহরটি একেবারে ধ্বসে যায়। সাগর বিপদ সংকেত দিতে থাকে এবং তার ভূপৃষ্ঠ ভেসে উঠে এবং তার মধ্যে লোকজন চলাফেরা করতে থাকে। এরপর সাগর পূর্বরূপ ধারণ করে। তবে তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। জামে' মিসরের একটি কোণা ধ্বংস হয়ে যায়। এ ভূমিকম্পের পরপরই আরো দুইটি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

এ বছর রোমের বাদশাহ্ তিন লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে কনস্‌টান্টিনোপল হতে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হন। এরপর তিনি মুম্বাজে অবতরণ করেন এবং মুম্বাজ থেকে রোম ভূখন্ড পর্যন্ত গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেন ও এ গ্রামগুলোর পুরুষদের হত্যা করেন, নারী ও তাদের শিশুদেরকে বন্দী করেন। আর মুসলমানগণ অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হালব ও অন্যত্র চলে যান। সেখানে তিনি ষোল দিন অবস্থান করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে প্রত্যাবর্তন করান। তার সৈন্যদের সাথে যে রেশন ছিল, তা ফুরিয়ে যায়, ফলে তার অধিকাংশ লস্কর ক্ষুধায় ধ্বংস হয়ে যায়।

এ বছরে মক্কার আমীরের খোরপোষ হ্রাস পেয়ে যায়। তিনি তখন কা'বার পর্দা, মীযাব ও কা'বার দরজা থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করেন। আর এগুলো দিয়ে দিরহাম ও দীনার তৈরি করেন। মদীনার শাসকও এরূপ কাজ করেন। তিনি মসজিদে নববীর ঝাড়বাতিগুলো থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে দিরহাম ও দীনার তৈরি করেন।

এ বছরে মিসরেও দেখা দিয়েছিল চরম দুর্ভিক্ষ। মিসরবাসীরা মরা লাশ ও মৃত কুকুর ভক্ষণ করেছিল। একটি কুকুর পাঁচ দীনার বিক্রি হতো। যখন স্ত্রী হাতি মরে যেত, তখন তারা মৃত হাতির মাংস ভক্ষণ করতো। চতুষ্পদ জন্তুগুলো এভাবে ব্যাপক হারে ধ্বংস হতে লাগলো। মিসরের শাসনকর্তার তিনটি ঘোড়া ব্যতীত আর কোন প্রাণী বাকী ছিল না। অথচ সব সময় তাঁর আস্তাবল বহু ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা ভরপুর ছিল। একদিন উযীর তাঁর খচ্চর থেকে অবতরণ করেন। তখন তার ভৃত্য ক্ষুধার তাড়নায় দুর্বল হয়ে খচ্চর থেকে একটু অমনোযোগী হয়, তখন তিন ব্যক্তি খচ্চরটিকে ধরে ফেলে এবং এটাকে তারা যবেহ করে ও তার গোশত ভক্ষণ করে। তাদেরকে তখন গ্রেফতার করা হয় এবং শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে শূলে চড়ানো হয়। পরে দেখা যায়, শূলীতে তাদের হাঁড়গুলো ঝুলছে, এক টুকরা মাংসও নেই। কেননা লোকজন তাদের মাংস নিয়ে যায় ও উদরপূর্তি করে। এমন এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যারা শিশু ও মহিলাদের হত্যা করে তাদের মাথা ও চোখ দাফন করে ও তাদের মাংস বিক্রি করে দেয়। এভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের মাংস ভক্ষণ করা হয়। বেদুঈনরা খাবার নিয়ে আসতো এবং শহরের উপকণ্ঠে বিক্রি করতো। তারা শহরে প্রবেশ করার সাহস পেতনা, কেননা তাদের থেকে খাবার লুটপাট করা হতো এবং ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। কোন ব্যক্তি মৃতদেহকে দিনের বেলায় দাফন করতে সক্ষম হতো না; বরং রাতের বেলায় তাকে গোপনে

দাফন করা হতো। তা না হলে কবর খনন করে মৃতদেহটি নিয়ে ভক্ষণ করা হতো। মিসরের শাসনকর্তা অভাব-অনটনে পতিত হন। তার কাছে যেসব মূল্যবান বস্তু ছিল, তা তিনি বিক্রি করে দেন। যেগুলো বিক্রি করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : এগার হাজার জামা, বিশ হাজার স্থানীয় তরবারি, আশি হাজার বড় বেলওয়ারী বস্তু, পঁচাত্তর হাজার পুরানো রেশমী বস্ত্র। মহিলাদের ও পুরুষের পোশাক সস্তা মূল্যে খরিদ করে বিভিন্ন জায়গার প্রেরণ করতেন। অনুরূপভাবে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও তিনি বিক্রি করে দেন, এগুলোর মধ্যে কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল খোদ খলীফার। এগুলো আল্-বাসাসীরীর ঘটনার সময় বাগদাদ থেকে লুট করা হয়েছিল। এ বছরে আল্-মালিক আলাপ আরসালানের তরফ থেকে খলীফার কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হয়। এ বছরে খলীফার পুত্র যুবরাজের নাম দীনার ও দিরহামে মুদ্রিত করা হয় এবং এগুলো ব্যতীত অন্য কোন মুদ্রা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যার নামে মুদ্রা ছাপা হয়, তার নাম দেয়া হয় 'আমীরী'।

এ বছর মক্কার শাসকের পক্ষ থেকে আলাপ আরসালানের কাছে একটি পত্র পৌঁছে। তিনি তখন ছিলেন খোরাসানে। তাকে সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, মক্কায় আল্-কাসিম বিআমরিল্লাহ ও আস্-সুলতানের পক্ষে খুতবা প্রচলন করা হয়েছে এবং মিসরীয়দের নামে খুতবা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তার কাছে ত্রিশ হাজার দীনার ও দামী দামী উপঢৌকন প্রেরণ করা হলো। আর প্রতি বছরের নযরানা দশ হাজার দীনার নির্ধারণ করা হলো। এ বছরেই আমীদুদ্- দৌলাহ ইবন জাহীর 'রায়' শহরে নিযামুল মুলকের কন্যাকে বিয়ে করেন। এ বছর আবুল গানায়ম আলভী লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছর যেসব প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তারা হলেন :

আল্-হাসান ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল জাওয়ায়িয আল্-হাসান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল্-ওয়াসিতী। তিনি বহুদিন যাবত বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান কবি ও সাহিত্যিক। তিনি ৩৫২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এ বছরে ১১০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তার উৎকৃষ্ট কবিতার কয়েকটি নিম্নরূপ :

وَاَجِيْرَتِىْ مِنْ قَوْلِهَا – قَدْخَانَ عَهْدِىْ وَلَهَا
وَحَقَّ مَنْ صَيَّرَنِىْ – وَقْفًا عَلَيْهَا وَلَهَا
مَا خَطَرْتَ بِخَاطِرِىْ – اِلاَّ كَسْتَنِىْ وَلَهَا .

"আমাকে তার কথা থেকে রক্ষা কর। কেননা আমার ও তার মধ্যে যে চুক্তি ছিল, তা ক্ষুণ্ন হয়ে গিয়েছে।

"যে ব্যক্তি আমাকে তার উপর নির্ভরশীল করেছে, সে তার পক্ষে কাজ করেছে।

"আমার অন্তরে কোনকিছুর ভয় জন্মেনি, শুধু এটাই অন্তরে নাড়া দেয় যে, সে আমাকে ও তার নিজেকে বস্ত্র বা উপঢৌকন প্রদান করেছে।"

মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন সাহল

তিনি ইবন বুশরান আন্‌-নাহবী আল্‌-ওয়াসিতী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৩৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্য বিষয়ে বিজ্ঞ-বিদ্বান ছিলেন। ভাষার অবগাহন তার মধ্যেই পরিসমাপ্তি ঘটে। তার রয়েছে অনেক চমৎকার কবিতা। কয়েকটি নিম্নরূপ :

يَا شَائِدًا لِلْقُصُوْرِ مَهْلاً - أُقْصُرْ فَقَصْرُ الْفَتَى الْمَمَاتُ

لَمْ يَجْتَمِعْ شَمَلُ اَهْلِ قَصْرٍ - اِلاَّ قُصَارَاهُمُ الشَّتَّاتُ

وَاِنَّمَا الْعَيْشُ مِثْلُ ظِلٍّ - مُنْتَقِلٍ مَالَهُ ثَبَاتُ .

"হে অট্টালিকার উত্তোলনকারী? এসব কাজ পরিত্যাগ কর। পরকালীন অট্টালিকা তৈরি কর। কেননা, যুবকের পরকালীন অট্টালিকার প্রারম্ভ হলো মৃত্যু।

"অট্টালিকার মালিকদের সম্মিলিত কাজ স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি।

"কেননা, তাদের এসব অট্টালিকার ধ্বংস অনিবার্য। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস স্থানান্তরযোগ্য ছায়ার ন্যায়, যার কোন স্থায়ীত্ব নেই।"

তিনি আরো বলেন :

وَدَعْتُهُمْ وَلِيَ الدُّنْيَا مُوَدَّعَةٌ - وَرُحْتُ مَالِي سِوَى ذِكْرَاهُمْ وَطَرُ

وَقُلْتُ يَالَذَّتِي بِيْنِي لِبَيْنِهِمْ - كَاَنَّ صَفْوَ حَيَاتِي بَعْدَهُمْ كَدِرُ

لَوْلاَ تَعَلَّلَ قَلْبِيْ بِالرَّجَاءِ لَهُمْ - اَلْفَيْتُهُ اِنْ حَدُّوْا بِالْعِيْسِ يَنْفَطِرُ

يَا لَيْتَ عِيْسهِمْ يَوْمَ النَّوَى نُحِرَتْ - اَوْلَيْتَهَا لِلضَّوَارِيْ بِالْفَلاَ جَزَرُ

يَا سَاعَةَ الْبَيْنِ اَنْتِ السَّاعَةُ اقْتَرَبَتْ - يَا لَوْعَةَ الْبَيْنِ اَنْتِ النَّارُ تَسْتَعِرُ

"যারা দুনিয়ার সম্পদশালী, তাদের সাথে আমি সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করেছি। আর এখন আমি এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করছি যে, তাদেরকে স্মরণ করা ব্যতীত তাদের সাথে আমার অন্য কোন প্রয়োজন নেই।

"আমি বলে দিয়েছি, হে ভোগ-বিলাস! আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে বৈরীভাব বিরাজ করছে। তাদের তিরোধানের পর আমার জীবনের আলো মনে হয় স্তিমিত হয়ে যাবে।

"তাদের প্রতি আশা পোষণ করলে আমার অন্তরাত্মা অসুস্থ হয়ে পড়বে না কেন? আমি আমার অন্তরকে এরূপ অবস্থায় পাই যে, যখনই তারা তাকে উন্নতমানের উট অর্জনের জন্য নির্ধারণ করে দেয়, তখন সে (সংকীর্ণ মনার জন্যে তাদেরকে অমান্য করে) ক্রোধে ফেটে পড়ে।

"হায় আফসোস! যদি বিদায়ের দিন তাদের উন্নতমানের উটটি যবেহ করা হতো, তাহলে কতইনা ভাল হতো। কেননা, এ উটের সিংহভাগ হচ্ছে নিকৃষ্ট ও অসহায় লোকদের জন্য।

তারা মরুময় ভূমিতে বিচরণকারী জন্তু-জানোয়ারের ন্যায়। হে পৃথক হওয়ার মুহূর্ত! তুমিই আমাদেরকে কোন সময় একত্র করে দিয়েছিলে।

"হে পৃথক হওয়ার জ্বালা-যন্ত্রণা! তুমিই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় (আমাদের গ্রাস করে রয়েছ)।"

তিনি আরো বলেন :

طَلَبْتُ صَدِيْقًا فِى الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا – فَاعْيَا طَلاَبِىْ اَنْ اَصِيْبَ صَدِيْقًا
بَلَى مَنْ سُمِّىَ بِالصَّدِيْقِ مَجَازَةً – وَلَمْ يَكُ فِىْ مَعْنَى الْوَدَادِ صَدُوْقًا
فَطَلَّقْتُ وُدَّ العَالَمِيْنَ ثَلاَثَةً – وَاَصْبَحَتُ مِنْ اَسْرَ الْحُفَّاظِ طَلِيْقًا ـ

"সমগ্র জগতে আমি বন্ধু খুঁজেছি, কিন্তু আমার অন্বেষণ আমাকে বন্ধু পাওয়ার ব্যাপারে অক্ষম ও ব্যর্থ করে দিয়েছে।

"হ্যাঁ, যাকে বন্ধু বলা হয়ে থাকে, তিনি অপ্রকৃত বন্ধু হিসেবে গণ্য। কেননা প্রকৃত বন্ধুত্ব অর্থে সাধারণত কেউই পরিপূর্ণ সত্যবাদী হয় না।

"তাই জগতের মহব্বতকে আমি তিন তালাক দিয়েছি। আর তালাকের পর 'রাজ'য়াত' না করার ব্যাপারে আমি পরম হিফাযতকারীদের মধ্যে একজন বিবেচিত হয়েছি।"

হিজরী চারশ তেষট্টি (৪৬৩) সাল

এই হিজরী সনে বিশাল ও বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে রোমের সম্রাট আরমানুস ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হল। রোম, কারখ ও ফ্রান্সের সৈন্যরা এ সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক এবং সাথে সাজসরঞ্জাম ছিল প্রচুর। তার সাথে ছিল ৩৫ হাজার জেনারেল। আবার প্রতিটি জেনারেলের অধীনে ছিল দুই লক্ষ অশ্বারোহী। তার সাথে ফ্রান্সের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। যেসব যোদ্ধা কনস্টানটিনোপলের অধিবাসী ছিল, তারা সংখ্যায় ছিল ১৫ হাজার। তার সাথে ছিল এক লাখ সমর বিশেষজ্ঞ ও পরীখা খননকারী। আবার এক হাজার ছিল রোযাজারী বা ওঝা বৈদ্য। তার সাথে ছিল চারশত গরুর গাড়ি, যেগুলো অতিরিক্ত জুতা ও লোহার পেরেক বহন করে। আরো ছিল দুই হাজার গরুর গাড়ি যেগুলো অস্ত্র, বাতি, লাঠিসোটা ও ক্ষেপণাস্ত্র বহন করে। তার সাথে এমন ক্ষেপণাস্ত্র ছিল, যা ১২শত মানুষের যুদ্ধাস্ত্রের সমান। আল্লাহ্ তার অকল্যাণ করুন! তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের নির্মূল করা। সে বিভিন্ন শহরের জায়গীরদারি প্রত্যাশিত বিজয়ের আগে-ভাগেই জেনারেলদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, এমনকি বাগদাদের জায়গীরদারিও এক জেনারেলকে প্রদান করা হয়। তবে বাগদাদের জায়গীরদার তথা দখলদারকে অসীয়ত করা হয় যে, সে যেন রাজ্যের খলীফার সাথে ভাল ব্যবহার বা আচরণ করে। তিনি তাকে বলেন : এ শায়খের সাথে বিনম্র ব্যবহার করবে। কেননা, তিনি আমাদের সাহেব বা সম্মানিত ব্যক্তি। এরপর যখন শত্রুরা

ইরাক ও খোরাসানের শাসনক্ষমতা পুরোপুরিভাবে অর্জন করে, তখন তারা সিরিয়া ও তার বাসিন্দাদের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে এবং তারা তা মুসলমানদের থেকে পুনরায় ছিনিয়ে নেয়। ভাগ্য যেন বলছে :

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ٠

"তোমার জীবনের শপথ! তারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে" (সূরা হিজর : ৭২)।

এ সময় সুলতান আলাপ আরসালান তার সেনাবাহিনী নিয়ে রোমের সম্রাটের সাথে এমন এক জায়গায় মুকাবিলা করেন, যার নাম হচ্ছে 'আয্-যাহ্ওয়াহ।' তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। দিনটি ছিল যুল্কাদাহ মাসের ২৫ তারিখ বুধবার। রোমের সম্রাটের অত্যাধিক সৈন্য দেখে সুলতান ভয় পেয়ে যান। তখন ফকীহ আবূ নসর মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক বুখারী (র) বলেন : ঘটনার সময়টি যেন শুক্রবার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে হয়। ঐ সময় খতীবগণ মুজাহিদীনে ইসলামের জন্যে দু'আ করে থাকেন। যখন এ সময়টি আসলো, তখন দুটো সেনাদল মুখোমুখি দাঁড়ায়, যুবকগণ পূর্ণ প্রস্তুত। এ সময় সুলতান ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। মহান, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তিনি সিজদা করেন, নিজের চেহারাকে ধুলায় মলিন করেন, আল্লাহ্কে ডাকেন এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর তাঁর সাহায্য নাযিল করেন, তাদেরকে শক্তি দান করেন। তারা শত্রুপক্ষের একটি বিরাট দলকে হত্যা করেন এবং তাদের সম্রাট আরমানূসকে বন্দী করেন। তাকে একটি রোমান ক্রীতদাস বন্দী করে। যখন তাকে-মালিক আলাপ আরসালানের সামনে দাঁড় করানো হয়, তখন আলাপ আরসালান নিজহাতে তাকে তিনটি বেত্রাঘাত করেন এবং বলেন, আমি যদি তোমার সামনে বন্দী হয়ে আসতাম, তাহলে তুমি কি করতে? তিনি উত্তরে বলেন : অত্যন্ত খারাপ কাজটিই করতাম। তিনি বলেন : আমার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা? বন্দী সম্রাট উত্তরে বলেন, হয়ত আপনি আমাকে হত্যা করে আপনার দেশে আমাকে প্রসিদ্ধ করাতে পারেন, অথবা আমাকে মাফ করে দিতে পারেন এবং আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করতে পারেন। আর আমাকে ফেরত পাঠাতে পারেন। তখন আল-মালিক আলাপ আরসালান বলেন : ক্ষমা করে দেয়া এবং মুক্তিপণ আদায় করা ব্যতীত আমি এখন অন্য কিছু ইচ্ছে করি না। এরপর সম্রাট আরমানূস পাঁচ হাজার কোটি দীনার মুক্তিপণের বিনিময়ে আলাপ আরসালান থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। সম্রাট আরমানূস এসে আলাপ আরসালানের সামনে দাঁড়ান। আলাপ আরসালান তাকে শরবত পান করান। সম্রাট আরমানূস তার সামনের ভূমিকে চুম্বন করেন এবং খলীফার প্রতি ইযযত-সম্মান প্রদর্শনের জন্যে খলীফার দিকের ভূমিকে চুম্বন করেন। আল-মালিক আলাপ আরসালান তাকে সাজসজ্জার জন্যে দশহাজার দীনার দান করেন এবং তার সাথে একদল জেনারেল ও গোত্রীয় লোককে তিন মাইল পর্যন্ত যেতে অনুমতি দেন। তিনি তার সাথে একটি বিরাট সৈন্যদলকে প্রেরণ করেন, যাতে তারা তাকে নিজ শহর পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রে হিফাযত করে। সৈন্যদের সাথে ছিল একটি পতাকা, যার মধ্যে লিখা ছিল :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ যখন তিনি নিজ দেশে পৌঁছেন, তখন দেখতে পান যে, রোমানরা অন্যকে তাদের সম্রাট নিযুক্ত করে নিয়েছে। তখন তিনি আস-সুলতানের কাছে অজুহাত পেশ করে দূত প্রেরণ করেন এবং তার মাধ্যমে স্বর্ণ ও মণিমুক্তা প্রেরণ করেন, যার মূল্য হবে প্রায় তিন লক্ষ দীনার। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হন এবং পশমের কাপড় পরিধান করতে শুরু করেন। এরপর জার্মানীর সম্রাটের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে আশ্রয় দেন, তাকে সুসজ্জিত করেন এবং তাকে সুলতানের নৈকট্য লাভের জন্যে সুলতানের কাছে প্রেরণ করেন।

এ বছরে মাহমূদ ইবন মারদাস আল-কায়িম বিআমরিল্লাহ ও সুলতান আলাপ আরসালানের পক্ষে খুতবা পাঠ করেন। তখন খলীফা তার কাছে হাদীয়া, নযরানা ও তোহফা প্রেরণ করেন। আবার তাহাদের সাথে চুক্তির উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করেন। এ বছরে আবুল গানায়ম আল্-আলভী লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। মক্কায় আল-কায়িম বিআমরিল্লাহর পক্ষে খুতবা পাঠ করা হয় এবং মিসরীয়দের পক্ষে খুতবা বন্ধ করে দেয়া হয়। মক্কায় মিসরীয়দের পক্ষে প্রায় একশ বছর খুত্বা পাঠ করা হয়। এরপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তারা হলেন :

আহমাদ ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ বকর আহমদ ইবন আলী ইবন ছাবিত ইবন আহমাদ ইবন মাহ্দী আল্-খাতীব আল্-বাগদাদী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত এবং تاريخ بغداد (বাগদাদের ইতিহাস) ও অন্যান্য প্রায় ৬০টি কিংবা প্রায় একশত মূল্যবান ও উপকারী গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ৩৯১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন : তিনি ৩৯২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন ৪০৩ হিজরীতে। তিনি বাগদাদে লালিত পালিত হন। শায়খ আবূ হামিদ আল্-ইসফারাইনীর সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত আবূ তালিব আত্-তাবারী ও অন্যান্যদের থেকে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বহু হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বসরা, নিশাপুর, ইসপাহান, হামাদান, সিরিয়া ও হিজাযে শিক্ষা সফর করেন। তাঁকে 'খাতীব' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা তিনি 'দারবি বায়হানে' খুতবা দিতেন। মক্কায় তিনি কাযী আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সালামাত আল্-কুযায়ীর কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি কারীমাহ বিনতে আহমাদের কাছে পাঁচদিনে সহীহুল বুখারী অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল্-ওয়াযীর আবুল কাসিম ইবন মুসলিমার কাজে নিয়োগ-প্রাপ্ত হন। খায়বারের ইয়াহূদীরা যখন দাবী করে যে, তাদের নিকট মহানবী (সা)-এর আমলের একটি কিতাব রয়েছে, যার মধ্যে তাদের থেকে জিযিয়া কর প্রত্যাহার করার নির্দেশনামা রয়েছে; তখন ইবন মুসলিমাহ খাতীবকে এ কিতাব সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং এটা সঠিক কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : এটা মিথ্যা। তখন ইবন মুসলিমাহ বলেন : এটা যে মিথ্যা তার প্রমাণ কী? তিনি বলেন : কেননা এটার মধ্যে মুআবিয়াহ ইবন আবূ সুফিয়ান

(রা)-এর সাক্ষ্য রয়েছে অথচ খায়বারের দিন তিনি মুসলমান ছিলেন না। আর খায়বারের ঘটনা ঘটে সপ্তম হিজরীতে কিন্তু আমীরে মুআবিয়া (রা) মুসলমান হন অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন। আবার এটার মধ্যে সা'দ ইবন মুআযের সাক্ষ্য রয়েছে, অথচ তিনি খায়বারের পূর্বে খন্দক যুদ্ধের সময় পঞ্চম হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন, জনগণ তাঁর এ বক্তব্য পছন্দ করে। এ বর্ণনাটির ব্যাপারে আল্‌-খাতীব অগ্রগামী রয়েছেন। তবে তাকে মুহাম্মাদ ইবন জারীর অতিক্রম করেছেন। আর এ তথ্যটি 'মুফরাদ' নামক লিখনীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৫০ হিজরীতে বাগদাদে যখন আল-বাসাসীরীর ফিত্‌না দেখা দেয়, তখন আল্‌-খাতীব সিরিয়ার দিকে বের হয়ে পড়েন এবং দামেশকের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারার পাশে বসবাস করেন। তিনি লোকজনের খিদমতের উদ্দেশ্যে হাদীস পড়ে পড়ে শোনাতেন। আর তিনি ছিলেন উঁচুস্বরের অধিকারী। জামে মসজিদের সব জায়গা থেকে তাঁর গলার আওয়ায শোনা যেত। একদিন ঘটনাক্রমে তিনি লোকজনের সামনে হযরত 'আব্বাস (রা)-এর গুণাবলী সম্বলিত কিতাবখানি পড়ছিলেন। তখন ফাতিমীয়দের অনুসারীদের মধ্য হতে রাফিযীরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করে। শরীফ আয্‌-যীনবীর তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। তখন তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। দারুল আকীকীর কাছে তাঁর গৃহ ছিল। এরপর তিনি দামেশক থেকে বের হয়ে পড়েন এবং 'সূর' শহরে বসবাস করেন। তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ আস-সূরীর প্রণীত কিতাবাদি হতে বহু কিছু নিজ নামে প্রচার করেন। আর এগুলো তিনি তার স্ত্রীর নিকট থেকে ধার নিতেন। তিনি ৪৬২ হিজরী পর্যন্ত সিরিয়ায় বসবাসরত ছিলেন। তারপর তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং তার শোনা হাদীসসমূহের কিছু জনগণের কাছে পেশ করেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাকে তিনি এক হাজার দীনারের অধিকারী করেন এবং তিনি যেন জামে আল্‌-মানসূরের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারেন। অতঃপর তিনি এক হাজার দীনার কিংবা এক হাজার দীনারের কাছাকাছি স্বর্ণের অধিকারী হন। আর মৃত্যুকালে তিনি তার কাছে প্রায় দুইশত দীনার রেখে যান এবং আহলে হাদীসের জন্যে অসীয়ত করে যান। আর সুলতানকে এটা বাস্তবায়নের জন্যে অনুরোধ জানান। কেননা তিনি কোন উত্তারধিকারী রেখে যাননি। তাই আস্‌-সুলতান তা বাস্তবায়নে সাড়া দেন। তাঁর অনেকগুলো প্রয়োজনীয় ও দরকারী কিতাব রয়েছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হলো :

১. كِتَابُ التَّارِيْخِ
২. كِتَابُ الْكِفَايَةِ
৩. اَلْجَامِعُ
৪. شَرَفُ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ
৫. اَلْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ
৬. اَلسَّابِقُ وَاللاَّحِقُ

৭. تَلْخِيصُ الْمُتَشَابِهِ فِى الرَّسْمِ
৮. فَضْلُ الْوَصْلِ
৯. رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأَبْنَاءِ
১০. رِوَايَةُ الصَّحَابِهِ عَنِ التَّابِعِيْنَ
১১. اِقْتِضَاءُ الْعِلْمِ لِلْعَمَلِ
১২. اَلْفَقِيْهُ وَالْمُتَفَقِّهُ ইত্যাদি।

ইবনুল জাওযী 'আল্-মুনতাযিমে' এগুলো একাধারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : বলা হয়ে থাকে যে, এসব কিতাবের অধিকাংশের প্রণেতা হলেন আবূ আবদুল্লাহ আস্-সূরী। অথবা তিনি এগুলো শুরু করেছেন এবং আল-খাতীব এগুলো পরিপূর্ণ করেছেন। আর এগুলোকে নিজের নামে প্রকাশ করেছেন।

আল-খাতীব খুব সুন্দর কিরাআত তিলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন শুদ্ধভাষী ও সাহিত্যিক। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। প্রথমত তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের মাযহাব নিয়ে কথা বলতেন; পরে তিনি এ মাযহাব থেকে শাফিঈ মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর তিনি ইমাম আহমদের অনুসারীদের সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করেন এবং যতদূর সম্ভব তাদের সমালোচনা করেন। তাদের অপবাদ সম্বন্ধে তার বিস্ময়কর পরিকল্পনা ছিল। তখন ইবনুল জাওযী ইমাম আহমদের সাথীদের সহায়তা করতে থাকেন এবং আল-খাতীবের দোষত্রুটি ও ষড়যন্ত্রের বর্ণনা দিতে থাকেন। তার মধ্যে দুনিয়ার প্রেমপ্রীতি এবং দুনিয়াদারদের প্রতি তার আকর্ষণের বর্ণনা রয়েছে, যার উল্লেখ অত্যন্ত দীর্ঘকায়। ইবনুল জাওযী তার কিছু কবিতা উপস্থাপন করেন, যার প্রথমদিক ও শেষের দিক অত্যন্ত চমৎকার। তার কবিতার প্রথম দিকের অংশগুলোর কিছুটা বর্ণনা এখানে পেশ করা হলো :

لَعَمْرُكَ مَاشَجَانِىْ رَسْمُ دَارٍ - وَقَفْتُ بِهِ وَلاَ رَسْمُ الْمَغَانِىْ
وَلاَ أَثْرَ الْخِيَامِ أَرَاقَ دَمْعِىْ - لاَجْلِ تَذْكِيْرِىْ عَهْدِ الْغَوَانِىْ
وَلاَ مَلَكَ الْعَوَى يَوْمًا قِيَادِىْ - وَلاَ عَاصَيْتُهُ فَثَنَى عِنَانِىْ
وَلَمْ اَطْمَعَهُ فِىَّ وَكَمْ قَتِيْلٍ - لَهُ فِى النَّاسِ مَاتُحْصَى دُعَائِىْ
عَرَفْتُ فَعَالَهُ بِذَوِى التَّصَابِىْ - وَمَا يُلَقُّوْنَ مِنْ ذُلِّ الْهَوَانِ
رَأْسًا صَحِيْحَ الْوُدِّ مُحَظِّىْ - سَلِيْمُ الْغَيْبِ مَحْفُوْظُ اللِّسَانِ .
مَا اَعْرِفُ مِنَ الاِخْوَانِ الاَّ - نِفَاقًا فِى التَّبَاعُدِ وَالتَّدَانِىْ
وَعَالِمُ دَهْرِنَا لاَخَيْرَ فِيْهِمْ - تَرَى صُوْرًا تَرُوْقُ بِلاَ مَعَانِىْ
وَوَصْفَ جَمِيْعُهُمْ هَذَا فَمَا اَنْ - اَقُوْلَ سِوَى فُلاَنٍ اَوْ فُلاَنٍ

وَلَمَّا لَمْ اَجِدْ حُرًّا يُوَانِيْ - عَلَى مَانَابَ مِنْ صَرْفِ الزَّمَانِ
صَبَرْتُ تَكَرُّمًا لِقُوَاعِ دَهْرِيْ - وَلَمْ اَجْزِعْ لِمَا مِنْهُ دِهَانِيْ
وَلَمْ اَكُ فِي الشَّدَائِدِ مُسْتَكِينًا - اَقُوْلُ لَهَا اَلاكَفَى كَفَانِيْ
وَلَكِنِّى صَلِيْبَ اَلْعُوْدِ عُوْدُ - رَبِيْطُ الْجَاشِ مُجْتَمِعُ الْجَنَانِ
اَبِى النَّفْسِ لاَاخْتَارُ رِزْقًا - يَجِئُ بِغَيْرِ سَيْفِيْ اَوْ سِنَانِى
فَعِزٌّ فِيْ لَظَى بَاغِيْهِ يَهْوِيْ - اَلَذُّمِنَ الْمُذِلَّةِ فِي الْجِنَانِ .

"তোমার জীবনের শপথ, গৃহের ধ্বংসাবশেষ আমাকে চিন্তিত করে তুলতে পারেনি। আমি এর মধ্যে বসবাস করছি। আর আমার মনযিল বা বাড়ির ধ্বংসাবশেষও আমাকে চিন্তাগ্রস্ত করতে পারেনি। আমার নিরাশ হওয়ার সময়কে, আমার স্মরণ হওয়ার কারণে তাঁবুসমূহের চিহ্নও আমার অশ্রু প্রবাহিত করতে পারেনি। প্রবৃত্তির ফেরেশতা কোনদিন আমার লাগাম কষতে পারেনি। প্রকাশ্যত আমি তার বিরোধিতা করিনি, তাহলে সে আমার লাগাম টেনে ধরতো। আমি তাকে আমার সম্বন্ধে লোভ দেখাইনি। জনগণের মধ্যে কত নিহত ব্যক্তি, প্রবৃত্তির অনুগত মনে হয়, তার সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না, প্রবৃত্তির কাজগুলো আমি অনুধাবণ করেছি এগুলো অন্যকে মন্দকাজে লিপ্ত হওয়ার জন্যে ফুসলানো ছাড়া আর কিছুই করে না। অথচ তারা (মানুষ) অপমানের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অনুধাবন করতে পারছে না। আপাদমস্তক সঠিক বন্ধুত্ব আমার কাম্য, যে বন্ধুত্ব অনুপস্থিতিতেও টিকে থাকে। আর যে বন্ধুত্বের কারণে মুখের ভাষা থাকে মার্জিত। অথচ ভাইদের কাছে দুরে ও নিকটে থাকা অবস্থায় নিফাক ব্যতীত আর কিছুই অনুধাবন করতে পারছি না। আমাদের যুগের আলিমদের দেখবে, তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ কামনা নেই। তুমি বন্ধুরূপী কতগুলো ছবি দেখতে পাবে। যারা অনর্থকের পিছে ঘুরে বেড়ায়। তাদের সকলের চরিত্র এরূপ একই রকম। এ জন্যে আমি অমুক কিংবা অমুকের সাহায্য ব্যতীত কোনকিছুই বলতে পারি না। আমি এমন একজন স্বাধীনচেতা লোক পাইনা যে, যখনই কোন প্রকার প্রাকৃতিক সংকট ও দুর্যোগ দেখা দেবে, তখন সে আমার সাথে ধীরে ও সুস্থতাসহকারে কাজ করে যাবে। যুগের লটারী সদৃশ কার্যকলাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে আমি ধৈর্যধারণ করেছি। আমি কোন অনুনয় বিনয় করিনি, তাহলে এটা হবে আমার পক্ষ থেকে তাকে তেল মালিশ করা। আমি মুসীবতের সময় মিসকীনের বেশে কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি না। মুসীবতকে বলে দিই, সাবধান! আমার দুই হাতই আমার জন্যে যথেষ্ট অর্থাৎ আমি ধৈর্যধারণ করে থাকি। তবে আমি জানি কাঠের পিঠ ও কাঠ, তাই সবর বা ধৈর্য নাফসের নিয়ন্ত্রণকারী, আত্মাকে শান্তিদাতা ও নাফসের বিরুদ্ধাচরণকারী হিসেবে গণ্য। আমি এমন উপার্জন পসন্দ করি না, যা আমার তলোয়ার ও তীর-ধনুক ব্যতীত অর্জিত হয়। সুতরাং বিদ্রোহী জাহান্নামে গেলেও সে সম্মানের প্রতি ঝুঁকে পড়ে আর এ সম্মানে জান্নাতের ভিতরেও যদি কোনপ্রকার অপমান থাকে, তাহলে এ সম্মানও অপমানের চেয়ে উত্তম।"

ইবন আসাকির তার নীতি অনুযায়ী তার ইতিহাস বইয়ে আল্-খতীব বাগদাদীর একটি সুন্দর জীবনী বর্ণনা করেন। তিনি তার কবিতা হতে নিচের কয়েকটি লাইন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন :

لاَ يَغْبِطَنَّ اَخَا الدُّنْيَا لِزُخْرُفِهَا - وَلاَ لِلَذَّةِ عَيْشٍ عُجِّلَتْ فَرَحًا

فَالدَّهْرُ اَسْرَعُ شَيْئٍ فِىْ تَقَلُّبِهِ - وَفِعْلُهُ بَيِّنٌ لِلْخَلْقِ قد وضحا

كَمْ شَارِبٍ عَسَلاً فِيْهِ مَنِيَّتُهُ - وَكَمْ مُقَلِّدٍ سَيْفًا مِنْ قُرْبِهِ ذُبِحًا .

"কেউ যেন দুনিয়ার ঔজ্জল্য অর্জনের জন্যে দুনিয়াদারের ঈর্ষা না করে। আর আনন্দ ত্বরান্বিতকারী জীবনের সুখ-শান্তির স্বাদ গ্রহণের জন্যও ঈর্ষা না করে।

"কেননা যুগ তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে থাকে। আর তার কাজও সৃষ্ট জীবের জন্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

"বহু এমন মধুপানকারী রয়েছে, যার মৃত্যু সেই মধুর মধ্যে রয়েছে নিহিত। আবার বহু এমন লোক রয়েছেন যিনি গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এ তলোয়ার দ্বারা অতিসহসা তিনি যবেহ হয়ে যান।"

আল্-খাতীব আল্-বাগদাদী এ বছরের যিলহজ্জ মাসে সোমবার দিন এক প্রহরের সময় ৭২ বছর বয়সে 'দারুস সিলসিলায়' অবস্থিত সেই হুজরায় ইন্তিকাল করেন, যেখানে তিনি বসবাস করতেন। তিনি মাদরাসা নিযামিয়ার পড়শী ছিলেন। তার জানাযায় বহুলোকের সমাগম হয়েছিল। তাঁর লাশ তারাই বহন করেছিলেন, যারা আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক আশ-শীরাযীর লাশ বহন করেছিলেন। আর তাকে 'বিশরে হাফীর' কবরের পাশে কবর দেয়া হয়েছিল। তাকে এমন এক ব্যক্তির কবরের নিকট কবর দেয়া হয়েছিল, যিনি তার নিজের জন্যে একটি কবর তৈরি করে রেখেছিলেন। এ কবরটি শায়খ খাতীবের জন্যে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ তাকে জানানো হয়েছিল, তখন তিনি এ নিয়ে কার্পণ্য করেন। তিনি উদার হতে পারেননি। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন বলেন : তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তুমিও আল্-খাতীব আল্-বিশরের কাছে বসতে চাও, তাহলে তোমাদের মধ্যে কাকে তিনি তার পাশে বসাবেন? তিনি বললেন, আল্-খাতীবকে। তখন তাকে বলা হলো : তাহলে তুমি তাকে এ কবরটি দান কর। তখন তিনি তাঁকে এ কবরটি দান করেন। তাঁকে এ কবরে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন। তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যার সম্বন্ধে এবং তার মত লোকজনের সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

مَا زِلْتَ تَدَابُ فِى التَّارِيْخِ مُجْتَهِدًا - حَتَّى رَاَيْتُكَ فِى التَّارِيْخِ مَكْتُوْبًا .

"তুমি সর্বদা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্যে চেষ্টা-তদবীর অব্যাহত রেখেছ। আমি আশা করছি, একদিন আমি তোমাকে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ দেখতে পাব।"

হাসান ইবন সাঈদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল হাসান ইবন সাঈদ ইবন হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন মানী ইবন খালিদ ইবন আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন আল্-ওয়ালীদ আল্-মাখযূমী আল্-মানীয়ী। তিনি যৌবনকালে ইবাদতগুযার ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নিজ যুগের সদস্যদের সর্দার হিসেবে পরিগণিত হন। অতঃপর তিনি ব্যবসা ছেড়ে দেন এবং ইবাদত-বন্দেগী, পরহেযগারী, কল্যাণকামীতা, পরস্পর হৃদ্যতা বজায় রাখা, সহমর্মিতা, সদকা ও দান-খয়রাত ইত্যাদিতে মনোযোগ দেন। তিনি মসজিদ এবং সরাইখানা নির্মাণেও মনোযোগী হন। সুলতান তাঁর কাছে আসা যাওয়া করতেন এবং তা খায়ের বরকত হিসেবে গণ্য করতেন। যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তিনি দৈনিক বহু রুটি ও খানাপিনা তৈরি করতেন এবং সদকা হিসেবে দান করতেন। প্রতি বছর তিনি প্রায় এক হাজার ফকীরকে জামা-কাপড় দান করতেন। এরূপে তিনি বিধবা ও অন্যান্য মহিলাদের কাপড়-চোপড় দান করতেন। ইয়াতীম ও ফকীর মেয়েদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দান করতেন। নিশাপুরের শহর ও গ্রামগুলো থেকে বহু প্রকারের ট্যাক্স ও সরকারি কর রহিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় ও ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরিধান করতেন। তিনি স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করেন। এ বছরে সংঘটিত মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এরূপে জীবন যাপন করেন। তিনি আর-রূমের 'মারভ' শহরে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ রহমতে ঢেকে নিন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আর তার কোন প্রচেষ্টাই যেন আল্লাহ্ তা'আলা বিফল না করেন।

আমীন ইবন মুহাম্মদ ইবন আল্-হাসান ইবন হামযা

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ আলী মুহাম্মদ ইবন ভিশাহ ইবন আবদুল্লাহ। তিনি আবূ তামাম মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল হাসান আয্-যায়নাবী-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন। তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও কবি। তিনি মু'তাযিলী ও রাফিযী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে প্রকাশ। তাঁর কবিতা থেকে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা হলো। তিনি বলেন :

حَمَلْتُ الْعَصَا لاَ الضَعْفُ اَوْجَبَ حَمْلَهَا – عَلى وَلاَ اَنِّى نَحَلْتُ مِنَ الْكِبَرِ

وَلَكِنِّي اَلْزَمْتُ نَفْسِي حَمْلَهَا – لاعَلِّمُهَا اَنَّ الْمُقِيْمَ عَلى سَفَرٍ ـ

"আমি নিজের সাথে লাঠি বহন করি। তবে দুর্বলতা আমার লাঠি বহনকে আমার জন্যে অপরিহার্য করে তোলেনি। কিংবা আমার বার্ধক্যও আমাকে লাঠিটি উপহার দেয়নি।

"বরং আমি এটাকে বহন করা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করেছি। আমি যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে, নিঃসন্দেহে মুকীম ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে (আখিরাতের) সফরে রয়েছে।"

মহান শায়খ আবূ উমর ইবন আবদুল-বার আন্-নামিরী

তিনি বহু সুন্দর ও বৃহৎ গ্রন্থরাজির প্রাণেতা, যেমন : التمهيد , الاستذكار , الاستيعاب ইত্যাদি।

ইবন যায়দূন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল ওয়ালীদ আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আহমাদ ইবন গালিব ইবন যায়দূন। তিনি কর্ডোভার আন্দুলুসের একজন নামকরা কবি ছিলেন। তিনি ইশবিলীয়ার শাসক আমীর আল-মুতামাদ ইবন উবাদ-এর সাথে সম্পৃক্ত হন। তার কাছে মর্য়াদার অধিকারী হন এবং উযীরের মর্যাদায় তিনি তার উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ইশবিলীয়ার শাসক আবুল ওয়ালীদ ও তার পুত্র আবূ বকর ইবন আবুল ওয়ালীদের উযীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি اَلْقَصِيْدَةُ الْفَرَاقِيَةُ এর রচয়িতা ছিলেন। এ কাসীদাটিতে তিনি বলেন :

بَنْتُمْ وَبَنَا فَمَا ابْتَلَتْ جَوَانِحُنَا - شَوْقًا اِلَيْكُمْ وَلاَ جَفَتْ مَاقِيْنَا
تَكَادُ حِيْنَ تُنَاجِيْكُمْ ضَمَائِرُنَا - يَقْضِىْ عَلَيْهَا الاَسِىَ لَوْلاَ تَأَسِّيْنَا
حَالَتْ لِبُعْدِكُمْ اَيَّامُنَا فَغَدَتْ - سُوْدًا وَكَانَتْ بِكُمْ بَيْضًا لَيَالِيًا
بِالاَمْسِ كُنَّا وَلاَ نَخْشَى تَفَرُّقَنَا - وَالْيَوْمَ نَحْنُ وَلاَ يُرْجِى تَلاَقِيْنَا -

"তোমরা ঘর তৈরি করেছ এবং তারা দুইজনও গৃহ নির্মাণ করেছে, তাতে আমাদের চারদিকের কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; কেননা আমরা তোমাদের সাথে বসবাস করতে উৎসাহী। ফলে আমাদের চোখের কোণও শুকিয়ে যায়নি (অর্থাৎ তোমাদের জন্যে এখনও আমাদের দরদ রয়েছে)। যখন আমাদের অন্তরসমূহ তোমাদের সাথে চুপিসারে কথা বলছিল, তখন যদি তোমরা আমাদের সাথে সহমর্মিতার ব্যবহার না করতে, তাহলে নৈরাশ্যের ফায়সালা ঘোষিত হয়ে যেত। তোমাদের দূরবর্তিতার কারণে আমাদের দিনগুলো আড়াল হয়ে পড়েছিল। আর এগুলো তোমাদের প্রতি সাদা (বৃষ্টিহীন) থাকার পর কালোতে পরিণত হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত আমরা একত্রে ছিলাম। আর আমাদের পৃথক হয়ে যাওয়ার ভয় করতাম না। আজকে আমরা পৃথক, কিন্তু আমাদের পক্ষে একে অন্যের সাথে সাক্ষাত করার আশা পোষণ করা যায় না।"

এ কবিতাটি অতিশয় দীর্ঘ। আর এগুলোর মধ্যে এমন ভাবভঙ্গী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, ফলে যে ব্যক্তি এগুলো পড়বে কিংবা শুনবে, সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। কেননা দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তার বন্ধু, একান্ত দোস্ত ও বংশধর থেকে কর্মের তাগিদে পৃথক হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

তার আরো কয়েকটি কবিতা উপস্থাপন করা হলো। তিনি বলেন :

بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ مَالَوْ شِئْتَ لَمَ يَضِعِ - سِرٌّ اِذَا ذَاعَتِ الاَسْرَارُ لَمْ يَذَعْ
يَا بَائِعًا حَظَّهُ مِنِّىْ وَلَوبَذَلْتَ - لِى الْحَيَاةَ بِحَظِّىْ مِنْهُ لَمْ اَبِعْ
يَكْفِيْكَ اَنَّكَ لَوْ حَمَلْتَ قَلْبِىْ مَا - لاَ تَسْتَطِيْعُ قُلُوْبُ النَّاسِ يَسْتَطِيْعُ
تِهْ احْتَمِلْ وَاسْتَطِلْ اِصْبِرْ وَعِزْهُنَّ - وَوَلِ اَقْبِلْ وَقُلْ اَسْمَعْ وَمُرْ اَطِعْ -

"হে বন্ধু! আমার ও তোমার মধ্যে যা কিছু ঘটে গেছে, তুমি চাইলে তা গোপন থাকতো না। যখন অন্যান্য গোপন কথা প্রকাশিত হলো। কিন্তু এটা প্রকাশিত হলো না। যে আমার

কাছে তার ভাগ্যকে বিক্রি করবে, তাকে বলছি : যদি তুমি আমার ভাগ্যের জন্যে তোমার জীবনকে বিলীন করে দাও, তবে আমি কিন্তু তা বিক্রি করে দেব না। এ কথাই তোমার জন্যে যথেষ্ট যে, যদি তুমি আমার অন্তরকে অন্যান্য অন্তর যা বহন করতে পারে না, তা বহন করতে বাধ্য কর, তাহলে তা ঠিকই বহন করে যাবে। সুতরাং তুমি ওয়াদা ভঙ্গের ন্যায় খারাপ কাজ পরিত্যাগ কর, অনুগ্রহ গ্রহণ কর, কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন প্রলম্বিত কর, ধৈর্যধারণ কর, মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, সৎলোকের সাথে বন্ধুত্ব কর, কল্যাণময় কাজের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আস্, ভাল ভাল কথা বল, আমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনব এবং আমাকে সৎকাজের আদেশ দাও, আমি তোমার কথা মানব।"

তিনি এ বছরের রজব মাসে ইনতিকাল করেন। তার পুত্র আবূ বকর মুতামাদ ইবন উবাদের ওয়ারতীর কাজ আঞ্জাম দেয়া অব্যাহত রাখেন যতক্ষণ না ইবন ইয়াসীন তার হাত থেকে কর্ডোভাকে ৫৮৪ হিজরীতে ছিনিয়ে নেন, সেদিন তাকে হত্যা করা হয়। এটা হলো ইবন খাল্লিকানের বক্তব্য।

কারীমা বিনতে আহমাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল কারীমা বিনতে আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবূ হাতিম আল্-মারূযীয়াহ। তিনি ছিলেন সৎকর্মশীলা বিদূষী নারী। তিনি আল্লামা আল্-কাশমীহীর কাছে সহীহ্ বুখারী শোনেন। আর তাঁর কাছে সহীহ্ বুখারী পড়েছেন বহু ইমাম, যেমন আল্-খাতীব, আবুল মুজাফ্ফার আস-সামআনী ও অন্যান্যরা।

হিজরী চারশ চৌষট্টি (৪৬৪) সাল

এ বছরে বিপর্যয়কারীদের বিরুদ্ধাচরণে হাম্বলী মাযহাবপন্থীদের সাথে আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযী রুখে দাঁড়ান। যারা মদ বিক্রি করতো, তিনি তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং ব্যভিচারিণীদের লাইসেন্স বাতিল করার জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত হন।

এ সম্পর্কে দরখাস্তের মাধ্যমে সুলতানকে অবহিত করা হয়। সুলতান এসব মন্দকাজের বিরুদ্ধে সার্কুলার জারী করেন। এ বছরে বাগদাদে প্রচন্ড ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এ ভূখন্ডটি ছয়বার প্রকম্পিত হয়। এ বছরে চরম দুর্ভিক্ষ ও চতুষ্পদ জন্তুর আকস্মিক মড়ক দেখা দেয়। খোরাসানের কোন এক রাখাল তার বকরিগুলো চরাবার জন্যে ভোরবেলা ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। তখন আকস্মিকভাবে সবগুলো পশুই মারা যায়। প্রবল বন্যা ও প্রচণ্ড তুষারপাত দেশে দেখা দেয়, ফলে খোরাসানে কৃষিকাজ ও ফলচাষের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ বছরই খলীফার পুত্র আল-আমীর ইদ্দাতুদদীন আস্-সুলতান আলাপ্ আরসালানের কন্যা সাফরী খাতুনকে বিয়ে করেন। আর এ ঘটনা ঘটে নিশাপুরে। এ বিয়েতে আস-সুলতানের পক্ষে প্রস্তাবক ছিলেন নিযামুল-মুলক এবং বিয়ের ওয়াকীল ছিলেন আমীদুদ-দৌলাহ ইবন জাহীর।

যখন বিয়ের 'আকদ অনুষ্ঠিত হয়, তখন লোকজনের মাঝে মূল্যবান মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে দেয়া হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্‌তিকাল করেন তাদের কয়েকজনের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হলো :

যাকারিয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন হীদাহ্

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল-আবূ মানসূর যাকারিয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন হীদাহ আন্-নিশাপুরী। তিনি মনে করতেন যে, তিনি উছমান ইবন আফফান (রা)-এর বংশধর। তিনি আবূ বকর ইবন আল্-মাযহাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। এ বছরের মুহাররম মাসে প্রায় আশি বছর বয়সে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুস সামাদ ইবন আল্-মুহতাদী বিল্লাহ আল্-হাশিমী। তিনি জামি আল-মানসূরের খতীব ছিলেন। যারা লম্বা টুপি পরিধান করতেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইবন রাযকুইয়াহ্ ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আল্-খাতীব হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি ইবনুদ-দামিগানী ও ইবন মাকূলার দরবারে হাযির হন, তারা দুইজনেই তাকে গ্রহণ করেন। তিনি আশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং বিশরে হাফীর কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন শারাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন শারাহ ইবন জাফর আল্-ইসফাহানী। তিনি দাজীলে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি আবূ আমর ইবন মাহদী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বাগদাদে ইন্‌তিকাল করেন এবং ওয়াসিতের একটি প্রদেশ দাজীলে তাকে স্থানান্তর করা হয়। মহাপবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জ্ঞাত।

হিজরী চারশ পঁয়ষট্টি (৪৬৫) সাল

এ বছরের মুহাররম মাসের ১১ তারিখ বৃহস্পতিবার আবুল ওফা আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আকীল আল্-আকীলী আল্-হাম্বলী সরকারি কার্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে একটি কিতাব লিখেন। তিনি যে মুতাযিলী মতবাদ থেকে তাওবা করেছেন, এতে তার বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। মানসূর হাল্লাজ যে সঠিক, সরল ও সত্য পথে ছিলেন, এরূপ মতবাদ থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এ ব্যাপারে তিনি যেসব ছোট-খাট কাজ করেন, তার

থেকেও প্রত্যাবর্তন করেছেন বলে ঘোষণা দেন। আর মানসূর হাল্লাজকে তার যিন্দীকী বা ভ্রান্ত আকীদার জন্যে তার যুগের উলামায়ে কিরামের ইজমার ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছিল। তার হত্যার ব্যাপারে এবং যেসব ব্যাপারে তাকে তারা অপবাদ দিয়েছিলেন, তাতে আলিমগণ সঠিক ছিলেন। আর তিনি ছিলেন বেঠিক-ভ্রান্ত। লেখকদের একটি বড় দল তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আবুল ওফা সরকারি কাজ থেকে ইস্তফা দেন এবং আবূ জাফরের ব্যক্তিগত দপ্তরে কাজে যোগদান করেন। তিনি তাকে সালাম দেন। তার সাথে মীমাংসা করেন এবং তার কাছে ওজর পেশ করেন, তখন তিনি তাকে সম্মান করেন।

আস্-সুলতান আলাপ আরসালানের ওফাত ও তাঁর পুত্র মালিকশাহের আল্-মালিক উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ

এ বছরের প্রথমদিকে সুলতান বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করেন। তিনি মাওরাউন নাহারের দেশগুলোতে প্রথমত যুদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। কোন এক মনযিলে তিনি ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তির সাথে ক্রোধান্বিত হন, সেই ব্যক্তিটির নাম ছিল ইউসুফ আল-খাওয়ারযামী। ইউসুফকে সুলতানের সামনে দাঁড় করানো হলে সুলতান এমন সব কাজ সম্পর্কে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন, যা সে করেছিল। অতঃপর তিনি হুকুম দিলেন তার জন্যে যেন চারটি পেরেক মারা হয় এবং এগুলোতে তাকে শূলে চড়ানো হয়। সে তখন সুলতানকে বলে, হে কাপুরুষ! আমার মত লোককে কি এভাবে হত্যা করতে হয়? এতে সুলতান আরো রাগান্বিত হন এবং তাকে ছেড়ে দিতে আদেশ দেন। তিনি ধনুক হাতে নেন এবং তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। ইউসুফ সুলতানের দিকে এগিয়ে আসে। সুলতান তার ভয়ে সিংহাসন থেকে উঠে পড়েন এবং নিচে নেমে আসার প্রস্তুতি নেন। অমনি তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। ইউসুফ তাঁকে হাতের নাগালে পেয়ে যায়। সে তাঁকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে। এ খঞ্জরটি সে তার কোমরে লুকিয়ে রেখেছিল। এভাবে সে সুলতানকে হত্যা করে। সেনাবাহিনীর লোকেরা ইউসুফকে ধরে ফেলে এবং তাকে হত্যা করে। সুলতান মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ শনিবার তিনি ইন্তিকাল করেন।

এরূপও বলা হয়ে থাকে যে, বুখারার বাসিন্দাদের হয়ে যখন সুলতানের সেনাবাহিনী পথ অতিক্রম করছিল, তখন তারা তাদের বহু ক্ষতিসাধন করে। তখন তারা তার জন্য বদদু'আ করেছিল। এজন্যে তিনি পরে ধ্বংস হয়ে যান। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তার পুত্র মালিকশাহ সিংহাসনে বসেন এবং আমীরগণ তার সামনে দন্ডায়মান হন। উযীর নিযামুল মুলক তখন তাকে বলেন : হে সুলতান! আপনি কথা বলুন। তিনি বলেন : আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন আমার পিতা, মধ্যম আমার ভাই এবং সকলের ছোট আমার পুত্র। অচিরেই আমি আপনাদের সাথে এমন ব্যবহার করব, যা পূর্বে কোনদিনও করিনি। তখন তারা সকলে চুপচাপ থাকে। তিনি তার বাণীটি আবার বললে তারা উত্তর দিলেন : بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ বলে।

অর্থাৎ "আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং পালন করে চলব।" তিনি একটি লম্বা জামা পরিধান করেন, যা উযীর নিযামুল মুলক তাঁর জন্যে বানিয়ে নিয়েছিলেন।

এরপর তিনি সেনাবাহিনীর রেশনে সাত লাখ দীনার বৃদ্ধি করেন। উপস্থিত জনতা 'মারভ' শহরের দিকে রওয়ানা হয় এবং সেখানে তারা সুলতানকে দাফন করে। বাগদাদবাসীদের কাছে যখন তার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে, তখন জনগণ তার জন্য শোক প্রকাশ করে এবং বাজারে বেচাকেনা বন্ধ করে দেয়। খলীফাও তার জন্যে আফসোস করেন। সুলতানের কন্যা খলীফার স্ত্রীকে তোহফা হিসেবে তার বস্ত্র দান করেন এবং নিজে মাটিতে বসে যান। মালিকশাহ নিজের পিতার জন্যে শোক প্রকাশ করে খলীফার কাছে পত্র লিখেন এবং ইরাক ও অন্যান্য জায়গায় তার পিতার নামে খুতবা পাঠ করা ও দু'আ করার জন্যে আহ্বান জানান। খলীফা তা করেন। মালিকশাহ উযীর নিযামুল মুলককে দামী-দামী উপঢৌকন প্রদান করেন এবং বহু তোহফাও প্রদান করেন। এর মধ্যে ছিল বিশ হাজার দীনার। আর তাকে সৈন্যদের 'আতাবেক' উপাধিতে ভূষিত করেন অর্থাৎ সৈন্যদের পিতৃ সমতুল্য বড় আমীর। তারপর তিনি উত্তম ব্যবহার করেন। আলাপ আরসালানের ভাই কারুতের কাছে যখন ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ভাইয়ের পুত্র মালিকশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রওয়ানা হন। দুইজন মুখোমুখি হলে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কারুতের সাথীরা পরাজিত হয় এবং সে নিজেও বন্দী হয়। তার ভাইয়ের পুত্র তার পরাজয় সম্বন্ধে তাকে অবহিত করেন। এরপর তিনি তাকে গ্রেফতার করেন এবং তার কাছে তার হত্যাকারীকে প্রেরণ করেন।

এ বছর আল-কারখের বাসিন্দা, বাবুল বসরার বাসিন্দা, খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী ধর্মযাজকদের আশ্রমগুলোর মধ্যে বিরাট ফিত্না দেখা দেয়। তারা পরস্পর হানাহানি ও মারামারি করে। তাদের মধ্য হতে অনেক লোক নিহত হয়। আল্-কারখের একটি বিরাট অংশ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আল-কারখের বাসিন্দাদের অভিভাবক বাবুল বসরার বাসিন্দাদের থেকে প্রতিশোধ নেন। তাদের কৃতকর্মের জরিমানা স্বরূপ বহু সম্পদ তিনি তাদের থেকে আদায় করেন। এ বছর বায়তুল মুকাদ্দাসে আব্বাসী খিলাফতের আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছর সমরকন্দের শাসক মুহাম্মদ আল্তাকীন তিরমিয শহর দখল করেন। আর এ বছর আবুল গানায়ম আলভী লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আস্-সুলতান আলাপ আরসালান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আস-সুলতান আলাপ আরসালান ইবন দাঊদ জুগরীবেক ইবন মীকাঈল ইবন সালজূক আত্-তুর্কি। তার উপাধি ছিল 'সুলতানুল আলাম'। তিনি বিস্তীর্ণ ভূভাগের শাসক ছিলেন। যিনি তার চাচা তাগার লাবাকের পরে ৭ বছর ৬ মাস কয়েক দিন বাদশাহ ছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তিনি জনগণের সাথে সুমধুর আচরণ করতেন।

তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল ও দানশীল, প্রজাবর্গের প্রতি মেহেরবান, গরীবের বন্ধু, পরিবার-পরিজন, সাথী-সঙ্গী ও দাসদাসীদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ। তিনি তার প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত স্থায়ী হবার জন্য আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রার্থনাকারী ও সদকা-খয়রাত প্রদানকারী ছিলেন। তিনি প্রতি রমযান মাসে ১৫ হাজার দীনার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তার যুগে কোন অপরাধ কিংবা অপরাধের জন্যে জরিমানাও ছিল না। প্রজাবর্গ বছরে দুই কিস্তিতে শুধুমাত্র খারাজ আদায় করতো। এভাবে তাদের প্রতি বিনম্র ব্যবহার করা হতো। একবার একজন রাজস্ব কর্মচারি তাঁর উযীর নিযামুল মুলক সম্বন্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ পেশ করে এবং বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত তার অবৈধ সম্পদের কথা উল্লেখ করে। তখন তিনি তাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে বলেন : দেখ, যদি এ অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে তুমি তোমার চরিত্র উন্নত কর এবং তোমার অবস্থার সংশোধন কর। আর যদি এ অভিযোগ মিথ্যা হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আবেদনকারীর ত্রুটি মার্জনা করবে। তিনি প্রজাবর্গের সম্পদ সুরক্ষায় ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। একবার তার কাছে সংবাদ আসে যে, তার একজন গোলাম তার কোন এক সঙ্গীর চাদর নিয়ে নিয়েছে। তখন তিনি তাকে শূলে চড়ান। আর তাকে এরূপ কঠোর শাস্তি এজন্যে দেন, যাতে সমস্ত ক্রীতদাস এহেন গর্হিত কাজ হতে বিরত থাকে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর যেসব ছেলে-মেয়ে রেখে যান, তারা হলেন :

১. মালিকশাহ, ২. ইয়ায, ৩. নাকশির, ৪. বূরীবরস, ৫. আরসালান, ৬. আরগু, ৭. সারাহ, ৮. আয়েশা, ও অন্য দুই মেয়ে। এ বছরে তিনি ৪১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং 'রায়' শহরে তাকে তার পিতার কাছে দাফন করা হয়।

আবুল কাসিম আল্-কুশায়রী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল—আবুল কাসিম আবদুল করিম ইবন হাওয়াযিন ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন তালহা আল্-কুশায়রী। তিনি ছিলেন 'الرسالة' গ্রন্থের লেখক। তাঁর মাতা ছিলেন বনূ সালিমের অন্তর্ভুক্ত। তার পিতা যখন মারা যান, তখন তিনি ছিলেন শিশু। এরপর তিনি সাহিত্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি শায়খ আবূ আলী আদ্-দাকাক-এর সংস্পর্শে ছিলেন। আবূ বকর ইব্ন ফাওরাক-এর কাছে তিনি ইলমে কালাম অধ্যয়ন করেন। তিনি আবূ বকর ইবন মুহাম্মদ আত্-তূসী-এর কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আত্-তাফসীর এবং আর-রিসালাত রচনা করেন। সৎ শায়খদের একটি দল 'আর-রিসালাত' কিতাবটি তরজমা করেন। ইমামুল হারামায়ন ও আবূ বকর আল্-বায়হাকীর সাথে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি জনগণকে সৎ উপদেশ প্রদান করতেন। এ বছরে তিনি ৭০ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর শায়খ আবূ আলী আদ-দাকাকের পাশেই তিনি সমাহিত হন। তাঁর কিতাব-ঘরে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে কয়েক বছর যাবত তার পরিবারের কেউ প্রবেশ করেনি। তাঁর ছিল মাত্র একটি ঘোড়া। এ ঘোড়াটি তাকে হাদীয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। তিনি এটাতে আরোহণ করতেন। যখন তিনি ইন্তিকাল করেন, তখন ঘোড়াটি

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন প্রকার ঘাস খায়নি। ফলে, কিছুদিন পর ঘোড়াটি মারা যায়। এ তথ্য ইবনুল জাওযী পরিবেশন করেছেন।

ইবন খাল্লিকান তাঁর খুবই প্রশংসা করেন। তিনি তার কিছু কবিতা পেশ করেন। তিনি বলেন :

سَقَى اللّٰهُ وَقْتًا كُنْتُ اَخْلُوْ بِوَجْهِكُمْ - وَثَغْرُ الْهَوَى فِيْ رَوْضَةِ الأُنْسِ ضَاحِكُ
اَقَمْنَا زَمَانًا وَالْعُيُوْنُ قَرِيْرَةٌ - وَاَصْبَحْتُ يَوْمًا وَالْجُفُوْنُ سَوَافِكُ

"আল্লাহ (তোমাকে ও আমাকে) পরিতৃপ্ত করুন ঐ সময়ের খাতিরে, যখন আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করছিলাম। অন্যদিকে প্রবৃত্তির দাঁত প্রেম-প্রীতির বাগানে হাসছিল। বড় একটি সময় আমি অবস্থান করছিলাম, তখন আমার চোখগুলো ছিল সুখে ও শান্তিতে। তারপর একদিন আমি এমন হয়ে গেলাম যে, চোখের পাতাগুলো অশ্রু সজল হয়ে গেল।"

তিনি বলেন :

لَوْ كُنْتَ سَاعَةَ بَيْنِنَا مَا بَيْنَنَا - وَشَهِدْتَ حِيْنَ فَرَاقِنَا التَّوْدِيْعَا
اَيْقَنْتَ اِنَّ مِنَ الدَّمُوْعِ مُحَدِّثًا - وَعَلِمْتَ اِنَّ مِنَ الْحَدِيْثِ دَمُوْعًا -

"আমাদের মাঝে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে, যদি তুমি ঐ মুহূর্তে সেখানে থাকতে এবং আমাদের পৃথক হওয়ার সময় আমাদের বিদায় হওয়ার দৃশ্যটি যদি তুমি অবলোকন করতে, তাহলে তুমি সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারতে যে, কোন কোন অশ্রুজল বাণী বাহক হয়ে থাকে। আবার এটাও তুমি জানতে পারতে যে, কোন কোন বাণীও কোন সময় অশ্রু নিয়ে আসে।"

তিনি আরো বলেন :

وَمَنْ كَانَ فِيْ طَوْلِ الْهَوَى ذَاقَ سَلْوَةً - فَاِنِّيْ مِنْ لَيْلَى لَهَا غَيْرُ ذَائِقٍ
وَاَكْثَرُ شَيْئٍ نِلْتُهُ مِنْ وِصَالِهَا - اَمَانِيّ لَمْ تُصْدَقْ كَخَطْفَةِ بَارِقٍ .

"যে ব্যক্তি জীবনের যৌবনে সালওয়া বা মুফত খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেছে, তাকে আমি অবগত করছি যে, আমি আমার যৌবনে তার স্বাদ গ্রহণকারী নই। তার সংস্পর্শে আমি অত্যধিক যাকিছু অর্জন করেছি, তা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা; যা সত্যে পরিণত হবার নয়, যেমন উজ্জ্বলতর আলোকচ্ছটা।"

ইবন সাররা বায়ার

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ মনসূর আলী ইবনুল হুসায়ন ইবন আলী ইবনুল ফযল আল্-কাতিব। তিনি একজন কবি ছিলেন এবং ইবন সাররা বায়ার নামে পরিচিত ছিলেন। নিযামুল মুলক তাকে বলতেন : তুমি হচ্ছ সাররা দারা, সাররা বায়ারা নও। কোন এক ব্যক্তি তার বদনাম করে বলে :

لَئِنْ لَقَّبَ النَّاسُ قِدَمًا اَبَاكَ – وَسَمُّوهُ مِنْ شُحِّهِ صَرَّ بَعَرًا
فَاِنَّكَ تَنْشُرُ مَا سَرَّهُ – عُقُوقًا لَهُ وَتُسَمِّيهِ شِعْرًا ـ

"যদি জনগণ অতীতে তোমার পিতার এরূপ উপাধি দিয়ে থাকে এবং তার কৃপণতার জন্যে তার নাম দিয়ে থাকে 'সাররা বায়ারা',

"তাহলে তুমি তার অবাধ্যতা করে সে যা কৃপণতা করে জমা রেখেছে তুমি তা ছড়িয়ে দেবে, আর তার নাম রাখবে শেরান অর্থাৎ কবিতা।"

ইবনুল জাওযী বলেন : তাকে এরূপ দোষারোপ করা বড় অন্যায়। কেননা তার কবিতাগুলো খুবই চমৎকার এরপর তিনি তার কিছু কবিতা উপস্থাপন করেন। তার মধ্য থেকে নিচে কিছু উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন :

أَيُّهَ اَحَادِيْثُ نُعْمَانٍ وَسَاكِنُهُ – اِنَّ الْحَدِيْثَ عَنِ الاَحْبَابِ اَسْمَارُ
أُفَتِّشُ الرِّيْحَ عَنْكُمْ كُلَّمَا نَفَحَتْ – مِنْ نَحْوِ اَرْضِكُمْ مِسْكًا وَمِعْطَارُ ـ

"হে নুমানের বর্ণিত হাদীসসমূহ ও তার বাসস্থান! তোমরা জেনে রেখো, সাধারণ বন্ধুবান্ধব থেকে বর্ণিত হাদীস কিচ্ছা-কাহিনী ভিন্ন আর কিছু নয়।

"তোমাদের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে যখন হাওয়া প্রবাহিত হয়, তখন আমরা তালাশ ও পর্যবেক্ষণ করে থাকি, এটা যেন মিশ্‌ক ও আতর মিশ্রিত সুগন্ধিযুক্ত হাওয়া হয়।"

তিনি বলেন : তিনি কুরআন হিফয করেন এবং ইবন শীরান ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তিনি বহু হাদীস বর্ণনাও করেছেন। একদিন তিনি তার মাতাসহ চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করেন এবং আশ-শুলুনিযীয়াহ নামক স্থানে হোঁচট খেয়ে তারা বাহন থেকে নিচে একটি কূপে পড়ে যান এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। বারার নামক স্থানে তাদেরকে দাফন করা হয়। আর এ ঘটনাটি এ বছরের সফর মাসে সংঘটিত হয়। ইবনুল জাওযী বলেন : ইবন আকীল-এর ন্যায় আমি কুরআন অধ্যয়ন করেছি। 'লাররা বায়ার' আর-রুসাকায় আমাদের পড়শী ছিলেন। তার প্রতি শিরকের অপবাদ দেয়া হতো। ইবন খাল্লিকান তার কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করেছেন। আর এ বিষয়ে তার পারদর্শিতা রয়েছে বলে প্রশংসা করেছেন। তার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

মুহাম্মাদ ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল হুসায়ন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুস সামাদ ইবন আল্-মুহতাদী বিল্লাহ। তিনি ইবনুল আরীফ বলে পরিচিত ছিলেন। ৩৭০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আদ্-দারা কুত্‌নী থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি এ দুনিয়ায় সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি দারা কুত্‌নী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইবন শাহীন থেকেও হাদীস শুনেন এবং একক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। আর অন্যান্য থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবী ও দীন ইসলামের হুকুম-আহ্কাম পালনকারী। তিনি বেশি

বেশি করে সালাত ও সিয়াম আদায় করতেন। তাকে বনূ হাশিমের রাহিব বা পাদ্‌রী (সংসার-ত্যাগী) বলা হতো। তিনি গভীর জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যধিক কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন বিনম্র আত্মার অধিকারী। তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রগণ তাঁর কাছে আগমন করতো। এরপর তাঁর শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়। তিনি লোকজনকে পড়ে শুনাতেন। তাঁর একটি চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন থেকে বক্তৃতা দেয়া শুরু করেন, যখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। তিনি বিচারকদের কাছে সাক্ষ্য দান করেন ৪০৬ হিজরীতে এবং নিজে বিচারকের আসন গ্রহণ করেন ৪০৯ হিজরীতে। জামিউল-মানসূরে এবং জামিউর-রুসাফায় ৭৬ বছর যাবত তিনি খুত্‌বা প্রদান করেন। তিনি ৬০ বছর যাবত বিচারকের আসনে স্বীয় কর্তব্য পালন করেন। এ বছরে যুল-কাদাহ মাসের শেষের দিকে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। তিনি ৯০ বছর হায়াত পান। তাঁর জানাযার দিনটি ছিল জুমুআর দিন। তার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বহু সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখেছেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা রহম করেন ও ক্ষমা করুন।

হিজরী চারশ ছেষট্টি (৪৬৬) সাল

এ বছরে সফর মাসে খলীফা একটি সাধারণ বৈঠক আহ্বান করেন। এ বৈঠকের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর নাতী আবুল কাসিম আল্‌-আমীর ইদ্দাতউদ্দীন আবদুল্লাহ ইবন আল্‌-মুহ্‌তাদী বিল্লাহ। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আঠার বছর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ। দেশের আমীর ও প্রধানগণ জমায়েত হয়েছিলেন, খলীফা নিজহাতে সুলতান মালিক শাহের ঝান্ডা বেঁধে দেন। দিনটিতে ছিল অত্যন্ত ভীড় এবং জনগণ একজন অন্যজনকে সম্ভাষণ জানান।

ডুবন্ত বাগদাদ

এ বছরের জমাদিউস সানী মাসে বাগদাদে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং বাগদাদে সর্বাত্মক বন্যা দেখা দেয়। দজলা নদীর পানি বেড়ে গিয়ে বিপদসীমা আতিক্রম করে ও তীর ভেসে যায় এবং বিরাট বন্যার সৃষ্টি হয়। বাগদাদের একটি বিরাট অংশ তলিয়ে যায়। রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে যায়। হেরেমের মহিলারা নগ্ন চেহারায় প্রাসাদ ত্যাগ করে দজলা নদীর পশ্চিম তীরে চলে যান। খলীফা তার বাসস্থান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন পন্থা না পেয়ে থেমে যান। এরপর তাঁর একজন সেবক তাকে কাঁধে বহন করে 'আন-নাজে' নিয়ে যায়। এটা ছিল একটি মহাদুর্যোগের দিন এবং একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। জনগণের বিশাল সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়। বাগদাদবাসীদের বহুলোক, বিশেষ করে অসচ্ছল লোকেরা জরাজীর্ণ দেয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। বন্যার স্রোতের তোড়ে বহু গাছপালা, কাঠ-বাঁশ, জন্তু-জানোয়ার, গৃহপালিত

ও বুনো গবাদি পশু এবং সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি ভেসে যায়। দজলা নদীর দুইপাড়েই বহু ঘরবাড়ি ডুবে যায় ও ধসে পড়ে। অনেক কবরস্থান ডুবে যায়। তার মধ্যে খায়যুরানের কবর ও আহমাদ ইবন হাম্বলের কবর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্-আদ্দী হাসপাতালের জানালা দিয়ে পানি ঢুকে পড়ে এবং হাসপাতালের সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। আল্-মূসেলে বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। সানজারের চারপাশে বন্যা কঠোর আঘাত হানে। তাতে দেয়ালগুলো ধসে যায়। বন্যার স্রোতের তোড়ে তার দরজা নিজ জায়গা থেকে ভেসে ১২ মাইল দূরে চলে যায়।

এ বছরের যিলহজ্জ মাসে বসরা ভূখন্ডে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। তাতে প্রায় দশ হাজার খেজুরগাছ উপড়িয়ে যায়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য :

আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান আস-সিমনানী

তিনি একজন হানাফী ও আশ্আরী ফিকহশাস্ত্রবিদ ছিলেন। ইবনুল জাওযী বলেন : এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা যে, প্রধান বিচারপতি ইব্নুদ-দামিগানী 'আল্লামা সিমনানীর কন্যাকে বিয়ে করেন এবং তাকে প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন খুবই বিশ্বাসী, তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত। তার বয়স ৮০ বছর অতিক্রম করেছিল।

আবদুল আযীয ইবন আহমাদ ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : হাফিয আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবন আহমাদ ইবন আলী ইবন সুলায়মান আল-কাত্তানী আদ-দামেশকী। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেছেন। তিনি হাদীস মুখস্থ শুনাতেন। তাঁর থেকে আল্-খাতীবও একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন বলে সূত্রের মাধ্যমে জানা যায়। তিনি তাঁর শহরে মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য।

আল্-মাওরাদীয়াহ

ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ছিলেন বসরার অধিবাসিনী, একজন সতী-সাধবী বৃদ্ধা। নারীরা তার থেকে নসীহত গ্রহণ করতেন। তিনি হাদীস লিখতেন এবং পড়তেন। তিনি তার জীবনের পঞ্চাশটি বছর দিনে রোযা ভঙ্গ করেননি এবং রাতে ঘুমাননি। তিনি তরকারি রুটি দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতেন। তিনি শুকনা ডুমুর খেতেন, তাজা ডুমুর খেতেন না। তিনি কিছু আঙুর কিছু যয়তুনের তেল আহার করতেন। তিনি কোন কোন সময় কিছু গোশতও আহার করতেন। যখন তিনি ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর শহরবাসীরা তাঁর জানাযায় শরীক হন এবং সৎলোকদের গোরস্থানে তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় দাফন করেন।

হিজরী চারশ সাতষট্টি (৪৬৭) সাল

এ বছরের সফর মাসে খলীফা আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ্ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে তাঁর গলা ফুলে যায়। কিন্তু তিনি (প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি) সিঙ্গা লাগানো হতে বিরত থাকেন। উযীর ফখরুদ্-দৌলাহ্ তাকে সিঙ্গা লাগানোর জন্যে বার বার অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তবুও তা থেকে বিরত থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাযী হন এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। জনগণ খলীফার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা খলীফার সুস্থতায় খুবই আনন্দিত হয়। এ মাসে বিরাট বন্যা দেখা দেয়। জনগণ মহাবিপর্যয়ের শিকার হয়। বাগদাদের অধিকাংশ স্থাপনাই পূর্বের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রায় স্থাপনাগুলোই নির্মাণাধীন, ঠিক তখনই দ্বিতীয় বিপর্যয় দেখা দেয়। লোকজন ময়দানে বের হয়ে পড়ে। তারা পাহাড়ে, টিলায়, খোলা আকাশের নিচে বসবাস শুরু করে দেয়। অন্যদিকে সমতল অঞ্চলে আবার প্রচন্ড মহামারী দেখা দেয়। এ মহামারীতে বাসিন্দাদের প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। অনুরূপভাবে ওয়াসিত, বসরা, খুজিস্তান, খোরাসান ও অন্যান্য এলাকায় জনগণ এরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আল্-খলীফা আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ্র মৃত্যু

সাধারণ বিপর্যয়ের বছর থেকে অর্শরোগগ্রস্ত খলীফা রজব মাসের ২৮ তারিখ বৃহস্পতিবার যখন সিঙ্গা লাগনোর অনুমতি দিলেন ও সিঙ্গা লাগানো হলো, এরপর তিনি নিদ্রা গেলেন এবং রক্ত বের হতে লাগলো। তিনি তখন জেগে উঠেন কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের দরুণ তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং নিরাশ হয়ে যান। তখন তার পৌত্রকে ডাকা হলো এবং তাকে পুনরায় যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : ইদ্দাতুদ্দীন আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল্-কায়িম। তাঁর কাছে কাযীগণকে ও ফিকহ্বিদগণকে উপস্থিত করা হলো। তাঁর পরে তাঁর পৌত্রকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণায় দ্বিতীয়বার তাদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো। তারা তখন সাক্ষ্য প্রদান করলেন। এরপর তিনি শাবান মাসের তের তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ৯৪ বছর ৮ মাস ৮ দিন বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তার খিলাফতের সময়কাল ছিল ৪৪ বছর ৮ মাস ২৫ দিন। এর পূর্বে আব্বাসী খলীফাদের কেউ এত অধিক বছর খলীফা ছিলেন না। তাঁর পিতার খিলাফতের সময়কাল চল্লিশ বছরে পৌঁছেছিল। তাদের দুইজনের খিলাফাতকাল ছিল ৮৫ বছর কয়েক মাস। আর এটা বনূ উমাইয়ার সমস্ত খলীফার খিলাফতকালের প্রায় সমান। আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ্ ছিলেন সচ্চরিত্রবান, সুন্দর ও সৌন্দর্যময় চেহারার অধিকারী। তিনি ছিলেন লোহিত বর্ণ মিশ্রিত সাদা ও ফর্সা। তিনি ছিলেন শুদ্ধভাষী, পরহেযগার, সংযমী, সাহিত্যিক, লিখক, কবি ও উত্তম ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। পূর্বে তার কিছু কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তখন কবিতা লিখেছিলেন যখন তিনি চারশ পঞ্চাশ সনে আনাহ্ নামক স্থানের হাদীসায়

নির্বাসনে অবস্থান করছিলেন। এটা ছিল এমন একটি জায়গা, যেখানে নতুন বিজিত জায়গা থেকে চতুষ্পদ জন্তুগুলো রাখা হতো। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী। মৃত্যুর পর খলীফার অসীয়ত অনুযায়ী আবূ জা'ফর ইবন আবূ মূসা আল-হাম্বালী তাকে গোসল দেন। গোসল দেয়ার জন্য সেখানে যেসব আসবাবপত্র ও সহায়-সম্পদ ছিল, সেগুলো নিয়ে নেয়ার জন্যে তার কাছে পেশ করা হলে তিনি এগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। উল্লেখিত বৃহস্পতিবার সকালে খলীফার জানাযা পড়া হয় এবং তার বাপদাদাদের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। অতঃপর তার লাশ আর-রুসাফায় স্থানান্তর করা হয়। তার সেখানকার কবরটি আজ পর্যন্ত যিয়ারত করা হয়। খলীফার মৃত্যুর দিন তার মৃত্যুর কারণে বাজারসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। টাট ঝুলানো হয়। হাশিমী ও অন্যান্য গোত্রের নারীরা তার জন্যে বিলাপ শুরু করে। উযীর ইবন জাহীর ও তার ছেলে শোক করার জন্য মাটিতে বসে পড়েন। জনগণ তাদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়তে থাকে, দিনটিতে ছিল খুবই গরম। এরূপ অবস্থা তিনদিন বিরাজ করে। বনূ আব্বাসের মধ্যে তিনি ধর্ম, আকীদা ও রাজ্য শাসনের দিক দিয়ে উত্তম খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্-বাসাসীরীর ফিতনার সময় তাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার কারণে তাকে ঘর থেকে বহিষ্কার হতে হয়, পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়ে ও গৃহ থেকে আলাদা থাকতে হয়। তিনি আনাহ নামক স্থানের হাদীসায় নির্বাসনে পুরো একটি বছর অতিবাহিত করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামত ও খিলাফত খলীফাকে ফেরত দেন। কবি বলেন :

فَاَصْبَحُوْا قَدْ اَعَادَ اللّٰهُ نِعْمَتَهُمْ - اِذْهُمْ قُرَيْشٌ وَاِذْمَا مِثْلُهُمْ بَشَرٌ

"অতঃপর তারা এমন অবস্থায় পরিণত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিয়ামত ফেরত ছিলেন। তারা কুরায়শ হোক কিংবা তাদেরই ন্যায় মানুষ হোক।"

এ ব্যাপারে তার সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা সা'দ-এর ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ -

"আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তাঁর আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়। এরপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হলো।"

সূরা সা'দে মুফাসসিরগণ যা উল্লেখ করেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার লেখক বর্ণনা করেছেন এবং ৪৫০ ও ৪৫১ হিজরীতে সংঘটিত বাসাসীরীর ফিত্না বর্ণনাকালে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রেখেছেন।

আল্-মুক্তাদী বিআমরিল্লাহ-এর খিলাফত

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল কাসিম ইদ্দাতুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবন আল্-আমীর যখীরাতুদ্দীন আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবন আল্-খলীফা আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ ইবন আল্-কাদির আব্বাসী।

তার মাতা ছিলেন আরমানী এবং তাঁর নাম ছিল আরজুয়ান। তাকে ডাকা হতো 'কুর্রাতুল আয়ন' বলে। তিনি তার ছেলের খিলাফতকাল পান, তারপর তার দুই ছেলে আল্-মুস্তাযহার ও আল-মুসতারশীদের খিলাফতকালও পান। তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তার পিতা ইন্তিকাল করেন। গর্ভের সন্তানটি যখন পুত্র সন্তানরূপে ভূমিষ্ট হয়, তখন তাঁর দাদা ও মুসলমানগণ অত্যন্ত খুশি হন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আল-কাদীরী গৃহে খিলাফতের সিলসিলা অব্যাহত রেখে মুসলমানদের হিফাযত করেছেন। আর কাদীরী বংশধর ব্যতীত অন্যরা বাজারে বাজে কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, সাধারণ জনগণের সাথে মেলামেশা করতো। এ ধরনের লোকদের প্রতি খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করাকে জনগণ ঘৃণার চোখে দেখতো। এ নবজাতক তার দাদা আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ্-এর কোলে বড় হতে লাগলেন। তাঁর ও তাঁর মত অন্যান্যদের উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যায় তিনি লালন পালন করলেন। তিনি তাঁকে উত্তম আচরণের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা।

আল্-মুকতাদীকে যখন যুবরাজ ঘোষণা করো হয়, তখন তার বয়স ছিল মাত্র একুশ বছর। তিনি দেহের গঠন ও চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তমমানের সুন্দর ছিলেন। এ বছরের শাবান মাসের তের তারিখ শুক্রবার দিন তার প্রতি বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সময় তিনি সাদা জামা, সাদা চিকন পাগড়ি এবং আপদমস্তক মোড়ানো চাদর পরিধান করে রাজপ্রাসাদে রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। উযীরগণ, আমীরগণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দলে দলে আগমন করেন এবং তার নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম যিনি বায়আত করেছিলেন, তিনি ছিলেন আশ্-শরীফ আবূ জাফর ইবন আবূ মূসা হাম্বলী। তিনি কবির ভাষায় কবিতা পাঠ করেন : إذَا سَيِّدٌ مِنَّا مَضَى قَامَ سَيِّدٌ "যখন আমাদের থেকে এক সর্দার চলে গেলেন, তখন অন্য এক সর্দার দন্ডায়মান হলেন।"

অতঃপর তিনি কাঁপতে থাকেন এবং তাঁর কথা ভয়ে আটকিয়ে যায়। এরপর তিনি বুঝতে পারেননি কি ঘটনা ঘটেছে। তখন খলীফা বলেন : قَـوُلٌ بِمَـا قَالَ الْكِرَامُ فَعُـوُلٌ "গুণীজনেরা যেরূপ বলেছে, সেইরূপ বল ও কাজ কর।"

শিক্ষাবিদদের মধ্যে যারা তার বায়আত গ্রহণ করেন, তারা হলেন : আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযী, আশ-শায়খ আবূ নসর ইবন আস-সাব্বাগ, দুইজনই শাফিঈ মাযহাবলম্বী ছিলেন, আশ্-শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আত্-তামীমী আল্-হাম্বলী। এরপর যুবরাজ ঘর থেকে বের হন এবং লোকজনকে নিয়ে সালাতে আসর আদায় করেন। একঘণ্টা পর তিনি তার দাদার কফিনটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে কোন প্রকার আওয়ায ও বিলাপ ব্যতীত বের করে নিয়ে আসেন। তাঁর জন্য সালাতে জানাযা আদায় করেন এবং কবরস্থানে বহন করে নেন। আল্-মুকতাদী ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং বাহাদুর। তার খিলাফতকালের দিনগুলো ছিল বরকতময় ও পূণ্যময়। খাদ্য সরবরাহ ছিল প্রচুর এবং তাঁর খিলাফতকাল ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। অন্যান্য রাজা- বাদশাহরা তার সামনে নিজেদেরকে ছোট মনে করতো এবং তাঁর সামনে নত হয়ে

থাকত। মক্কা ও মদীনায় তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস ও সমগ্র সিরিয়ায় তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তার আমলে মুসলমানগণ দুশমনের হাত হতে আর-রুহা' ও 'ইন্তাকিয়া' পুনরুদ্ধার করে। বাগদাদ ও অন্যান্য শহর আবাদ করা হয়। ইবন জাহীরকে তিনি উযীর নিযুক্ত করেন। এরপর আবূ শুজাকে উযীর নিযুক্ত করেন। অতঃপর ইবন জাহীরকে দ্বিতীয়বার উযীর নিযুক্ত করেন। আদ্-দামিগানীকে কাযী নিযুক্ত করেন। এরপর আবূ বকর আশ্-শাশীকে কাযী নিযুক্ত করেন। তারা ছিলেন উত্তম কাযী ও উযীরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র জন্যে সমস্ত প্রশংসা।

এ বছরের শাবান মাসে তিনি গুনাহের কাজে লিপ্ত ব্যভিচারীদেরকে বাগদাদ থেকে বের করে দেন এবং তাদেরকে আদেশ করেন, তারা যেন নিজেদের অপমান ও লাঞ্ছনার ঘোষণা দেয় ও স্বীকার করে। তিনি শরাবখানাসমূহ, বেশ্যালয়সমূহ এবং গান-বাজনার আড্ডাখানাসমূহ ভেঙ্গে দেন। আর তাদেরকে দজলার পশ্চিম তীরে অপমান ও অপদস্থতার জীবন নির্বাহ করার অনুমতি দেন। তিনি পায়রার খোপগুলো ভেঙে দেন এবং এগুলো দিয়ে খেলা করতে নিষেধ করেন। জনগণকে গোসলখানায় পর্দা করার নির্দেশ দেন, আর গোসলখানায় মালিকদেরকে দজলায় বর্জ্য ফেলতে নিষেধ করেন এবং পানীয় জল পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যে গোসলখানার ময়লা পানি দজলায় ফেলতে নিষেধ করেন। এ বছরের শাওয়াল মাসে বাগদাদের বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। এমনকি রাজপ্রাসাদেও অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়; ফলে বহু ঘরবাড়ি ও দোকানপাট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওয়াসিতের নয়টি স্থানেও অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকান্ডে ৮৪টি ঘর ও ৬টি কারখানা পুড়ে যায়। এছাড়াও আগুনে বহু মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এ বছরে আস-সুলতান মালিকশাহের বিরুদ্ধে শত্রুরা ওঁতপেতে বসে যায়। জ্যোতিষী বিজ্ঞানীদের একটি বড় দল মালিকশাহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এভাবে তারা তাঁর বিরুদ্ধে তৎপর থাকে আর তিনি যখন মারা যান তখন তাদের এ পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

এ বছরের যিলহজ্জ মাসে মিসরীয়দের পক্ষে পুনরায় খুত্বা পাঠ করা হয় এবং আব্বাসীয়দের পক্ষে খুত্বা বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় মিসরের শাসনকর্তার শক্তি বৃদ্ধি পায়, যা পূর্বে ছিল দুর্বল। এরপর যখন জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পায়, তখন জনগণ আবার আব্বাসীদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং দেশে সুখের জীবন যাপন শুরু করে। ৪০ বছর ৫ মাস পর্যন্ত মক্কায় আব্বাসীয়দের পক্ষে খুত্বা পাঠ করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পরে দেখতে পাবো। এ মাসে মহামারী প্রকট আকার ধারণ করায় এবং দজলার পানি হ্রাস পাওয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আশ্-শারীফ আবূ তালিব আল্-হুসায়নী ইবন মুহাম্মাদ আয্-যীনিবী জনগণকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন এবং মক্কা ও মদীনায় খলীফা আল্-মুকতাদীর পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো :

আল্-খলীফা আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনাকালে তার জীবনীর কিছু অংশ বর্ণনা করা হয়েছে।

আদ্-দাঊদী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল হাসান আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আল্-মুজাফ্ফর ইবন মুহাম্মাদ ইবন দাঊদ ইবন আবূ তালহা আদ্-দাঊদী। তিনি সহীহ্ বুখারীর একজন বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ৩৭৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি আশ্-শায়খ আবূ হামিদ আল্-ইসফারাইনী ও আবূ বকর আল-কিফাল থেকে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি আবূ আলী আদ্-দাক্কাক ও আবূ আবদুর রহমান আস্-সুলামী-এর সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁর বহু লিখনী রয়েছে। তিনি পাঠদান করেন, ফাতোয়া প্রদান করেন এবং বহু কিতাব রচনা করেন। তিনি জনগণকে নসীহত প্রদান করতেন। আরবী গদ্য ও পদ্যে তার হাত ছিল সুদীর্ঘ ও পাকা। এতদসত্ত্বেও তিনি দিনের বহু সময় আল্লাহ্র যিকিরে অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ্র যিকির থেকে তিনি কখনও অমনোযোগী থাকতেন না। একদিন উযীর নিযামুল মুলক তার ঘরে প্রবেশ করেন এবং তার সামনে উপবেশন করেন। তখন তাঁকে অর্থাৎ উযীরকে আশ্-শায়খ অর্থাৎ দাঊদী বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তাঁর বান্দাদের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, তুমি এখন থেকে লক্ষ্য রাখ, আল্লাহ্ যখন তোমাকে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, তখন তুমি তাঁকে কী উত্তর দেবে? এ বছর তিনি বুশাঞ্জ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। তিনি ৯০ বছর বেঁচে ছিলেন। তার শক্তিশালী ও উত্তম কবিতার একটি হলো নিম্নরূপ :

كَانَ فِى الاِجْتِمَاعِ بِالنَّاسِ نُوْرٌ - ذَهَبَ النُّوْرُ وَادْلَهَمَّ الظَّلاَمُ

فَسَدَ النَّاسُ وَالزَّمَانُ جَمِيْعًا - فَعَلَى النَّاسِ وَالزَّمَانِ السَّلاَمُ

"লোকজনের সমাগমে ছিল একটি আলো। সেই আলোটি চলে গেছে; ফলে তাদেরকে অন্ধকার গ্রাস করে ফেলেছে।

"মানব জাতি ও যুগ সবাই বিপর্যের শিকার হয়েছে। আর মানবজাতি ও যুগ উভয়ের প্রতি রহমত সালাম বর্ষিত হোক।"

আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান

তাঁর পূর্ণনাম ছিল : আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান ইবন আলী ইবন আবূ তাইয়্যেব আল-বাখারযী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। প্রথমত তিনি আশ-শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আল্ জুইনীর খিদমতে ব্যস্ত ছিলেন। এরপর তিনি তা পরিত্যাগ করে লিখন ও কবিতার প্রতি আসক্ত হন এবং সমকালীন বন্ধুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে নিম্ন বর্ণিত কবিতাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

وَاِنِّى لَاَشْكُوْ لَسْعَ اَصْدَاغِكَ الَّتِىْ - عِقَارُبُهَا فِىْ وَجْنَتَيْكَ نُجُوْمُ
وَاَبْكِىْ لِدُرِّ الثَّغْرِ مِنْكَ وَلِىَ اَبٌ - فَكَيْفَ نَدِيْمُ الضَّحِكِ وَهُوَ يَتِيْمُ

"আমি তোমার চুলের বেণীগুলোর অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অভিযোগ করছি তোমার কাছে। আর এ বেণীগুলোর মাথাসমূহ তোমার দুই গালে নক্ষত্রের ন্যায় ঝিলিমিল করছে।

"তোমার মণি-মাণিক্যসদৃশ দাঁতের জন্য আমি অশ্রুপাত করছি, অথচ আমার ক্ষেত্রে রয়েছে আমার পিতা বাধাস্বরূপ। সুতরাং আমি কেমন করে হাসব এবং আনন্দের উৎসের মোসাহেব হতে পারব, সেতো ইয়াতীম অর্থাৎ বাধা-বিপত্তিহীন।"

হিজরী চারশ আটষট্টি (৪৬৮) সাল

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছরের শাবান মাসে পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এগুলো বালু ও পাথরের পরিমাণের ন্যায় অসংখ্য পরিমাণে আক্রমণ করে এবং ফসলাদি খেয়ে ফেলে। এভাবে এগুলো মানব জাতিকে বর্ণনাতীত কষ্ট দেয়; জনগণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। তাদের খাদ্যের অনটনের সম্মুখীন হতে হয়। তারা 'কারুব' নামক একপ্রকার গাছকে জওয়ারের আটার সাথে পিষে খেতে বাধ্য হয়। দেশে ব্যাপকহারে মহামারী দেখা দেয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা পঙ্গপালকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন। ফলে পঙ্গপাল আসতো, কিন্তু এরা কোন ক্ষয়ক্ষতি করতো না। অবশেষে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ইবন জাওযী বলেন : দামেশকেও এ বছরে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা তিন বছর স্থায়ী থাকে। এ বছরে নসর ইবন মাহমূদ ইবন সালিহ্ ইবন মারদাস মাম্বাজ শহর দখল করেন এবং যুল-কাদাহ মাসে রোমানদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করেন। এ বছর আবার আল্-ইক্সীস দামেশক শহর দখল করেন। আল্-মুস্তান্সির আল্-আবীদীর নিয়োগপ্রাপ্ত নায়েব আল্-মুয়াল্লা ইবন হায়দর পরাজিত হয়ে সেখান থেকে বানইয়াস নামক শহরে পলায়ন করেন। সেখানে আল-মুকতাদীরের পক্ষে খুতবা পাঠ করা হয়। সেখানে এ ইতিহাস লিখার সময় পর্যন্ত মিসরীয়দের পক্ষে খুত্বা বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন আল্-মুসতানসির তার নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠান এবং তাকে নিজের কাছে বন্দী করে রাখেন। অতঃপর সে প্রতিনিধি কারাগারে মৃত্যুবরণ করে। কিতাবুল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার লেখক বলেন : উপরে উল্লেখিত আল্-ইক্সীস হলেন আতাসাম ইবন আউফ আল্-খাওয়ারিযমী। তাকে আল্-মালিকুল মুয়ায্যাম উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ফাতিমীয়দের কবল থেকে সিরিয়ার শহরগুলোকে দখল করেন। তিনি আযানের শেষভাগে : حى على خير العمل বলা অব্যাহত রাখেন। কেননা সমগ্র সিরিয়া ও দামেশকের মিম্বরসমূহে ১০৬ বছর যাবত এরূপ আযান প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। জামে' মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদসমূহের দরজায় লিখিত ছিল : لعنة الصحابة رضى الله عنهم তখন এ সুলতান মুয়াযযিন ও খতীবদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন লা'নতের পরিবর্তে সমস্ত সাহাবা

কিরামের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুন্নাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি দামেশকে দুর্গ স্থাপন করেন। এর পূর্বে সেখানে এমন কোন আশ্রয় কেন্দ্র ছিল না যাতে মুসলমানগণ প্রয়োজনের সময় দুশমনদের থেকে নিজেদেরকে হিফাযত করতে পারেন। বর্তমানে যে মহল্লায় দুর্গটি অবস্থিত, সেখানেই এটাকে নির্মাণ করা হয়। ও স্থানটির নাম হচ্ছে 'বাবুল বালাদ'। এটাকে 'বাবুল হাদীদ'-ও বলা হয়ে থাকে। এটা দারে রিদ্ওয়ানের মুখোমুখি। পরবর্তি বছরে এটার নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। তবে এটার নির্মাণকাজ তার পরে আল্-মালিক আল্-মুজাফ্ফার তাতাশ ইবন আলাপ আরসালান আল-সালজূকী পরিপূর্ণ করেছিলেন। এর বর্ণনা পরে আসবে। এ বছরে লোকজনকে নিয়ে কূফার একজন পর্যটক হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি হলেন : আল-আমীরুস সাকীনী জান্‌ফালুত-তুর্কী। তিনি 'আত-তাবীল' বা লম্বা বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি শহরসমূহে বিরাজমান খাফাজাহ রোগকে দমন করেন (এ রোগে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়) এবং শহরবাসীদেরকে তার সাথে সফরসঙ্গী হবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেন। তখন ১৬ জন তুর্কী ব্যতীত আর কেউ তার সাথী হননি।

তিনি মক্কা শরীফ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে গেলেন। যখন তিনি কারো গৃহে অবতরণ করেন, তখন কিছু সংখ্যক দাস তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তিনি তুমুল যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। অবশেষে তিনি আয্-যাহির-এ অবতরণ করেন। ইবনুস সামী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করেন। এ বছরের যিলহজ্জ মাসে পুনরায় আব্বাসীয়দের পক্ষে খুতবা পাঠ করা হয় এবং মিসরীয়দের পক্ষে খুতবা বন্ধ করে দেয়া হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

মুহাম্মদ ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ তামাম মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আহমাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা ইবন আবুল কাসিম ইবন আল্-কাযী আবূ আলী আল্-হাশিমী। তিনি ছিলেন হাশিমীদের দলনেতা। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের ফিকহবিদ আশ-শরীফ আবূ জাফর ইবন আবূ মূসা-এর চাচাতো ভাই। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার থেকে হাদীস শুনেছেন আবূ বকর ইবন আবদুল বাকী। ইন্তিকালের পর তাকে দারে হারব নামক স্থানে দাফন করা হয়।

মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আল-কাসিম ইবন হাবীব ইবন আবদুস সিফার। তিনি ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী। তিনি আল-হাকিম ও আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী এবং আরো অনেকের কাছ থেকে হাদীস শোনেন। তিনি আশ-শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আল্-জুয়ায়নীর কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি মজলিসে প্রায় সময় তাঁর উস্তাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল হুসায়ন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-বায়দাবী আশ-শাফিঈ। তিনি আবুত তাইয়্যেব আত্-তাবারীর কন্যাকে বিয়ে করায় তাঁর জামাতা ছিলেন। তিনি হাদীস শুনেছেন। তিনি ছিলেন কল্যাণকামী ও বিশ্বাসী। এ বছরের শাবান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার সালাতে জানাযায় আশ-শায়খ আবূ নসর ইবন আস-সাব্বাগ ইমামতি করেন এবং আবূ আবদুল্লাহ আদ-দামিগানী তাঁর জানাযায় হাযির হয়ে মুকতাদী হিসেবে সালাত আদায় করেন। তাকে তার ঘরে আল্-কারখের এলাকায় দাফন করা হয়।

মুহাম্মাদ ইবন নসর ইবন সালিহ্

তিনি ছিলেন হালবের আমীরের পুত্র। তিনি ৪৫৯ হিজরীতে তা দখল করেন। তিনি শরীরিক গঠন ও কর্মজীবনে একজন যোগ্য সুপুরুষ ছিলেন।

মাসঊদ ইবন আল্-মুহ্সিন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মাসঊদ ইবন আল-মুহসিন ইবন আল-হাসান ইবন আবদুর রায্যাক ইবন জাফর আল-বাইয়াদী। তিনি একজন কবি ছিলেন। তার কবিতার মধ্য হতে কিছু কবিতা নিচে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন :

لَيْسَ لِيَ صَاحِبٌ مُعِيْنٌ سِوَى اللَّ - يْلِ اِذَا طَالَ بِالصُّدُوْدِ عَلَيَّا
اَنَا اَشْكُوْ بُعْدَ الْحَبِيْبِ اِلَيْهِ - وَهُوَ يَشْكُوْ بُعْدَ الصَّبَاحِ اِلَيْنَا .

"যখন রাত আমাদের প্রতি নারাযী জ্ঞাপন করে দীর্ঘরূপ ধারণ করে, তখন এ রাত ব্যতীত আমার অন্য কোন বন্ধু আমার কাছে থাকে না।

"আমি রাতের প্রতি বন্ধুর দূরত্বের অভিযোগ উত্থাপন করি। অন্যদিকে বন্ধু আমাদের প্রতি প্রভাতের দূরত্বের অভিযোগ পেশ করে থাকে।"

তিনি আরো বলেন :

يَا مَنْ لَبِسْتُ لِهِجْرِهِ طُوْلَ الضَّنَا - حَتَّى خَفِيْتُ اِذَا عَنِ الْعَوَادِ
وَاَنِسْتُ بِالسَّهرِ الطَّوِيْلِ فَاَنْسِيَتْ - اَجْفَانُ عَيْنِى كَيْفَ كَانَ رُقَادِىْ
اِنْ كَانَ يُوْسُفُ بِالْجَمَالِ مُقَطِّعُ الاَ - يَدِىْ فَاَنْتَ مُفَتِّتُ الاَكْبَادِ .

"যার প্রত্যাগমনের জন্যে আমি কৃপণতার পোশাক পরেছি অর্থাৎ আত্মগোপন করেছি, তাকে বলছি : তার প্রত্যাগমনের জন্যে আমি আত্মগোপন করেছি, এমনকি প্রত্যাবর্তন করার থেকেও নিজকে স্তিমিত করেছি।

"দীর্ঘ রাত জাগরণের সাথে পরিচিতি লাভ করেছি। আমার চোখের পাতাগুলো ভুলে গেছে যে, আমার নিদ্রার অবস্থা কী ছিল?

"যদি ইউসুফ নিজ সৌন্দর্যের মোহে রমণীদের হাত কেটে থাকেন, তাহলে তুমি জেনে রেখো, তুমি ত তোমার সৌন্দর্যের দ্বারা অন্তরসমূহের চূর্ণ-বিচূর্ণকারী ছাড়া আর কিছুই নও।"

আল্-ওয়াহিদী আল্-মুফাসসির

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আলী ইবন হাসান ইবন আহমাদ ইবন আলী ইবন বূইয়া আল-ওয়াহিদী। ইবন খাল্লিকান বলেন : আল-ওয়াহিদীর সাথে আলী ইবন হাসানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার জানা নেই। তিনি তিনটি তাফসীরের প্রণয়নকারী ছিলেন। এগুলো হল : 'আল-বাসীত' 'ওয়াল ওয়াসীত' এবং 'ওয়াল ওয়াজীয'। তিনি আরো বলেন : তাঁর থেকে ইমাম আল্-গাযালী তার কিতাবগুলোর নাম সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন : তার একটি কিতাবের নাম 'আস্বাবুন-নুযূল'। আরো একটি কিতাবের নাম : 'আত্-তাহবীর ফী শারহিল আস্মাইল হুসনা'। তিনি আল-মুতানাব্বীর কাব্যগ্রন্থের শরাহ্ লিখেছেন। এ কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলো শরাহ্ থাকা সত্ত্বেও এরমত শরাহ্ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি আরো বলেন : তাঁর সংকলনগুলোতে সৌভাগ্যের পরশ লেগেছে। আর এগুলোর সৌন্দর্য সম্পর্কে জনগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। আর শিক্ষকগণও তাদের পাঠদানের সময় এসবের উল্লেখ করেছেন। তিনি আছ্-ছালাবী (র)-এর কাছে তাফসীরশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর এ বছরের জমাদিউছ্-ছানী মাসে নিশাপুরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

নাসির ইবন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ মানসূর নাসির ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আত্-তুর্কী আস-শাফিঈ। তিনি আল্-হাফিয মুহাম্মাদ ইবন নাসিরের পিতা ছিলেন। তিনি কুরআন অধ্যয়ন করেছেন এবং অনেকের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি জামে মানসূরের খতীবের উপর ইতিহাস পর্যালোচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও সুশ্রী। তিনি যৌবন বয়সে ইন্তিকাল করেন অর্থাৎ এ বছরের যুল্কাদাহ্ মাসে ত্রিশ বছরের কম বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ তার শোকগাঁথায় দীর্ঘকাল কাসীদা রচনা করেছেন। ইবনুল জাওযী المنتظم -এ সব কয়টি উল্লেখ করেছেন।

ইউসুফ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাসান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল কাসিম ইউসুফ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল্-হাসান আল-হামাদানী। তিনি হাদীসশাস্ত্র শুনেছেন, সংকলন করেছেন, সংগ্রহ করেছেন। তাঁর থেকে হাদীসের বর্ণনা বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় নব্বই বছর।

হিজরী চারশ উনসত্তর (৪৬৯) সাল

এ বছরে দামেশকের দূর্গ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়। আর এটা এজন্যে যে, আল্-মালিকুল মুয়ায্যাম আতাশায ইবন আউফ আল্-খাওয়ারিযমী গত বছর যখন ক্রীতদাসদের থেকে দামেশক ছিনিয়ে নিয়ে আসেন, তখন তিনি ঐ বছরই দূর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। বর্তমানে যে জায়গায় দুর্গটি রয়েছে, তা ছিল শহরের একটি দরজা। আর এ দরজাটি 'বাবুল

দাদীদ' বলে পরিচিত ছিল। বর্তমানে গড়ে উঠা দুর্গটি 'দারে রিদওয়ানের' মুখোমুখি। তার ভিতর ও বাইরে রয়েছে প্রাচুর্য। কেউ কেউ দুর্গের একেকটি টাওয়ার নির্মাণ করেছে, কিন্তু পরিপূর্ণতায় কেউ পৌঁছতে পারেনি। অতঃপর আল-মালিক আল-মুজাফ্ফর তাজুল মুলক তাতাশ ইবন আলাপ আরসালান আল্-সালজূকী দামেশক শহর দখল করেন এবং তিনিই দুর্গ নির্মাণের কাজটি সুসম্পন্ন করেন। আর তিনি তা উত্তমরূপে নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি বসবাস করার জন্যে 'দারে রিদওয়ান' তৈরি করেন। দুর্গটির এরূপ নির্মাণ কাজ নূরুদ্দীন মাহ্মূদ ইবন জঙ্গীর আমল পর্যন্ত বজায় থাকে। তারপর শাসনকর্তা সালাহুদ্দীন ইবন ইউসুফ ইব্ন আয়্যুব নতুন করে কিছু কাজ করেন। তাঁর নায়িব ইবন মুকাদ্দাম তার জন্যে উক্ত দূর্গে একটি রাষ্ট্রীয় বিরাট হল ঘর তৈরি করেন। অতঃপর সালাহুদ্দীনের ভাই ন্যায়পরায়ণ শাসক ও তার সন্তান-সন্তুতিরা বিভিন্ন সময়ে টাওয়ারগুলোকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এরপর প্রত্যেক শাসক আবার টাওয়ার তৈরি শুরু করেন। কোনটাকে নবায়ন করেন; উঁচু করেন, লম্বা করেন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। অতঃপর আল্-মালিক আয্-যাহির বাইপারাস পশ্চিমদিকের সামনের টাওয়ারটি নবায়ন করেন। এরপর আল্-মালিকুল আশরাফ খলীল ইবন আল্-মানসূর-এর আমলে তাঁর প্রতিনিধি আশ্-সুজায়ী উত্তরদিকের কাষ্ঠ নির্মিত গৃহটি এবং নীল রঙের মিনারটি ও তার আশ্পাশের এলাকা সুন্দরভাবে নির্মাণ করেন।

এ বছরের মুহাররম মাসে খলীফা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাতে জনগণের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, খলীফা নেই। তাই খলীফা একটি বাহনে আরোহণ করে বের হন, যাতে জনগণ তাঁকে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পায় আর জনগণের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে। এ বছরের জমাদিউছ-ছানি মাসে দজলার পানি খুব বেড়ে যায়, এমনকি প্রায় সাড়ে একুশ হাত উপরে উঠে যায়। তখন জনগণ তাদের মালপত্র স্থানান্তর করে। কিন্তু তারা রাজপ্রাসাদ নিয়ে শংকায় পতিত হয়। তাই রাতের বেলায় আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহর কফিনটি আর-রুসাফার মাটিতে স্থানান্তর করা হয়। এ বছরের শাওয়াল মাসে হাম্বলী ও আশ্আরী সম্প্রদায়ের ফিতনা দেখা দেয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ইবনুল কুশায়রী একবার বাগদাদ আগমন করেন। তিনি মাদরাসায় নিযামিয়ায় বসে কথাবার্তা শুরু করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি হাম্বলীদের বদনাম করতে থাকেন এবং তাদেরকে বস্তুবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর সাহায্য করেন আবূ সা'দ আস-সূফী এবং তাঁর সাথে সায় দেন ও সমর্থন করেন আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী। হাম্বলীগণ নিযামুল মুলকের কাছে অভিযোগ পেশ করেন এবং আল্-আশ্আরীদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করার আবেদন জানান। একদল লোক হাম্বলীদের শায়খ আশ্-শরীফ আবূ জা'ফর ইবন আবূ মূসার কাছে গমন করেন। তিনি তখন মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তারা তাকে অন্যদের আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করেন। এ সময় জনগণ নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারির সূত্রপাত করে। ভূষি বাজারে একজন দরজী নিহত হয় আর অন্যরা আহত হয়। এভাবে বিপর্যয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক ও আবূ বকর আশ-শাশী নিযামুল মুলক-এর কাছে দরখাস্ত পেশ করেন। আর নিযামুল মুলক ফখরুদ-দৌলাহর কাছে তার পত্রে ঘটনা

অস্বীকার করেন এবং মাদরাসাকে এ ব্যাপারে দায়ী করা খারাপ মনে করেন। তবে এ ব্যাপারে নাকি মাদরাসার কিছু হাত ছিল। আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক যা ঘটে গেছে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বাগদাদ পরিত্যাগের সংকল্প প্রকাশ করেন। তখন খলীফা তার কাছে দূত পাঠান এবং তাকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর উযীরের সামনে শায়খ আবূ ইসহাক শীরাযী, আশ্-শারীফ আবূ জাফর, আবূ সা'দ আস-সূফী ও আবূ নসর ইবন আল্-কুরায়শীকে একত্রিত হবার ব্যবস্থা করেন। উযীর আবূ জা'ফরের প্রতি লক্ষ্য করে, তাঁর বাণী ও কাজকর্মে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা করেন। আশ্-শায়খ আবূ ইসহাকও তাকে লক্ষ্য করে বলেন : আপনি আমাকে আমার যৌবনকাল থেকে চেনেন। উসূল সম্পর্কে আমার যত লিখনী রয়েছে, তার কোনটির মধ্যে আমি আশআরীদের বিরোধিতা করিনি। এরপর তিনি আবূ জা'ফরের মাথায় চুম্বন করেন। তখন আবূ জা'ফর তাকে বলেন : আপনি সত্য বলেছেন। তবে আপনি যতদিন ফকীর ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আপনার অন্তরে আমাদের সম্পর্কে যা কিছু হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে, তা প্রকাশ করেননি। এখন যখন আপনার সাহায্যকারীরা এসেছেন, সুলতান আপনার পক্ষে রয়েছেন এবং খাযাহ বাযাক অর্থাৎ নিযামুল মুলকও আপনার পক্ষে কথা বলছেন, আপনি পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। আপনার অন্তরে যা কিছু রয়েছে, তা এখন প্রকাশ করছেন, তখন আশ্-শায়খ আবূ সা'দ আস্-সূফী উঠে দাঁড়ান এবং আশ্-শরীফ আবূ জা'ফরের মাথায় চুম্বন করেন এবং তার সাথে বিনম্র ব্যবহার করেন। তখন তিনি তাঁর দিকে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকান ও বলেন : হে শায়খ। ফকীহগণ যখন উসূলের মাসায়েল সম্পর্কে কথা বলেন, তখন এটাতে তাদের অধিকার রয়েছে। আর আপনি? আপনি তো খেল-তামাশা, শ্রবণ ব্যবসা ও ধূলি মিশ্রিত করার কাজে পটুভিন্ন আর কিছুই নন। আপনার বাতিল কাজকর্ম পরিচালনায় আমাদের মধ্য থেকে কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে? তারপর তিনি বলেন : হে উযীর! আপনি আমাদের মধ্যে কেমন করে মীমাংসা করবেন? আমাদের মধ্যে কেমন করে মীমাংসা হবে? আমরা যা বিশ্বাস করি, তা অপরিহার্য মনে করি; কিন্তু তারা তা হারাম মনে করে ও তা অস্বীকার করে? ইনি হলেন আমাদের খলীফা আল্-কায়িম ও আল্-কাদিরের দাদা। তারা দুই খলীফাই তাদের আকীদা-বিশ্বাসবিশিষ্ট নেতাদের সামনে জনগণের কাছে প্রকাশ করেছেন যে, তারা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও পূর্বপুরুষদের মাযহাবে বিশ্বাসী। আর আমরাও এটাতেই বিশ্বাসী যেমন ইরাকীরা, খোরাসানবাসীরাও মান্য করে থাকেন। সমস্ত সরকারি দফতরগুলোতে জনগণকে এরূপ আকীদাহ-বিশ্বাস জানিয়ে দেয়া হয়েছে। উযীর খলীফাকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষে, বিশেষ করে আশ-শরীফ আবূ জা'ফরের পক্ষে জবাব আসে। এরপর খলীফা আবূ জা'ফরকে রাজধানীতে ডেকে পাঠান। তার প্রতি সালাম পেশ করেন ও তাঁর দু'আয় বরকত হাসিল করেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছরের যুল্‌কাদাহ মাসে বাগদাদ, ওয়াসিত ও সাওয়াদের জনগণের মধ্যে রোগ-বালাই বৃদ্ধি পায়। আরো সংবাদ আসে যে, সিরিয়ার অবস্থাও একই রকম। এ মাসেই বাগদাদে অপরাধ ও ব্যভিচার প্রবণতা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। অপরাধীরা বাগদাদ থেকে পলায়ন করে। এ বছরে নসর ইবন মাহমূদ ইবন মারদাস তার পিতার মৃত্যুর

পর 'হালব' দখল করে নেন। আর এ বছরে আল্-আমীর আলী ইবন আবূ মানসূর ইবন কারামুয ইবন আলাউদ-দৌলাহ ইবন কালাভিয়া, আস-সুলতান আলাপ আরসালানের চাচা দাউদের কন্যা আল্সাত আরসালান খাতুনকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন আল্-কায়িম বিআম-রিল্লাহ্র স্ত্রী। এ বছরে দামেশকের শাসক আল্-ইকসীস মিসর ঘেরাও করেন এবং তার শাসক আল্-মুসতানসির বিল্লাহর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। অতঃপর তিনি আবার দামেশকে ফিরে আসেন। এ বছরে কূফার পর্যটক আল্-আমীর জানফাল আত্-তুর্কী লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছরে যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ইস্ফাহদূস্ত ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল্-হাসান আবূ মানসূর আদ-দায়লামী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ মানসূর ইসফাহদূস্ত ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল্-হাসান আদ-দায়লামী। তিনি একজন কবি ছিলেন। তিনি আবূ আবদুল্লাহ ইবনুল হাজ্জাজ এবং আবদুল আযীয ইবন নাবাতাহ ও অন্যান্য কবিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ছিলেন শী'আ মাযহাব অবলম্বী। তারপর তিনি তাওবা করেন। তিনি তাঁর কাসীদাতে তার আকীদা সম্বন্ধে বলেন :

وَاِذَا سُئِلْتُ عَنْ اِعْتِقَادِيْ قُلْتُ مَا - كَانَتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُ الْاَبْرَارِ

وَاَقُوْلُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ - صَدِيْقُهُ وَاَنِيْسُهُ فِى الْغَارِ

ثُمَّ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ خَيْرُ الْوَرَى - اُكْرِمُ بِهِمْ مِنْ سَادَةٍ اَطْهَارِ

هَذَا اعْتِقَادِيْ وَالَّذِيْ اَرْجُوْ بِهِ - فَوْزِيْ وَعِتْقِيْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .

"যখন আমাকে আমার আকীদা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন আমি উযর বলি : পূণ্যবান ব্যক্তিবর্গের মাযহাবের উপর আমার আকীদা স্থাপিত।

"আমি বলে থাকি যে, মুহাম্মদ (সা)-এর পরে উত্তম ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি গুহায় ছিলেন তাঁর বন্ধু ও সাদীক।

"তারপরের তিনজন হলেন সারা মাখলূকের সেরা পুণ্যবান। আমি তাদের সম্মান করি। কেননা তারা মহাপবিত্র নেতৃবৃন্দ।

"এটাই আমার আকীদা। এ আকীদা-এর মাধ্যমে আমি সফলতা কামনা করি এবং জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি চাই।"

তাহির ইবন আহমাদ ইবন বাবৃশায

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল হাসান তাহির ইবন আহমাদ ইবন বাবৃশায আল-বসরী আন্-নাহভী। তিনি মিসরের আমর ইবন আ'সের জামে মসজিদের ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান এবং তৎক্ষণাৎ এ বছরের রজব মাসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন : তিনি মিসরে নাহুশাস্ত্রে তার যুগের ইমাম ছিলেন। তার রয়েছে অনেকগুলো উপকারী ও প্রয়োজনীয়

পুস্তক। এগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো যাজ্জাজের 'الجمل' গ্রন্থের শারহ, তার উপক্রমণিকা ও উপক্রমণিকার শারহ। তিনি বলেন : মিসরে তার কাজ ছিল যখনই কোন বিষয়ে কোন কিতাব লিখা হতো, তখন এটা তার কাছে পেশ করা হতো। কোন ত্রুটি থাকলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। এরপর যেখানে দরকার সেখানে এগুলো পাঠিয়ে দিতেন। এ কাজের জন্যে নির্ধারিত ভাল অংকের বেতন তাকে প্রদান করা হতো। তিনি বলেন : ঘটনাচক্রে একদিন তিনি তার কিছু সঙ্গী নিয়ে খানা খেতে বসেন। তখন তাদের কাছে একটি বিড়াল আসলে তারা তার জন্যে কিছু খাবার নিক্ষেপ করেন। তখন সে তা ধরে এবং দ্রুত চলে যায়। এরপর সে আবার ফিরে আসে এবং তার জন্যে তারা এবারও কিছু খাবার নিক্ষেপ করে, তখন সে তা ধরে এবং তা নিয়ে চলে যায়। তারপর আবার আসে, এবারও তার জন্যে তারা আরো কিছু খাবার নিক্ষেপ করে। তারা বুঝতে পারে যে, সে তার কিছুই খাচ্ছে না। আরো জানার জন্য তারা তার পিছনে লেগে যায়। দেখতে পায় যে, সে এটা নিয়ে দ্বিতীয় একটি অন্ধ বিড়ালের কাছে ছাদে চলে যায়। তারা এরূপ দেখে অভিভূত হয়ে যায়। আশ্-শায়খ বলেন : সুবহানাল্লাহ! এটা চতুষ্পদ জন্তু। অন্যের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন! তিনি কি আমাকে রিয্ক দান করতে পারেন না? আমি ত তাঁর বান্দা এবং আমি তাঁর ইবাদত করি। এরপর তাকে যে বেতন দেয়া হতো, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজের পরিবার ও পরিজনকে একত্রিত করেন ও তাদেরকে নসীহত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমর ইবনুল আস্ জামে মসজিদের একটি কামরায় বিরতিহীনভাবে ইবাদত ও কাজকর্মে লেগে যান। নাহুশাস্ত্রে তার লিখা تعليق গুলো সংগ্রহ করা হয়। এগুলোর সংখ্যা প্রায় ১৫ খন্ড। তাঁর অনুসারীরা, যেমন ইবন বারী ও অন্যান্যরা এগুলোকে কপি করে নেন এবং এগুলো থেকে ফায়দা হাসিল করেন। এগুলোকে তারা নাম দেন تَعْلِيْقُ الْغُرْفَة।

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার ইবন আহমাদ ইবন আল্-মাজমা ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'বাদ ইবন হাযারমর্দ আস্-সারীফায়নী। তিনি ইবনুল মুয়াল্লিম বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সনদসহ বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসদের অন্যতম ছিলেন। তিনি দীর্ঘ হায়াতপ্রাপ্তির দরুন এ বিষয়ে এক জামাআত মাশায়েখের মধ্যে একক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি 'ইবনুল জা'দ' হতে বর্ণিত হাদীসসমূহের সর্বশেষ বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ইবন হাবানাহ হতে, তিনি আবুল কাসিম বাগাভী হতে এবং তিনি ইবনুল 'জা'দ' হতে বর্ণনা করেন। তিনি আমাদের হাদীস শ্রবণের উৎস। আর এ কারণে মানুষ তাঁর কাছে ভ্রমণ করে আসতো। হাফিযে হাদীসের একটি দল তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন; তাদের মধ্যে আল্-খাতীব উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তাঁর আচরণ ছিল প্রশংসারযোগ্য এবং তিনি ছিলেন খাঁটি নিয়তের অধিকারী। তিনি ৮৬ বছর বয়সে জমাদিউল্ আউয়াল মাসে সারীফায়নে ইনতিকাল করেন।

হায়্যান ইবন খাল্ফ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ মারওয়ান হায়্যান ইবন খাল্ফ ইবন হুসায়ন ইবন হায়্যান ইবন মুহাম্মাদ ইবন হায়্যান ইবন ওহাব ইবন হায়্যান আল্-কুরতুবী। তিনি ছিলেন বনূ উমাইয়ার আযাদকৃত দাস। ষাট খন্ডে বিভক্ত تاريخ المغرب গ্রন্থের লেখক ছিলেন তিনি। আল-হাফিয আবূ আলী আল্-গাসসানী তার ভাষার শুদ্ধতা, সত্যবাদিতা ও বাগ্মিতার জন্যে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন : তিনটি কাজের পরে মুবারকবাদ দেয়ার অর্থ হচ্ছে, বন্ধুত্বকে তুচ্ছ করা এবং তিনটি কাজের পর সান্ত্বনা দেয়ার অর্থ হচ্ছে বিপদাপদকে আকৃষ্ট করা। ইবন খাল্লিকান বলেন : তিনি এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ তাকে স্বপ্নে দেখেন এবং তাকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবে ইতিহাস পুস্তকটির জন্যে আমি লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজগুণে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং আমাকে ক্ষমা করেছেন।

আবূ নসর আস্-সাজযী আল্-ওয়াবিলী

সিজিস্তানের একটি গ্রাম 'ওয়াবিলের' প্রতি তাকে সম্বোধন করে তাকে আল্-ওয়াবিলী বলা হতো। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেছেন, হাদীস সংকলন করেছেন, ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছেন এবং হেরেম শরীফে বসবাস করেছেন। তার লিখিত কিতাবের নাম كتابُ الإبانة في الأصُولْ। এবং তার فروع এ লিখিত অনেক কিতাব রয়েছে। অনেক লেখক তাকে হিফযের ক্ষেত্রে আস্-সূরী থেকে বেশি প্রাধান্য প্রদান করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন আলী ইবনুল হুসায়ন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল হুসায়ন আল্-আনমাতী। তিনি ইবন সাকীনা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৩৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং ৭৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

হিজরী চারশ সত্তর (৪৭০) সাল

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে দজলা নদীর পশ্চিম তীরে নওবাহ মহল্লায় বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। মসজিদের দুটি খেজুরগাছের উপর বজ্রপাত হয় এবং গাছ দুটির উপরের অংশ পুড়ে যায়। লোকজন গাছের উপরে উঠে এবং অগ্নি নির্বাপণ করে। তারা খেজুরের ডালা দিয়ে নিচে অবতরণ করছিল, তখনও আগুন জ্বলছিল।

তিনি আরো বলেন : হাম্বলীদের সম্পর্কে আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযী নিযামুল মুলকের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রের উত্তর আশ্-শীরাযীর কাছে পৌঁছে। পরে

ইবনুল জাওযী তা বর্ণনা করেন। জবাবটির মর্ম ছিল এরূপ : নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রচলিত মাযহাবগুলোর পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। আর অনুসারীদেরকে স্থানান্তর বা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে অত্র এলাকার বেশি ভাগ লোকেরা ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাব অনুসরণ করে। তাঁর মর্যাদা ও সম্মান অন্যান্য ইমাম ও লোকদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। সুন্নাতের অনুসরণ সম্পর্কেও তাঁর অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ... এভাবে পত্রটি অনেক দীর্ঘ।

তিনি আরো বলেন : এ বছরের শাওয়াল মাসে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ ও মাদরাসা নিযামিয়ার ফিকহবিদদের মাঝে মতবিরোধ ফিতনার রূপ পরিগ্রহ করে। দু'দলের বা দু'পক্ষের সাধারণ মানুষের একটি দল অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে হানাহানি ও মারামারি লেগে যায়। এতে তাদের প্রায় বিশজন লোক মারা যায় এবং অনেকেই আহত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এরপর ফিতনাটি স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তিনি আরো বলেন : শাওয়াল মাসের ১৯ তারিখ খলীফা আল্-মুকতাদীরের একটি সন্তান জন্ম নেয়, তার নাম আবুল আব্বাস আহমাদ আল্-মুস্তাযহার রাখা হয়। এ উপলক্ষে শহরগুলোকে সাজানো হয় এবং জনগণকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে উযীর একটি বিশেষ আসন গ্রহণ করেন। এরপর শাওয়াল মাসের ২৬ তারিখ রবিবার, তাঁর অন্য একটি সন্তান জন্ম নেয় এবং তাঁর নাম রাখা হয়-আবূ মুহাম্মাদ হারূন।

তিনি আরো বলেন : এ বছর আরসালান সিরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং 'হালব' ঘেরাও করেন। কূফার পর্যটক জান্‌ফাল এ বছর লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : উযীর ইবন জাহীর একটি বিশালকায় মিম্বর তৈরি করেন, যাতে করে মক্কায় খুতবা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু তিনি যখন মক্কায় পৌঁছলেন, তখন দেখলেন যে, খুতবা পুনরায় মিসরীয়দের নামে পাঠ করা হচ্ছে। তখন তিনি তার তৈরি মিম্বরটি ভেঙে ফেলেন ও পুড়িয়ে ফেলেন।

এবছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইয়াকূব

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইয়াকূব ইবন আহমাদ আল্-ইয়ারবূয়ী আল্-মুক্‌রী। আবুল হুসায়ন ইবন সামিয়ূন থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী, ইবাদত গুযার, উত্তম ধর্মমত অবলম্বনকারী। তাঁর থেকে আল্-খাতীবও হাদীস লিখতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। এ বছরেই তিনি ৮৭ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন।

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল হাসান আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আন্‌-নাকূর আল্-বায্‌যায। যারা সনদসহ হাদীস বর্ণনা বরেন, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন

অন্যতম। আর তিনি বয়োবৃদ্ধদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবন হিব্বান, আল্-বাগাভী ও তার শায়খদের থেকে বহু 'نسخة' সংগ্রহে তিনি একক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যেমন হাদ্‌বাহ 'نسخة', কামিল ইবন তাল্‌হা, আমর ইবন যুরারাহ্ এবং আবুস-সাকান আল্-বিক্রির 'نسخة'। তিনি ছিলেন অত্যধিক বাক্যালাপকারী ও জ্ঞানের সাগর। তিনি তালূত ইবন 'উবাদার হাদীস শোনাবার জন্যে এক দীনার মজুরী গ্রহণ করতেন। আশ-শায়খ আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযী হাদীস শুনিয়ে মজুরী গ্রহণের বৈধতার ফাতোয়া দিয়েছেন। কেননা, তিনি অন্যান্য কাজ হতে বিরত থেকে শুধু এ কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি ৮৯ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

আহ্মাদ ইবন আবদুল মালিক

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল-হাফিয আবূ সালিহ্ আহ্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আলী ইবন আহ্মাদ। তিনি নিশাপুরে একজন মুয়াযযিন ছিলেন। তিনি বহু হাদীস লিখেছেন, সংগ্রহ করেছেন এবং সংকলন করেছেন। তিনি এক হাজার শায়খ হতে হাদীস লিখেছেন। তিনি জনগণকে নসীহত করতেন এবং আযান দিতেন। তিনি এ বছর যখন ইনতিকাল করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ইবন আলী ইবন আবূ মুহাম্মাদ আল্-জালালী। তিনি সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আবূ হাফস আল্-কাত্তানী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেছেন। তাঁর থেকে আল্-খাতীবও হাদীস শুনেছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ৮৫ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন এবং 'বাবে হারব' নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।

আবদুর রহমান ইবন মান্দাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল্-ইমাম আবদুর রহমান ইবন মান্দাহ্ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন আবুল কাসিম ইব্‌রাহীম ইবন আবূ আবদুল্লাহ্। তিনি তার পিতা, ইবন মারদূবিয়াহ্ এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা সফর করেছেন এবং সেখান থেকে বহু হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তিনি ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি ও বিনম্র ব্যবহারের অধিকারী, সুন্নাতের প্রতি অনুগত অনুসারী ও উত্তম ধীশক্তির অধিকারী। তিনি সবসময় সৎকাজের আদেশদান করতেন এবং মন্দকাজ থেকে লোকজনকে বিরত রাখতেন। তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে মোটেই পরোয়া করতেন না। মাসয়া'দ ইবন মুহাম্মাদ আর-রায়হানী তার সম্বন্ধে বলতেন : আল্লাহ্ তা'আলা তার মাধ্যমে এবং আবদুল্লাহ আল্-আনসারী আল-হারভীর মাধ্যমে ইসলামকে হিফাযাত ও সংরক্ষণ করেছেন। ইবন মান্দাহ্ ইস্পাহানে ৮৭ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় এত অধিক লোকের সমাগম হয়, যার সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

আবদুল মালিক ইবন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল কাসিম আবদুল মালিক ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল্-মুজাফফার ইবন আলী আল্-হামাদানী। তিনি হাফিয, ফকীহ ও আল্লাহ্‌র ওলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল বুজায়র। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেছেন। তিনি অধিকাংশ সময় ছাত্রদের হাদীস পড়ে শোনাতেন। এ বছরের মুহাররম মাসে তিনি 'রায়' শহরে ইনতিকাল করেন এবং ইব্‌রাহীম আল্-খাওয়াস-এর পাশে তাকে দাফন করা হয়।

আশ্-শরীফ আবূ জা'ফর আল্-হাম্বলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ জাফর আবদুল খালিক ইবন ঈসা ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইব্‌রাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন মা'বাদ ইবন আল্-আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব আল-হাশিমী ইবন আবূ মূসা আল্-হাম্বলী আল্-আব্বাসী আশ্-শারীফ। তিনি ফিকহবিদ, উলামায়ে কিরাম, ইবাদতগুযার, পরহেযগার, আমানতদার, পদমর্যাদা সম্পন্ন ও ইবাদতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহ্‌র রাহে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ্‌র রাহে চলা থেকে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারই তাকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি ৪১১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কাযী আবূ ইয়ালা ইবন আল্-ফাররার কাছে তিনি কাজে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর শায়খ ইবনুদ-দামিগানীর কাছে তাঁর মর্যাদার কথা তুলে ধরেন, তখন তিনি তাকে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সৎকর্ম ও আমানতদারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খলীফা আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় অসীয়ত করেন যে, তার মৃত্যুর পর তাকে যেন শরীফ আবূ জা'ফর গোসল দান করেন। আর খলীফা অনেক সম্পদ তাকে দেয়ার জন্যেও অসীয়ত করেন; কিন্তু তিনি কোনকিছুই গ্রহণ করেননি। যখন হাম্বলী ও আশ্'আরীদের মধ্যে ইবনুল কুশায়রীর দরুন মতবিরোধ ফিত্‌না আকারে দেখা দেয়, তখন তিনি রাজধানীতে অবস্থান নেন এবং তিনি সেখানে অতীব সম্মান ও মর্যাদায় আসীন ছিলেন। ফকীহগণ ও অন্যান্যরা তাঁর কাছে গমন করতেন এবং তার হাত ও মাথা চুম্বন করতেন। তিনি সেখানেই অবস্থান করেন এবং যখন তিনি অসুস্থতাবোধ করেন, তখন তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের কাছেই তিনি সফর মাসের পনর তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইন্‌তিকাল করেন এবং ইমাম আহমাদ (র)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। জনসাধারণ তাঁর কবরকে বাজারের ন্যায় সমাগম স্থানে পরিণত করে। প্রতি বুধবার রাতে তারা কবরের কাছে আগমন করতো এবং শীতকাল আসা পর্যন্ত তার কাছে বসে তারা কুরআন খতম করতো। আর তার কবরে কুরআন খতম করে হাদীয়া নযরানা পেশ করা হয় প্রায় দশ হাজারবার। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল্-বায়দাবী। তিনি 'রুব'উ' কারখে' অবস্থিত শাফিঈ ফিকহবিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে সমাধিস্থ হন।

হিজরী চারশ একাত্তর (৪৭১) সাল

এ বছর সুলতান আল-মালিক আল্-মুজাফ্ফার তাজুল মুলক তাতাশ ইবন আলাপ আরসালান আস-সালজূকী দামেশক দখল করেন এবং দামেশকের শাসনকর্তা ইক্‌সীসকে হত্যা করেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ইক্‌সীস মিসরীয়দের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে সুলতান আল্-মালিক আল্-মুজাফ্ফর তাজুল মুলকের কাছে দূত প্রেরণ করেন। যখন আল্-মালিক আল্-মুজাফ্ফর দামেশক পৌঁছেন, তখন তাকে স্বাগত জানাবার জন্য ইক্‌সীস ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় আগমন করেননি। এজন্যে আল্-মালিক আল্-মুজাফ্ফার তাকে হত্যা করার হুকুম দেন। তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা হয়। তার ভান্ডারে যা কিছু পাওয়া যায়, সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রাপ্ত জিনিসপত্রের বিবরণ নিম্নরূপ :

লোহিত বর্ণের ইয়াকূত পাথর একটি, যার ওযন হবে ১৭ মিস্‌কাল; ৬০ টুকরা লুলু বা মণিমুক্তা, প্রত্যেকটির ওযন এক মিস্‌কাল থেকে অধিক; দশ হাজার দীনার, দুইশত স্বর্ণের বাতি ইত্যাদি। আর এ ইকসীসের নাম ছিল আতাসাম ইবন আউফ আল-খারযামী। তার উপাধি ছিল আল-খাওয়ারিযমী। তিনি কল্যাণকামী শাসকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি সাবলীল বিবেকের অধিকারী ছিলেন। তিনি সিরিয়াবাসীদের থেকে রাফিযী সম্প্রদায়কে উৎখাত করেন। حي على خير العمل সহকারে যে আযান প্রচলিক ছিল, তা তিনি পরিত্যাগ ও রহিত করেন। তিনিই সমগ্র সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি একটি দূর্গ নির্মাণের মাধ্যমে দামেশককে আবাদ করেন। দূর্গটি সিরিয়ায় ইসলামের একটি সংরক্ষিত কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হয়। তার প্রতি আল্লাহ রহমত নাযিল করুন এবং রহমতের দ্বারা তার কবরকে সিক্ত করুন। আর তাঁর ঠিকানা যেন 'জান্নাতুল ফিরদাউসে' হয়।

শাফিঈ মাযহাবের প্রতি ঝুঁকে পড়ায় নিযামুল মুলকের ইঙ্গিতে ইবন জাহীরকে উযীর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর আল্-মুকতাদী তাকে পুনর্বহাল করার জন্য নিযামুল মুলককে পত্র লিখেন। পরিবর্তীতে ইবন জাহীরের পুত্রকে উযীর নিযুক্ত করা হয় এবং ইবন জাহীরকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ বছর সা'দুদ-দৌলাহ বাগদাদের আমীরের কাছে কিছু মণিমুক্তা হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেন। অতঃপর সালাতের সময় আমীরের দরজায় ঢোল বাজানো হয়। আর খলীফার সাথেও বেয়াদবী করা হয়। 'বাবুল ফিরদাউসের' পাশেই ঘোড়ার খাবারের পাত্র স্থাপন

করা হয়। এ ব্যাপারে সম্মতির আদেশ জারী করার জন্যে সুলতানকে লিখা হয়, কিন্তু সুলতানের পক্ষ থেকে অসম্মতি জ্ঞাপক পত্র বাগদাদে পৌঁছে। কূফার পর্যটক জান্‌ফাল আত-তুর্কী এ বছর লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। আল্লাহ্ তাঁকে সওয়াব দান করুন।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্‌তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

সা'দ ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূল কাসিম সা'দ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল হুসায়ন আয্-যান্‌জানী। তিনি বিভিন্ন শহরে শিক্ষা সফর করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ইমাম, হাফিয এবং ইবাদতগুযার ব্যক্তি। শেষ বয়সে তিনি মক্কায় বসবাস করার জন্যে সেখানে থেকে যান। মানুষ তার কাছে বরকতের জন্য আসতো। ইবনুল জাওযী বলেন : মানুষ হাজরে আস্‌ওয়াদ থেকেও বেশি তাঁর হাত চুম্বন করতো।

সালীম ইবনুল জাওযী

দাজীলের গ্রামগুলো হতে একটি গ্রাম জাওযের প্রতি সম্বোধন করে তাকে বলা হতো 'জাওযী'। তিনি ছিলেন একজন আবেদ ও পরহেযগার ব্যক্তি। কথিত আছে যে, তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিদিন কিছু ডুমুর আহার করতেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করতেন এবং তাকে হাদীস পড়ে শোনানো হতো।

আবদুল্লাহ্ ইবন শামঊন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আহমাদ আবদুল্লাহ ইবন শামঊন আল্-কীরওয়ানী। তিনি একজন মালিকী ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি বাগদাদে ইন্‌তিকাল করেন এবং তাঁকে 'বাবে জারব' নামক স্থানে দাফন করা হয়। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত।

হিজরী চারশ বাহাত্তর (৪৭২) সাল

এ বছর গযনীর শাসনকর্তা মাহমূদ ইবন মাসঊদ ইবন মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীন হিন্দুস্থানের অনেকগুলো মজবূত দূর্গ ও মন্দির দখল করেন। এরপর তিনি মালে গনীমতসহ নিরাপদে তাঁর দেশে প্রত্যাগমন করেন। এ বছর আমীর আবূ জাফর ইবনুল মুক্‌তাদী বিল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম উপলক্ষে বাগদাদকে সুন্দর করে সাজানো হয়।

এ বছর মূসেলের শাসনকর্তা আমীর শারফুদ্দৌলাহ মুসলিম ইবন কুরায়শ ইবন বাদরান আল্-আকীলী, তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মূসেল দখল করেন। এ বছর মানসূর ইবন মারওয়ান তার পিতার মৃত্যুর পর 'বিলাদে বকর' দখল করেন। এ বছরেই সুলতান বসরার দায়িত্বশীল ইবন আলান ইয়াহূদীকে পানিতে ডুবিয়ে মারার আদেশ দেন এবং তার জমাকৃত সম্পদ ৪ লক্ষ

দীনার ছিনিয়ে নেন। এরপর প্রতি বছর একশ' ঘোড়া এবং একলক্ষ দীনার কর দানের শর্তে খামার তাকীনকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এ বছর উবায়দুল্লাহ ইবন নিযামুল মুলক তিকরীত জয় করেন। জান্‌ফাল আত-তুর্কী এ বছর লোকজন নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। এ বছর মক্কায় মিসরীয়দের নামে খুতবা পাঠ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং মুক্তাদী এবং সুল্তান মালিক্‌শাহ আস-সাল্‌জূকীর পক্ষে খুতবা পাঠ করা হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আবদুল মালিক ইবনুল হাসান ইবন আহমাদ ইবন হিব্‌রুন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ নসর আবদুল মালিক ইবনুল হাসান ইবন আহমাদ ইবন হিব্‌রুন। তিনি অনেকের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি ছিলেন পরহেযগার ও ইবাদত গুযার। তিনি একাধারে সিয়াম পালন করতেন এবং প্রতিরাতে কুরআন খতম করতেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুণ।

মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনুল হুসায়ন ইবন আবদুল আযীয ইবন মিহরান আল্‌-আকবারী। তিনি হিলাল আল্‌-হিফার, ইবন রাযকূইয়াহ আল্‌-হামামী ও অন্যান্য থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি ছিলেন বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি এবং উত্তম কবিতার রচয়িতা। তার একটি কবিতা নিম্নরূপ :

أَطِيلُ فِكْرِيْ فِيْ اَيِّ نَاسٍ – مَضَوْا قَدَمًا وَفِيْمَنْ خَلَفُوْنَا

هُمُ الاَحْيَاءُ بَعْدَ الْمَوْتِ ذِكْرًا – وَنَحْنُ مِنَ الْخَمُوْلِ الْمَيْتُوْنَا ٠

"কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা অতিশয় দীর্ঘ, তারা হলেন—যারা অতীতে চলে গেছেন এবং যারা আমাদের পরে আসবেন।

"তারা মৃত্যুর পরেও আমাদের স্মৃতিতে জীবিত। আর আমরা হলাম মৃত্যুযাত্রী তাদের খাঁটি বন্ধুবর্গ।"

তিনি এ বছরের রমযান মাসে ইন্‌তিকাল করেন, তখন তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

হিয়াজ ইবন আবদুল্লাহ

তিনি ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী ও একজন খ্যাতিমান খতীব। তিনি হাদীসশাস্ত্র শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ঠ পরহেযগার, ফকীহ ও ইবাদতগুযার ব্যক্তি। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। তিনি লোকদের জন্যে ফতোয়া প্রদান করতেন। তিনি দৈনিক পায়ে হেঁটে তিনবার উমরা আদায় করতেন। যতদিন তিনি মক্কায় অবস্থান করেন, ততদিন পর্যন্ত নাল বা জুতা পরিধান করেননি। তিনি মক্কাবাসীদের সাথে পায়ে হেঁটে হেঁটে

মদীনা শরীফ গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা যিয়ারত করতেন। অনুরূপভাবে তায়েফে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর মাযারও যিয়ারত করতেন। তিনি নিজ গৃহে অর্থ-সামগ্রী কিছুই ভবিষ্যতের জন্যে জমা রাখতেন না এবং শুধু একটি জামা পরিধান করে থাকতেন। রাফিযীদের ফিত্‌নার সময় মক্কায় কোন একজন আমীর তাকে মারধর করে, ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি ইন্‌তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আশির থেকে কিছু বেশি। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

হিজরী চারশ তিহাত্তর (৪৭৩) সাল

এ বছর সুলতান মালিকশাহের ভাই তাকাশ খোরাসানের কোন একটি শহর দখল করেন। এ বছর তিনি উপদেশদাতাদেরকে ওয়ায-নসীহতের মাহফিল আয়োজন করার অনুমতি দান করেন। ইবনুল কুশায়রীর ফিত্‌নার সময় এ ব্যাপারে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। এ বছরে একদল যুবকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয়েছিল। যারা তাদের মধ্যে থেকে একজনকে সর্দার নিযুক্ত করেছিল এবং তার নাম ছিল আবদুল কাদির আল-হাশিমী। তারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের সর্দারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো। তার একজন রাজস্ব আদায়কারী ছিল, তাকে ইবন রাসূল বলা হতো। বারাসার জামে মসজিদের কাছে তারা জমায়েত হতো। পরে তারা মিসরীয়দের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে বলে আশংকা দেখা দেয়ায় তাদের উপর তিনি আবার নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

এ বছর জান্‌ফাল লোকজন নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্‌তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উমার

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবূ আবদুল্লাহ্ ইসমাঈল ইবন আল-আখ্‌দার। তিনি একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। আলী ইবন শাযানের কাছে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি মাযহাবে যাহিরিয়ার অনুসারী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি উত্তম ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। তিনি পার্থিব সুখ- সম্ভোগের অল্পতে তুষ্ট থাকতেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

আস্‌-সালিহী

ইয়ামানের বিজয়ী বীর আস-সালিহীর পূর্ণ নাম ছিল আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী। তাঁর উপাধি ছিল আস্‌-সালিহী। তাঁর পিতা ইয়ামানের কাযী ছিলেন। আর তিনি ছিলেন সুন্নী মুসলমান। সালিহী বেড়ে উঠেন ও দীনী ইলম শিক্ষা করেন এবং শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি কারামাতিয়া মাযহাব অবলম্বনকারী শী'আ ছিলেন। এরপর তিনি পনর বছর যাবত মতবিরোধের পথ প্রদর্শনে ব্যস্ত থাকেন। তার ব্যাপারে

জনগণের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি অচিরেই ইয়ামান দখল করে নেবেন। কিন্তু তার নিহত হবার পর তিহামার শাসক নাজাহ ইয়ামানের শহরগুলোতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে সমগ্র ইয়ামানের উপর পরিপূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করেন। আর চারশত পঞ্চাশ হিজরীতে সেখানে তার মালিকানা স্বত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তিনি মিসরের শাসনকর্তা আল-মুস্তানসির আল-আবিদীর পক্ষে খুতবা পাঠ করেন। এ বছরে তিনি দুই হাজার অশ্বারোহী সহযাত্রী নিয়ে হজ্জব্রত পালন করার জন্যে রওয়ানা হন। হজ্জের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও সায়ীদ ইবন নাজাহ কিছু লোক নিয়ে তার পথরোধ করেন। দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে তিনি এবং তার ভাই নিহত হন। আর সায়ীদ ইবন নাজাহ তার রাজত্ব ও সবকিছু দখল করে নেয়। সালিহীর কিছু কবিতা নিম্নে পেশ করা হলো :

أَنْكَحْتُ بِيْضَ الْهِنْدِ سَمْرَ رِمَاحِهِمْ - فَرُؤُوْسُهُمْ عَرْضَ النِّثَارِ نِثَارُ

وَكَذَا الْعُلاَ لاَ يُسْتَبَاحُ نِكَاحُهَا - الاَّ بِحَيْثُ تُطَلَّقُ الاَعْمَارُ

"হিন্দুস্থানবাসীদের বর্শার আলোকবর্তিকা ও হিন্দুস্থানের সুন্দরীকে আমি বিয়ে দিয়েছি। আর তাদের সর্দার আনন্দ-উৎসবে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে সমবেত লোকদের উপর রঙীন কাগজের টুকরো ছুঁড়ে মারছে।

"অনুরূপভাবে মর্যাদাবানদের বিয়ে-শাদী সংগত মনে করা হয় না, যতক্ষণ না তারা একটি নির্ধারিত কোটায় পৌঁছেছে বলে গণ্য করা হয়।"

মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আলী মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন ইউসুফ ইবন আশ্-শিব্লী আল্-বাগদাদী। তিনি একজন কবি ছিলেন। তিনি সনদসহকারে হাদীস বর্ণনা করতেন। তার রচিত বহু কবিতা প্রচলিত রয়েছে। কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন :

لاَ تَظْهُرَنَّ لِعَاذِلٍ اَوْعَاذِرٍ - حَالَيْكَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

فَلِرَحْمَةِ الْمُتَوَجِّعِيْنَ مُرَارَةٌ - فِى الْقَلْبِ مِثْلُ شَمَاتَةِ الاَعْدَاءِ -

"তোমার দুটি অবস্থা—সুখের ও দুঃখের, কোনটাই তিরস্কারকারী কিংবা অজুহাত প্রদর্শনকারীর কাছে কখনও প্রকাশ করোনা।

"কেননা, বিপদাপদে পতিত ব্যক্তিদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের তিক্ততা ঠিক এমনি, যেমনি দুশমনের বিপদাপদে অন্তরে আনন্দ উপভোগ করা।"

তিনি আরো বলেন :

يُفْنِى الْبَخِيْلُ بِجَمْعِ الْمَالِ مُدَّتَهُ - وَلِلْحَوَادِثِ وَالْوَارِثِ مَا يَدَعُ

كَدُوْدَةِ الْقَزِّمَا تُبْنِيْهِ يَخْنُقُهَا - وَغَيْرُهَا بِالَّذِىْ تُبْنِيْهِ يَنْتَفِعُ

"কৃপণ ব্যক্তি মাল-দৌলত উপার্জন করতে করতে নিজের হায়াতটুকু নিঃশেষ করে দেয়। আর মৃত্যুর পর সে যা ছেড়ে যায়, তা কোন বিপর্যয়ের জন্যে এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্যে ছেড়ে যায়।

"ঐ ব্যক্তিটি রেশমী পোকার ন্যায়। রেশমী পোকা যা কিছু তৈরি করে যায়, তা তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে অথচ অন্যরা তার তৈরি বস্তু থেকে ফায়দা অর্জন করে থাকে।"

ইউসুফ ইবনুল হাসান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল কাসিম ইউসুফ ইবনুল হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল্-আসকারী। তিনি খোরাসানের যানজান শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ৩৭৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ ইসহাক আশ-শীরাযীর নিকট ফিকহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর প্রধান ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন 'আবেদ, পরহেযগার ও আল্লাহ্-ভীরু। তিনি আল্লাহর যিকিরের সময় খুব বেশি কান্নাকাটি করতেন। ইবাদতের প্রতি তিনি খুবই উৎসুক ছিলেন। এ বছরে তিনি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তার বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর।

হিজরী চারশ চুয়াত্তর (৪৭৪) সাল

এ বছরে আবূ কামিল মানসূর ইবন নুরুদ্-দৌলাহ দুবায়স এবং তার পিতার শাসিত আশপাশের প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুলতান এবং খলীফা তার কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এ বছরেই শারফুদ্-দৌলাহ মুসলিম ইবন কুরায়শ হারান নামক প্রদেশটি দখল করেন এবং আর-রুহার শাসনকর্তার সাথে সন্ধি করেন। এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা তাতাশ ইবন আলাপ আরসালান 'তারতূস' শহরটি জয় করেন। আবার এ বছরেই খলীফা ইবন জাহীরকে সুলতান মালিকশাহের নিকট তার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে প্রেরণ করেন। কন্যার মাতা এ ব্যাপারে ইতিবাচক জবাব প্রদান করেন, তবে শর্ত হয় যে, তার অন্য কোন স্ত্রী ও দাসী থাকবে না। আর সাতদিনই তার কাছে থাকতে হবে। এরূপ শর্ত গৃহীত হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

দাঊদ ইবন সুলতান ইবন মালিক শাহ

তাঁর পিতা তার প্রতি এতই রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর আত্মহত্যা করার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। আমীরগণ তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখেন। তিনি তখন এ শহর থেকে স্থানান্তরিত হন এবং মহিলাদেরকে তার জন্যে বিলাপ করার নির্দেশ দেন। এ খবর যখন বাগদাদে পৌঁছে, তখন খলীফার উযীর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শোক করার জন্যে বসে যান।

আল্-কাযী আবূল ওয়ালীদ আল-বাজী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল্-কাযী আবূল ওয়ালীদ সুলায়মান ইবন খালফ্ ইবন সা'দ ইবন আয়্যূব আল্-বাজী আত্-তুজীবী আল্-আন্দালুসী আল্-মালিকী। তিনি একজন ফকীহ্ ছিলেন। ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রের অভিজ্ঞ হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হাদীসশাস্ত্র শ্রবণ করেন এবং এ উদ্দেশে তিনি ৪১৬ হিজরীতে প্রাচ্যের দেশসমূহে শিক্ষা সফর করেন। সেখানে তিনি অনেকের কাছেই হাদীস শোনেন। তিনি এ সময়কার ইমামদের সাথে মিলিত হন, যেমন আল্-কাযী আবুত্-তাইয়্যেব আত্-তাবারী ও আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযী। তিনি আশ-শায়খ আবূ যার আল্-হারুবীর সাথে তিন বছর মক্কায় পরস্পর পড়শী ছিলেন। আর বাগদাদে তিন বছর অবস্থান করেন এবং আল্-মূসেলে তথাকার কাযী আবূ জা'ফর আস্-সিমনানীর কাছে এক বছর অবস্থান করেন। তিনি বিভিন্ন উস্তাদের কাছে ফিকহ ও উসূল শিক্ষা করেন। তিনি আল্-খাতীব বাগদাদী হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং আল্-খাতীব বাগদাদীও তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে নিচের দুইটি সুন্দর কবিতা বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রণিধানযোগ্য :

إِذَا كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِيْنًا - بِأَنَّ جَمِيْعُ حَيَاتِى كَسَاعَةٍ
فَلِمَ لاَ أَكُوْنُ كَضَيْفٍ بِهَا - وَاَجْعَلُهَا فِىْ صَلاَحٍ وَطَاعَةٍ .

"আমি যখন নিঃসন্দেহে জানি যে, আমার সমস্ত জীবনকাল একঘন্টা সময়ের ন্যায় অতিশয় সংক্ষিপ্ত,

"তখন এ পৃথিবীতে শুধু একজন ক্ষণস্থায়ী মেহমান হিসেবে আমি গণ্য হব না কেন? আর আমার জীবনটাকেও শুধু কল্যাণ ও আল্লাহ্র আনুগত্যে নিয়োজিত করব না কেন।"

এরপর তিনি তের বছর পর তাঁর শহরে ফিরে আসেন এবং সেখানে কাযী নিযুক্ত হন। কথিত আছে যে, তিনি হালবেরও কাযী ছিলেন। ইবন খাল্লিকান উপরোক্ত বর্ণনাটি পেশ করেন। তিনি আরো বলেন : আবুল ওয়ালীদ আল্-বাজীর কয়েকটি বড় বড় পুস্তক রয়েছে, এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

المنتقى فى شرح الموطا
احكام الفصول فى احكام الاصول
الجرح والتعديل ইত্যাদি।

৪০৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর এ বছরের রজব মাসের ২৯ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে সালাতে মাগরিব ও ইশার মাঝখানে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আবুল আগার দুবায়স ইবন আলী ইবন মাযীদ

তাঁর উপাধি ছিল নূরুদ্-দৌলাহ। এ বছরে তিনি আশি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ৬০ বছরের অধিককাল তিনি আমীর ছিলেন। তার পরে তার পুত্র আবূ কামিল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার উপাধি ছিল বাহাউদ্-দৌলাহ।

আবদুল্লাহ্ ইবন আহমাদ ইবন রিদ্ওয়ান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল কাসিম আবদুল্লাহ্ ইবন আহমাদ ইবন রিদ্ওয়ান আল্-বাগদাদী। তিনি ছিলেন সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তিন বছর প্রচন্ড মাথাব্যথা রোগ ভোগ করেন। এ সময় তিনি একটি অন্ধকার ঘরে বসবাস করতেন। তিনি কোন প্রকার আলো দেখতে পারতেন না এবং কোন প্রকার আওয়াযও শুনতে পারতেন না।

হিজরী চারশ পঁচাত্তর (৪৭৫) সাল

এ বছর মুয়ায়্যিদুল মুল্ক বাগদাদ আগমন করেন এবং তার পিতার মাদরাসায় অবস্থান করেন। তার ঘরের দরজায় দৈনিক তিনটি সালাতের সময়ে ঢোল বাজাবার ব্যবস্থা করা হয়। এ বছর শায়খ আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযী সুলতান মালিকশাহ্ ও উযীর নিযামুল মুলকের কাছে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। আবূ ইসহাক যখনই কোন শহরে যেতেন শহরবাসীগণ তাদের স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে তার সাথে মুলাকাত করার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়তো এবং তার থেকে বরকত হাসিল করতো, তার সাওয়ারীর উপর হাত বুলাতো, এমনকি অনেক সময় তার খচ্চরের পায়ের ধুলা সংগ্রহ করে নিতো। তিনি যখন 'সাওয়াতে' পৌঁছেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। আর তিনি যখনই এ শহরের কোন বাজারে পৌঁছতেন, তখন অধিবাসীরা তাদের কাছে যেসব মসৃণ জিনিসপত্র ছিল, তা তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে সম্মান প্রদর্শন করছিল। তবে যখন তিনি 'আসকিফাহ্'দের বাজার হয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তাদের কাছে শিশুদের পুরাতন খেলনার অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা, তখন তারা তা-ই সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ছুঁড়ে মারছিল, আর তিনিও এতে তৃপ্তি লাভ করছিলেন।

এ বছরেই খলীফার তরফ থেকে সুল্তান মালিকশাহের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করা হয়। এবার কন্যার মাতা চার লক্ষ দীনার দাবী করেন। এরপর পঞ্চাশ হাজার দীনারে ঐকমত্য স্থাপিত হয়। এ বছর সুলতান তার ভাই 'তাতাশের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি তাতাশকে বন্দি করেন এবং পরে ছেড়ে দেন। তবে দামেশকের আশপাশের প্রদেশগুলোতে তার হাত শক্তিশালী হয়। এ বছর জানফাল লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আবদুল ওয়াহাব ইবন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ উমার হাফিয আবদুল ওয়াহাব ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন মান্দাহ। তিনি হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষা সফর করেন এবং অনেকের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইস্পাহানে ইন্তিকাল করেন।

ইবন মাকূলা

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল্-আমীর আবূ নসর আলী ইবনুল ওয়াযীর আবুল কাসিম হাব্বাতুল্লাহ্ ইবন আলী ইবন জা'ফর ইবন আলিকান ইবন মুহাম্মাদ ইবন দালাফ ইবন আবূ দালফ আত্-তামীমী আল-আমীর সা'দুল মুলক আবূ নসর ইবন মা'কূলা। শীর্ষস্থানীয় আমীর ও হাদীসের ইমামদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বিভিন্ন শহরে শিক্ষা ভ্রমণ করেন ও অনেকের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। اَلاِكْمَالُ فِى الْمُشْتَبَه مِنْ اَسْمَاءِ الرِّجَال নামক কিতাবটি তিনি রচনা করেন। এটি একটি মূল্যবান কিতাব। পূর্বে কখনও এরূপ কিতাব লেখা হয়নি। তার মধ্যে শুধু ইবন নুকতার প্রণীত كِتَابُ سَمَاءِ الاسْتدْرَك থেকে কিছু সংযোজন করা হয়েছে। এ বছরেই কিরমানে তার অধীনস্থরা তাকে হত্যা করে। তার জন্ম হয়েছিল ৪২০ হিজরীতে। আর ৫০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।

ইবন খাল্লিকান বলেন : কথিত আছে যে, তিনি ৪৭৯ হিজরীতে নিহত হন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ৪৮৭ হিজরীতে নিহত হন।

তিনি আরো বলেন : তাঁর পিতা আল-কায়িম বিআমরিল্লাহ্-এর উযীর ছিলেন। আর তার চাচা আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসায়ন বাগদাদের কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তিনি আরো বলেন : তাকে 'আমীর' কেন বলা হতো তা আমার জানা নেই। তবে সম্ভবত তার দাদা আমীর আবূ দালাফের প্রতি সম্বোধন করেই তাকে 'আমীর' বলা হতো। তাঁর আদি নিবাস ছিল 'জারবাযেকান' নামক জায়গায়। তিনি ৪২১ হিজরীর শাবান মাসে আকবারা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন : আল্ খাতীব বাগদাদী كتاب المؤتنف পুস্তকটি রচনা করেন। তিনি আদ্-দারা কুতনী রচিত কিতাব ও আবদুল গণী ইবন সাঈদের রচিত كتاب المؤتلف والمختلف গ্রন্থকে সমন্বিত করেন। এরপর ইবন মাকূলা আগমন করেন এবং আল্-খাতীবের কিতাবটি বৃদ্ধি করেন। আর এর নাম রাখেন 'كتاب الاكمال' এ কিতাবটি অত্যন্ত উপকারী, সন্দেহ বিমোচনকারী ও সংরক্ষিত। এ কিতাবের ন্যায় আর অন্য কোন কিতাব রচিত হয়নি। এ কিতাবের পরে আমীরের অন্য কোন গুণের উল্লেখ প্রয়োজন হয় না। এটাতে প্রমাণিত হয় তাঁর অত্যধিক সচেতনতা, ধী-শক্তি, বিচক্ষণতা, বিশ্বস্ততা, সাবধানতা ও লেখার ক্ষমতা ইত্যাদি। তার রচিত বলে আখ্যায়িত কয়েক পঙক্তি কবিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ;

قَوِّضْ خِيَامَكَ عَنْ اَرْضٍ تُهَانُ بِهَا – وَجَانِبَ الذُّلِّ اِنَّ الذُّلَّ يُجْتَنَبُ

وَارْحَلْ اِذَا كَانَ فِى الاَوْطَانِ مُنْقَصَةٌ – فَالْمَنْدَلُ الرَّطْبُ فِىْ اَوْطَانِهِ حَطَبُ

"তোমার ক্ষুদ্র তাঁবুটি এমন ভূখন্ড থেকে উচ্ছেদ করে নিয়ে যাও, যেখানটা অপমান ও অপদস্থের শিকার হয়ে থাকে। আর সর্বদা লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার দিকটি লক্ষ্য রাখবে, কেননা লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ লাভ করার প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়ে থাকে।

"যখন তোমার বসবাসের স্থানে মান-ইযযত রক্ষায় কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তখন তুমি সে স্থানটি পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও এবং ইযযত-আব্রু রক্ষা কর।

কেননা অনেক সময় সুগন্ধিযুক্ত তাজা কাষ্ঠখন্ডটি নিজের দেশে শুকনো লাকড়ির মর্যাদা পেয়ে থাকে।"

হিজরী চারশ ছিয়াত্তর (৪৭৬) সাল

এ বছর আমীদুদ্-দৌলাহ্ ইবন জাহীর খিলাফতের ওযারত থেকে বরখাস্ত হন। এরপর তিনি তার পরিবার ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুলতানের কাছে আগমন করেন। তারা প্রথমত সুলতানের উযীর নিযামুল মুলকের কাছে হাযির হন। তখন তিনি পদচ্যুত উযীরের পুত্র ফখরুদ্-দৌলাহ্‌কে দিয়ারে বাকরের শহরসমূহে শাসক নিযুক্ত করেন। তখন তিনি উপঢৌকন, ঢোলবাদ্য ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সেখানে রওয়ানা হয়ে যান। তাকে এটা ইবন মারওয়ান থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে হুকুম দেয়া হয়। নিজের পক্ষে খুতবা পাঠ করা এবং মুদ্রায় তার নাম উল্লেখ করারও অনুমতি দেয়া হয়। তিনি বহু চেষ্টা-তদবীরের পর মারওয়ানীদের হাত থেকে ভূখন্ডটি মুক্ত করেন। এভাবে তার হাতেই তাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে। খিলাফতের ওযারতের শূন্যস্থানটি পূরণ করেন আবুল ফাতহ্ মুজাফ্ফর ইবন রাইসূর রুয়াসা। এরপর তিনি শাবান মাসে বরখাস্ত হন এবং আবূ শুজা মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন উযীর নিযুক্ত হন। তাঁর উপাধি ছিল যাহীরুদ্দীন। জমাদিউছ্-ছানি মাসে মুয়ায়্যিদুল মুলক, আবূ সায়ীদ আবদুর রহমান ইবন আল্-মামূনকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অন্য কথায় আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযীর ইনতিকালের পর মাদ্রাসায় নিযামিয়ার পাঠদান প্রক্রিয়ার পরিচালনার মুতাওয়াল্লী তাকে নিযুক্ত করা হয়। এ বছরে হারানবাসীরা শারফুদ-দৌলাহ্ মুসলিম ইবন কুরায়শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন তিনি হারানে গমন করেন এবং তাদেরকে ঘেরাও করেন। অবশেষে তিনি হারান পুনরায় জয় করেন। চতুর্দিকের দেয়াল ধ্বংস করে দেন। তথাকার কাযী ইবন হালাবাহ্ ও তার দুই পুত্রকে দেয়ালটি ধ্বংসের পূর্বে দেয়ালের উপর শূলে চড়ানো হয়েছিল। এ বছরের শাওয়াল মাসে আবুল মুহাসিন ইবন আবুর-রেযাকে হত্যা করা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তিনি নিযামুল মুলক সম্বন্ধে সুলতানের কাছে দুর্নাম করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে, নিযামুল মুলক ও তার সাথী-সঙ্গীদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করুন, তাহলে আমি তাদের থেকে আপনার জন্য এক লক্ষ দীনার জরিমানা আদায় করব। এরূপ দুর্নামের কথা নিযামুল মুলকের কর্ণগোচর হলে তিনি একটি বিরাট সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা করে এতে তার গোলামদের উপস্থিত করান। আর তারা ছিল কয়েক হাজার তুর্কী। তিনি সুলতানকে বলেন : এগুলো সব আপনারই সম্পদ। মাদরাসা ও সরাইখানা যা আমি ওয়াক্ফ করে দিয়েছি, তা সবকিছুই দুনিয়াতে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপাদান মাত্র এবং আখিরাতে সবকিছুর মজুরী আপনারই জন্যে সংরক্ষিত। আমার বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অর্জিত সম্পদ সবই আপনার কদমে উপস্থিত করলাম। আর আমার

জন্যে রয়েছে তালি দেয়া জমা-কাপড় এবং ইবাদত করার জন্যে একটি ঘরের সংকীর্ণ কোণা। আর এ নিয়ে থাকতে আমি সন্তুষ্ট। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সুলতান আবুল মুহাসিনকে হত্যার আদেশ দেন। অথচ তিনি সুলতানের কাছে ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী। তার পিতাকে শাহী ফরমান লিখার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। আর এ কাজে মুয়ায়্যিদুল মুলককে নিযুক্ত করেন। কূফার পর্যটক আল-আমীর জানফাল আত-তুর্কী লোকজনকে নিয়ে এ বছর হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণী নিম্নে পেশ করা হলো :

আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক আস্-শীরাযী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবন আলী ইবন ইউসুফ আশ্-শীরাযী আল্-ফীরূযাবাদী। ফীরূযাবাদ পারস্যের একটি গ্রামের নাম। কেউ কেউ বলেন : এটা একটা খাওয়ারিযমী শহরের নাম। তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন শায়খ ছিলেন। তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। তিনি ৩৯৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন : তিনি ৩৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইরানের আবূ আবদুল্লাহ আল্-বায়দাবীর কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি ৪১৫ হিজরীতে বাগদাদ গমন করেন। তিনি বাগদাদে কাযী আবুত-তাইয়্যেব আত্-তাবারীর কাছে ফিকহশাস্ত্র আরো অধ্যয়ন করেন। তিনি ইবন শাযান ও আল্-বুরকানী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন পরহেযগার, ইবাদতগুযার ও সাবধানতা অবলম্বনকারী। তিনি ছিলেন বড় মর্যাদার অধিকারী, সম্মানিত, মুহতারম, ফিকহ, হাদীস ও উসূল এবং অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন ইমাম। তার রয়েছে অনেকগুলো উপকারী ও প্রয়োজনীয় সংকলন ও পুস্তক যেমন :

اَلْمُهَذَّبُ فِى الْمَذْهَبِ وَالتَّنْبِيْهِ

اَلنَّكْتُ فِى فِى الْخِلاَفِ

وَاللَّمْعُ فِىْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ

وَالتَّبْصِرَةُ

طَبَقَاتُ شَرْحُ الشَّافِعِيَّةِ ইত্যাদি কিতাবের প্রথমদিকে তার বিস্তারিত জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি জমাদিউছ-ছানী মাসের ২১ তারিখ রবিবার রাতে আবুল মুজাফ্ফর ইবন রাঈসুর রুয়াসার ঘরে ইনতিকাল করেন। আবুল ওফা ইবন আকীল আল-হাম্বলী তাকে গোসল দেন, রাজধানীর 'বাবুল ফিরদাউসে' তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং তার সালাতে জানাযায় আল্-মুকতাদী বিআমরিল্লাহ যোগদান করেছিলেন। তার সালাতে জানাযা পড়ার জন্য আবুল ফাতহ আল্-মুজাফফর ইবন রাঈসুর রুয়াসা সামনে এগিয়ে আসেন, তখন তিনি

উযীরের পোশাক পরিহিত ছিলেন। জামিউল কাসরে তার দ্বিতীয়বার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। তাকে 'বাবে ইব্‌রাযেরের' কোণের পার্শ্ববর্তী ভূমিতে দাফন করা হয়। তার উপর আল্লাহ রহমত নাযিল করুন।

তাঁর জীবনকালে এবং মৃত্যুর পর কবিরা তার প্রশংসা করেন। তার রয়েছে বহু সুন্দর কবিতা। ইবন খাল্লিকানের উত্থাপিত তার কয়েকটি চমৎকার কবিতার পঙক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

سَأَلْتُ النَّاسَ عَنْ خَلٍّ وَفِيٍّ - فَقَالُوْا مَا اِلَى هَذَا سَبِيْلُ
تَمَسَّكْ اِنْ ظَفَرْتَ بِذَيْلِ حُرٍّ - فَاِنَّ الْحُرَّ فِى الدُّنْيَا قَلِيْلُ

"আমি মানব জাতিকে যথাযোগ্য বন্ধুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তখন তারা বলেছে : এখানে এটার কোন সুযোগ নেই।

"তারা আমাকে বলেছে : বরং তুমি যদি কোন ভদ্র ও বীর মানুষের সংস্পর্শ লাভের সফলতা অর্জন করে থাক, তাহলে তাই শক্ত করে ধরে রাখ; কেননা ভদ্র ও বীর মানুষের সংখ্যা এ দুনিয়ায় খুবই কম বা নগণ্য।"

ইবন খাল্লিকান বলেন : যখন তিনি ইন্‌তিকাল করেন, তখন ফকীহগণ নিযামিয়া মাদরাসায় শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেন। আর মুয়ায়্যিদুল মুলক আবূ সা'দকে তার জায়গায় মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। নিযামুল মুলকের কাছে যখন তাঁর ইনতিকালের সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি একটি পত্র লিখে বলেন : তাঁর জন্যে মাদরাসা এক বছর যাবত বন্ধ থাকা উচিত। তিনি আশ্-শায়খ আবূ নসর ইবন আস্-সাব্বাগকে তার পরিবর্তে পাঠদান পরিচালনার নির্দেশ দান করেন।

তাহির ইবনুল হুসায়ন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : তাহির ইবনুল হুসায়ন ইবন আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ্ আল্-কাওয়াস। তিনি কাযী আবূত-তাইয়্যেব আত্-তারাবী-এর কাছে কুরআন শিক্ষা করেন, হাদীসে শোনেন এবং ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ফাতোয়া প্রদান করতেন এবং পাঠদানও করতেন। জামিউল মানসূরে মুনাযারাহ্ ও ফাতোয়া প্রদানের জন্যে তার একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র ছিল। তিনি ছিলেন পরহেযগার, আল্লাহ-ভীরু এবং ৫০ বছর যাবত মসজিদের খিদমতে নিয়োজিত একজন মরদে মুজাহিদ। তিনি ৮৬ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। ইমাম আহমাদ (র)-এর কবরের নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর ও আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন।

মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন ইসমা'ঈল

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল্-খাতীব আবূ তাহির মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইসমাঈল আল্-আনবারী। ইবন আবুস সাকার হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন শহরে তিনি শিক্ষা

ভ্রমণ করেন। অনেকের কাছে হাদীস শোনেন। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী, সৎ, বিদ্বান ও আবেদ। তাঁর থেকে আল্-খাতীব বাগদাদী হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর সংকলনগুলোও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রায় একশ বছর বয়সে এ বছর জমাদিউছ্-ছানি মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনুল হুসায়ন ইবন জারাদাহ

তিনি বাগদাদের সর্দারদের অন্যতম ছিলেন। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তার সম্পদের পরিমাণ ছিল তিন লক্ষ দীনার। মূলত তিনি আকবারার বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে বসবাস করেন। এখানে তার একটি প্রকান্ড বাড়ি, তথা মহল্লা ছিল, যার মধ্যে ছিল ৩০টি স্বতন্ত্রভাবে বাসের যোগ্য কামরা বা বাড়ি। প্রতিটি বাড়িতে ছিল একটি হাম্মাম ও একটি বাগান। তার ছিল দুটি দরজা। প্রতিটি দরজায় ছিল একটি মসজিদ। একটার মধ্যে যখন মুয়াযযিন আযান দিতেন, তখন দূরত্বের জন্যে অন্যটার থেকে আওয়ায শোনা যেতনা। ৪৫০ হিজরীতে যখন বাসাসীরীর ফিত্না দেখা দেয়, তখন খলীফা আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ্-এর স্ত্রী তার পড়শী হিসেবে এখানে বসবাস করেন। তখন তিনি আরবের আমীর আল্-আমীর কুরায়শ ইবন বাদরানের কাছে দশ হাজার দীনার প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তার জন্যে তার ঘরকে হিফাযত করেন। তিনিই তার নামে প্রসিদ্ধ মসজিদটি বাগদাদে নির্মাণ করেন। হাজার হাজার মানুষ এ মসজিদে কুরআন খতম করেন। তিনি ব্যবসায়ীদের পোশাক হতে কখনও বিচ্ছিন্ন হতেন না। এ বছরের যুল্-কাদাহ মাসের দশ তারিখ তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লামা আল্-কায্বিনীর পড়শী হিসেবে তিনি মাটিতে কবরস্থিত হন। আল্লাহ তার ও আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন।

হিজরী চারশ সাতাত্তর (৪৭৭) সাল

এ বছর খলীফার উযীর ফখরুদ-দৌলাহ ইবন জাহীর এবং দিয়ারে বাকরের শাসনকর্তা ইবন মারওয়ানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবন জাহীর আরব রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেন, তাদের পরিবার-পরিজনদের বন্দী করেন এবং শহরগুলোকে ছিনিয়ে নেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাইফুদ-দৌলাহ সাদাকা ইবন মানসূর ইবন দুবায়স ইবন আলী ইবন মাসীদ আল্-আসাদী। তিনি আরবের একটি দলকে ফিদ্ইয়া নিয়ে ছেড়ে দেন, তাতে জনগণ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং কবিরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

এ বছর সুলতান আমীদুদ-দৌলাহ ইবন জাহীরকে একটি বিরাট সৈন্যদলসহকারে প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন কাসীমুদ্-দৌলাহ ইক্সানকার। তিনি ছিলেন সিরিয়া ও মূসেলের বনূ আতাবিকের উপদেষ্টা। দুই জেনারেল মূসেল আক্রমণ করেন ও তা দখল করে নেন। এ বছরের শাবান মাসে সুলায়মান ইবন কাতালমুস ইনতাকীয়া দখল করেন। এরপর শরফুদ্-দৌলাহ মুসলিম ইবন কুরায়শ ইনতাকীয়াকে সুলায়মান থেকে উদ্ধার করার সংকল্প করেন, কিন্তু

সুলায়মান তাকে পরাজিত করেন ও হত্যা করেন। এ মুসলিম শাসনকর্তা ছিলেন কল্যাণকামী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী শাসনকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত। তার রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে ছিল তার পক্ষ থেকে একজন শাসনকর্তা, কাযী এবং সংবাদদাতা। তার রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল সিন্ধু থেকে মাম্বাজ পর্যন্ত। তার পরে তার ভাই ইব্‌রাহীম ইবন কুরায়শ শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বছর ধরে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এরপর তাকে মুক্ত করা হয় এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এ বছরের রজব মাসের ২০ তারিখ, সানজারে সুলতান সানজার ইবন মালিকশাহ জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরেই সুলতানের ভাই 'তাকাশ' বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুলতান তাকে গ্রেফতার করেন, তার চোখ উপড়িয়ে ফেলেন এবং তাকে বন্দী করে রাখেন। এ বছর আমীর-খামারতাকীন আল্-হাসনানী লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। লোকজন পূর্বেকার আমীরে হজ্জ জানফালের বিরুদ্ধে কঠোর আচরণের অভিযোগ দায়ের করে। তিনি তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করতেন এবং একবার কূফা থেকে মক্কা পর্যন্ত মাত্র সতর দিনে ভ্রমণ করতে সাথীদেরকে বাধ্য করেন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণী নিম্নে পেশ করা হলো :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন দুবাস্ত

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ সা'দ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন দুবাস্ত আন-নীশাপুরী। তিনি একজন সূফী শায়খ ছিলেন। নিশাপুর শহরে তাঁর একটি সরাইখানা ছিল, যার দরজা দিয়ে একটি উট তার আরোহীসহ প্রবেশ করতে পারত। বাহরাইন মুক্ত করাকালে তিনি কয়েকবার হজ্জব্রত পালন করেন। তখন মক্কার রাস্তা ছিল বন্ধ। তিনি একদল ফকীরকে সঙ্গে নিতেন এবং আরব গোত্রগুলোর সাথে প্রীতিপূর্ণ দেখা-সাক্ষাত করতে করতে মক্কা পৌঁছে যেতেন। এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন, এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। আল্লাহ্ তার উপর ও আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন। তিনি তার পুত্র ইসমাঈলকে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্যে অসীয়ত করে যান। সেই অনুযায়ী পুত্র ইসমাঈল সরাইখানা পরিচালনা করেন।

ইবনুস্ সাব্বাগ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল্-ইমাম আবূ নসর ইবন আবদুস সাইয়েদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ ইবন আহমাদ ইবন জাফর ইবনুস্ সাব্বাগ। তিনি اَلشَّامِلُ فِى الْمَذْهَبِ নামক কিতাবের প্রণেতা ছিলেন। তিনি ৪০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে আবুত তাইয়্যেব আত-তাবারীর কাছে তিনি ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইরাকে শাফিঈ মাযহাব অবলম্বনকারীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি বহু উপকারী ও প্রয়োজনীয় পুস্তক তিনি রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে اَلشَّامِلُ فِى الْمَذْهَبِ কিতাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বপ্রথম মাদরাসায় নিযামিয়ায় পাঠদান করেন। এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন এবং আল্-কারখে অবস্থিত নিজ

গৃহে তাকে দাফন করা হয়। পরে তাকে বাবুল হারবে স্থানান্তর করা হয়। ইবন খাল্লিকান বলেন : তিনি ইরাকীদের ফকীহ ছিলেন। তিনি আবূ ইসহাকের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইবনুস সাব্বাগ মাযহাব সম্পর্কে আবূ ইসহাক থেকে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ফিকহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য তার কাছে মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসতো। তিনি ফিকহশাস্ত্রে ' الشامل ' এবং উসূলে ফিকহ্শাস্ত্রে 'العمدة' নামক কিতাবদ্বয় রচনা করেন। তিনি সর্বপ্রথম নিযামিয়ায় পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ কনেন। ২১ দিন পর তিনি আশ-শায়খ আবূ ইসহাকের মাধ্যমে বরখাস্ত হন। যখন আশ্-শায়খ আবূ ইসহাক ইন্তিকাল করেন, তখন আবূ সা'দ আল-মুতাওয়াল্লী পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ইবনুল মুতাওয়াল্লীর মাধ্যমে ইবনুস সাব্বাগ পাঠদান থেকে বরখাস্ত হন। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী, ত্রুটিহীন ও সৎ। তাঁর শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

মাসঊদ ইবন নাসির

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল-হাফিয আবূ সা'দ মাসঊদ ইবন নাসির ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন ইসমাঈল আস্-সাজ্রী। হাদীস অধ্যয়নের জন্যে তিনি বিভিন্ন শহরে শিক্ষা সফর করেন। অনেকের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং মূল্যবান পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন। তিনি ছিলেন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও সঠিক মত বিনিময়ের অধিকারী। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী হাফিয। আল্লাহ্ তার উপর ও আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন।

হিজরী চারশ আটাত্তর (৪৭৮) সাল

এ বছরের মুহাররম মাসে 'আরজান' প্রদেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, তখন রোম সাম্রাজ্যের বহু লোক ও তাদের গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যায়। এ বছর ইরাক, হিজায ও সিরিয়ায় জ্বর ও প্লেগ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। তারপরই আকস্মিক মৃত্যুও সংঘটিত হয়। কিছুদিন পর বনে-জঙ্গলে বন্য পশুগুলোও মরতে শুরু করে। এরপরই গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলো মারা যায়। তাতে দুধ ও গোশতের ঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করে। এতদসত্ত্বেও রাফিযী ও সুন্নীদের মধ্যে বিরাট ফিত্না দেখা দেয়। আর এতে বহু লোক মারা যায়। রবীউল আউয়াল মাসে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। ধূলাবালিতে রাস্তা-ঘাট নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং বহু খেজুর ও অন্যান্য গাছ-গাছালী উপড়িয়ে পড়ে যায়। সারাদেশব্যাপী বজ্রপাত হতে থাকে। কেউ কেউ ধারণা করে যে, কিয়ামত বোধহয় সংঘটিত হচ্ছে। এরপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহর জন্যে সমস্ত প্রশংসা।

এ বছর খলীফার একজন সন্তান জন্ম নেয়। নাম তার আবূ আবদুল্লাহ্ আল্-হুসায়ন। এ উপলক্ষে বাগদাদকে সুসজ্জিত করা হয়, ঢোল ও বিউগল বাজানো হয় এবং বেশি বেশি করে সদকা প্রদান করা হয়। এ বছর ফখরুদ-দৌলাহ্ ইবন জাহীর অনেকগুলো দেশ দখল করে নেয়, তার মধ্যে আমাদ, মিয়াফারকীন এবং ইবন উমারের জাযীরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ

বছর তাঁর হাতেই বনূ মারওয়ান বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ বছরে রমযানের ১২ তারিখ আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন মুজাফ্ফার আশ্-শামী আবূ আবদুল্লাহ আদ্-দামিগানীর মৃত্যুর পর বাগদাদে প্রধান বিচারপতির আসন অলংকৃত করেন। সরকারি কার্যালয়ে তাকে স্বাগত জানানো হয়। এ বছর জান্ফান লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাযার যিয়ারত করে বলেন : আমি ধারণা করছি যে, এটা আমার শেষ হজ্জ। আর প্রকৃতপক্ষে তা-ই হয়েছিল। এ বছরে খলীফা আল্-মুকতাদী বিআমরিল্লাহ্র দস্তখতকৃত সরকারি ফরমান প্রতি মহল্লায় জারী করা হয়, তাতে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ নবায়নসহ দায়িত্ব-শীলদের ইউনিফর্ম পরিধান অপরিহার্য ঘোষণা, খেল-তামাশায় বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলা, শরাব রাস্তায় ঢেলে দেয়া এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের দেশত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ কাজের সওয়াব দান করুন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন ইব্রাহীম ইবন আবূ আয়্যূব আল-ফাওরাকী। তিনি উস্তাদ আবূ বকর ইবন ফাওরাকের সন্তান ছিলেন। তিনি বাগদাদে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা। মাদরাসায়ে নিযামিয়ার লোকজনকে তিনি নসীহত করতেন। তাঁর কারণেই বিভিন্ন মাযহাব অবলম্বনকারীদের মধ্যে বিরাজমান মতবিরোধ ফিত্নার আকার পরিগ্রহ করে। ইবনুল জাওযী বলেন : তিনি দুনিয়ার প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন। রেশমী কাপড় ব্যবহার থেকে বিরত থাকতেন না। তিনি কয়লার ট্যাক্স আদায় করতেন। তিনি হাম্বলী ও আশআরীদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতেন। তিনি যখন ইনতিকাল করেন, তখন তিনি প্রায় ষাট বছরে উপনীত হন। আয-যাওয়ীযার পানির প্রস্রবণের কাছে আল্-আশআরীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

আল্-হাসান ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আবদুল্লাহ্ আল্-হাসান ইবন আলী আল-মারদূওলী। তিনি তার যুগের সর্দার ছিলেন। সকলের চেয়ে বেশি মর্যাদাশালী ছিলেন। বনূ বুইয়ার যুগে তিনি বিভিন্ন প্রকারের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এটা একটু দীর্ঘ সময়ের জন্যে ছিল, তাই রাজা-বাদশাহগণ তাঁর সম্মান করতেন এবং গোলাম ও খিদমতগার সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, তিনি বেশি বেশি সদকা প্রদান করতেন, সালাত-সিয়াম রীতিমত পালন করতেন এবং নেক আমল আঞ্জাম দিতেন। তিনি ৯৫ বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন। মৃত্যুর ৫ বছর পূর্বে তিনি নিজের জন্যে একটি কবর তৈরি এবং কাফনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

আবূ সা'দ আল-মুতাওয়াল্লী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ সা'দ আবদুর রহমান ইবন আল-মামূন ইবন আলী আল্-মুতাওয়াল্লী। তিনি اَلتَّتِمَّةُ পুস্তকের লেখক ছিলেন। তিনি আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযীর পর মাদরাসায়ে নিযামিয়ার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি শুদ্ধভাষী ও বাগ্মী ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। এ বছরের শাওয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। আল্লাহ্ আমাদের ও তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। কাযী আবূ বকর আশ্-শাশী তার সালাতে জানাযায় ইমামতি করেন।

ইমামুল হারামায়ন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল মাআলী আবদুল মালিক ইবন আশ্-শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জিওইয়াহ আল-জুইয়ানী। জুইয়ান নিশাপুরের একটি গ্রামের নাম। তার উপাধি ছিল ইমামুল হারামায়ন। কেননা, তিনি চার বছর যাবত মক্কা শরীফে অবস্থান করেছিলেন। তার জন্ম হয়ে ছিল ৪১৯ হিজরীতে। তিনি তার পিতা আশ্-শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আল-জুইয়ানীর কাছে হাদীস শোনেন এবং ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ছাত্রদের (প্রতিনিধিত্বকারী) কাছে অধ্যয়ন সামাপ্ত করেন। তিনি কাযী হুসায়নের কাছেও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানেও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং মক্কার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। সেখানে তিনি চার বছর অবস্থান করেন। পরে তিনি নিশাপুরে ফিরে আসেন। তখন তাকে পাঠদান ও ওয়ায-নসীহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি نِهَايَةُ الْمَطْلَبِ فِيْ دِرَايَةِ الْمَذْهَبِ , وَالْبُرْهَانُ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ নামক কিতাব এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরো অন্যান্য কিতাব রচনা করেন। ছাত্রগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতো। এক হিসেবে জানা যায় যে, প্রায় তিনশত জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র তার মজলিসে সবসময় হাযির থাকতো। الطبقات এর মধ্যে তার জীবনী পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তার ইনতিকালের তারিখ হলো, এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসের ২৫ তারিখ। আর তখন তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তাকে তাঁর গৃহে দাফন করা হয়েছিল। পরে তাকে তার পিতার কাছে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

ইবন খাল্লিকান বলেন : তাঁর মাতা ছিলেন একজন দাসী। তার পিতা তাকে কিতাবপত্র লেখার মাধ্যমে অর্জিত পারিশ্রমিক দ্বারা খরিদ করেছিলেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : শিশু পুত্রটিকে যেন তার দুধ ব্যতীত অন্যের দুধ পান করানো না হয়। ঘটনাচক্রে একজন মহিলা শিশুর মায়ের কামরায় প্রবেশ করে তাকে একবার দুধ পান করায়। শায়খ আবূ মুহাম্মাদ ব্যাপারটি জানার সাথে সাথে শিশুটিকে উপুড় করে ধরেন, তার পেটে হাত রাখেন এবং অন্য হাতের আঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে দুধ বের করার চেষ্টা করেন। অবশেষে শিশুটি মহিলার যে দুধটুকু পান করেছিল, তা বমি করে ফেলে।

ইবন খাল্লিকান আরো বলেন : ইমামুল হারামায়নের 'মুনাযারা' বা বিতর্কের সময় মাঝে মাঝে ত্রুটি দেখা দিত ও থেমে যাওয়ার ঘটনা ঘটতো। তখন তিনি বলতেন : ঐ দুধপান করার জন্যেই আমাকে এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি আরো বলেন : ইমামুল হারামায়ন যখন 'হিজায' থেকে নিজ শহর নিশাপুরে ফিরে আসেন, তখন তাকে মসজিদের ইমামতি, মাদরাসায় পাঠদান, শুক্রবার দিন ওয়ায-নসীহতের ও সভায় ভাষণ দান ইত্যাদির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ত্রিশ বছর যাবত তিনি বিনাবাধায় একাগ্রচিত্তে অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তিনি পুস্তক রচনা করেন। তিনি যে النهاية কিতাবটি রচনা করেন, তার পূর্বে ইসলামে এরূপ কিতাব আর প্রণয়ন করা হয়নি।

আল্-হাফিয আবূ জাফর বলেন : আমি আশ-শায়খ আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযীকে ইমামুল হারামায়ন সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি তাকে বলেন : হে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উপকারী বন্ধু! তুমি তো আজকাল ইমামুল আইম্মা অর্থাৎ ইমামদের ইমাম বা সর্দার। তাঁর প্রণীত পুস্তকগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ :

১। اَلشَّامِلُ فِىْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ

২। اَلْبُرْهَانُ فِىْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ

৩। تَلْخِيْصُ التَّقْرِيْبِ

৪। اَلاِرْشَادُ

৫। اَلْعَقِيْدَةُ النِّظَامِيَّةُ

৬। غِيَاثُ الاُمَمِ

এছাড়া আরো অনেক, যেগুলোর তিনি নাম রাখেন কিন্তু পরিপূর্ণ করতে পারেননি। তাঁর পুত্র আবুল কাসিম তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান। তার মৃত্যুর কারণে বাজারগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ছাত্ররা তাদের কলম ও দোয়াত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা ছিল সংখ্যায় চারশ'। এভাবে তারা এক বছর অবস্থান করেছিল। অনেক অনেক কবিতা পাঠ করে তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করা হয়েছিল। কেউ কেউ নিম্নের কবিতাগুলো বলেন :

قُلُوْبُ الْعَالَمِيْنَ عَلَى الْمَقَالِىْ - وَاَيَّامُ الْوَرَىَ شِبْهُ اللَّيَالِىْ

اَيُثْمِرُ غُصْنُ اَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمًا - وَقَدْ مَاتَ الاِمَامُ اَبُو الْمَعَالِىْ .

"সারা জগতের অন্তরসমূহ দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শয়ন করার অবস্থায় পরিণত হয়েছে। আর সৃষ্ট জগতের দিনগুলো প্রায় রাতের আকার ধারণ করেছে।

"শিক্ষিত লোকদের বাগানটি কি কোনকালে ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে? অথচ আল্-ইমাম আবুল মাআলী ইতোমধ্যে ইনতিকাল করেছেন।"

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আলী মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ

ইবন আল্-ওয়ালীদ। তিনি একজন মুতাযিলী শায়খ ছিলেন। তিনি মুতাযিলীদের একজন শিক্ষক ছিলেন। 'আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত' তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তাই তিনি তার মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছর নিজ গৃহে নির্বাসিত অবস্থায় কাটান। তিনি এ বছরের যিলহজ্জ মাসে ইন্‌তিকাল করেন। আর তাকে আশ্-শূনীযী কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ একটি বিষয় ছিল, যা নিয়ে তিনি এবং আশ্-শায়খ আবূ ইউসুফ আল্-কাযবীনী আল্-মুতাযিলী আল্-মুফাসসির-এর মধ্যে মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়টি হলো জান্নাতে বালকদের মলদ্বারে সঙ্গম করার বৈধতা নিয়ে আলোচনা। তিনি বলেন : জান্নাতবাসীদের জন্য বালকদের মলদ্বারে সঙ্গম করা বৈধ। আকীল তাদের দুইজন থেকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেন। তারা দুইজনে ছিলেন মুনাযারায় উপস্থিত। তিনি এটা মুবাহ বা বৈধ বলে মনে করেন। কেননা জান্নাতে কোন প্রকার ব্যভিচারের প্রশ্ন উঠে না। আবূ ইউসুফ বলেন : এটা দুনিয়াতে বৈধ হতে পারে না এবং আখিরাতেও এটা বৈধ হতে পারে না। আর তাদের মলদ্বারই বা হবে কেমন করে? শরীরের এ অংশ অর্থাৎ মলদ্বার সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু পৃথিবীতেই, এটা বান্দাদের প্রয়োজন। কেননা এটা হচ্ছে বান্দাদের বর্জ্য বের হবার স্থান। আর জান্নাতে বর্জ্য বলে কোন বস্তু নেই। খাদ্য খাওয়ার পর ঘামের আকারে বর্জ্য বের হয়ে যাবে। আর এ ঘাম বের হবে তাদের চামড়ায় বিরাজমান লোমকূপের মাধ্যমে। আর লোমকূপগুলো সূক্ষ্ম ও গোপনীয়। তাই তারা মলদ্বারের কোন প্রয়োজনই বোধ করবে না। তাই তথায় এসব সমস্যার কোন চিত্রই দেখা দেবে না। এ ব্যক্তিটি তার শায়খ আবুল হুসায়ন আল-বসরী থেকে পূর্বে উল্লেখিত তার নিজস্ব সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তা হচ্ছে শু'বা হতে, মানসূর হতে, রিবয়ী হতে ও আবূ মাসঊদ (রা) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যদি তুমি বিভ্রান্তি মনে না কর, তাহলে যা ইচ্ছে তা কর।" এ হাদীসটি আল্-কানাবী শু'বা থেকে বর্ণনা করেন। এটা ব্যতীত তিনি অন্য কিছু তার থেকে বর্ণনা করেননি। কথিত আছে যে, যখন আল্-কানাবী শু'বার কাছে রওয়ানা হয়ে যান এবং তার গৃহে পৌঁছেন, তখন দেখেন শু'বা হাত-মুখ ধোয়ার বেসিনে পেশাব করছেন। তখন তিনি তাকে হাদীস বর্ণনা করার জন্যে অনুরোধ করেন, তিনি তখন হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকেন।

অতঃপর এ হাদীসটি তার জন্যে বর্ণনা করা হলো, যেমন উপদেশদাতা উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং শর্ত করা হলো যে, তিনি যেন তাকে ব্যতীত অন্য কারো কাছে হাদীসটি বর্ণনা না করেন। কথিত আছে যে, ইলমে হাদীস অধ্যয়নে নিমগ্ন হওয়ার পূর্বে শু'বা আল্-কানাবী-এর কাছে আগমন করেন। আর তিনি ঐ সময় শরাবের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তার নিকট হাদীস বর্ণনা করার জন্যে অনুরোধ জানালে শু'বা বিরত থাকেন। তখন কানাবী ছুরি বের করে বলেন, যদি তুমি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা না কর, তাহলে এটার দ্বারা আমি তোমাকে হত্যা করব। তখন তিনি তার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। এরপর তিনি তাওবা করেন এবং আল্লাহ্‌মুখী হন। আর এ বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারী মালিকের সংস্পর্শে থাকেন। এরপর তার শু'বা থেকে

কোন হাদীস শোনার সুযোগ হয়নি। তিনি শুধু এ হাদীসটিই তার থেকে শুনেছেন। আল্লাহ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্-কাযী আবূ আবদুল্লাহ আদ্-দামিগানী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল্-কাযী আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল হুসায়ন ইবন আবদুল মালিক ইবন আবদুল ওয়াহাব ইবন হামুভিয়াহ আদ্-দামিগানী। তিনি বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি ৪১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ আবদুল্লাহ আদ্-দায়মীরী ও আবুল হাসান আল্-কুদূরীর কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাদের দুইজন—ইবনুন-নাকূর ও আল্-খাতীব ছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ফিকহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি পরিপূর্ণ বিবেক ও অত্যধিক বিনয়ের অধিকারী ছিলেন। তার কাছেই ফিকহবিদদের নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি ছিলেন শুদ্ধভাষী ও অত্যন্ত ইবাদতগুযার ব্যক্তি। তিনি উপজীবিকা অন্বেষণের প্রথমদিকে কপর্দকহীন কিংবা অসচ্ছল ছিলেন। তার পরণে ছিল ছেঁড়া ও ব্যবহারের অযোগ্য জামা-কাপড়। পরে ৪৪৯ হিজরীতে তিনি ইবন মাকূলার পর নেতৃত্ব ও বিচারকের দায়িত্বভার লাভ করেন। খলীফা আল্-কায়িম বিআমরিল্লাহ তাকে সম্মান করতেন। আর সুলতান তাগার লাবাকও তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। তিনি ৩০ বছর যাবত নিষ্ঠা ও সততার সাথে সুচারুরূপে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। কয়েকদিন যাবত তিনি অসুস্থ থাকেন। তারপর এ বছরের রজব মাসের ২৪ তারিখ তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি প্রায় ৮০ বছর জীবিত ছিলেন। 'দারবুল আলাবীন' এলাকায় অবস্থিত তার নিজগৃহে তাকে দাফন করা হয়। এরপর তাঁকে হযরত আবূ হানীফা (র)-এর মাযারের নিকট স্থানান্তরিত করা হয়।

মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল মুত্তালিব

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আল্-আদীব আবূ সা'দ মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল মুত্তালিব। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি নাহুশাস্ত্র, সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস ও সাংবাদিকতা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি এসব ছেড়ে দেন এবং বেশি বেশি করে সালাত আদায়, সদকা প্রদান, যিকির-আয্‌কার ও সিয়াম সাধনার প্রতি নিয়োজিত হন। এ বছরে তিনি ৮৬ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন তাহির আল্-আব্বাসী

তিনি 'ইবনুর রাজীহী' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইবনুস সাব্বাগের কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বিচারকার্য পরিচালনার সুযোগ পান। আর তার প্রক্রিয়া ছিল প্রশংসার যোগ্য। তিনি ইবনুদ্ দামিগানীর কাছে গমন করলে তিনি তাকে গ্রহণ করেন।

মানসূর ইবন দুবায়স

তার পূর্ণ নাম ছিল : আবূ কামিল মানসূর ইবন দুবায়স ইবন আলী ইবন মাযীদ। সাইফুদ্-

দৌলাহর পর তিনি ছিলেন আমীর। তিনি বেশি বেশি সালাত আদায় করতেন ও সদকা প্রদান করতেন। এ বছরের রজব মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি বহু কবিতা ও সাহিত্য রচনা করেন। আর এ ব্যাপারে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তার কয়েকটি কবিতা পঙক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

"আমি যদি গুরু দায়িত্বভার বহন না করতাম, বিরাট সেনাবাহিনী পরিচালনা না করতাম, প্রতিটি প্রচন্ড আঘাতের প্রতিউত্তরে ধৈর্যধারণ না করতাম,

"অপরাধীকে প্রতিরোধ না করতাম, তার যুলুমকে প্রতিহত না করতাম, তাহলে যখন আমি আমার মর্যাদা ও ঐতিহ্য জনসমক্ষে তুলে ধরব,

"তখন আমার বজ্রকঠিন সংকল্প আমাকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মান-মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারবে না।"

হাব্বাতুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন আস্-সায়বী

তিনি নাহ্রে মুয়াল্লার সম্মানিত কাযী ছিলেন। তিনি খলীফা আল্-মুক্তাদী বিআমরিল্লাহ্-এর দরবারে রাজকীয় সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি হাদীসশাস্ত্র শ্রবণ করেন। তাঁর বয়স আশি বছর অতিক্রম করেছিল। তার রয়েছে বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা। কয়েকটি কবিতা পঙক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

رَجَوْتُ الثَّمَانِيْنَ مِنْ خَالِقِيْ - لَمَّا جَاءَ فِيْهَا عَنِ الْمُصْطَفَى

فَبَلَّغَنِيْهَا فَشُكْرًا لَهُ - وَزَادَ ثَلاَثًا بِهَا اِذْ وَفَا

وَاَنِّيْ لَمُنْتَظِرٌ وَعْدُهُ - لِيَنْجِزَهُ لِيْ فِعْلَ اَهْلِ الْوَفَا -

"আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে আশি বছরের আশা করেছি। এ আশি বছর অনুমোদন সম্পর্কে মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ইঙ্গিত এসেছে।

"এরপর তিনি আমাকে আশি বছরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আকাঙ্ক্ষা পূরণের সময় কাঙ্ক্ষিত বছরের পরেও তিনি তিন বছর অতিরিক্ত দিয়েছেন।

"অঙ্গীকার পূরণকারীদের ন্যায় তিনি আমার জন্যেও তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করবেন, এ বিশ্বাস করে তাঁর ওয়াদা পূরণ হবার জন্যে আমি অপেক্ষমান রয়েছি।"

হিজরী চারশ ঊনআশি (৪৭৯) সাল

এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা তাতাশ এবং হালব, ইনতাকীয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকার শাসনকর্তা সুলায়মান ইবন কুতুলমুশের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সুলায়মানের সাথীরা

পরাজিত হয়। সুলায়মান তার কাছে রক্ষিত খঞ্জর দ্বারা নিজেকে হত্যা করেন। আর সুলতান মালিকশাহ্ ইস্পাহান থেকে হালব আক্রমণ করেন এবং তা দখল করে নেন। আর তিনি ইস্পাহান থেকে হালব আসার পথে যেসব দেশ অতিক্রম করেন, তার সবগুলো দখল করেন। যেমন হারান, আর-রুহা এবং জা'বারের প্রসিদ্ধ দূর্গ। জা'বারে একজন বৃদ্ধ শায়খ ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ছিল অনেকগুলো পুত্র সন্তান। স্থল দস্যুরা তার দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতো এবং সেখান থেকে তারা নির্বিঘ্নে নিজেদের কাজ বিভিন্ন এলাকায় চালিয়ে যেত। এরপর সুলতান জা'বারের পুত্র সাবিকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এ দূর্গ সুলতানের কাছে সোপর্দ করার জন্যে তাকে নির্দেশ দেন। সাবিক সুলতানের নির্দেশ অমান্য করে। ফলে সুলতান তখন ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র দ্বারা দূর্গের উপর পাথর ও শেল নিক্ষেপ করেন এবং অবশেষে তা জয় করে নেন। তিনি সাবিককে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন তার স্ত্রী সুলতানকে বলেন : "তাকে হত্যা করোনা, যদি তাকে হত্যা করতে হয় তাহলে তার সাথে আমাকেও হত্যা কর।" তখন তাকে তার স্ত্রীর মাথার উপর নিক্ষেপ করা হয়, তাতে মহিলাটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এরপর তাদের দু'জনকে দু'টুকরা করার জন্যে হুকুম দেয়া হয়। তখন মহিলাটি পুরুষটির পিছনে ঝাঁপ দেয় এবং নিজেকে এভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এরূপ আচরণের জন্যে একজন তাকে তিরস্কার করে। তখন সে প্রতিউত্তরে বলে : "আমার খারাপ লাগছিল একথা ভেবে যে, এ তুর্কীটা আমার কাছে পৌঁছে যাবে এবং ভাবিষ্যতে আমার জন্যে এটা একটা লজ্জার বিষয় হয়ে থাকবে।" এটাই তাই যা তার জন্য পছন্দ ছিল। সুলতান হালবে কাসীমুদ্-দৌলাহ ইকসানকারকে তাঁর প্রতিনিধি রেখে আসেন। তিনি ছিলেন শহীদ নূরুদ্দীনের দাদা। তিনি রাহবাহ, হাবান, আর-রিকাহ, সারুজ এবং খাবোরে মুহাম্মদ ইবন শারফুদ্-দৌলাহ মুসলিমকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে রেখে আসেন। মুসলিমের সাথে তার বোন যুলায়খা খাতুনকে বিয়ে দেন। ফখরুদ্-দৌলাহ ইবন জাহীরকে 'দিয়ারে বাকর' থেকে বরখাস্ত করেন এবং আমীদ আবূ আলী আল্-বালখীকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি সায়ফুদ্-দৌলাহ সাদাকাহ ইবন দুবায়স আল-আসাদীকে উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাকে তার পিতার স্থলে বহাল রাখেন।

এ বছরের যুল-কাদাহ্ মাসে সুলতান বাগদাদে প্রবেশ করেন। তিনি এ প্রথমবারের মত বাগদাদে প্রবেশ করেন। তাই তিনি বিভিন্ন কবর ও মাযারসমূহ যিয়ারত করেন। এরপর খলীফার দরবারে প্রবেশ করেন। তিনি খলীফার হাত চুম্বন করেন এবং তার হাত নিজের দু'চোখের উপরে রাখেন। খলীফা তাকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন এবং জনগণের বিষয়াদি অর্থাৎ তাদের শাসন ব্যবস্থা তার কাছে সোপর্দ করেন। খলীফা আবার তার কাজ তার প্রতি পেশ করেন। আর নিযামুল মুলক ছিলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি আমীরদের একজনের পর একজনের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন। এ সময় তিনি আমীরের নাম, তার সৈন্য সংখ্যা ও এলাকার নাম উল্লেখ করেন। পরে আবার খলীফা তাকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান

করেন। পরে সুলতান খলীফার সামনে থেকে বের হয়ে যান এবং মাদরাসায়ে নিযামিয়ায় অবতরণ করেন। এর পূর্বে তিনি আর কখনো মাদরাসাটি দেখেননি। তিনি মাদ্‌রাসাটিকে ভাল মনে করেন, কিন্তু এটাকে ক্ষুদ্র বলে আখ্যায়িত করেন। যারা মাদরাসা পরিচালনা করেন এবং মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন, তিনি তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করেন, আল্লাহ্ যেন এটাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কবূল ও মঞ্জুর করেন। তিনি মাদ্‌রাসার কুতুবখানায় প্রবেশ করেন এবং তার শোনা কিছু অংশ সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করেন এবং মুহাদ্দিসীনে কিরাম তা শ্রবণ করেন। এ বছর শায়খ আবুল কাসিম আলী ইবন আল্‌-হুসায়ন, আল্‌-হাসানী আদ্‌-দাবূসী সুন্দর বেশভূষায় বাগদাদ তাশরীফ আনেন। আর আবূ সা'দ আল্‌-মুতাওয়াল্লীর পর তাকে মাদরাসায়ে নিযামিয়ায় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

এ বছরের রবীউছ্‌-ছানী মাসে রাজপ্রাসাদের জামে মসজিদের মিনারার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয় এবং তাতে আযান দেয়া হয়। এ বছরেই ইরাক, আলজিরিয়া ও সিরিয়ায় অত্যন্ত ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখা দেয়। মানব আবাদীর অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। অধিকাংশ লোক ঘর ছেড়ে ময়দানে বেরিয়ে পড়ে। এরপর তারা ফিরে আসে। এ বছর আমীর খামারতাকীন আল্‌-হাসনানী লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। মক্কা ও মদীনায় মিসরীয়দের পক্ষে খুতবা পাঠ বন্ধ হয়ে যায়। কা'বার দরজায় যে পাতে মিসরীয় খলীফার নাম খোদাই করা ছিল, তা পরিবর্তন করা হয় এবং নতুন পাত স্থাপন করা হয় ও খলীফা আল্‌-মুক্‌তাদীর নাম তাতে লেখা হয়।

ইবনুল জাওযী বলেন : আস্‌-সিনদিয়া ও ওয়াসিতের মধ্যবর্তী স্থানে একজন দস্যুর আবির্ভাব হয়। তার বামহাতটি কাটা ছিল। সে অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে তালা খুলতে পারতো। দেয়াল টপকিয়ে পার হয়ে যেত। তার উপর কেউ ক্ষমতাবান ছিলনা। ইরাক থেকে সে নিরাপদে সগর্বে বের হয়ে পড়েছিল।

তিনি আরো বলেন : এ বছরে জামিউল মানসূরে একজন ভিক্ষুক মারা যায় এবং তার ঝোলার মধ্যে ছয়শত পশ্চিমা দীনার পাওয়া যায় অর্থাৎ খাঁটি সোনার তৈরি মুদ্রা পাওয়া যায়।

তিনি আরো বলেন : এ বছরে সায়ফুদ্‌-দৌলাহ সাদাকা, সুলতান জালালুদ-দৌলাহ আবুল ফাতহ মালিকশাহের সৌজন্যে একটি বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন এতে এক হাজার বকরি, একশত উট ও অন্যান্য পশু যবেহ করা হয়েছিল। এতে বিশ হাজার মণ চিনি খরচ করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের পাখি ও বন্য জন্তুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অতঃপর আরো বহু প্রকার মিষ্টিজাত দ্রব্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ খাবার থেকে সুলতান সামান্য কিছু নিজহাতে আহার করেন। এরপর তিনি ইঙ্গিত করেন, যেন এর শেষ লুকমা পর্যন্ত জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। পরে তিনি ভোজনালয় থেকে রেশমী কাপড়ের তৈরি একটি বড় সামিয়ানার দিকে যান, যা কেউ কোনদিন দেখেনি। সেখানে ছিল পাঁচ শ' টুকরা রৌপ্য। সেখানে বিভিন্ন রকমের

সুগন্ধি, মিশক ও আম্বরের ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বিশেষ ধরনের একটি ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখান থকে সুলতান কিছু আহার করেছিলেন। সুলতানকে বিশ হাজার দীনার উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল এবং সামিয়ানাটি ও তার ভিতরে যা রয়েছে, সবকিছুসহ তার খিদমতে পেশ করা হয়েছিল। তিনি তখন সেখান থেকে চলে আসেন।

এ বছরের যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের মধ্য হতে কয়েকজনের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আল্-আমীর জা'বার ইবন সাবিক আল্-কুশায়রী

তাঁর উপাধি ছিল সাবিকুদ্দীন। তিনি বহুদিন যাবত জা'বার দূর্গটির মালিক ছিলেন। তাই দূর্গটিকে জা'বার দূর্গ বলা হয়। এর পূর্বে এ দূর্গটির নাম ছির আদ্-দূশরীয়া। একে নু'মান ইবনুল মুনযিরের গোলামের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছিল। পরে এ আমীরটি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে যান। তার দুটি পুত্র ছিল, যারা ছিল স্থূল দস্যু। সুলতান মালিকশাহ্ ইবন আলাপ আরসালান আল্-সালজূকী এ দূর্গের পাশ দিয়ে হালবের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন এ দূর্গটি দখল করেন এবং দূর্গের মালিককে হত্যা করেন। যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্-আমীর জানফাল কাতলাগ

তিনি আমীরুল হজ্জ ছিলেন। আবার তিনি ছিলেন কূফার একজন পর্যটক। আরবদের সাথে তার অনেকগুলো ঘটনা ঘটে, যার মাধ্যমে তাঁর বীরত্ব প্রকাশ পায় এবং অন্যের অন্তরসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়। ফলে তারা বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ব্যবহার ছিল চমৎকার। তিনি নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায়কারী ছিলেন—তিনি বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মক্কার রাস্তায় তিনি অনেকগুলো সংস্কারসাধন করেন। শিল্পগুলো মেরামত করেন। যে জায়গাগুলো হজ্জ পালনকারী ও পর্যটকদের প্রয়োজন ছিল, সেগুলোতে বিভিন্নরকমের আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। তিনি কূফায় ইউনুসের মাযারের কাছে হানাফীদের একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। তিনি বাগদাদে দজলার পশ্চিম পাড়ে কারখের পানির প্রস্রবণের কাছে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। নিযামুল মুলকের কাছে যখন তার ইনতিকালের খবর পৌঁছে, তখন তিনি বলেন : তাঁর মৃত্যুতে মনে হয় যেন এক হাজার লোক মারা গেছে। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আলী ইবন ফিদাল আল্-মুশাজিয়ী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ আলী, আলী ইবন ফিদাল আন-নাহুয়ী আল-মাগরিবী। তার প্রণীত অনেকগুলো পুস্তক রয়েছে, যা তার শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি সনদসহকারে হাদীস বর্ণনা করতেন। এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন এবং 'বাবে ইব্রাযে' তাকে দাফন করা হয়।

আলী আহমাদ আত-তাস্তারী

তিনি বসরাবাসীদের মধ্যে ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদায় অগ্রণী ছিলেন। তার কয়েকটি নৌযান ছিল, যেগুলো সাগরে চলাচল করতো। তিনি কুরআন অধ্যয়ন করেন ও হাদীস শ্রবণ করেন এবং সুনানে আবূ দাঊদের বর্ণনায় তিনি একক মর্যাদা অর্জন করেন। এ বছরের রজব মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবন ইসমাঈল আল্-হুসায়নী

তিনি যায়দ ইবন আলী ইবন আল-হুসায়ন-এর মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। উসূল হাদীসের সাথে তার বেশ পরিচিতি ছিল।

হিজরী চারশ আশি (৪৮০) সাল

এ বছরের মুহাররম মাসে সুলতান মালিকশাহের কন্যার বিয়ের আসবাবপত্র রাজধানীতে স্থানান্তর করা হয়। এ কাজে একশ ত্রিশটি উট ব্যবহার করা হয়। এগুলো ছিল রোমীয় সিল্ক দ্বারা সুসজ্জিত। অধিকাংশ উট, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রদ্বারা বোঝাই ছিল। আর এ কাজে ৭৪টি খচ্চর ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এগুলো রাজকীয় সিল্ক বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। এদের ঘণ্টা ও গলার বেড়ীগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের নির্মিত ছিল। এদের ছয়টির উপরে ছিল ১২টি রৌপ্যের সিন্দুক। এগুলোর ভিতরে ছিল নানা প্রকার মণিমুক্তা ও অলংকার। খচ্চরগুলোর সামনে ছিল ৩৩টি ঘোড়া, এদের উপর ছিল স্বর্ণের বাহন, যা ছিল মণিমুক্তা দ্বারা মোড়ানো। সেখানে ছিল একটি বিরাট দোল্না, যা ছিল রাজকীয় সিল্কদ্বারা মোড়ানো। দোলনাতেও ছিল স্বর্ণের পাত, সেগুলো আবার মোড়ানো ছিল মণিমুক্তা দ্বারা। তাদেরকে স্বাগত জানাবার জন্য খলীফা তাঁর উযীর আবূ শুজাকে প্রেরণ করেন। তাঁর অগ্রভাগে ছিল মশালচি ব্যতীত তিনশতজনের একটি কাফেলা এবং তারা রত ছিল সুলতানের স্ত্রী আলসাত খাতুন এবং খলীফার শ্বাশুড়ি তুরকান খাতুনের খিদমতে। রাজধানীতে এসব মালামাল ও সম্মানিত আমানত পৌঁছে দেবার জন্যে এ কাফেলাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। এ কাফেলাটি তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছিল। পরে সেখানে উযীর নিযামুল মুলক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য আমীরগণ উপস্থিত হন। তাদের সামনে ছিল অগণিত মোমবাতি ও মশাল। আমীরদের স্ত্রীগণ আসেন এবং তারা প্রত্যেকে তার দলের মহিলা ও পড়শীদের নেতৃত্ব দেন। আর তাদের সামনেও ছিল অসংখ্য মোমবাতি ও মশাল। এরপর অত্যাধুনিক ডুলীতে সকলের পরে আসেন সুলতানের কন্যা আল-খাতুন এবং খলীফার স্ত্রী। আর এ ডুলী ছিল এমন স্বর্ণ ও মণিমুক্তা দ্বারা পরিপূর্ণ, যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। আবার ডুলীকে ঘিরে রেখেছিল দু'শত তুর্কী দাসী। তারা এমন বাহনের মধ্যে আরোহণ করেছিল, যেগুলো এমনভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল যে, সেগুলো

দেখলে চোখ ঝলসিয়ে যায়। এরূপ অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে তারা রাজধানীতে প্রবেশ করে। অন্যদিকে পবিত্র হেরেমকে আলোক সজ্জিত করা হয় এবং তাতে অসংখ্য মোমবাতি প্রজ্জলিত করা হয়। খলীফার জন্যে ছিল এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত। তার পরদিন খলীফা সুলতানের আমীরদেরকে উপস্থিত হতে অনুরোধ করেন এবং তাদের জন্যে এমন একটি ভোজের ব্যবস্থা করেন, যার নমুনা কেউ কোনদিন দেখেনি। উপস্থিত ও অনুপস্থিত মেহমানদের জন্যে খাবার তৈরি ছিল। দুলহিনের মাতা সুলতানের স্ত্রী আল্-খাতুনকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। তাঁর জন্যেও এটা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিন। সুলতান শিকারের কারণে এ অনুষ্ঠানে ছিলেন অনুপস্থিত। তিনি অবশ্য কিছুদিন পর আগমন করেন। বছরের প্রথমদিকে ছিল বাসর উদযাপন। আর যুল-কাদাহ মাসে খলীফার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর এ উপলক্ষে বাগদাদকে সাজানো হয়েছিল। এ বছরে সুলতান মালিকশাহেরও মাহমূদ নামে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনিই তার পিতার পরে সুলতান হন। এ বছর সুলতান নিজ সন্তান আবূ শুজা আহমাদকে তার পরে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা দেন। তার উপাধি দেয়া হয় মালিকুল মুলুক আদুদ্-দৌলাহ, তাজুল মিল্লাত, ইদ্দাতু আমীরুল মুমিনীন। মিম্বরসমূহে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। যখন খতীবগণ তার নাম উচ্চারণ করেন, তখন খতীবদের উপর স্বর্ণ ছিঁটিয়ে দেয়া হয়। এ বছরে 'বাবে ইবরাযে' 'মাদরাসায়ে তাজীয়াহ' নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় এবং সেখানে একটি বাগানের ব্যবস্থা রাখা হয়। খেজুরগাছ ও অন্যান্য ফল-ফলাদির গাছও সেখানে লাগানো হয়। সুলতানের নির্দেশ প্রাচীর নির্মাণের কাজও শুরু করা হয়।

এ বছরে যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল কাসিম ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম ইবন মূসা ইবন সায়ীদ আন-নিশাপুরী। তিনি হাদীস অন্বেষণের জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা সফর করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মাওরাউন-নাহার অতিক্রম করেন। তিনি সাহিত্যচর্চায় ও আরবী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট সফলতা অর্জন করেন। এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে নিশাপুরে তিনি ইনতিকাল করেন।

তাহির ইবনুল হুসায়ন আল্-বান্দনীজী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল ওফা তাহির ইবনুল হুসায়ন আল্-বান্দনীজী। তিনি একজন কবি ছিলেন। নিযামুল মুলকের প্রশংসায় তিনি দুটি কাসীদা রচনা করেন। একটি হলো নুকতাওয়ালা বর্ণবিশিষ্ট এবং অন্যটি হলো নুকতাবিহীন বর্ণবিশিষ্ট।

নুকতাবিহীন বর্ণ বিশিষ্ট কাসীদার প্রথমে হলো :

لَامُوا وَلَوْ عَلِمُوا مَا اللَّوْمُ مَالَامُوا - وَرَدَّ لَوْمَهُمْ هَمٌّ وَآلَامُ ‐

"তারা তিরস্কার করেছে। যদি তারা জানতো তিরস্কার বস্তুটি কি, তা হলে তারা তিরস্কার করতো না। তাদের তিরস্কারকে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-বেদনা প্রত্যাখ্যান করেছে।"

তিনি তার নিজ শহরে রমযান মাসে প্রায় সত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আমীরুল মুমিনীন আল্-মুক্তাদী

যখন তাঁর বয়স নয় বছর, তখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং এ রোগে তিনি মারা যান। তাঁর পিতা ও জনগণ তাঁর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তারা শোক প্রকাশ করার জন্যে বসে যান। তখন খলীফা তাদের কাছে দূত প্রেরণ করে বলেন : আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নিঃসন্দেহে একটি উত্তম আদর্শ। যখন তাঁর পুত্র ইব্রাহীম ইন্তিকাল করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে বাকারার ১৫৬ আয়াতে ইরশাদ করেন :

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .

"আর যখন তাদের উপর বিপদ আপতিত হয়, তখন তারা বলে : আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"

পরে জনগণের প্রতি তিনি তাঁর সংকল্পের কথা প্রকাশ করেন। তখন তারা চলে যায়।

মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যায়দ

তাঁর পূর্ণ নাম আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যায়দ ইবন আলী ইবন মূসা ইবন জাফর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল হুসায়ন ইবন আলী ইবন আবূ তালিব আল্-হুসায়নী। তাঁর উপাধি ছিল আল্-মরতুযা যুশ্-শারাফায়ন। তিনি ৪০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শোনেন। শায়খগণকে নিজে হাদীস পড়ে শুনান। হাফিয আবূ বকর আল-খাতীবের সংস্পর্শে ছিলেন। এ জন্যে হাদীস সম্পর্কে তার অভূতপূর্ব জ্ঞান অর্জিত হয়। আল-খাতীবও তার বর্ণনাগুলোর কিয়দাংশ শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি সমরকন্দে স্থানান্তরিত হন। ইস্পাহান ও অন্যান্য জায়গায় তার বর্ণিত হাদীস জনগণকে লিখতে অনুমতি দেন। তিনি পরিপূর্ণ বিবেক, পদ ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার ছিল প্রচুর সম্পদ, বিস্তৃত মালিকানা এবং পরিপূর্ণ সুখ-শান্তি। কথিত আছে যে, তিনি চল্লিশটি গ্রামের মালিক ছিলেন। তিনি শিক্ষিত লোকদের এবং ফকীদেরকে বেশি বেশি সদকা করতেন। তাদের প্রতি দয়ামায়া, ভ্রাতৃত্ববোধ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। উশর ব্যতীত তার স্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক যাকাত হতো প্রায় দশ হাজার দীনার। তার একটি বাগান ছিল এরূপ বাগান, যা কোন রাজারও ছিল না। এ জন্যই মাওরাউন-নাহারের বাদশাহ্ তার থেকে এ বাগানটি ধার চেয়েছিলেন তাঁর নাম হলো আল্-খিয্র ইবন ইব্রাহীম। তার উদ্দেশ্য ছিল এটাতে বিশ্রাম করা। কিন্তু আবুল হাসান তা ধার দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন : "আমি কি এটা তাকে এজন্য ধার দেব যে, সে এখানে শরাব পান করবে? অথচ এটা এককালে ইলম্ হাদীস ও দীনের ধারকদের বিশ্রামের জায়গা ছিল।" সুলতান তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি হিংসা পোষণ করতে লাগলেন। এরপর

আল্-খিয্র একদিন আবুল হাসানকে তাদের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী কোন এক ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্যে নিজ অফিসে আহ্বান জানান। আবুল হাসান উপস্থিত হবার পর যখন পুরাপুরিভাবে তার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করে, তখন আল্-খিয্র তাকে গ্রেফতার করে এবং তাকে দূর্গে বন্দী করে রাখে। আর তার মালিকানাধীন সমস্ত সম্পত্তি, উপার্জন ও সহায়-সম্প্রদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তিনি কারাগারে বলতেন : আমার বংশের সঠিক দিক-নির্দেশনা শুধু আমার জানের বিনিময়ে উপস্থাপিত সম্পদের মধ্যে নিহিত দেখতে পাচ্ছি। তিনি ধন ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়ে প্রায়ই বলতেন : আমার মত লোকের পরীক্ষা হওয়া উচিত। এরপর দূর্গের লোকেরা তার খাদ্য ও পানীয় বন্ধ করে দেয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুহাম্মাদ ইবন হিলাল ইবনুল হাসান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন হিলাল ইবনুল হাসান আস্-সাবী। তার উপাধি ছিল 'গারসুন্ নিয়ামত।' তিনি তার পিতা ও ইবন শাযান থেকে হাদীস শোনেন। তিনি বেশি বেশি সাদকা করতেন এবং কল্যাণকর কার্যাদি আঞ্জাম দিতেন। তাঁর পিতার গৌরবময় ইতিহাসে তিনি ছিলেন গর্বিত। অনুরূপভাবে তিনিও সাবিত ইবন সিনানের গৌরবময় ইতিহাসে ছিলেন গর্বিত। আর তিনি ছিলেন ইবন জারীর আত্-তাবারীর গৌরবময় ইতিহাসে গর্বিত। তিনি বাগদাদে একটি ঘর নির্মাণ করেন, তাতে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় লিখিত চার হাজার কপি পুস্তক দান করেন। মৃত্যুর সময় তিনি সত্তর হাজার দীনার রেখে যান। তাকে 'নজফে' হযরত আলী (রা)-এর মাযারের কাছে দাফন করা হয়।

হাব্বাতুল্লাহ ইবন আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ নসর হাব্বাতুল্লাহ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আল-সুজাল্লী। তিনি খুতবা পাঠ ও নসীহত প্রদান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি বেশ কয়েকজন শায়খ হতে হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীস বর্ণনার বয়সে পৌঁছার পূর্বেই তিনি যৌবনকালে ইনতিকাল করেন।

আবূ বকর ইবন উমার আমীরুল মুল্‌ছিমীন

তিনি ফারগানা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দৈবক্রমে তার ছিল একটি অদৃশ্যশক্তি, যা অধিপতিদের জন্য সাধারণত হয়ে উঠে না। যখন তিনি পাঁচ লক্ষ দুশমন যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, তখন এ শক্তিটি তার সাথে সঙ্গী হতো। এ শক্তিটি তাঁর খুবই বাধ্যগত ছিল। এরূপ শক্তির অধিকারী হয়েও তিনি শরীআতের বিধান চালু করতেন, ইসলামের নিষেধগুলোকে মান্য করতেন, ধর্ম সংরক্ষণ করতেন এবং জনগণের মধ্যে শরীআতের কানূন জারী করতেন। তার বিশ্বাস ও ধর্ম পুরোপুরি সঠিক ছিল। তিনি আব্বাসী খিলাফতের ভক্ত ছিলেন। কোন এক যুদ্ধে তার গলায় তীরবিদ্ধ হয়। এর ফলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

ফাতিমা বিনতে আলী

তিনি ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক ও লেখিকা। তিনি 'বিন্‌তুল আকরা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আবূ উমার ইবন মাহদী ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস শোনেন। তিনি ইবনুল বাওয়াবের পদ্ধতিতে নিজের সম্পর্কে লিখতেন। আর জনগণ তার পদ্ধতি অনুসরণ করতো। তার জনপ্রিয় পদ্ধতির দরুন স্থানীয় অফিস থেকে রোম বাদশাহর দরবার পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করছিল। তিনি একবার আমীদুল মুল্‌ক আল্‌-বান্দারীর কাছে একটি সুন্দর পত্র লিখেন, তখন তিনি তাকে এক হাজার দীনার বখ্‌শীশ দেন। এ বছরের মুহাররম মাসে বাগদাদে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। আর 'বাবে ইব্‌রাযে' তাকে দাফন করা হয়।

হিজরী চারশ একাশি (৪৮১) সাল

এ বছরের রাফিযী ও সুন্নীদের মধ্যে বাগদাদে বিরাট ফিতনা দেখা দেয়। দু'দলের মুখোমুখি সংঘর্ষ অনেকবার সংঘটিত হয়। রবীউল আউয়াল মাসে রাজপ্রাসাদের এলাকা থেকে তুর্কীদেরকে বের করে দেয়া হয়। এতে খিলাফতের কিছুটা শক্তি অর্জিত হয়। এ বছরে মাসঊদ ইবন আল্‌-মালিক আল্‌-মুয়ায়িদ, ইব্‌রাহীম ইবন মাসঊদ ইবন মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীনকে তার পিতার পর গযনীর শাসক নিযুক্ত করেন। এ বছরেই মালিকশাহ্‌ সমরকন্দ শহরটি জয় করেন। এ বছর আমীর খামারতাকীন লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আহ্‌মদ ইবন আস্‌-সুলতান মালিকশাহ্‌

তিনি ছিলেন তাঁর পিতার যুবরাজ। তিনি এগার বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। সাতদিন যাবত জনগণ তার জন্যে শোক পালন করে এবং এ সময় কেউ ঘোড়ায় চড়েনি। মহিলারা তার জন্যে বাজারে বিলাপ করে। আর নগরবাসীরা তাদের ঘরের দরজায় কালো পাতাকা উড়ায়।

আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল্‌-আন্‌সারী আল্‌-হারওয়াবী। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং হাদীস সংকলন করেন। তিনি রাতের বেলায় বেশি বেশি জেগে থাকতেন। তিনি হিরাতে যিল্‌হজ্জ মাসে ৮৬ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। এ বছর উযীর আবূ আহমাদ লোকজনকে নিয়ে হজব্রত পালন করেন। তিনি তার পুত্র আবূ মানসূর এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দলনেতা তাররাদ ইবন মুহাম্মাদ আয্‌-যীনীকে তার প্রতিনিধি রেখে যান।

হিজরী চারশ বিরাশী (৪৮২) সাল

আবূ বকর আশ্-শামী এ বছরের মুহাররম মাসে 'বাবে ইব্রাযে' অবস্থিত 'মাদরাসায়ে তাজীয়ায়' পাঠদান শুরু করেন। এ মাদরাসাটি শাফিঈ মাযহাবভিত্তিক 'আস-সাহেব তাজুদ্দীন আবুল গানায়ম' প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছরে রাফিযী ও সুন্নীদের মাঝে বিরাট ফিতনা দেখা দেয়। তারা আল্লাহ্র কালাম মাথার উপর উঁচু করে ধরে। এরপরও তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বহুলোক আহত ও নিহত হয়।

ইবনুল জাওযী المنتظم-এ ইবন আকীল থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : এ বছর প্রায় দু'শ লোক নিহত হয়। তিনি আরো বলেন : আল্-কারখবাসীরা সাহাবায়ে কিরাম ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদেরকে গালিগালাজ করতো। কারখবাসীদের যারা একাজ করতো তাদের উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক। তিনি আরো বলেন : আমি এটা এ জন্য বর্ণনা করলাম যাতে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, রাফিযীদের অন্তরে দীন ইসলাম ও দীন ইসলামের ধারক ও বাহকদের সম্বন্ধে কিরূপ অপবিত্রতা ও হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে। আর আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা) ও তাঁর শরীআত সম্বন্ধে তাদের অন্তরে কিরূপ জঘন্য সুপ্ত শত্রুতা রয়েছে! এ বছর বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারাত্মক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হওয়ার পর সুলতান মালিকশাহ মাওরাউন-নাহার ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিরাট অংশ জয় করেন। এ বছর মিসরীয় সৈন্যরা সিরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। আর এ বছর সুলতানের কন্যা ও খলীফার স্ত্রী আল-খাতুন তাঁর পিতার কাছে স্বামী খলীফার তাঁর প্রতি অনীহার অভিযোগসহ এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা, আত-তাওয়াশী সওয়াব ও আল-আমীর মুর্রানকে আল-খাতুনের কাছে প্রেরণ করেন, যাতে তারা দু'জন তাকে সুলতানের কাছে ফেরত নিয়ে আসতে পারে। এ ব্যাপারে খলীফা ইতিবাচক উত্তর দেন এবং আল-খাতুনের সাথে দলনেতা ও বিশিষ্ট আমীরদের একটি জামাআতকে প্রেরণ করেন। অন্য দিকে খলীফার পুত্র আবুল ফযল এবং তাঁর উযীর ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং তাকে আন্-নিহরাওয়ান পর্যন্ত বিদায় জানান। আর এ ঘটনা ঘটেছিল রবীউল আউয়াল মাসে। তিনি যখন তার পিতার কাছে পৌঁছেন, তখন এ বছরের শাওয়াল মাসে ইস্পাহানে তিনি ইনতিকাল করেন। বাগদাদে তার জন্য সাতদিন শোক পালন করা হয়। অপরদিকে খলীফা শোক পালনার্থে সুলতানের কাছে দু'জন আমীরকে প্রেরণ করেন। আর এ বছরেই হালবের 'জামে মসজিদের' মিনার উদ্বোধন করা হয়। আর এ বছর খামারতাকীন লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের কয়েকজনের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

আবদুস সামাদ ইবন আহমাদ ইবন আলী

ইনি হাফিয আবূ তাহির নিশাপুরী নামে সুপরিচিত। তিনি দেশ-বিদেশ সফর করেন এবং বহু হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি নিজে সহীহ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এ বছর হামাদান শহরে যুবা বয়সে তার অকাল মৃত্যু ঘটে।

আলী ইবন আবূ ইয়া'লা

আবুল কাসিম আদ্-দাবূসী, মুতাওয়াল্লির পর নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষক। তিনি অল্প সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। তবে ফকীহ হিসাবে তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ। এছাড়া তিনি ছিলেন কুশলী তার্কিক।

আসিম ইবন হাসান

পূর্ণ নাম : ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন আসিম ইবন মাহরান, আবুল হুসায়ন আল-আসিমী। তিনি মূলত কারখের অধিবাসী। আর তার বসবাস ছিল বাগদাদের বাবুশ্-শাঈর মহল্লায়। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৩৯৭[১] হিজরী সনে। তিনি ছিলেন শিষ্টাচারসম্পন্ন গুণবান ব্যক্তি। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন খাতীব বাগদাদী ও অন্যান্যদের থেকে। হাদীস বর্ণনায় তিনি 'নির্ভরযোগ্য হাফিয'। তার রচিত কয়েকটি কবিতা পঙ্ক্তি হল :

لَهْفِيْ عَلى قَوْمٍ بِكَاظِمَةٍ - وَرَّعْتُهُمْ وَالرَّكْبُ مُفْتَرِضُ
لَمْ تَتْرُكْكَ الْعَبَرَاتُ مُذْ بَعُدُوْا - لِيْ مُقْلَةً تَرْنُوْا وَتَغْتَمِص
رَحَلُوْا فَدَمْعِيْ وَاكِفُ هَطِلُ - بَارٍ وَقَلْبِيْ حَشْوُهُ مَرَضُ
وَتَعَرَّضُوا لاَ ذُقْتُ فَقْدَهُمْ - عَنِّيْ وَمَالِيْ عَنْهُمْ عِوَضُ
اَقترضتهم قَلْبِى عَلَى تقةٍ -مِنْهُمْ فَمَا رَدُّوا الَّذِيْ اقْتَرَضُوْا .

"আমার আক্ষেপ কাযিমাতে অবস্থানরত প্রিয়জনদের জন্য, আমি যখন তাদেরকে বিদায় জানিয়েছি, তখন তাদের কাফেলা 'হিজায-অভিমুখী'।

"যেদিন থেকে তারা আমার চোখের আড়াল হয়েছে, সেদিন থেকেই অঝোরে অশ্রুধারা আমার চোখকে নিষ্পলক ও বিনিদ্র করেছে।

"তারা রওয়ানা হয়ে গেছে, তাই আমার অশ্রু অঝোরধারায় বহমান এবং আমার হৃদয় বেদনা ব্যধিতে পূর্ণ।

"আমার পরিবর্তে তারা বিকল্প প্রিয়জন গ্রহণ করেছে, 'আল্লাহ যেন আমাকে তাদের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য না করান' কিন্তু আমার কোন বিকল্প নেই।

---

১. ইবনুল আছীর তাকে উল্লেখ করেছেন ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে যারা এ বছর মৃত্যুবরণ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, তবে বিশুদ্ধ মত হল, তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৩৮৩ হিজরীতে। আর শাযারাতুয্ যাহাব-এর গ্রন্থকার তাকে উল্লেখ করেছেন ৪৮৩-তে ওফাতপ্রাপ্তদের মাঝে। অথচ তিনি বলেছেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেন ছিয়াশির জুমাদাল আখিরাহ মাসে। (দ্র. আল-কামিল ১০/১৮০; শাযারতুয্ যাহাব, ৩/৩৬৮)।

"তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থার কারণে আমি তাদেরকে আমার হৃদয় ধার দিয়েছি, কিন্তু তারা তাদের নেয়া ঋণ আর ফিরিয়ে দেয়নি।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইবন জামিদ

পূর্ণ নাম : ইবন উবায়দ আবূ জা'ফর বুখারী, মুতাযিলা মতাদর্শের অনুসারী কালামশাস্ত্রবিদ। তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন এবং 'হালাবের কাযী'রূপে পরিচিতি লাভ করেন। শরীআতের বিভিন্ন খুঁটিনাটি শাখা মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, আর মৌলিক বিষয়সমূহে ছিলেন মুতাযিলী। তিনি এ বছর বাগদাদে ইনতিকাল করেন এবং বাবে হারবে সমাহিত হন।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ

ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-ইস্পাহানী। তিনি 'মুসলারিফা' নামে পরিচিত। অন্যতম পরিব্রাজক, হাফিযে হাদীস, বহু সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন এবং একাধিক গ্রন্থ সংকলন করেন। তার অবস্থান ছিল হারাত[২] শহরে। ব্যক্তি-জীবনে তিনি ছিলেন নেককার ও ইবাদত গুযার। এ বছর যিলহজ্জ মাসে তিনি নিশাপুরে ইনতিকাল করেন।

হিজরী চারশ তিরাশি (৪৮৩) সাল

এ বছর মুহাররম মাসে ফকীহ আবূ আবদুল্লাহ তাবারীর কাছে নিযামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য নিযামুল মুলকের ফরমান আসে। তখন তিনি সেখানে পাঠদান শুরু করেন। অতঃপর একই ধরনের ফরমান নিয়ে ফকীহ আবূ মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহ্হাব শিরাযী এ বছর রবিউছ-ছানী মাসে সেখানে আগমন করেন। তখন উভয়ের পাঠদানের সময়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা হয় যে, একদিন আবূ আবদুল্লাহ তাবারী পাঠদান করবেন, আর অন্যদিন পাঠদান করবেন আবূ মুহাম্মাদ শিরাযী।

এদিকে এ বছর জমাদিউল আউয়াল মাসে বসরায় হঠাৎ বালয়া[৩] নামে জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই ব্যক্তি ছিল গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী গণক। ফলে সে বসরাবাসী কিছুসংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং নিজেকে 'মাহদী' দাবী করে বসে। এ সময় এই ব্যক্তি নাশকতামূলকভাবে বসরার অনেক কিছু জ্বালিয়ে দেয়। এ সবকিছুর অন্যতম হল মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার, তৎকালীন বিশ্বে যার কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। এই অমূল্য গ্রন্থাগার ছাড়াও সে বহু মূল্যবান উপায়-উপকরণ, কল-কারখানা ইত্যাদি বিনষ্ট করে।

২. ইরান সীমান্তের নিকটবর্তী উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। যা বর্তমানে হিরাত নামে অধিক পরিচিত (অনুবাদক)

৩. আল-কামিলে এই ব্যক্তির নাম 'তালয়া' রয়েছে, (১০/১৮৩)।

এছাড়া এ বছর আবুল কাসিম তররাদ যায়নাবীকে তার পিতার পর আব্বাসীয় খলীফাদের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের কারণে রাজকীয় উপঢৌকন প্রদান করা হয়। তদ্রূপ এ বছর মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে মক্তবের শিক্ষকদের মসজিদে পাঠদান থেকে বিরত রাখার জন্য ফাতওয়া তলব করা হয়। তখন মুফতীগণ তাদেরকে বিরত রাখার অনুকূলে ফাতওয়া প্রদান করেন। শুধুমাত্র জনৈক শাফিঈ ফকীহকে ব্যতিক্রম বিবেচনা করা হয়, যিনি জানতেন কীভাবে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়। এক্ষত্রে মুফতী সাহেব এই হাদীসকে : سُدُّوْا كُلَّ خَوْخَةٍ اِلاَّ خَوْخَةَ اَبِىْ بَكْرٍ। "আবূ বকরের দরজা ব্যতীত অন্যসব দরজা বন্ধ করে দাও"[৪]—দলীলরূপে পেশ করা হয়। আর এ বছর স্বাভাবিক নিয়মে হজ্জ পরিচালনা করেন আমীর খুমারতাকীন।

এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

উযীর আবূ নাসর ইবন জাহীর

ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জাহীর আমীদুদ্দৌলাহ, আব্বাসীয় খিলাফতের অন্যতম প্রসিদ্ধ উযীর। তিনি প্রথমে খলীফা কায়িম বিল্লাহ অতঃপর তার পুত্র আল-মুকতাদী বিল্লাহর উযীরের দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন পর সুলতান মালিকশাহ তাকে অপসারণ করেন এবং তার পুত্র ফখরুদ্দৌলাহকে দিয়ারে বাকর ও অন্যান্য অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আবূ নসর তার জন্মভূমি মূসেলে ইনতিকাল করেন। এছাড়া এ বছরই ইয়ামানের শাসনকর্তা সুলায়হির হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, যার আলোচনা ইতোপূর্বে বিগত হয়েছে।

হিজরী চারশ চুরাশি (৪৮৪) সাল

এ বছর মুহাররম মাসে বসরায় অগ্নিকাণ্ড ঘটানো গণক তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ওয়াসিত্ শহরের অধিবাসীদের কাছে পত্র প্রেরণ করে। প্রেরিত পত্রে সে একথা উল্লেখ করে যে, সেই হল কালের প্রতীক্ষিত পুরুষ মাহদী, সৎকাজের আদেশদাতা এবং অসৎকাজের নিষেধকর্তা এবং সকলের জন্য সত্যের প্রদর্শক।—"যদি তোমরা আমার আনুগত্য কর, তাহলে আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে, আর যদি বিমুখ হও, তাহলে তোমাদেরকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন এবং ইমাম মাহদীর প্রতি ঈমান আন।"

এছাড়া এ বছরই মুসলিম সাম্রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতি বিশেষ ধরনের পোশাক বিশেষ ভঙ্গিতে পরিধানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এই বাধ্যবাধকতা গণস্নানাগারে ও অন্যত্র তাদের নারীদের ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়। এ বছর জুমাদাল উলা মাসে শায়খ আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবন গাযালী আত্-তূসী নিযামিয়া মাদরাসায় পাঠদানের

৪. ইমাম বুখারী বাবুস সালাতে (৮০), ইমাম আহমাদ মুসনাদে (১/২৭০) ইমাম মুসলিম ফাযাইলে সাহাবা অধ্যায়ে এবং ইমাম তিরমিযী মানাকিবে (১৫ অধ্যায়) হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন।

উদ্দেশ্যে ইস্পাহান থেকে বাগদাদে আগমন করেন। নিযামুল মুলক তাকে যায়নুদ্দীন শারাফুল আয়িম্মা[৫] উপাধি প্রদান করেন।

তার সম্পর্কে মন্তব্য করে ইবনুল জাওযী বলেন, তার কথা ছিল গ্রহণযোগ্য এবং মেধা ছিল তীক্ষ্ণ। এ বছর রমযান মাসে খলীফার উযীর আবূ শুজা তার পদ থেকে অপসারিত হন। এ সময় তিনি এই কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেন :

تَوَلَّاهَا وَلَيْسَ لَهُ عَدُوٌّ - وَفَارَقَهَا وَلَيْسَ لَهُ صَدِيْقٌ ‐

"সে যখন তার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন তার কোন শত্রু ছিল না। আর যখন সে তার দায়িত্ব থেকে অপসারিত হল, তখন তার কোন বন্ধু নেই।"

এরপর তার কাছে বাগদাদ ত্যাগের নির্দেশ সম্বলিত নিযামুল মুলকের পত্র আসে। তখন তিনি একাধিক স্থানে গমন করেন কিন্তু কোথাও তার মন বসে না। অবশেষে তিনি হজ্জের নিয়ত করেন। অতঃপর তার প্রতি নিযামুল মুলক প্রসন্ন হন। এ সময় তিনি পত্রযোগে তার হজ্জের সফরসঙ্গী হওয়ার আবেদন করেন। এ সময় ইবন মূসলায়া সাময়িক উযীররূপে তার স্থলবর্তী হন। আর তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এ বছরের শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছর রমযান মাসে সুলতান মালিকশাহ্ উযীর নিযামুল মুলককে সাথে নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করেন। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রধান বিচারপতি আবূ বকর শামী এবং ইবনুল মূসলায়া মুসলমানী শহরপ্রান্তে বেরিয়ে আসেন। এছাড়া তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পার্শ্ববর্তী আমির-উমারাগণ উপস্থিত হন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : দিমাশকের শাসক তার ভাই তাজুদ্দৌলাহ্ বতুতুশ এবং হালবের শাসক কাসীমুদ্দৌলাহ্। এ বছর যিলকদ মাসে সুলতান মালিকশাহ্, তার পুত্র ও দৌহিত্র কূফায় অবস্থানত খলীফার দরবার থেকে বিদায় নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রাসহ বের হন। এছাড়া এ বছর আবূ মানসূর জাহীরকে উযীর নিয়োগ করা হয়। ফলে তিনি দ্বিতীয়বারের মত খলীফা মুকতাদী-এর উযীর নিযুক্ত হন এবং রাজ-দীক্ষা প্রদত্ত হন। এ সময় নিযামুল মুলক বাবুল আম্মাতে অবস্থিত তার বাসগৃহে উপস্থিত হয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। যিলহজ্জ মাসে সুলতান দজলা নদীতে মীলাদ উৎসব পালন করেন। এ সময় এ উপলক্ষে ব্যাপক আলোকসজ্জা করা হয় এবং দজলা পাড়ে নর্তকী ও বাদিকাদলকে 'সুমায়রিয়্যা' নামক নৌযানসমূহে সমবেত করা হয়। সেটি ছিল এক স্মরণীয় ও অভূতপূর্ব রাত। এ রাত উপলক্ষে কবিরা বহু কবিতা রচনা করেন।

পরদিন সকালে নিজেকে 'মাহদী' দাবীকারী ও বসরায় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিতকারী সেই জ্যোতিষীকে একটি নর উটের পিঠে বাগদাদে হাযির করা হয়। এ সময় সে লোকদেরকে গালমন্দ করতে থাকে, আর লোকজন তাকে লা'নত করতে থাকে। আর তার মাথায় ছিল মুক্তা খচিত বিশেষ ধরনের টুপি। এ অবস্থায় তাকে সারা বাগদাদ প্রদক্ষিণ করানো হয়ে। অতঃপর

৫. যায়নুদ্দীন অর্থ-দীনের শোভা আর শারাফুল আয়িম্মা অর্থ-ইমামকূলের মর্যাদা।

তাকে শূলীবিদ্ধ করা হয়। এছাড়া এ বছরই সুলতান মালিকশাহ্ জালালুদ্দৌলাহ্ জাহিরুস্ সূর নামক জামে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তদ্রূপ এ বছর আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ ইব্ন তাশ্ফীন মরক্কোর শাসনকর্তা হওয়ার পর আন্দালুসের বিশাল ভূখন্ড অধিকার করেন এবং সেখানকার শাসক মু'তামিদ ইবন আব্বাদকে বন্দী করেন এবং তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে কয়েদখানায় প্রেরণ করেন। এই মু'তামিদ ছিলেন মহৎপ্রাণ, শিষ্টাচারসম্পন্ন, সহনশীল এবং প্রজাবৎসল। তাই তার এই পরিণতিতে প্রজা সাধারণ ব্যথিত হয় এবং কবিরা তার এই বিপদে বহু শোকগাঁথা রচনা করে। এছাড়া এ বছর খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের শাসনাধীন 'সিসিলী' শহর অধিকার করে। এরপর তাদের সম্রাটের মৃত্যু ঘটলে তার পুত্র তার স্থলবর্তী হয় এবং মুসলিম শাসকদের অনুকরণে প্রজা শাসন করতে থাকে। এ সময় মুসলমানদের প্রতি তার সদাচারের কারণে মনে হতে থাকে যেন তিনি তাদেরই একজন। এ বছর শামদেশে এবং অন্যান্য ভূখণ্ডে একবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ফলে বহু বাড়িঘর ও ভবন-স্থাপনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এন্তাকিয়া শহরের বেষ্টনী প্রাচীরের নব্বইটি গম্বুজ। এই ভূমিকম্পে বহু লোক নিহত হয়।

আর এ বছর হজ্জপরিচালনা করেন খুমারতাকীন।

এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আবদুর রহমান ইবন আহমদ[৬]

আবূ তাহির, ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন এবং সমরকন্দে ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তার কারণেই সুলতান মালিকশাহের হাতে সমরকন্দ বিজয় সংঘটিত হয়। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। আবদুল ওয়াহহাব ইবন মানদাহ তার সম্পর্কে বলেন, আমাদের সময়ে আমরা তার চেয়ে অধিক ন্যায়বোধসম্পন্ন ও জ্ঞানী কোন ফকীহ ব্যক্তিকে দেখিনি। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী, মহানুভব এবং দানশীল। তিনি বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ পায়ে হেঁটে তার জানাযায় শরীক হন। শুধুমাত্র নিযামুল মুলক তার বার্ধক্যের কারণে অপারগ হয়ে বাহনে আরোহণ করেন। তাকে শায়খ আবূ ইসহাক শিরাযীর পাশে সমাহিত করা হয়। এরপর সুলতান মালিকশাহ্ তার কবরে আসেন। ইবন আকীল বলেন, পরদিন সকালে সান্ত্বনা সমাবেশে যখন বহু নেতৃস্থনীয় ও বিশিষ্ট আমীর-উমারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন আমি নিযামুল মুলকের পাশে বসে পড়ি। আর আমি এরূপ করতে সাহস পেয়েছিলাম আমার ইলমের কারণে। ইবনুল জাওযী এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

---

৬ আল-কামিলে (১০/২০০) রয়েছে আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলাক, আর শাযারাতুয্ যাহাবে (৩/৩৭২) আবদুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন আলাক ইবন দাত, রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইবন আলী

আবূ নসর আল-মারওয়াদী[৭] তিনি ছিলেন কিরাআতের ইমাম। এ বিষয়ে তার একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া এই শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি বহুস্থানে সফর করেন। কোন এক সফরে তিনি সমুদ্রে ডুবে মরার উপক্রম হন, উত্তাল সমুদ্রে যখন তিনি হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ সূর্যের দিকে তার চোখ পড়ে এবং তিনি দেখতে পান নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ। ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ উযূর নিয়তে পানিতে ডুব দেন এবং নামায পড়ার জন্য পুনরায় ভেসে উঠেন। এমন সময় তিনি একটি বিশাল কাষ্টখন্ড দেখতে পান। এরপর তিনি তাতে আরোহণ করে নামায আদায় করেন। এভাবে আল্লাহ্ তাকে তাঁর হুকুম পালনের বরকতে ডুবে মরা থেকে রক্ষা করেন এবং তিনি এরপর দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। এ বছর নব্বই বছরের অধিক বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান[৮]

আবূ বকর নাসিহ, হানাফী ফকীহ এবং মুতাযিলী মুতাকাল্লিম। তিনি এক সময় নিশাপুরের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর মস্তিষ্ক বিকৃতি, আকীদার বিভ্রান্তি এবং উৎকোচ গ্রহণের দায়ে অপসারিত হন। এ ছাড়া তিনি এক সময় রায় শহরের কাযী নিযুক্ত হন। তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। আর তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম। তিনি এ বছর রজব[৯] মাসে ইনতিকাল করেন।

আরতাক ইব্‌ন আলাব্ তুর্কমানী

দুর্বিনীত আরতাকী শাসকদের পিতামহ। এ ব্যক্তি ছিলেন তীক্ষ্ণধী, সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী। তিনি বহু ভূখন্ড জয় করেন। ইবন খাল্লিকান তার জীবনী উল্লেখ করেছেন এবং এ বছরে তার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন।

হিজরী চারশ পঁচাশি (৪৮৫) সাল

এ বছরই সুলতান মালিকশাহ্ তাগার লাবাক নামক শহরে শাহী প্রাসাদের পাশে বাজার প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া শহরের সরাইখানা, মুসাফিরখানা, বাজারসমূহ এবং বাড়িঘর পুনঃনির্মাণ করা হয়। এ সময় তিনি ঐ জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণের নির্দেশ প্রদান

৭. আল-ওয়াফী এবং তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযে রয়েছে, কারী ইবন হামিদ আল-কারকানজী, অর্থাৎ কারকানজ অর্থাৎ খাওয়ারিয্‌ম শহরের সাথে সম্পৃক্ত করে।

৮. আল-কামিলে (১/২০১) এবং আল-ওয়াফী বিল-ওফায়াতে (৩/৩৩৮) হাসানের পরিবর্তে হুসায়ন রয়েছে।

৯. আল-ওয়াফীতে তার ওফাতের সন ৪৮৫হি. বলে উল্লিখিত রয়েছে।

করেন, যার নির্মাণকাজ খাদিম হারূনের হাতে ৫২৪ হিজরীতে সম্পন্ন হয়। এই মসজিদের কিবলা নির্ধারণের জন্য তিনি নিজে তার জ্যোতিষী ইবরাহীম হাযিরকে নিয়ে তৎপর হন। আর জামে-সামিরার নির্মাণকাজে ব্যবহৃত কাঠ ইত্যাদি সরিয়ে ফেলা হয়। এ বছর নিযামুল মুলক এবং তাজুল মুলূক আবুল গানায়ম উভয়ে তাদের নিজেদের জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ শুরু করেন এবং বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

এ বছর জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদের বহুস্থানে বড় বড় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং এতে লোকজনের বহু সহায়-সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়, যার ক্ষয়ক্ষতি তারা পুষিয়ে উঠতে পারেনি। রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান মালিকশাহ্ ইস্পাহানের উদ্দেশ্যে বের হন। এ সময় তার সাথে ছিল খলীফা পুত্র আবুল ফযল জাফর। এরপর তিনি রমযান মাসে বাগদাদে ফিরে আসেন। তিনি যখন পথিমধ্যে,[১০] তখন জনৈক দায়লামী বালক ইফতারের সময় উযীর নিযামুল মুলকের উপর আক্রমণ করে। সে তাকে চাকুদ্বারা আঘাত করে এবং তিনি ঘণ্টখানেক পর নিহত হন। এরপর দায়লামী বালককে বন্দী করে হত্যা করা হয়। নিযামুল মুলক ছিলেন আব্বাসীয় খিলাফাতের অন্যতম মহান উযীর এবং উত্তম প্রশাসক। তার জীবনী আলোচনার সময় আমরা তার সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করব। এদিকে সুলতান মালিকশাহ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রমযান মাসে বাগদাদে আগমন করেন। ফলে আল্লাহ্ তাকে তার নিজের ব্যাপারে এমন অবস্থার সম্মুখীন করেন, যা তিনি তার শত্রুদের জন্য কামনা করতেন। তার বাহন যখন বাগদাদে এসে পৌঁছলো এবং শহরের অধিবাসীরা এসে তাকে সালাম ও অভিনন্দন জানাতে লাগলো এবং খলীফাও তাকে অভিনন্দন জানিয়ে দূত পাঠালেন, তখন তিনি এ কথা বলে খলীফার কাছে দূত পাঠালেন যে, আপনাকে অবশ্যই আমার জন্য বাগদাদের সিংহাসন ত্যাগ করে আপনার পছন্দের অন্য যে কোন শহরে স্থানান্তরিত হতে হবে। তখন খলীফা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার জন্য তার কাছে একমাসের অবকাশ চেয়ে দূত পাঠালেন। কিন্তু মালিকশাহ এর জওয়াবে বলে পাঠান, একঘণ্টার অবকাশও আপনি পাবেন না। এরপর খলীফা অনুনয় বিনয় করে দশদিনের জন্য অবকাশ চাইলেন। তখন তিনি তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তাতে কোনমতে সম্মত হলেন, কিন্তু এই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সুলতান মালিকশাহ্ ঈদুল ফিত্‌রের দিনে শিকারে বের হয়ে তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হন এবং শিঙ্গা লাগিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। অতঃপর সেই জ্বরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তার সেই দশদিন সময় তখনও পূর্ণ হয়নি। প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র।[১১]

---

১০. ইবন খালদূনের বর্ণনা মুতাবিক নাহাওয়ানদের কাছাকাছি, শাযারাতুয্ যাহাব এবং রওযাতুল জান্নাতে রয়েছে, সাহনা নামক জনবসতিতে।

১১. ইবনুল আছীর এস্থানে অন্য একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এ দেখুন আল-কামিল, (১০/২১০), আল-ইবার- ইবন খালদূন (৩/৪৭৮)।

মালিকশাহের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী যুবায়দা খাতুন ফৌজের উপর তার কর্তৃত্ব আরোপ করেন। যাবতীয় অর্থ-সম্পদ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি তিনি তার নিয়ন্ত্রণে রাখেন। এছাড়া তিনি খলীফার কাছে দূত প্রেরণ করে এই আবেদন জানান যে, তার পুত্র মাহমূদ যেন পিতার মৃত্যুর পর বাদশাহ হিসাবে বিবেচিত হন এবং মসজিদসমূহে জুমু'আর খুতবায় যেন তার নাম নিয়ে দু'আ করা হয়। তখন খলীফা তার এই আবেদনে সাড়া দেন এবং তাকে শাহী পরিধেয় প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি তার উযীর আমীদুদ্দৌলাহ ইবন জাহীরকে মালিক-এর স্ত্রীর কাছে প্রেরণ করে তাকে স্বামী বিয়োগে সান্ত্বনা প্রদান এবং পুত্রের রাজ অভিষেকে অভিনন্দন জানানোর জন্য। মালিকশাহের পুত্র এই বাদশাহ মাহমূদের বয়স তখন পাঁচ বছর।[১২] অতঃপর তার মা তাকে ফৌজে নিয়ে যান এবং তাকে নিয়ে ইস্পাহানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন যেন সেখানে তার রাজকর্তৃত্ব সুস্থিত হয়। অতঃপর তারা সেখানে পৌঁছে যান এবং তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এ সময় এই বালকের নামে দেশে দেশে এমনকি হারামায়নেও খুতবা প্রদান করা হয়। তার উযীর নিযুক্ত করা হয় তাজুল মুলক আবুল গানায়ম মারযুবান ইবন খসরুকে। এরপর তার মা খলীফার কাছে দাবী জানান যেন তাকে (মাহমূদকে) প্রশাসক নিয়োগের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু খলীফা তা থেকে বিরত থাকেন, আর এ ব্যাপারে ইমাম গাযালী তার সাথে একমত পোষণ করেন। অবশ্য আলিমদের অনেকে এর বৈধতার অনুকূলে ফতোয়া প্রদান করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন, মুতাব্বিব ইবন মুহাম্মাদ আল-হানাফী। কিন্তু খলীফা ইমাম গাযালীর বক্তব্যকেই গ্রহণ করেন। এদিকে সুলতান মালিকশাহের অধিকাংশ ফৌজ তার অপর পুত্র বার কয়ারাক-এর পক্ষ অবলম্বন করে এবং তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে তার নামে 'রায়' শহরে খুতবার প্রচলন করে। আর মালিকপত্নী যুবায়দা তখন তার পুত্রকে নিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এ সময় তাদের সাথে থাকে মুষ্টিমেয় সৈন্য ও খাসিকী গোত্রীয় লোকজন। এদিকে তিনি বার কয়ারাক ইবন মালিকশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তিন কোটি দীনার ব্যয় করেন। অতঃপর এ বছর যিলহজ্জ মাসে উভয় দলের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মালিকপত্নী যুবায়দা ও তদীয় পুত্র মাহমূদ পরাজিত হন। বুখারী শরীফে বর্ণিত : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اَمْرَاَةً

"কোন নারীকে কর্তৃত্বে অর্পণকারী কোন সম্প্রদায় কিছুতেই সফল হতে পারে না।"

এ বছর যিল্‌কদ মাসে বনূ খাফাজা গোত্র হাজীদের কাফেলা আক্রমণ করে। তখন হাজীদের মাঝে যারা যোদ্ধা ছিলেন, তারা আমীর খুমারতাকীনের নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন। এ সময় এই বেদুঈনদের অর্থ-সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়। আর প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র।

এছাড়া এ বছর বসরায় বিশালাকৃতির শিলাখণ্ড পতিত হয়। যার একেকটির ওযন ছিল পাঁচ থেকে তের[১৩] রিত্‌ল পর্যন্ত। বিশালাকৃতির এই শিলা বর্ষণে বহু খেজুরগাছ ও অন্যান্য গাছ

---

১২. আল-কামিলে (১০/২১৪) রয়েছে চার বছর কয়েক মাস, আর আল-ইবারে (৩/৪৭৮) রয়েছে চার বছর।

১৩. অর্থাৎ কয়েক কেজি।

বিনষ্ট হয়। এরপর আঘাত হানে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু, যা হাজার হাজার খেজুর বৃক্ষকে ধরাশায়ী করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرًا ۔

"তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।"

এছাড়া এই বছরই দামেশকের শাসক তাজুদ্দৌলাহ তুতুশ হিম্স শহর অধিকার করেন এবং আরাকা ও ফামিয়া[১৪] নামক দুর্গ জয় করেন। তার সাথে ছিল কাসীমুদ্দৌলাহ আক্সানকর। আর সুলতান এ বছর সা'দ কোহরাইনুদ্দৌলাহ এবং অপর এক তুর্কমান আমীরের নেতৃত্বে ইয়ামানে ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সেখানে প্রবেশ করে সেখানকার লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। আর সা'দ কোহরাইন যেদিন ইয়ামানে প্রবেশ করেন, সেদিনই আদন শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্র।

এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

জা'ফর ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন আবদুল্লাহ

আবুল ফযল আত্-তামীমী, মক্কী জহুরী নামে সুপরিচিত। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি শাম, ইরাক, ইস্পাহান ও অন্যান্য ভূ-খণ্ডে সফর করেন। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং সহীহ বর্ণনা করেন। একাধারে তিনি ছিলেন নিখুঁত হাফিযে হাদীস, পরিশীলিত হাদীস সংরক্ষক এবং সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য ক্বারী। মক্কা প্রশাসকের সাথে তার পত্রালাপ ছিল। তিনি ছিলেন মহৎ ও উদার ব্যক্তি। তিনি প্রায় আশি বছর জীবিত ছিলেন।[১৫] আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

উযীর নিযামুল মুলক

পূর্ণ নাম : হাসান ইবন আলী ইবন ইসহাক, আবূ আলী। তিনি বাদশাহ্ আলাপ আরসালান এবং তদীয় পুত্র মালিকশাহের উযীর ছিলেন ঊনত্রিশ বছর।[১৬] তিনি ছিলেন আব্বাসীয় আমলের শ্রেষ্ঠতম উযীরদের অন্যতম। ৪০৮ হিজরীতে তিনি তূস[১৭] নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীনের সহচর এবং বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী স্থানীয় প্রধানদের একজন। তিনি শৈশবেই তার পুত্রকে পড়ালেখায় নিয়োজিত করেন। এ কারণে

১৪. আল-কামিলে 'আলফামিয়া' রয়েছে।

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে (৪/১২১৪) রয়েছে, তিনি প্রায় সত্তর বছর জীবিত ছিলেন, দ্র. শাযারাতুয্ যাহাব ৩/৩৭৩।

১৬. আল-কামিলে রয়েছে (১০/২০৪) তিনি ত্রিশ বছর উযীর ছিলেন সুলতান মালিকশাহের, আর তার পূর্বে ছিলেন তার পিতার উযীর, দ্র. আল-ইবার (৩/৪৭৮)।

১৭. আল-ইবারে রয়েছে নাওকান নগরীতে।

এগার বছর বয়সেই নিযামুল মুলক তার কুরআন শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তারপর তার পিতা তাকে অন্যান্য শাস্ত্র যেমন বিভিন্ন কিরাআত্, শাফিঈ মাযহাবের ফিকহ্, হাদীস শ্রবণ এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণচর্চায় নিয়োজিত করেন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাই তিনি এ সকল শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকেন এবং পরিশেষে সুলতান আলাপ আরসালান ইবন দাঊদ ইব্ন মীকাঈল ইবন সালজূকের উযীর নিযুক্ত হন। এরপর তিনি ২৯ বছর সুলতান মালিকশাহের উযীরের দায়িত্ব পালন করেন। তার অন্যতম কীর্তি হলো, তিনি বাগদাদ, নিশাপুর ও অন্যান্য স্থানে নিযামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার দরবার সবসময় আলিম-উলামা ও ফকীহ্দের উপস্থিতিতে পূর্ণ থাকত এবং তিনি তার দিনের অধিকাংশ সময় তাদের সাথে কাটাতেন। একবার যখন এ ব্যাপারে তাকে বলা হল, এরা তো আপনাকে অনেক কল্যাণকর্ম থেকে বিরত রাখে। তখন তিনি বরলেন, এরা হলেন দুনিয়া ও আখিরাতের শোভা। আমি যদি তাদেরকে আমার মাথায় বসিয়ে রাখি, তাহলে তাও বেশি কিছু নয়। তৎকালীন প্রখ্যাত আলিম আবুল কাসিম কুশায়রী এবং আবুল মা'আলি জুআয়নী যখন তার সাক্ষাতে আসতেন, তখন তিনি তাদের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতেন এবং তাদেরকে তার সাথে নিজের আসনে বসাতেন। আর যখন তার সাক্ষাতে আবূ আলী ফারসাদী আসতেন, তখনি তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাকে নিজ আসনে বসিয়ে নিজে তার সামনে বসতেন।এ ব্যাপারে যখন এর সমালোচনা করা হলো। তখন তিনি বললেন : তারা দু'জন যখন আমার সাক্ষাতে আসেন, তখন আমার প্রশংসা করে বলেন, আপনি এমন, আপনি তেমন। মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা ও অতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা আমাকে এমন গুণে গুণান্বিত করেন, যা আমার মাঝে নেই। ফলে তাদের দু'জনের কথায় আমার আত্মতুষ্টি বৃদ্ধি পায়। আর আবূ আলী ফারসাদী যখন আমার সাথে সাক্ষাত করেন, তখন তিনি আমাকে আমার দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়-অনাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ফলে আমি ভগ্ন হৃদয় হই এবং আমার অনেক অনুচিত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হই। তিনি নামাযের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। আযানের পর আর কোন কাজই তাকে আটকে রাখতে পারত না। এ ছাড়া তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নফল রোযা রাখতেন। আর অভাবী ও প্রয়োজনগ্রস্তদের কল্যাণে তিনি বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন এবং বিরাট পরিমাণ অর্থ দান-সদকা করেন।

সূফীদের প্রতিও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফলে তাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তখনি তিনি এর কারণ উল্লেখ করে বলেন, এক সময় আমি যখন এক আমীরের সহচর ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, আর কতকাল তুমি তার সেবাদাস হয়ে থাকবে, আগামীকাল যে হিংস্রপ্রাণীর খোরাকে পরিণত হবে? এমন কারও সেবায় নিয়োজিত হতে, যার সেবা তোমার কাজে আসবে। তার সেবায় আর নিয়োজিত থেকোনা যে আগামীকাল হিংস্র প্রাণীর খোরাকে পরিণত হবে। কিন্তু আমি তখন তার কথার অর্থ বুঝিনি। এরপর সেই রাত্রেই সেই আমীর শরাব পানে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর সেই অবস্থায় সে বাইরে বের হয়।

এদিকে তার ছিল পাহারাদার কয়েকটি হিংস্র কুকুর। যারা নিশাচর আগন্তুকদের শিকার করত। কিন্তু সেদিন তারা নিজ প্রভুকেও চিনতে না পেরে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। সকালে আমি যখন তার পরিণতির কথা জানতে পারলাম, তখন থেকেই আমি ঐ ব্যক্তির ন্যায় কাউকে খুঁজে ফিরছি।

নিযামুল মুলক বাগদাদ এবং অন্যান্য বহু স্থানের বহু দরসে হাদীস শ্রবণ করেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে তিনি বলেন, আমি ভালভাবেই জানি যে, আমি হাদীস রিওয়ায়াতের উপযুক্ত পাত্র নই। কিন্তু আমি হাদীসে নববীর রিওয়ায়াতকারীদের কাতারে শামিল হয়ে যেতে চাই। তিনি আরো বলেন, কোন এক রাতে আমি ইবলীসকে স্বপ্নে দেখে বললাম : দুর্ভাগ্য তোমার, আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর সরাসরি নিজ মুখে তোমাকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তুমি তা করতে অস্বীকার করেছ! অথচ আমাকে তিনি মৌখিকভাবে সরাসরি সিজদা করার নির্দেশ দেননি। কিন্তু আমি প্রতিদিন বারবার তাঁকে সিজদা করি। এরপর তিনি আবৃত্তি করেন :

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوِصَالِ اَهْلاً - فَكُلُّ اِحْسَانِهِ ذُنُوْبُ ·

"প্রীতি-বন্ধনের উপযুক্ত যে নয়, তার সকল অনুগ্রহই অপরাধ।"

একবার খলীফা আল-মুকতাদী বিল্লাহ তাকে নিজের সামনে বসিয়ে বলেন : হে হাসান! আমীরুল মু'মিনীনের সন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বহু সহস্র তুর্কী দাস-দাসীর মালিক ছিলেন। আর তার ছিল বহু সংখ্যক পুত্র, যাদের পাঁচজন উযীর নিযুক্ত হন। তার পুত্র আহমাদ, সুলতান মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহের এবং খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর উযীর নিযুক্ত হন।[১৮]

এ বছর রমযান মাসের শুরুর দিকে নিযামুল মুলক, সুলতান মালিকশাহের সাথে বাগদাদের উদ্দেশ্যে ইস্পাহান থেকে রওনা হন। রমযানের দশ তারিখে তারা নাহাওয়ান্দের নিকটবর্তী এক জনপদে উপনীত হন। এসময় তিনি মন্তব্য করেন, হযরত উমারের যামানায় এখানে বেশ কয়েকজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। সৌভাগ্যবান সে, যে তাদের দলে গণ্য হতে পারবে। ঘটনাক্রমে সেদিন ইফতারের পর তার কাছে সাহায্যপ্রার্থীর বেশে এক বালক আসে। এরপর সে তার নিকটবর্তী হয়ে তার বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। ছুরিকাঘাতের ঘণ্টাখানেক পর সুলতান মালিকশাহ যখন তাকে দেখতে আসেন, তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে সেই ঘাতক বালককে এক তাঁবুর আড়ালে পাওয়া যায় এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়। তার হত্যাকাণ্ডের পিছনে সুলতান মালিকশাহের হাত ছিল বলে মনে করা হয় কিন্তু তিনি নিজেও অবশ্য নিযামুল মুলকের পর পঁয়ত্রিশ দিনের বেশি বাঁচতে পারেননি। নিঃসন্দেহে এর মাঝে জ্ঞানীদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে। এই ব্যক্তি তো স্বয়ং খলীফার কাছেও বাগদাদ থেকে বের

১৮. সম্ভবত এখানে কিছু অংশ বাদ পড়েছে, আর আলী উযীর নিযুক্ত হন তাজুদ্দৌলাহ তুতুশের, তিনি তাকে ফখরুল মুলক উপাধি প্রদান করেন।

হয়ে যাওয়ার দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু তার সে অভিলাষও অপূর্ণ থাকে। এদিকে বাগদাদবাসীদের কাছে যখন নিযামুল মুলকের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে, তখন তারা তার মৃত্যুশোকে ব্যথিত ও শোকাহত হয়। উযীর ও নেতৃস্থানীয় লোকজন তিনদিন শোকসভা করেন এবং কবিরা তার স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করেন। তন্মধ্যে মুকাতিল ইবন আতিয়্যার নিম্নোক্ত পঙক্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য :

كَانَ الْوَزِيْرُ نِظَامُ الْمُلْكِ لُؤْلُؤَةً – يَتِيْمَةً صَاغَهَا الرحمن مِنْ شَرَفِ

عَزَّتْ فَلَمْ تَعْرِفِ الأَيَّامُ قِيْمَتَهَا – فَرَدَّهَا غَيْرَةً مِنْهُ الى الصَّدَفِ .

"উযীর নিযামুল মুলক ছিলেন একটি অনন্য মুক্তাদানা, রাহমান যাকে গড়েছেন মর্যাদার নির্যাস দিয়ে, তিনি ছিলেন অমূল্য,

"কিন্তু কালের সন্তানেরা তাকে উপযুক্ত মূল্যায়ন করেনি, ফলে তিনি তাকে আবার ঝিনুকের মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

এছাড়া একাধিক ব্যক্তি তার প্রশংসা করেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে ইবন আকীল এবং ইবনুল জাওযীর ন্যায় ব্যক্তিও রয়েছেন।

আবদুল বাকী ইবন মুহাম্মাদ আল-হুসায়ন

পূর্ণ নাম : কা'ব ইবন দাউদ ইবন ইয়াকিয়া[১৯] আবুল কাসিম, হারীমে জাহিরীর অধিবাসী। তিনি ৪১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ পেশাজীবী। কেউ কেউ অবশ্য তাকে ভ্রান্ত আকীদার অধিকারী আখ্যা দিয়েছেন। কেননা তিনি আসমানে কোন নহরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তা সে পানির হোক কিংবা দুধের কিংবা শরাবের কিংবা মধুর, অর্থাৎ জান্নাতের যে চারটি নহরের কথা কুরআনে বর্ণিত আছে। তার যুক্তি হলো : এ পর্যন্ত সেসব নহরের এক ফোঁটাও তো মাটিতে পড়েনি। শুধুমাত্র পতিত হয় বৃষ্টির পানি, যা বাড়িঘর, দেয়াল-প্রাচীর ইত্যাদি ধ্বসিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে এ ধরনের উক্তির কথক কাফির। ইবনুল জাওযী 'আল- মুনতাযিমে তা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পর তার কাফনের কাপড়ে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় পাওয়া যায় :

نَزَلْتُ بِجَارٍ لاَ يُخَيِّبُ ضَيْفَه – أُرَجِّي نَجَاتي مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

وَاَنِّيْ عَلَى خَوْفِيْ مِنَ اللّهِ وَاثِقٌ – بِاَنْعَامه وَاللّهُ اَكْرم مـنـعـم

"আমি এমন এক প্রতিবেশীর আপ্যায়নপ্রার্থী হয়েছি, যার অতিথি কখনও নিরাশ হয় না, আমি জাহান্নাম থেকে চিরমুক্তি প্রত্যাশা করি।

"আর আমি আল্লাহকে ভয় করি, তাঁর অনুগ্রহের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান, আর তিনি হলেন শ্রেষ্ঠতম অনুগ্রহদাতা।"

১৯. আল-কামিল (১০/২১৮)-তে নাকিয়া রয়েছে।

মালিক ইবন আহমাদ ইবন আলী

ইবন ইবরাহীম, আবূ আবদুল্লাহ আল-বানিয়াসী আশ্-শামী। অবশ্য তার মায়ের রাখা আরেকটি নামও ছিল, আবুল হাসান আলী। কিন্তু তার পিতার রাখা নাম ও উপনামই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি বহু মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনিই হলেন সর্বশেষ ব্যক্তি, যিনি আবুল হাসান ইবন সাল্ত থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আশি বছর বয়সে তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ বাজারে অগ্নিকাণ্ডে তিনি নিহত হন। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য।

সুলতান মালিকশাহ

জালালুদ্দীন ওয়াদ্দৌলাহ, আবুল ফাত্হ মালিকশাহ ইবন আবূ শূজা আলাপ আরসালান ইবন দাঊদ ইবন মীকাঈল ইব্ন সালজূক তুকাক তুর্কী। তার পিতার পর তিনি শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং তুর্কী দেশের দূরতম প্রান্ত থেকে ইয়ামানের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। বিভিন্ন ভূখণ্ডের শাসকবর্গ তার সাথে পত্র বিনিময় করেন, এমনকি রোম সম্রাট পর্যন্ত তার কাছে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজ-ক্ষমতার অধিকারী। তার শাসনকালে দেশের সর্বত্র, বিশেষত সড়ক-মহাসড়ক ছিল নিরাপদ। রাজকীয় সম্মান ও সমীহের অধিকারী হয়েও তিনি নিঃস্ব, অসহায় ও নারীদের সাহায্যে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। তার শাসনামালে বিশাল বিশাল অট্টালিকা এবং বহু সেতু ও পুল নির্মিত হয়। তিনি বিভিন্ন প্রকার নিবর্তনমূলক কর ও খাজনা রহিত করেন এবং বড় বড় খাল ও নদী খনন করেন। এছাড়া তিনি মাদরাসা-ই আবূ হানীফা ও বাজার নির্মাণ করেন। বাগদাদে তিনি জামেউস সুলতান নামক জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি তার শিকারকৃত প্রাণীর শিঙ ব্যবহার করে কূফায় একটি এবং মাওয়ারাউন নাহরে আরেকটি মিনার নির্মাণ করেন। একবার তিনি তার শিকারকৃত পশুর সংখ্যা গণনা করেন, যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তখন তিনি দশ হাজার দিরহাম সদকা করে বলেন : এ ব্যাপারে আমি আল্লাহকে ভয় করি এই আশঙ্কায় যে, হয়তো বা কোন একটি প্রাণীকে আমি অনর্থক হত্যা করেছি। এ ছাড়া তিনি ছিলেন বহু সুকীর্তির অধিকারী এবং প্রজাবৎসল শাসক। বিচারপ্রার্থীর প্রাপ্য প্রদানে ছিলেন সচেষ্ট। একবার এক চাষী তার কাছে এ মর্মে বিচার দায়ের করলো যে, তার কয়েকজন অনুচর তার ক্ষেতের কাঁচা তরমুজ উঠিয়ে নিয়েছে। তখন সুলতান মালিকশাহের নির্দেশে অনুসন্ধান চালনো হল। সে অনুসন্ধানে তার দ্বাররক্ষীর তাঁবুতে সেগুলি পাওয়া গেল। তখন তিনি দ্বাররক্ষীকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, এগুলি তোমার তাঁবুতে কিভাবে আসল? সে বলল, আমাদের অনুচরেরা তা নিয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাদেরকে আমার সামনে হাযির কর। তখন দ্বাররক্ষী গিয়ে তাদেরকে পালানোর নির্দেশ দিল। এরপর মালিকশাহ ঐ দ্বাররক্ষীকে হাযির করে তাকে ঐ চাষীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তুমি একে নিয়ে যাও, সে আমার ও আমার পিতার ক্রীতদাস। সে যেন কোনক্রমেই তোমার হাতছাড়া না হয়। অতঃপর তিনি চাষীকে তার কাঁচা

তরমুজগুলি ফিরিয়ে দিলেন। এরপর চাষী তার তরমুজ বহন করে দ্বাররক্ষীকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে আসল। এরপর দ্বাররক্ষী অনেক কাকুতি মিনতি করে তিনশত দীনারের বিনময়ে চাষীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।

তিনি যখন তার ভাই তুতুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় তূস নগরী অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি নিযামুল মুলককে সাথে নিয়ে আলী ইবন মূসা রাযীর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নগর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। অতঃপর যিয়ারত শেষে তারা যখন বেরিয়ে আসেন, তখন মালিকশাহ্ নিযামকে প্রশ্ন করেন, তুমি কী দু'আ করেছ? নিযাম বলেন : আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেছি, যেন তিনি আপনাকে আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। অতঃপর মালিকশাহ্ বলেন, আমি কিন্তু এভাবে দু'আ করেছি, "হে আল্লাহ্ আমার ভাই যদি মুসলমানদের জন্য অধিক উপযুক্ত হয়, তাহলে তাকে বিজয় দান করুন, আর তার তুলনায় যদি আমি অধিক উপযুক্ত হই, তাহলে আমাকে বিজয় দান করুন।" তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইস্পাহান থেকে সুদূর ইন্তাকিয়া গমন করেন কিন্তু এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি যে, তার কোন সৈন্য কোন প্রজার প্রতি অবিচার করেছে। অথচ তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ।

একবার জনৈক তুর্কমান নিযামের কাছে অভিযোগ জানাল যে, জনৈক ব্যক্তি তার কন্যার সতীত্ব হরণ করেছে, তাই সে চায় তিনি যেন তাকে তার হাতে সমর্পণ করেন। তখন তিনি লোকটিকে বললেন, দেখ! তোমার কন্যা না চাইলে হয়ত সে এই সুযোগ পেত না। আর তুমি যদি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, তাহলে তোমার কন্যাকেও তার সাথে হত্যা করে ফেল। তখন লোকটি চুপ হয়ে গেল। এরপর মালিকশাহ্ তাকে বললেন, তুমি কি এর চেয়ে ভাল কোন সমাধানে সম্মত আছ? সে বলল : তা কী? তিনি বললেন : তোমার কন্যা তো সতীত্ব হারিয়েছে। সুতরাং তুমি তাকে লোকটির সাথে বিয়ে দিয়ে দাও, আমি বায়তুলমাল থেকে পর্যাপ্ত মোহরের ব্যবস্থা করব, যা দিয়ে তাদের সংসার চলে যাবে। তখন লোকটি তাই করল।

জনৈক কাহিনী-কথক তাকে শোনাল, একবার পারস্যরাজ কিসরা তার কোন এক সফরে একাকী এক জনপদ অতিক্রম করছিলেন। এসময় তিনি এক বাড়ির দরজায় এসে পানি প্রার্থনা করলেন, তখন এক তরুণী তাকে বরফ মিশ্রিত আখের রস দিল। পান করে তিনি বেশ তৃপ্ত হলেন এবং তরুণীকে প্রশ্ন করলেন : কীভাবে তোমরা এই পানীয় প্রস্তুত কর? তখন সে বলল : এটা আমরা খুব সহজে হাতের সাহায্যেই করে থাকি। একথা শুনে তিনি তার কাছে আরেক গ্লাস রস চাইলেন। তখন তরুণী তার গ্লাস নিয়ে চলে গেল। এদিকে সম্রাটের মনে এই ভাবনার উদয় হল যে, তিনি তাদের থেকে এই ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করে তাদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসিত করবেন। এদিকে কিছুক্ষণ বিলম্ব করে তরুণীটি বেরিয়ে আসল, কিন্তু তার হাতে কিছু নেই। তখন কিসরা বললেন : কী ব্যাপার? তোমার রসের কী হল? তখন তরুণী উত্তর দিল : সম্ভবত ইতোমধ্যেই আমাদের ব্যাপারে আমাদের দেশের সম্রাটের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আমি আর এবার আখ চিপে রস বের করতে পারিনি। বলাবাহুল্য যে, মেয়েটি সম্রাটের পরিচয়

জানত না। সম্রাট বললেন : ঠিক আছে, এবার যাও, এবার তুমি রসচিপে বের করতে পারবে। এদিকে সম্রাট তার পূর্ব সংকল্প ত্যাগ করলেন। আর দেখা গেল, তরুণীটি গিয়ে এবার তাড়াতাড়ি আরেক গ্লাস রস নিয়ে ফিরে আসল। অতঃপর সম্রাট তা পান করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। এ কাহিনী শুনে সুলতান মালিকশাহ্ বললেন : আমার উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কাহিনী উপযুক্ত। তবে প্রজাদেরকেও কিসরার ঐ কাহিনীটি শুনিয়ে দাও। একবার তিনি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় একটি আঙুর বাগান অতিক্রম করছিলেন। তিনি বাগান রক্ষকের কাছে একগুচ্ছ আঙুর চাইলেন। তখন বাগান রক্ষক বলল, আমাদের সম্রাট এখনও এই বাগান থেকে তার প্রাপ্য গ্রহণ করেননি। সুতরাং আমি আপনাকে কিছুই দিতে পারছি না। বর্ণনাকারী বলেন : সুলতান মালিকশাহের এই বুদ্ধিমত্তা এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রথম কাহিনীর বিপরীতে দ্বিতীয় কাহিনীর উপস্থাপনায় সকলে মুগ্ধ হলেন।

একবার দুজন চাষী তার কাছে অভিযোগ করলো : আমীর খুমারতাকীন তাদের দুজন থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের দাঁত ভেঙে দিয়েছেন। এ সময় তারা মালিকশাহকে উদ্দেশ্য করে বলল : আমরা সর্বত্র আপনার ন্যায়বিচারের কথা শুনে এসেছি। আপনি যদি আল্লাহ্ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে আমাদের অনুকূলে প্রতিবিধান করেন, তাহলে তো ভাল। অন্যথায় আমরা কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করব। একথা বলে তারা দুজন তার ঘোড়ার রেকাব ধরল। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তাদের দুজনকে বললেন : ঠিক আছে, তোমরা দুজনে আমার জামা ধরে আমাকে নিযামুল মুলকের গৃহে টেনে নিয়ে চল। একথা শুনে তারা ঘাবড়ে গেল, কিন্তু তিনি তাদেরকে অভয় দিয়ে তার নির্দেশ পালনে বাধ্য করলেন। অতঃপর নিযামুল মুলকের কাছে যখন সুলতান মালিকশাহের আগমন সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসলেন। তাকে লক্ষ্য করে মালিকশাহ বললেন : আমি তো আপনাকে দায়িত্ব প্রদান করেছি, জালিম থেকে মজলুমের হক ন্যায্যভাবে আদায় করার জন্য। অতঃপর নিযাম তাদের বৃত্তান্ত জেনে তৎক্ষণাৎ খুমারতাকীনের নামে ফরমান লিখলেন, এই ফরমানে তিনি তাকে পদচ্যুত করলেন, তার জায়গীর বাতিল করলেন, চাষী দুজনকে তাদের থেকে গৃহীত অর্থ-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তার (খুমারতাকীনের) বিরুদ্ধে অভিযোগ সাব্যস্ত হলে কিসাস স্বরূপ তার দাঁতও উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আর সুলতান মালিকশাহ্ নিজের পক্ষ থেকে একশ দীনার তাদের দুজনকে প্রদান করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের বিপুল পরিমাণ কর ও খাজনা মওকুফ করে দিলেন। তখন জনৈক কর উসূলকারী বলল : মহামান্য বাদশাহ! আপনি যে কর মওকুফ করেছেন তার পরিমাণ প্রায় ছয় লক্ষ দীনার। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করে বললেন : দুর্ভাগ্য তোমার! এই অর্থ-সম্পদ সবই তো আল্লাহ্র, আর এই প্রজা সাধারণ এবং সাম্রাজ্য তাও আল্লাহ্র। আমি তো চেয়েছি আমার এই আমলের বিনিময় যেন আল্লাহ্র কাছে সঞ্চিত থাকে। এ ব্যাপারে যে আমার বিরোধিতা করবে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।

একবার এক সুন্দরী নর্তকী তাকে গান গেয়ে শোনাল। তখন তিনি তার সুললিত কণ্ঠের গান শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং প্রণয়াসক্তির তীব্রতায় তাকে কামনা করে বসলেন। তখন সেই রমণী তাকে বলল : মহামান্য বাদশাহ। আপনার এই সুশ্রী মুখমণ্ডল অগ্নিদগ্ধ হবে, তা আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত করে, অথচ হালাল আর হারামের ব্যবধান একটিমাত্র শব্দ। একথা শুনে তিনি কাযীকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর কাযী এসে তার সাথে তার বিয়ে পড়িয়ে দিলেন।

ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন, যে জনৈক বাতেনী আকীদায় বিশ্বাসীর সংসর্গে সুলতান মালিকশাহের আকীদা নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর তিনি তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং সত্যের দিকে ফিরে আসেন। ইবন আকীল উল্লেখ করেছেন যে, তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ তাকে লিখে দিয়েছিলেন। আর ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, শেষবার তিনি যখন বাগদাদে ফিরলেন এবং খলীফাকে বাগদাদ ত্যাগ করতে বললেন, তখন খলীফা তার কাছে দশদিনের অবকাশ চাইলেন। এরপর সুলতান মালিকশাহ্ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি শাওয়াল মাসের পনের তারিখ শুক্রবার রাতে ইনতিকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল সাঁইত্রিশ বছর পাঁচ মাস। তার শাসনকাল ছিল ঊনিশ বছর কয়েক মাস। তাকে শোনীযাতে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর বিষয় গোপন রাখার কারণে কেউ তার জানাযা পড়েনি। তার অসুস্থতা ছিল জ্বরজনিত। কেউ কেউ বলেন : তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

বানাত্-তাজিয়া (তাজিয়া নির্মাতা)

মারযুবান ইবন খাসরু, তাজুল মুলক, উযীর আবুল গানায়ম বানীত্-তাজিয়া অর্থ তাজিয়া মাদরাসার নির্মাতা, যার শিক্ষক ছিলেন ইমাম আবূ বকর শাশী। তিনি শায়খ আবূ ইসহাকের সমাধি নির্মাণ করেন। সুলতান মালিকশাহের ইচ্ছা ছিল নিযামুল মুলকের পর তাকে উযীর নিয়োগ করার, কিন্তু তার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য তার মৃত্যুর পর তিনি মালিক পুত্র মাহমূদের উযীর নিযুক্ত হন। এরপর মাহমূদের ভাই বারক্য়ারাক যখন তাকে পরাজিত করে, তখন নিযামুল মুলকের অনুচররা মারযুবানকে হত্যা করে টুকরা টুকরা করে। এ ঘটনা সংঘটিত হয় এ বছর যিলহজ্জ মাসে।[২০]

হিবাতুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়ারিছ

ইবন আলী ইবন আহমাদ নূরী, আবুল কাসিম শিরাযী। তৎকালীন সময়ের অন্যতম পর্যটক ও পরিব্রাজক ব্যক্তি। দূর-দূরান্তের বহু ভূখণ্ডে সফর করেন। তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস, নির্ভরযোগ্য ধার্মিক ও মুত্তাকী ব্যক্তি। উৎকৃষ্ট আকীদা ও জীবনাচারের অধিকারী, তার

২০. ইবনুল আছীর তার 'তারীখে' বলেন, তিনি নিহত হন ৪৮৬ হিজরীর মুহাররম মাসে (১০/২১৬); আল-ইবার কৃত ইবন খালদূন (৩/৪৭৯)।

জীবন ইতিহাস অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বাগদাদ ও অন্যান্য স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা তার কাছে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আগমন করত। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হিজরী চারশ ছিয়াশী (৪৮৬) সাল

এ বছর হজ্জ থেকে ফেরার পথে আরদ্শীর ইবন মানসূর আবুল হুসায়ন আল-ইবাদী নামক জনৈক ব্যক্তি বাগদাদে আগমন করেন। বাগদাদে তিনি নিযামিয়া মাদরাসায় অবস্থান করে ওয়ায-নসীহত শুরু করেন। নিযামিয়ার স্থায়ী শিক্ষক ইমাম গাযালী তার মজলিসে শরীক হন। এরপর থেকে তার মজলিসে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। এমনকি অনেকে তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ ত্যাগ করে তার মজলিসে হাযির হতে শুরু করে। কখনও কখনও তার মজলিসে উপস্থিত নারী-পুরুষের সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে যেত। এ সময় বহু মানুষ তার হাতে তাওবা করে সার্বক্ষণিকভাবে মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করে। এছাড়া বাগদাদের বিভিন্ন স্থানে শরাব ঢেলে দেওয়া হয় এবং বাদ্য ও বিনোদন উপকরণ ভেঙে ফেলা হয়।

বস্তুত প্রকৃত অর্থে এই ব্যক্তি ছিলেন নেককার, ইবাদতগুযার, তার মাঝে ছিল পর্যাপ্ত দুনিয়া-বিমুখতা এবং বিভিন্ন নেক অবস্থা। লোকজন তার বেঁচে যাওয়া উযূর পানি নেয়ার জন্য ভিড় করত। কখনও বা তিনি যে হাউয থেকে উযূ করতেন, বরকত লাভের জন্য তারা সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করত।

তার সম্পর্কে ইবনুল জাওযী একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন : একবার তিনি তার জনৈক শিষ্যের কাছে শামদেশীয় তূতগাছের ফল এবং বরফ খাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি সারা শহর ঘুরেও তার সন্ধান পেল না। এদিকে সে যখন ফিরে আসল, শায়খ তখন নির্জনে ধ্যানমগ্ন। সে তখন অন্যদের প্রশ্ন করল, আজ কি শায়খের কাছে কোন দর্শনার্থী এসেছে? তখন বলা হল, জনৈক স্ত্রীলোক এসে বলল : আমি আমার নিজহাতে বোনা সুতা বিক্রি করে সামান্য অর্থ উপার্জন করেছি। এখন আমি তা দ্বারা শায়খের জন্য সামান্য হাদিয়া পেশ করতে চাই। কিন্তু শায়খ তাতে সম্মত হলেন না। কিন্তু স্ত্রীলোকটি যখন কেঁদে ফেলল, তখন শায়খ তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন : ঠিক আছে, যাও, তুমি তোমার হাদিয়া নিয়ে আস। সে তখন প্রশ্ন করল : আপনি কী জাতীয় খাবার পছন্দ করেন? তিনি বললেন : তোমার যা মনে চায় তুমি তাই নিয়ে আস। অতঃপর স্ত্রীলোকটি গিয়ে শামদেশীয় তূত ফল এবং বরফ নিয়ে আসল এবং শায়খ তা খেলেন।

তার জনৈক শিষ্য বলেন : একবার আমি তার কাছে প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি সুরুয়া পান করছেন। তখন আমি মনে মনে বললাম : ইস্! যদি তিনি তার বেঁচে যাওয়া সুরুয়াটুকু আমাকে দিতেন, তাহলে আমি কুরআন হিফয করার নিয়তে তা পান করতাম। অতঃপর সত্যিই তিনি আমাকে অবশিষ্ট সুরুয়াটুকু দিয়ে বললেন : তুমি তোমার ঐ নিয়তেই তা পান

কর। বর্ণনাকারী বলেন : ঐ ঝুটা সুরুয়ার বরকতে আল্লাহ্ আমাকে কুরআন হিফয্ করার তৌফিক দিলেন। এছাড়া তার আরও বহু ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুজাহাদার অনুশীলন ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন তিনি দিরহাম-দীনারের চূর্ণ অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্যের চূর্ণকে নিরেট দিরহাম-দীনারের বিনিময়ে বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলেন (অর্থাৎ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে)। ফলে তার মজলিসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং তাকে বাগদাদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এ বছরই তুতুশ ইবন আলাপ আরসালান তার নিজের বাদশাহীর অনুকূলে খুতবা প্রদান করে এবং ইরাক অঞ্চলে তার নামে খুতবা দেয়ার জন্য খলীফার কাছে দাবী জানায়। কিন্তু তার ভ্রাতুষ্পুত্র বারক্য়ারাক ইবন মালিকশাহের কারণে সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকে। অতঃপর সে হালবের প্রশাসক আকাসনাকার এবং রাহা-প্রশাসক বূরান-এর সাহচর্য-আনুগত্যপুষ্ট হয়ে রাহবা-এর দিকে অগ্রসর হয় এবং রাহবা জয় করে। এরপর সে মূসেলের দিকে অগ্রসর হয় এবং তার প্রশাসক ইবরাহীম ইবন কুরায়শ ইবন বাদরানের অনুগত বনূ আকীল বাহিনীকে পরাস্ত করে মূসেলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এ সময় সে একাধিক আমীর-উমারাকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে। একই বছর সে দিয়ারে বাকরও দখল করে নেয়। এছাড়া সে কাফী ইবন ফখরুদ্দৌলাহ্ ইবন জাহীরকে উযীর নিয়োগ করে। একেকভাবে সে হামাদান ও খালাত দখল করে এবং আযারবাইজান জয় করে এবং তার কর্তৃত্ব প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এরপর আমীর আকাসনাকার ও বূরান তাকে ত্যাগ করে বাদশাহ বারকয়ারাকের সাথে মিলিত হয়। ফলে তুতুশ একাকী হয়ে পড়ে। তখন বায়কয়ারাক তাকে পরাজিত করার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠে। এ বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তুতুশ পিছু হটে ফিরে আসে। কিন্তু তার পিছু নিয়ে কাসীমুদ্দৌলাহ্ আকাসনাকার ও বূরান বাবে হালব পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন তুতুশ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং বূরান ও আকাসনাকারকে বন্দী করে শূলীবিদ্ধ করে। এ সময় সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বূরানের কর্তিত মস্তক্ষ হারান ও রাহা অঞ্চলে প্রদর্শন করানোর নির্দেশ প্রদান করে এবং তারপর এ অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

এছাড়া এ বছর রাফিযী ও আহলে সুন্নাতের মাঝে ফিতনা-ফাসাদ ও কলহ-বিবাদ সংঘটিত হয়। আর শাবান মাসের দুই তারিখে খলীফা পুত্র মুসতারশিদ বিল্লাহ জন্মগ্রহণ করে। তার পূর্ণ নাম আবূ মানসূর ফযল ইবন আবুল আব্বাস আহমাদ মুসতাযহির। তার জন্মে খলীফা অত্যন্ত প্রীত হন। আর এ বছর যিলকদ মাসে সুলতান পরকয়ারাক বাগদাদে প্রবেশ করেন। তখন উযীর আবূ মানসূর ইবন জাহীর তাকে নগরদ্বারে খলীফার পক্ষ থেকে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এ বছরই মুসতানসির উবায়দী শামদেশের সূর শহর দখল করেন। আর এ বছর ইরাকবাসী কেউ হজ্জে গমন করেনি।

এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

জাফর ইবন মুকতাদী বিল্লাহ

তার মাতা হলেন খাতূন বিনতে সুলতান মালিকশাহ। তিনি এ বছর জুমাদাল উলা মাসে ইনতিকাল করেন। তার মৃত্যুতে তিনদিন রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন করা হয় এবং শোক সভায় স্বয়ং উযীর উপস্থিত হন।

সুলায়মান ইবন ইবরাহীম

ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান আবূ মাসঊদ ইস্পাহানী। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন, হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং বুখারী-মুসলিমের হাদীসের সনদ উল্লেখ করেছেন। হাদীস-শাস্ত্রে তার ভাল জানাশোনা ছিল। তিনি ইবন মারদুবিয়া, আবূ নুআয়ম ও যারকানী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং খাতীব ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস লিখেছেন। এ বছর যিলকদ মাসে ঊননব্বই বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল ওয়াহিদ ইবন আহমাদ ইবন মুহসিন

শাফিঈ ফকীহ আবূ সাঈদ দাশকরী। তিনি আবূ ইসহাক শিরাযীর সাহচর্য লাভ করেন এবং হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি আলিম-উলামার মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন : এই পদদ্বয় কখনও আনন্দ ভোগের পথে হাঁটেনি। তিনি এ বছর রজব মাসে ইনতিকাল করেন এবং বাবে হারবে সমাহিত হন।

আলী ইবন আহমাদ ইবন ইউসুফ

আবুল হাসান হাকারী। তিনি যখন বাগদাদে আগমন করেন, তখন দাওরীর মুসাফিরখানায় অবস্থান গ্রহণ করেন। তার নিজের নির্মিত একাধিক সরাইখানা ছিল। মাশায়েখ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তার থেকেও একাধিক হাফিযে হাদীস হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতেন : একবার আমি রওযা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অসীয়ত করুন। তখন তিনি বললেন : তুমি আহমাদ ইবন হাম্বলের আকীদা এবং শাফিঈর মাযহাব গ্রহণ কর। আর বিদআতপন্থীদের সাহচর্য বর্জন কর। তিনি এ বছর মুহাররম মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ

আবুল হাসান খতীব আম্বারী, তিনি ইবন আখযার নামে পরিচিত। তিনি মুহাদ্দিস আবূ মুহাম্মাদ রাযী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এই ব্যক্তি হলেন তাদের সর্বশেষজন, যাদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৫৯ বছর বয়সে এ বছর শাওয়াল মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ নাসর আলী ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন মাকূলা

তিনি ৪০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহু সংখ্যক হাদীস শ্রবণকারী

অন্যতম হাফিযে হাদীস। 'কিতাবুল ইকমাল ফিল মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ' নামে তার রচিত একটি গ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল গণির কিতাব এবং দারা কুতনীর কিতাব এবং অন্যান্য কিতাবকে একত্রে সংকলিত করেছেন এবং তাতে বহু কিছু নতুন সংযোজন করেছেন। এছাড়া তিনি প্রথম শ্রেণীর নাহুশাস্ত্রবিদ, বিশুদ্ধভাষী এবং সুকবি ছিলেন। ইবনুল জাওযী বলেন, আমি আমাদের শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাবকে তার ধার্মিকতার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন বলতে শুনেছি : তার দীন শেখা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তিনি এ বছর কিংবা এর পরবর্তী বছর খুজিস্তানে নিহত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল আশির উর্ধ্বে। ইবনুল জাওযী এমনই উল্লেখ করেছেন।

হিজরী চারশ সাতাশি (৪৮৭) সাল

এ বছরই খলীফা আল-মুকতাদীর ওফাত এবং তদীয় পুত্র মুসতাযহির বিল্লাহর খিলাফত অভিষেক অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়।

যেভাবে তিনি মারা যান

সুলতান বারকয়ারাক যখন বাগদাদে আগমন করেন, তখন তিনি খলীফার কাছে আবেদন করেন, যেন তিনি তার শাসন কর্তৃত্বের অনুকূলে একখানা শাহী ফরমান লিখে দেন। তখন খলীফা তা লিখে দেন। এদিকে রাজকীয় দক্ষিণা প্রস্তুত করে খলীফার সামনে পেশ করা হয়। আর এই ফরমান লিখা হয় মুহাররমের ১৪ তারিখ শুক্রবার।[২১] পত্র লিখার পর তিনি প্রাত্যাহিক অভ্যাস মাফিক পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর খাওয়া শেষে তিনি উল্লিখিত শাহী ফরমানে স্বাক্ষর করে তাতে চোখ বুলাতে থাকেন। এ সময় তার কাছে শামসুন্নাহার নামে জনৈক পরিচারিকা ছিল। পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে তার বর্ণনা হল, অতঃপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : এই সকল ব্যক্তি কারা, যারা অনুমতি ব্যতীত আমার নিকট প্রবেশ করল? পরিচারিকা বলে : আমি তখন ঘুরে তাকালাম কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। এরপর দেখলাম তাঁর হাত-পা অসাড় হয়ে পড়ল এবং তিনি নিস্তেজ হয়ে ভূপাতিত হলেন। পরিচারিকা বলে, আমি ধারণা করলাম, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাই তার জামার বোতাম খুলে দিলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ আসাড় ও মৃতবৎ পড়ে আছেন। তখন আমি দ্রুত বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তার পুত্র ভাবী খলীফা মুসতাযহির বিল্লাহকে বিষয়টি অবহিত করলাম। এরপর তার মৃত্যু সংবাদ সবাই জানতে পারলেন এবং আমীর-উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসে তাকে পিতঃবিয়োগে সান্ত্বনা এবং খিলাফত অভিষেকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। অতঃপর তারা সকলে তার হাতে বায়আত করলেন।

---

২১. আল-কামিলে (১০/২২৯) ১৫ই মুহাররম শনিবার, ইবন খালদূনের আল-ইবারে (৩/৪৮০) ১৫ই মুহাররম, আল-মুনতাযামে (৯/৮৪) নিহায়াতুল ইরাবে (১২/২৫২) ১৫ই মুহাররম শুক্রবার এবং যাহাবীর আল-ইবারে ১৮ই মুহাররম রয়েছে।

খলীফা মুকতাদী-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

তিনি আমীরুল মু'মিনীন আল-মুকতাদী বিল্লাহ আবূ আবদুল্লাহ ইবন যাখীরা আবুল আব্বাস আহমাদ, ইবন আমিরুল মু'মিনীন আল-কায়িম বিআমবিল্লাহ ইব্ন কাদির বিল্লাহ আল-আব্বাসী। তার মাতা হলেন উম্মে ওয়ালাদ আরজুওয়ান আরমানিয়া। তিনি তার পুত্রের, পৌত্রের এবং প্রপৌত্রের খিলাফতকাল পেয়েছিলেন। খলীফা মুকতাদী ছিলেন ফর্সা এবং সুদর্শন। তার সময়ে বাগদাদে বহু মহল্লায় বসতি গড়ে উঠে এবং বাগদাদ থেকে গায়িকা, নর্তকী এবং বিনোদনাসক্তদের নির্বাসিত করা হয়। নারী সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। এছাড়া তিনি ছিলেন সদাচারী, সৎকাজের নির্দেশদাতা এবং গর্হিত কর্মে বাধাপ্রদানকারী। এবছর মুহাররম মাসের চৌদ্দ তারিখে শুক্রবার আটত্রিশ বছর আটমাস, নয়দিন[২২] বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তার খিলাফতকাল ছিল, ঊনিশ বছর আট মাস দুই দিন। তার পুত্র মুসতাজহিরের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ প্রক্রিয়া সুসংহত হওয়ার উদ্দেশ্য তার মৃত্যুর বিষয়টি তিনদিন গোপন রাখা হয়। অতঃপর তিনদিন পর তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ সর্বাধিক জানেন।

আবুল আব্বাস মুসতাযহির বিল্লাহর খিলাফত

শুক্রবার তার পিতা যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার অনুকূলে বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাকে উপস্থিত করা হয়। এ সময় তার বয়স ছিল ষোল বছর দুই মাস। অতঃপর তার অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। সর্বপ্রথম যিনি বায়আত গ্রহণ করেন, তিনি হলেন উযীর আবূ মানসূর ইবন জাহীর। অতঃপর তার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয় বাদশাহ রুকনুদ্দৌলাহ বারকায়ারাক ইবন মালিকশাহ থেকে এবং তারপর অন্যান্য আমীর-উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থেকে। এভাবে তিনদিনে তার বায়আত গ্রহণ সম্পন্ন হয়। অতঃপর মঙ্গলবার আঠারই মুহাররম তারিখে তার পিতার কফিন জনসমক্ষে আনা হয় এবং খলীফা পুত্র পিতার জানাযার নামায পড়ান। জানাযায় সাধারণ মানুষ শরীক হয়, কিন্তু সুলতান মালিকশাহ নিজে উপস্থিত হননি, তবে তার অধীনস্থ অধিকাংশ আমীর-উমারা উপস্থিত হন। এ ছাড়া শীর্ষস্থানীয় আলিমদের মাঝে উপস্থিত হন—গাযালী, শামী, ইবন আকীল প্রমুখ এবং সেদিনই তারা মুসতাযহিরের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। খলীফা মুসতাযহির ছিলেন মহৎ চরিত্র ও সৎ স্বভাবের অধিকারী, হাফিযে কুরআন, বিশুদ্ধভাষী এবং শক্তিমান কবি। তার রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা পঙক্তি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

---

২২. আল-কামিলে (১০/২৩০) এবং নিহায়াতুল ইরাবে (২৩/২৫২) সাতদিনের উল্লেখ রয়েছে। আর তারিখে আবুল ফিদা-তে (২/২০৪) রয়েছে কয়েক দিন। আল-মুনতাযামে (৯/৮৪) রয়েছে, তার বয়স ছিল আটাশ বছর আটমাস সাতদিন।

أذاب حَرُّ الجوى فى القلبِ مَاجتمَدا - يَوْمًا مَدَدْتَ عَلى رَسْمِ الوَدَاعِ يَدَا

فَكَيْفَ اَسْلُكَ نَهْجَ الاصطِبَار وَقه - أرى طَرَائِقَ مَنْ يَهْوى الهوى قِدَدَا

قَدْ اَخْلَفَ الوَعْدَ بَدْرٌ قَدْ شُغِفْتُ به - مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ وَفى دَهْرًا بما وعدَا

اِنْ كُنْتُ اَنْقضُ عَهْدَ الحُبِّ فِيْ خَلدى - مِنْ بَعْدِ هذا فَلاَ عَايَنْتُه اَبَدًا .

"প্রণয়ের উত্তাপ হৃদয় ও অন্তরকে বিগলিত করেছে, যেদিন আমি বিদায়ের জন্য হাত বাড়িয়েছি।

"কীভাবে আমি ধৈর্যের পথ অবলম্বন করব, অথচ আমি দেখছি প্রেমিকদের পথ ভিন্ন ভিন্ন।

"দীর্ঘকাল প্রতিশ্রুতি রক্ষার পর আমার প্রেমাষ্পদ বদর আমার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

"এ ঘটনার পর আমি যদি আমার অন্তরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকি, তাহলে যেন আমি আর কোনও দিন তার মুখ দর্শন না করি।"

খলীফা মুসতাযহির খিলাফতের সকল দায়িত্ব তার উযীর আবূ মানসূর আমীদুদ্দৌলাহ ইবন জাহীরের হাতে অর্পণ করেন। আর উযীর আবূ মানসূর সবকিছু অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন এবং সকল বিষয় পরিপূর্ণভাবে সংস্কার করেন এবং সুচারুরূপে প্রজাশাসন করেন। বস্তুত তিনি ছিলেন যোগ্যতম উযীরদের অন্যতম। এ বছর শা'বান মাসের তের তারিখে খলীফা তাঁর প্রধান বিচারপতি আবূ বকর শাশীকে তার পদ থেকে অপসারিত করেন এবং আবুল হাসান ইবন দামিগানীকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। এছাড়া এ বছর আহলে সুন্নাত এবং রাফিযীদের মাঝে ফিতনা-ফাসাদ দেখা দেয়। এ সময় বহু মহল্লা জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং বহু মানুষকে হত্যা করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। সুলতানদের মতানৈক্যের কারণে এ বছর বাগদাদ থেকে কোন হজ্জ কাফেলা হজ্জে শরীক হয়নি। মুহাররমের চৌদ্দ তারিখ শুক্রবার সুলতান বারকয়ারাক রুকনুদ্দৌলাহর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। আর খলীফা আল-মুকতাদীর পরবর্তী খলীফার নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করার পর মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়া আরও যারা এ বছর মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আকাসনাকার আতাবিক

তার উপাধি কাসীমুদ্দৌলাহ সালজূকী, তিনি হাযিব নামে পরিচিত, হাল্ব, দিয়ারে-বাকর এবং জাযীরার[২৩] শাসক। তার আরেকটি পরিচয় হলো তিনি বাদশাহ নূরুদ্দীন শহীদ ইবন জাঙ্গী ইবন আকাসনাকারের পিতামহ। প্রথমত তিনি ছিলেন সুলতান মালিকশাহ সালজূকীর বিশিষ্ট সহচর। অতঃপর তিনি তার আস্থা অর্জন করেন এবং উযীর নিযামুল মুলকের ইঙ্গিতে মালিকশাহ তাকে হালব ও তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। প্রজাশাসনে তিনি

২৩. সিরিয়া-ইরাক ও তুরস্ক সীমান্তে অবস্থিত এবং দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী মরুময় উচ্চ ভূখণ্ড। (অনুবাদক)

ছিলেন সদাচারী এবং ব্যক্তি-জীবনে সচ্চরিত্রের অধিকারী। তার শাসনামলে তার প্রজারা নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও ন্যায্য দ্রব্যমূল্যের সুবিধা লাভ করত। অতঃপর দামেশকের শাসক তাজুদ্দৌলাহ তুতুশের হাতে তিনি নিহত হন। এ ঘটনার সূত্রপাত হয় তখন, যখন সুলতান তুতুশ তার ভ্রাতুষ্পুত্র বারকয়ারাক ইবন মালিকশাহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার এবং হারান প্রশাসকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তারা দু'জন তাকে ত্যাগ করে দামেশকে পলায়ন করেন। অতঃপর বারকয়ারাক যখন তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারা দু'জন ফিরে আসেন, এখন তিনি বাবে-হালবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং উভয়কে হত্যা করেন। অতঃপর হালব ব্যতীত তাদের শাসনাধীন অন্যান্য অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কেননা হালবে আকাসনাকার জাহাঙ্গীর পুত্রের শাসন কর্তৃত্ব সুসংহত ছিল। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৫২৩ হিজরীতে, যার বিশদ বিবরণ অচিরেই আসছে।

ইবন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এবং রাহার শাসনকর্তা বূযান সুলতান মালিকশাহের ক্রীতদাস ছিলেন। এরপর তুতুশ যখন হালব অধিকার করেন, তখন তাকে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে তুতুশের প্রতি তার অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। তখন তিনি তার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন এবং লড়াই করে এ বছর জুমাদাল উলা মাসে তাকে হত্যা করেন। নিহত হওয়ার পর তার পুত্রে ঈমাদুদ্দীন জাঙ্গী তাকে দাফন করেন। আর ইনিই হলেন সুলতান নূরুদ্দীন জাঙ্গীর পিতা। ঈমাদুদ্দীন তার পিতার লাশ হালবে নিয়ে দাফন করেন, তার সমাধি সেখানেই অবস্থিত।

সেনা প্রধান বদর জামালী

এ ব্যক্তি হলেন মিসরীয় বাহিনীর প্রধান এবং ফাতিমী সাম্রাজ্যের পরিকল্পনাবিদ। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, মহানুভব এবং উলামা-বৎসল। তার প্রতি তাদের রয়েছে বিশেষ অবদান। খলীফা মুসতানসিরের সময়ে তিনি বিরাট শক্তি ও প্রভাব অর্জন করেন। এ সময় রাষ্ট্রীয় সকল বিষয় তার সিদ্ধান্তে নিয়ন্ত্রিত হতো। তিনি বহুদেশ জয় করেন এবং দীর্ঘকাল তার পদে বহাল থাকেন। এ সময় তার সুনাম-সুখ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং কবিরা তার প্রশংসায় কাব্য রচনা করে, অতঃপর এ বছর যিলকদ মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার পুত্র আফযাল।

খলীফা মুকতাদী

ইতোপূর্বেই আমরা তার জীবনী খানিকটা আলোচনা করেছি।

খলীফা মুসতানসির ফাতিমী

পূর্ণ নাম : আবূ তামীম মা'দ ইবন আবুল হাসান আলী ইবন হাকিম। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ষাট বছর। তার পূর্বে বা পরে কখনও কোন খলীফার ভাগ্যেই এতদীর্ঘ সময় খলীফা থাকার সুযোগ হয়নি। অন্তিম মুহূর্তে তিনি তার পুত্র নিযারকে খলীফা মনোনীত করে যান।

কিন্তু তার মৃত্যুর পর আফযাল বদর জামালী নিযারের বায়আত প্রত্যাহার করে নেয় এবং তার নির্দেশে লোকজন তার ভাই আহমদ ইবন মুসতানসিরের হাতে বায়আত গ্রহণ করে এবং তাকে মুসতা'লী বা বিজেতা উপাধি প্রদান করে। এ সময় নিযার আলেকজান্দ্রিয়ায় পলায়ন করেন এবং সেখানে লোকজন সমবেত করে তাদের থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। এ সময় আলেকজান্দ্রিয়ার কাযী জালালুদ্দৌলাহ্ ইবন আম্মার তার সকল দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর আফযাল সসৈন্যে তার দিকে অগ্রসর হয় এবং তাকে অবরোধ করে। অবশেষে তাদের মাঝে লড়াই হলে আফযাল জয়ী হয় এবং কাযী ও নিযারকে বন্দী করে। এরপর সে কাযীকে হত্যা করে এবং মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত নিযারকে আটকে রাখে। আল-মুসতায়ালীর অনুকূলে যখন খিলাফতের কর্তৃত্ব সুসংহত হয়, তখন তার বয়স মাত্র একুশ বছর।

মুহাম্মাদ ইবন আবূ হাশিম

ইনি হলেন মক্কার প্রশাসক। এ বছর নব্বইয়ের অধিক বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মাহমূদ ইবন সুলতান মালিকশাহ্

তার মাতা তাকে রাজত্ব লাভ করানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু বারকয়ারাকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি পর্যুদস্ত হন এবং তার নিজ শহর ইস্পাহানে এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। তার মরদেহ বাগদাদে নিয়ে নিযামিয়া কাবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মুখাবয়ব ছিল অত্যন্ত সুশ্রী আর দেহাবয়ব অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আর তার আম্মা খাতুন তুর্কীয়ান শাহ্ ইনতিকাল করেন রমযান মাসে। ফলে ইস্পাহান শহরের শাসন ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে।

ইতোপূর্বে তার আম্মা তার নেতৃত্বে সৈন্য সমবেত করেন এবং রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব তার হাতে অর্পণ করেন। এমনকি প্রায় তিন কোটি দীনার ব্যয় করে দশ হাজার তুর্কী গোলাম খরিদ করেন। কিন্তু তাতে তেমন কোন সুফল পাননি; বরং তাদের শাসন ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

হিজরী চারশ আটাশি (৪৮৮) সাল

এ বছর দামেশক-শাসক তুতুশের পক্ষ থেকে ইউসুফ ইবন আবাক্ তুর্কমানী বাগদাদে আগমন করেন, সেখানে তার অনুকূলে সমর্থন সৃষ্টি করতে। আর এ সময় তুতুশ নিজে রায় অঞ্চলে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে তার দূত ইউসুফ তখন বাগদাদে প্রবেশ করেন, তখন বাগদাদবাসী ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরপর খলীফা তাকে আপন সান্নিধ্যে ডেকে পাঠান এবং সে খলীফার সামনে মাটিতে চুম্বন করে খলীফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এ সময় বাগদাদবাসী লুণ্ঠিত হওয়ার আশংকায় তার

আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বাগদাদে যখন এরূপ অবস্থা বিরাজ করছে, ঠিক তখনই তার কাছে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের দূত আগমন করে এবং তাকে অবহিত করে যে, যুদ্ধের প্রথমেই তুতুশ নিহত হয়েছেন। তার মৃত্যু সংঘটিত হয় এ বছর সফর মাসের সতের তারিখে। এরপর বারকয়ারাকের কর্তৃত্ব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে এবং সে একচ্ছত্র শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে। এদিকে তুতুশ যখন নিহত হয় তখন তার সাথে তার পুত্র দুকীক ইবন তুতুশও ছিল। পিতা নিহত হওয়ার পর সে দামেশকে গমন করে এবং সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করে। দামেশকে তার পিতার নায়েব ছিল আমীর সাওতাকীন। আর সে উযীর নিয়োগ করে আবুল কাসিম খাওয়ারিয্মীকে। এদিকে আবদুল্লাহ ইবন তুতুশ হালব অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং তার শাসনকার্য পরিচালনা করেন জানাহুদ্দৌলাহ ইবন আতকীন। আর তুতুশের তৃতীয় আরেক পুত্র রিযওয়ান ইবন তুতুশ ছিল হিমা অঞ্চলের প্রশাসক। সে অঞ্চলের বনূ রিযওয়ান তার সাথেই সম্পৃক্ত। এ বছর রবিউছ-ছানী মাসের ঊনিশ তারিখে যুবরাজ ও ভাবী খলীফা আবুল মানসূর ফযল ইবন মুসতাযহিরের অনুকূলে খুতবা প্রদান করা হয় এবং তাকে 'যাখীরাতুদ্-দীন' বা 'দীনের সঞ্চয়' উপাধি প্রদান করা হয়। এছাড়া এ বছর রবিউছ-ছানী মাসে উযীর ইবন জাহীর শাহী প্রাসাদের হেরেমের চতুর্দিকে নতুন প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ সময় সর্বসাধারণকে এই কাজে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এ সময় তারা বহু গর্হিত ও আপত্তিকর কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটায় এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। তখন ইবন আকীল এই উযীর ইবন জাহীরের কাছে এরূপ কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা ও তীব্র আপত্তি সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন।

এ বছর রমযান মাসে সুলতান বারকয়ারাক যখন সফরে বের হন তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে, কিন্তু সে গুরুতর কোন আঘাত করতে পারেনি। অতঃপর তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দেয়া হলে সে এই ষড়যন্ত্রে আরও দু'জনের জড়িত থাকার কথা বলে, কিন্তু সেই দু'জন তার এই স্বীকারোক্তি অস্বীকার করে। ফলে তিনজনকেই হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর খলীফার পক্ষ থেকে তাওয়াশী আগমণ করেন এবং হত্যা ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদে বেঁচে যাওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানান।

এ বছর যিলকদ মাসে ইমাম গাযালী নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষকতা ছেড়ে বাগদাদ থেকে বেরিয়ে বায়তুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘ সময় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও খ্যাতি-সুখ্যাতির সাথে অবস্থান করে আখিরাতের চিন্তায় দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে অতি সাধারণ পোশাকে তিনি বেরিয়ে পড়েন। এ সময় তার ভাই তার স্থলে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি হজ্জ পালন শেষে পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন। এই সময়কালের মাঝে তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইহয়াউল উলূম' সংকলন করেন।

এই গ্রন্থ সংকলনকালে প্রতিদিন বহু সংখ্যক শ্রোতা তার কাছে সমবেত হত এবং তার খসড়া শ্রবণ করত। এছাড়া এ বছর আরাফার দিন কাযী আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবন

হিবাতুল্লাহ ইবনুল বুসতীকে রাজ দক্ষিণা প্রদানে সম্মানিত করা হয় এবং তাকে 'শারাফুল কুযাত' বা 'বিচারককুলের মর্যাদা' আখ্যা দেয়া হয়। একই সময়ে তাকে হারীম ও অন্যান্য এলকার কাযীর দায়িত্বে পুনর্বহাল করা হয়। এদিকে এ বছর কারখ অঞ্চলের রাফিযী এবং আহলে সুন্নাত পরস্পর সন্ধি ও সমঝোতায় উপনীত হয় এবং নিজেদের মাঝে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে। নিঃসন্দেহে এটা অভিনব ও আশ্চর্যজনক বিষয়। এছাড়া এ বছর সমরকন্দের শাসক আহমাদ ইবন খাকান নিহত হন। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তার বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অতঃপর তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় এবং তার স্থলে তার পিতৃব্য পুত্র মাসঊদকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়া এ বছর তুর্কী সেনারা আফ্রিকায় প্রবেশ করে এবং সেখানকার শাসক ইয়াহয়া ইবন তামীম ইবন মুঈয ইবন বাদীসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে বন্দী করে তার দেশ দখল করে নেয়। এ সময় ইয়াহয়া ইবন তামীমের সাথে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং তারা বহু সংখ্যক মানুষকে হত্যা করে। তাদের শীর্ষ নেতা ছিল শাহে মুলক নামক জনৈক ব্যক্তি। এ ব্যক্তি ছিল পূর্বাঞ্চলীয় কোন আমীরের পুত্র। প্রথমে সে মিসরে আগমন করে কিছুকাল অবস্থান করে। অতঃপর নিজ কর্মকান্ডে দণ্ডিত হওয়ার আশংকায় একদল অনুসারী নিয়ে মরক্কোয় পলায়ন করে। এরপর সে উপরোল্লিখিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এ বছর কোন ইরাকবাসী হজ্জে গমন করেনি।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

হাসান[২৪] ইবন আহমাদ ইবন খায়রাওয়ান

আবুল ফযল, ইবনুল বাকিল্লানী নামে পরিচিত। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন, আর খতীব বাগদাদী তার থেকে লিখেছেন এবং হাদীসশাস্ত্রে তার জানাশোনা ছিল। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। দামিগানী তাকে গ্রহণ করেন, অতঃপর তিনি তার বিশ্বস্ত সহকারীতে পরিণত হন এবং পরবর্তীতে শস্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এ বছর রজব মাসে বিরাশি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবুল মুজাফ্‌ফার তুতুশ

তাজুদ্দৌলাহ ইবন আলাপ আরসালান, দামেশক ও তার অনুবর্তী অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা। তিনি তার ভ্রাতষ্পুত্র বারকয়ারাক ইবন মালিকশাহের পুত্র আলীর স্ত্রীকে বিবাহ করেন। কিন্তু সেই মহিলা মৃত্যুবরণ করে। মুতানাব্বী কবিতা পঙ্ক্তিতে বলেন :

وَلِلّٰه سِرٌّ فِى عُلاَكَ وانَّمَا - كَلاَمُ العِدى ضَرْبٌ مِنَ الهَذَيانِ ٠

"আপনার উচ্চমর্যাদার মাঝে আল্লাহ্‌র কোন রহস্য নিহিত আছে, শত্রুদের কথা একপ্রকার প্রলাপ বাক্য।"

---

২৪. আসলে এমনই রয়েছে, তারা তার নাম আহমাদ ইবন হাসান উল্লেখ করেছেন। তার জীবনী আল-ওয়াফী ২৮২৩; আল-মুনতাযিম ৮৭/৯; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ১২০৭ আল-ইবার যুহ্‌নী, ৩/৩১৯, শাযারাতুয্-যাহাব ৩/৩৮৩ এবং আল-কামিল ২৫৩/১০-এ বিদ্যমান রয়েছে।

ইবন খাল্লিকান বলেন, তুতুশ ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডের শাসনকর্তা। মিসরাধিপতির সেনাপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আতসাম তার সাহায্য প্রার্থনা করে। অতঃপর তিনি যখন তার সাহায্যার্থে দামেশকে আগমন করেন এবং আতসাম তার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসে, তখন তিনি তাকে বন্দী ও হত্যা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর ৪৭১ হিজরীতে নিজেই দামেশক ও তার আশপাশের ভূখণ্ডসমূহে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং আতসামকে হত্যা করেন। তারপর রায় অঞ্চলে তিনি তার ভাই বারকয়ারাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে তার ভাই তাকে পর্যুদস্ত করে এবং তিনি যুদ্ধে নিহত হন। পরবর্তীতে তার পুত্র রিযওয়ান হালব অধিকার করে। সেখানকার বনূ রিযওয়ান তার দিকেই সম্পৃক্ত। ৫৫৭ হিজরী পর্যন্ত সেখানে তার শাসন কর্তৃত্ব বহাল ছিল। তার মা তাকে আঙুরের থোকায় বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করে। তারপর তার পুত্র তাজুল মুলক বোরী চার বছর হালব শাসন করে। অতঃপর তার অপর পুত্র শামসুল মুলক ইসমাঈল শাসন করে তিন বছর। তার মা যুমুররুদ খাতুন বিনতে জাওয়ালী তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে এবং তার ভাই শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইবন বোরীকে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করে। সে চার বছর শাসন করার পর তার ভাই মুহাম্মাদ ইবন বোরী তুগারকীন এক বছর হালব শাসন করে। এরপর চৌত্রিশ হিজরী থেকে মুজীরুদ্দীন আবাক তার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে এবং অবশেষে নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জঙ্গী তার থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন, যার বিশদ বিবরণ শীঘ্রই আসছে।

রিযকুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব

ইবন আবদুল আযীয আবূ মুহাম্মাদ আত্-তামীমী। ইনি শীর্ষস্থানীয় কুরআন ও হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম শীর্ষ ফকীহ। তিনি লোকসমাবেশে ওয়ায করতেন এবং প্রথমে জামে মানসূর, অতঃপর জামে কাস্রের হালকায় ফত্ওয়া প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন সুশ্রী অবয়বের অধিকারী, সর্বসাধারণের প্রিয়ভাজন। তার রচিত সুন্দর কবিতা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুযার, বিশুদ্ধভাষী এবং কুশলী তার্কিক। তার পিতৃপুরুষদের সূত্রে আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে তিনি একটি মুসালসাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ইলম আমলকে আহ্বান করে, যদি সে (আমল) তার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে ভাল, অন্যথায় ইলম প্রস্থান করে। খলীফার কাছে তিনি বিশেষ মর্যাদার পাত্র ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ পত্রাদি নিয়ে তিনি খলীফার প্রতিনিধিরূপে সুলতান মালিকশাহের কাছে যেতেন। তিনি এ বছর জুমাদাল উলা মাসের পনের তারিখ মঙ্গলবার ইনতিকাল করেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল আটাশি বছর। খলীফার অনুমতি নিয়ে তাকে বাবুল মারাতিবে তার নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়। আর তার জানাযার নামায পড়ায় তার পুত্র আবুল ফযল।

আবূ ইউসুফ আল-কায্বীনী

আবদুস সালাম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সায়ফ ইবন বান্দার শায়খ, মু'তাযিলাদের শায়খ।

তার প্রথম শিক্ষক হলেন আবদুল জাব্বার ইবন আহমাদ আল-হামদানী। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি মিসরে গমন করেন এবং সেখানে চল্লিশ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং সাতশ খণ্ডে বা অংশে একখানি তাফসীর সংকলন করেন। ইবনুল জাওযী বলেন। তিনি তাতে বিস্ময়কর বিষয়সমূহ সংকলন করেছেন। যেমন :

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ‐

এই আয়াতের তাফসীর করেছেন পূর্ণ এক খণ্ডে। ইবন আকীল তার সম্পর্কে বলেন, তিনি কখনও তার জ্ঞানের বহর প্রকাশ করেছেন, আবার কখনও কাব্য প্রতিভা। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন আবূ উমর ইবন মাহদী ও অন্যান্যদের থেকে। তিনি শেষ বয়সে বিবাহ করেন এবং ছিয়ানব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

উযীর আবূ শুজা'

মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন ইবরাহীম, আবূ মূসা', তার উপাধি জাহীরুদ্দীন। তার আদিনিবাস রোকরাওয়ারা[২৫] আর জন্মস্থান হল আহ্ওয়ায। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম উযীরদের অন্যতম। আলিম-উলামা ও ফকীহ্দের প্রতি তিনি ছিলেন উদার হস্ত। শায়খ আবূ ইসহাক শিরাযী ও অন্যান্যদের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং বহু গ্রন্থ সংকলন করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল 'তাজারিবুল উমাম' গ্রন্থের অনুবর্তীরূপে তিনি যে গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি খলীফা মুকতাদীর উযীর নিযুক্ত হন। তার কাছে ছয় লক্ষ দীনার নগদ অর্থ ছিল, তার সবই তিনি দান-সদকার মাধ্যমে ব্যয় করেন। এছাড়া তিনি উৎকৃষ্ট ভূসম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন এবং একাধিক দর্শনীয় ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ করেন। ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে সদয় ছিলেন। একবার এক ব্যক্তি তাকে জানাল, আমাদের প্রতিবেশী এক বিধবা রয়েছেন, যার চারটি ছেলে ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন। একথা শুনে তিনি তার একান্ত সহচর এক ব্যক্তিকে নগদ অর্থ, খাবার ও পোশাক দিয়ে তাদের কাছে পাঠালেন এবং তীব্র শীতের মাঝে নিজের গরম কাপড় খুলে বললেন : আল্লাহ্র শপথ! তাদের দুর্দশা লাঘবের খবর নিয়ে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তা পরিধান করব না। তখন ঐ ব্যক্তি তার ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেল। অতঃপর ফিরে এসে জানাল যে, তারা সাহায্য পেয়ে আনন্দিত হয়েছে এবং উযীরের জন্য দু'আ করেছে। একথা শুনে তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং তার পোশাক পরলেন। একবার তার কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দ্রব্য আসল। অতঃপর যখন তা তার সামনে রাখা হল, তখন তার ঐ সকল মানুষের কথা মনে হল, যারা এই মিষ্টান্ন কিনে খাওয়ার সামর্থ্য রাখে না। তখন তিনি তার সবটুকু মসজিদে পাঠিয়ে দিলেন এবং অন্ধ ও দরিদ্রদেরকে তা খাওয়ালেন। যখনই তিনি তার দেওয়ানী কাজে বসতেন, তখন তার কাছে ফকীহ্দের একটি জামাআত থাকত। যখন তিনি কোন দুর্বোধ্য বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস

২৫. এটি হামাদান অঞ্চলের একটি ছোট্ট শহর।

করতেন এবং তাদের ফতওয়া অনুযায়ী ফায়সালা করতেন। তিনি ছিলেন অতি বিনয়ী। সাধারণ, বিশেষ সকলের সাথেই তিনি বিনয়পূর্ণ আচরণ করতেন। অতঃপর তিনি উযীরের পদ থেকে অপসারিত হয়ে হজ্জে গমন করেন এবং মদীনায় অবস্থান করেন। কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার অসুস্থতা যখন গুরুতর পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তিনি রওযা শরীফে উপস্থিত হয়ে বলেন :

হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা তো ইরশাদ করেছেন :

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۔

"যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, তখন তারা তোমার নিকট আসলে ও আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে, তারা অবশ্যই আল্লাহকে পাবে পরম ক্ষমাশীলরূপে।" (সূরা নিসা : ৬৪)

এই যে আমি আপনার কাছে এসে আল্লাহ্র কাছে আমার গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং কাল কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআত প্রত্যাশা করছি। অতঃপর তিনি সেদিনই ইনতিকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

কাযী আবূ বকর শাশী[২৬]

মুহাম্মাদ ইবন মুযাফ্ফার ইবন বাকরান[২৭] হামাবী আবূ বকর শাশী। তিনি চারশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার শহরে ফিকহশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। চারশ সতের হিজরীতে তিনি হজ্জ পালন করেন এবং বাগদাদ আগমন করে আবূ তায়্যিব তাবারীর কাছে ফিকহ শিক্ষা করেন এবং সেখানে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইবন দামিগানীর দরসে উপস্থিত হলে তিনি তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং এরপর তিনি পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত একাধারে তার মসজিদে অবস্থান করে লোকজনকে কুরআন ও ফিকহশাস্ত্র শিক্ষা দিতে থাকেন। দামিগানী যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন উযীর আবূ শূজা তার ব্যাপারে খলীফার কাছে সুপারিশ করলে খলীফা মুকতাদী তাকে কাযী নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। কোন সুলতান থেকে কোন দান কিংবা কোন বন্ধু থেকে কোন হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। কাযীর পদ গ্রহণ করার পর তিনি তার খাদ্যে ও পরিধেয়ে কোন পরিবর্তন আনেননি; কাযীর দায়িত্ব পালনের কোন ভাতা গ্রহণ করেননি এবং কাউকে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করেননি; বরং নিজেই বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। বিচারক থাকাকালীন তিনি কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি।

২৬. আল-কামিলে (১০/২৫৩)-তে এবং আল-ওয়াফী বিল-ওফায়াতে (৫/৩৪)-এ শাশী স্থলে শামী শব্দ রয়েছে।

২৭. আল-ওয়াফীতে রয়েছে বাক্র।

তার কাছে যদি অভিযোগের ইঙ্গিত নির্দেশক বিষয়াদি সাব্যস্ত হতো, তাহলে সুস্পষ্ট প্রমাণ সাব্যস্ত না হলেও তিনি কোন কোন অপরাধীকে প্রহার করতেন যতক্ষণ না তারা অপরাধ স্বীকার করতো। এর সপক্ষে তিনি বলতেন ইমাম শাফিঈর কথায় এর প্রমাণ বিদ্যমান। এ বিষয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেন। আর তার এ ধরনের বিচারকাজে ইবন আকীল তাকে সাহায্য করেন এবং তার অনুকূলে এ আয়াতদ্বারা প্রমাণ পেশ করেন :

وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ

"যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে।..."

একবার তার কাছে মুশত্তাব ইবন আহমাদ ইবন উসামা ফারগানী নামক জনৈক বড় ফকীহ ও তার্কিক সাক্ষ্য প্রদান করে, কিন্তু রেশমী পোশাক ও সোনার আংটি পরিধান করার কারণে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি। তখন বাদী বলল : সুলতান এবং তার উযীর নিযামুল মুলকও রেশমী কাপড় ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করেন তখন কাযী শাশী বললেন : আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তারা দুজন যদি আমার সামনে এক আঁটি সবজির ব্যাপারেও সাক্ষ্য দেয়, তবুও আমি তাদের কথা গ্রহণ করব না, আমি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করব। একবার তার কাছে তার মাযহাবের অনুসারী জনৈক গুণী ফকীহ সাক্ষ্য দিলেন, কিন্তু তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন না। তখন সেই ফকীহ্ বললেন : কেন আপনি আমার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করছেন অথচ আপনি ব্যতীত সকল বিচারকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য? তখন তিনি বললেন : আমি তোমার কোন সাক্ষ্যই গ্রহণ করব না। কেননা আমি তোমাকে হাম্মামখানায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে গোসল করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তিনি এ বছর শা'বান মাসের দশ তারিখে মঙ্গলবার আটাশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং কাযী ইবন শুরায়হ-এর কাছাকাছি সমাহিত হন।

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুমায়দী

মুহাম্মাদ ইবন আবূ নসর ফাতূহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হুমায়দ আন্দালূসী, আন্দালুসের নিকটবর্তী বারকা[২৮] নামক দ্বীপের অধিবাসী। তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং সেখানে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন বহুসংখ্যক হাদীসের হাফিয এবং দক্ষ সাহিত্যিক, সচ্চরিত্র ও পবিত্র স্বভাবের অধিকারী। তিনিই ছিলেন বুখারী ও মুসলিম শরীফ একত্রে সংকলনকারী। এছাড়াও তার অনেক গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া তিনি ইবন হাযম ও খতীব বাগদাদীর রচনাসমূহ নিজহাতে নকল করেন। তিনি এ বছর যিলহজ্জ মাসের সতের তারিখ মঙ্গলবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার বয়স ছিল নব্বইয়ের[২৯] অধিক। তার কবর বাগদাদে বিশরে হাফী (র)-এর কবরের কাছে।

২৮. ওফায়াতুল আয়্যানে (৪/২৮২) মুয়ূরাকা রয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, তার আদি নিবাস ছিল কর্ডোভা।

২৯. ওফায়াতুল আয়্যান এবং আল-ওয়াফী বিল ওফায়াতে রয়েছে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৪২০ হিজরীর পূর্বে। শাযারাতুয্ যাহাবে রয়েছে (৩/৩৯২), তিনি প্রায় সত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। দ্র. আল-কামিল (১০/২৫৪); তাযকিরাতুল হুফফায (১২১৮)।

হিবাতুল্লাহ ইবন শায়খ আবুল ওফা ইবন আকীল

অল্প বয়সেই তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন, ফিকহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং তার মাঝে গুণ ও খ্যাতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। একবার তিনি গুরুতর অসুস্থতার শিকার হন, তখন তার চিকিৎসায় তার পিতা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন কিন্তু সবই নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। তখন তিনি একদিন তার পিতাকে বলেন, আব্বাজান! আপনি তো আমার অনেক চিকিৎসা করেছেন এবং অনেক দু'আ করেছেন, আর নিশ্চয়ই আমার ব্যাপারে আল্লাহর বিশেষ কোন ইরাদা রয়েছে, সুতরাং আপনি আমাকে আল্লাহর এখতিয়ারের হাওয়ালা করুন। তার পিতা বলেন, সেদিন আমি বুঝতে পারলাম বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার কারণেই সে একথা বলতে পেরেছে। আল্লাহ্ সমধিক জানেন।

হিজরী চারশ ঊননব্বই (৪৮৯) সাল

ইবনুল জাওযী আল-মুনতাযামে বলেন, এ বছর মূর্খ জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, এ বছর হযরত নূহের আমলের প্লাবনের কাছাকাছি মাত্রার মহাপ্লাবন সংঘটিত হবে। একথা যখন সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে, তখন খলীফা জ্যোতিষী ইব্ন ইশবূনকে ডেকে পাঠান এবং তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। সে তখন বলে নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবনের সময় মীন রাশিতে সপ্ত[৩০] জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটেছিল কিন্তু এখন সেখানে তাদের ছয়টি একত্রিত হয়েছে। শনি তাতে মিলিত হয়নি, সুতরাং কোন না কোন অঞ্চলে অবশ্যই প্লাবন সংঘটিত হবে, আর তা বাগদাদে হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তখন খলীফা উযীরকে নির্দেশ প্রদান করলেন পানির প্রবাহ পথসমূহ সংস্কার করতে, যাতে করে তেমন কিছু ঘটলে দ্রুত পানি সরে যায়। এদিকে লোকজন প্লাবনের আশঙ্কায় দিন কাটাতে লাগল। এমন সময় খবর আসল যে, নাখলার পর ওয়াদিল মানাকিব নামক স্থানে হাজীরা বিরাট প্লাবনের শিকার হয়েছেন।

এই প্লাবনে মানুষজন, চতুষ্পদ প্রাণী ও অন্যান্য সামগ্রী ভেসে গেছে। শুধুমাত্র যারা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিয়েছে, তারাই রক্ষা পেয়েছে। এ ঘটনার পর খলীফা সেই জ্যোতিষীকে পুরস্কৃত করলেন এবং তার জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করলেন। এছাড়া এ বছরই আমীর কিওয়ামুদ্দৌলাহ আবূ যায়দ মূসেল শহর অধিকার করেন এবং শারাফুদ্দৌলাহ মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন কুরায়শকে হত্যা করেন। নয়মাস অবরুদ্ধ রাখার পর তিনি তাকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। এ বছরই তামীম ইবন মুঈয মাগরিবী কাবিস শহর দখল করেন এবং সেখান থেকে তার ভাই উমরকে বহিষ্কার করেন। এ প্রসঙ্গে খতীব মূসা কয়েকটি কবিতা পঙ্ক্তি রচনা করেন :

---

৩০. এখানে উদ্দেশ্য, সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও শনি গ্রহ।

ضَحِكَ الزَّمَانُ وكَانَ يَلْقى عَابِسًا - لما فَتَحْتَ بِحَدِّ سَيْفِكَ قابسًا

وَاتَيْتَها بِكْراً وَما اَمْهَرْتَهَا - اِلا قَنًا وَصَوارمًا وفوارسًا

اللّهُ يَعْلَمُ مَا جَنَيْتَ ثِمَارها - الا وكان ابوك قَبْلاً غارسًا

مَنْ كان فى زُرْقِ الا سِنَّةِ خَاطِبًا - كَانَتْ لَه قُلَلُ الْبِلاَ وَعَرَائِسًا ・

"আপনি যখন আপনার তরবারির আঘাতে কাবিস জয় করলেন, তখন কাল হাস্যোজ্জ্বল হল, অথচ পূর্বে সে ছিল গোমড়া মুখ—

"আপনি তাকে কুমারী পেয়েছেন, আর তাকে মোহর দিয়েছেন বর্শা ও তরবারি সজ্জিত অশ্বারোহী দল।

"আল্লাহ্ জানেন যে, আপনার পিতা পূর্বে যা রোপণ করেছিলেন তাই আপনি আজ তার ফলভোগ করছেন।

"আর যে ব্যক্তি নীল বর্শাগুচ্ছ নিয়ে পয়গাম দিবে, তার নববধূ হল শ্রেষ্ঠ নগর জনপদ।"

এ বছর সফর মাসে শায়খ আবূ আবদুল্লাহ তাবারী নিযামিয়া মাদরাসায় পাঠদান শুরু করেন। তাকে এই দায়িত্ব প্রদান করেন বারকয়ারাকের উযীর ফাখরুল মুলক ইবন নিযামুল মুলক। এছাড়া বনূ খাফাজা এ বছর শায়ফুদ্দৌলাহ সাদাকা ইবন মাযীদ ইবন মানসূর ইবন দাবীস-এর শাসনাধীন অঞ্চল আক্রমণ করে এবং হাইরে অবস্থিত হযরত হুসায়নের শাহাদতের স্থানে গমন করে এবং সেখানে নানা গর্হিত কর্ম ও বিশৃঙ্খলার প্রকাশ করে। এখন উল্লিখিত শাসক সাদাকা তাদেরকে শায়েস্তা করেন। তিনি সেই সমাধির কাছেই তাদের অনেককে হত্যা করেন। এ সময় তাদের এক ব্যক্তি ঘোড়া নিয়ে অনেক উঁচু প্রাচীর থেকে লাফিয়ে পড়ে, কিন্তু বিস্ময়করভাবে সে এবং তার ঘোড়া অক্ষত থাকে। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন আমীর খুমারতাকীন হাসনানী।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ

আবূ হাকীম খায়রীর ভাই। আর এই খায়র হল পারস্যের একটি শহর। তিনি শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজীর কাছে হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রের চর্চা করেন। এ ছাড়া সম্পত্তি বণ্টন বিদ্যা এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তার রচিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য পন্থার অনুসারী। তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরি করতেন। কোন একদিন যখন তিনি কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করছিলেন, তখন হঠাৎ হাত থেকে কলম রেখে হেলান দিয়ে বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম! এখন যদি আমার মৃত্যু হতো, তাহলে বেশ হত। অতঃপর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

আবদুল মুহসিন ইবন আহমাদ আশ্-শানজী[৩১]

তিনি বাগদাদবাসী ব্যবসায়ী ছিলেন। তার পরিচিতি ছিল শহীদানে মক্কার পুত্র। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দেশ-বিদেশে সফর করেন এবং খতীব বাগদাদী সূর শহরে অবস্থান করার সময় তার থেকে বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেন। আর তিনি তাকে ইরাকে নিয়ে যান। এ কারণেই খতীব তাকে নিজহাতে লেখা 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থ উপহার দেন। তিনি নিজ গ্রন্থসমূহে খতীব বাগদাদী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি তাকে আবদুল্লাহ্ নামে উল্লেখ করেছেন। আর এ ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

আবদুল মালিক ইবন ইবরাহীম

ইবন আহমাদ আবুল ফযল হামদানী নামে পরিচিত। তিনি শায়খ মাওয়ারদির কাছে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। শরীআতের বিভিন্ন বিষয়, অঙ্কশাস্ত্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। আবূ উবায়দের 'গারীবুল হাদীস' এবং ইবন ফারিসের 'আল-মুজমাল' তার মুখস্থ ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব ও দুনিয়াত্যাগী। খলীফা মুকতাদী তাকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে চাইলে তিনি কঠোরভাবে তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং নিজের অক্ষমতা ও বার্ধক্যের অজুহাত পেশ করেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও কোমল স্বভাবের। তিনি বলতেন, আমার আব্বা যখন আমাকে শাসন করতে চাইতেন, তখন তিনি হাতে লাঠি নিয়ে বলতেন : আল্লাহ্র নির্দেশ মাফিক শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আমি আমার পুত্রকে প্রহার করার নিয়ত করেছি। অতঃপর তিনি আমাকে প্রহার করতেন। তিনি বলেন, আর তার এই নিয়ত করা এবং তা পূর্ণ করা থেকে আমি সবসময় পালিয়ে বেড়াতাম। তিনি এ বছর রজব মাসে মতান্তরে রমযান মাসে ইনতিকাল করেন এবং ইবন শুরায়হ-এর কবরের নিকট সমাহিত হন।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবদুল বাকী ইবন মানযূর

আবূ বকর দাক্কাক, ইবন খাযিবা নামে পরিচিত। তিনি তার বদান্যতা, কিরাআতের উৎকৃষ্টতা, সুন্দর হস্তাক্ষর এবং অনুলিপির বিশুদ্ধতার কারণে সুপরিচিত ছিলেন। একই সাথে তিনি হাদীস ও ইলমুল কিরাআতে ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি খতীব বাগদাদী এবং মুলাখ্খাস অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত হাদীস সংকলনসমূহের সংকলকগণ থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর নিজের একটি সুন্দর স্বপ্ন বর্ণনা করে তিনি বলেন : একবারের বন্যায় যখন বাগদাদ শহর প্লাবিত হল, তখন আমার বাড়িতে রক্ষিত সকল বইপত্রও নিমজ্জিত হল, কোন বই-ই আমার অক্ষত থাকল না। তখন আমার বিভিন্ন গ্রন্থের অনুলিপি তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দিল। অতঃপর সে বছর আমি সহীহ্ মুসলিম সাতবার নিজ হাতে লিখলাম। কোন এক রাতে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। তখন স্বপ্নে দেখলাম, যেন কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে এবং জনৈক কথক

৩১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযে রয়েছে (১২২৭ পৃ.) আবদুল মুহসিন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শায়হী। দ্র. শাযারাতুয্ যাহাব (৩/৩৯২)।

বলছে : ইবনুল খাযিবা কোথায়? তখন আমি আসলাম এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। জান্নাতে প্রবেশের পর আমি সেখানে চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে বললাম : এখন আমি কিতাব নকল করার কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। এরপর হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং দেখতে পেলাম যে, আমার হাতে কলম এবং অনুলিপির কিতাব আমার সামনে।

আবুল মুজাফ্ফর আস-সামআনী[৩২]

মানসূর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল জাব্বার ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, আবুল মুজাফফর আস-সামআনী, মারভের অধিবাসী হাফিযে হাদীস। প্রথমত তিনি তার পিতার নিকট হানাফী মাযহাবের ফিকহ শিক্ষা করেন, অতঃপর শাফিঈ মাযহাব গ্রহণ করেন এবং আবূ ইসহাক ও ইবন সাব্বাগের কাছে ফিক্হ-শাফিঈর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি একাধিক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন।

তিনি হাদীসশাস্ত্রে 'আত্-তাফসীর ওয়া কিতাবুল ইনতিসার' এবং উসূলে ফিকহশাস্ত্রে 'আল-বুরহান ওয়াল কাওয়াতি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তার 'আল-ইসতিলাম' ও অন্যান্য গ্রন্থ রয়েছে। তিনি নিশাপুরে ওয়ায-নসীহত করতেন। নিজের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা সম্পর্কে তিনি বলতেন, কোনকিছু মুখস্থ করার পর আমি তা বিস্মৃত হইনি। একবার তাকে আল্লাহ্ তা'আলার 'সিফাত'-এর তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। তখন তিনি তার উত্তরে বললেন : এ ব্যাপারে তোমরা বৃদ্ধা ও শিশুদের ধর্মবোধ অবলম্বন কর। আরেকবার তাকে আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশে সমাসীন হওয়ার' বিষয়ে প্রশ্ন করা হল। তখন তিনি আবৃত্তি করলেন :

جِئْتُمَانِيْ لِتَعْلَمَا سِرَّ سُعْدى - تَجِدَانِيْ بِسِرِّ سُعدى شَحِيْحًا

اِنَّ سُعْدى لَمُنْيَهُ الْمُتَمَنِّيْ - جَمَعَتْ عِفَّةً وَوَجْهًا صبحًا .

"তোমরা দু'জন এসেছ সু'দার গোপন রহস্য জানতে, তোমরা আমাকে সু'দার রহস্য জানানোর ব্যাপারে অনুদার পাবে।

"সু'দা হলো আকাঙ্ক্ষাকারীর আকাঙ্ক্ষা, সে একইসাথে চরিত্রের পবিত্রতা ও মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতাকে একত্র করেছে।"

তিনি এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং মারভে সমাহিত হন।

৩২. সামআনী শব্দটি বানূ তামীমের একটি শাখাগোত্র সামআনের সাথে সম্পৃক্ত। যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে বলেন, তিনি তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী চারশ নব্বই (৪৯০) সাল

এ বছরই খাওরারিযমীদের রাজত্বের সূচনা হয়। সুলতান বারকয়ারাক এ বছর তাঁর চাচা আরাসালান আরগূন ইবন আলাপ আরসালান নিহত হওয়ার পর খোরাসান অধিকার করেন এবং তার ভাই শাহ সানজারের কাছে তার শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। অতঃপর তিনি আমীর কুমাজকে তার একান্ত সহযোগী এবং আবুল ফাত্‌হ আলী ইবন হুসায়ন তুগরাঈকে তাঁর উযীর নিয়োগ করেন। আর তিনি খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন হাবশী ইবন বুরশাককে।[৩৩] সে তখন খাওয়ারিযম শহরের প্রশাসক নিয়োগ করে মুহাম্মাদ ইবন আনওয়াশতাকীন নামক জনৈক যুবককে। এই যুবকের পিতা ছিল জনৈক সালজূকী আমীর, আর সে প্রতিপালিত হয় উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা এবং স্বভাব-চরিত্রের মাঝে। সে যখন খাওয়ারিযম শহরের প্রশাসক নিযুক্ত হয়, তখন তাকে খাওয়ারিযম শাহ উপাধি প্রদান করা হয়। এই ব্যক্তিই ছিল খাওরিযমীদের প্রথম বাদশাহ। সে উত্তমরূপে প্রজা শাসন করে। তদ্রূপ তার পরবর্তীকালে তার পুত্র ইতসাবা[৩৪]ও ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনের পরিচয় দেয়। ফলে সে সুলতান সানজারের বিশেষ নৈকট্যলাভ করে এবং প্রজাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে। ফলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ বছরই বাদশাহ রিযওয়ান ইবন তাজুল মুলক তুতুশ ফাতিমী খলীফা মুসতা'লির অনুকূলে বক্তব্য প্রদান করেন। শাওয়াল মাসে বাবুন্-নাওবী নামক স্থানে জনৈক বাতেনীকে হত্যা করা হয়। তার বিরুদ্ধে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে যাদের একজন হলেন ইবন আকীল। তারা বলেন, সে তাদের দু'জনকে তার মতাদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, অতঃপর তাকে যখন হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়, সে তখন বলতে থাকে, আমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা অবস্থায়ও কি তোমরা আমাকে হত্যা করবে? তখন ইবন আকীল বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَلَمَّا رَأَوا بَأْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ -

"অতঃপর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো, তখন বললো : আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম।"[৩৫]

এ বছর রমযান মাসে বুরসুক নামক বিশিষ্ট একজন আমীরকে হত্যা করা হয়। এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম বাগদাদে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন খুমারতাকীন হাসনানী। বিচারকের দরবারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আশূরার দিন বাহাউদ্দৌলাহ আবূ নাস্‌র ইবন জানালুদ্দৌলাহ আবূ তাহির বুওয়ায়হির গৃহ অবরোধ করা হয়।

৩৩. আল-কামিলে (১০/২৬৭) রয়েছে তূনতাক।

৩৪. মুখতাসার আখবারুল বাশারে (২/২০৯) রয়েছে আতসাবা।

৩৫. ৪০ : ৮৫।

অতঃপর তাকে হত্যা করে তার বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং সে স্থানে হানাফী ও শাফিঈদের জন্য দুটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আর ইতোপূর্বে সুলতান মালিকশাহ্ তাকে জায়গীর স্বরূপ মাদাইন, দায়রে আকূল এবং অন্যান্য ভূখণ্ড প্রদান করেন।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাসান

ইবন আলী ইবন যাকারিয়্যা ইবন দীনার, আবূ য়া'লা আল-আবদী আল-বাসরী। তিনি ইবন সাওওয়াফ নামে পরিচিত। তার জন্ম চারশ হিজরীতে। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন সূফী, যাহিদ, ফকীহ এবং শিক্ষক। ভাবগাম্ভীর্য, ধীরস্থিরতা এবং ধার্মিকতা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দর্শনশাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপত্তি ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ বছর রমযান মাসে নব্বই বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আল-মুআম্মার ইবন মুহাম্মাদ

ইবনুল মুআম্মার ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, আবুল গানইম আল-হুসায়নী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন সুশ্রী অবয়ব ও উত্তম স্বভাবের অধিকারী ইবাদতগুযার ব্যক্তি। তার সম্পর্কে একথা জানা যায়নি যে, তিনি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিয়েছেন কিংবা কাউকে গালি দিয়েছেন। ষাটের অধিক বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বত্রিশ বছর উপদেষ্টা ও পরামর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার মৃত্যুর পর তার দায়িত্ব পালন করেন তার পুত্র আবুল ফুতূহ হায়দারা, তাকে রাযী যুল-কাসরায়ন উপাধি প্রদান করা হয়। কবিরা তার শোকে বহু কবিতা পঙ্ক্তি রচনা করেছেন, যা ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন।

ইয়াহয়া ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বুসতী

হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, সৎ ও সত্যবাদী, শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি একশ বার বছর তিন মাস জীবিত ছিলেন[৩৬]। এই অতি বার্ধক্যেও তিনি পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। এ সময় তাকে কুরআন ও হাদীস তিলাওয়াত করে শোনানো হত। আল্লাহ্ তাকে এবং আমাদেরকে রহম করুন, আমীন।

হিজরী চারশ একানব্বই (৪৯১) সাল

এ বছর জুমাদাল উলা মাসে তীব্র অবরোধের পর খ্রিস্টানরা কতক বিশ্বাসঘাতক মুহাফিযের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এন্তাকিয়া শহর দখল করে নেয়। এ সময় এ শহরের আমীর তার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে অল্পসংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে পলায়ন করে।

৩৬. আল-কামিলে রয়েছে, ১০২ বছর, দ্র. শাযারাতুয যাহাব (৩/৩৯৬)।

পরবর্তীতে পথিমধ্যে সে তার কৃতকর্মের জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হয়, এমনকি সে তার কৃতকর্মের কদর্যতার কথা চিন্তা করে বেহুঁশ হয়ে তার ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যায়। এ সময় তার অনুসারীরা তাকে ফেলে চলে যায়। তখন জনৈক মেষপালক এসে তার মাথা কেটে খ্রিস্টান রাজার সামনে পেশ করে। এই সংবাদ যখন মূসেলের শাসক কারবূকার নিকট পৌঁছে, তখন তিনি বহু সৈন্য সমবেত করেন। এ সময় দামেশকের শাসক দাক্‌কাক, হিম্‌সের শাসক জানাহুদ্দৌলাহ এবং অন্যান্যরা তার সাথে যোগ দেয়। অতঃপর এই সম্মিলিত বাহিনী অগ্রসর হয়ে এন্তাকিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু খ্রিস্টানরা তাদেরকে পরাজিত করে তাদের বহু সংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে এবং বিপুল যুদ্ধ সম্পদ লাভ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

অতঃপর খ্রিস্টানরা মাআররা নুমানের দিকে অগ্রসর হয় এবং অবরোধের পর তা দখল করে নেয়। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এই ভয়াবহ দুসংবাদ তখন আমীর বারকয়ারাকের কাছে পৌঁছে, তখন তিনি ভীষণ মর্মাহত হন এবং বাগদাদের আমীর-উমারা এবং উযীর ইবন জাহীরকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর মুসলিম ফৌজের একাংশ বাগদাদের পশ্চিম প্রান্তের উপকণ্ঠের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাদের যুদ্ধের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যায়, যখন তারা জানতে পারে যে, তাদের শত্রু যোদ্ধার সংখ্যা হলো দশ লক্ষ। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন আমীর খুমারতাকীন।

এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

তররাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী

ইবনুল হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব ইবন সুলায়মান ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-ইমাম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন আব্বাস আবুল ফাওয়ারিস ইবন আবুল হাসান ইবন আবুল কাসিম ইবন আবূ তাম্মাম, সুলায়মান ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের দৌহিত্র যায়দের বংশধর, তিনি বহুসংখ্যক হাদীস এবং বিরাট বিরাট গ্রন্থ শ্রবণ করেন। একদল মুহাদ্দিস থেকে তিনি এককভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে তার কাছে হাদীস শ্রবণের জন্য লোকজন আসত এবং তিনি তাদেরকে হাদীস লিখাতেন। তার মজলিসে আলিম-উলামা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হতেন। একবার আবূ আবদুল্লাহ দামিগানী তার মজলিসে উপস্থিত হন। তিনি দীর্ঘদিন তালেবীদের পরামর্শক ও উপদেষ্টা ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স নব্বই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাকে শহীদদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আবুল কাসিম পুত্র আবুল ফাত্হ মুজাফফর

ইবনুল মাসলামা, তার গৃহে ছিল ইলম ও আদবের অন্বেষী এবং ধর্মপাণ লোকদের

সমাবেশস্থল। শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজী সেখানেই ইনতিকাল করেন। আর তাকেও শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজীর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হিজরী চারশ বিরানব্বই (৪৯২) সাল

এ বছর সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী বায়তুল মাকদিস দখল করে নেয়। আর এই মর্মবিদারক ঘটনা সংঘটিত হয় চারশ বিরানব্বই হিজরীর তেইশে শাবান শুক্রবার সকালে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। তাদের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। এ যুদ্ধে তারা ষাট হাজারের[৩৭]ও বেশি সংখ্যক মুসলমান যোদ্ধাকে হত্যা করে। এ সময় তারা মুসলিম অধ্যুষিত বায়তুল মাকদিস অঞ্চল তছনছ করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনুল জাওযী বলেন : এ সময় খ্রিস্টানরা 'সাখরার' চারপাশ থেকে বিয়াল্লিশটি রৌপ্য লুণ্ঠন করে, যার প্রতিটির ওযন ছিল তিন হাজার ছয়শ দিরহাম। এছাড়া তারা বিশালাকৃতির রৌপ্য নির্মিত উনুন বা চুলা এবং তেইশটি অতি মূল্যবান স্বর্ণ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। তাদের আক্রমণে শঙ্কিত লোকজন শাম থেকে ইরাকে পলায়ন করে এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে খলীফার সাহায্য প্রার্থনা করে।

এই সাহায্যপ্রার্থীদের অন্যতম হলেন কাযী আবূ সা'দ আল-হারাবী। অতঃপর বাগদাদের অধিবাসীরা যখন এই ভয়াবহ ঘটনার কথা জানতে পারল, তখন আতঙ্কিত হল এবং তাদের কান্না সংবরণ করতে পারল না। এ সময় শায়খ আবূ সা'দ হারাবী একটি শোকগাঁথা রচনা করলেন, যা মসজিদের মিম্বরে এবং অন্যান্য সমাবেশে আবৃত্তি করা হল। এ শোকগাঁথা শুনে লোকজন উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগল। খলীফা ফকীহদের প্রতি আহবান জানালেন, যেন তারা ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ভূখণ্ডে সফর করেন এবং সে সকল অঞ্চলের শাসকদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তখন খলীফার আহবানে সাড়া দিয়ে ইবন আকীল এবং একাধিক বিশিষ্ট ফকীহ বের হলেন, কিন্তু তাতে তেমন কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

এ প্রসঙ্গে আবুল মুযাফফর আবইউরদী নিম্নোক্ত কবিতা পঙ্‌ক্তিগুলি রচনা করেন :

مَزَجْنَا دِمَانَا بِالدُّمُوْعِ السَّوَاجِمِ - وَلَمْ يَبْقَ مِنَّا عُرْضَةٌ لِلْمَرَاجِمِ
وَشَرُّ سِلَاحِ الْمَرْءِ دَمْعٌ يُرِيْقُه - اذا الْحَرْبُ شبت نَارُها بِالصَّوارم

৩৭. আল-কামিলে (১০/২৮৩), আল-ইবারে (৫/১৮৪), তারিখে ইবনুল ইবারীতে (১৯৬ পৃ.) মুখতাসার আখবারে বাশারে (২/২১১) এসেছে, নিহত মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা সত্তর হাজারের অধিক। তবে আমার মনে হয় এটা অতিরঞ্জন ও অবিশ্বাস্য। কেননা তাদের সেনাপতি অতি সত্বর তার বাহিনীকে এ হত্যাযজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত করেন। ইবনুল ইবারী বলেন, তারা এই যুদ্ধে অকল্পনীয় পরিমাণ গনীমত লাভ করে।

فايها بَنِي الاثسْكم اِن وَرَائَكم - وقائع يَلْحقن الذُّرى بِالْمَنَاسم
وكَيْفَ تَنَامُ اَلعيـنُ مِلْءَ جفونها - عَلى هفوات اَيْقظت كلًّا نائم
وإخوانُكم بِالشَّام يُضْحِي مَقيْلُهُم - ظُهُوْرَ المذاكى أو بُطُوْنَ القَشَاعم
تَسُوْمُهم الرُّوْمُ الهُوَانَ وَاَنْتُمْ - تَجُرُّوْنَ ذيْلَ الْخَفْضِ فِعْلَ الْمُسَالِم .

"আমরা আমাদের রক্তের মাঝে অশ্রুধারা মিশিয়ে দিয়েছি, তাই আমাদের প্রতি মন্দবাক্য প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই।

"আর যোদ্ধার সর্বনিকৃষ্ট অস্ত্র হল--যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার সময় প্রবাহিত অশ্রু। আর—

"আর হে ইসলামের সন্তানগণ! তোমাদের পশ্চাতে এমন সব যুদ্ধ-বিগ্রহ রয়েছে যা পদসমূহকে ধুলিধূসরিত করে।

"যার যে সকল পতন ও পদস্খলন প্রত্যেক ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করে, তা জেনে চোখ কীভাবে নিদ্রাসিক্ত হবে?

"কেননা, শামদেশে তোমাদের ভ্রাতারা দ্বিপ্রহর যাপন করছে অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা শকুনকূলের উদরে।

"রোমকগণ তাদেরকে অপমানকর শাস্তি আস্বাদন করাচ্ছে, অথচ তোমরা নির্ভাবনায় ভোগ-বিলাসে মত্ত।"

অন্যত্র তিনি বলেন :

وَبَيْنَ اخْتِلاَس الطَّعْنِ والضَّرْبِ وَقْفَةٌ - تَظَلُّ لها الوِلْدَانُ شَيْبَ القَوَادمِ
وَتِلْكَ حُرُوْبُ مَنْ يَغِبْ عن غِمَارِها - ليسلَمْ يقرَعْ بعدها سن نادمِ
سَلَلْنَ بِاَيْدى المشركيـن قواضبًا - سَتُغْمَدُ مِنْهُمْ فى الكُلْسِ وَالْجَمَاجِمِ
يَكاد لَهُنَّ الْمُسْتَجِيْرُ بَطِيْبَةٍ - يُنَادى بأعلا الصَّوْتِ يَا ال هَاشِمِ
اَرى اُمَّتِيْ لاَ يَشْرَعُوْنَ إلى العدا - رِمَاحَهُمْ وَالدِّيْنَ وَاهِي الدَّعَائِمِ
وَيَجْتَنِبُوْنَ النَّار خَوْفًا من الرَّدى - وَلا يَحْسَبُوْنَ العَارَضَرْبَةَ لاَزِمِ
اَيُرْضَى صَنَادِيْدُ الأَعَارِيْبِ بِالأَذى - ويُغْضَى على ذُلٍّ كـماةُ الاَ عَاجم
فَلَيْتَهموا إذ لَمْ يَذُوْدُوا حِمْيَةً - عَنِ الدّيْنِ ضَنُواْ غيرة بِالْمَحَارِمِ
وَاِنْ زَهِدُواْ فِى الاجْرِ اِذْ حمس الوَغنى - فَهَلاَّ اَتَوْهُ رغبةً فِى الْمَغَانِمِ .

"বর্শাঘাত ও তরবারির আঘাতের মাঝে এমন এক ব্যবধানকাল রয়েছে, যার ফলে বালকদের মাথার অগ্রভাগে বার্ধক্য দেখা দেয়।

"আর সেগুলি এমন সব যুদ্ধ, যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে ব্যক্তি তা থেকে অনুপস্থিত থাকবে, সে পরবর্তীকালে আক্ষেপে দাঁত কামড়াবে।

"এমন সব যুদ্ধ যা মুশরিকদের হাতের এমন সব তরবারি কোষমুক্ত করেছে, যা তাদের উদর ও খুলির অভ্যন্তরে কোষবদ্ধ হবে।

"তার ভয়ে ভীত আশ্রয়প্রার্থী যেন মদীনায় আশ্রয় নিয়ে উচ্চৈস্বরে আহ্বান করে বলে : আমাদের রক্ষা কর, হে হাশিম পরিবার।

"আমি তো দেখছি দীনের স্তম্ভসমূহ নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার পরও আমার উম্মত তাদের শত্রুর প্রতি বর্শা উঠায় না।

"মৃত্যুর শঙ্কায় তারা আগুনকে পরিহার করে চলে, আর ভীরুতার কলঙ্ক চিহ্নকে কিছুই মনে করে না।

"আর নেতারা কি শত্রুর অত্যাচার সয়ে নেবে এবং পারস্যের বীরপুরুষেরা কি অপদস্থতা মেনে নেবে?

"যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে, তখন যদি তারা সাওয়াব ও বিনিময়ের ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে থাকে, তাহলে কেন তারা গনীমতের প্রত্যাশায় তাতে প্রবৃত্ত হয় না?"

এ বছরই সুলতান মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহের শাসন কর্তৃত্বের সূচনা হয়। আর তিনি হলেন সুলতান সানজারের সহোদর ভ্রাতা। এমনকি তার কর্তৃত্ব এতই প্রবলরূপ ধারণ করে যে, এ বছর যিলহজ্জ মাসে বাগদাদে তার নামে খুতবা প্রদান করা হয়। এছাড়া এ বছর তিনি যখন রায় শহরে গমন করেন, তখন সেখানে তার সৎভাই বারকয়ারাকের মা যুবায়দা খাতুনকে পেয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন তার সৎ মায়ের বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বছর। এ বছর যিলহজ্জ মাসেই বারকয়ারাকের সাথে তার পাঁচটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এছাড়া এ বছর বাগদাদে দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে, বহু মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এমনকি তাদের এই অনাহার জনিত মৃত্যু মহামারীর আকার ধারণ করে। মৃতদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা সকলকে সমাধিস্থ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

সুলতান মাহমূদ পুত্র সুলতান ইবরাহীম

ইবন মাসঊদ ইবন সুলতান মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীন, গযনী এবং তার পার্শ্ববর্তী তৎকালীন ভারতীয় ভূখণ্ডের শাসনকর্তা। তিনি বিরাট রাজ-সম্ভ্রম, সমীহ ও শান-শওকতের অধিকারী ছিলেন। সুলতান বারকয়ারাক যখন তার দূতকে পত্রযোগে তার কাছে প্রেরণ করেন তখন দূত সেখানে তার মজলিসের যে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য সম্ভার প্রত্যক্ষ করেন, তা বর্ণনা করে বলেন : এখানে আমি রাজকীয় ঐশ্বর্যের আশ্চর্যজনক সমাহার প্রত্যক্ষ করেছি। আর তিনি এ সময় তাকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করে শোনান :

لَمَنَادِيْلُ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا ٠

'সা'দ ইবন মুআযের জান্নাতের রুমাল এর চেয়ে উত্তম'।[৩৮]

---

৩৮. ইমাম বুখারী তার গ্রন্থের ২৮, ৮, ১২ এবং ২৬ নং অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়ে, ইমাম তিরমিযী, লিবাস ও মানাকিব অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহ ৩ নং অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমদ তার মুসনাদের একাধিক স্থানে হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীস শুনে তিনি কেঁদে ফেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নিজের কোন বাসস্থান নির্মাণের পূর্বে তিনি কোন মসজিদ, কিংবা মাদরাসা কিংবা সীমান্তপ্রহরা চৌকি নির্মাণ করতেন। নব্বইয়ের অধিক বয়সে তিনি এ বছর রজব মাসে ইনতিকাল করেন। তার রাজত্বকাল ছিল বিয়াল্লিশ বছর।

আবদুল বাকী ইবন ইউসুফ

আবদুল বাকী ইবন ইউসুফ ইবন আলী ইবন সালিহ, আবূ তুরাব আল-বারাঈ। তিনি চারশ এক হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আবূত্-তায়্যিব আত-তাবারীর কাছে ফিকহশাস্ত্র শিক্ষা করেন। আর তিনি তাঁর কাছে এবং অন্যদের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি নিশাপুরে অবস্থান করেন। তার বহু চমকপ্রদ কাহিনী জানা ছিল। তিনি সালফে সালেহীনের তরীকাপন্থী দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। হামাদান অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব গ্রহণের ফরমান যখন তার কাছে আসল, তখন তিনি বললেন : আমি তো মালাকুল মাওতের হাতে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গমনের জন্য তাঁর ফরমানের প্রতীক্ষায় রয়েছি। আল্লাহ্র কসম! অন্তরের প্রশান্তি নিয়ে কোন প্রস্তরখণ্ডের উপর কিছুক্ষণ বসে থাকা আমার কাছে গোটা ইরাকের সাম্রাজ্য লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। তদ্রূপ কোন তালিবে ইলমকে একটি মাসআলা শিক্ষা দেওয়া আমার কাছে পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর প্রতি আসক্ত কল্ব কখনই সফল হতে পারে না। ইলম হল রাহবার বা পথপ্রদর্শক। সুতরাং যে ব্যক্তিকে তার ইলম দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর প্রতি নিরাসক্তির পথ দেখায়নি, সে ইলম থেকে কোন ফায়দা লাভ করতে পারেনি। যদিও তার ইলমের পরিমাণ হয় অনেক। কেননা, তা হল ইলমের বাহ্য-আবরণ, প্রকৃত উপকারী ইলম অন্যকিছু। আল্লাহ্র কসম! আমার হাত-পা কর্তিত হওয়া এবং চক্ষু উৎপাটিত হওয়া আমার কাছে এমন শাসন কর্তৃত্ব থেকে উত্তম, যা আমাকে আল্লাহ তা'আলা থেকে, আখিরাত থেকে এবং মুত্তাকীদের সফলতার ও মু'মিনদের সৌভাগ্যের কারণ থেকে বঞ্চিত করবে। তিনি এ বছর যিলকদ মাসে তিরানব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

ইমামুল হারামায়ন পুত্র আবুল কাসিম

নিশাপুরে জনৈক বাতেনীর হাতে তিনি নিহত হন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তার পিতাকে রহম করুন।

হিজরী চারশ তিরানব্বই (৪৯৩) সাল

এ বছর সফর মাসে সুলতান বারকয়ারাক বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেন। এ সময় পুনরায় তার নামে খুতবা প্রদান করা হয় এবং তার ভাই মুহাম্মাদের নামে খুতবা প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। এছাড়া খলীফা তার কাছে বিপুল পরিমাণ উপহার-

উপঢৌকন প্রেরণ করেন। আর তাকে পেয়ে বাগদাদের সাধারণ বাসিন্দা এবং নারীরা খুশি হয়। কিন্তু তিনি একদিকে তার ভাই মুহাম্মাদের ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য, জনপ্রিয়তা দ্বারা, আর অন্যদিকে নিজের সম্পদ-স্বল্পতা এবং সৈনিকদের ভাতা ও রেশন তলবে কোনঠাঁসা হয়ে পড়েন। ফলে তিনি উযীর ইবন জাহীরের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার সংকল্প নিয়ে খলীফার সাথে সাক্ষাত করেন। কিন্তু খলীফা তাকে তা করা থেকে বিরত রাখেন। অতঃপর একলক্ষ ষাট হাজার দীনারের বিনিময়ে তার সাথে সন্ধি হয়। সন্ধির পর তিনি তার যোদ্ধা বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে পথিমধ্যে হামাদানের নিকটবর্তী স্থানে তার ভাই মুহাম্মাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন তার ভাই মুহাম্মাদ তাকে পরাজিত করেন এবং তিনি পঞ্চাশজন অশ্বারোহী নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এই যুদ্ধে সা'দুদ্দৌলাহ্ জাওহার নিহত হন। তিনি ছিলেন, প্রাজ্ঞ ও প্রজাবৎসল। ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি কারও প্রতি অবিচার করেননি। তার ছিল অগণিত সহচর-অনুচর, সেবক-সেবিকা এবং দাসী-বাঁদী। তিনি রাত্রে অধিক নামায পড়তেন এবং কখনও উযূবিহীন অবস্থায় কোন মজলিসে বসতেন না। তার জীবদ্দশায় তিনি কোন রকম অসুস্থ হননি, এমনকি কখনও মাথা ব্যথারও শিকার হননি। এই যুদ্ধে যা কিছু সংঘটিত হয়, তার ফলে সুলতান বারকয়ারাকের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর তার ফৌজ তার কাছে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে এবং আমীর দাউদ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তার সাথে যুক্ত হন। তখন তিনি ও তার ভাই সানজার মুখোমুখি হন এবং সানজার তাদেরকেও পরাজিত করেন এবং বারকয়ারাক অল্প সংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে পলায়ন করেন। এ লড়াইয়ে আমীর দাউদ বন্দী হলে সানজারের জনৈক আমীর বুরগুশ তাকে হত্যা করে। ফলে বারকয়ারাকের কর্তৃত্ব খর্বিত হয় এবং তার অনুসারী ও সমর্থকরা তাকে ত্যাগ করে। এ সময় রজব মাসের চৌদ্দ তারিখে বাগদাদ থেকে তার নামে খুতবা প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সুলতান মুহাম্মাদের নামে খুতবা চালু করা হয়। আর এ বছর রমযান মাসেই উযীর আমীদুদ্দৌলাহ ইবন জাহীর এবং তার দুই ভাই আবুল কাসিম ও আবুল বারাকাত আল-কাফীকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। অতঃপর উযীরকে দারুল খিলাফতে বন্দী করে রাখা হয় এবং এ বছর শাওওয়াল মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ মাসের সাতাশ তারিখ রাতে ইস্পাহান শহরের নিয়ন্ত্রক বাহিনীর প্রধান আমীর বাল্‌কাবাক সারমায নিহত হন। জনৈক বাতেনী চাকুদ্বারা তার কোমরে আঘাত করে। অবশ্য তিনি এদের থেকে খুব সাবধান থাকতেন, এমনকি দুর্ঘটনার রাত্রি ব্যতীত সবসময় পরিধেয় পোশাকের নিচে লৌহবর্মও পরিধান করতেন। এই একই রাত্রে তার কয়েকজন পুত্রেরও মৃত্যু ঘটে। পরদিন সকালে তার গৃহ থেকে একসাথে পাঁচজনের জানাযা বের হয়।

এ ছাড়া এ বছর তিন লক্ষ যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে খ্রিস্টান সম্রাট অগ্রসর হলে দামেশকের প্রশাসক সাতকীন ইবন দানশমান্দ[৩৯] তায়লু, যিনি আমীনুদ্দৌলাহ নামে পরিচিত,

---

৩৯. আল-কামিলে রয়েছে কামাশতাকীন ইবন দানাশমান্দ, আর আল-ইবারে রয়েছে কামাসতাকীন, আর দানিশমান্দ শব্দের অর্থ শিক্ষক। কেননা তার পিতা তুর্কমান প্রদেশের শিক্ষক ছিলেন।

তিনি তার মুখোমুখি হন। ইনি হলেন দামেশক ও বুসরায় অবস্থিত আমীনিয়্যা মাদরাসার ওয়াক্ফকারী, বালাবাক্কের আমীনিয়্যার নয়। এই যুদ্ধে তিনি খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং তাদের প্রায় সকলকেই হত্যা করেন। তিন লক্ষ যোদ্ধার মধ্যে মাত্র তিন হাজার বেঁচে যায় যাদের অধিকাংশই ছিল আহত। আর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এ বছর যিলকদ্ মাসে। অতঃপর তিনি এই পরাজিত বাহিনীকে মালতিয়া পর্যন্ত ধাওয়া করেন এবং 'মালতিয়া' জয় করে তার শাসনকর্তাকে বন্দী করেন। প্রশংসা সব আল্লাহ্র।

এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন। আমীর তূনতাশ তুর্কী। আর তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী।

এ ছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

সূফী আবদুর রাযযাক গায্নাবী

'রিবাতে আত্তাব' নামক মুসাফিরখানার শায়খ। তিনি একাধিকবার পাথেয়শূন্য অবস্থায় হজ্জ করেন এবং একশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি তার কাফনের কাপড়ের কোন ব্যবস্থা করে যাননি। তার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলে তার স্ত্রী তাকে বললেন : আজতো আপনি অপদস্থ হবেন। তিনি বললেন : কেন? তার স্ত্রী বললেন : কেননা আপনার কাফনের কোন ব্যবস্থা নেই। তখন তিনি বললেন : আমি যদি আমার কাফনের কোন ব্যবস্থা করে যেতাম, তাহলেই বরং অপদস্থ হতাম।

আর 'রিবাত ইবন মাহলাবান' নামক মুসাফিরখানার শায়খ আবুল হাসান বুস্তামী ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। শীত-গ্রীষ্ম সবসময় তিনি মোটা পশমী কাপড় পরিধান করতেন এবং বাহ্যিক কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতেন। তবে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার গচ্ছিত রাখা চার হাজার দীনার আবিষ্কৃত হয়। উভয়েরই সর্বশেষ অবস্থা মানুষের জন্য আশ্চর্যের বিষয় ছিল। প্রথমজনকে আল্লাহ রহম করুন এবং দ্বিতীয় জনকে ক্ষমা করুন।

উযীর আমীদুদ্দৌলাহ্ ইবন জাহীর

মুহাম্মাদ ইবন আবূ নসর ইবন মুহাম্মাদ ইবন জাহীর, আবূ মানসূর। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় খিলাফতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় উযীর। তিনি তিনজন খলীফার সহচর ছিলেন, যাদের দুজনের উযীরের দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন সহনশীল ও ধীরস্থির, তবে বার্ধক্যের কারণে কেউ কেউ তার সমালোচনা করেছেন। তিনি একাধিকবার উযীরের দায়িত্ব পালন করেন। কখনও অপসারিত হন, কখনও পুনরায় নিয়োগ পান। সর্বশেষবার তিনি দায়িত্ব থেকে অপসারিত হয়ে দারুল খিলাফতে গ্রেফতার হন। অতঃপর এ বছর শাওয়াল মাসে জেলখানাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

চিকিৎসক ইবন জায্লা

ইয়াহয়া ইবন ঈসা ইবন জায্লা, চিকিৎসা বিষয়ক 'আল-মিনহাজ' গ্রন্থের সংকলক।

খ্রিস্টান থাকা অবস্থায় তিনি শায়খ আবূ আলী ইবনুল ওয়ালীদ-এর কাছে মানতিকশাস্ত্র চর্চার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতেন। এ সময় আবূ আলী তাকে ইসলামে দাওয়াত দিতেন এবং তার সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি উপস্থাপন করতেন। অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গ্রহণ করেন। কাযী দামিগানী গুরুত্বপূর্ণ নথি সংকলনে তার সহায়তা গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বিনা পারিশ্রমিকে মানুষের চিকিৎসা করতেন, এমনকি কখনও কখনও তাদের ওষুধের মূল্যও তিনি বহন করতেন। তার গ্রন্থসমূহ তিনি ইমাম আবূ হানীফার নামে বিদ্যমান গবেষণা কেন্দ্রের জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তিরূপে অসীয়ত করে যান। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এবং আমাদের সকলকে রহম করুন।

হিজরী চারশ চুরানব্বই (৪৯৪) সাল

এ বছর ইস্পাহান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাতেনীদের ফিতনা গুরুতর রূপ ধারণ করে। ফলে সুলতান তাদের বহুসংখ্যক অনুসারীকে হত্যা করেন। এমনকি সর্বসাধারণের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ও বাড়িঘর জবর দখল করা বৈধ ঘোষণা করা হয়। তাদের মাঝে এই ঘোষণা প্রদান করা হয় যে, তোমরা তাদের যাকে পাও হত্যা কর এবং তার ধন-সম্পদ জবর দখল কর। অপর দিকে বাতেনীরা এ সময় বহু কেল্লা দখল করে নেয়। চারশ তিরাশি হিজরী সনে তারা প্রথম কেল্লা দখল করে।[৪০] এই কেল্লা দখল করে তাদের অন্যতম প্রচার গুরু হাসান ইবন সাবাহ্। এই ব্যক্তি মিসরে গমন করে এবং সেখানকার নাস্তিকদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে। অতঃপর সে ইস্পাহানের ঐ অঞ্চলে গমন করে। ভালমন্দের বোধশূন্য, নির্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তিকেই সে তার অনুসরণের আহ্বান জানাত। অতঃপর তাকে মধুমিশ্রিত বিশেষ ধরনের খাবার খাইয়ে তার মন-মস্তিষ্কে সম্মোহন সৃষ্টি করত। এরপর তাকে আহলে বায়তের বিভিন্ন বিষয় শোনাত এবং গুমরাহ রাফিযীদের বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য শুনিয়ে একথা বিশ্বাস করাত যে, তারা নির্যাতীত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত হক থেকে বঞ্চিত। অতঃপর সে তাকে বোঝাত খারিজীরা যদি হযরত আলীর জন্য বনূ উমায়্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে, তাহলে ইমাম আলী ইবন আবূ তালিবের পক্ষে লড়াই করার হক তোমার আরও বেশি। এভাবে সে দিনের পর দিন মধু ইত্যাদি পান করিয়ে তাকে সম্মোহিত করতে থাকে। অবশেষে সে তার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তার প্রতি নিজ পিতামাতার চেয়ে অধিক অনুগত হয়ে যায়। এছাড়া এ সময়ে সে তাকে প্রতারণার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করায়। এভাবে বহুলোক তার ভক্ত ও অনুসারীতে পরিণত হয়।

একবার সুলতান মালিকশাহ্ তাকে দূত মারফত পত্র পাঠিয়ে এ জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধ করেন এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। এ সময় তিনি তার কাছে এ ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয়

৪০. এটা হল কাযবীনের নিকটবর্তী আলামূত্ কেল্লা (আল-কামিল)।

আলিম-উলামার ফাতওয়াও প্রেরণ করেন। অতঃপর সে যখন মালিকশাহের দূতের উপস্থিতিতে তার পত্র পাঠ করল, তখন চারপাশে উপস্থিত যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলল : তোমাদের একজনকে আমি এই ব্যক্তির মনিবের কাছে দূতরূপে প্রেরণ করতে চাই। তখন উপস্থিত সকলেই সাগ্রহে তার দিকে তাকাল। অতঃপর সে জনৈক যুবককে নির্দেশ দিল, তুমি আত্মবিসর্জন দাও। সে তখন একটি চাকু বের করে তা দিয়ে নিজের কণ্ঠনালী চিরে ফেলল এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এরপর সে তাদের আরেকজনকে নির্দেশ দিল, তুমি এই স্থান থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়। সে তখন সেই দূর্গের চূড়া থেকে তার পরিখার তলদেশে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অতঃপর সে সুলতান মালিকশাহের দূতকে বলল : (এই যে তুমি যা কিছু প্রত্যক্ষ করলে), এটাই আমার জাওয়াব। এ ঘটনার পর সুলতান তার সাথে পত্রালাপ বন্ধ করে দেন। এভাবেই ইবনুল জাওযী তার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। আর শীঘ্রই বায়তুল মাকাদিস বিজেতা সুলতান সালাহুদ্দীন ইউসুফ ইবন আয়্যুবের ঘটনাবলীর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

এ বছর রমযান মাসে খলীফা মুসতাযহির বিল্লাহ্ প্রাসাদ চত্বরের জামে মসজিদ খুলে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাতে চুনকাম না করতে, তারাবীর নামায পড়তে এবং উচ্চৈস্বরে বিসমিল্লাহ্ পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং নৈশকালে নারীদের বিনোদন ভ্রমণের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন।

এ বছরের শুরুতে সুলতান বারকয়ারাক বাগদাদে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে তার নামে খুতবা প্রদান করা হয়। অতঃপর তাকে অনুসরণ করে তার দুই ভাই মুহাম্মাদ ও সানজার[৪১]ও বাগদাদে প্রবেশ করে। এ সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। আর তার ভাইয়েরা বাগদাদের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে দজলা অতিক্রম করে। এ ঘটনার পর তার নামে খুতবা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার দুইভায়ের নামে খুতবা প্রদান শুরু হয়। এ সময় বারকয়ারাক ওয়াসিতে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে তার সঙ্গী বাহিনী লুণ্ঠন ও লুটপাট করে। জনৈক আলিম তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেন, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। এছাড়া এ বছর খ্রিস্টানগণ বহু কেল্লা দখল করে নেয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কায়সারিয়া ও সারূজ দুর্গ। খ্রিস্টান সম্রাট কানদার আক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আক্কা অবরোধ করেন। এই অবরোধ চলাকালে একটি অজ্ঞাত তীর তার গ্রীবায় বিদ্ধ হয় এবং এই আঘাতে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাকে লা'নত করুন।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ ইবন সাবাহ[৪২], আবূ মানসূর। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং প্রথমে কাযী আবূ তায়্যিব আত্-তাবারী অতঃপর তার পিতৃব্য পুত্র আবূ নসর

৪১. আল-কামিলে রয়েছে কুনদফারী (১০/৩২৪), আর তারিখে ইবন খালদূনে রয়েছে কাবরীরী (৫/১৮৬)।

৪২. আল-কামিলে সাব্বাগ শব্দ রয়েছে (১০/৩২৬)।

ইবন সাবাহের[৪৩] কাছে ফিকহ্ শিক্ষা করেন। আর তিনি ছিলেন গুণী ফকীহ্, অধিক সালাত আদায়কারী এবং সাওমে দাহ্‌র পালনকারী। তিনি কারখ অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন এবং বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধায়কের পদ অলঙ্কৃত করেন।

আবদুল্লাহ ইবন হাসান

আবদুল্লাহ ইবন হাসান ইবন আবূ মানসূর আবূ মুহাম্মাদ আত্-তাবাসী। তিনি দেশ-বিদেশে গমন করেন এবং একাধিক গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেন। তিনি ছিলেন বহুসংখ্যক হাদীস মুখস্থকারী হাফিযে হাদীস, আস্থাভাজন, সত্যবাদী, হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী এবং উত্তম স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি।

আবদুর রহমান ইবন আহমদ

আবদুর রহমান ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আবূ মুহাম্মাদ বায্যায সারাখসী। তিনি মারভে অবস্থান করেন, হাদীস শ্রবণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে হাদীস বর্ণনা করেন। দূর-দূরান্ত থেকে আলিমগণ তার কাছে আগমন করেন। আর তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আর ব্যক্তি-জীবনে ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আযীয ইবন আবদুল মালিক

মানসূর আবুল মা'আলী আল-জীলী আল-কাযী, সায়দালাহ্[৪৪] উপাধিপ্রাপ্ত। শরীআতের শাখা মাসায়েলে তিনি শাফিঈ ছিলেন, আর মৌলিক আকীদা বিষয়ে ছিলেন আশ'আরী। তিনি বাবুল আয্জ অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন। তার মাঝে এবং বাবুল আযজবাসী হাম্বলীদের মাঝে বিরাট বিদ্বেষ ছিল। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে তার একটি গাধা হারিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করতে শুনে মন্তব্য করলেন : সে আয্জে প্রবেশ করবে এবং যাকে ইচ্ছা নিয়ে যাবে। একদিন তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত তর্‌রাদ যায়নাবীকে বললেন : যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে বসে, সে কোন মানুষ দেখবে না, অতঃপর সে কোন বাবুল আযজবাসীকে দেখে, তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। তখন শারীফ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর সাহচর্যে চল্লিশ দিন অবস্থান করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এজন্য তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন বাবুল আযজের অধিবাসীরা খুব খুশি হয়।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ

ইবন আবদুল বাকী ইবন হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন তাওক আবুল ফাযাইল আর-রিবঈ আল-মাউসিলী। তিনি শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজীর কাছে ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং কাযী

৪৩. আল-কামিলে সাব্বাগ শব্দ রয়েছে (১০/৩২৬)।

৪৪. ওফায়াতুল আ'য়্যানে (৩/২৫৯) রয়েছে শায়যালা; আর তাবাকাতে সুবকীতে (৩/২৮৭) রয়েছে শায়দালা।

আবুত্‌-তায়্যিব তাবারীর কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। এছাড়া তিনি বহু গ্রন্থের রচিয়তা ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবন হাসান

আবূ আবদুল্লাহ আল-মুরাদী, তিনি আওয়ানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কিরআতে পারদর্শী, ফকীহ এবং নেককার ব্যক্তি, তার বহু কাশ্‌ফ ও কারামাতের ঘটনা রয়েছে। তিনি হাদীস শিক্ষা করেন কাযী আবূ ইয়া'লা ইবন ফার্‌রা ও অন্যান্যদের থেকে। ইবনুল জাওযী বলেন, একবার তার এক শিশুপুত্র তার কাছে হরিণের বায়না ধরল। তখন তিনি তাকে বললেন, বাবা, আগামীকাল তোমার কাছে হরিণ এসে যাবে। পরদিন সকালে একটি হরিণ এসে তার শিংয়ের আঘাতে বাড়ির দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। তখন তিনি পুত্রকে বললেন : বৎস, তোমার হরিণ এসে গেছে।

মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন উবায়দুল্লাহ

ইবন আহমাদ ইবন সালিহ্ ইবন সুলায়মান ইবন ওয়াদাআন, আবূ নসর আল-মাওসিলী আল-কাযী। তিনি চারশ তিরানব্বই হিজরীতে বাগদাদে আগমন করেন এবং তার পিতৃব্য থেকে 'আল-আরবাইনা আল-ওয়াদাআনিয়্যা' নামক চল্লিশ হাদীস বর্ণনা করেন। আর মূলত এই হাদীসগুলি তার পিতৃব্য আবুল ফাত্‌হ ইবন ওয়াদাআন তার সমসাময়িক যায়দ ইবন রিফাআ আল-হাশিমী থেকে সংগ্রহ করেন। অতঃপর তাতে যায়দ ইবন রিফাআর পর নতুন নতুন সনদ জুড়ে দেন, যার সবই জাল বা মিথ্যা। যদিও এগুলির কোন-কোনটিতে সঠিক অর্থ ও মর্ম বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর আল্লাহ্ ভাল জানেন।

মুহাম্মাদ ইবন মানসূর

আবূ সা'দ আল-মুসাওফী, শারাফুল মুলক আল-খাওয়ারিযমী ছিলেন বিরাট সম্মানের অধিকারী। তিনি কট্টর হানাফী দিলেন। তিনি হানাফীদের জন্য মারভে একটি মাদরাসা ওয়াক্‌ফ করেন এবং সেখানে বহু গ্রন্থও ওয়াক্‌ফ করেন। এছাড়া তিনি বাবে তাকের কাছে বাগদাদে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন, ইমাম আবূ হানীফার সমাধিতে গম্বুজ সৌধ নির্মাণ করেন, লোকালয় থেকে দূরে একাধিক সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্য, ভোজনবিলাসী এবং পোশাকে কেতাদুরস্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে নিমগ্ন রাখেন।

মুহাম্মাদ ইবন মানসূর আল-কাসরী[৪৫]

তিনি আমীদে খোরাসান নামে পরিচিত। তিনি তাগার লাবাকের শাসনামলে বাগদাদে

৪৫. আল-ওয়াফী বিল-ওফায়াতে (৫/৭৪) রয়েছে, আন্‌-নাসাবী।

আগমন করেন এবং আবূ হাফস উমর ইবন আহমাদ ইবন মাসরূর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি বেশ উৎসাহী ছিলেন। মারভে তিনি আবূ বকর ইবন আবুল মুজাফফর আস-সামআনী এবং তার ওয়ারিসদের অনুকূলে একটি মাদরাসা ওয়াক্ফ করেন। ইবনুল জাওযী বলেন, এখন পর্যন্ত তারাই এর মুতাওয়াল্লী। এছাড়া তিনি নিশাপুরে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। আর তিনি এ বছর শাওয়াল মাসে ইনতিকাল করেন।

নাসর ইবন আহমাদ

ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাতরান আল-খাত্তাবী আল-বায্যার আল-ক্বারী। তিনি তিনশ আটানব্বই হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন এবং মুহাদ্দিস ইবন যারকাওয়ায়হি ও অন্যান্যদের থেকে এককভাবে রিওয়ায়াত করেন। দূর-দূরান্ত থেকে ইলম অন্বেষীরা তার কাছে আগমন করে। তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন।

হিজরী চারশ পঁচানব্বই (৪৯৫) সাল

এ বছর তেসরা মুহাররম আল-কায়্যা আল-হারাসী নামে প্রসিদ্ধ আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদকে নিযামিয়া মাদরাসার পাঠদান থেকে অপসারিত করে গ্রেফতার করা হয়। তার এ গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, সুলতানের কাছে এ মর্মে অভিযোগ আনা হয় যে, সে একজন বাতেনী। তখন ইবন আকীলসহ একদল আলিম তার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তিনি এ অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ। পরবর্তী মঙ্গলবারে দারুল খিলাফত থেকে তার মুক্তির নির্দেশনামা আসে। এছাড়া এ বছর মুহাররম মাসের এগার তারিখ মঙ্গলবার খলীফা মুসতায্হির দারুল খিলাফতে আসন গ্রহণ করেন। এ সময় তার কাঁধে ঝোলানো ছিল মূল্যবান শাহী রুমাল এবং হাতে ছিল ছড়ি। এ মজলিসে মালিকশাহের পুত্রদ্বয় মুহাম্মাদ ও সানজার আগমন করেন। তারা এসে খলীফার সম্মানার্থে মাটিতে চুম্বন করেন এবং খলীফা তাদের দু'জনকে রাজ-দক্ষিণা প্রদান করেন। মুহাম্মাদকে দান করেন একটি তরবারি, একটি হার, একটি মুক্তার বালা এবং খলীফার নিজস্ব বাহন কয়েকটি রাজ অশ্ব। আর সানজারকেও এর কাছাকাছি রাজ-দক্ষিণা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি সুলতান মুহাম্মাদকে রাজ কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং খলীফার একান্ত কিছু বিষয় ব্যতীত খিলাফত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাকে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। অতঃপর এ মাসের উনিশ তারিখে সুলতান মুহাম্মাদ তার বাহিনী নিয়ে বের হলে সাধারণ লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। একই সময়ে সুলতান বারকয়ারাকও বের হন তার অনুগত বাহিনী নিয়ে। ফলে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং তাদের মাঝে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুলতান মুহাম্মদ এ যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং দুর্ভোগ্যের শিকার হন, যার বিবরণ অচিরেই আসছে। এ বছর রজব মাসে কাযী আবুল হাসান ইবন দামিগানী, কাযী আবূ ইয়া'লা

ইবনুল ফাররার দুই পুত্র আবুল হুসায়ন এবং আবূ হাযিমের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এছাড়া এ বছর ঈসা ইবন আবদুল্লাহ কারনাবী বাগদাদে আগমন করেন এবং লোকজনকে ওয়ায-নসীহত করেন। কট্টর শাফিঈ ও আশআরী হওয়ার কারণে তার বক্তব্যের জের ধরে বাগদাদে হাম্বলী ও আশআরীদের মাঝে ফিত্না ও বিবাদ-বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বাগদাদে এ বছর বিরাট অগ্নিকাণ্ডও সংঘটিত হয়। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন হাল্লার প্রশাসক শায়ফুদ্দৌলাহ সাদাকা ইবন মানসূর ইবন দাবীসের সহচর হুমায়দ আল-উমারী।

মিসরাধিপতি আবুল কাসিম

মিসরীয় এই খলীফা এ বছর যিলহজ্জ মাসে[৪৬] মুসতাআলী উপাধি লাভ করেন। আর তার পর শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তারই নয় বছর বয়সী পুত্র আলী[৪৭] যে আমির বিআহকামিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে।

মুহাম্মাদ ইবন ইবাতুল্লাহ

ইনি হলেন দৃষ্টিশক্তিহীন শাফিঈ ফকীহ কাযী আবূ নসর আল-বান্দনীজী, তিনি শায়খ আবূ ইসহাকের কাছে ইলম অর্জন করেন, অতঃপর মক্কায় অবস্থান করে চল্লিশ বছর ফাতওয়া, দারস ও হাদীস রিওয়ায়াতের কাজ করতে থাকেন এবং প্রতিবার হজ্জ করতে থাকেন। তার রচিত কয়েকটি কবিতার পঙক্তি হলো :

عَدِمْتُكِ نَفْسِي مَا تُمَلِّيْ بَطَالَتِيْ - وَقَدْ مَرَّ اَصْحَابِى وَاَهْلُ مَوَدَّتِيْ

اعاهد رَبِّيْ ثم اَنْقُضُ عَهْدَه - وأترك عَزْمِي حين تعرض شَهْوتي

وَزَادِيْ قَلِيْلٌ مَا أراه مُبَكِّغِيْ - أَلِلزَّاد أبكى اَمْ لِبُعْدِ مَسَافَتِيْ .

"হে আমার মন! আমার স্বজন প্রিয়জন সব অতীত হয়েছে।

"আমি আমার রবের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, অতঃপর তার তা ভঙ্গ করি, আর যখন আমার কামনা-বাসনা প্রবল হয়, তখন আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি।

"আমার পাথেয় সামান্য, আমি তা যথেষ্ট মনে করি না, আমি কি পাথেয় স্বল্পতার কারণে কাঁদব, নাকি সফরের দূরত্বের কারণে।"

হিজরী চারশ ছিয়ানব্বই (৪৯৬) সাল

এ বছরই সুলতান বারকয়ারাক ইস্পাহানে তার ভাই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করেন। ফলে ইস্পাহানবাসী খাদ্য সংকটে পতিত হয় এবং সেখানে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক

৪৬. আল-কামিলে রয়েছে (১০/৩২৮), সফর মাসের সতের তারিখ, তারিখ আবুল ফিদা (২/২১৪)।

৪৭. বাদাই 'যুহূর (১/১/২২১), আল-কামিল, (১০/৩২৮), তারিখ আবুল ফিদা (২/২১৪)-তে আলীর পরিবর্তে আবূ আলী মানসূর রয়েছে।

বৃদ্ধি ঘটে। আর সুলতান মুহাম্মাদ শহর অভ্যন্তর থেকে তার অধিবাসীদের সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন এবং শহরের বাইরে থেকে কোনকিছু প্রবেশের উপর অবরোধ আরোপ করেন। ফলে শহরের অধিবাসীরা একই সময়ে অভাব-অনটন, অনাহারজনিত প্রাণহানি এবং ভীতি ও আতঙ্কের শিকার হয়। অতঃপর সুলতান মুহাম্মাদ ইস্পাহান থেকে পলায়ন করেন। তখন তাকে ধাওয়া করার জন্য তার ভাই নিজের ক্রীতদাস ইয়ায্‌কে প্রেরণ করেন, কিন্তু সে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে সুলতান মুহাম্মাদ এ যাত্রা প্রাণে রক্ষা পান। ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছর সফর মাসে প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান আল-দামিগানীর উপাধিতে 'তাজুল ইসলাম' বা 'ইসলামের মুকুট' বিশেষণ বৃদ্ধি করা হয়। আর রবিউল আওয়াল মাসে বাগদাদে সুলতানদের নামে খুতবা প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং খুতবায় শুধু খলীফার নাম উল্লেখ করে তার জন্য দু'আর নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। এর কিছুদিন পর পুনরায় বারকয়ারাক ও মুহাম্মাদ ভ্রাতাদ্বয় যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে মুহাম্মাদ আবারও পরাজিত হন এবং শেষ পর্যন্ত তারা দু'জন সন্ধি করেন। এছাড়া এ বছর দামেশকের শাসক দাক্‌কাক ইবন তুতুশ রাহবা শহর অধিকার করেন। আর রায় শহরের বিশিষ্ট ওয়ায়েয আবুল মুজাফ্‌ফর আল-খাজান্দী এ বছর নিহত হন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের ফিক্‌হ শিক্ষক। তাকে হত্যা করে জনৈক রাফিযী আলাভী। তিনি ছিলেন একজন গুণী আলিম। নিযামুল মুলক তার দর্শনে যেতেন এবং তাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন আমীর খুমারতাকীন।

এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আহমাদ ইবন আলী

আহমাদ ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাওওয়ার, আবূ তাহির। তিনি কিরাআতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং কুরআন বিষয়ে তার একাধিক গ্রন্থ বিদ্যমান। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আস্থাভাজন ও নিরাপদ। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল আশির বেশি।

আবুল মা'আলী

নিজ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট যাহিদ, বুযর্গ, বহু কারামত ও কাশফের অধিকারী। তিনি ছিলেন ইবাদতগুযার এবং দুনিয়াবিমুখ। শীত-গ্রীষ্মে সারা বছর একটিমাত্র জামা পরিধান করতেন। শীত যখন তীব্র হতো, তখন তিনি লুঙ্গি জাতীয় একটি কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিতেন। বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রমযান মাসে ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে তার কোন বন্ধুর কাছ থেকে কিছু করয নেয়ার সংকল্প করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি যখন এই উদ্দেশ্যে পথে বের হলাম, তখন হঠাৎ একটি পাখি এসে আমার কাঁধে বসল এবং বলে উঠল : হে আবুল মা'আলী! আমি হলাম অমুক ফেরেশতা। আপনার অমুকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমরা তাকেই আপনার কাছে নিয়ে আসব। বর্ণনাকারী বলেন : পরদিন সকালে ঐ ব্যক্তিই তার কাছে এসে হাযির হলো। ইবনুল জাওযী একাধিক সূত্রে 'মুনতাযামে' এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন এবং ইমাম আহমাদের কবরের নিকট সমাহিত হন।

সায়্যিদা বিনতে কায়িম বিআমরিল্লাহ

ইনি খলীফা কায়িম বিআমরিল্লাহর কন্যা এবং আমীর তাগার লাবাকের স্ত্রী। তিনি অত্যন্ত দানশীলা নারী ছিলেন। তিনি রাস্‌সাফাতে সমাহিত হন। তার মৃত্যুতে শোকার্তদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য উযীর স্বয়ং মজলিসে উপস্থিত হন। আর সর্ববিষয়ে আল্লাহ্ অধিক জ্ঞানেন।

হিজরী চারশ সাতানব্বই (৪৯৭) সাল

এ বছরই সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী শাম অভিমুকে অগ্রসর হয়। অতঃপর মুসলিম বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের বার হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করে। আর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে তাদের আক্রোশসহ ফিরিয়ে দেন। তারা কোন লাভের দেখা পেল না। এই যুদ্ধে রাহা-প্রশাসক বারদাবীল বন্দী হন। এছাড়া এ বছর ওয়াসিতের মিনার ভেঙে পড়ে। এটা ছিল তৎকালীন সময়ের অন্যতম সুন্দর মিনার। এই মিনার এবং হাজীদের গম্বুজ ছিল ওয়াসিতবাসীর গর্বের বিষয়। এই মিনার যখন ভেঙে পড়ে, তখন শহরবাসী উচ্চৈস্বরে বিলাপ ও কান্না শুরু করে দেয়। তবে এই পতনে কারও মৃত্যু ঘটেনি। এই মিনার নির্মিত হয়েছিল তিনশ' চার হিজরীতে খলীফা মুক্তাদিরের আমলে।

সুলতান ভ্রাতৃদ্বয় বারকয়ারাক ও মুহাম্মদের মাঝের সন্ধি এ বছর দৃঢ়তর হয়। এ সময় সুলতান মুহাম্মাদ তার ভাই ও ভাইয়ের ক্রীতদাস আমীর ইয়াযের কাছে রাজ-উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এছাড়া এ বছর আক্কা ও অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর শত্রুদের অধিকারে চলে যায় এবং আমীর সায়ফুদ্দৌলাহ সাদাকা ইবন মানসূর ওয়াসিত অধিকার করেন এবং দামেশক-প্রশাসক দাক্কাক ইবন তুতুশ মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস তুগতাকীন তার এক শিশুপুত্রকে তার স্থলাভিষিক্ত করে তার অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করে এবং সে নিজে বেশ কিছুদিন পরোক্ষভাবে দামেশক শাসন করে। এ বছর সুলতান সানজার তার উযীর আবুল ফাত্‌হ তুগরাঈকে অপসারিত করে গযনীতে নির্বাসিত করেন। তদ্রূপ এ বছর আবূ নসর নিযামুল হাযারিয়্যীনকে ফরমান লিখন বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়া এ বছর দক্ষ চিকিৎসক আবূ নুআয়ম[৪৮] নিহত হন। তার সঠিক রোগ নির্ণয়ের অদ্ভুত সামর্থ্য ছিল। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন আমীর খুমারতাকীন।

এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আয্‌দশীর ইবন মানসূর

ওয়ায়িয আবুল হাসান আল-ইবাদী। ইতোপূর্বে একথা আলোচিত হয়েছে যে, তিনি বাগদাদে এসে ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে সর্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এটা ছিল ৪৮৬ হিজরীর ঘটনা। বাহ্যিকভাবে তার অবস্থা অনেক ভাল ছিল। আর আল্লাহ সর্বাধিক জানেন।

---

৪৮. এই ব্যক্তি হল চিকিৎসক আবূ নুআয়ম ইবন সাওয়া আল-ওয়াসিতী।

ইসমাঈল ইবন মুহাম্মাদ

ইবন আহমাদ ইবন উছমান, আবুল ফারাজ আল-কূমসানী, হামাদানের অধিবাসী। তিনি তার পিতা ও পিতামহ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস এবং বিভিন্ন শাস্ত্র ও শাস্ত্রাধিকারীদের সম্পর্কে অবগতিসম্পন্ন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।

আলা ইবন হাসান ইব্ন ওয়াহ্ব

ইবনুল মূসিলায়া, সা'দুদ্দৌলাহ্ বাগদাদের বিশিষ্ট ফরমান লিখক। প্রথম জীবনে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন, অতঃপর ৪৮৪ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ সময়, প্রায় পঁয়ষট্টি বছর রিয়াসায় অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী এবং প্রচুর দান-সদকাকারী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল অনেক বেশি।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন উমর

আবূ উমর নাহাওয়ান্দী বিশিষ্ট ফকীহ্। তিনি দীর্ঘকাল বসরার কাযী ছিলেন। তিনি আবুল হাসান মাওয়ারদি ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তার জন্মকাল হল ৪০৭ মতান্তরে ৪০৯ হিজরী। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

হিজরী চারশ আটানব্বই (৪৯৮) সাল

এ বছর সুলতান বারকয়ারাক মৃত্যুবরণ করেন এবং তার চার বছর কয়েক মাস বয়সী[৪৯] শিশুপুত্র মালিকশাহকে তার স্থলবর্তী নির্ধারণ করে যান। এ সময় বাগদাদে তার এই শিশুপুত্রের নামে খুতবা প্রদান করা হয় এবং তার নাম উল্লেখের সময় দীনার-দিরহাম ছড়িয়ে দেয়া হয়। তার প্রধান সহযোগী নির্ধারণ করা হয় আমীর ইয়াযকে এবং তাকে জালালুদ্দৌলাহ্ উপাধি প্রদান করা হয়। এরপর সুলতান মুহাম্মাদ বাগদাদে আগমন করেন, তখন শহরবাসী তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এবং তার সাথে সন্ধি করার জন্য বের হয়। এ সময় সন্ধির বায়আত গ্রহণ করেন কায়্যা আল-হারাসী। সন্ধির পর সুলতান মুহাম্মাদের নামে বাগদাদের পশ্চিম বসতিতে খুতবা প্রদান করা হয়, আর ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে পূর্ব বসতিতে। এরপর ঘটনাক্রমে আমীর ইয়ায নিহত হন এবং তার থেকে রাজকীয় উপহার-উপঢৌকন ও পোশাক-পরিধেয় নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া উযীর সা'দুদ্দৌলাহকে নিযামিয়্যা মাদরাসার দরসে কায়্যা আল-হারাসীর নিকট হাযির করা হয়, যাতে করে লোকজন ইলম অর্জনে আগ্রহী হয়। এছাড়া এ বছর রজব মাসে যিম্মীদের পরিধেয় পোশাকের বাধ্যবাধকতা অপসারণ করা হয়, যা তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিল ৪৮৪ হিজরীতে। এর কারণ সম্পর্কে অবশ্য তেমন কিছু জানা যায়নি। এ বছর মিসরীয় এবং খ্রিস্টানদের মাঝে বহুসংখ্যক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমদিকে তারা

৪৯. আল-কামিলে (১০/৩৮০) চার বছর আট মাস, আর ইবন খালদূনের আল-ইবারে (৩/৪৯১) রয়েছে পাঁচ বছরের কথা।

বহু খ্রিস্টান যোদ্ধাকে হত্যা করে। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার খ্রিস্টানগণ তাদের বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে।

আর এ বছর যেসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

সুলতান বারকয়ারাক ইবন মালিকশাহ

রুকনুদ্দৌলাহ আল-সালজূকী। তার নেতৃত্বে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। বাগদাদে ছয় সপ্তাহ তার নামে খুতবা প্রদান করা হয়। অতঃপর তা বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় চালু হয়। তিনি মাত্র চব্বিশ বছর কয়েক মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৫০] তার মৃত্যুর পর তার পুত্রে মালিকশাহ শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তবে পিতৃব্য মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহের কারণে তার কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ হয়নি।

ঈসা ইবন আবদুল্লাহ

আল-কাসিম আবুল ওয়ালীদ গাযনাবী আল-আশআরী। ইনি ঘোর আশ'আরী ছিলেন। বাগদাদ থেকে নিজ শহর গযনীর উদ্দেশ্যে রওনা হন, কিন্তু ইসফারাইন শহরে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইবরাহীম

ইবন সালাফা আল-ইস্পাহানী, আবূ আহমাদ। ইনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ চরিত্র ও নির্ভরযোগ্য শায়খ ছিলেন। ইনি হলেন বহু সংখ্যক হাদীস শ্রবণকারী এবং হাফিযে হাদীস আবূ তাহির সালাফীর পিতা।

আবূ আলী আল-খায়ালী আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ

ইবন আহমাদ আল-গাস্সানী আল-আন্দালূসী 'তাকয়ীদুল মুহমাল আলাল আলফায-এর' রচিয়তা, যা বেশ উপকারী ও কার্যকরী একটি গ্রন্থ। তিনি ছিলেন সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় পারদর্শী। তিনি কর্ডোভার জামে মসজিদে হাদীস শ্রবণ করতেন। তিনি একাত্তর বছর বয়সে, এ বছর শাবান মাসের বার তারিখে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হাসান ইবন আবূ সাকার

আবুল হাসান আল-ওয়াসিতী, ইনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজীর কাছে ফিকহ শিক্ষা করেন। আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং কবিতা রচনা করেন। তার অন্যতম দুটি কবিতা পঙ্ক্তি হলো :

مَنْ قَالَ لِيْ جَاهٌ وَلِيْ حِشْمَةٌ – وَلِي قَبُولٌ عِنْدَ مَوْلاَنَا

وَلَمْ يَعُدْ ذَاكَ يَنْفَعُ عَلَى – صَدِيْقِه لاَ كَانَ مَا كَانَ .

---

৫০. প্রাগুক্ত।

"যে একথা বলবে যে, আমার মান-মর্যাদা ও অনুচরবৃন্দ রয়েছে; রয়েছে আমাদের মাওলার কাছে গ্রহণযোগ্যতা;

"তার একথা বলা যে, এ ছিল এমন, যে তার বন্ধুর কোন কাজে আসবে না।"

হিজরী চারশ নিরানব্বই (৪৯৯) সাল

এ বছর মুহাররম মাসে নাহাওয়ান্দ অঞ্চলে এক ব্যক্তি নুবূওয়াত দাবি করে বসে এবং তার চারজন শিষ্যকে চার খলীফার নামে নামকরণ করে। তার এ প্রকাশ্য গুমরাহী সত্ত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক মূর্খ ও নির্বোধ লোকজন তাকে অনুসরণ করে। এমনকি তারা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে তার মূল্য এই ব্যক্তির কাছে অর্পণ করে। অবশ্য এ ব্যক্তি বেশ বদান্যতার প্রকাশ করত, তার দানপ্রার্থীকে সে নিরাশ করতো না। অতঃপর কিছুদিন পর সে ঐ এলাকায় নিহত হয়। এছাড়া এ সময় আলাপ-আরসালানের জনৈক বংশধর ঐ অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা লাভে তৎপর হয়। কিন্তু তার সে অভিলাষপূর্ণ হয়নি; বরং দুই মাসেরও কম সময়ের মাঝে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় লোকজন বলাবলি করতো যে, একজন নুবূওয়াত দাবি করলো, অন্যজন শাসন কর্তৃত্ব। কিন্তু কী দ্রুতই না তাদের পতন হলো! আর এ বছর রজব মাসে দজলা নদীর পানি অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে তাতে বিপুল পরিমাণ শস্যাদি নষ্ট হয় এবং বাগদাদের বহু বাড়িঘর নিমজ্জিত হয়। এছাড়া এ বছরই দামেশক সেনাবাহিনীর সেনাপতি তুখতাকীন খ্রিস্টান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন এবং বিজয়ীর বেশে দামেশকে প্রত্যাবর্তন করেন। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তার এই বিজয় উপলক্ষে দামেশক শহর অপরূপ সাজে সুসজ্জিত করা হয়। এ বছর রমযান মাসে হালবের শাসক রিযওয়ান ইবন তুতুশ নাসীবায়ন শহর অবরোধ করেন। এ বছর বাগদাদে এক বাদশাহর আগমন ঘটে, যার সহচর ছিল 'ফকীহ' নামে জনৈক ব্যক্তি। এই ব্যক্তি জামে-কসরে লোকজনকে ওয়ায-নসীহত করে। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন আমীর শায়ফুদ্দৌলাহ সাদাকার জনৈক আমীর ব্যক্তি।

এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

হাকিম আবুল ফাত্হ

তিনি বায়হাকী ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি কাযী হুসায়নের তরীকা ব্যাখ্যা করেন এবং সে ব্যাপারে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রথমত তিনিও শায়খ আবূ আলী আস-সানজীর কাছে ফিক্হ শিক্ষা করেন। অতঃপর ইমামুল হারামায়নের উপস্থিতি সরাসরি তার থেকে উসূলে ফিক্হের একটি উৎকৃষ্ট টীকা-সংকলন এবং দীর্ঘদিন নিজ শহরের প্রশাসন পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি এসব কিছু বর্জন করে ইবাদত-বন্দেগী ও তিলাওয়াতে কুরআনে নিমগ্ন হন।

ইবন খাল্লিকান তার সম্পর্কে বলেন : তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে সূফীদের জন্য একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং এ বছর মুহাররম মাসের শুরুতে বাগদাদে ইনতিকাল করার পূর্ব পর্যন্ত সব সময় ইবাদত-বন্দেগীতেই মশগুল থাকতেন।

মুহাম্মদ ইবন আহমাদ

ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন আবদুর রাযযাক, আবূ মানসূর দর্জি, বিশিষ্ট হাফিয ও বুযর্গ। তিনি বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। তার মৃত্যুর পর জানাযায় বিপুল সংখ্যক মানুষ শরীক হয়। সে সময়ে তা ছিল অস্বাভাবিক ব্যাপার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সাতানব্বই বছর। কবিরা তার মরণে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। মৃত্যুর পর স্বপ্নে তাকে দেখতে পেয়ে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে : আপনার রব আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেন? তিনি বলেন : শিশুদেরকে সূরা ফাতিহা শেখানোর অসীলায় তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন হাসান

ইবনুল হুসায়ন, আবুল ফারাজ বসরী, বসরার কাযী। তিনি আবূত্ তায়্যিব তাবারী, আল-মাওয়ারদি এবং অন্যান্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং হাদীস সংগ্রহের জন্য সফর করেন। তিনি ছিলেন বিনম্র-ইবাদতগুযার ব্যক্তি।

মুহারিশ ইবন মুজাল্লী

আরবের বিশিষ্ট আমীর। তিনিই হলেন ঐ ব্যক্তি, যার কাছে খলীফা কায়িম বিআমরিল্লাহ বাসাসীরীর ফিত্নার সময় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি খলীফাকে যথাসাধ্য খাতির-সম্মান করেন। পরবর্তীকালে খলীফা তাকে পূর্ণতম প্রতিদান দিয়ে দেন। এই আমীর মুহারিশ ছিলেন অধিকমাত্রায় দান-সদকাকারী এবং সালাত আদায়কারী। তিনি এ বছর আশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

হিজরী পাঁচশ (৫০০) সাল

ইমাম আবূ দাউদ তার সুনানে হাজ্জাজ ইবন ইবরাহীম ... ... আবূ ছা'লাবা খুশানীর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

لَنْ يُعْجِزَ اللّٰهُ هذه الأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ

"আল্লাহ্ তা'আলা কোনক্রমেই এই উম্মতকে অর্ধ-দিবসে অক্ষম করবেন না।"[৫১] অপর একটি সনদে আমর ইবন উসমান ... ... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর সূত্রে উল্লেখ করেন, নবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

৫১. ইমাম আবূ দাউদ তার সুনানে, ১৮তম অধ্যায় কিতাবুল মালাহিমে এটি উল্লেখ করেছেন।

اِنِّيْ لأَرْجو ان لاَ يَعْجِزَ أمتى عِنْدَ رَبِّها اَنْ يُؤَخِّرَهَا نِصْفَ يَوْمٍ ٠

"আমার প্রত্যাশা যে, আমার উম্মত তাদের রবের কাছে এই বিষয়ে অক্ষম হবে না যে, তিনি তাদেরকে অর্ধ-দিবস অবকাশ প্রদান করবেন।[৫২]" এ সম্পর্কে হযরত সা'দ (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো : অর্ধ-দিবসের পরিমাণ কী? তিনি বললেন : পাঁচ'শ বছর।

আসলে এটা নুবূওয়াতের অন্যতম প্রমাণ। এই নির্ধারিত সময়ের উল্লেখ কিন্তু এর আধিক্যকে নাকচ করে না, যেমনটি বাস্তবে ঘটেছে। কেননা নবী (সা) কিয়ামতের একটি আলামত উল্লেখ করেছেন, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। তিনি যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনভাবেই। আমাদের কালের পর অচিরেই তার আলোচনা আসছে। আর আল্লাহ্ই হলেন প্রকৃত সাহায্যস্থল।

এ বছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো যে, সুলতান মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহ বাতেনীদের বহু কেল্লা অবরোধ করেন এবং তার বেশ কয়েকটি জয় করেন এবং তাদের বহুসংখ্যক লোকজনকে হত্যা করেন। এগুলোর অন্যতম হলো তার পিতা কর্তৃক ইস্পাহানের নিকটবর্তী দুর্ভেদ্য এক পাহাড় চূড়ায় নির্মিত একটি কেল্লা। তার এ দূর্গের নির্মাণের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি একবার শিকারে বের হন, তখন তার সাথের একটি শিকারী কুকুর পালিয়ে যায়। এরপর তিনি তার অনুসরণ করে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে তাকে সেখানে পান, এ সময় তার সাথে জনৈক রোমক দূত ছিল। সে তখন মন্তব্য করলো : এই পাহাড় যদি আমাদের ভূখণ্ডে হতো, তাহলে আমরা তার চূড়ায় একটি দুর্গ নির্মাণ করতাম। পরবর্তীকালে রোমক দূতের এই কথায় সুলতান মালিকশাহ ঐ পাহাড় চূড়ায় কেল্লা নির্মাণে উৎসাহী হন এবং তা নির্মাণে বার লক্ষ দীনার ব্যয় করেন। পরবর্তীতে ঘটনাক্রমে আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আতা[৫৩] নামক জনৈক বাতেনী তা দখল করে নেয়। যার কারণে মুসলমানদের বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অতঃপর তার পুত্র সুলতান মুহাম্মাদ তা এক বছর অবরোধ করার পর জয় করেন। দুর্গ জয়ের পর ঐ বাতেনীর চামড়া দেহ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয় এবং সেই চামড়ায় তৃণ-খড় ভরে তার মস্তক কর্তন করে তাকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদক্ষিণ করানো হয়। তারপর এই দুর্গকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এ সময় উক্ত বাতেনীর স্ত্রী দুর্গচূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তখন তার পরিহিত বহু মূল্যবান রত্নালঙ্কারও বিনষ্ট হয়। লোকজন এই কেল্লাকে অশুভ গণ্য করতো এবং বলতো : এর প্রদর্শক হলো একটি কুকুর, পরামর্শদাতা একজন কাফির এবং তাতে আশ্রয় গ্রহণকারী হলো একজন নাস্তিক।

এ বছর বনূ খাফাজা এবং বনূ উবাদার মাঝে বহুসংখ্যক লড়াই সংঘটিত হয়। চূড়ান্ত লড়াইয়ে বনূ উবাদা বনূ খাফাজাকে পরাজিত করে এবং তাদের পূর্ব-প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এছাড়া এ বছর সায়ফুদ্দৌলাহ সাদাকা দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তিকরিত শহর দখল করেন। আর এ

৫২. ইমাম আবূ দাঊদ তার সুনানে ১৮তম অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (১/১৭০, ৪/১৯৩) হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন।

৫৩. পূর্বে গত হয়েছে যে, এই ব্যক্তি হল আহমাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আতাশ।

বছর সুলতান মুহাম্মাদ, আমীর জাওলা সাকাবূকে মূসেলে প্রেরণ করেন এবং তাকে তা জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। তখন তিনি সেখানে গমন করেন এবং আমীর জাকারমাশের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে এবং তার অনুসারীদের পরাজিত করে মূসেলের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি আমীর জাকারমাশকে বন্দী ও হত্যা করেন। উল্লেখ্য যে, এই আমীর জাকারমাশ ছিলেন, প্রজাবাৎসল্য ও ন্যায়পরায়ণতায় অতি উত্তম ব্যক্তি।

অতঃপর কালাজ আরসালান ইবন কাতালমাশের আবির্ভাব ঘটে। তিনি মূসেল অবরোধ করেন এবং কাওলা থেকে তার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। তখন আমীর জাওলা রাহ্‌বার দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি রাহবা দখল করে পুনরায় কালাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাকে পর্যুদস্ত করেন। এ সময় কালাজ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এছাড়া এ বছর রোমক ও অন্যান্য খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাদের এই যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং উভয়পক্ষে বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিহত হয়। পরিশেষে রোমকগণ জয়ী হয়। আর প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র।

ফাখরুল মুলক আবুল মুজাফ্‌ফরের হত্যাকান্ড

এ বছর আশূরার দিন নিযামুল মুলক পুত্র ফাখরুল মুলক আবুল মুজাফফর নিহত হন। তিনি ছিলেন তার জ্যৈষ্ঠতম সন্তান। এছাড়া তিনি নিশাপুরে সুলতান সানজারের উযীর ছিলেন। রোযা রাখা অবস্থায় জনৈক বাতেনী তাকে হত্যা করে। বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পূর্বের রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন, হুসায়ন ইবন আলী (রা) তাকে বলছেন : "তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এসে পড়, আজ সন্ধ্যায় আামদের সাথে ইফতার কর।" সকালে তিনি এই স্বপ্নের কথা ভেবে অবাক হলেন এবং সেদিন রোযা রাখলেন। এ সময় তার জনৈক বন্ধু এদিন তাকে ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিল। ফলে দিনভর গৃহে অবস্থান করে দিনশেষে তিনি দেখলেন এক যুবক একটি কাগজের টুকরা হাতে নিয়ে জুলুমের ফরিয়াদ করছে। তিনি তখন তাকে প্রশ্ন করলেন : কী ব্যাপার তোমার? তখন যুবকটি তাকে ঐ কাগজের টুকরা এগিয়ে দিল। অতঃপর তিনি যখন তা পড়তে লাগলেন, সে সময় হঠাৎ যুবকটি তাকে খঞ্জরের আঘাতে হত্যা করলো। এ ঘটনার পর ঐ বাতেনী যুবককে গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে বিচার দায়ের করা হল। সে তখন অপরাধ স্বীকার করে দাবি করল যে, উযীরের কয়েকজন সঙ্গী তাকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা ছিল তার মিথ্যা দাবি। তবুও তার সাথে অন্যান্য অভিযুক্তদেরও হত্যা করা হল।

এ বছর সফর মাসের চৌদ্দ তারিখে খলীফা তার উযীর আবুল কাসিম আলী ইবন জুহায়রকে অপসারণ করেন। মানুষের বাড়িঘর বিরান হওয়ার কারণে তার পিতার নির্মিত গৃহও বিরান হয়ে যায়। আর তাতে জ্ঞানী ও দূরদর্শীদের জন্য বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ বিদ্যমান। এরপর উযীর নিযুক্ত হন কাযী আবুল হাসান দামিগানী এবং তার সাথে আরেক ব্যক্তি। এ বছর

হজ্জ পরিচালনা করেন আমীর তুরকুমান যার অপর নাম আলীরান। তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন আমীর মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহের পক্ষ থেকে।

এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুজাফ্ফর

শাফিঈ ফকীহ্ আবুল মুজাফ্ফর আল-খাওয়াফী। ইবন খাল্লিকান বলেন, তিনি ছিলেন তার কালের শ্রেষ্ঠ তার্কিক। তিনি ইমামুল হারামায়নের কাছে ফিক্হ শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন তার সবচেয়ে সম্মানিত শাগরিদ। তিনি তূস নগরী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। বিতর্কে সুন্দর উপস্থাপনা এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করায় তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইবন খাল্লিকান তার খাওয়াফী উপাধি সম্পর্কে বলেন, এটি নিশাপুরের একটি অঞ্চল খাওয়া-এর সাথে সম্পৃক্ত।

জাফর ইবন মুহাম্মাদ

ইবনুল হুসায়ন ইবন আহমাদ ইবন জা'ফর আস-সিরাজ, কারী আবূ মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী। তিনি চারশ ষোল হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআনের একাধিক কিরাআত বা পঠন পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করেন এবং দূর-দূরান্তের বহু পুরুষ ও নারী মুহাদ্দিস থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীসে নববী শ্রবণ করেন। হাফিয আবূ বকর আল-খাতীব তার শ্রবণকৃত হাদীস খণ্ডসমূহের সনদ বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনার অধিকারী, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন কবি ও সুসাহিত্যিক এবং গ্রন্থ সংকলনে পারদর্শী। কিরাআত বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থ সংকলন করেন। 'প্রেমিকের পতন' নামক তার একটি কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য কবিতা পঙ্ক্তি হলো :

قُتِلَ الَّذِيْنَ بَجَهْلِهِمْ - اَضْحَواْ يَعْيبُوْنَ الْمَحَابِرَ
وَالْحَامِلِيْنَ لَهَا مِنَ ال - اَيْدِى بِمُجْتَمِعِ الأَساوِرْ
لَوْلاَ الْمَحَابِرُ وَالْمَقَا - لِمُ وَالصَّحَائِف والدَّفَاتِرْ
وَالْحَافِظُوْنَ شَرِيْعَةَ ال - مبعوث مِنْ خَيْرِ الْعَشَائِرْ
وَالنَّاقِلُوْنَ حَدِيْثَه عَنْ - كَابِرٍ ثَبْتٍ وكَابِرْ
لَرَأَيْتَ من بشع الضلا - لِ عساكراً تتلو عساكرْ
كُلُّ يَقُوْلُ بجَهْله - وَاللّهُ لِلْمظلوم نَاصِر
سَمَّيْتُهُمْ اَهْلَ الْحَدِيْثِ - أُوْلِى النُّهى وَأُوْلِى الْبَصَائِرْ
هُمْ حَشْوُ جَنَّات النَّعِيْمِ - عَلى الأَسِرَّة وَالْمَنَابِرْ
رُفَقَاء اَحْمَدَ كُلُّهُمْ - عَنْ حَوْضه رَيَّانُ صَادِرْ

"ধ্বংস হোক তারা, যারা মূর্খতাবশত দোয়াতের নিন্দায় কালাতিপাত করে।
"যারা তা বহন করে, তাদের অলঙ্কার পরার স্থানে।
"যদি দোয়াত-কলম এবং বই-খাতার অস্তিত্ব না থাকত,
"এবং না থাকতো প্রেরিত নবীর শরীআতের মুহাফিয সর্বোত্তম সহচরগণ,
"এবং নির্ভরযোগ্য পূর্বসূরী থেকে তাঁর বাণীর বাহকগণ—
"তাহলে গুমরাহীর ফৌজকে দলের পর দল দেখা যেত।
"প্রত্যেকেই মূর্খতাবশত একথা বলে, আল্লাহ্ অসহায়ের সহায়,
"আমি তাদেরকে বলি : আহলে হাদীস তারা, যারা বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার অধিকারী,
"তারা হলেন জান্নাতের বাসিন্দা, যারা আরামদায়ক আসনে উপবিষ্ট থাকবেন,
"আহমাদের (সা) সঙ্গীরা প্রত্যেকে সেদিন 'হাওযে কাওছার' থেকে তৃপ্ত হয়ে ফিরবে।"
এছাড়াও ইবন খাল্লিকান তার রচিত আরও দুটি কবিতা পঙ্ক্তি উল্লেখ করেছেন :

وَمُدَّعٍ شَرْخَ الشَّبَابِ وَقَدْ - عَمَّمَهُ الشَّيْبُ عَلى وَفْرَتِه
يَخْضِبُ بِالوَشْمَةِ عُثْنُونَه - يَكْفِيْه اَنْ يَكْذِبَ فِيْ لِحْيَتِه ۔

"যৌবনের পূর্ণতার দাবীদার এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যার মাথার চুলে বার্ধক্য ছেয়ে গেছে।

"নিম-দাড়িতে সে খিযাব ব্যবহার করে, দাড়িতে খিযাব লাগিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়াই তার বার্ধক্য প্রমাণে যথেষ্ট।"

আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন মুহাম্মাদ

ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন আবদুল ওয়াহিদ ইবন মুহাম্মাদ আশ্-শিরাজী আল-ফারিসী, তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফিকহশাস্ত্রের পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করেন। ৪৮৩ হিজরীতে নিযামুল মুলক তাকে বাগদাদস্থ নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর তিনি সেখানে বেশ কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তার বর্ণিত হাদীস লেখা হতো। তবে তাতে উল্লেখযোগ্য শাব্দিক ত্রুটি দেখা যেত। একবার তিনি :

صَلاَةٌ فِيْ اِثْرِصَلاَةٍ كِتَابٌ فِيْ عَلِيِّيْنَ ۔

"সালাতের পর লাগাতার সালাত নেককারদের আমলনামায় সংরক্ষিত হয়ে থাকে।" হাদীসখানি বর্ণনা করতে গিয়ে গুরুতর শব্দ বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার শিকার হন।

মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম

কাব ইবন উবায়দ আল-আসাদী, তিনি কবি ঘুলায়সি আত্-তিহাশীর সাক্ষাত লাভ করেন, আর তার কবিতার পরিপন্থি কবিতার প্রতি তার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রথমে ইয়ামেন ও ইরাকে অতঃপর হিজাযে অতঃপর খোরাসানে অবস্থান করেন। তার অন্যতম কবিতা পঙক্তি হলো :

قُلْتُ ثَقُلْتُ اِذْ اَتَيْتُ مِرارًا – قَالَ ثَقُلْتَ كَاهِلِىْ بِالاَيَادِىْ

قُلْتُ طولت قال بل نطولت – قُلْتَ مَرَّقت قال حَبْل وِدَادِىْ ٠

"আমি বললাম, বারবার আসলে আমি ভারাক্রান্ত হয়ে যাব, সে বলল, আমার কাঁধ দক্ষিণা ভারাক্রান্ত।

ইউসুফ ইবন আলী

ফকীহ আবুল কাসিম যানজানী। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজী থেকে কাযী আবূ তায়্যিবের সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমরা জামে মানসূরে ইউসুফ ইবন আলীর দরসের হালকায় ছিলাম, তখন সেখানে এক খোরাসানী যুবক আসল। অতঃপর শায়খ বৃষ্টি প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করলেন। এমন সময় যুবকটি বলে উঠল : এটা অগ্রহণযোগ্য। তার কথা শেষ হতে না হতেই মসজিদের ছাদ থেকে একটি সাপ পতিত হল। তখন লোকজন উঠে দৌড়ে পালাতে শুরু করে, আর সাপটি ঐ যুবককে তাড়া করল। তখন তাকে বলা হলো : তাড়াতাড়ি তাওবা কর। সে তখন বলল : তাওবা করলাম। এরপর সাপটি কোথায় কীভাবে অদৃশ্য হলো আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। ইবনুল জাওযী তার শায়খ আবূ মা'মার আনসারী থেকে আবুল কাসিম সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

হিজরী পাঁচশ এক (৫০১) সাল

এ বছর খলীফা তার নতুন উযীর আবুল মা'আলী হিবাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুত্তালিবকে নতুনভাবে তার বিশেষ দক্ষিণা ও উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। রবিউছ-ছানী মাসে সুলতান মুহাম্মাদ বাগদাদে প্রবেশ করেন। এ সময় উযীর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাকে অভ্যর্থনা জানান। শহরে প্রবেশকালে তিনি সৌজন্যের পরিচয় প্রদান করেন এবং তার ফৌজের কোন সদস্য কোনকিছুর প্রতি কোন অন্যায় হস্তক্ষেপ করেনি। এছাড়া এ বছর সুলতান হাল্লা ও তিকরিতের শাসক সাদাকা ইবন মানসূর আল-আসাদীর প্রতি ক্রুদ্ধ হন। কেননা সাদাকা তার শত্রু সাওআর প্রশাসক আবূ দুলাফ সারহান[৫৪] আদ-দায়লামীকে আশ্রয় প্রদান করেন, তখন তিনি আবূ দুলাফকে তার কাছে প্রেরণের জন্য সাদাকাকে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তার এ নির্দেশ সাদাকা উপেক্ষা করেন। ফলে তিনি ফৌজ প্রেরণ করেন। তার প্রেরিত ফৌজ সাদাকার অনুগত ফৌজকে পরাজিত করে, যাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ

৫৪. ইবনুল আছীর কৃত আল-কামিলে সারখার, আব্ তারিখ আবুল ফিদার শারখার শব্দ রয়েছে।

হাজার, বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য। সাদাকা এই যুদ্ধে[৫৫] নিহত হন এবং তার নেতৃস্থানীয় অনুসারীদের একটি দল বন্দী হয়। এ সময় তার স্ত্রীর নিকট থেকে নগদ পাঁচ লক্ষ দীনার এবং বহু মূল্যবান রত্ন পাওয়া যায়।

ইবনুল জাওযী বলেন, এ বছর এক অন্ধ বালিকার আবির্ভাব হয়। সে মানুষের গোপন বিষয় এবং মনের গোপন ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে দিতে পারত। তার এই রহস্যের উৎস জানার জন্য লোকজন বহু কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু তারা তাতে ব্যর্থ হয়। এ সম্পর্কে ইবন আকীল বলেন, এই অন্ধ বালিকার বিষয়টি আলিম-উলামা এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে দেখা দিল। তারা তাকে বিভিন্ন বস্তুর গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করলে তখন সে তাদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিল। এছাড়া এ বছর ত্রিপলীর শাসক ফাখ্‌রুল মুলক আবূ উবায়দ আলী[৫৬] বাগদাদে আগমন করে মুসলমানদের খ্রিস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হওয়ার আহ্বান জানান। তখন সুলতান গিয়াসউদ্দীন মুহাম্মাদ তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং তাকে রাজকীয় উপহার-উপঢৌকন প্রদান করে তার সাথে বিপুল সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

তামীম ইব্‌ন মুঈয ইব্‌ন বাদীস

আফ্রিকার শাসক। বিচক্ষণতা, মহানুভবতা এবং প্রজাবাৎসল্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম শাসকদের একজন। তার শাসনকাল ছিল ৪৬[৫৭] বছর এবং তিনি জীবিত ছিলেন ৯৯[৫৮] বছর। তার ঔরসজাত একশর বেশি পুত্র সন্তান এবং ষাটজন কন্যা সন্তান রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াহইয়া তার স্থলবর্তী হন। তার প্রশংসায় অন্যতম আকর্ষণীয় দুটি কবিতা পঙ্‌ক্তি হল :

أَصَحُّ وأَعْلى ما سَمِعْنَاه فِى النَّدَا - مِنَ الْخَبَرِ الْمروىّ منذُ قَدِيْمِ

أَحَادِيْثُ تَرْوِيْهَا السُّيُول عَنِ الْحَيَا - عَنِ الْبَحْرِ عن كَفِّ الأمِيْرِ تَمِيْمِ -

"প্রাচীনকাল থেকে বর্ণিত বদান্যতার যে সকল বর্ণনা আমরা শুনেছি, তন্মধ্যে সবচে' বিশুদ্ধ ও উন্নত বর্ণনা হলো :

"এমন সব আলোচনা যাকে বর্ণনা করে লজ্জাশীলতা, সমুদ্র এবং আমীর তামীমের হাতের প্লাবন।"

---

৫৫. এ সময় তার বয়স ছিল ঊনষাট বছর, আর শাসনকাল ছিল একুশ বছর। নিহত হওয়ার পর তার মস্তক বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার পুত্র দাবীস ইবন সাদাকাকে বন্দী করা হয়। আল-কামিল (১০/৪০৮)।

৫৬. আবুল ফিদা তার সংক্ষিপ্ত সংকলন-এ তার নাম আবূ আলী ইবন আম্মার উল্লেখ করেছেন।

৫৭. আল-কামিলে আছে ৪৬ বছর ১০ মাস ২০ দিন, আর আল-বায়ানুল মাগরিবে আছে, (১/৩০৩) ৪৭ বছরের মত।

৫৮. আল-কামিলে (১০/৪৫১), আছে ৭৯ বছর।

সাদাকা ইবন মানসূর

ইবন দাবীস ইবন আলী ইবন মাযীদ আল আসাদী, আমীর সায়ফুদ্দৌলাহ, হাল্লা, তিকরিত, ওয়াসিত ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসক। তিনি ছিলেন বদান্য, সচ্চরিত্রবান ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী। প্রত্যেক ভীত-শঙ্কিতের আশ্রয়স্থল, তার দেশে, তার আশ্রয়ে প্রত্যেকে ছিল নিরাপদ-নির্ভয়। তিনি কঠিন ও দুর্বোধ্য গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতেন, তবে তার হস্তাক্ষর তত সুন্দর ছিল না। তার সংগ্রহে একাধিক দুর্লভ গ্রন্থ ছিল। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে এবং কারও হৃদয়ে আঘাত না করার উদ্দেশ্যে তিনি এক স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং এক বাঁদীর সম্পর্কের সময়ে অন্য বাঁদীর সাথে সম্পর্ক গড়েননি। তার প্রশংসা করা হয়েছে বহু চৎকার সব বিশেষণ দ্বারা। কোন এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন। বুরগুশ নামক জনৈক বালক তাকে হত্যা করে। এ সময় তার বয়স ছিল উনষাট বছর। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

হিজরী পাঁচশ দুই (৫০২) সাল

এ বছর শাবান মাসের বাইশ তারিখ শুক্রবার খলীফা মুসতায্হির সুলতান মুহাম্মাদের ভগ্নি মালিকশাহ তনয়া খাতুনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার এ বিবাহের মোহর ধার্য করা হয় একলক্ষ দীনার, ইস্পাহানে এই বিবাহের আকদ সম্পন্ন করা হয় এবং উপস্থিতদের মাঝে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করা হয়। এছাড়া এ বছর দামেশকের শাসক তুগতাকীন এবং খ্রিস্টানদের মাঝে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর সাঈদ ইবন হুমায়দ আল-উমারী হাল্লা সায়ফিয়্যা অধিকার করেন। দজলা নদীর পানি এ বছর অনেক বৃদ্ধি পায়, ফলে ক্ষেত-খামার ও শস্যাদি নিমজ্জিত হয়। এ কারণে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি ঘটে। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন আমীর কায়মায্।

এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

হাসান আলাভী[৫৯]

হামাদান শাসকের পুত্র আবূ হাশিম। তিনি ছিলেন বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের অধিকারী। একবার সুলতান তার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তার উপর নয় লক্ষ দীনারের দণ্ড আরোপ করেন। তখন তিনি কোন ভূ-সম্পত্তি বা অন্যকিছু বিক্রি না করেই তা পরিশোধ করে দেন।

হাসান ইবন আলী

আবুল ফাওয়ারিস ইবন খাযিন, বিশেষ ধরনের হস্তাক্ষরের কারণে প্রসিদ্ধ। তিনি এ বছর যিলহজ্জ মাসে ইনতিকাল করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন, তিনি নিজহাতে পাঁচশ কপি কুরআন লিখেছেন। তার মৃত্যু ছিল আকস্মিক।

---

৫৯. ইবনুল আছীর তার তারিখে আবূ হাশিম যায়দ আল-হাসানী আল-আলাভী নামে তার উল্লেখ করেছেন।

আল-বাহ্‌র সংকলক রূয়ানী

আবদুল ওয়াহিদ ইবন ইসমাঈল, আবুল মাহাসিন রূয়ানী তাবারিস্তানের অধিবাসী, শীর্ষস্থানীয় শাফিঈ আলিম। তার জন্ম চারশ পনের হিজরীতে। ইলম হাসিলের উদ্দেশ্য তিনি দূর-দূরান্তে সফর করেন। এমনকি তিনি জায়হূন ও আমুদরিয়া নদীর অপর প্রান্তে বুখারা, সমরকন্দ অঞ্চলে পৌঁছে যান। এভাবে তিনি বিপুল পরিমাণ ইলম অর্জন করেন এবং বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন এবং শাফিঈ মাযহাবের একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল 'আল-বাহ্‌রু ফিল ফুরূ'।' আর এই গ্রন্থখানি বিভিন্ন অভিনব বিষয়ে পরিপূর্ণ। এমনকি এই কিতাবের নামে প্রবাদও প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল :

حَدِّثْ عن ٱلبحرِ ولا حَرَجَ "বাহর সম্পর্কে নির্দ্বিধায় আলোচনা কর।"

তিনি বলতেন : ইমাম শাফিঈ (র)-এর সকল গ্রন্থ যদি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, তবে আমি আমার স্মৃতি থেকে তা লিখিয়ে দিতে পারব। তিনি তাবারিস্তানের জামে মসজিদে শুক্রবার নিহত হন। সেদিন ছিল আশূরার দিন। জনৈক তাবরিস্তানবাসী তাকে হত্যা করে।

ইবন খাল্লিকান বলেন, তিনি নাসের মারওয়াযী থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। শায়খ রূয়ানী ছিলেন বিপুল যশ এবং বিশাল সম্মানের অধিকারী। তিনি ফিক্‌হশাস্ত্রের মৌলিক ও শাখা বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'বাহরুল মাযহাব', 'কিতাবু মানাযীল ইমাম শাফিঈ', 'কিতাবুল কাফী', 'হিলয়াতুল মু'মিন' উল্লেখযোগ্য। মাযহাবী মতপার্থক্য বিষয়ে তার রচিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

ইয়াহ্‌য়া ইবন আলী

ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন বুসতাম, আশ-শায়বানী আত্-তাবরীযী, আবূ যাকারিয়্যা। আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, তিনি আবুল আলা ও অন্যান্যদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার কাছে যারা শিক্ষা সমাপন করেন, তাদের অন্যতম হলেন মানসূর ইবন জাওয়ালিকী। ইবন নাসির বলেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তার রচিত বহু সংকলন ও গ্রন্থ বিদ্যমান। ইবন খায়রূন বলেন : তার তরীকা অবশ্য খুব গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি এ বছর 'জুমাদাল আখিরাহ' মাসে ইনতিকাল করেন এবং বাবে ইবরাযে শায়খ আবূ ইসহাক শিরাযীর পাশে সমাহিত হন। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন।

হিজরী পাঁচশ তিন (৫০৩) সাল

এ বছর খ্রিস্টান বাহিনী ত্রিপলী শহর দখল করে নেয়। এ সময় তারা সক্ষম পুরুষদের হত্যা করে, নারী ও শিশুদের বন্দী করে এবং শহরবাসীদের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে। এ ঘটনার দশদিন পর তারা জাবালা[৬০] শহরও দখল করে নেয়। আর আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কোন

৬০. আল-কামিলে (১০/৪৭৬), এবং তারিখে ইবন খালদূনে (৫/১৯২)-এ জুবায়ল রয়েছে।

শক্তি ও সামর্থ্য নেই। এ সময় ফাখরুল মুলক ইবন আম্মার সেখান থেকে পলায়ন করেন এবং দামেশক শাসক তুগতাকীনের আশ্রয়ে গমন করেন। তখন তুগতাকীন তাকে সসম্মানে আশ্রয় প্রদান করেন এবং বিশাল ভূ-সম্পত্তি জায়গীররূপে দান করেন। এছাড়া এ বছর জনৈক বাতেনী উযীর আবূ নাসর ইবন নিযামুল মুলকের উপর আক্রমণ করে তাকে আহত করে। অতঃপর বাতেনীকে ধরে জেরা করা হয়। সে তখন বাতেনীদের একটি দলের এ ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। অতঃপর তাদের সকলকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন, আমীর কায়মায।

এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আহমাদ ইবন আলী

ইবন আহমাদ, আবূ বকর আল-আলাভী, তিনি দেয়াল চুনকামের কাজ করতেন। তবে কোন প্রাণীর ছবি আঁকতেন না এবং কারও থেকে কোন পারিশ্রমিকও গ্রহণ করতেন না। তার নিজস্ব ভূ-সম্পত্তির আয় থেকে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি কাযী আবূ ইয়ালা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং কিঞ্চিৎ ফিকহও শিক্ষা করেন।

বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন হজ্জ করতেন, তখন মক্কার কবরসমূহ যিয়ারত করতেন। যিয়ারতকালে যখন তিনি ফুযায়ল ইবন আয়াযের কবরের কাছে দাঁড়াতেন, তখন হাতের লাঠি দিয়ে তার পাশে দাগ টেনে বলতেন : হে আমার রব! এই স্থানে আমি সমাহিত হতে চাই। এ বছর হজ্জ পালনের সময় আরাফার ময়দানে মুহরিম অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন। অতঃপর তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে কাবার তাওয়াফ করানো হয়, অতঃপর তার দাগাঙ্কিত ঐ স্থানে ফুযায়ল ইবন আয়াযের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। বাগদাদে যখন তার মৃত্যুর খবর পৌঁছে, তখন বিরাট সংখ্যক মানুষ সেখানে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করে। তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করলেও হয়তো এর চেয়ে বেশি মানুষ সমবেত হত না। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

উমর ইবন আবদুল কারীম

ইবন সা'দাওয়ায়হি আদ্-দাহকানী[৬১]। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বহু দেশে সফর করেন। অতঃপর হাদীসের সনদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীস বাছাই করেছেন। এ বিষয়ে তার গভীর প্রজ্ঞা ছিল। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন, ইমাম গাযালী তার তত্ত্বাবধানে বুখারী ও মুসলিম শরীফের নুসখা সহীহ্ করেন। তিনি এ বছর সারাখসে ইনতিকাল করেন।

হাম্মাদ ভ্রাতা মুহাম্মাদ

তিনি ছিলেন তার যুগের বিরাট বুযর্গ ব্যক্তি। তার দূরারোগ্য ব্যাধি ছিল। একবার তিনি

---

৬১. মু'জামুল বুলদানে আদ-দাহাস্তানী রয়েছে, যা মাযিন্দারান শহরের নিকটবর্তী দাহাস্তান অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত।

স্বপ্নযোগে নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি নিজের নামাযের জন্য একটি স্থান নির্ধারিত করে চল্লিশ বছর সেখানে অবস্থান করেন, শুধুমাত্র জুমুআর নামাযের জন্য সেখান থেকে বের হতেন। এ সময় তিনি লোকসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন। তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর রওযার নিকটবর্তী স্থানে সমাহিত হন।

হিজরী পাঁচশ চার (৫০৪) সাল

এ বছরের শুরুর দিকে বাগদাদের অধিবাসী ফকীহ ও অন্যান্যদের একটি জামাআত খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য শাম যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাদের অন্যতম হলেন ইবন যাগুনী। আর তারা এরূপ সংকল্প করেন, কেননা তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, খ্রিস্টান বাহিনী একাধিক মুসলিম শহর জয় করেছে, তন্মধ্যে রবিউল আওয়ালে[৬২] তারা সয়দা শহর জয় করে। অতঃপর তাদের কাছে যখন শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের খবর পৌঁছে, তখন তাদের অনেকে জিহাদের সংকল্প ত্যাগ করেন।

এছাড়া এ বছর খলীফার বেগম খাতুন বিনতে মালিকশাহ বাগদাদে আগমন করেন এবং তার ভ্রাতা সুলতান মুহাম্মাদের গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। তার দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি বহন করে একশ বাষট্টিটি উট এবং সাতাশটি খচ্চর। আর তার আগমন উপলক্ষে বাগদাদ শহর সুসজ্জিত করা হয়। রমযানের দশ তারিখ রাত্রে তার বাসর রাত অনুষ্ঠিত হয়। আর তা ছিল বাগদাদের ইতিহাসের স্মরণীয় এক রাত। আর এ বছর আবূ বকর শাশী তাজিয়্যা মাদরাসার সাথে নিযামিয়া মাদরাসাতেও পাঠদান শুরু করেন। তার দরসে উযীর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হতেন। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন কায়মায, পানীয় জলের সংকটের কারণে খোরাসানীরা এ বছর হজ্জ করতে সক্ষম হয়নি।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইদরীস ইবন হাম্যাহ

আবুল হাসান[৬৩] শাশী রামলী উস্‌মানী, শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম প্রবল পরাক্রান্ত তার্কিক। প্রথমদিকে তিনি নাসর ইবন ইবরাহীমের কাছে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। অতঃপর বাগদাদে শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর কাছে। এছাড়া তিনি খোরাসানে গমন করেন এবং সেখান থেকে জায়হূন ও আমুদরিয়া নদী অতিক্রম করে সমরকন্দে পৌঁছেন। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানকার মাদরাসায় পাঠদান করতে থাকেন।

---

৬২. আল-কামিলে (১০/৪৮৯) রবিউল আখিরের কথা রয়েছে। দ্র. কারিখে ইব্‌ন খালদূন (৫/১৯৩), তারিখ আবুল ফিদা (২/২২৫)।

৬৩. আল-কামিলে, আল-হুসায়ন রয়েছে, যিনি ফিলিস্তীনের রামলার অধিবাসী।

আলী ইবন মুহাম্মাদ

ইবন আলী ইবন ঈমাদুদ্দীন, আবুল হাসান তাবারী কায়্যা-আল-হারাসী নামে পরিচিত, বিশিষ্ট ফকীহ্ এবং শীর্ষস্থানীয় শাফিঈ আলিম। তিনি চারশ পঞ্চাশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনি ইমামুল হারামায়নের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি এবং ইমাম গাযালী ছিলেন তার অন্যতম বিশিষ্ট শাগরিদ। উভয়ের প্রত্যেকে বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। আবুল হাসান ছিলেন বিশুদ্ধভাষী, উচ্চকণ্ঠী এবং সুদর্শন। নিশাপুরস্থ নিযামিয়া মাদরাসায় সিঁড়িতে আরোহণকালে প্রত্যেক সিঁড়িতে তিনি সাতবার ইবলীসকে লা'নত করতেন। আর সেখানে সিঁড়ির ধাপ ছিল মোট সত্তরটি। তিনি বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি ধর্মীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন এবং দরস ও ফাতওয়া প্রদান করেন। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় ফকীহ্ এবং বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের একক রায়সমূহ রদ করে তিনি একখণ্ডের একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। এ ছাড়াও তার বহু গ্রন্থ ও সংকলন বিদ্যমান। কোন এক সময় তার বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি বাতেনীদের পৃষ্ঠপোষক। তখন তাকে পাঠদানের দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। অতঃপর আলিমদের এক জামাআত এ ব্যাপারে তার নির্দোষিতার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে। তন্মধ্যে ইবন আকীল অন্যতম। তখন এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে পাঠদানের দায়িত্বে পুনরায় বহাল করা হয়। তিনি এ বছর মুহাররাম মাসের শুরুতে বৃহস্পতিবার চুয়ান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর পাশে সমাহিত হন।

তার সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান বলেন : তিনি হাদীস মুখস্থ করতেন এবং তা দ্বারা বিতর্ক করতেন। হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াসের পরিণতি সম্পর্কে তার একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে : লড়াইয়ের ময়দানে যখন হাদীসের যোদ্ধারা বীরত্বের সাথে বিচরণ করে, তখন কিয়াসের মস্তকসমূহ বাতাসে উড়ে যায়। সালাফী তার থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হাদীস লিখকদের ব্যাপারে তার কাছে ফাতওয়া জানতে চাওয়া হয়, তারা কি ফকীহদের জন্য কৃত অসীয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে? তিনি উত্তরে বলেন : হ্যাঁ, হবে। কেননা নবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ حَفِظَ عَلى امتي اَرْبَعِيْنَ حديثًا بَعَثَه اللهُ عَالِمًا ·

"যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য চল্লিশটি হাদীস সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন আলিমরূপে পুনরুত্থিত করবেন।" এছাড়া তার কাছে ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়া (রা)-এর ব্যাপারে ফাতওয়া জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি তার ফিস্‌ক ও ফিতনা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা বৈধ বলে রায় প্রদান করেন। কিন্তু তার এ ফাতওয়ার ব্যাপারে ইমাম গাযালী বিরোধিতা করেন এবং তিনি ইয়াযীদকে গালমন্দ কিংবা লা'নত করা হারাম বলেন। কেননা সে মুসলমান। আর একথাও প্রমাণিত নয় যে, সে হুসায়ন (রা)-এর হত্যায় সম্মত ছিল। আর এ ব্যাপারে যদি তার সম্মতি সাব্যস্ত হয়েও থাকে, তাহলেও তাকে লা'নত করা বৈধ হবে না। কেননা ঘাতককে লা'নত করার কোন বৈধতা নেই, বিশেষত তাওবার

দরজা যেহেতু উন্মুক্ত। আর যিনি বান্দার তাওবা কবূল করেন তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াময়। ইমাম গাযালী আরও বলেন, ইয়াযীদের জন্য রহমতের দু'আ করা জায়েয হবে বরং বলা যায়, তা মুস্তাহাব। আর আমরা সাধারণভাবে নামাযে সকল মু'মিন ও মুসলমানের সাথে তার জন্যও আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করে থাকি। এই কায়্যার জীবনীতে ইবন খাল্লিকান বিশদভাবে তা বর্ণনা করেছেন। আর 'কায়্যা' শব্দের অর্থ বিরাট মর্যাদার অধিকারী, সম্মানিত ও অগ্রবর্তী। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

হিজরী পাঁচশ পাঁচ (৫০৫) সাল

এ বছর সুলতান গিয়াসুদ্দীন এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর সাথে ছিলেন মূসেলের শাসনকর্তা আমীর মাওদূদ ইবন যানকী, তার সাথে ছিল উমারা ও প্রশাসকদের একটি দল। তন্মধ্যে ছিলেন তাবরীযের প্রশাসক সাক্‌মান কুতবী, মারাগার প্রশাসক আহমদ ইয়াল এবং মারদানের প্রশাসক আমীর ইল-গাযী। এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন মূসেল প্রশাসক আমীর মাওদূদ। এ বাহিনী প্রেরিত হয় শামে অবস্থানরত খ্রিস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে। মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে খ্রিস্টানদের কবল থেকে বহু কেল্লা উদ্ধার করে এবং শত্রু বাহিনীর বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে। সকল প্রশংসা আল্লাহর। মুসলিম ফৌজ দামেশকে প্রবেশের পর আমীর মাওদূদ সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সেখানকার জামে মসজিদে প্রবেশ করেন। এ সময় ভিক্ষুকের বেশে এক বাতেনী তার কাছে দান প্রার্থনা করে। অতঃপর তাকে কিছু দেয়ার জন্য তিনি যখন তার নিকটবর্তী হন, তখন সে ধারাল অস্ত্রদ্বারা তার হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে। ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন।[৬৪] এ সময় বাগদাদের জামে মসজিদের ছাদে পরিত্যক্ত তরবারিসহ এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, সে খলীফাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এছাড়া এ বছর সুলতান মালিকশাহর কন্যার গর্ভে খলীফার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন তার জন্ম উপলক্ষে আনন্দোৎসব পালন করা হয় এবং বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। একই সময়ে খলীফার আরেক পুত্রের মৃত্যু হয়। আর এটাই দুনিয়ার রীতি, মানুষের আনন্দ-বেদনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উযীর এ সময় শাহী দরবারে একই সাথে সান্ত্বনা প্রদান ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য বসেন। এ বছর রমযান মাসে উযীর আহমাদ ইবন নিযাম অপসারিত হন। তার এই পদের স্থায়িত্ব ছিল চার বছর এগার মাস।

এ বছরই খ্রিস্টান বাহিনী 'সূর শহর' অবরোধ করে, যা ছিল মিসরীয়দের কর্তৃত্বাধীন। সেখানকার মিসরীয় শাসক ছিলেন ইয্‌যুল মুলক আল-আ'য্। তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করেন এবং তাদেরকে কৌশলের সাথে প্রতিহত করেন। কিন্তু পরিশেষে তার যুদ্ধ সামগ্রী শেষ

৬৪. ইবনুল আছীর তার তারিখে বলেন, তিনি নিহত হন, ৫০৭ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, বর্ণিত আছে, তুগ্‌তিকীন তাকে হত্যার জন্য ঘাতক লেলিয়ে দেয়।

হয়ে যায়। তখন দামেশকের শাসক তুগতিকীন তাকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করেন। ফলে তার সমরশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শাওয়াল মাসে খ্রিস্টান বাহিনী অবরোধ উঠিয়ে চলে যায়। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন সেনাপতি খাদিস কুতয্। আর এ বছর ছিল উর্বর ও প্রাচুর্যময় বছর।

এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন, আবূ হামিদ গাযালী :

মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ

আবূ হামিদ গাযালী।[৬৫] তিনি চারশ পঞ্চাশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিক্হ শিক্ষা করেন ইমামুল হারামায়নের কাছে। এছাড়া বহু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। আর একাধিক শাস্ত্রে তার বহুল প্রচলিত গ্রন্থ ও সংকলন রয়েছে।

তিনি যে বিষয়ে কথা বলতেন, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ। যৌবনেই তিনি মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। এমনকি মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে ৪৮৪ হিজরীতে তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তার দরসে শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ হাযির হতেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল খাত্তাব ও ইবন আকীল। এরা উভয়ে হাম্বলী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলিম। উপস্থিত সকলেই ইমাম গাযালীর বিশুদ্ধভাষিতা এবং অবগতির-বিপুলতায় আশ্চর্যবোধ করতেন।

তার সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন, তারা নিজ নিজ গ্রন্থ ও সংকলনে তার বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। অতঃপর এক সময় তিনি সম্পূর্ণভাবে দুনিয়া ত্যাগ করেন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হন। ইতোপূর্বে তিনি কিতাবের কপি নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এক সময় তিনি আত্মনিবিষ্ট হওয়ার জন্য শামে গমন করেন। আর সেখানে বেশ কিছুকাল অবস্থান করার পর দামেশকে এবং বায়তুল মাকদিসে গমন করেন। এ সময়েই তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইয়াহইয়া উলূমুদ্দীন' রচনা করেন। আর এটা হল এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শরীআত সংক্রান্ত বহু জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা সূক্ষ্ম তাসাওফ এবং আত্মশুদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত।

কিন্তু এই গ্রন্থে বহু সংখ্যক 'গরীব', 'মুনকার' এবং মাউযূ হাদীস রয়েছে। যেমনভাবে হালাল-হারাম সংক্রান্ত মাসায়েলের কোন কোন কিতাবে পাওয়া যায়। তবে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়টি লঘুতর।

উল্লিখিত হাদীস সংক্রান্ত কারণে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী, অতঃপর ইবন সালাহ এই কিতাবের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। এমনকি আল-মাযরী এই গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছেন।

---

৬৫. আল-ওয়াফী বিল ওফায়াতে আছে (১/২৭৭), তিনি তার কোন এক গ্রন্থে বলেছেন, কেউ কেউ আমাকে গায্যালের সাথে সম্পৃক্ত করে গায্যালী বলে, কিন্তু গাযালা জনপদের সাথে সম্পৃক্ত গাযালী।

তদ্রূপ আরও অনেক মরোক্কীয় আলিমও এই গ্রন্থ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন, এটা হলো 'তার' নিজের ধর্মের জ্ঞানসমূহ পুনর্জীবিত করার কিতাব। আর আমাদের দীনের জ্ঞানসমূহ পুনর্জীবিত করা হল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞানসমূহ পুনর্জীবিত করা। তাবাকাত গ্রন্থে তার এরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। ইবন শাকার ইহ্‌য়া উলূমুদ্দীন গ্রন্থের একাধিক স্থানকে ভুল প্রমাণিত করেছেন এবং একটি মূল্যবান গ্রন্থে তার সেই ভুল ও বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম গাযালী নিজেও একথা বলতেন, হাদীসে আমার পুঁজি সামান্য। বলা হয়, জীবন সায়াহ্নে তিনি হাদীস শ্রবণ এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস মুখস্থ করার প্রতি আকৃষ্ট হন। ইবনুল জাওযী ইহ্‌য়া উলূমুদ্দীন-এর সমালোচনায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, অতঃপর জনৈক উযীর তাকে নিশাপুরে যেতে বাধ্য করেন। ফলে তিনি সেখানে গমন করেন এবং সেখানকার নিযামিয়া মাদরাসায় পাঠদান করেন। এরপর নিজ শহর তূস নগরীতে ফিরে সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি একটি সরাইখানা এবং একটি সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি একটি নয়নাভিরাম উদ্যানও গড়ে তোলেন। এরপর তিলাওয়াতে কুরআন এবং হিফযে হাদীসে নিমগ্ন হন। এ বছর জুমাদাল আখিরাহ মাসের ১৪ তারিখ সোমবার তিনি ইনতিকাল করেন এবং 'তূস' নগরীতে সমাহিত হন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। অন্তিম মুহূর্তে কেউ তাকে অসীয়তের জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেন : 'ইখলাস অবলম্বন কর' তিনি এই কথাটি বার বার বলতে থাকেন। আর এ অবস্থায় তার ইনতিকাল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

হিজরী পাঁচশ ছয় (৫০৬) সাল

এ বছর জুমাদাল উখরা মাসে ইবন তাবারী নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আল্লামা শাশী অপসারিত হন। এ ছাড়া এ বছর বিশিষ্ট বুযর্গ ইউসুফ ইবন দাঊদ[৬৬] বাগদাদে আগমন করেন এবং বাগদাদবাসীকে ওয়ায-নসীহত করেন। আর তিনি সর্বমহলে সমাদৃত ছিলেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর কাছে। অতঃপর যুহ্‌দ ও ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হন। তার একাধিক কারামতের কথা জানা যায়। একবার ইবনুস সাকা নামক এক ব্যক্তি একটি মাসয়ালায় তার সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হল। তখন তিনি তাকে বলেন : তুমি চুপ কর, আমি তো তোমার কথায় কুফরীর ঘ্রাণ পাচ্ছি। সম্ভবত তোমার মৃত্যু হবে অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে। ঘটনাক্রমে কিছুকাল পরে ইবনুস সাকা কোন প্রয়োজনে রোম দেশে যায় এবং সেখানে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

---

৬৬. ইবনুল আছীর তাকে তার তারিখে ইউসুফ ইবন আয়্যূব আল-হামদানী নামে উল্লেখ করেছেন।

একবার তিনি মজলিসে ওয়ায করছিলেন, এমন সময় আবূ বকর শাশীর দুই পুত্র দাঁড়িয়ে বলল : যদি পার তাহলে ইমাম আশ্-সাবীর মাযহাবের ব্যাপারে কথা বল, অন্যথায় চুপ থাক। তখন তিনি কষ্ট পেয়ে বলে ফেললেন : আল্লাহ্ যেন তোমাদের দু'জনকে যৌবন ভোগ না করান। এরপর যুবক অবস্থায়ই তাদের দুজনের মৃত্যু হয়। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন সেনাপতি খাদিম বাত্য। হাজীগণ এ বছর পানীয় জলের সংকটে পতিত হন।

এ ছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

সাঈদ ইবন মানসূর

ইব্ন ইসমাঈল ইবন সাঈদ, আবুল আলা খতীব নিশাপুরী। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং তার পিতার স্থলবর্তীরূপে বক্তৃতা ও শিক্ষাদান এবং উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবুল মা'আলী আল-জুওয়ায়নি তার প্রশংসা করতেন। এছাড়া তিনি খাওয়ারিয্মের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাম্মাদ ইবন মূসা ইবন আবদুল্লাহ

আবূ আবদুল্লাহ আল-বালাসাগুনী[৬৭] তুর্কী হানাফী, তিনি লামশী নামে পরিচিত ছিলেন। হাফিয ইবন আসাকির তার থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি-একবার বায়তুল মাকদিস অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে লোকজন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি অপসারিত হন। অতঃপর তিনি দামেশকের কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের কট্টর অনুসারী। ইনিই ইকামতে পুনরুক্তির বিন্যাস করেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা সম্রাট সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর মাধ্যমে তা দূর করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি দামেশকের জামে মসজিদে একজন হানাফী ইমাম নিয়োগের ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। কিন্তু দামেশকবাসী তা থেকে বিরত থাকে এবং তার ইমামতিতে নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজেরা অন্যত্র জামাআতে নামায আদায় করে, যা জামে দামেশকের পূর্বে আমীনিয়া মাদরাসার স্থানে অবস্থিত।

তিনি বলতেন, যদি আমার কর্তৃত্ব থাকত, তাহলে আমি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীদের থেকে জিয্য়া আদায় করতাম। ইমাম মালিকের অনুসারীদেরও তিনি পছন্দ করতেন না। ইবন আসাকির বলেন, কাযী হিসাবে তিনি খুব একটা সফল ছিলেন না। আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন এ বছর জুমাদাল আখিরাহ্ মাসের তের তারিখ শুক্রবার। ইবন আসাকির বলেন, শৈশবে আমি জামে দামেশকে তার জানাযায় শরীক হয়েছি।

---

৬৭. আল-বালাসাগুনী এটি বালাসাগুনের সাথে সম্পৃক্ত, যা কাশগড়ের নিকটবর্তী জায়হুন নদীর অপর পাড়ে তুর্কী সীমান্তের একটি অঞ্চল।

মা'মার ইবন মা'মার

ওয়ায়িয্ আবূ সা'দ ইবন আবূ আম্মার।[৬৮] তিনি ছিলেন, বিশুদ্ধভাষী, চৌকস, বুদ্ধিমান এবং খানিকটা সরল প্রকৃতির। ওয়ায-নসীহতের জন্য তার বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কথা ছিল। এছাড়া তার চমৎকার কিছু পত্রও ছিল। তিনি এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে ইনতিকাল করেন এবং বাবে হারবে সমাহিত হন।

আবূ আলী আল-মাআর্‌রী

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট আবিদ ও যাহিদ, ন্যূনতম আহার গ্রহণ করতেন। অতঃপর তিনি কীমিয়া বা রসায়নশাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপর তাকে দারুল খিলাফতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর আর তার কোন খবর পাওয়া যায়নি।

নুযহা

খলীফা মুসতাযহির বিল্লাহর উম্মে ওয়ালাদ। তিনি কৃষ্ণকায় হলেও অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও মহৎপ্রাণ ছিলেন। তিনি এ বছর শাওয়াল মাসের বার তারিখ শুক্রবার ইনতিকাল করেন।

আবূ সা'দ সামআনী [৬৯]

'আল-আনসাব' ও অন্যান্য গ্রন্থের সংকলক। তার পূর্ণ নাম হল তাজুল ইসলাম আবদুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবুল মুজাফফর আল-মানসূর আবদুল জাব্বার আস-সামআনী আল-মারওয়াযি। তিনি বিশিষ্ট শাফিঈ ফকীহ, হাফিয, মুহাদ্দিস এবং শীর্ষস্থানীয় লেখক। হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেশে সফর করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। এমনকি তিনি চার হাজার মাশায়েখ থেকে হাদীস লিখেছেন। তিনি তাফসীর, ইতিহাস এবং বংশবিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং খাতীব বাগদাদীর 'তারিখ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচনা করেছেন।

ইবন খাল্লিকান তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তার ঐ গ্রন্থও রয়েছে, যাতে তিনি একশজন শায়খ থেকে এক হাজার হাদীস সংকলন করেছেন এবং তার বর্ণনা সূত্র এবং ভাষ্যের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। গ্রন্থটি বেশ মূল্যবান।

হিজরী পাঁচশ সাত (৫০৭) সাল

এ বছর তবারিয়া ভূখণ্ডে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমান বাহিনীতে ছিলেন দামেশকের শাসক আতাবিক তুগতিকীন, তার সাথে ছিলেন আমীর

৬৮. আল-কামিলে (১০/৪৯৩), ইমামা এবং শাযারাতুয্ যাহাবে (৪/১৪) ইমারা শব্দ রয়েছে।

৬৯. ইবন খাল্লিকান (৩/২০৯)-এ তার উল্লেখ করে বলেন, তার জন্ম ৫০৬ হিজরীর ২১শে শা'বান এবং মৃত্যু ৫৬২ হিজরীতে মারভে।

সানজার, মারদীন এবং মূসেলের প্রশাসকগণ। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ খ্রিস্টানদেরকে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত করেন, তাদের বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল লাভ করেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে তারা সমগ্র তবারিয়া অঞ্চল অধিকার করেন। আর প্রশংসা আল্লাহ্র। অতঃপর তারা দামেশকে ফিরে আসেন। ইবনুস্ সাঈ তার 'তারিখে' এ বছর মূসেলের শাসক মাওদূদের হত্যাকান্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, শুক্রবার তিনি সম্রাট তুগতিকীনের সাথে জামে দামেশকে জুমুআর নামায আদায় করেন। নামায শেষে তারা দুজনে একে অন্যের হাত ধরে মসজিদ চত্বরের দিকে অগ্রসর হন। তখন হঠাৎ এক বাতেনী আবির্ভূত হয়ে মাওদূদের উপর আক্রমণ করে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

কেউ কেউ বলেন, তুগতিকীন হল এই ষড়যন্ত্রের পরোক্ষ সমর্থক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ সময় খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের কাছে একটি পত্র আসে। তাতে একথা ছিল—যে সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় উৎসবের দিনে ধর্মীয় উপাসনালয়ে তাদের নেতাকে হত্যা করে, তারা তো অবশ্যই আল্লাহ কর্তৃক ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত। এছাড়া এ বছরই আলাপ আরসালান ইবন রিয়ওয়ান ইবন তুতুশ তার পিতার পর হালবের শাসন কর্তৃক লাভ করেন। আর তার শাসনকার্য পরিচালনা করে খাদিম লু'লু। তিনি শুধু প্রথাগত শাসক ছিলেন। তদ্রূপ এ বছর বাগদাদে খাদিম কামাশতিকীন কর্তৃক নির্মিত চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন যানকী ইবন বারশাক।

এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইসমাঈল ইবন হাফিয আবূ বকর ইবন হুযায়ন বায়হাকী

তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং দেশে-বিদেশে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি খাওয়ারিযম শহরে শিক্ষকতা করেন। তিনি ছিলেন গুণবান আহলে হাদীস এবং উত্তম তরীকার অধিকারী। তার নিজ শহরে বায়হাকে তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহম করুন।

শুজা ইবন আবূ শুজা

ফারিস ইবনুল হুসায়ন ইবন ফারিস, হাফিয আবূ গালিব যুহালী। তিনি বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি খাতীব বাগদাদীর গ্রন্থ 'তারীখ' পূর্ণাঙ্গ করার কাজ শুরু করেন। ইবন হাজ্জাজের কবিতা নিজে সাতবার লেখার কারণে তিনি বেশি বেশি তাওবা-ইসতিগফার করতেন। এ বছর তিনি সাতাত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ

ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ইসহাক ইবন হুসায়ন ইবন মানসূর ইবন মুআবিয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন উতবা ইবন আনবাসা ইবন মুসাবিয়া ইবন আবূ সুফয়ান ইবন সাখর ইবন হারব, উমাবী, কবি আবুল মুজাফফর ইবন আবুল আব্বাস আবীওয়ারদী।[৭০] তিনি আরবী ভাষা ও বংশবিদ্যায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি 'আবূ ওয়ারদের ইতিহাস' এবং 'আরবদের বংশবিদ্যা' গ্রন্থ সংকলন করেন। এছাড়াও তার রচিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। কেউ কেউ তাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী বলেছেন, তিনি তার নামাযে এই বলতেন : "হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে পৃথিবীর উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের কর্তৃত্ব দান করুন।"

তার রচিত অন্যতম কবিতা পঙ্ক্তি হলো :

تُنَكِّرَلِیْ دَهْرِی وَلَمْ يَدْرِ اَنَّنِیْ - اعزُّ وَاَحْدَاثُ الزَّمَانِ تَهُوْنُ

وَظَلَّ يُرِيْنِی الدَّهْرُ كيف اغْتِرَارُهُ - وبتُّ أُرِيْهِ الصَّبْرَ كَيْفُ يَكُوْنُ ۔

"আমার সময় আমার প্রতি বিরূপ হয়েছে, কিন্তু সে জানে না যে, আমি প্রবল পরাক্রান্ত, আর কালের ঘটনাসমূহ দুর্বল ও ভারাক্রান্ত।

"কাল আমাকে তার প্রবঞ্চনার স্বরূপ দেখাতে লাগলো, আর আমি তাকে ধৈর্যের রূপ দেখাতে থাকলাম।"

মুহাম্মাদ ইবন তাহির

ইবন আলী ইবন আহমাদ, হাফিয আবুল ফযল আল-মুকাদ্দিসী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন চারশ আটচল্লিশ হিজরীতে। আর তিনি সর্বপ্রথম হাদীস শ্রবণ করেন চারশ ষাট হিজরীতে অর্থাৎ মাত্র বার বছর বয়সে। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেশ সফর করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীসশাস্ত্রে তিনি বিশদ জ্ঞান ও পারদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। তার রচিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। গান শোনার বৈধতা এবং ইলমে তাসাওউফ বিষয়ে তিনি একটি কিতাব রচনা করেন এবং তাতে অতি মুনকার হাদীসসমূহ উল্লেখ করেন। অবশ্য তিনি অন্যান্য গ্রন্থে সহীহ হাদীস উল্লেখ করেন। একাধিক ইমাম তার প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করেছেন। ইবনুল জাওযী তার এই তাসাওউফ বিষয়ক কিতাব 'তাসাওউফের বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন : এই কিতাব যে কোন সচেতন পাঠকের হাসির খোরাক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তিনি বলেন : এই ব্যক্তি দাউদী মাযহাবের অনুসারী ছিল। সুতরাং যেই তার প্রশংসা করেছেন, তার কারণ তার প্রখর স্মৃতিশক্তি। অন্যথায় তার অগ্রহণযোগ্যতার দিকই প্রবল। ইবনুল জাওযী বলেন, আবূ সা'দ সানসানী তার উল্লেখ করেছেন এবং অযৌক্তিকভাবে তার প্রতি পক্ষপাতির প্রদর্শন করেছেন। এরপূর্বে তিনি এই মন্তব্য করেছেন যে, আমি তার

৭০. আবীওয়ারদের সাথে সম্পৃক্ত যা খোরাসান অঞ্চলের একটি শহর।

সম্পর্কে আমাদের শায়খ ইসমাঈল ইবন আহমাদ তালহীকে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অথচ তার ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি আরও বলেন, আমরা আবুল ফযল ইবন নাসিরকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ ইবন তাহির নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য রাবী নয়। এই ব্যক্তি শশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাতের (নিঃশর্তভাবে) বৈধতার অনুকূলে স্বতন্ত্র কিতাব সংকলন করেছে এবং অবাধ যৌনতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে। অতঃপর আবূ সা'দ তার নিম্নোক্ত কবিতা পঙ্‌ক্তিগুলি উল্লেখ করেছেন :

وَعِ التَصوُّفَ وَالزُّهْدَ الَّذِىْ اِشْتَغَلْت – بِه خَوَارِجُ اقوامٍ مِنَ النَّاسِ

وعج على دَيْرِ دَارِيا فانَّ بِه الرُّهْ – بَانُ مَا بيـن قَسِيْسٍ وَشَمَّاسِ

وَاشْرَبْ مُعْتَقَة مِنْ كَفَّ كَافِرَة – تَسْقِيْكَ خَمْرين من لَحُظٍ وَمِنْ كَاْسِ

ثُمَّ اَسْتَمِعْ رنة الاَوْتَار من رشأ – مُهَفْهَفٍ طَرْفُه اَمْضى مِنَ الْمَاسِ

غَنَّىَ بِشِعْرِ امرئٍ فى الناس مُشْتَهِرٍ – مُدَوَّن عِنْدَهم فِيْ صَدْرِ قرطاسِ

لَوْلاَ نَسِيْم بَدَا مِنْكُمْ يُرَوّحُنى – لَكُنْتُ مُحْترقًا مِنْ حَرّ انفاسِىْ .

"ঐ যুহদ ও তাসাওউফ ত্যাগ কর যাতে কতিপয় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লিপ্ত হয়েছে।

"দারিয়ার গীর্জার প্রতি ব্যাকুল হও, কেননা সেখানে পাদ্রী ও যাজক রয়েছে।

"আর কাফির নারীর হাতের থেকে পান কর, সে তোমাকে পাত্রের ও নেত্রের মদিরা যুগপৎ পান করাবে।

"অতঃপর ক্ষৌণ-কটি তরুণীর সুর মূর্ছনা শ্রবণ কর, যার চাহনি মর্মভেদী।

"সে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির রচিত কবিতা আবৃত্তি করেছে, যা তাদের কাছে কাগজের বুকে সংকলিত।

"আর যদি না তোমাদের পক্ষ থেকে সমীরণ আমাকে স্বস্তি এনে দিত, তাহলে আমি আমার শ্বাসের উত্তাপে জ্বলে যেতাম।"

অতঃপর সামআনী বলেন, সম্ভবত তিনি এসব কিছু থেকে তাওবা করে নিয়েছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, ইমামদের কাছে তার আগ্রহণযোগ্যতা উল্লেখ করার পর তাওবার সম্ভাব্যতার কারণে তার পক্ষে অজুহাত পেশ করা সঠিক নয়। ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন যে, যখন তার আন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তি আবৃত্তি করতে থাকেন :

وَمَا كُنْتم تَعْرِفُوْنَ الجفا – فَمِمَّنْ نَرى قَدْ تَعَلَّمْتُمْ .

"তোমরা তো অভব্যতা জানতে না, বলতো দেখি, কার থেকে তোমরা তা শিখলে?"

অতঃপর এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে তিনি পশ্চিম-বাগদাদে ইন্‌তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবূ বকর আশ-শাশী

খলীফা মুসতায্‌হির বিল্লাহ্‌র সহচর, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন হুসায়ন আশ্‌-শাশী, নিজের কালের শীর্ষস্থানীয় শাফিঈ আলিম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন চারশ সাতাশ[৭১] হিজরীর মুহাররম মাসে। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন আবূ ইয়া'লা ইবন ফাররা, খতীব আবূ বকর ও আবূ ইসহাক শিরাজীর কাছে।

এছাড়া তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজী ও অন্যান্যদের কাছে। তিনি 'আশ্‌-শামিল' গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এর রচয়িতা ইবনুস্‌-সাব্‌বাগের কাছে। আর তিনি খলীফা মুসতায্‌হির বিল্লাহর জন্য 'হিলয়াতুল উলামা বি মা'রিফাতি মাযাহিরিল ফুকাহা' নামক যে গ্রন্থ সংকলন করেন, তা মূলত এই গ্রন্থেরই সার-সংক্ষেপ। তিনি মুসতায্‌হিনী নামে পরিচিত। তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর দায়িত্ব থেকে অপসারিত হন। তিনি প্রায়শই আবৃত্তি করতেন :

تَعَلَّمْ يا فَتى وَالْعُوْدُ غَضٌّ - وَطِينُكَ لَيِّن وَالطَّبْعُ قَابِلٌ

فَحَسْبُكَ يا فتى شَرَفًا وفَخْرًا - سكوتُ الحاضر بن وأنت قائل ·

"হে তরুণ! জ্ঞানার্জন করে যাও, যতদিন তোমার অস্থি কোমল আছে এবং স্বভাব অনুকূল।

"হে তরুণ! তোমার গর্ব ও মর্যাদার জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, তুমি বলবে আর শ্রোতারা শুনবে।"

শাওয়াল মাসের ষোল তারিখ শনিবার তিনি ইনতিকাল করেন এবং বাবে ইব্‌রাযে শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজীর পাশে সমাহিত হন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

মু'তামান ইবন আহমদ

ইবন আলী ইবন হুসায়ন ইবন 'উবায়দুল্লাহ্ আবূ নাসর আস্‌-সাজী আল-মাকদিসী। তিনি বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ এবং সেগুলি সনদসহ লিপিবদ্ধ করেন। তাদের হাদীসের উদ্ধৃতি ছিল বিশুদ্ধ এবং সুন্দর হস্তাক্ষরবিশিষ্ট। তিনি ছিলেন কোমল ও উত্তম স্বভাবের অধিকারী। বেশ কিছুকাল তিনি শায়খ আবূ ইসহাক শিরাজীর কাছে ফিক্‌হশাস্ত্র চর্চা করেন। এছাড়া তিনি ইলম হাসিলের জন্য ইস্পাহান ও অন্যান্য শহরে সফর করেন। তাকে হাফিযে হাদীস গণ্য করা হয়, বিশেষত হাদীসের মূলভাষ্যের ব্যাপারে।

ইবন তাহির অবশ্য তার ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন মু'তামিন তার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। ইবন তাহিরের চেয়ে উর্ধ্বতর স্তরের ব্যক্তি তিনি। এ বছর সফর মাসের বার তারিখ শনিবার মু'তামিন ইনতিকাল করেন এবং বাবে হারবে সমাহিত হন। আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

---

৭১. আল-ওয়াফীতে (২/৭৩) রয়েছে চারশ উনত্রিশ হিজরীর কথা, দ্র. ওফায়াতুল আয়ান (৩/২২১)।

হিজরী পাঁচশ আট (৫০৮) সাল

এ বছর বাগদাদে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে উচ্চমাত্রায় ভূমিকম্প দেখা দেয়। এই ভূমিকম্পে তেরটি দুর্গচূড়া ধ্বসে পড়ে এবং রাহা, খোরাসান ও অন্যান্য অঞ্চলের অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় একলক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এছাড়া এই ভূমিকম্পে হাররান শহরের দুর্গের অর্ধেক ভূগর্ভে ধ্বসে যায়, আর অর্ধেক অক্ষত থাকে। একইভাবে সুময়াসাত শহর ভূগর্ভে ধ্বসে যায় এবং বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

এ বছর তাজুদ্দৌলাহ আলাপ আরসালান ইবন রিয্ওয়ান ইবন তুতুশের সহচর নিহত হন। তার অনুচরেরাই তাকে হত্যা করে। তার মৃত্যুর পর তার স্থলবর্তী হন তার ভাই সুলতান শাহ ইবন রিয্ওয়ান। এছাড়া এ বছর সুলতান সানজার ইবন মালিকশাহ গয্নী অধিকার করেন। বিরাট লড়াইয়ের পর সেখানে তার নামে খুতবা প্রদান করা হয়। এ সময় গযনী থেকে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পত্তি সংগৃহীত হয়। এসবের মধ্যে ছিল মূল্যবান পাঁচটি রাজমুকুট, যার প্রতিটির মূল্য ছিল দশ লক্ষ দীনার, স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত সতেরটি রাজকীয় পালঙ্ক এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতব সামগ্রী। তিনি (সানজার) সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন এবং সাবুক্তগীন পরিবারের বাহরাম শাহ নামক এক ব্যক্তিকে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। আর গযনীতে এই সানজার ব্যতীত অন্য কোন সালজূকী শাসকের নামে খুতবা প্রদত্ত হয়নি। এর শাসকগণ ছিলেন সুন্নাহ্র অনুসারী মুজাহিদ। অন্যকোন রাজা-বাদশাহ তাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখাত না এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি রাখতো না। এরা হল বনূ সাবুক্তগীন। এছাড়া এ বছর সুলতান মুহাম্মাদ, আমীর আকাসনকার আল-বারসাকীকে মূসেল ও তার প্রাদেশিক অঞ্চলসমূহের শাসক নিয়োগ করেন এবং খ্রিস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সে এ বছরের শেষদিকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং তাদের থেকে রাহা, সারুজ এবং সুমায়সাত শহর দখল করে নেয়। এ সময় সে মারদীন শহর লুণ্ঠন করে এবং সেখানকার শাহজাদা ইয়ায ঈলগাযীকে বন্দি করে। তখন সুলতান মুহাম্মাদ তাকে শাসন করার জন্য লোক পাঠান। ফলে সে সেখান থেকে দামেশকের শাসক তুগতিকীনের কাছে পলায়ন করে। অতঃপর তারা দুজন মিলিতভাবে সুলতান মুহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। তখন তাদের দুজনের বিরুদ্ধে হিম্সের প্রশাসক কুরজান ইবন কুরাজা বহুসংখ্যক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। অতঃপর তারা সন্ধি করেন। আর এ বছরই স্বামীর মৃত্যুর পর মুরইশ-পত্নী খ্রিস্টানদের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। আল্লাহ তাদের উভয়কে লা'নত করুন। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন সেনাপতি খাদিম আবুল খায়র ইয়ামান। তার নেতৃত্বে হজ্জের সফর ছিল বেশ প্রশংসনীয়।

হিজরী পাঁচশ নয় (৫০৯) সাল

এ বছর ইরাক শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহ বিশাল এক বাহিনীসহ মারদীন প্রশাসক আমীর বুরমুক[৭২] ইবন ঈলগাযীকে প্রেরণ করেন দামেশক-প্রশাসক তুগতিকীন এবং আকাসনাকার বুরমূকীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। কেননা এরা দুজনেই তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় এবং তার নামে খুতবা প্রদান বন্ধ করে দেয়। এ সময় সুলতান মুহাম্মাদ বুরমুককে উল্লিখিত দুজনকে শায়েস্তা করার পর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেন। বুরমুকের বাহিনী যখন শামদেশের নিকটবর্তী হয়, তখন তুগতিকীন ও আকাসনাকার সেখান থেকে পলায়ন করে খ্রিস্টানদের শরণাপন্ন হয়।

এরপর আমীর বুরমুক কাফারতাব শহরে আগমন করেন এবং জোরপূর্বক তা দখল করেন। এ সময় তিনি এই শহরের নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী করেন, এদিকে এন্তাকিয়ার শাসক রোজীল পাঁচশ অশ্বারোহী এবং দু'হাজার পদাতিক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। তিনি বহুসংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ অর্জন করেন। এদিকে মুসলিম সেনাপতি বুরমুক অল্প সংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে পলায়ন করেন এবং তার নেতৃত্বাধীন গোটা মুসলিম বাহিনী অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ইন্না লিল্লাহি ওরা ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

এ বছর যিলকদ মাসে সুলতান মুহাম্মাদ বাগদাদে আগমন করেন। তখন দামেশক-প্রশাসক তুগতিকীন তার কাছে এসে নিজের অপারগতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে, তিনি তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে রাজ-উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাকে পুনরায় তার দায়িত্বে বহাল করেন।

এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মাদ

ইবন আহমাদ ইবন 'আলী-আবূ উস্‌মান আল-ইস্পাহানী, তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য দেশ- বিদেশে পরিভ্রমণ করেন। জামে মানসূরে তিনি ত্রিশ মজলিসে ওয়ায-নসীহত করেন। মুহাম্মাদ ইবন নাসির তার থেকে শ্রুতিলিপি লেখেন। আর তিনি ইস্পাহানে ইনতিকাল করেন।

মুনজিব ইবন আবদুল্লাহ আল-মুসতায্‌হিরী

খাদিম আবুল হাসান, তিনি ছিলেন ইবাদাতগুযার ব্যক্তি। মুহাম্মাদ ইবন নাসির তার প্রশংসা করে বলেন : তিনি মুহাদ্দিসদের কল্যাণে একটি সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে যান।

---

৭২. কোন কোন গ্রন্থে বুরশুকও রয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক

ইবন মূসা, আবুল বারাকাত আস্-সাকতী। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেন। তিনি আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আর তিনি সমাহিত হন বাবে হারবে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

ইয়াহ্ইয়া ইবন তামীম ইবন মু'ঈয ইবন বাদীস

আফ্রিকার শাসক। তিনি ছিলেন উত্তম শাসক, জ্ঞানী ও সুস্বভাবের অধিকারী। এছাড়া তিনি ছিলেন দরিদ্র ও উলামা-বৎসল। এদেরকে তিনি নিয়মিত ভাতা প্রদান করতেন। তিনি বাহান্ন বছর[৭৩] বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ত্রিশজন পুত্র রেখে যান। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আলী শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

হিজরী পাঁচশ দশ (৫১০) সাল

এ বছর বাগদাদে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। এতে বহু বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল নূরুল হুদা যায়বাবীর গৃহ, নাহরে সূর-এর সরাইখানা এবং নিযামিয়া কুতুবখানা। তবে এই কতুবখানার কিতাবাদি পরোক্ষভাবে রক্ষা পায়। কেননা ইতোমধ্যেই ফকীহগণ এসকল কিতাবের অনুলিপি প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। এছাড়া এ বছর সুলতান মুহাম্মাদের মজলিসে মারাগা[৭৪] প্রশাসক নিহত হন। বাতেনীরা তাকে হত্যা করে। আর এ বছর আশূরার দিন তূস নগরে আলী ইবন মূসা রিযার উপস্থিতিতে রাফিযী এবং আহলে সুন্নাহর মাঝে বিরাট গোলযোগ ও ফিতনার সৃষ্টি হয়। এতে বহু মানুষ নিহত হয়। এ বছর সুলতান মুহাম্মাদ ফারিসের[৭৫] প্রশাসকের মৃত্যুর পর সেখানে গমন করেন। কেননা তিনি কিরমান প্রশাসকের পক্ষে থেকে ফারিস দখলের আশঙ্কা অনুভব করেন। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন খাদিম বাত্য। আর এ বছর ছিল নিরাপদ ও উর্বর বছর। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

আকীল ইবন ইমাম আবুল ওফা

আলী ইবন আকীল হাম্বলী। যৌবনেই তিনি সমগ্র কুরআন হিফয্ সম্পন্ন করেন এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি যখন ইনতিকাল করেন, তখন তার

৭৩. আল-কামিলে বাহান্ন বছর পনের দিনের উল্লেখ রয়েছে, ঈদুল আযহার দিন তিনি হঠাৎ মারা যান।

৭৪. প্রাচীন ইরানের নগর বিশেষ, যা ছিল আযারবাইযানের রাজধানী।

৭৫. বর্তমান ইরানের একটি প্রদেশ যার রাজধানী শীরায।

পিতা ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর সান্ত্বনা প্রদানের মজলিসে জনৈক কারী এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

قَالُوا يَاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَه اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا

"তারা বলে : হে আযীয! তার রয়েছে একজন অতি বৃদ্ধ পিতা" (সূরা ইউসুফ : ৭৮) তখন ইবন আকীল ভীষণভাবে কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্ তাদেরকে রহম করুন।

আলী[৭৬] ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ

ইবন রায্যায, ইবন মাখলাদ থেকে হাদীস বর্ণনাকারী সর্বশেষ ব্যক্তি, এছাড়াও তার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি এ বছর সাতানব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

মুহাম্মাদ ইবন মানসূর

ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল জাব্বার, আবূ বকর আস্-সামআনী। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসায় হাদীস বর্ণনা ও ওয়ায-নসীহত করেন। এছাড়া তিনি মারভে একশ চল্লিশ মজলিসে শ্রুতিলিপি লেখান। হাদীসশাস্ত্রে তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন গুণী কবি ও সাহিত্যিক। মানুষের কাছে তার বিরাট গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি মারভ শহরে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[৭৭]

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন তাহির

ইবন আহমাদ ইবন মানসূর আল-খাযিন, কারখে তিনিই ছিলেন ইমামিয়্যা গোষ্ঠীর ফকীহ ও মুফতী। তিনি আল্লামা তানূখী ও ইবন গায়লান থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তিনি এ বছর রমযান মাসে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ

আবূ বকর আন্‌মাসাবী, শাফিঈ ফকীহ্। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। বাগদাদে সাক্ষী প্রত্যয়নের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত ছিল। আর তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, গুণী ও আল্লাহ্-ভীরু ব্যক্তি।

---

৭৬. ইবনুল আছীর আবশ্য তার তারীখে আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন বায়ান রায্যায উল্লেখ করেছেন। তবে আমাদের বর্ণনাটি বিশুদ্ধতর । দ্র. তায্কিরাতুল হুফফায (১২৬১ পৃ.)।

৭৭. আল-ইয়াফ্‌তে (৫/৭৫) উল্লিখিত হয়েছে, তার মৃত্যু ৫০৯ হিজরীতে। ইবনুল আছীর তার তারিখে বলেন, তার জন্ম ৪৪৬ হিজরীতে। তবে এটা বিশুদ্ধ নয়। কেননা এ ব্যাপারে তার পুত্র বলেন, তার জন্ম ৪৬৬ হিজরীতে এবং মৃত্যু ৫১০ হিজরীর সফর মাসে।

মাহফূয ইবন আহমাদ

ইবনুল হসান, আবূ খাত্তাব আল-কালূযানী বিশিষ্ট হাম্বলী ইমাম ও গ্রন্থ সংকলক। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং কাযী আবূ ইয়া'লার কাছে ফিকহ শিক্ষা করেন। এ ছাড়া তিনি ফারায়েযও শিক্ষা করেন। তিনি একাধারে শিক্ষকতা, ফতওয়া প্রদান এবং মুনাযারার দায়িত্ব পালন করেছেন। ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি ও শাখা মাসায়েল বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার বেশ কিছু চমৎকার কবিতা রয়েছে। একটি কাসীদায় তিনি তার ধর্মবিশ্বাস ও মাযহাব উল্লেখ করেছেন :

دَعْ عَنْكَ تَذكار الخليط الْمُتْحد - وَالشَّوْقَ نَحْوا الانسات الْخُرْدِ
والنَّوْحُ فِيْ تَذكَار شُعْدى أنما - تَذكَارُ سُعْدى شُغْلُ من لم يَسْعدِ
واسمع معانى ان اردت تخلصا - يوم الحساب وخذ بقولى تهتدى

"সাহায্যকারী অন্তরঙ্গ বন্ধুর আলোচনা এবং অন্তঃপুরবাসিনী প্রিয়াদের প্রতি ব্যাকুলতা বর্জন কর।

"আর সু'দার স্মরণে বিলাপ বর্জন কর, কেননা সু'দার স্মরণ হলো দুর্ভাগার কাজ। যদি তুমি হিসাব-দিবসে নিষ্কৃতি চাও,

"তাহলে আমার কথা শোন এবং আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, দেখবে তুমি সুপথপ্রাপ্ত হয়েছ।"

তিনি এ বছর জুমাদাল আখিরাহ মাসে আটাত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। জামে-কসর এবং জামে মানসূরে তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং তাকে ইমাম আহমাদের রওযার নিকটে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন।

হিজরী পাঁচশ এগার (৫১১) সাল

এ বছর সফর মাসের চার তারিখে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দেখা দেয়। আর সে রাতেই খ্রিস্টানগণ হাশা শহরের উপকণ্ঠে আক্রমণ চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করে নিজ ভূখণ্ডে ফিরে যায়। এছাড়া এ বছর বাগদাদে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, যার কারণে পশ্চিম বাগদাদের বহু বাড়িঘর ধ্বসে পড়ে এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

এ বছর খাদিম লু'লু' নিহত হয় আর এই ব্যক্তি তার গুরু রিযওয়ান ইবন তুতুশের মৃত্যুর পর হালব অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব জবর দখল করেছিল। একদল তুর্কী পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে। এই ব্যক্তি হালব থেকে জা'বার অভিমুখে বের হয়। তখন তার ক্রীতদাস ও অন্যান্যদের মিশ্রিত একটি দল 'খরগোশ খরগোশ' বলে চিৎকার করে। তখন তারা সকলে

একযোগে তাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করে। এ সময় তারা এমন ভাব দেখায়, যেন সত্যিই তারা কোন খরগোশ শিকার করছে।

এছাড়া এ বছর গিয়াসুদ্দীন সুলতান মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহ ইবন আলাপ আরসালান ইবন দাউদ ইবন মীকাঈল ইব্ন সালজূক মৃত্যুবরণ করেন। ইনি ছিলেন ইরাক ও খোরাসানসহ বিশাল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের শাসনকর্তা। তার স্বভাব-চরিত্র ছিল অতি উন্নত ও মহৎ। তিনি দয়ার্দ্র, ন্যায়পরায়ণ, কোমল ও সদাচারী ছিলেন। যখন তার আন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলো, তখন তিনি তার পুত্র মাহমূদকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাকে সিংহাসনে উপবেশনের নির্দেশ দিলেন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর[৭৮]। তখন সে রাজমুকুট ও শাহী-কঙ্কন পরিধান করে সিংহাসনে আরোহণ করে এবং শাসন পরিচালনা শুরু করে। এরপর যখন তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন, তখন সে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বিপুল পরিমাণ অর্থ সেনবাহিনীর কল্যাণার্থে ব্যয় করে। এই অর্থের পরিমাণ ছিল এক কোটি দশ লক্ষ দীনার। এভাবে তার শাসন কর্তৃত্ব সুসংহত হয় এবং বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে তার নামে খুতবা প্রদান করা হয়।

ঊনচল্লিশ বছর চার মাস কয়েক দিন[৭৯] বয়সে সুলতান মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেন। আর এ বছরই ন্যায়পরায়ণ শাসক নূরুদ্দীন মাহমূদ ইবন যানকী ইবন আকাসনাকার দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে তিনি ছিলেন হালবের প্রশাসক।

আর এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

কাযী মুরতাযা

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন কাসিম ইবন মুজাফফর ইবন আলী ইবন কাসিম শাহরযূরী, কাযী জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ শাহরযূরীর পিতা, নূরুদ্দীন যানকীর শাসনামলে দামেশকের কাযী। তিনি বাগদাদে কর্মজীবন শুরু করেন এবং সেখানেই ফিকহ শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী, যোগ্য ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং কাব্য রচনায় পারদর্শী। তাসাওউফ বিষয়ে তার একটি কাসীদা বা দীর্ঘ কবিতা রয়েছে। ইবন খাল্লিকান কাব্য সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিবেচনা করে পূর্ণ কাসীদাটি উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে তার প্রথম তিনটি পঙক্তি উল্লেখ করছি :

لَمَعَتْ نَارُهُمْ وَقَدْ عَسْعَسَ اللَّبْـ – ـلُ وَمَلَّ الْـحَادِيُّ وَحَارَ الدَّلِيْلُ

فَتَأَمَّلْتُهَا وَفِكْرِي مَنَ الْبَيْـ – ـنِ عَلِيْلٌ وَلَحظُ عَيْنِي كليلُ

وَفُؤَادِيْ ذَاكَ الْفُؤَادُ الْـمُعَنّٰى – وَغَرَامِيْ ذَاكَ الْغَرَامُ الدَّخِيْلُ

৭৮. আল-কামিলে রয়েছে, এ সময় তার বয়স ছিল ১৪-এর বেশি, আল-ইবারে এসেছে তখন সে যৌবনপ্রাপ্ত।

৭৯. ইবনুল আছীর কৃত আল-কামিলে এসেছে, সাঁইত্রিশ বছর চারমাস ছয় দিন। আল-ওয়াফীতে এসেছে (৫/৬২) সাঁইত্রিশ বছর কয়েক মাস।

"তাদের অগ্নি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর ইতোমধ্যেই রাতের অবসান ঘটেছে, উটচালক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং পথপ্রদর্শক হতবুদ্ধি হয়েছে।

"আমি তা নিরীক্ষণ করলাম, অথচ বিরহ বেদনায় আমার চিন্তাশক্তি অবসাদগ্রস্ত এবং দৃষ্টিশক্তি অবসন্ন (ঝাপসা)—

"আর আমার হৃদয় হলো সেই উদ্দিষ্ট হৃদয়, আর আমার প্রেম সেই গোপন প্রেম।"

তার রচিত আরও দু'টি কবিতা পঙ্‌ক্তি :

يَا لَيْلُ مَا جِئْتُكُمْ زَائِراً - الاَّ وَجَدْتُ الاَرْضَ تَطْوِى لِىْ
وَلاَ ثَنَيْتُ العَزْمَ عَنْ بَابِكُمْ - اِنَّا تَعَثَّرْتُ بِاَذْيَالِىْ

"হে রাত্রি! যখনই আমি তোমার দর্শনে এসেছি, তখনই আমার সফরের দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে।

"আর যখনই তোমাকে উপেক্ষা করে অন্যদিকে যাত্রা করেছি, তখন হোঁচট খেয়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছি।"

নিম্নোক্ত কবিতা পঙ্‌ক্তি দুটিও তার :

يَا قَلْبُ إلى مَتى لاَ يُفِيْدُ النُّصْحُ - وَعْ مَزْحَكَ كم جَنى عَلَيْهَ الْمَزْحُ
مَا جَارِحَةٌ مِنْكَ غَذَاهَا جُرْحُ - مَا تَشْعُرُ بِالخُمار حتى تَصْحُوَ .

"হে আমার হৃদয়! আর কতদিন তুমি হিতোপদেশ গ্রহণ করবে না—হাস্য-পরিহাস পরিত্যাগ কর। তুমি কি জান, তা তোমার কত বড় ক্ষতি করেছে?

"তোমার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। আর নেশার ঘোর না কাটলে তুমি তার আচ্ছন্নতা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারবে না।"

তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন। ইবন খাল্লিকান তার মৃত্যুকাল সম্পর্কে অন্য একটি মত উল্লেখ করে বলেন : ইমাদুদ্দীন, 'আল-আরীদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি ৫২০ হিজরীর পর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

মুহাম্মাদ ইবন সা'দ

ইবন নাব্‌হান, কাতিব আবূ 'আলী, তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং রিওয়ায়াত করেন। তিনি শতায়ু লাভ করেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি পরিবর্তিত হয়ে যান। তার অনেক চমৎকার কবিতা রয়েছে। তার অন্যতম একটি কাসীদার অংশ :

لِىْ رِزْقٌ قَدَّرَهُ اللّهُ - نَعَمْ وَرِزْقٌ اَتَوَقَّاهُ
حَتّى اِذَا اِسْتَوْفَيْتُ مِنْهُ - الَّذِىْ قَدَّرَ لِىْ لاَ اَتَعَدَّاهُ
قَالَ كِرَامُ كُنْتُ اَغْشَاهُمْ - فِىْ مَجْلِسٍ كُنْتُ اَغْشَاه
صَارَ ابن نَبْهَانَ إلى رَبِّـه - يَرْحَمُنَا اللّه واِيَّاهُ .

"আমার এমন এক রিয্ক রয়েছে, যা আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন, হ্যাঁ, আরেক প্রকার রিয্ক রয়েছে, যা থেকে আমি আত্মরক্ষা করি।

"আর আমি যখন আমার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ গ্রহণ করি, তখন আর আমি ওই পরিমাণ অতিক্রম করি না।

"যে সকল মহৎ প্রাণ ব্যক্তির মজলিসে আমি গমন করতাম, তারা তখন বলে উঠল :

"ইবন নাবহান তার রবের প্রতি ব্যাকুল হয়েছে, আল্লাহ্ তাকে এবং আমাদেরকে রহম করুন।"

আমীর আল-হাজ্জ

ইয়ামান ইবন আবদুল্লাহ্ আবুল খায়র আল-মুসতায্হিরী। তিনি ছিলেন বদান্য, মহৎপ্রাণ, প্রশংসাভাজন, দূরদর্শী ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তিনি আবূ নাসর আল-ইস্পাহানীর মাধ্যমে আবূ আবদুল্লাহ্ হুসায়ন ইবন তালহা নাআলী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। প্রথম প্রথম তিনি নামাযে ইমামতি করতেন। আর পরবর্তীতে তিনি যখন দূতরূপে ইস্পাহানে আসেন, তখন সেখানে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি এ বছর রবিউল আখির মাসে ইনতিকাল করেন এবং ইস্পাহানে সমাহিত হন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

হিজরী পাঁচশ বার (৫১২) সাল

এ বছর খলীফা মুসতায্হির বিল্লাহর নির্দেশে সুলতান মুহাম্মাদ[৮০] ইবন মালিকশাহের নামে খুতবা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া এ বছর দাবীস ইবন সাদাকা আল-আসাদী, সুলতান মাহমূদের কাছে আবেদন করেন তাকে তার পিতার শাসনকৃত হাল্লা ও অন্যান্য অঞ্চলের শাসন কর্তত্ব ফিরিয়ে দিতে। তখন সুলতান তার এ আবেদনে সাড়া দিলে তার মান-মর্যাদা বেশ বৃদ্ধি পায়।

খলীফা মুস্তাযহির বিল্লাহর ওফাত

তিনি হলেন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনুল মুকতাদী। তিনি ছিলেন সজ্জন, গুণী, ধীমান ও যোগ্য ব্যক্তি। এছাড়া তিনি হস্তলিপিতে পারদর্শী ছিলেন।

তাঁর শাসনামলে বাগদাদের দিনগুলি ছিল উৎসব মুখর। সদাচার ও পুণ্যাচারে তিনি ছিলেন আগ্রহী ও তৎপর। তিনি কোন প্রার্থীকে শূন্যহাতে ফেরাতেন না। সকলের প্রতি তার আচরণ ছিল অমায়িক। পরনিন্দাকারী কূটনীদের কথায় তিনি কর্ণপাত করতেন না। আর চাটুকারদের বিশ্বাস করতেন না। তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে পূর্ণ অবগতি ও দক্ষতার সাথে খিলাফতের

৮০. ইতোপূর্বে বিগত হয়েছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহ ৫১১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তারপর তার পুত্র মাহমূদ শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। ইনিই হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি খলীফার কাছে দূত মারফত বাগদাদে তার নামে খুতবা প্রদানের আবেদন করেন। তখন ৫১২ হি. মুহাররম মাসে ১৩ তারিখ জুমুআয় তার নামে খুতবা প্রদত্ত হয় (আল-কামিল, ১০/৫৩৩)।

যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার রচিত অনেক চমৎকার কবিতা রয়েছে। তার খিলাফতের আলোচনাকালে আমরা তা উল্লেখ করেছি। ইনতিকালের পর তাকে গোসল দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিম ইবন আকীল এবং ইবন সানী। আর তার জানাযা নামায পড়ান তার পুত্র আবূ মানসূর ফযল। জীবদ্দশায় তিনি যে গৃহে বসবাস করেন, সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সুলতান আলাপ আরসালানের মৃত্যুর পর খলীফা কায়িম বিল্লাহ ইনতিকাল করেন। অতঃপর সুলতান মালিকশাহের মৃত্যুর পর ইনতিকাল করেন খলীফা আল-মুকতাদী বিল্লাহ। অতঃপর সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর ইনতিকাল করেন এই খলীফা মুসতাযহির। তিনি রবিউল আখিরের ষোল তারিখ[৮১] একচল্লিশ বছর তিনমাস এগারদিন[৮২] বয়সে ইনতিকাল করেন।

খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর খিলাফাত

এই ব্যক্তি হলেন আবূ মানসূর ফযল ইবন মুসতাযহির। তার পিতা মুসতাযহির যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়, যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর এ সময় মসজিদসমূহে তার নামে জুমুআর খুতবার প্রচলন করা হয়। আর এর পূর্বে তেইশ বছর তিনি যুবরাজ হিসাবে ছিলেন। তার অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান দামিগানী। এদিকে মুসতারশিদের অনুকূলে বায়আত যখন সুস্থির হয়, তখন তার ভ্রাতা আবুল হাসান তিনজন সহচর নিয়ে নৌপথে পলায়ন করেন। এ সময় তিনি হাল্লা শহরে দাবীস ইবন সাদাকা ইবন মানসূর ইবন দাবীস ইবন আলী ইবন মাযীদ আল-আসাদীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন দাবীস তাকে সাদরে ও সসম্মানে আশ্রয় প্রদান করেন।

এদিকে তার ভ্রাতা খলীফা মুসতারশিদ এ তথ্য জানতে পেরে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং তার প্রধান মুখপাত্র যায়নাবীর মারফত এ ব্যাপারে দাবীসের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। আর খলীফার ভ্রাতা আবুল হাসান যখন এই পত্রের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি আশ্রয়দাতা দাবীসের কাছ থেকে পলায়ন করে মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই মরুভূমিতে অবস্থানকালে তিনি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন। তখন দুই বেদুঈন আরব তাকে পানি পান করায় এবং তাকে বাহনযোগে বাগদাদে নিয়ে আসে। অতঃপর ভাইয়ের সংবাদ জানতে পেরে

৮১. আল-ইবারে (৩/৪৯৫-এ রয়েছে রবিউল আখিরের মধ্যভাগে। আর 'কালের দুর্পণ গ্রন্থে (৮/৭৩) রয়েছে রবিউল আখির মাসের ছাব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার রাত্রে। যাহাবীকৃত আল-ইবারে (৪/২২৬) রয়েছে রবিউল আখির মাসের তেইশ তারিখ। আর আল-ওয়াফী বিল ওফায়াতে (৭/১১৫) রয়েছে রবিউল আখিরের সতের তারিখ। এছাড়া আল-মুনতাকামে (৯/২০০ রয়েছে রবিউল আখিরের তের তারিখ বৃহস্পতিবার রাত্রে।

৮২. আল-কামিলে (১০/৫৩৪) রয়েছে, ৪১ বছর, ৬ মাস ১০ দিন, আর আল-ইবারে (৪/৪৬) রয়েছে, মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বছর।

খলীফা মুসতারশিদ তাকে দরবারে খিলাফতে হাযির করেন। দীর্ঘদিন পর একে অন্যকে দেখে উভয় ভ্রাতা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং ভ্রাতৃস্নেহে উদ্বেলিত হয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করে কেঁদে ফেলেন।

এরপর খলীফা তার ভ্রাতাকে নিজস্ব বাস ভবনে, যেখানে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে থাকতেন, সেখানে অবস্থান করান এবং তাকে খুশি করার জন্য তার প্রতি সর্বপ্রকার সদাচার প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, আবুল হাসান এগার মাস বাগদাদে অনুপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে কোন বিবাদ-বিরোধ ব্যতীত মুসতারশিদের অনুকূলে খিলাফত সুসংহত হয়।

এ বছর বাগদাদে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি প্রকট আকার ধারণ করে। আর অনাবৃষ্টির কারণে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। এ সময় বেকার ভবঘুরেদের উৎপাত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। এমনকি প্রকাশ্যে দিবালোকে মানুষের বাড়িঘর লুণ্ঠন শুরু করে। কিন্তু সরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন, খাদিম।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

খলীফা মুসতায্হির

তার আলোচনা ইতোপূর্বে বিগত হয়েছে। তারপর মৃত্যুবরণ করেন তার পিতামহী এবং খলীফা মুকতাদীর মাতা।

আরজুওয়ান আরমিনিয়া

তাকে 'কুররাতুল আয়ন' বা নয়নতারা নামে ডাকা হত। তিনি ছিলেন সদয় ও বদান্য প্রকৃতির, মোট তিনবার হজ্জ পালন করেন। তিনি তার পুত্র মুকতাদী, পৌত্র মুসতায্হির এবং প্রপৌত্র মুসতারশিদের খিলাফাতকাল লাভ করেন। এমনকি প্র-পৌত্র মুসতারশিদের পুত্রেরও দর্শন লাভ করেন।

বাকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী

ইবন ফযল আবুল ফযল আল-আনসারী, তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াতকারী, হানাফী মাযহাবের প্রবাদ পুরুষ। তিনি ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষা করেন আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ আল-হালওয়ানী থেকে। দরসে যে কোন মাসয়ালা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনরূপ পূর্ব-প্রস্তুতি ও পুনঃঅধ্যয়ন ছাড়াই তার উত্তর দিতে পারতেন। অথচ ছাত্র থাকা অবস্থায় কোন কোন মাসয়ালা তিনি চারশবার পুনঃঅধ্যয়ন করেছেন। তিনি এ বছর শাবান মাসে ইনতিকাল করেন।

হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব[৮৩]

তিনি হলেন হুসায়ন যায়নাবী। তিনি কুরআন অধ্যয়ন যথার্থভাবে সম্পন্ন করেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন। আর ফিকহ শিক্ষা করেন আবূ আবদুল্লাহ দামিগানীর কাছে। ফিকহশাস্ত্রে

৮৩. আল-কামিলে (১০/৫৪৫)-এ রয়েছে আলী ইব্ন হাসান যায়নাবী, আর তায্কিরাতুল হুফফাযে রয়েছে ইবন আলী হাশিমী যায়নাবী।

তিনি গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতা লাভ করেন। এমনকি তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উপস্থিতিতে দরস ও ফাত্ওয়া প্রদান করতেন। তার সময়ে তিনিই ছিলেন হানাফী মাযহাবের শীর্ষ আলিম।

তিনি 'নূরুল হুদা' বা হিদায়াতের আলো উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং দূত হিসাবে বাদশাদের দরবারে গমন করেন। এছাড়া তিনি তালেবীদের এবং আব্বাসীয়দের মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর এই পদ থেকে কয়েক মাস পর অব্যহতি গ্রহণ করেন। তখন তার ভাই তররাদ এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এ বছর সফর মাসের এগার তারিখ সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল বিরানব্বই বছর। তার জানাযার নামায পড়ান তার পুত্র আবুল কাসিম আলী। তার জানাযায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উলামায়ে কিরাম উপস্থিত হন। তাকে মসজিদের গম্বুজের ভিতরের অংশে ইমাম আবূ হানীফার কবরের নিকট সমাহিত করা হয়।

ইউসুফ ইবন আহমাদ আবূ তাহির

তিনি ইবনুল জাযরী নামে পরিচিত, খলীফা মুসতাযহিরের আমলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মুসতারশিদ যখন 'যুবরাজ' তখন তিনি তার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন না। অতঃপর যখন মুসতারশিদ খিলাফত লাভ করেন, তখন তিনি এর শাস্তিস্বরূপ তার উপর এক লক্ষ দীনার জরিমানা আরোপ করেন।

অতঃপর তার এক অনুচর থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হলে সে একটি ঘরের প্রতি ইঙ্গিত করে, তখন সেখানে চার লক্ষ দীনার পাওয়া যায় এবং খলীফা তার সবটাই অধিগ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবুল ফযল[৮৪] ইবন খাযিন

তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় সহিত্যিক এবং গুণী কবি। তার অন্যতম প্রসিদ্ধ কয়েকটি কবিতা পঙ্ক্তি হলো :

وَافَيْتُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ اَرَ صَاحِبًا - اِنَّا تَلَقَّانِىْ بِوَجْهٍ ضَاحِكِ

وَالْبِشْرُ فِىْ وَجْهِ الْغُلَامِ نَتِيْجَةٌ - لِمُقْدِمَاتِ ضِيَاءِ وَجْهِ الْمَالِكِ

وَدَخَلْتُ جَنَّتَه وَزُرْتُ جَحِيْمَه - فَشَكَرْتُ رِضْوَانًا وَرَاْفَةَ مَالِكِ .

"আমি তার গৃহে পৌঁছে দেখি, প্রত্যেকেই আমাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাচ্ছে।

"আর গোলামের মুখাবয়বের প্রফুল্লতা তো মনিবের মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতারই আভাস।

"আমি তার জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন করলাম, আর রিয্ওয়ান ও মালিকের দয়ার্দ্রতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।"

---

৮৪. তিনি হলেন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ফযল ইবন আবদুল খালিক। যিনি ইবন খাযিন নামে খ্যাত। তার আদি নিবাস দীনাওয়ার অঞ্চলে। অবশ্য তার জন্ম-মৃত্যু বাগদাদে। তার জীবনচরিত দ্র. আল-ওফায়াত (১/১৪৯), আল-ওয়াকী বিল ওফায়াত (৮/৭৮)।

হিজরী পাঁচশ তের (৫১৩) সাল

এ বছর সুলতান মাহমূদ ইবন মুহাম্মাদ এবং তার চাচা সুলতান সানজার ইবন মালিকশাহ-এর মাঝে ঘোরতর একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেসব যুদ্ধে সানজার জয়লাভ করেন। ফলে এ বছরের জুমাদাল উলার ষোল তারিখে তার নামে বাগদাদে খুতবা পাঠ করা হয় এবং প্রতিটি প্রদেশে খুতবা থেকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম বর্জন করা হয়।

এ বছর ফারনাজ সেনা অভিযান পরিচালনা করে হালব নগরীটি দখল করে তাতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেন। ফলে মারদীন-এর শাসনকর্তা ইলগাযী ইবন আরতাক বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে পরাজিত করেন। তাদেরকে একটি পাহাড়ের সন্নিকটে অবরুদ্ধ করে সেখানে তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। তিনি তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত কাউকে রেহাই দেননি এবং নব্বইয়েরও অধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্দী করেন। পরে যারা নিহত হয়, তাদের মধ্যে ইনতাকিয়ার শাসনকর্তা সায়ারজলও ছিলেন। তার কর্তিত মস্তকটি বাগদাদ নিয়ে আসা হয়। সে ব্যাপারে জনৈক কবি বলেন :

قُلْ ما تَشَاءُ فقولك المقبول – وعليك بعد الخالق التعويل

واستبشر القرآن حين نصرته – وبكى لفقد رجاله الإنجيل .

"তোমার চাহিদা যৎসামান্য, যার ফলে তোমার বক্তব্য গৃহীত হয়। স্রষ্টার পরে আমি তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

"যখন তুমি তাকে পরাজিত করে জয়লাভ করেছ, তখন কুরআন উৎফুল্ল হয়েছিল। আর তার বাহিনীর পতনে ইনজীল ক্রন্দন করেছিল।"

এ বছর বাগদাদের কোতয়াল আমীর মানকুবারস নিহত হয়। লোকটি অত্যাচারী এবং খারাপ চরিত্রের ছিল। সুলতান মাহমূদ ইবন মুহাম্মদ-এর নির্দেশে তারই সামনে নির্যাতন করে তাকে হত্যা করা হয়। তার কয়েকটি কারণ ছিল : তন্মধ্যে একটি কারণ হলো, সে তার পিতার দাসীকে তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে করেছিল। তাকে হত্যা করে সুলতান মাহমূদ ইবন মুহাম্মদ ভালই করেন। আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে তার জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তিদান করেন।

এ বছর আল-হাসান আদ-দামিগানীর মৃত্যুর পর আল-আকমাল আবুল কাসিম ইব্‌ন আসী ইবন আবী তালিব ইবন মুহাম্মদ আয-যায়নাবী বাগদাদের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

এ বছর ইবরাহীম আল-খলীল (আ) ও তাঁর পুত্র ইসহাক ও পৌত্র ইয়াকূব (আ)-এর কবর আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষ সেগুলো প্রত্যক্ষ করে। তাঁদের দেহগুলো অক্ষত ছিল এবং তাঁদের নিকটে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রদীপ ছিল। ইবনুল খাযেন তার ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ

করেছেন এবং ইবনুল জাওযীর 'মুনতাযাম' থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

ইবন উকায়ল

তাঁর নাম আলী উকায়ল ইবন মুহাম্মাদ আবুল ওফা। তিনি বাগদাদস্থ হাম্বলীদের শায়খ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি চারশত এক হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন সাবতার নিকট কুরআন পাঠ শিক্ষা করেন ও বহু হাদীস শ্রবণ করেন। আবূ ইয়ালা ইবনুল ফাররার নিকট ফিকহ, আলী ইবন বুরহান-এর নিকট আরবী সাহিত্য, আবদুল মালিক ইব্ন হামদানীর নিকট ফারায়েয, 'ইবন সামঊন'-এর রচয়িতা আবূ তাহির ইবনুল আল্লাফ-এর নিকট ওয়ায এবং আবুল ওয়ালীদ আল-মুতাযিলীর নিকট উসূল শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সকল মাযহাবের যে কোন আলিমের সঙ্গে উঠাবসা করতেন। এর জন্য তাঁর কোন কোন সাথী তাঁকে মাঝে মধ্যে তিরস্কার করতেন; কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। সে কারণে তিনি যশ-খ্যাতিতে তার সময়ের ব্যক্তিবর্গকে ছাড়িয়ে যান এবং পবিত্রতা ও দীনদারীর সঙ্গে অনেক বিদ্যায় তৎকালের লোকজনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বার কয়েক ওয়ায করেছেন। কিন্তু তাতে ফিতনার সূত্রপাত হলে তিনি ওয়ায করা ছেড়ে দেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত উপভোগ করার ক্ষমতা প্রদান করেন।

আলী ইবন উকায়ল ইবন মুহাম্মদ এ বছরের জুমাদাল উলার ২ তারিখ শুক্রবার সকালে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার বয়স আশি অতিক্রম করেছিল। তাঁর জানাযায় বিপুল লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁকে ইমাম আহমাদ-এর কবরের সন্নিকটে 'খাদিম মুখলিস-এর পার্শ্বে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ আদ-দামিগানী

ইনি ছিলেন প্রধান বিচারপতি পিতার প্রধান বিচারপতি পুত্র। চারশত ছেচল্লিশ হিজরীর রজব মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন বাগদাদের বাবুত-তাক অঞ্চলের বিচারক নিযুক্ত হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। তিনি আর শুরায়হ ব্যতীত অন্য কেউ চারজন খলীফার আমলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানা যায় না। নেতৃত্ব, দীনদারী ও পবিত্রতায় তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চব্বিশ বছর ছয় মাস বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কবর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কবরের নিকট অবস্থিত।

আল-মুবারাক ইবন আলী

তাঁর নাম আল-মুবারক ইব্ন আলী ইবনুল হুসায়ন আবূ সা'দ আস-মুকাররামী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল-এর মাযহারের ফিকহ শিক্ষালাভ করেন। তিনি

বিতর্ক করেছেন, ফাতওয়া প্রদান করেছেন, অধ্যাপনা করেছেন এবং এতো অধিক পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করেছেন যে, ইতিপূর্বে অন্য কেউ এতো গ্রন্থ রচনা করেননি। তিনি উপ-বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পন্থা-পদ্ধতি ছিল চমৎকার। তিনি বিচারকার্যে সঠিক রায় প্রদান করতেন। তিনি বাবুল আয্‌জ নামক স্থানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি শায়খ আবদুল কাদির আল-যীলি আল-হাম্বলীর মাদরাসা নামে খ্যাত ছিল। এক সময় বিপুল অর্থ-সম্পদ প্রদানপূর্বক তাকে বিচারকের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি প্রদান করা হয়। এটি পাঁচশত এগার হিজরীর ঘটনা।

আল-মুবারক ইব্‌ন আলী এ বছরের মুহাররম মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ইমাম আহমাদ (র)-এর কবরের নিকট আবূ বকর আল-খাল্লাল-এর কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

হিজরী পাঁচশ চৌদ্দ (৫১৪) সাল

এ বছর রবিউল আউয়ালে মুহাম্মাদ ইবন মালিকশাহের দুই পুত্র সুলতান মাহমূদ ও মাসউদ-এর মাঝে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনাটি ঘটে আসাদাবায ঘাঁটির নিকট। সে যুদ্ধে মাসউদ বাহিনী পরাজিত হয় এবং তার উযীর উস্তাদ আবূ ইসমাঈল ও একদল আমীর বন্দী হন। সুলতান আহমদ জাহীর আবূ ইসমাঈলকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। ফলে তাকে হত্যা করা হয়। তখন তার বয়স ছিল ষাটের অধিক। রসায়ণশাস্ত্র বিষয়ে তিনি বেশ কটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর সুলতান মাহমূদ তার ভাই মাসউদকে নিরাপত্তা পত্র প্রেরণ করেন এবং ডেকে পাঠান। উভয়ে মুখোমুখি হলে দু'জনই কেঁদে ফেলেন এবং সন্ধি করে নেন।

এ বছর হুল্লার শাসনকর্তা কয়েকটি নগরী লুণ্ঠন করে বাগদাদ গিয়ে দারুল খিলাফতের ঠিক সামনে তাঁবু স্থাপন করে এবং মনের যতসব বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শত্রুরা কিভাবে পিতার ছিন্ন মস্তক নিয়ে নগরীর পর নগরী প্রদক্ষিণ করেছিল, তার বিবরণ দেয় এবং খলীফা আল-মুসতারশিদ বিল্লাহকে হুমকি প্রদান করে। ফলে খলীফা তাকে নিরাপদে বসবাস করার অনুমতি প্রদান করে তার নিকট লোক প্রেরণ করেন এবং সহসাই তার ও সুলতান মাহমূদের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সুলতান মাহমূদ বাগদাদ এসে দাবীসের নিকট লোক পাঠিয়ে তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। দাবীস তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং স্বভাবসুলভ দাপট প্রদর্শন করে। কিন্তু পরে সে সুলতানের পুল লুণ্ঠন করে এক হাজার নৌযান নিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য গমন করে। কিন্তু সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাবীস পালিয়ে 'ইলগাযীর' নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে এক বছর অবস্থান করে। পরে 'হুল্লায়' ফিরে গিয়ে সে তার কৃত অপরাধের জন্য খলীফা ও সুলতান মাহমূদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করে। কিন্তু তারা তার নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। সুরতান মাহমূদ সেনাভিযান পরিচালনা করে তাকে অবরোধ করে ফেলেন এবং প্রায় এক বছর তাকে কোনঠাঁসা করে

রাখেন। এই সময়ে সে নিজ নগরীতে এমনভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে যে, তার বাহিনী তার নিকট পৌঁছুতে সক্ষম হয়নি।

এ বছর তাফলীসের সন্নিকটে কুরজ ও মুসলমানদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফাকজাকের কাফিররা কুরজের সঙ্গ দেয়। তারা বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে, মুসলমানদের অনেক সম্পদ হস্তগত করে এবং প্রায় চার হাজার মুসলমানকে বন্দী করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কুরজরা উক্ত অঞ্চলটি লুটে নেয়, তারা নানা গর্হিত কাজে লিপ্ত হয় এবং কিছুদিন তাফলীসকে অবরুদ্ধ করে রাখে। তারপর সেখানকার বিচারক ও খতীবগণ তাদের নিকট গিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে তারা তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে অঞ্চলটি দখল করে নেয়। তারা সেকানকার অধিকাংশ নাগরিককে হত্যা ও শিশুদের বন্দী করে এবং তাদের সকল সহায়-সম্পদ দখল করে নেয়। 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

এ বছর জুসকীন আল-কারনাজী একদল আরব ও তুর্কমানের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে, তাদের মালামাল নিয়ে নেয়। এই লোকটি ছিল রুহা'র শাসনকর্তা।

এ বছর আয়্যারীরা বাগদাদে চড়াও হয়ে দিনে-রাতে প্রকাশ্যে অনেক বাড়ি-ঘর দখল করে নেয়। 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।'

এ বছর আরব দেশে মুহাম্মদ ইবন তুমারাত-এর রাজত্বের সূচনা হয়। এই লোকটির কাহিনীর সূচনা এভাবে হয় যে, তিনি প্রথম জীবনে আরব থেকে এসে বাগদাদের নিযামিয়ায় বসবাস শুরু করেন এবং বিদ্যার্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এক পর্যায়ে গাযালী ও অন্যান্যদের মৌলিক ও শাখাগত অনেক বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বন্দেগী-পরহেযগারী জাহির করে চলতেন। অনেক সময় সুন্দর পোশাকের জন্য তিনি গাযালীর সমালোচনা করতেন। বিশেষ করে নিযামিয়ায় অধ্যাপনাকালীন সময়ে পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত পোশাক পরিধানের জন্য তিনি তাঁর ঘোর সমালোচনা করেন। অনুরূপ অন্যদেরও তিনি সমালোচনা করতেন।

তারপর তিনি হজ্জ করে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতেন এবং মানুষকে কুরআন পড়াতেন ও ফিকহ্ শিক্ষা দিতেন। এভাবে মানুষের মাঝে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

একদা আফ্রিকার শাসনকর্তা ইয়াহইয়া ইবন তামীম ইবনুল মুঈয্ ইবন বাদীস তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ইবন তামীম তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে দু'আর আবেদন জানান। এই ঘটনাও তাকে বিখ্যাত করে তোলে এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

তার সঙ্গে একটি চামড়ার পানপাত্র, আর একটি লাঠি ছাড়া অন্য কিছুই থাকতো না। আর তিনি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করতেন না। পরে দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি 'মারাকেশ' প্রবেশ করেন। সে সময়ে তাঁর শিষ্য আবদুল মুমিন

ইবন আলী তাঁর সঙ্গে ছিল। আবদুল মুমিনের মাঝে তিনি সম্ভ্রান্ততা ও মেধার আভাস পেয়েছিলেন।

মারাকেশে তিনি অন্যান্য দেশের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি অপরাধ প্রত্যক্ষ করেন। তার একটি হল, পুরুষরা মুখে নেকাব পরিধান করে চলে, আর মহিলারা মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করে হাঁটে। মুহাম্মাদ ইব্ন তাওমারাত এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে নেমে পড়েন। এমনকি একদিন তিনি মারাকেশের বাদশাহ ইউসুফ-এর বোনকে অপর কয়েকজন মহিলাসহ খোলামুখে ভ্রমণ করতে দেখেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা প্রতিবাদ শুরু করেন এবং তাদের বহনকারী পশুগুলোর মুখে আঘাত করতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে বাদশাহর বোন বাহন থেকে পড়ে যায়। এর জন্য বাদশাহ তাকে রাজ-দরবারে হাযির করেন এবং দেশের ফকীহগণকেও উপস্থিত করেন। মুহাম্মদ ইবন তাওমারাত সকলের সামনে তার মতের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন এবং বিশেষভাবে বাদশাহকে উপদেশ প্রদান করেন। এমনকি ওয়ায করে তিনি বাদশাহকে কাঁদিয়ে ছাড়েন। এরপরও বাদশাহ তাকে তার রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। ফলে মুহাম্মদ ইবন তাওমারাত তার দুর্নাম রটাতে এবং জনগণকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে শুরু করেন। তাতে বহুলসংখ্যক মানুষ তার সঙ্গে এসে যোগ দেয়। অগত্যা বাদশাহ ইউসুফ তার বিরুদ্ধে বিশাল এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ইবন তাওমারাত তাদের পরাস্ত করেন। এতে তার মর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যায় এবং তিনি 'মাহদী' এবং তার বাহিনী 'জায়শুল মুওয়াহহিদীন' তথা একত্ববাদীদের বাহিনী হিসাবে আখ্যায়িত হয়। তিনি তাওহীদ আকীদা বিষয়ে 'আল-মুরশিদাহ' নামক একটি কিতাব রচনা করেছেন।

তারপর মারাকেশ সম্রাটের বাহিনীর সাথে তার একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে তার প্রায় সত্তর হাজার লোক নিহত হয়। এসব ঘটনা ঘটে 'আবূ আবদুল্লাহ আত-তাওমারাতীর' ইঙ্গিতে।

এ লোকটি দাবী করতো যে, একজন ফেরেশতা এসে তাকে কুরআন ও মুয়াত্তা শিক্ষা দিয়েছে এবং তার কাজের জন্য এমন কতিপয় ফেরেশতা নিয়োজিত আছে যারা 'সামাহ-কূকো' এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ দাবীর সপক্ষে প্রচারণা চালাবার জন্য সে কূপের নিকট কতিপয় লোককে নিযুক্ত করে রেখেছিল। একদিন মুহাম্মদ ইবন তাওমারাত বিষয়টি তদন্তের জন্য কূপের আশপাশে অবস্থানরত লোকদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তারা দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি লোকগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে কূপটিকে ভরে ফেলার আদেশ প্রদান করেন। ফলে তারা সব ক'জন মৃত্যুবরণ করে। এজন্যই প্রবাদ আছে। "যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীকে সাহায্য করে, তাকেই তার উপর লেলিয়ে দেয়া হয়।"

তারপর 'মাহ্দী' দাবিদার ইবন তাওমারাত মারাকেশ অবরোধের জন্য আবূ আবদুল্লাহ তাওমারাতী ও আবদুল মুমিন-এর নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে মারাকেশের অধিবাসীরা তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে আসে। উভয় বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সে যুদ্ধে

যারা নিহত হয়, তাদের একজন হলো আবূ আবদুল্লাহ আত-তাওমারাতী, যে দাবী করতো যে, ফেরেশতারা তার সাথে কথা বলে। কিন্তু তাকে নিহতদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন লোকেরা বলল : নিশ্চয়ই ফেরেশ্তারা তাকে তুলে নিয়ে গেছে। অথচ ঘটনা হলো : লোকেরা রণাঙ্গনে থাকতে থাকতে আবদুল মুমিন তাকে দাফন করে ফেলেছিল। তার সঙ্গে 'মাহদী' বাহিনীর অনেক লোক মারা যায়।

মুহাম্মদ ইবন তাওমারাত যখন এ বাহিনীটি প্রেরণ করেন, তখন তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ শুনে তার রোগ আরো বেড়ে যায় এবং আবূ আবদুল্লাহ তাওমারাতীর মৃত্যু সংবাদ তার নিকট অপ্রীতিকর মনে হয়। সে সময় তিনি তার মৃত্যুর পর আবদুল মুমিন ইবন আলী তার স্থলাভিষিক্ত হবে বলে ঘোষণা দেন এবং তাকে আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত করেন। আবদুল মুমিন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। তারপর ইব্ন তাওমারাত মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল একান্ন বছর। আর তার রাজত্বের মেয়াদ ছিল দশ বছর।

আবদুল মুমিন ইবন আলী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করেন এবং তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী বলে পরিচিত হন। ফলে মানুষ তাকে বরণ করে নেয়। তার সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে এবং তার সেনা ও প্রজা সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। মারাকেশ সম্রাট তাশ্ফীনের সঙ্গে তার শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের মাঝে পঁয়ত্রিশ বছর যাবত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। তাশফীন মৃত্যুবরণ করলে তদীয় পুত্র তার স্থলাভিষিক্ত হন। এক রমযানের সাতাশ তারিখ রাতে ঊনচল্লিশ বছর বয়সে তিনিও মারা গেলে তার ভাই ইসহাক ইবন আলী ইবন ইউসুফ ইবন তাশফীন তার স্থলাভিষিক্ত হন। আবদুল মুমিন তার বিরুদ্ধে আভিযান পরিচালনা করে উক্ত অঞ্চলটিও দখল করে নেন এবং মারাকেশ নগরী জয় করে ফেলেন। সেই যুদ্ধে তিনি এত পরিমাণ মানুষকে হত্যা করেন যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আবদুল মুমিন মারাকেশের শাসনকর্তা ইসহাককেও হত্যা করেন। তখন ইসহাক-এর বয়স ছিল মাত্র বিয়াল্লিশ বছর। ইসহাক ছিলেন মারাবিত রাজাদের সর্বশেষ ব্যক্তি। তাদের রাজত্ব সত্তর বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে চার ব্যক্তি বাদশাহ হয়েছিলেন। আলী, তাঁর পুত্র ইউসুফ, ইউসুফের দুই পুত্র আবূ সুফিয়ান ও ইসহাক। যা হোক, আবদুল মুমিন 'মারাকেশে' স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং উক্ত অঞ্চলে তার রাজত্ব সুদৃঢ় হয়ে যায়।

আবদুল মুমিন তেতাল্লিশ বছর বয়সে 'দাকাসায়' দুই লাখ পদাতিক এবং বিশ হাজার অশ্বারোহী বাহিনীর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। 'দাকাসা' বিরাট একটি গোত্রের নাম। এ বাহিনীর সৈন্যরা সকলেই ছিল বীর বাহাদুর। তারা উক্ত গোত্রের বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করে, শিশু-কিশোর ও নারীদের বন্দী করে এবং তাদের সহায়-সম্পদ দখল করে নেয়। এমনকি আবদুল মুমিন এক-একটি সুন্দরী দাসীকে মাত্র কয়েক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেন।

ইব্‌ন তাওমারাতের শাসন, দেশ দখল, অত্যাচার-নির্যাতন, সীমালংঘন ও মানুষ হত্যা ইত্যাদি যা তার আমলে সংঘটিত হয়েছিল, সেসব লিপিবদ্ধ করলে স্বতন্ত্র একটি খণ্ডের গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সুন্নী

ইনি হলেন আহমাদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সুন্নী আবুল বারাকাত। তিনি সনদসহ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি খলীফা আল-মুসতায্হির-এর সন্তানদের ইলম শিক্ষা দিতেন। পরবর্তীতে খিলাফাত আল-মুসতারশিদ-এর হাতে আসলে তাঁকে তিনি রাজকোষের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি বিপুল সম্পদের মালিক ছিলেন এবং অনেক দান করতেন। তিনি আলিমদের খাতির-যত্ন করতেন। মৃত্যুর সময় তিনি বিপুল সম্পদ রেখে যান, প্রায় দুই লাখ দীনার। সেখান থেকে ত্রিশ হাজার দীনার মক্কা ও মদীনায় দান করার জন্য অসীয়ত করে যান। ছাপ্পান্ন বছর তিন মাস বয়সে এ বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উযীর আবূ আলী ইবন সাদাকা তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন এবং 'বাবে হারবে' তিনি সমাহিত হন।

আবদুর রহীম ইব্‌ন আবদুল কবীর

ইনি হলেন আবদুর রহীম ইবন আবদুল কবীর ইবন হাওয়াযিন, আবূ নাসর আল-কুশায়রী। তিনি নিজের পিতা ও ইমামুল হারামায়ন থেকে কুরআন শিক্ষা করেন এবং একদল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মেধা ও ধীশক্তি, প্রত্যুৎপন্ন ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা ও সুদক্ষ বিশুদ্ধ যবানের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি বাগদাদ এসে ওয়ায করেন। কিন্তু তাতে হাম্বলী ও শাফিঈদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায়। সেই ফিত্না দমনের জন্য শরীফ আবূ জাফর ইব্‌ন আবূ মূসা তাকে গ্রেফতার করে বাগদাদ থেকে তাড়িয়ে দেন। তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল আযীয ইবন আলী

ইনি হলেন আবদুল আযীয ইবন আলী ইবন হামিদ আবূ হামিদ আদ-দায়নুরী। তিনি বিপুল সম্পদের মালিক ছিলেন এবং অনেক দান-খয়রাত করতেন। খলীফার নিকট তার বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। হাদীস বর্ণনা করেন এবং ওয়ায করতেন। তিনি লাবণ্যময় ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি রহি নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ পনর (৫১৫) সাল

এ বছর সুলতান মাহমূদ আমীর ইলগাযীকে মায়াফারিকীন নগরীটি জায়গীর হিসেবে প্রদান করেন। তারপর পাঁচশত আশি হিজরীতে সালাহুদ্দীন ইউসুফ ইবন আইউব কর্তৃক সেটি

ফিরিয়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত নগরীটি তার সন্তানদের হাতে থাকে। এ বছর খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আকসানকার আল-বারশাকী মূসেল শহরটি জায়গীর হিসেবে প্রদান করেন।

এ বছর ইলগাযীর ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক ইবন বাহ্‌রাম 'রুহা' শহরটি অবরোধ করেন। তিনি 'রুহার' রাজা জুসকীন আল-ইফরানজী এবং তার একদল নেতৃস্থানীয় সহচরকে বন্দী করেন এবং তাদেরকে খারতাবারত দূর্গে আটক করে রাখেন।

এ বছর ঝড়োবায়ু প্রবাহিত হয়। এক নাগাড়ে তিনদিন অব্যাহত থাকা এই বায়ু বিপুল সংখ্যক মানুষ ও গবাদি পশু ধ্বংস করে ফেলে।

এ বছর হিজাযে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তাতে 'রুকনে ইয়ামানী' দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার অংশবিশেষ ধ্বসে পড়ে। তা ছাড়া মসজিদে নববীরও কিছু অংশ ধ্বসে পড়ে।

এ বছর মক্কায় এক আলাভী ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই লোকটি নিযামিয়া মাদরাসায় ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করতো এবং সৎকাজের আদেশ দিত এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতো। তাতে বেশ কিছু লোক তার অনুগামী হয়ে যায়। যার ফলে মক্কার শাসক ইবন আবূ হাশিম তাকে বাহরাইনে দেশান্তর করেন।

এ বছর ইস্পাহানের রাজপ্রাসাদ আগুনে ভষ্মীভূত হয়। তাতে তার লাল ইয়াকূত ব্যতীত যত স্বর্ণ-রৌপ্য, মণিমুক্তা সব ধ্বংস হয়ে যায়। এর এক সপ্তাহ আগে ভষ্মীভূত হয় ইস্পাহানী জামে মসজিদ। বিশাল এক মসজিদ ছিল সেটি। তাতে হাজার দীনার মূল্যের কাঠ ছিল। তাতে সর্বমোট পাঁচশত জিলদ কুরআন মজীদ পুড়ে যায়। এর মধ্যে হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর হস্তলিখিত কপিটিও ছিল। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।"

এ বছর শা'বান মাসে খলীফা আল মুসতারাশদ অতিশয় জাঁকজমকের সাথে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময় সুলতান মাহমূদ ও মাসঊদ ভ্রাতৃদ্বয় এসে তাঁর সামনে উপবেশন করেন। খলীফা সুলতান মাহমূদকে সাতটি পোশাক, একটি হার, দুটি কংকন ও একটি মুকুট উপহার দেন এবং চেয়ারে বসিয়ে তাকে উপদেশ দেন। খলীফা তাকে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে শোনান :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۔

"কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।" (৯৯ : ৭-৮)।

খলীফা তাকে প্রজাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের আদেশ প্রদান করেন এবং নিজহাতে দু'টি পতাকা তৈরি করে তাদের হাতে তুলে দেন। তারপর দুই ভাই সম্মান প্রদর্শন পূর্বক অনুগতের ন্যায় বেরিয়ে যান। সেনাবাহিনী মহাসমারোহে তাদের সামনে এগিয়ে চলে।

এ বছর কাতান আল-খাদিম লোকদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

ইবনুল কুত্তা' আল-লুগাবী আবুল কাসিম আলী ইবন জাফর ইবন মুহাম্মদ

ইনি হলেন ইব্নুল কুত্তা আল লুগাবী আবুল কাসিম আলী ইবন জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আহ্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল আগলাব আস-সাদী আস-সাকাফী। পরে আল-মিসরী আল-লুগাবী। তিনি 'কিতাবুল আফআল'-এর রচয়িতা, আলী ইবনুল কাত্তিয়ায় যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আরো অনেক রচনা রয়েছে। ফারনাজ সাকলিয়াদের ধর-পাকড় শুরু করলে পাঁচশত হিজরীর শেষের দিকে তিনি মিসর গমন করেন। মিসরীরা তাকে যারপরনাই শ্রদ্ধার সাথে বরণ করে নেয়। দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি কিছু ভুল-ভ্রান্তি করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি ভাল ও শক্তিশালী কিছু কবিতা রচনা করেন। তার বয়স আশি বছর অতিক্রম করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল কাসিম শাহেনশাহ

আবুল কাসিম শাহেনশাহ্ আল-আফজাল। তিনি ছিলেন মিসর সেনাবাহিনী প্রধানের পুত্র। ফাতিমী সাম্রাজ্যের নীতিনির্ধারক। মিসর সেনাপ্রধান কায়সারিয়্যা তারই বংশের লোক। সাধারণ মানুষ তাকে 'আরজুশ' নামে ডাকতো। তার পিতা ইসকান্দারিয়া বন্দরের আতর বাজারের জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। আসকালানে আর-রাস নামক ময়দানেও তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পিতা সূর নগরীতে আল-মুসতানসির-এর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। কারো কারো মতে আক্কা নগরীতে খলীফা আল-মুসতান্সির-এর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। পরে শীত মওসুমে তাকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নেন। তিনি নৌপথে রাজধানী গিয়ে পৌঁছেন। এরপর খলীফা তাকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। দায়িত্ব লাভের পর তিনি মিসরের ভেঙে পড়া কাঠামো পুনর্বিন্যাস করেন। আর আটাশি বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তার এই পুত্র আল-আফজাল ওযারতের দায়িত্বে সমাসীন হন। দক্ষতা ও শৌর্য-বীর্যে ইনিও পিতার অনুরূপ ছিলেন। মুসতানসির মৃত্যুর সময় তাকে খলীফা নিযুক্ত করে যান। তিনি দীর্ঘকাল এ পদে সমাসীন থাকেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ, সচ্চরিত্রবান ও সুশাসক ছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। এ বছর রমযানে এক ঘাতক হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। সে সময় তিনি বাহনে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল সাতান্ন বছর।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি আটাশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সে সময় তাঁর আবাস ছিল মিসরের দারুল ওকাসায়। তার বিপুল ঐশ্বর্য ছিল। যার পরিমাণ ছিল নির্ণয়ের অতীত। এ বিপুল সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি-পশু, ক্ষেত-খামার ও মহামূল্যবান ধাতব বস্তু এ সমুদয় সম্পদ ফাতিমী খলীফার হাতে চলে যায়। খলীফা এগুলোকে কোষাগারে রেখে দেন। এর ফলে তিনি কর্পদকশূন্য হয়ে যান এবং আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বাতায়েহীকে তার স্থলে নিযুক্ত করেন এবং তাকে আল-মামুন উপাধি প্রদান করেন।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন : আল-আফজাল মৃত্যুর সময় ষাট কোটি দীনার, দুইশত পঞ্চাশ হাজার দিরহাম, সত্তরটি রেশমী কাপড়, ত্রিশটি ইরাকী সোনার পাত্র। আর হাজার দীনার মূল্যের মুক্তা খচিত সোনার দোয়াত, একশত সোনার পেরেক, যার প্রতিটির ওযন ছিল একশত মিসকাল। এগুলো তিনি বসতেন, এমন দশটি স্থানে রাখা ছিল। প্রতিটি পেরেক একটি করে রুমাল দ্বারা পেঁচিয়ে সোনার সুতা দ্বারা বেঁধে রাখা ছিল, যার প্রতিটি রুমালের রঙ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আর তিনি পাঁচশত বাক্স ভর্তি ব্যবহার্য কাপড় রেখে যান।

ইবন খাল্লিকান আরো বলেন : আল-আফজাল মৃত্যুকালে দাস-দাসী, ঘোড়া-খচ্চর বাহন, মিশক-সুগন্ধি ও অলংকারাদি এত পরিমাণ রেখে যান, যার পরিমাণ মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। আর এত পরিমাণ গরু-মহিষ, ছাগল রেখে যান যার উল্লেখে মানুষ লজ্জাবোধ করে। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর তিনি এসব পশুর দুধ বিক্রি করে ত্রিশ হাজার দীনার আয় করেন। আর রেখে যান দুটি বড় সিন্দুক ভর্তি সোনার সুঁই, যেগুলো মহিলারা সেলাইয়ের কাজে ব্যবহার করতো।

আবদুর রায্‌যাক ইবন আবদুল্লাহ

ইবন আলী ইবন ইসহাক আত-তূসী। তিনি হলেন নিযামুল মুল্‌ক-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ইমামুল হারামায়নের নিকট ইল্‌মে ফিকহ্ শিক্ষা করেন। তিনি ফতোয়া প্রদান ও অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং মুনাযারা বা বিতর্ক করেন। তিনি কিছুদিন বাদশাহ্ সানজার-এর উযীরের দায়িত্ব পালন করেন।

খাতুন আস-সাফারিয়্যাহ

সুলতান মালিকশাহের রক্ষিতা। তিনি ছিলেন দুই বাদশাহ্ মুহাম্মদ ও সানজার-এর জননী। তিনি অনেক দান-সদকা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। তার পক্ষ থেকে প্রতি বছর এক ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করতো। তার মাঝে দীন ও কল্যাণ ছিল। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তিনি তার মা ও পরিজনের সন্ধান লাভ করেন। তাদের খোঁজ পেয়ে তাদের নিকট বিপুল সম্পদ প্রেরণ করেন এবং তাদের এনে হাযির করেন। চল্লিশ বছরের বিরহের পর মা ও মেয়ের মিলন ঘটে। কিন্তু এতদিন পর মা তাকে চিনবেন কীভাবে? তিনি তার দাসীদের মাঝে বসেন। মা-তার কথা শুনে তাকে চিনে ফেলে এবং উঠে কাছে গিয়ে দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় এবং উভয়ে ক্রন্দন করেন। তারপর মা তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তুর্কী ও অনারব রাজ্যে দুই মুসলিম রাজা জন্মদানে তিনি এক বিরল মহিলা। এর অল্পই নযীর ছিল। হাতে গোনা আরো যে ক'জন আছেন। তারা হলেন : বিলাদাহ বিনতুল আব্বাস। এই মহিলা আবদুল মালিকের ঔরসে ওলীদ ও সুলায়মানকে জন্ম দেয়। আরেকজন হলেন শাহ্‌ন্দ। ইনি ওলীদ-এর ঔরসে জন্ম দেন ইয়াযীদ ও সুলায়মানকে। এরা দুজনও খলীফা নিযুক্ত

হয়েছিলেন। আরেকজন হলেন খায়যারান। ইনি আল-মাহদীর ঔরসে হাদী ও আর-রশীদকে জন্ম দেন।

আত-তুগরায়ী

তাঁর নাম হুসায়ন ইবন আলী ইবন আবদুস সামাদ মুআয়্যিদুদ্দীন আল-আজফাহামী আল-লায়ছী আশ-শায়ির। তিনি তুগরায়ী নামে পরিচিত এবং 'লামিয়াতুল আজম' গ্রন্থের রচয়িতা। কিছুদিনের জন্য ওযারতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাঁচশত পাঁচ হিজরী সনে 'লামিয়াতুল আজম' নামে বাগদাদে বসে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, ইবন খাল্লিকান সেটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। তাতে তিনি যেসব কবিতার অবতারনা করেন তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

اصالة الرأى صانتنى عن الخطل - وحلية الفضل زانتنى لدى العطل

مجدى أخيرا و مجدى اولا شرع - والشمس رأد الضحى كالشمس فى الطفل

فيم الإقامة بالزوراء؟ لاسكنى - بـمـا ولا ناقتى فيها ولا جملى

"মতের যথার্থতা আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, আর মহানুভবতার অলংকার আমার গ্রীবাকে করেছে সৌন্দর্যমন্ডিত।

"আমার মর্যাদা শেষেও শরীআত এবং শুরুতেও শরীআত। আর সূর্য অপরাহ্ন-বেলার সূর্যের ন্যায় প্রভাতকে আলোকিত করেছে।

"আমি যাওরায় অবস্থান কেন করবো? কেন বসবাস করবো? সেখানে তো আমার উটনীও নেই এবং উটও নেই।"

ইবন খাল্লিকান পঙক্তিগুলো পুরোপুরি বিবৃত করেছেন এবং এগুলো ব্যতীত অন্য কবিতারও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ ষোল (৫১৬) সাল

এ বছর মুহাররম মাসে সুলতান তাগার লাবাক তার ভাই মাহমূদ-এর আনুগত্যে ফিরে আসেন। ইতিপূর্বে তিনি তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে আজারবাইজান রাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন।

এ বছর সুলতান মাহমূদ আকসানকারকে মূসেলের সঙ্গে ওয়াসিল নগরীটিও জায়গীর প্রদান করেন। ফলে ইমাদুদ্দীন যাংকী ইবন আকসানকার আজারবাইজান গমন করেন। তিনি উক্ত নগরীর জনসাধারণের সঙ্গে উত্তম চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেন এবং দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে শাসনকর্ম পরিচালনা করেন।

এ বছর সফর মাসে উযীর সুলতান মাহমূদ আবূ তালিব আস-সামীরাযী নিহত হন। জনৈক বাতেনী তাকে হত্যা করে। তিনি হামাদান গমনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। তার

স্ত্রীও একশত দাসীসহ বাহনে করে রওনা হয়। তারা পথে তার নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে নগ্নপদে ও উন্মুক্ত মুখে ফিরে আসে। এভাবে তারা মর্যাদার আসনে আসীন হওয়ার পর হীনতায় নেমে আসে। সুলতান তাঁর স্থলে শামসুদ্দীন আল-মালিক উসমান ইবন নিযামুল মুলককে অভিষিক্ত করেন।

এ বছর আকসানকার ও দাবীস ইবন সাদাকা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দাবীস আকসানকারকে পরাজিত করে এবং তার বাহিনীর কিছু লোককে হত্যা করে। ফলে সুলতান মানসূর ইবন সাদাকা দাবীসের ভাই ও তার পুত্রকে বেঁধে দূর্গে নিয়ে যান। তখন দাবীস উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর নির্যাতন চালায় এবং দেশটি লুটে নেয়। নিজের মাথার চুল মুন্ডন করে, কালো পোশাক পরিধান করে। সে খলীফার সম্পদও লুণ্ঠন করে। তারপর বাগদাদে তার সঙ্গে যুদ্ধের আহ্বান জানায়।

খলীফা বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে আসেন। সে সময়ে তার পরিধানে ছিল কালো জুব্বা এবং এক বিশেষ ধরনের পোশাক। কাঁধে চাদর ও হাতে বাঁশের লাঠি। কোমরে চীনা রেশমের বেল্ট। তার সাথে ছিল তার উযীর নিযামুদ্দীন আহমদ ইব্ন নিযামুল মুল্ক। প্রধান সেনাপতি আলী ইবন তাররাদ আয-যায়নাবী। প্রধান শায়খ সদরুদ্দীন ইবন ইসমাঈল। আকসানকার আল-বারশাকী বাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারা মাটি চুম্বন করে খলীফাকেও শ্রদ্ধা জানায়। বারশাকী তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। একদল কারী এসে খলীফার সামনে দন্ডায়মান হয়। দাবীস এগিয়ে আসেন। তার সামনে একদল দাসী দফ বাজাচ্ছে। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। খলীফা তরবারি কোষমুক্ত করে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে রণাঙ্গনের সন্নিকটে চলে যান। আনতার ইবন আবুল আসকার খলীফার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে সেটি ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তার কমাণ্ডারকে হত্যা করে ফেলে। এরপর পুনরায় আক্রমণ করে। এবারও প্রথমবারের ন্যায় বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এবার ইমাদুদ্দীন যাংকী ইবন আকসানকার আনতার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান। তিনি আনতারকে বন্দী করে ফেলেন। তার সঙ্গে বুদায়ল ইবন যায়েদাকেও বন্দী করেন এবং দাবীসের বাহিনী পরাজিত হয়ে নিজেদেরকে পানিতে নিক্ষেপ করে। ফলে তাদের অধিকাংশ লোক পানিতে ডুবে প্রাণ হারায়। এবার খলীফা তাঁর সামনে হাত-পা বেঁধে বন্দীদের ঘাড় উড়িয়ে দেয়ার আদেশ প্রদান করেন। আর দাবীসের নারী ও দাসীদের বন্দী করে নিয়ে যান।

খলীফা বাগদাদ ফিরে আসেন। তিনি পরবর্তী বছর আশূরার দিন বাগদাদ প্রবেশ করেন। এ অভিযানে বাগদাদ থেকে তার অনুপস্থিতি ছিল ষোল দিন।

আর দাবীস তার জীবনটা রক্ষা করে প্রথমে গাযিয়া এবং পরে মুনতাকাক চলে যায় এবং পরে বসরায় গিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হয়। বসরায় প্রবেশ করে সে শহরটি লুণ্ঠন করে এবং তার গভর্নরকে হত্যা করে। কিন্তু পরে বারশাকীর ভয়ে বসরা ত্যাগ করে বারিয়্যায় চলে যায় এবং বারনাজ-এর সঙ্গে মিলিত হয়। হালব অবরোধে সে বারনাজদের সঙ্গে উপস্থিত

থাকে। পরে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুলতান মাহমূদ-এর ভাই বাদশাহ্ তাগরাল-এর সঙ্গে মিলিত হয়।

এ বছর সুলতান সিহামুদ্দীন তামরাশ ইবন ইলগাযী ইবন আরতাক তার পিতার মৃত্যুর পর মারদীন দূর্গের অধিপতি হন। আর তার ভাই সুলায়মান অধিপতি হয় মিয়াদারিকীনের। এ বছর দিয়ারে-বাকরে যুল্কারনাই দূর্গের সন্নিকটে একটি সীসার খনি আবিষ্কৃত হয়।

এ বছর বাগদাদে একদল বক্তা প্রবেশ করে ওয়ায করেন। তাতে তারা ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করেন। এ বছর 'কাতায আল-খাদিম' লোকদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আবদুল্লাহ্ ইবন আহমাদ

আবদুল্লাহ্ ইবন আহমাদ ইব্ন উমর ইবন আবুল আশ'আছ আবূ মুহাম্মদ আস-সামারকান্দী। তিনি ছিলেন আবুল কাসিমের ভাই এবং হাফিযে হাদীসদের একজন। তিনি দাবী করতেন, তার নিকট এমন কিছু বিদ্যা আছে, যা আবূ যুর'আ আর-রাযীর নিকটও নেই। তিনি কিছুকাল খাতীবের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন, সংকলন ও রচনা করেন এবং দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন। আশি বছর বয়সে তিনি এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ, সোমবার মৃত্যুবরণ করেন।

আলী ইবন আহ্মাদ আস-সামীরী

তিনি হলেন আলী ইবন আহমাদ আম-সামীরী। ইস্পাহানের একটি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বলে তাকে আস-সামীরী বলা হয়। সুলতান মাহমূদের উযীর ছিলেন। প্রকাশ্যে জুলুম ও পাপাচার করে বেড়াতেন। তিনি জনগণ থেকে নতুনভাবে কর আদায় করেন। অথচ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কর প্রথা বিলুপ্ত ছিল।

তিনি বলতেন : যাদের সাহায্য করার মত কেউ নেই এমন লোকদের উপর অধিক নির্যাতনে এবং বিভিন্ন কুপ্রথার উদ্ভাবনে আমি লজ্জিত। যখন তিনি হামাদান যাওয়ার মনস্থ করেন তখন তিনি জ্যোতিষীদের উপস্থিত করেন। তারা তাঁর রওনা হওয়ার মুহূর্তে একটি বালির সিংহাসন তৈরি করল, যাতে তার ফিরে আসা দ্রুততর হয়। তিনি সেই মুহূর্তেই এমনভাবে রওনা হন যে, তখন তার সামনে ছিল অনেক কোষমুক্ত তরবারি এবং অনেক রাজা-সম্রাট। কিন্তু সেসব তার কোন উপকারেই আসেনি। বরং এক বাতেনী এসে এক আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলে। তার মৃত্যুর পর সে বাতেনীও নিহত হয়। তার নারীরা তার আগে আগে বাহনে চড়ে উন্মুক্ত মুখে চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসে। আল্লাহ্ তাদের মর্যাদাকে লাঞ্ছনায় পরিণত করে দেন। শান্তি-নিরাপত্তার পর ভীতি আর সুখ ও আনন্দের পর বেদনায় নিক্ষেপ করেন। আর তা ছিল তাদের প্রাপ্য যথাযথ শাস্তি। এ ঘটনাটি ঘটে সফর মাসের শেষদিকে, বুধবার। মাহদীর মৃত্যুর পর আবুল আতাহিয়া খাযয়ারান ও দাসীদের যে বিবরণ তুলে ধরেছিল, এদের অবস্থাও তাদেরই অনুরূপ। আবুল আতাহিয়া বলেছিল :

رُحنَ فی الوشی علیهن المسوح - کل بطاح من الناس له یوم یطوح

لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح - فعلی نفسك نح ان کنت لا بد تنوح

"তারা কুৎসার মুখে মোটা পশমী কাপড় পরিধান করে চলে গেল। অধঃমুখে পতিত হলে যে কাউকে একদিন উদ্ভ্রান্ত হতেই হয়।

"নূহের সমান আয়ু দান করা হলেও তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। কাজেই এখন নিজেকে ধিক্কার দেয়া ব্যতীত তোমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই।"

মাকামাতের রচয়িতা আল-হারীরী

নাম আল-কাসিম ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন উসমান ফাখরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আল-হারীরী। তিনি মাকামাতের রচয়িতা। এটি এমন একটি গ্রন্থ, উচ্চমানের সাহিত্য হওয়ার কারণে যেটি বিশ্বময় খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আরবী সাহিত্যে এমন উঁচুমানের গ্রন্থ আজোও দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি।

তিনি চারশত ছেচল্লিশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। আরবী ভাষা ও ব্যাকরণশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং এ সকল বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তৎকালের শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। বাগদাদ অবস্থান করে খলীফার দরবারে বসে কিতাব রচনার পাশাপাশি শিল্পকর্মও আঞ্জাম দিতেন। খলীফা তার সাহিত্য জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে সমর্থন করতেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : হারীরী আরবী সাহিত্য ও ভাষা পাঠ করেছেন, এতদ্বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং মেধা, বিচক্ষণতা, ভাষার লালিত্য ও সুন্দর উপস্থাপনায় সমকালের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত 'মাকামা' রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তার মেধা, মর্যাদা, ভাষার লালিত্য ও বিদ্যার প্রমাণ বহন করে। তিনি এ বছর বসরায় মৃত্যুবরণ করেন।

কেউ কেউ বলেন : আবূ যায়দ ও হারিছ ইবন হুমাম আল-মুতাহ্হার বলতে কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। তিনি এই মাকামাতগুলোকে প্রবাদের পর্যায়ভুক্ত আখ্যায়িত করেন।

কেউ কেউ বলেন : আবূ যায়দ সারুজী নামক এক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল। লোকটি বিজ্ঞ ছিলেন। আরবী ভাষায় তার পাণ্ডিত্য ছিল। বাকী আল্লাহ্ ভাল জানেন। হারীরী বসরায় তার থেকে বিদ্যার্জন করেন। আর হারিছ ইব্‌ন হুমাম নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি বলে দাবী করতেন। প্রমাণ দিতেন হাদীসে আছে :

'তোমরা সকলে হারিছ এবং তোমরা সকলে হুমাম। ইব্‌ন খাল্লিকানও অনুরূপ বলেছেন। 'সত্য নাম হচ্ছে হারিছ ও হুমাম'। কথাটা সম্পূর্ণ সঠিক। কেননা প্রত্যেক মানুষই হারিছ তথা কর্মজীবি আর হুমাম অর্থ প্রত্যয় ও হৃদয়।

হারীরীর আটচল্লিশ মাকামাতের প্রথম মাকামা—যার নাম'আল-হাবামিয়া'-এর রচনার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা বিশুদ্ধভাষী জনৈক ব্যক্তি দুটি পুরাতন জীর্ণ পোশাক

পরিহিত অবস্থায় বসরার এক মসজিদে প্রবেশ করে। লোকেরা নাম জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, আমার নাম আবূ যায়দ আস-সারুজী। হারীরী এই ঘটনাটি নিয়ে এ মাকামাটি রচনা করেন। পরে খলীফা মুসতারশিদ-এর উযীর জালালুদ্দীন আমীদুদ্দৌলাহ্ আবূ আলী আল্-হাসান ইবন আবুল মুঈয্ ইবন সাদাকা তাকে পঞ্চাশ মাকামা পূর্ণ করার পরামর্শ দেন।

ইবন খাল্লিকান বলেন : লেখকের স্বহস্ত লিখিত একটি কপিতে আমি অনুরূপ দেখেছি। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, এই পরামর্শদাতা লোকটি হলেন উযীর শারফুদ্দীন আবূ নাসর 'আনওশেরয়াঁ' ইবন মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ ইবন মুহাম্মদ আল-কাশানী। ইনিও আল-মুসতারশিদ-এর উযীর ছিলেন। তবে এটার তুলনায় প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

কথিত আছে যে, হারীরী চল্লিশটি মাকামা রচনা করেছিলেন। পরে যখন তিনি বাগদাদ আগমন করেন, তখন অন্য কারো পক্ষে অনুরূপ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয়নি বলে তার কীর্তিকেও অস্বীকার করা হয়। ফলে, জনৈক উযীর পরীক্ষা স্বরূপ তাকে আরেকটি মাকামা রচনা করতে বলেন। তিনি দোয়াত-কালি ও কাগজ নিয়ে এককোণে বসে পড়েন। কিন্তু কিছুই লিখতে সক্ষম হলেন না। কিন্তু পরে তিনি নিজ দেশে ফিরে এসে আরো দশটি মাকামা লিখে ফেলেন। এভাবে তিনি পঞ্চাশ পূর্ণ করেন। এই মাকামাত রচনায় যারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল, তাদের একজন হলেন কবি আবুল কাসিম আলী ইবন আকলাহ্ তিনি বলেন :

شيخ لنا من ربيعة الفرس – ينتف عثنونه من الهوس

انطقه الله بالمشان كما – رماه وسط الديوان بالخرس ·

"আমাদের একজন শায়খ আছেন, যিনি রবীয়াতুল ফারাসের সদস্য। বুদ্ধির বিভ্রমতার কারণে যার দাঁড়ি উপড়ে যাচ্ছে।

"আল্লাহ তাকে মুশানে বাক্শক্তি দান করেছেন, যেমনটি তিনি তাকে নিক্ষেপ করেছেন রাষ্ট্রীয় দফতরের মধ্যস্থলে বাক্হীনতার কারণে।"

'মুশান' বসরার একটি জায়গার নাম। হারীরী এখানকার সরকারি দফতরের প্রধান ছিলেন। কথিত আছে যে, হারীরী একজন কুৎসিত চেহারার লোক ছিলেন। একদিন এক ব্যক্তি তার নিকট আগমন করে। লোকটি তাকে দেখে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়। তখন হারীরী বিষয়টি উপলব্ধি করে আবৃত্তি করলেন :

ما انت اول سار غره قمر – ورائدا اعجبته خضرة الدّمن

فاختر لنفسك غيرى إننى رجل – مثل المعيدى فاسمع بى ولاترنى ·

"আমার নিকট আগমনকারী তুমিই প্রথম ব্যক্তি নও, যার চেহারাটা চাঁদের ন্যায় সুন্দর। তুমিই প্রথম তরতাজা ব্যক্তি নও, যে আবর্জনায় স্তূপে গজানো উদ্ভিদের মত সতেজ-সজীব।

"তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য লোক ধর। আমি হলাম মুরীদির মত মানুষ। কাজেই তুমি আমার বক্তব্য শ্রবণ কর, কিন্তু আমার চেহারা দেখোনা।"

কথিত আছে যে, 'মুরীদি' হচ্ছে আরবের এমন একটি উন্নতমানের ঘোড়ার নাম, যার চেহারা কুৎসিৎ। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

মুফাস্সির আল-বাগাবী

আল-হুমায়ন ইবন মাসঊদ ইবন মুহাম্মদ আল-বাগাবী। তিনি হলেন আত-তাফসীর, শরহুস সুন্নাহ, ফিকহ বিষয়ক আত-তাহযীব, 'জামউ' বায়না সাহীহায়ন ওয়াল মাসাবীহ্ ফিস্ সিহাহ্ ওয়াল হিসান' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কাযী হুসায়ন-এর নিকট ইল্ম অর্জন করেন এবং এসব বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এসব বিদ্যায় তিনি সমকালের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। তিনি দীনদার, পরহেযগার, দুনিয়াবিমুখ, আবিদ ও সৎকর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। এ বছরের শাওয়াল মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তালেকানে আপন শায়খ কাযী হুসায়ন-এর সঙ্গে সমাধিস্থ হন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ সতের (৫১৭) সাল

এ বছর আশূরা দিবসে দাবীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে খলীফা 'হুল্লা' থেকে বাগদাদ ফিরে আসেন। এ বছরই খলীফা তার ভাইয়ের সন্তানদের পবিত্র করতে মনস্থ করেন। তারা ছিল বার পুত্র সন্তান। সে লক্ষ্যে বাগদাদকে সাতদিনের জন্য এমনভাবে সজ্জিত করা হয়, যেমনটি এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি।

এ বছর শাবান মাসে আস'আদ আল-মুহায়্যিতী বাগদাদের নিযামিয়ায় শিক্ষক ও পরিচালক পদে আগমন করেন এবং বাকিরাজিকে নিযামিয়া থেকে অপসারিত করা হয়। কারণ তার ও ফকীহদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আর তিনি নিযামিয়া থেকে একদল ফকীহকে বহিষ্কৃত করেন এবং মাত্র দু'শ শিক্ষার্থীকে বহাল রাখেন। ফলে তারা বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

এ বছর সুলতান মাহমূদ কুরজ রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এই কুরজ ও কাফজাকের মাঝে বিরোধ ছিল। সুলতান মাহমূদ যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। তারপর তিনি হামাদানে ফিরে আসেন।

এ বছর হামাহ-এর শাসকর্তা কারাজার মৃত্যুর পর দামেশকের শাসনকর্তা তাগদাকীন শহরটি দখল করে নেন। কারাজা ছিলেন অত্যাচারী শাসক।

এ বছর আলাবীদের প্রধান পদচ্যুত হন এবং তার বাসভবনটি গুড়িয়ে দেয়া হয়। তার নাম ছিল আলী ইবন আফলাহ। আর এ লোকটি দাবীস-এর চর ছিল। 'আব্বাসীদের নেতৃত্বের পাশাপাশি আলী ইবন তাররাদের হাতে আলাবীদের নেতৃত্বও তুলে দেয়া হয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইবন মুহাম্মদ

ইনি হলেন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন সাদাকা আত-তাগ্লিবী। তিনি ইবনুল খায়্যাত আশ-শায়ির আদ-দামেশ্কী আল-কাতিব নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রয়েছে।

ইবন আসাকির বলেন : এই লোকটির মাধ্যমে দামেশ্কে কবিদের কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। তার কবিতা ছিল অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দর। পূর্বসূরী কবিদের কবিতার ইতিবৃত্ত তার অনেক মুখস্থ ছিল।

ইবন খাল্লিকান তার কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন। পঙক্তিগুলো যে কাসীদা থেকে গ্রহণ করেছেন সেটি এমনই এক উন্নতমানের কাসীদা যে, তিনি যদি আর কোন কাব্য রচনা নাও করতেন, তবে সেটিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। পঙক্তিগুলো নিম্নরূপ :

خذا من صبا نجد امانا لقلبه – فقد كاد رياها يطير بلبه
وإيا كما ذاك النسيم فانه – متى هب كان الوجد ايسر خطبه
خليلى لوا حببتما لعلمتما – محل الهوى من مغرم القلب صبه
اتذكر والذكرى تشوق وذو الهوى – يتوق ومن يعلق به الحب يصبه
غرام على يأس الهوى ورجاءه – وشوق على بعد المزار وقربه
وفى الركب مطوى الضلوع على جوى – متى يدعه داعى الغرام يلبه
إذا خطرت من جانب الرَّمل نفحة – تضمن منها داؤه دون صحبه
ومحتجب بين الاسنة معرض – وفى القلب من أعراضه مثل حجبه
اغار اذا انست فى الحى انه – حزارا وخوفا ان تكون لحبه .

"নজদের প্রভাত বায়ু থেকে হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জন কর। এই বায়ু উড়ে উড়ে বহু হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করেছে।

"এই প্রভাত বায়ু সেবনে তোমরা যত্নবান হও। কেননা এই বায়ু যখনই প্রবাহিত হয়, তা অতি অনায়াসে মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

"বন্ধু আমার! তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে তাহলে জানতে, ভালবাসা হৃদয়ের কোন্ গভীরতা থেকে উত্থিত হয়।

"তোমার কি আমাকে মনে পড়ে? স্মরণ আগ্রহকে বাড়িয়ে পেলে, প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আর প্রেম যাকে একবার পেয়ে বসে, তাতে সে সিক্ত না হয়ে পারে না।

"প্রেম সব সময় আশা-নিরাশার মাঝেই আবর্তিত হয়। আর প্রেমাষ্পদের সঙ্গে সাক্ষাতে বিলম্ব ঘটলে তা আরো আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

"কাফেলায় এমন লোকও থাকে, প্রেমে ব্যর্থতার জ্বালায় যাদের পাঁজর গুটিয়ে গেছে। প্রেমের আহ্বানকারী যখন তাদের আহ্বান করে, তখন তারা তাতে সাড়া দেয়।

"রমলের দিক থেকে যখন সৌরভ বিচ্ছুরিত হয়, তখন বন্ধুত্বকে ভুলে গিয়ে তার ব্যাধি কঠিনতর রূপ লাভ করে এবং দাঁতে দাঁত পিষে পিছনপানে ফিরে যায়, আর অস্থায়ীভাবে তার হৃদয়ে আবরণ পড়ে যায়।

"আমি যখন সমাজে পরিচিতি অর্জন করলাম তখন প্রতিহিংসাবশত সে আমার উপর হামলা করলো। তার ভয়, আমি তার ভালোবাসা ছিনিয়ে নেব।"

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ সাতাত্তর বছর বয়সে এ হিজরী সনে, রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী পাঁচশ আঠার (৫১৮) সাল

এ বছর আমুদ অঞ্চলে বাতেনিয়াদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফলে, তার অধিবাসীরা যুদ্ধ করে তাদের সাতশত সদস্যকে হত্যা করে।

এ বছর শাহনাকিয়া বাগদাদকে সা'দুদ্দৌলাহ ইয়ারনাকিশ আয-যাফাবীর হাতে ফিরিয়ে দেন এবং দাবীস-এর ভাই মানসূর ইবন সাদাকা তাকে অঞ্চলটিকে দারুল খিলাফতের হাতে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, দাবীস তাগার লাবাক-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তারা দু'জনে বাগদাদে পুনর্দখলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ফলে জনতা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার হুমকি প্রদর্শন করে এবং আকসানকার মূসেলে ফিরে যেতে আদিষ্ট হন। ফলে তিনি ইমাদুদ্দীন যারকী ইবন আকসানকারকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে হালবের শাসনকর্তা তামারতাশ ইবন ইলগাযী ইবন আরতাক হুসাম রাজ্যে প্রবেশ করেন। বালাক ইবন রাহরাম উক্ত রাজ্যে রাজত্ব করার পর তামারতাশ ইবন ইলগাযী দেশটির শাসনক্ষমতা দখল করেন। তিনি মাম্বাজ দূর্গটিও অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটি তীর এসে তার কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরে তামারতাশ হালবের গভর্নর নিযুক্ত হন। তারপর তিনি সারদীন চলে এলে অঞ্চলটি তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। আকসানকার অঞ্চলটি দখল করার জন্য মূসেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

এ বছর খলীফা কাযী আবূ সা'দ আল-হারাবীকে তার জন্য বাদশাহ সানজার-এর কন্যার প্রস্তাব নিয়ে প্রেরণ করেন এবং বাসর পালনের জন্য দজলার তীরে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ বছর জামালুদ্দৌলাহ ইকবাল আল-মুস্তারশিদী লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইবন আলী ইবন বুরহান

আহমাদ ইবন আলী ইবন বুরহান আবুল ফাত্হ। তিনি ইবনুল হুমামী নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি আবুল ওয়াকা ইবন আকীল-এর নিকট দীনি ইল্ম অর্জন করেন। তিনি ইমাম আহমাদ-এর মাযহাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। পরে কিছু কিছু বিষয়ে তার শাগরিদরা তার সমালোচনায় লিপ্ত হলে, তিনি শাফিঈ মাযহাবে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তারপর তিনি গাযালী ও শাশীকে নিয়ে গবেষণায় আত্মানিয়োগ করেন। ফলে তিনি যায়নাবীর নিকট বিজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয় আলিমরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি নিযামিয়ায় একমাস অধ্যাপনা করেন। এ বছর জুমাদাল উলা মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং বাবে ইবযারে সমাধিস্থ হন।

আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর

তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন জা'ফর আবূ আলী আদ্-দামিগানী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, পিতার আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন, আল-কারসে স্বীয় ভ্রাতার নায়েব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে সে সকল দায়িত্ব পরিত্যাগ করে 'বাবুন-নুবার' প্রহরার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর একবার পদচ্যুৎ হয়ে আবার বহাল হন। তিনি এ বছর জুমাদাল উলায় মৃত্যুবরণ করেন।

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ

ইনি হলেন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আবুল ফযল আল-মায়দানী। তিনি 'কিতাবুল আমছাল'-এর রচয়িতা। তার বিদ্যায় তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। তার ভাল কিছু কবিতা আছে। এ বছরের রমযান মাসের পঁচিশ তারিখ বুধবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ উনিশ (৫১৯) সাল

এ বছর খলীফার হাত থেকে বাগদাদকে ছিনিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে দাবীস ও সুলতান তাগরাল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তারা বাগদাদের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছুলে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে খলীফা ময়দানে অবতীর্ণ হন। জনতা প্রথম এক মনযিল পর্যন্ত খলীফার সামনে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হয়। তারপর তারা বাহনে আরোহণ করে। দাবীস ও তাগরাল যেদিন সকালে বাগদাদে চড়াও হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যেদিন সকালে উভয় বাহিনীর মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার কথা, তার আগের রাতে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাতে সুলতান তাগরাল সে রাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাদের বাহিনী

বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যর্থ ও শংকিত হয়ে পেছনে হটে যায়। দাবীস ও তাগরাল বাদশাহ্ সানজার-এর নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার মাধ্যমে খলীফার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। সুলতান মাহমূদ দাবীসকে একটি দূর্গে আবদ্ধ করে রাখেন। এদিকে এক কুচক্রী গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, খলীফা বাদশাহ্ সানজারকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে লান-এ এসে পৌঁছছেন। এতে সানজার-এর মনে ভয় ঢুকে যায় এবং তিনি গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র আঁটেন। অথচ তিনি আপন কন্যাকে খলীফার নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন।

এ বছর কাযী আবূ সা'দ ইবন নাসর ইবন মানসূর আল-হারাবী হামাদানে নিহত হন। তাকে বাতেনীরা হত্যা করে। এই লোকটিকে দিয়েই খলীফা সানজার-এর নিকট তার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন।

এ বছর কাতায আল-খাদিম লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আকসানকার আল-বারশাকী

ইনি ছিলেন হালবের অধিপতি। এক জুমু'আ দিবসে হালবের জামে মসজিদের এক কক্ষে বাতেনী গুপ্তঘাতকরা তাকে হত্যা করেছিল। তিনি অনুপম সচ্চরিত্রের অধিকারী তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন। প্রতি ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করতেন। অধিক সৎকর্ম ও গরীব-মিসকীনকে বেশি বেশি দান করতেন। তিনি প্রজাদের প্রতি যারপরনাই অনুগ্রহশীল ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সুলতান ইয্যুদ্দীন মাসঊদ তার স্থলে রাজত্ব হাতে নেন। সুলতান মাহমূদ তাকে এ পদে নিযুক্ত করেন।

বিলাল ইবন আবদুর রহমান

ইনি হলেন বিলাল ইবন আবদুর রহমান ইব্ন শুরায়হা ইবন উমর ইবন আহমাদ ইবন ইবরাহীম ইবন সুলায়মান ইবন বিলাল ইবন রাবাহ, মুয়ায্যিনু রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি উচ্চকণ্ঠের অধিকারী সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি এ বছর সমরকন্দে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

কাযী আবূ সা'দ আল্-হারাবী

ইনি হলেন আহমাদ ইবন নাস্র এবং বিখ্যাত ফকীহ্ ও নেতৃস্থানীয় আলিমদের একজন। এ বছর হামাদানে বাতেনীরা তাকে হত্যা করে।

হিজরী পাঁচশ কুড়ি (৫২০) সাল

এ বছর সুলতান মাহমূদ ও খলীফা এই মর্মে পত্র আদান-প্রদান করেন যে, তারা উভয়ে একযোগে সুলতান সানজার-এর বিরুদ্ধে কাজ করবেন। সুলতান সানজার বিষয়টি অবহিত হয়ে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমূদকে পত্র লিখে উক্ত পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করেন এবং তাকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেন। আর এই বলে তাকে সতর্ক করেন যে, খলীফার রোষ থেকে তুমিও রক্ষা পাবে না। যখন তিনি আমাকে ঘায়েল করবেন, এরপর তিনি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করে তোমাকেও ধরে ফেলবেন। সুলতান মাহমূদ সুলতান সানজারের বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন। তিনি সে বছরই বাগদাদ প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সংবাদ পেয়ে বাগদাদে খাদ্যাভাবের অজুহাত দেখিয়ে খলীফা তাকে বাগদাদ আসতে বারণ করেন। কিন্তু সুলতান তার বারণ অমান্য করে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সুলতান মাহমূদ বাগদাদের নিকটে চলে আসলে খলীফা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে অবস্থান নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু বিষয়টি তাঁর ও জনগণের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুলতান মাহমূদ ঈদুল আযহার দিন বাগদাদে প্রবেশ করেন। খলীফা জনতার উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ ভাষায় দীর্ঘ এক ভাষণ দান করেন। অন্যান্য জামে মসজিদগুলোর খতীবগণ তাঁর বক্তব্যে তাকবীর ধ্বনি তোলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। ইবনুল জাওযী বিষয়টি আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং সে সময়কার উপস্থিত লোকদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে প্রধান বিচারপতি আয-যায়নাবী এবং অপর একদল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও রয়েছেন। খলীফা মিম্বর থেকে অবতরণ করে স্বহস্তে দুম্বা যবাই করে শামিয়ানায় প্রবেশ করেন। জনতা কেঁদে কেঁদে খলীফার জন্য তাওফীক ও সাহায্যের দু'আ করে।

তারপর সুলতান মাহমূদ যিলহজ্জের আঠার তারিখ বুধবার বাগদাদে প্রবেশ করেন। তারা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আতিথেয়তা গ্রহণ করে। তাতে মানুষের বেশ ভোগান্তি পোহাতে হয়।

তারপর সুলতান মাহমূদ খলীফাকে সমঝোতার জন্য পত্র লিখেন। কিন্তু খলীফা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাহিনী নিয়ে এসে তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সে সময় তার সঙ্গে সৈন্য কম ছিল। কিন্তু জনগণ সকলে তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি তুর্কীদের বেশ কিছু লোককে হত্যা করেন।

তারপর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী নৌযানে করে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ওয়াসিত থেকে এসে সুলতানের সঙ্গে নাজদায় মিলিত হন। খলীফা বিষয়টি আঁচ করে সন্ধির আহবান জানান।

অবশেষে সুলতান ও খলীফার মাঝে সন্ধি সম্পাদিত হয়। সুলতান মাহমূদ তাতে খুবই আনন্দিত হন এবং ঘটনার জন্য খলীফার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর তিনি এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পরবর্তী বছর হামাদান চলে যান।

এ বছরই ইবনুল জাওযী প্রথমবারের মত মিম্বারে বসে জনতার উদ্দেশ্যে ওয়ায করেন। তখন তার বয়স ছিল তের বছর। শায়খ আবুল কাসিম আলী ইব্ন ইয়ালা আল-আলাবী আল-বালখী তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিয়ে মিম্বরে বসিয়ে দেন। ইবনুল জাওযী তা-ই ব্যক্ত করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার।

ইবনুল জাওযী বলেন : সেদিন সমাবেশে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা তাগ্তাকীন ও তার ফারনাজী শক্রদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাগ্তাকীন ফারনাজীদের অনেক লোককে হত্যা করেন এবং তাদের বিপুল সম্পদ মালে গনীমত হিসাবে লাভ করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ

ইনি হলেন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আবুল ফাত্হ আত-তূসী আল-গাযালী। ইনি আবূ হামিদ আল-গাযালীর ভাই। তিনি বাগ্মী-বাকপটু বক্তা, দুনিয়াবিমুখ ও সুচিন্তাবিদ ছিলেন। তার ভাল ভাল অনেক চুটকি আছে। একদা তিনি সুলতান মাহমূদের বাসভবনে ওয়ায করেন। ওয়ায শুনে সুলতান তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করেন। বের হয়ে দেখতে পান দরজায় উযীরের ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে, যার জিন, অস্ত্র ও গায়ের অন্যান্য অলংকারাদি সব সোনার। তিনি তাতে চড়ে বসেন। সংবাদ পেয়ে উযীর বললেন ; বাদ দাও, উনি আর ঘোড়া ফিরিয়ে দিচ্ছেন না। এভাবে গাযালী ঘোড়াটির মালিক হয়ে যান। একবার তিনি শুনতে পেলেন যে, একটি পানির পাম্প মানুষের ক্রন্দনের ন্যায় শব্দ করছে। তিনি নিজ গায়ের চাদরটি পাম্পের গায়ে জড়িয়ে দেন। ফলে পাম্প চাদরটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

ইবনুল জাওযী বলেন, তার আরো অনেক চুটকি আছে। তবে তার অধিকাংশই হলো তার বিভ্রান্তিকর, মনগড়া উক্তি ও বাজে গাল-গল্প। ইবনুল জাওযী প্রথাস্বরূপ তার গর্হিত বক্তব্যের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখও করেছেন। তবে আল্লাহ্ ভাল জানেন। সে জাতীয় একটি উক্তি হলো : তিনি যখন কোন বিষয়ে সংকটে নিপতিত হতেন তখন তিনি জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দর্শন লাভ করতেন। তাঁকে তিনি উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন, আর তিনি তাকে সঠিক সমাধান প্রদান করতেন। তিনি বাদীস-এর কট্টর বিরোধী ছিলেন এবং তাকে অমান্য করে চলতেন।

ইবনুল জাওযী দীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন : তার সম্পর্কে শ্মশ্রুহীন বালকদের ভালোবাসা এবং মুখের উপর কথা বলার অভ্যাস ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এসব অভিযোগ সত্য কিনা, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন : তিনি সুমিষ্টভাষী বক্তা, সুদর্শন এবং কারামতের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফকীহদের একজন ছিলেন। তবে ওয়াযের প্রতি তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল। সর্বদা ওয়ায নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। স্বীয় ভ্রাতা যখন দুনিয়া-বিমুখতা অর্জন করেন, তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তিনি নিযামিয়ায় অধ্যাপনা করেন, 'এহ্য়াউল উলূমিদ্দীন'-কে সংক্ষেপ করে একখন্ডে নিয়ে আসেন এবং তার নামকরণ করেন 'লুবাবুল এহ্ইয়া' তার আরো একটি গ্রন্থ আছে, যার নাম 'আয-যাখীরা ফী' 'ইল্‌মিল বাসীরা'।'

তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সূফীদের সেবা করেছেন। নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার প্রতি তার ঝোঁক ছিল। তবে তার প্রকৃত অবস্থা কী ছিল, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আহ্মাদ ইবন আলী

ইনি হলেন আহ্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-ওয়াকীল আবুল ফাত্‌হ আল-ফকীহ্ আশ-শাফিঈ তিনি ইবন বুরহান নামে অধিক পরিচিত। তিনি আল-গাযালী, আল-কায়্যা আল-হিরাসী ও শাশীর নিকট থেকে দীনি ইলম অর্জন করেন। তিনি উসূল ফিকহ্-এ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাগদাদে নিযামিয়ায় একমাসেরও কম সময়ের জন্য অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাহ্রাম ইবন বাহ্রাম

ইনি হলেন আবূ শুজা আল-বায়'। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইমাম আহ্মাদের অনুসারীদের জন্য কালওযারীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে ফকীহ্দের জন্য নিজ মালিকানায় একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।

সায়িদ ইবন সায়্যার

ইনি হলেন সায়িদ ইবন সায়্যার ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন ইব্রাহীম আবুল আলা আল-ইসহাকী আল-হারাবী আল-হাফিয। তিনি সৎ-স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বাবে হিরাতে আতাওরাজ নামক এক গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী পাঁচশ একুশ (৫২১) সাল

যেদিন এ বছরের প্রথম চাঁদটি উদিত হয়, সেদিন খলীফা ও সুলতান মাহমূদ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। খলীফা পশ্চিমের কোন এক অঞ্চলে সামিয়ানায় অবস্থান করছেন। মুহাররমের চতুর্থ

দিন বুধবার সুলতান বাহিনীর একদল সৈন্য দারুল খিলাফতে এসে পৌঁছুলে তার অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারে। তারা সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন করে। মহিলারা উন্মুক্ত মুখে নারী শিবিরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইবনুল জাওযী বলেন : আমি তাদেরকে ওরকমই দেখেছি।

এসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর খলীফা নৌযানে করে বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছান। ইতিমধ্যে মানুষের আর্তচীৎকারে বাগদাদে যেনো বিপ্লব বয়ে যায়, যেনো পৃথিবী কেঁপে উঠে। উত্তেজিত জনতা খলীফার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। সকলে মিলে সুলতান বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দেয় এবং বেশ ক'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে, অন্যান্যদের বন্দী করে তারা সুলতানের উযীর আবুল বারাকাতের বাসভবন লুণ্ঠন করে। তারা এসব ভবনের সমুদয় সম্পদ লুটে নেয়। এক মহা-প্রলয় ঘটে যায়। এমনকি তারা 'নাহরে জুর' সরাইখানায় সূফীদের সম্পদও লুণ্ঠন করে। এভাবে ঘটনা অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। সাধারণ মানুষকে সুলতান এই বলে তিরস্কার করলো যে, ওহে বাতেনী! তুমি ফারনাজ ও রোমকে বাদ দিয়ে খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ!

তারপর মুহাররম মাসের সাত তারিখে খলীফা তাঁর প্রাসাদে ফিরে যান। দশ তারিখ নাগাদ পরিস্থিতি স্থিতিশীলতা লাভ করে। সুলতান খলীফার নিকট নিরাপত্তা সন্ধির আবেদন জানান। খলীফা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন এবং সন্ধি হওয়ায় সাধারণ নাগরিক উৎফুল্ল হয়। খলীফা প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি, প্রধান শায়খ এবং ত্রিশের অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষী স্বরূপ সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু সুলতান তাদেরকে ছয়দিন যাবত আটকে রাখেন। সকলের কাছে বিষয়টি অপ্রীতিকর ঠেকে এবং তারা প্রথমটির অপেক্ষা আরো ভয়াবহ সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করে। বাগদাদের কোতয়াল বারনাকিশ আস-সাকাবী সুলতানকে বাগদাদবাসীদের সম্পদ লুটে নিতে প্ররোচনা দেয়। কিন্তু সুলতান তাতে সায় দেননি। তারপর খলীফার প্রতিনিধি দলকে সুলতানের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করা হয়। তাদেরকে মাগরিবের সময় তার নিকট উপস্থিত করা হয়। প্রধান বিচারপতি নামাযের ইমামতি করেন। তারপর তারা সুলতানকে খলীফার পত্র পাঠ করে শোনান। সুলতান উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খলীফার পত্রের উত্তর প্রদান করেন এবং নিজের সকল দাবী-দাওয়া উত্থাপন করেন। পরে উভয় পক্ষের মাঝে সন্ধি সম্পাদিত হয়।

সুলতান বাহিনী খাদ্যাভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় ক্যাম্পে প্রবেশ করে। তারা বলে : যদি সন্ধি না হতো তাহলে আমরা অনাহারে মারাই যেতাম। সুলতান জনতার প্রতি পরম সহনশীলতার পরিচয় প্রদান করেন। খলীফা সেনাক্যাম্প থেকে লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দেয়ার আদেশ জারি করেন এবং ঘোষণা দেন, কেউ কোন বস্তু গোপন রাখলে তার রক্ত হালাল বা বৈধ বিবেচনা করা হবে।

খলীফা প্রধান সেনাপতি আলী ইবন তাররাদ আয-যায়নাবীকে এই উদ্দেশ্যে সুলতান সানজার-এর নিকট প্রেরণ করেন। যেন তিনি দাবীসকে তার দরবার থেকে হটিয়ে দেন। তিনি সঙ্গে কিছু উপহার-উপঢৌকনও প্রেরণ করেন। সানজার খলীফার দূতকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান

করেন এবং তার ফটকে তিন সময়ের জন্য তবলা ঝুলিয়ে রাখতে আদেশ করেন। খলীফার প্রতি তার পক্ষ থেকে বেশ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তারপর সুলতান মাহমূদ বাগদাদে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ডাক্তার তাকে সেখান থেকে হামাদানে চলে যেতে পরামর্শ প্রদান করেন। ফলে ইমামুদ্দীন জঙ্গীকে বাগদাদের কোতয়াল নিযুক্ত করে তিনি রবিউল আখির মাসে হামাদানের উদ্দেশ্য রওনা হয়ে যান। হামাদান পৌঁছে সুলতান মাহমূদ বাগদাদের কোতয়াল পদে নিযুক্তি দিয়ে মুজাহিদুদ্দীন বাহরুযকে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে হুল্লারও গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর ইমাদুদ্দীন জঙ্গীকে মূসেল প্রেরণ করেন।

এ বছর হামাস ইবন সুলায়মান বাগদাদের নিযামিয়ায় অধ্যাপনা করেন। এ বছর আবুল ফাতাহ্ আল-আসকারিনী নামক এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি বাদগাদে ওয়ায করেন। তাতে তিনি অনেক ভুয়া হাদীসের অবতারণা করেন। ফলে তাকে তাওবার আহ্বান জানান হয় এবং সে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে আদেশ করা হয়। নেতৃস্থানীয় একদল মানুষ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছিয়ে আসেন। তার কারণে মানুষের মাঝে অনেক হাঙ্গামা জন্ম নেয়। এমনকি কিছু লোক বাজারে ফেলে তাকে বেত্রাঘাত করে। তার বিশেষ একটি কারণ ছিল। সে এমন সব কথাবার্তার অবতারণা করতো যেসব কথা বলার অদৌ কোন আবশ্যকতা ছিল না। ফলে মানুষ তার প্রতি ক্ষিপ্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শায়খ আবদুল কাদির আল-যীলি জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তার বক্তব্য মানুষকে মুগ্ধ করে। মানুষ তার ভক্ত হয়ে যায় এবং পূর্বোক্ত লোকটিকে পরিত্যাগ করে।

এ বছর সুলতান সানজার বার হাজার বাতেনীকে হত্যা করেন এবং কাতায আল-খাদিম লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক

মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন ইবরাহীম ইবন আহমাদ আবুল হাসান ইবন আবুল ফযল আল-হামাদানী আল-কারজী। তিনি 'আত-তারিখ মিন বায়তিল হাদীস'-এর রচয়িতা। ইবনুল জাওযী স্বীয় শায়খ আবদুল ওয়াহহাব সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার সমালোচনা করেছেন। তিনি শাওয়াল মাসে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইবন শুরায়হ-এর পাশে সমাধিস্থ হন।

ফাতিমা বিনতুল্ হুসায়ন ইবনুল হাসান ইবন ফাযলুবিয়া

তিনি খাতীব ও ইবনুল মাসলামা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বক্তা ছিলেন। তার

একটি আস্তানা ছিল যেখানে সাধকগণ এবং নারীগণ সমবেত হতো। ইব্‌নুল জাওযী তাঁর নিকট থেকে মুসনাদ আশ-শাফিঈ ইত্যাদি শ্রবণ করেন।

আবূ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ

ইনি হলেন আবূ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবনুস সায়যিদ আল-বাতলীবুসী এরপর আত-তানসীবী। তিনি আরবী অভিধান প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি দুই খণ্ডে 'মুছাল্লাছ' সংকলন করেন। তাতে তিনি অবশিষ্ট বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

তিনি আবুল আলা রচিত 'সাকতুয-যানাদ' এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, যেটি স্বয়ং লেখকের ব্যাখ্যা অপেক্ষা উন্নত। তিনি ইবন কুতায়বা রচিত 'আদাবুল কাতিব'-এরও ব্যাখ্যা লিখেছেন।

ইবন খাল্লিকান তার যেসব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

اخو العلم حَيٌّ خالد بعد موته – واوصاله تحت التراب رميم

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى – يُظن من الاحياء وهو عديم ۔

"বিদ্বান মানুষ মৃত্যুর পর চিরঞ্জীব, যদিও তার হাঁড়-কংকাল মাটির নিচে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

"আর অজ্ঞ লোকেরা মৃত, যদিও সে ধরাপৃষ্ঠে হাঁটা-চলা করে। মানুষ মনে করে যে জীবিত, কিন্তু আসলে সে অস্তিত্বহীন।"

হিজরী পাঁচশ বাইশ (৫২২) সাল

এ বছরের শুরুর দিকে সানজার-এর দূত এই আবেদন নিয়ে খলীফার নিকট আগমন করে, যেন খলীফা বাগদাদের মসজিদগুলোতে জুমু'আয় তার নামে খুতবা পাঠ করা নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে আল-মানসূর-এর জামে মসজিদে প্রতি জুমু'আয় তার নামে খুতবা প্রদান করা হতো।

এ বছর খলীফার উযীর ইবন সাদাকা মৃত্যুবরণ করেন এবং খলীফা প্রধান সেনাপতিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

এ বছর সুলতান মাহমূদ স্বীয় চাচা সানজার-এর সঙ্গে মিলিত হন এবং খারাপ সম্পর্কের পর উভয়ে সমঝোতা করে নেন। সানজার দাবীসকে এই উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমূদের হাতে অর্পণ করেন, যাতে খলীফা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যাংকীকে মূসেল থেকে পদচ্যুৎ করে উক্ত অঞ্চলটি দাবীসের হাতে তুলে দেন।

এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, দাবীস বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। ফলে খলীফা সুলতান মাহমূদকে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, তুমি দাবীসের বাগদাদ আগমন রোধ কর। অন্যথায় আমি তার মুকাবিলা করব এবং আমাদের ও তোমার মাঝে বিদ্যমান চুক্তি বা সমঝোতা ভেঙে ফেলব।

এ বছর আতাবেক যাংকী ইবন আকসানকার হালব ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নেন।

এ বছর তাজুল মুলুক বুরী ইব্ন তাগতাকীন স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর দামেশক নগরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তার পিতা আলাপ আরসালানের সম্রাটদের একজন্ ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণকামী শাসক ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অনেক জিহাদ করেছেন। আল্লাহ্ তার উপর রহ্মত বর্ষণ করুন।

এ বছর বাগদাদের বাবুল জিলয়ার প্রাঙ্গনে ঈদের নামাযের আয়োজন করা হয় এবং তাতে বিপুল লোকের সমাগম হয়। এ বছর পূর্বে আলোচিত কাতায আল-খাদিম লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আল-হাসান ইবন আলী ইবন সাদাকা

ইনি হলেন আল-হাসান ইব্ন আলী ইব্ন সাদাকা আবূ আলী। তিনি ছিলেন খলীফা আল-মুস্তারশিদের উযীর। এ বছরের রজব মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইব্নুল জাওযী তার কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, যাতে তিনি খলীফার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং ভুল করেছেন। কবিতাগুলো হচ্ছে :

وجدت الورى كالماء طعماً ورقة – وأن امير المؤمنين زلاله

وصورتُ معنى العقل شخصا مصورا – وآن امير المؤمنين مثاله

فلولا مكان الشرع والدين والتقى – لقلت من الاعظام جل جلاله .

"আমার মতে স্বাদে ও তারল্যে সৃষ্টিজগত হচ্ছে পানির ন্যায়। আর আমীরুল মুমিনীন হচ্ছেন তার সুপেয় পানি।

"আমি আকলকে মূর্তিমান একটি ব্যক্তির রূপ দান করেছি। আর আমীরুল মুমিনীন হচ্ছেন তার প্রতিমূর্তি।

"শরীআত, দীন, তাকওয়া এসব যদি না থাকতো, তাহলে আমি বলতাম : আমীরুল মুমিনীন হচ্ছেন সর্বমহান মানুষ।"

আল-হুসায়ন ইবন আলী

ইনি হলেন হুসায়ন ইবন আলী আবুল কাসিম আল-লামিতানী। তিনি ছিলেন সমরকন্দের অধিবাসী। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন ও ইলমে দীন অর্জন করেছেন। তিনি বিতর্কে প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সৎকাজের আদেশদানে তিনি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি মা-অরাউন্নাহারের বাদশাহ খাকানের পক্ষ থেকে একখানা পত্র নিয়ে দরবারে খিলাফতে আগমন করেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি কি এ বছর হজ্জ করেন নাই? উত্তরে তিনি বললেন : আমি হজ্জকে খিলাফতের পত্রের অনুগামী বানাব না। তারপর তিনি স্বদেশ

ফিরে যান এবং এ বছরের রমযান মাসে একাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

তাগতাকীন আল-আতাবুক

ইনি ছিলেন দামেশকের শাসনকর্তা। তুর্কী বংশোদ্ভূত। তুতুশ-এর গোলামদের একজন। তিনি সৎকর্মপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অধিক জিহাদকারী রাজা-বাদশাহদের একজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র তাজুল মুলক বুরী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

হিজরী পাঁচশ তেইশ (৫২৩) সাল

এ বছরের মুহাররম মাসে সুলতান মাহমূদ বাগদাদ গমন করেন এবং খলীফাকে দাবীস সম্পর্কে সম্মত করাতে এবং মূসেল নগরীকে তার হাতে অর্পণ করার জন্য রাজী করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু খলীফা তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানান। সমঝোতার আশায় দাবীস বাগদাদ প্রবেশে বিলম্ব করেন। কিন্তু এবার তিনি বাগদাদে ঢুকে পড়েন এবং জনতার মাঝে বাহনে চড়ে বেড়ান। এতে জনগণ তাকে মুখের উপর অভিসম্পাত করে এবং গালমন্দ করে। ইতিমধ্যে ইমাদুদ্দীন যাংকী এসে সুলতানের জন্য বছরে এক লাখ দীনার প্রদানের ঘোষণা দেন এবং অনেক উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন। তিনি খলীফার জন্যও অনুরূপ বরাদ্দ ঘোষণা করেন—এ জন্যে যে, খলীফা দাবীসকে কোন অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন না এবং যাংকীকে মূসেলে তার স্বপদে বহাল রাখবেন। খলীফা এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং উপঢৌকন দিয়ে তাকে বিদায় করেন। ইমাদুদ্দীন যাংকী প্রদেশে ফিরে যান। পরবর্তীতে তিনি হাল্ব ও হামার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং উক্ত অঞ্চলের গভর্নর সুনাজ ইবন তাজুল মুলককে গ্রেফতার করেন। সুনাজ ইবন তাজুল মুলক পঞ্চাশ হাজার দীনার পণ আদায় করে মুক্তিলাভ করেন।

এ বছরের রবিউল আখিরের শেষদিকে সোমবার সুলতান মাহমূদ তার প্রধান সেনাপতিকে সম্পূর্ণরূপে পদচ্যুৎ করেন। আব্বাসী উযীরদের মধ্যে তার চেয়ে মন্দ মানুষ আর কেউ ছিল না।

এ বছর রমযান মাসে দাবীস সেনাবাহিনী নিয়ে হুল্লায় অভিযান পরিচালনা করে সে অঞ্চলটি দখল করে নেন এবং অনেক অনুচরসহ তাতে প্রবেশ করেন। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশত অশ্বারোহী।

তারপর তিনি মাল-সম্পদ সংগ্রহ ও এলাকার খাদ্যশস্য ছিনিয়ে নেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি প্রায় পাঁচ লাখ দীনার অর্জন করেন এবং অন্তত দশ হাজার যোদ্ধাকে সেবাকর্মে নিয়োগ করেন। তার আদেশে পরিস্থিতি গুরুতর রূপ ধারণ করে। তিনি খলীফাতে সম্মত করাতে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু খলীফা তার দাবী মানতে অসম্মতি জ্ঞাপন

করেন। খলীফাকে তিনি ধন-সম্পদ দেয়ারও প্রস্তাব দেন কিন্তু খলীফা তা গ্রহণ করেননি। সুলতান মাহমূদ তাকে মুকাবিলা করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা বারিয়্যা এসে পৌঁছেই পরাজয় বরণ করে। তারপর দাবীস বসরায় লুণ্ঠন করেন। তিনি সেখান থেকে সুলতান ও খলীফার সকল ধনভাণ্ডার ছিনিয়ে নেন। পরে তিনি বারিয়্যা প্রবেশ করেন। তারপর তার খবরাখবর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা বাতেনীদের ছয় হাজার সদস্যকে হত্যা করেন এবং তাদের নেতাদের মস্তকগুলো দূর্গের ফটকে ঝুলিয়ে রাখেন। আল্লাহ্ শামকে তাদের হাত থেকে মুক্ত রাখেন।

এ বছর খ্রিস্টানরা দামেশ্ক নগরী অবরোধ করে। দামেশকের জনসাধারণ বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দামেশ্কের জনগণ একদল ব্যবসায়ীসহ আব্দুল্লাহ আল-ওয়ায়েযকে খলীফার নিকট সাহায্যের আবেদন নিয়ে প্রেরণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা দামেশ্কের জামে মসজিদের মিম্বর ভেঙে ফেলতে উদ্যত হয়। ফলে খলীফা তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণের জন্য সুলতানকে পত্র লিখবেন। এবার পরিস্থিতি শান্ত হয়। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন। মুসলমানরা খ্রিস্টানদের পরাজিত করে এবং তাদের দশ হাজার সৈন্যকে হত্যা করে। মাত্র চল্লিশ ব্যক্তি ছাড়া তাদের একজন লোকও জীবনে রক্ষা পায়নি। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। এ বছর এন্তাকিয়ার শাসনকর্তা বায়নাজ আল-কারনাজী নিহত হন।

এ বছর দাবীসের সহিংসতার কারণে সৃষ্ট সংকটে সময়ের স্বল্পতাহেতু মানুষ হজ্জ পালনে বিপাকে পড়ে যায়। অবশেষে বারনাকিশ আয-যাকাবী লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন। বারনাকিশের আসল নাম বুগাহিক।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আস'আদ ইব্ন আবূ নাস্র

ইনি হলেন আসআ্দ ইবন আবূ নাস্র আল-মায়হানী আবুল ফাত্হ। তৎকালের শাফিঈ ইমামদের একজন। তিনি আবুল মুজাফ্ফর আস-সাম'আনী থেকে ইলমে ফিক্হ শিক্ষা করেন। তিনি সে সময়ের অন্যতম নেতৃস্থানীয় আলিম ছিলেন। তিনি বিদ্যায় ও জ্ঞান-গরিমায় সমসাময়িকদের মধ্যে অতুলনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাগদাদের নিযামিয়ায় অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। বিশিষ্ট ও সর্বসাধারণ সকলের নিকট তার মর্যাদা ছিল। তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব। পরে তাকে নিযামিয়া থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলে তিনি হামাদান চলে যান এবং এ বছর সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হিজরী পাঁচশ চব্বিশ (৫২৪) সাল :

এ বছর ইরাকে ভয়াবহ এক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, যার ফলে বাগদাদের বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়।

আর মূসেলে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয়। সে সময়ে বজ্রপাতে বহু ঘরবাড়ি ও মানুষ পুড়ে যায়। এতে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

এ বছর বাগদাদে দুই হুলবিশিষ্ট কিছু উড়ন্ত বিচ্ছুর আবির্ভাব ঘটে। এতে মানুষ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়।

এ বছর সুলতান সানজার সমরকন্দ নগরীর শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ সময় উক্ত অঞ্চলের শাসক ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন খাকান।

এ বছর ইমাদুদ্দীন যাংকী খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আল-জাযীরার অনেকগুলো ভূখণ্ড দখল করে নেন এবং পরে খ্রিস্টানদের সঙ্গে তার দীর্ঘ লড়াই অব্যাহত থাকে। আর প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি খ্রিস্টানদের উপর জয়লাভ করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। এ বছর রোমান বাহিনী সিরিয়া আক্রমণ করলে যাংকী তাদের বেশ কিছু যোদ্ধাকে হত্যা করেন। এসব কীর্তির জন্য কবিগণ তার প্রশংসা করেন।

মিসর খলীফার হত্যাকান্ড

এ বছর যিলকদ মাসের দুই তারিখে মিসরের শাসনকর্তা ফাতিমী খলীফা আমির বি-আহ্কামিল্লাহ্ ইবনুল মুসতা'লা নিহত হন। তাঁকে বাতেনীরা হত্যা করে। তখন তার বয়স ছিল চৌত্রিশ বছর। তার খিলাফতের মেয়াদ ছিল ঊনত্রিশ বছর সাড়ে পাঁচ মাস। তিনি ছিলেন 'উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহদীর দশম সন্তান।

তিনি নিহত হওয়ার পর তার এক আর্মেনীয় গোলাম তিনদিন পর্যন্ত ক্ষমতার বাগ নিয়ন্ত্রণ করেন। তারপর আবূ আলী আহমাদ ইবনুল আফযাল ইবন বদরুল জামালী এসে হাফিয আবুল মায়মূন আবদুল মজীদ ইব্নুল আমীর আবুল কাসিম আল-মুসতান্সিরকে খলীফা নিযুক্ত করেন। তখন তার বয়স ছিল আটান্ন বছর। নিয়োগপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দায়িত্ব বুঝে নেন এবং তৎক্ষণাৎ তার নিয়োগকারী আবূ আলীকে আটক করে ফেলেন এবং তার অনুমোদন ব্যতীত কাউকে তার কক্ষে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তিনি রাষ্ট্রের সমুদয় সম্পদ রাজপ্রাসাদ থেকে নিজ বাসভবনে স্থানান্তর করে ফেলেন। হাফিয-এর শুধু নামটা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

ইবরাহীম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইবন উছমান ইব্ন মুহাম্মদ

ইনি হলেন ইবরাহীম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইবন উছমান ইবন মুহাম্মদ আবূ ইসহাক আল-কাসিমী। তিনি ছিলেন গাজার অধিবাসী। তার বয়স আশি বছর অতিক্রম করেছিল। তুর্কীদের প্রসঙ্গে তার ভাল ভাল কিছু কবিতা আছে। যেমন :

فی فتیة من جیوش الترك ما تركتْ – للرعد كراتهم صوتا ولا صیتا

قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة – حسنا وان قوتلوا كانوی عفاریتا ·

"আমি তুর্কী বাহিনীর জওয়ানদের কথা বলছি। তাদের আক্রমণ বজ্রের জন্য কোন শব্দ কিংবা মর্যাদা অবশিষ্ট রাখেনি।

"তারা এমন এক জাতি, যখন তাদেরকে মুখামুখি হতে বাধ্য করা হয়, তখন তারা সুদর্শন ফেরেশতায় পরিণত হয়। আর যখন তাদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করা হয়, তখন তারা দৈত্যের রূপ ধারণ করে।"

لیت الذی بالعشق دونك خصنی – یا ظالمی قسم المحبة بیننا ·

القی الهزبر فلا اخافَ وثوبُه – ویرو عنی نظر الغزال إذا دنا ·

"হায়, প্রেম-ভালবাসা যদি তোমার জন্য না হয়ে শুধু আমার জন্য হতো! যিনি আমাদের মাঝে ভালবাসা বণ্টন করেছেন, তিনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন।

"তিনি নেকড়ে ছেড়ে দিয়েছেন, যার লম্ফঝম্ফ ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। হরিণের দৃষ্টিপাত আমাকে ফিরিয়ে আনে, যখন সে আমার নিকটবর্তী হয়।"

إنما هذه الحياة متاع – والسفيهُ الغوی من يصطفيها

ما مضی فات والمؤمل غيب – ولك الساعة التی انت فيها ·

"এই জীবনটা হলো ভোগের সামগ্রী, একে যে বরণ করে নেয়, সে হচ্ছে বোকা, নির্বোধ।

"যা গত হয়েছে, তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কামনা-বাসনা হচ্ছে অদৃশ্য। এই মুহূর্তে তুমি যেখানটিতে বিরাজ করছ, সেটুকুই তোমার সম্পদ।"

قالوا : هجرت الشعر قلت : ضرورة – باب الدواعی والبواعث مغلق

خلت الديار فلا كريم يرتجی – منه النوال ولا مليح يعشق ·

ومن العجائب انه لا يشتری – ويخان فيه مع الكساد و يسرق

"লোকেরা বলল : আপনি কাব্যচর্চা ছেড়ে দিলেন যে! আমি বললাম : তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এর আবেদন ও আবশ্যকতার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে।

"সুদিন বিদায় নিয়েছে। এখন আর এমন মহানুভব ব্যক্তি নেই, যার কাছে বখশীশ আশা করা যায়। এমন কোন লাবণ্যময় ব্যক্তি নেই, যাকে ভালবাসা যায়।"

"আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কবিতা এখন বিকায় না। অথচ এই মন্দা বাজারেও কবিতা নিয়ে খেয়ানত করা হয় এবং কবিতা চুরি হয়।"

তিনি এ বছর বল্‌খ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। ইবন খাল্লিকান তার যে সমস্ত কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

اشارة منك تكفينا واحسن ما – رد السلام غداة البين بالعنم

حتى اذا طاح عنها المرط من دهش – وانحل بالضم سلك العقد فى الظلم

تبسمت فأضاء الليل فالتقطت – حباتُ منتثر وضوء منتظم –

"তোমার একটি ইঙ্গিতই আমার জন্য যথেষ্ট। আর বিচ্ছেদের সকালে তোমার সালামের উত্তর প্রদান করাই সর্বোত্তম।

"এমনকি হতবুদ্ধিতা যখন তাকে ধ্বংস করলো এবং অত্যাচারের মাধ্যমে কণ্ঠহারের ফিতা ছিঁড়ে গেল,

"তখন সে এমন হাসি হাসলো যে, রাত আলোকিত হয়ে গেল। আর সেই আলোতে আমি ছড়িয়ে পড়া দানাগুলো কুড়িয়ে নিলাম।"

আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ

ইনি হলেন আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন ইবন উবায়দুল্লাহ ইবনুল কাসিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন সুলায়মান ইবন ওহাব আদ-দাব্বাস আবূ আবদিল্লাহ আশ-শায়ির। তিনি আল-কারি নামে সমধিক পরিচিত। তিনি কুরআন পাঠের বিভিন্ন রীতি আয়ত্ত করেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি আরবী ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তার অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স আশি বছর অতিক্রম করেছিল।

মুহাম্মাদ ইবন সা'দূন ইবন মুরাজ্‌জা

ইনি হলেন মুহাম্মদ ইবন সা'দূন ইবন মুরাজ্‌জা আবূ আমির আল্‌-আবদারী আল্‌-কুরাশি, আল-হাফিয। তিনি পাশ্চাত্য ও বাগদাদ বংশোদ্ভূত। তিনি সেখানেই আলী তাররাদ আয-যায়নাবী, হুমায়দী ও অন্যদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীসশাস্ত্রে তার ভাল ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বিভিন্ন শাখা বিষয়াদিতে জাহিরিয়াদের মতামত অনুসরণ করতেন। এ বছর রবিউল আখির মাসে তিনি বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী পাঁচশ পঁচিশ (৫২৫) সাল

এ বছর দাবীস বারিয়্যার রাস্তা থেকে অপহৃত হন। জনৈক আরব তাকে সিরিয়া থেকে ধরে দামেশকের রাজা বুরী ইবন তাগতাকীন-এর নিকট নিয়ে যায়। বুরী ইবন তাগতাকীন তাকে

মূসেলের শাসনকর্তা যাংকী ইবন আকসানকার-এর নিকট পঞ্চাশ হাজার দীনার বিক্রি করে দেন। যাংকীর হাতে পৌঁছে যাওয়ার পর দাবীস নিশ্চিত হন যে, যাংকী অবশ্যই তাকে হত্যা করে ফেলবে। কেননা, দু'জনের মাঝে শত্রুতা ছিল। কিন্তু যাংকী তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বিপুল সম্পদ দান করেন। পরে খলীফার দূতগণ তার অসুন্ধানে এলে যাংকী তাকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। দাবীস মূসেল গিয়ে পৌঁছুলে খলীফা তাকে দূর্গে অবরুদ্ধ করে রাখেন। আর এ হিজরী সনে মাহমূদ ও মাসউদ দুই ভাইয়ের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়, যার ফলে তারা যুদ্ধের মুখোমুখি হয় কিন্তু পরে তাদের মাঝে সমঝোতা হয়ে যায়।

এ বছর বাদশাহ মাহমূদ ইবন মালিকশাহ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র দাউদকে অভিষিক্ত করা হয় এবং তাঁর পিতার উযীর আতাবেককে তার সহকারী নিযুক্ত করা হয়, আর অধিকাংশ নগরীতে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল কাহির আস-সূফী

তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং শায়খ আবূ ইসহাক আশ্-শীরাযী থেকে দীনি ইল্ম শিক্ষা করেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চেহারায় সদা ইবাদত ও ইল্মের নূর বিরাজ করতো। ইবনুল জাওযী বলেন : তিনি আমাকে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন :

على كل حال فاجعل الحزم عدة – تقدمها بين النوائب والدّهر

فإن نلت خيرا نلته بعزيمة – وإن قصرت عنك الأمور فعن عذر .

"সব সময়ের জন্য মাল-পত্র প্রস্তুত রাখবে এবং সেগুলোকে দুর্বিপাক ও যুগের মাঝে পেশ করবে।

"যদি তুমি কখনো কোন কল্যাণ লাভ কর, তাহলে বুঝবে যে, তা তোমার দৃঢ়তার ফল। আর যদি কোন বিষয়াদি তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে মনে করবে যে, তা তোমার অক্ষমতার কারণে হয়েছে।"

ইবনুল জাওযী বলেন : তিনি আমাকে আরো শুনিয়েছেন :

لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا – وقمت اشكو إلى مولاى ما اجد

وقلت يا عدتى فى كل نائبة – ومن عليه لكشف الصرا عتمد

وقد مددت يدى والضر مشتمل – اليك يا خير من مدت اليه يد

فلا تردنها يارب خائبة – فبحرجودك يروى كل من يرد .

"আমি কামনার পোশাক পরিধান করেছি, আর মানুষ ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি উঠে আমার মাওলার কাছে অভিযোগ করেছি যে, আমি তো কিছুই পেলাম না।

"আমি বলেছি : হে আমার প্রভৃ! যেকোন বিপদের জন্য আমি প্রস্তুত আছি, আর বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমি তোমারই উপর ভরসা রাখি।

"আমি তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করেছি। বিপদাপদ তো সব তোমারই হাতে। বস্তুত রবের পানে যে হাত বাড়ায়, কল্যাণ তারই ভাগ্যে জোটে।

"কাজেই হে আমার রব! সেই হাতকে তুমি ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দিওনা। তোমার বদান্যতার সাগর তো যে কোন প্রার্থীকেই পরিতৃপ্ত করে।"

আল-হাসান ইবন সুলায়মান

ইনি হলেন আল-হাসান ইবন সুলায়মান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল গণী আবূ আলী আল-ফকীহ। তিনি নিযামিয়ার শিক্ষক ছিলেন। আল-কাসৃর-এর জামে মসজিদে তিনি ওয়ায করতেন। তিনি বলতেন : ফিকহে শেষ নেই, আর ওয়াযের শুরু নেই।

তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। কাযী আবুল আব্বাস ইবনুল রুতাবী তাকে গোসল দেন এবং আবূ ইসহাক-এর নিকটে তাকে দাফন করা হয়।

হাম্মাদ ইবন মুসলিম

ইনি হলেন হাম্মাদ ইবন মুসলিম আর-রাহবী আদ-দাব্বাস। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাশ্‌ফ-কারামাত, অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া ইত্যাদি নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। আমি ইবনুল জাওযীকে বলতে শুনেছি : হাম্মাদ ইবন মুসলিম শরঈ ইল্‌মশূন্য ছিলেন। তিনি অন্যদের মাঝে অর্থ ব্যয় করতেন। ইবন আকীল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাম্মাদ ইবন মুসলিমকে ঘৃণা করতেন। আর হাম্মাদ আদ-দাব্বাস বলতেন : ইবন আকীল আমার শত্রু। ইবনুল জাওযী বলেন : মানুষ তার নামে মান্নত করতো, আর তিনি সেসব গ্রহণ করতেন। পরে তা পরিত্যাগ করে স্বপ্নযোগে সম্পদ সংগ্রহ করে তা সহচরদের মাঝে ব্যয় করতেন। তিনি এ বছর রমযান মাসে মৃতুবরণ করেন এবং শান্তনিমিয়্যায় সমাধিস্থ হন।

আলী ইবনুল মুস্তায্‌হির বিল্লাহ

ইনি হলেন খলীফা আল-মুস্তারশিদ-এর ভাই। এ বছরের রমযান মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল একুশ বছর। তার মৃত্যুতে তবলা বাজান বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ কয়েকদিন পর্যন্ত শোক পালন করে।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবুল ফযল আল-মাহানী। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ইমামদের একজন। তিনি ইমামুল হারামায়ন প্রমুখ থেকে দীনি ইলম অর্জন করেন এবং হাদীস অন্বেষণে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। তিনি পাঠদান করেন, ফাতওয়া প্রদান করেন এবং বিতর্ক করেন।

তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার বয়স নব্বই বছর অতিক্রম করেছিল। মারভ শহরের মাহান গ্রামে তাকে দাফন করা হয়।

মাহমূদ আস্-সুলতান ইব্নুস সুলতান মালিকশাহ্

তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের একজন ছিলেন। তাঁর মাঝে সহনশীলতা, ধীরতা ও শৌর্য-বীর্য ছিল। মানুষ তাঁর জন্য তিনদিন শোক পালন করে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

হিবাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ

ইনি হলেন হিবাতুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল আব্বাস ইবনুল হুসায়ন আবুল কাসিম আশ্-শাফিঈ। আলী ইবনুল মুহায্যাব, আবূ বকর ইব্ন মালিক, আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ও আহমাদ এই সূত্রে মুসনাদ-এর হাদীস বর্ণনাকারী একদল শীর্ষস্থানীয় প্রবীণ শায়খের নিকট তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। কিশোর বয়সে তার পিতা তাকে হাদীস শিক্ষা দেন। সে সময় তার ভাই আবদুল ওয়াহিদ তার সাথে থাকতেন।

ইবনুল জাওযী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী ছিলেন। তিরানব্বই বছর বয়সে এ বছর এক বুধবার যোহর ও আসরের নামাযের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ ছাব্বিশ (৫২৬) সাল

এ বছর মাসঊদ ইবন মুহাম্মদ মালিকশাহ্ বাগদাদ আক্রমণ করেন। কুরাজান আস-সাকী এবং সালজূক শাহ্ ইবন মুহাম্মদও আসেন। এরা দু'জন আসেন রাজ্যের ক্ষমতা লাভের জন্য। এ সময়ে তাদের মুকাবিলার জন্য ইমাদুদ্দীন যাংকীও এগিয়ে আসেন। ইমাদুদ্দীন সাকীর মুখোমুখি হন। সাকী তাকে পরাজিত করেন। ফলে তিনি পালিয়ে তিকরীত চলে যান। তিকরীত দূর্গের নায়েব বায়তুল মুকাদ্দাস বিজেতা সালাহুদ্দীন ইউসুফ-এর পিতা নাজমুদ্দীন আইউব ইমাদুদ্দীন যাংকীর সেবা-যত্ন করেন। পরে তিনি নিজ দেশে ফিরে যান। ইমাদুদ্দীন যখন হালবের অধিপতি, তখন নাজমুদ্দীন আইউবও তার নিকট গিয়েছিলেন এবং তাঁর অতিথেয়তা লাভ করেছিলেন। তারপর যাকিছু ঘটে, সেসবের আলোচনা পরে আসছে।

তারপর মাসঊদ ও সালজূক শাহ্ দুই রাজা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান এবং পরস্পর সমঝোতা করেন। তারা উভয়ে সুলতান সানজার-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সানজার-এর সৈন্য ছিল এক লাখ ষাট হাজার, আর মাসঊদ ও সালজূক শাহের সৈন্য ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের যারা নিহত হয়, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। সানজার বাহিনী কুরাজান আস-সাকীকে বন্দী করে নির্যাতন করে এবং সানজার-এর সামনে তাকে হত্যা করে।

তারপর সানজার তাগরাল ইবন মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসান এবং মসজিদের মিম্বরে মিম্বরে তার নামে খুতবা পাঠ করান। এরপর সানজার নিজ দেশে ফিরে যান। তাগরাল দাবীস ও যাংকী এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আপনারা বাগদাদ গিয়ে দেশটি দখল করে নিন। ফলে, তারা বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রওনা হয়ে যান। কিন্তু খলীফা মুকাবিলা করে তাদের পরাজিত করেন এবং তাদের বেশ কিছু লোককে হত্যা করেন। আল্লাহ্ তাকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

এ বছর আবূ আলী ইব্নুল আফযাল ইবন বদর আল-জামালী আল-হাফিয আল-ফাতিমীয় উযীরকে হত্যা করেন। ফলে, আল-হাফিয তার সমুদয় সঞ্চিত সম্পদ নিজ বাসভবনে স্থানান্তরিত করেন এবং আবুল ফাত্হ ইয়ানিস আল-হাফেযীকে উযীর নিযুক্ত করেন এবং তাকে 'আমীরুল জুয়ূশ' উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু পরে এক কৌশলে তাকে হত্যা করে নিজের পুত্র হাসানকে উযীর নিযুক্ত করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর সে রাজ্যের অধিপতি হবে বলে ঘোষণা প্রদান করেন।

এ বছর আল্-মুস্তারশিদ তাঁর উযীর আলী ইবন তাররাদ আয-যায়নাবীকে পদচ্যূত করে আনুশিরওয়াঁ ইবন খালিদকে তার স্থলে উযীর নিয়োগ করেন।

এ বছর শামসুল মুলক ইসমাঈল ইবন বুরী ইবন তাগতাকীন তার পিতার মৃত্যুর পর দামেশ্কের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং ইউসুফ ইবন ফিরূযকে তার উযীর নিযুক্ত করেন। তিনি খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি অনেক রাজ্য জয় করেন এবং তাঁর ভাইয়েরা তাঁর আনুগত্য করে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইবন উবায়দুল্লাহ

আহমাদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হামদান ইবন উমর ইবন ঈসা ইবন ইবরাহীম ইবন গাছানাহ ইবন ইয়াযীদ আস-সুলামী। তিনি ইবন কাদিশ আল-আকবারী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি আল-ইয্ আল্-বাগদাদীর পিতা। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি অন্যদের হাদীস বুঝাতেন এবং বর্ণনা করতেন। আল-মাওয়ারিদী থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ব্যক্তি। একাধিক ব্যক্তি তার প্রশংসা করেছেন। তন্মধ্যে একজন হলেন আবূ মুহাম্মদ ইবনুল খাশ্শাব। মুহাম্মদ ইবন নাসির এই মর্মে তাকে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি একটি ভুয়া হাদীস রচনা করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। আবদুল ওয়াহহাব আল-আনামিতী বলেন : তিনি সত্য-মিথ্যা মিশ্রণ করে কথা বলতেন। এ বছরের জুমাদাল উলায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন

ইনি হলে মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন ইবনুল কাযী আবূ ইয়া'লা ইবনুল ফাররা আল-হাম্বলী। তিনি চারশত একান্ন হিজরীর শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি দীনি ইল্‌ম অর্জন করেন; বিতর্ক করেন, ফাতাওয়া প্রদান করেন এবং অধ্যাপনাও করেন। তার মালপত্র রাখার জন্য একটি ঘর ছিল। একরাতে সেই ঘরে ডাকাতি হয়। ডাকাত তাকে হত্যা করে তার সব মালামাল নিয়ে যায়। পরে আল্লাহ্ তার ঘাতককে ধরিয়ে দেন এবং জনগণ তাকে হত্যা করে ফেলে।

হিজরী পাঁচশ সাতাশ (৫২৭) সাল

এ বছরের সফর মাসে সুলতান মাসঊদ বাগদাদ প্রবেশ করেন। এ উপলক্ষে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয় এবং খলীফা তাকে উপঢৌকন দেন এবং তাকে সালতানাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং মানুষের মাঝে দীনার ও দিরহাম বিতরণ করেন। তিনি সুলতান দাঊদ ইবন মাহমূদকেও উপহার প্রদান করেন।

এ বছর দাবীস ওয়াসিতে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটান। ফলে তার মুকাবিলায় সুলতান একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তার শক্তি গুঁড়িয়ে দেয়।

তারপর খলীফা মূসেলকে যাংকীর থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে অভিযান প্রেরণের সংকল্প গ্রহণ করেন। এ কথা শুনে সুলতান তাঁকে এ থেকে বিরত রাখার জন্য বিপুল সম্পদ ও উপঢৌকন পেশ করেন। কিন্তু খলীফা তা গ্রহণ করেননি। পরে খলীফা শুনতে পান যে, সুলতান মাসঊদ দাবীসের সাথে সন্ধি করেছেন এবং তাকে উপঢৌকন প্রদান করেছেন। ফলে তিনি তাড়াতাড়ি করে নিরাপদে ও সসম্মানে বাগদাদ ফিরে যান।

এ বছর ইব্‌নুয্‌-যাঊনী মৃত্যুবরণ করেন। ইনি হাম্বলী মাযহাবের ইমামদের একজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইবনুল জাওযী তার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ইবনুল জাওযী তখন বয়সে তরুণ ছিলেন, ফলে তা অন্য কারো হাতে চলে যায়। তবে উযীর অনুশিরাওয়াঁ তাকে ওয়ায করার অনুমতি প্রদান করেন। ফলে এ বছর তিনি বাগদাদের কয়েক স্থানে জনতার মাঝে বক্তৃতা প্রদান করেন। তার মজলিস বাড়তে থাকে এবং মানুষ তার নিকট ভিড় জমাতে থাকে।

এ বছর দামেশ্‌কের শাসনকর্তা শামসুল মুলক হামাত নগরীর কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। ইতিপূর্বে উক্ত অঞ্চলটি যাংকীর হাতে ছিল।

এ বছরের যিলহজ্জ মাসে তুর্কমান তারাব্লিস নগরী লুণ্ঠন করে এবং কাওমাস আল-কারনাজী (আল্লাহ্ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন) তাদের উদ্দেশ্যে অভিযান প্রেরণ করে। কিন্তু তারাব্লিসের অধিবাসীরা তাকে পরাজিত করে এবং তার বেশ কিছু অনুচরকে হত্যা করে। তারা

তাকে অনেক দিন পর্যন্ত সেখানে অবরোধ করে রাখে। অবরোধ দীর্ঘ হয়ে গেলে তারা ফিরে যায়।

এ বছর কাসিম ইবন আবূ কালীতা তার পিতার মৃত্যুর পর মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এ বছর শামসুল মুলক তার ভাই সাওনাজকে হত্যা করেন। এ বছর খ্রিস্টানরা নিজেদের মধ্যে তীব্র সংঘাতে লিপ্ত হয়। এভাবে আল্লাহ্ তাদের বিপুলসংখ্যক লোককে ধ্বংস করেন। সেই সঙ্গে ইমাদুদ্দীন যাংকীও অভিযান পরিচালনা করে তাদের এক হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং বিপুল সম্পদ ও মালে গনীমত অর্জন করেন। এই যুদ্ধকে 'আমওয়ার যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়।

এ বছর কাতায আল-কাদিম লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। যেমনটি করেন তার আগের ও পরের বছরগুলোতে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমদ ইবন সুলামা

ইনি হলেন আহমদ ইবন সুলামা ইবন আবদুল্লাহ ইবন মিখলাদ ইবন ইবরাহীম আবুল আব্বাস ইবনুর রুতাবী। তিনি বাগদাদে আবূ ইসহাক ও ইবনুস-সাব্বাগ-এর নিকট দীনি ইল্‌ম অর্জন করেন, আর আসবাহানে করেন মুহাম্মদ ইবন ছাবিত আল-খাজনাদীর নিকট। তারপর তিনি বাগদাদের রাজপ্রাসাদের হেরেমের হিসাব রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তিনি খলীফার সন্তানদেরকে আদব ও চরিত্র শিক্ষা দিতেন। তিনি এ বছর রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং আবূ ইসহাক-এর পাশে তাকে দাফন করা হয়।

আস'আদ ইবন আবূ নাস্‌র ইব্‌ন আবুল ফযল

ইনি হলেন আবুল ফযল আল-মায়হানী মাজদুদ্দীন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ইমামদের একজন। তিনি আল-খিলাফ ও আল-মাতরূকার শাসক ছিলেন। তিনি ৫১৭ হিজরী থেকে ৫২৩ হিজরী পর্যন্ত নিযামিয়ায় অধ্যাপনা করেন। পরে সেখান থেকে পদচ্যুত হন। কিন্তু তার অনুসারীরা সেখানে বহাল থাকে। ৫১৭ হিজরীর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবুল ফযল আল-মায়হামী ৫১৭ হিজরীতে নিযামিয়ায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং একথা বলা হয়েছে যে, তিনি ৫২৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন : আবুল ফযল আল-মায়হামী ৫২৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্‌নুয-যাগূনী আল-হাম্বলী

ইনি হলেন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন নাস্‌র ইব্‌নুস-সারী আয-যাগূনী। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইমাম। তিনি কুরআন পাঠের বিভিন্ন রীতি আত্মস্থ করেন, হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফিক্‌হ, নাহু ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মৌলিক ও শাখা বিষয়ে তিনি

অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ওয়াযে বেশ দক্ষতা ছিল। তাঁর জানাযায় বিপুল লোকের সমাগম হয়েছিল।

আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ

আল-হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আল-বুরবারী। তিনি ছিলেন আস্‌বাহানের কারীদের একজন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর একটি ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে। তিনি সুন্দরভাবে লিখতেন এবং পড়তেন বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্টভাবে। তিনি এ বছর আসবাহানে মৃত্যুবরণ করেন।

আলী ইবন ইয়া'লা

আলী ইবন ইয়া'লা ইবন ইওয়াজ আবুল কাসিম আল-আলাবী আল-হারাবী। আবুল হাসান-এর নিকট মুসনাদে আহমাদ এবং আবূ আমির আল-আয্‌দীর নিকট তিরমিযী শ্রবণ করেন। তিনি নিশাপুরে মানুষকে ওয়ায করতেন। পরে বাগদাদ এসেও ওয়ায করেন। তাতে তিনি পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন এবং অনেক সম্পদ ও কিতাব হস্তগত করেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : তিনিই আমাকে প্রথম হাতে ধরে ওয়াযের জগতে নিয়ে আসেন। আমি যখন ছোট, তখনো তার সামনে কথা বলেছি, আবার তার চিরবিদায়ের সময়ও বলেছি।

মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ

মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া আবূ আবদুল্লাহ আল-উছমানী আদ-দীবাজী। বাগদাদে তিনি আল-মুকাদ্দিসী নামে পরিচিত ছিলেন। বিশ্বাসগতভাবে তিনি আশ'আরী ছিলেন। তিনি বাগদাদে জনতার উদ্দেশ্যে ওয়ায করতেন। ইবনুল জাওযী বলেন : আমি তাকে এক মজলিসে নিম্নে বর্ণিত তার স্বরচিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছি :

دع دموعی یحق لی ان انوحا – لم تدع لی الذنوب قلبا صحیحا

اخلقت مهجتی اکف المعاصی – ونعانی المشیب نعیا فصیحا

کلما قلت قد برا جرح قلبی – عاد قلبی من الذنوب جریحا

إنما الفوز والنعیم لعبد – جاء فی الحشر أمنا مستریحا .

"আমার অশ্রুকে ছেড়ে দাও, বিলাপ করার অধিকার আমার আছে। পাপাচার আমার জন্য একটি সুস্থ হৃদয়ও অবশিষ্ট রাখেনি।

"আমার রক্ত বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি অপরাধ পরিহার করে চলছি। আর বার্ধক্য আমাকে মধুর ভাষায় আহ্বান করছে।

"আমি যখনই বলি : আমার হৃদয়ের ঘা শুকিয়ে গেছে, তখনই আমার হৃদয় পাপের ঘা ফিরিয়ে আনে।

"শেষবিচারের দিন নিরাপদ ও শান্তিময় হতে পারাই বান্দার প্রকৃত সফলতা ও নিয়ামত।"

মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ

মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইব্নুল হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন খাল্ফ ইব্ন হাযিম ইব্ন আবূ ইয়া'লা ইবনুল ফাররা আল-ফাকীহ ইবনুল ফাকীহ। তিনি চারশত সাতান্ন হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও যাহিদদের অন্যতম ছিলেন। এ বছরের সফর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার

ইনি হলেন আবূ মুহম্মদ আবদুল জাব্বার ইব্ন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন হামদীস আল-আয্দী আস-সাকালী। তিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইব্ন খাল্লিকান তার কতগুলো কবিতা বর্ণনা করেছেন। যার কয়েকটি নিম্নরূপ :

قد هاتها من كف ذات الوشاح - بيا فقد نعى الليل بشيرا الصباح

باكر إلى اللذات واركب لها - سوابق اللهو ذوات المراح

من قبل ان نرشف شمس الضحا - ديق الغوادى من ثغور الاقاح ٠

"দাঁড়াও, ঘাঘরাধারীর হাত থেকে তাকে গ্রহণ করো। সুসংবাদদানকারী সকাল পর্যন্ত বিলাপ করেছে।

"ঘুম থেকে ওঠো, জগতের স্বাদ উপভোগ করো, আর বিজয়ী খেলোয়াড়ের ন্যায় তার পানে ছুটে যাও সকালের সূর্য ভোরের শিশিরে চুমুক দেওয়ার আগে আগে।"

তাঁর আরেকটি দুর্লভ পঙক্তি হলো :

زادت على كحل الجفون تكحلا - وتسم تصل السهم وهو قتول ٠

"চোখের ভ্রূতে সে সুরমা মেখেছে চমৎকারভাবে। আর যুদ্ধরত অবস্থায় সে তীরের ফলায় বিষ মাখায়।"

হিজরী পাঁচশ আটাশ (৫২৮) সাল

এ বছর খলীফা ও যাংকী সমঝোতা চুক্তি করেন। এ বছর যাংকী অনেকগুলো দুর্গ জয় করেন এবং বহুসংখ্যক খ্রিস্টানকে হত্যা করেন। এ বছর শামসুল মুলক আশ্-শাকীফ তাইরুত জয় করেন এবং খ্রিস্টানদের বেশ ক'টি জনপদ লুণ্ঠন করেন।

এ বছর সালজূক শাহ বাগদাদ আগমন করে রাজপ্রাসাদে অবতরণ করেন। খলীফা তাকে যথাযোগ্য সম্মান করেন এবং তার নিকট দশ হাজার দীনার প্রেরণ করেন। তারপর সুলতান মাসউদ ও তার অধিকাংশ সহচর আগমন করেন। তারা ঘোড়ার স্বল্পতার কারণে উটে চড়ে আসেন।

এ বছর বনূ আকীলের নেতৃত্ব সুলায়মান ইব্ন মাহারিশ আল-আকীলীর সন্তানদের হাতে তুলে দেয়া হয় তাদের দাদার সম্মানার্থে। এ বছর ইবন তাররাদকে মন্ত্রীত্বের পদে পুনর্বহাল করা হয়।

এ বছর ইকবাল আল-মুসতারশিদীকে রাজকীয় পোশাক পরিধান করানো হয় এবং তাঁকে মালিকুল আরব সায়ফুদ্দৌলাহ উপাধি দেয়া হয়। তারপর তিনি রাজকীয় পোশাক পরিধান করে, বাহনে চড়ে রাজ কার্যালয়ে উপস্থিত হন। এ বছর বাদশাহ তাগরাল-এর রাজক্ষমতা শক্তি লাভ করে এবং বাদশাহ মাসঊদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইবন আলী ইবন ইবরাহীম

তিনি হলেন আহমাদ ইবন আলী ইবন ইবরাহীম আবুল ওয়াফা আল-ফীরূযাবাদী। তিনি ছিলেন সূফী-শায়খদের একজন। তিনি রিবাতুয যাওযানীতে বসবাস করতেন। তার মুখের ভাষা ছিল মধুর মত। সূফীদের অনেক ইতিহাস, জীবনচরিত ও কাব্য তার মুখস্থ ছিল।

আবূ আলী আল-ফারেকী

ইনি হলেন আল-হাসান ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মারহুন আবূ আলী আল-ফারেকী। তিনি চারশত তেত্রিশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে 'আল-মাহামিলীর' রচয়িতা আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন বায়ান আল-কাযরাওনীর নিকট এবং পরে শায়খ আবূ ইসহাক ও ইবনুস সাব্বাগ-এর নিকট থেকে ইল্‌মে দীন শিক্ষা করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং 'মুহায্‌যাব' ও 'আশ্‌-শামিলা' বারবার অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি ওয়াসিতে বিচারপতির পদে সমাসীন হন। তিনি বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও সচ্চরিত্রবান লোক ছিলেন। এই প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও চরিত্র নিয়েই তিনি এ হিজরী সনে ছিয়াত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ

ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবনুল হাসান আবূ মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আশ-শামী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং তার পিতার নিকট দীনি ইল্‌ম অর্জন করেন। তিনি বিতর্ক করেন এবং ফাতাওয়া প্রদান করেন। তিনি বিজ্ঞ আলিম ও সুবক্তা ছিলেন। ইবনুল জাওযী তাঁর ওয়ায শুনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তার গদ্য-পদ্য ও ভাষাশৈলীর জন্য প্রশংসা করেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে এ হিজরী সনের মুহাররম মাসে ইনতিকাল করেন এবং তার পিতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইবন আহমাদ

মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আলী ইবন আবূ বকর আল-আত্তান। তিনি ইবনুল হাল্লাজ আল-বাগদাদী নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং কুরআন পাঠের

বিভিন্ন রীতি শিক্ষা করেন। ইবাদতগুযার, দুনিয়া-বিমুখ ও ভাল মানুষ ছিলেন। মানুষ তার দু'আ দ্বারা বরকত হাসিল করতো এবং তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতো।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ আশ-শাফিঈ

মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ আবূ রাশীদ আশ-শাফিঈ। তিনি ছিলেন তাবারিস্তানের আমিল অঞ্চলের অধিবাসী। চারশত চৌত্রিশ হিজরীতে তিনি জন্মলাভ করেন। তিনি হজ্জ আদায় করে মক্কায় বসবাস করেন। তিনি স্বল্পসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। জনমানব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

একদা তিনি এক বণিকদলের সঙ্গে নৌপথে ভ্রমণে বের হন। তারা এক দ্বীপে গিয়ে পৌছুলে তিনি বললেন : তোমরা আমাকে এই দ্বীপে রেখে যাও; আমি এখানে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করবো। বণিকরা তাকে বারণ করলো। কিন্তু তিনি সেখানে অবস্থান ব্যতীত অন্য কিছু মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে তারা তাঁকে সেখানে রেখে সমানের দিকে রওনা হলো। কিন্তু বায়ু তাদেরকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বণিকরা বললো : আমরা তো আপনাকে ছাড়া যেতে পারছি না। আপনি যখন এখানে অবস্থান করতে মনস্থ করেছেনই, তাহলে এখানে পরে আসবেন। তখন তিনি বণিকদের সঙ্গে চলে যান। পরে সেখানে ফিরে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। তারপর উক্ত স্থান ত্যাগ করে নিজ জন্মভূমি আমিলে চলে আসেন। পরে সেখানেই ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

কথিত আছে যে, তিনি উক্ত দ্বীপে সেখানকারই বিভিন্ন খাদ্য-সামগ্রী আহার করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সেখানে মানুষখেকো বড় বড় অজগর ছিল, ছিল পানির কূপ, যে কূপ থেকে তিনি পানি পান করতেন ও তা দিয়ে উযূ করতেন। তাঁর কবর আমিলে অবস্থিত, যা যিয়ারত করা হয়।

খলীফার মা

খলীফা আল-মুস্তারশিদ-এর মা এ বছরের শাওয়াল মাসের উনিশ তারিখ সোমবার রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ উনত্রিশ (৫২৯) সাল

এ বছর আল-মুস্তারশিদ-এর মৃত্যু এবং আর-রাশিদ-এর ক্ষমতায় আরোহণের ঘটনা ঘটে। ঘটনার প্রেক্ষাপট হচ্ছে : সুলতান মাসউদ ও খলীফার মাঝে বড় ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হয়। অগত্যা খলীফা বাগদাদে সুলতান মাসউদের নামে খুতবাদান বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে সেই পরিস্থিতিতে তাঁর ভাই তাগ্রাল ইবন মুহাম্মদ মালিকশাহর মৃত্যু ঘটে। এই সুযোগে তিনি বিভিন্ন নগরীতে অভিযান চালিয়ে সেগুলো দখল করে নেন এবং তার

প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তারপর খলীফার হাত থেকে বাগদাদকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকেন। খলীফা বিষয়টি জানতে পেরে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। নেতৃস্থানীয় একদল লোক সুলতান মাসঊদের আগ্রাসনের ভয়ে ভীত হয়ে খলীফার নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। তখন খলীফা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বাগদাদ থেকে রওনা হন। এ বাহিনীতে বিচারপতি এবং বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকতারাও ছিলেন। তারা প্রথম মনযিলটি পায়ে হেঁটে ছাউনি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে খলীফা একটি অগ্রগামী দল প্রেরণ করেন। সুলতান মাসঊদও দাবীস ইবন সাদাকা ইবন মানসূর-এর নেতৃত্বে অগ্রগামী দল প্রেরণ করেন। পরস্পর মুখোমুখি হওয়ার পর প্রথমে উভয় পক্ষে ব্যাপক বাদানুবাদ হয়। শেষ পর্যন্ত রমযানের দশ তারিখ সোমবার উভয় পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তারা পরস্পর প্রচণ্ড যুদ্ধ করে।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে খলীফা মাসঊদ বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করেন। কিন্তু পরে তারা প্রস্তুতি নিয়ে খলীফা বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় এবং তারা খলীফার বাহিনীকে পরাজিত করে, তাদের অনেক লোককে হত্যা করে এবং খলীফাকে বন্দী করে ফেলে। তারপর তারা তাদের মালামাল, অস্ত্র-শস্ত্র লুটে নেয়। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চল্লিশ লাখ দীনার। তাছাড়া মূল্যবান গৃহস্থালী সামগ্রী, কাপড়-চোপড় ও বরতন ইত্যাদি ছিল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

সংবাদটি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদে পৌঁছুলে জনতা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ডভাবে শিউরে উঠে—বাহ্যিকভাবে এবং মানসিকভাবে। জনতা মসজিদের মিম্বরগুলো ভেঙে ফেলে এবং জামাআতে উপস্থিত হওয়া পরিত্যাগ করে। নারীরা খোলা মুখে নগরীতে বেরিয়ে খলীফার জন্য বিলাপ করতে থাকে। বাগদাদবাসীদের সঙ্গে অন্যান্য নগরীর বহু মানুষ শোকাহত হয়। অরাজকতা ব্যাপকতর রূপ লাভ করে এবং দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। যিলকদের পুরো মাস জুড়ে দেশময় এই অরাজকতা চলতে থাকে। অবশেষে বাদশাহ সানজার স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই অরাজকতার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে পত্র লিখেন এবং খলীফাকে তাঁর বাসভবন ও দারুল খিলাফত ফিরিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বাদশাহ মাসঊদ চাচার আদেশ মান্য করেন। তিনি খলীফার জন্য বিরাট এক প্যাভেলিয়ন স্থাপন করেন। তাতে স্থাপন করেন বিশাল এক গম্বুজ, যার নিচে ঝুলন্ত সিংহাসন। খলীফাকে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী কালো পোশাক পরিধান করান এবং সচরাচর তিনি যে বাহনটিতে আরোহণ করতেন সেটিতে আরোহণ করান। বাদশাহ মাসঊদ নিজে ঘোড়ার লাগাম ধরে খলীফার খিদমতে চলতে শুরু করেন। সঙ্গের গোটা বাহিনী পায়ে হেঁটে চলতে থাকে। গন্তব্যে পৌঁছে খলীফাকে সিংহাসনে বসিয়ে বাদশাহ মাসঊদ দাঁড়িয়ে যান এবং পরে নত হয়ে খলীফার সামনে মাটি চুম্বন করেন।

আর দাবীসকে কাঁধে করে নিয়ে আসা হলো। তার ডানে দু'জন আমীর, বাঁয়ে দু'জন। তাদের হাতে নাঙ্গা তরবারি ও সাদা দড়ি। খলীফার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর সামনে তাকে ছুঁড়ে

ফেলা হলো। সুলতান মাসউদ এগিয়ে এসে দাবীসের জন্য সুপারিশ করেন। দাবীস হাতজোড় করে বলে : আমাকে ক্ষমা করে দিন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ভুল করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। ফলে খলীফা এই বলে তাকে মুক্ত করে দেয়ার আদেশ করেন যে, "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিন।"

এবার দাবীস উঠে দাঁড়িয়ে খলীফার হাতে চুম্বন করার অনুমতি প্রার্থনা করে। খলীফা তাকে অনুমতি দিলে সে খলীফার হাতে চুমো খায় এবং মুখে ও বুকে ফেরায়। অবশেষে সে তার কৃত অপরাধের জন্য খলীফার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরবর্তীতে এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এ সংবাদটা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ এর ফলে আনন্দিত হয়। পরবর্তীতে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হলে বাদশাহ সানজার-এর পক্ষ থেকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট কয়েকজন দূত আগমন করে। দূতদের মাধ্যমে সানজার তাকে খলীফার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং দ্রুত নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। দূতদের সঙ্গে তিনি একদল সৈন্যও প্রেরণ করেন, যাতে তারা খলীফার বাগদাদ পৌঁছা পর্যন্ত তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকে। দশজন বাতেনী এই বাহিনীর সঙ্গ নেয়। বাহিনী গন্তব্য পৌঁছুলে বাতেনীরা খলীফার উপর আক্রমণ করে তাঁকে তাঁরই তাঁবুতে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তাঁর সঙ্গে তাঁর সঙ্গীরাও নিহত হয়। তন্মধ্যে একজন ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইবন সুকায়বাহ। পরে অবশ্য বাতেনীরা ধরা পড়ে আর তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। আল্লাহ্ তাদের অমঙ্গল করুন।

কেউ কেউ বলেন : এই বাতেনীদেরকে খলীফাকে হত্যা করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন। এই সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা আল-মুস্তারশিদের মৃত্যুতে দেশের জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মহিলারা খোলা মুখে রাস্তায় নেমে বিলাপ করতে থাকে।

খলীফা আল-মুস্তারশিদ বিল্লাহ যিলহজ্জ মাসের সতের তারিখ বৃহস্পতিবার 'বাবে মারাগায়' নিহত হন। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাষ্ট্রক্ষমতা পুত্র আর-রাশিদ-এর হাতে হস্তান্তর পূর্বক তিনদিন পর্যন্ত তাঁর জন্য শোক পালন করা হয়।

খলীফা আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ ছিলেন বীর-বাহাদুর, দুঃসাহসী, বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী, মিষ্টভাষী, বাগ্মী, সুদর্শন এবং সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি স্নেহশীল। মিম্বারে খুতবাদানকারী খলীফাদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ খলীফা। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর তিন মাস। তাঁর খিলাফতকাল ছিল সতের বছর ছয় মাস বিশ দিন। তাঁর মাতা তুর্কী দাসী ছিলেন।

আর-রাশিদ বিল্লাহর খিলাফত

তিনি হলেন আবূ জাফর মানসূর ইবনুল মুস্তারশিদ। তার পিতা নিজের মৃত্যুর পর তাকে ক্ষমতাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরে তা প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। কেননা, করলে তা হতো বিশ্বাসঘাতকতা। আর তার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে পাঁচশত উনত্রিশ হিজরীর যিলকদ মাসের সতের তারিখ, বৃহস্পতিবার তার পিতা নিহত হলে

সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে এবং বাগদাদের মসজিদগুলোতে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। সে সময় তিনি কয়েক সন্তানের পিতা। তিনি ছিলেন ফর্সা, সুঠাম ও সুন্দর গাত্রবর্ণের অধিকারী। এ বছরের আরাফার দিন খলীফা মুসতারশিদের মরদেহ বাগদাদে আনা হয় এবং 'বায়তুত্ তাওবায়' তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় বিপুল লোকের সমাগম ঘটে। পরদিন যখন মানুষ ঈদের নামাযের জন্য বের হয়, তখন তারা ছিল মুসতারশিদের শোকে মুহ্যমান। আর খলীফা রাশীদের শাসনামলের শুরুর দিকে রাফিযীরা সামান্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন

তিনি হলেন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন ইবন আমর আবুল মুজাফফর ইবন আবূ বকর আশ-শাশী। তিনি তার পিতার নিকট হতে ইলমে দীন অর্জন করেন। হাদীস বর্ণনার বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই, তিনি তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর নিজে মারা যান।

ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ্

ইনি হলেন ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আলী আবুল কাসিম আল-হাকিম। তিনি ইমামুল হারামায়নের নিকট হতে ইল্‌মে-দীন অর্জন করেন। তিনি গাযালীর বন্ধু ছিলেন। আর গাযালী তাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সুবিজ্ঞ, ফকীহ এবং পরহেযগার ও আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তূস নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন এবং আল-গাযালীর পাশে তাকে দাফন করা হয়।

দাবীস ইবন সাদাকাহ্

ইনি হলেন দাবীস ইবন সাদাকাহ্ ইবন মানসূর ইবন দাবীস ইবন আলী ইবন মাযীদ আবুল আ'আয আল-আসাদী। তিনি আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। তিনি বীরবাহাদুর এবং অনেক কীর্তির নায়ক ছিলেন। খলীফার ভয়ে দেশময় ঘুরে বেড়ান। খলীফা নিহত হওয়ার পর তিনি চৌত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। পরে সুলতানের নিকট অপবাদ আরোপ করা হয় যে, যাংকী পত্র মারফত দাবীসকে সুলতানের নিকট যেতে বারণ করেছেন, তাকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তার থেকে মুক্তিলাভ করতে আদেশ করেছেন। ফলে সুলতান তার নিকট একজন আর্মেনীয় যুবককে প্রেরণ করেন। যুবক তাকে তাঁর তাঁবুতে অবনত মস্তকে বসে চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখতে পায়। তখন সে কোন কথা না বলে তরবারির আঘাত হেনে তার মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এক বর্ণনায় আছে যে, সুলতান তাকে ডেকে নিয়ে নিজের উপস্থিতিতে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

তাগ্‌রাল আস-সুলতান ইবনুস সুলতান মুহাম্মদ ইবন মালিকশাহ্

এ বছরের মুহাররম মাসের ৩ তারিখ, বুধবার দিন তিনি হামাদানে মৃত্যুবরণ করেন।

আলী ইবন মুহাম্মদ আল-নারুজানী

ইনি আবিদ ও যাহিদ ছিলেন। ইবনুল জাওযী তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন : কুদরতের সম্পর্ক হচ্ছে অসম্ভব কার্যাবলীর সাথে কিন্তু পরে তিনি উক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং নিজের অজ্ঞতা ও ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল-ফযল আবুল মানসূর

ইনি হলেন আমীরুল মুমিনীন আর-মুস্‌তারশিদ। তার জীবন-বৃত্তান্তের আংশিক আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ ত্রিশ (৫৩০) সাল

এ বছর খলীফা আর-রাশিদ ও সুলতান মাসঊদ-এর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনার প্রেক্ষাপট হচ্ছে : সুলতান মাসঊদ এই মর্মে খলীফাকে পত্র লিখেন যে, আমি যখন আপনার পিতাকে বন্দী করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে চার লাখ দীনার প্রদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন আমাকে সেগুলো দিন। কিন্তু খলীফা তা দিতে অস্বীকার করে বলেন : আমাদের ও আপনাদের মাঝে তরবারি ব্যতীত আর কোন চুক্তি নেই। এতে দু'জনের মাঝে বিরোধ জন্ম নেয়। সুলতান মাস'ঊদ সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, আর খলীফা তাঁর আমীরদের প্রস্তুত থাকতে আদেশ করেন এবং ইমাদুদ্দীন যাংকীকে ডেকে পাঠান। যাংকী এসে খলীফার পক্ষে লোক জড়ো করেন। এই বিবদমান পরিস্থিতিতে সুলতান দাঊদ ইবন মাহমূদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মালিকশাহ্ এসে উপস্থিত হন। খলীফা বাগদাদে তার পক্ষে খুতবা দেন। তাঁকে উপহার প্রদান করেন এবং তাঁর থেকে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেন। এতে সুলতান মাসঊদ ও খলীফার মধ্যকার বিসংবাদ আরো পাকাপোক্ত হয়ে যায়। খলীফা বাগদাদের প্রকাশ্য রাজপথে নেমে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গে সেনাবাহিনীও চলতে শুরু করে, যেমনটি হতো তাঁর পিতার আমলে। দিনটি ছিল শাবান মাসের শেষদিককার এক বুধবার। অপরদিক থেকে সুলতান দাঊদ বেরিয়ে আসেন। কিন্তু যখন তারা জানতে পারেন যে, সুলতান মাসঊদ বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে, তখন ইমাদুদ্দীন যাংকী খলীফাকে পরামর্শ প্রদান করেন যে, আপনি আমার সঙ্গে মূসেল চলুন। পরিশেষে শাওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার তাদের অবর্তমানে সুলতান মাসঊদ বাগদাদে প্রবেশ করেন। তিনি দারুল খিলাফত ঘেরাও দিয়ে তার সমুদয় সম্পদ দখল করে নেন। তারপর খলীফার স্ত্রী-কন্যা ও দাসীদের পোশাক, অলংকারসহ সবকিছু ছিনিয়ে নেন। তারপর সুলতান মাসঊদ বাগদাদের বিচারপতি ও ফকীহদের সমবেত করে তাদের সামনে খলীফা আর রাশিদ-এর একখানা পত্র উপস্থাপন করেন। তাতে লিখা ছিল : যখনই তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে বাগদাদ থেকে বের হবেন, তখন তার

অর্থ হবে, তিনি খিলাফত থেকে পদত্যাগ করেছেন। এ পত্রের ভিত্তিতে ফকীহগণ খলীফার পদচ্যুতির ফাতাওয়া প্রদান করেন। এভাবে বাগদাদের বিচারপতি ও ফকীহগণের ফাতাওয়ায় যিলকদ মাসের ষোল তারিখ সোমবার খলীফা আর-রাশিদ পদচ্যুত হন। তার খিলাফতের মেয়াদকাল ছিল এগার মাস, এগার দিন। সুলতান মাসউদ স্বীয় চাচা আর-মুকতাফী ইবনুল মুস্তায্হিরকে ডেকে পাঠান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আর-রাশিদ-এর স্থলে তার হাতে খিলাফাতের বায়আত অনুষ্ঠিত হয়।

আল-মুকতাফী লি আমরিল্লাহর খিলাফত

ইনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ ইবনুল মুসতায্হির। তার মায়ের নাম ছিল সাফ্রা, ডাকনাম ছিল নাসীমা। তাকে ছয় নেতার জননী বলা হতো। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আর-রাশিদ বিল্লাহর পদচ্যুতির দু'দিন পর তাঁর বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। যিলহজ্জের বিশ তারিখ জুমুআ'র দিন মসজিদে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয় এবং তাকে 'মুকতাফী' উপাধি প্রদান করা হয়, এ জন্য যে, তিনি স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলছেন : অচিরেই এই রাষ্ট্রক্ষমতা তোমার হাতে চলে আসবে। অতএব তুমি আমার সঙ্গে অপেক্ষা কর। এ ঘটনার ছয়দিন পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তার হাতে চলে আসে। ফলে তাকে 'মুকতাফী' বা অপেক্ষাকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

একটি জরুরী জ্ঞাতব্য

খলীফা আল-মুকতাফী ও আল-মুস্তারশিদ পরস্পর ভাই ছিলেন। অনুরূপভাবে আস-সাফ্ফাহ এবং আল-মানসূরও। তেমনি আল-হাদী ও আর-রাশিদ। এরা আল-মাহ্দীর পুত্র। তদ্রূপ আল-ওয়াছিক ও আল-মুতাওয়াক্কিল। এরা ছিলেন আল-মু'তাসিম-এর পুত্র। পক্ষান্তরে যাঁরা তিন ভাই খলীফা ছিলেন তারা হচ্ছেন : আর-রাশীদ-এর পুত্র আমীর, মামুন ও মু'তামিম। মুতাওয়াক্কিল-এর পুত্র মুনতাসির, মু'তায ও মু'তামিদ। আল-মু'তাজিদ-এর পুত্র আল-মুক্তাফী, আন-মুকতাদির ও আল-কাহির। আল-মুকতাদির-এর পুত্র আর-রাজী, আল-মুকতাফী ও আল-মুতী'। অপরদিকে চার ভাই খলীফা ছিলেন শুধু বনূ উমাইয়াদের মাঝে। তারা হলেন : আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান-এর পুত্র আল-ওয়ালীদ, সুলায়মান, ইয়াযীদ ও হিশাম।

যা হোক, আল-মুকতাফী খিলাফতের মসনদে আসীন হলে আর-রাশিদ মূসেলে ইমাদুদ্দীন যাংকীর নিকট চলে যান। তিনি এ বছরের যিলহজ্জ মাসে মূসেল-এ প্রবেশ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

মুহাম্মদ ইবন হাম্বিয়া

মুহাম্মদ ইবন হাম্বিয়া ইবন মুহাম্মদ ইবন জামবিয়া আবূ আবদুল্লাহ আল-জাবীনি। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। সত্যবাদী এবং প্রজ্ঞা ও দুনিয়া বিমুখতায় নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। তার

অনেক কারামত আছে। একদা তিনি বাগদাদ গমন করেন। বিদায়কালে বাগদাদবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নলিখিত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেন :

لئن كان لى من بعد عودٍ اليكم – نصيب لبانات الفؤاد اليكم
وآن تكن الأخرى وفى الغيب غيره – فضاه وآلا فالسّلام عليكم .

"তোমাদের নিকট ফিরে আসার পর তোমাদের হৃদয়জগতে যদি আমার স্থান থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

"অন্যথায় আমার সালাম নিও। আর অনুপস্থিতিতে তো দ্বিতীয়টিই ঘটছে।"

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ

ইনি হলেন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাবীব আবূ বকর আল-আমেরী। তিনি পরিচিত ইবনুল খাব্বায নামে। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং মানুষকে ইলমে তাসাওফের ওয়ায শোনাতেন। যাঁরা তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন, ইবনুল জাওযী তাদের একজন। ইবনুল জাওযী তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তাঁর কবিতার কয়েকটি পঙক্তি হলো :

كيف احتيالى وهذا فى الهوى حالى – والشوق املك لى من عذل عذالى
وكيف اشكو وفى حبى له شغل – يحول بين مهماتى واشغالى .

"আমি কোন কৌশল অবলম্বন করবো? অথচ, আমার প্রেমের অবস্থা হলো এই। ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা অপেক্ষা আমি ভালোবাসারই বেশি অধিকারী।

"আমি কীভাবে অভিযোগ করব, সে তো আমার ভালোবাসায় মজে রয়েছে। সে তো আমাকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।"

ফিক্‌হ ও হাদীসে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি 'আশ-শিহাব' গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন। তিনি একটি সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। যেখানে তাঁর সান্নিধ্যে একদল আবিদ ও যাহিদ অবস্থান করতো। মৃত্যুকালে তিনি তাদেরকে তাকওয়া, ইখলাস ও দীনের অনুসরণের উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশ প্রদান শেষ হলে যখন তার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয় এবং কপাল ঘেমে ওঠে, তখন তিনি হস্ত প্রসারিত করে নিম্নলিখিত পঙক্তিটি আবৃত্তি করেন :

هاقد بسطت يدى اليك فردها – بالفضل لابشماتة الاعداء .

"আমি তোমার নিকট আমার হস্ত প্রসারিত করেছি। তুমি করুণাসহ তা ফিরিয়ে দাও, শত্রুসুলভ নিন্দার সাথে নয়।"

তারপর তিনি বলেন : আমি শায়খদেরকে দেখেছি, তারা দলবলসহ আমার অপেক্ষায় থাকতেন।

তারপরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সময়টি ছিল মধ্য রমযানের বুধবার রাত। নিজ সরাইখানাতেই তাঁকে দাফন করা হয়। পরে পাঁচশত চল্লিশ হিজরীতে সরাইখানা ও কবর দুই-ই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

মুহাম্মদ ইবনুল ফযল

ইনি হলেন মুহাম্মদ ইবনুল ফযল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন আবুল আব্বাস আবূ আবদুল্লাহ আস-সায়েদী আল-ফারাবী। তার পিতা ফারাওয়া নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে এ নিশাপুরে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তার এই পুত্র মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করে। দেশ-বিদেশের একদল মাশায়েখের নিকট থেকে তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন, ফাতাওয়া প্রদান করেন, বিতর্ক করেন এবং ওয়ায-নসীহতও করেন। তিনি বিচক্ষণ, সুদর্শন, মিশুক ও অমায়িক লোক ছিলেন। সর্বদা তার মুখে মুচকি হাসি লেগে থাকত। তিনি এক হাজারেরও অধিক মজলিসে হাদীস বর্ণনা করেছেন। দূর-দিগন্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তার নিকট ছাত্ররা আসতো। আর সেজন্যই ফারাবীর এক হাজার রাবী ছিল বলে কথিত আছে। কেউ কেউ বলেন : এই সংখ্যাটি তার আংটিতে লেখা ছিল। তিনি প্রায় বিশবার 'সহীহ মুসলিম' শুনিয়েছেন। নব্বই বছর বয়সে এ বছরের শাওয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

হিজরী পাঁচশ একত্রিশ (৫৩১) সাল

এ বছর ইস্পাহানে আকস্মিক মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাতে কয়েক হাজার মানুষ মারা যায় এবং বহু ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর খলীফা ফাতিমা বিনতে মালিকশাহকে এক লাখ দীনার মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করেন। সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে খলীফার ভাই সুলতান মাসউদ ও সরকারের উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে খলীফা নানারকম উপাদেয় খাদ্য বিতরণ করেন।

এ বছর বাগদাদবাসী রমযান মাসে ত্রিশটি রোযা রাখে। কিন্তু একত্রিশতম রাতে আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা যায়নি। ইবনুল জাওযী বলেন : এরূপ ঘটনা পূর্বে আর কখনো ঘটেনি।

এ বছর মিসর শাসনকর্তার উযীর তাজুদ্দৌলাহ বাহরাম আন-নাসরানী পালিয়ে যায়। পালিয়ে সে বিভিন্ন শহর-নগরে অবস্থান করে এবং নিজ চরিত্রকে কলুষিত করে তোলে। খলীফা আল-হাফিয তাকে খুঁজে বের করে ক'দিন বন্দী করে রেখে ছেড়ে দেন। তাতে সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অপতৎপরতা পরিত্যাগ করে। ফলে, খলীফা তার স্থলে রিযওয়ান ইবন আর-রাইহিনীকে উযীর নিযুক্ত করেন এবং 'আল-মালিকুল আফযাল' উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে কোন উযীরকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়নি। কিন্তু পরে তার ও খলীফা আল-হাফিয-এর মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ফলে খলীফা তাকে হত্যা করে একাই রাজ্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বছর ইমাদুদ্দীন যাংকী একাধিক নগর ও শহর জয় করেন।

এ বছর সিরিয়ার আকাশে এমন কৃষ্ণ মেঘ দেখা যায়, যা সারা জাহানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। তারপর আত্মপ্রকাশ করে আগুনের মত লাল মেঘ, যার ফলে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে ওঠে। তারপর এক ঝঞ্ঝাবায়ু এসে বহু গাছপালা উপড়ে ফেলে। তারপর হয় মুষলধারায় বর্ষণ, আর পতিত হয় বৃহৎ বরফ শিলা।

এ বছর রোমের রাজা সেনা অভিযান পরিচালনা করে ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে সিরিয়ার অনেকগুলো নগর ও শহর ছিনিয়ে নেয় এবং আরমান রাজা ইব্ন আলয়ূন তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত

ইনি হলেন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত ইবনুল হাসান আবূ সা'দ আল-খাজনাদী। তিনি তার পিতা আবূ বকর আল-খাজনাদী আল-আস্বাহানীর নিকট ইল্মে দীন শিক্ষা করেন। তিনি কয়েকবার বাগদাদের নিযামিয়ায় অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন এবং পদচ্যুত হন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ওয়াযও করতেন। এ বছরের শাবান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় নব্বই বছর।

হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ

ইনি হলেন হিবাতুল্লাহ্ ইবন আহমাদ ইবন উমর আল-হারিরী। তিনি ইবনুত-তায়র নামে সমধিক পরিচিত। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। আবুল হাসান ইবন যাওজিল হুররা থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ব্যক্তি। খতীব তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি স্থিরচিত্ত, অনেক শ্রবণকারী, অনেক যিক্র ও তিলাওয়াতকারী ছিলেন। তিনি ছিয়ানব্বই বছর বয়সে এ হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

হিজরী পাঁচশ বত্রিশ (৫৩২) সাল

এ বছর পদচ্যুত খলীফা আর-রাশিদ নিহত হন। ঘটনার পেক্ষাপট হচ্ছে : বাদশাহ দাউদ ও একদল শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ খলীফা আর-রাশিদ-এর সঙ্গে মিলিত হন। তারা মারাগার ভূমিতে মাসউদকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু মাসউদ তাদের পরাজিত করেন, তাদের ছত্রভঙ্গ করে তাড়িয়ে দেন এবং নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের কিছু লোককে হত্যা করেন। তাদের একজন হলেন সাদাকা ইবন দাবীস। আর-রাশিদ দাবীসের স্থলে তার ভাই মুহাম্মদকে হুল্লার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর পদচ্যুত খলীফা আর-রাশিদ পালিয়ে আসবাহান চলে যান। সেখানে তারই এক খোরাসানী খাদিম তাকে হত্যা করে। ইতিপূর্বে তিনি এক ব্যথার রোগে আক্রান্ত হয়ে তা থেকে আরোগ্য লাভ করেন। ঘাতক তাকে রমযান মাসের ২৫ তারিখে হত্যা করে। তাকে আসবাহানের প্রাণকেন্দ্র শাহরিস্তানে দাফন করা হয়।

আর-রাশিদের গায়ের রঙ ছিল সুন্দর, লাবণ্যময় চোহারা, অতিশয় শক্তিমান এবং ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার মা ছিল ক্রীতদাসী।

এ বছর রাসিত আল-ফারেসী নামক এক ব্যবসায়ী আঠারো হাজার দীনার ব্যয় করে কা'বার গায়ে গিলাফ পরান। রাজা-বাদশাহদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের কারণে সে বছর কা'বায় কেউ গিলাফ পাঠায়নি।

এ বছর সিরিয়া, আল-জাযীরা ও ইরাকে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তাতে বহু বাড়িঘর ধ্বসে যায় এবং ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

এ বছরের মুহাররম মাসে বাদশাহ ইমাদুদ্দীন যাংকী হিমস নগরী দখল করে নেন এবং ৬ই রমযান দামেশকের শাসনকর্তার মাতা যামরাদ খাতুনকে বিবাহ করেন। ইনিই সেই নারী, যার নামে আল-খাতুনিয়্যা আল-বাররামিয়্যার নামকরণ করা হয়েছিল।

এ বছর রোমের শাসনকর্তা বাযাআ নগরীর মালিকানা লাভ করেন। এটির অবস্থান হাল্‌ব থেকে ছয় ফার্লং দূরে। হত্যা ও বন্দীত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া লোকেরা এসে বাগদাদের মুসলমানদের এ জন্য মিনতি জানায়। তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে বাগদাদে খলীফার নামে খুত্‌বা পাঠ স্থগিত রাখা হয়। এভাবে দীর্ঘদিন যাবত অরাজকতা চলতে থাকে।

এ বছর সুলতান মাসঊদ সাকারী বিনতে দাবীস ইবন সাদাকাকে বিবাহ করেন এবং এ উপলক্ষে বাগদাদকে সাতদিন সাজিয়ে রাখেন। ইবনুল জাওযী বলেন : সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা এবং বিবাদ আরো বিস্তৃতি লাভ করে। তারপর তিনি চাচাতো বোনকে বিয়ে করেন। সে উপলক্ষেও বাগদাদকে তিনদিনের জন্য সাজানো হয়।

এ বছর তিকরীতের দূর্গে সুলতান আন-নাসির সালাহ্‌উদ্দীন ইউসুফ ইবন আইউব ইবন শারীর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহ্‌মাদ ইবন মুহাম্মাদ

ইনি হলেন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আবূ বকর ইবন আবুল ফাতহ্‌ আদ্‌-দীনুরী আল-হাম্বলী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং আলী আবুল খাত্তাব আল-কালুযানীর নিকট থেকে ইল্‌মে দীন অর্জন করেন। তিনি ফাতওয়া প্রদান, পাঠদান এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। আস'আদ আল-মায়হানী তাঁর সম্পর্কে বলতেন : আবূ বকর আদ্‌-দীনুরী কারো দলীলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলে তাতে ফাটল ধরিয়ে ছাড়তেন। ইবনুল জাওযী তাঁর প্রশংসায় নিম্নলিখিত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেন :

تمنيت أن يمسى فقيها مناظرا - بغير عياء والجنون فنون

وليس اكتساب المال دون مشقة - تلقيتها فالعلم كيف يكون؟

"আমি এ কামনা করেছিলাম যে, সে বিনাকষ্টে ফকীহ ও তার্কিক হয়ে যাক। আর পাগলামীও এক ধরনের বিদ্যা—

"কিন্তু আমি তো কষ্ট ছাড়া সম্পদই অর্জন করতে পারলাম না; সেখানে ইল্‌ম কীভাবে অর্জিত হবে?"

আবদুল মুনঈম ইব্‌ন আবদুল কারীম

আবদুল মুনঈম ইবন আবদুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আবুল মুজাফফর আল-কুশায়রী। হাওয়াযিন গোত্রের সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি তার পিতা এবং আবূ বকর আল-বায়হাকী প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন আবদুল ওয়াহ্‌হাব আল্‌-আনমিতী। তিনি ইবনুল জাওযীকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি প্রায় নব্বই বছর বয়স লাভ করেন।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক

ইনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর আবুল হাসান আল-কার্‌খী। তিনি বিভিন্ন দেশে গমন করে বহু হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ফকীহ ও সূফী ছিলেন। তিনি আবূ ইসহাক প্রমুখ বিভিন্ন আলিমের নিকট থেকে দীনি ইল্‌ম অর্জন করেন। তিনি বিশুদ্ধভাষী কবি ছিলেন। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে একটি হলো : 'আল-ফুসূল ফী ই'তিকাদিল আইম্মাতিল ফুসূল'। এই গ্রন্থে তিনি পূর্ববর্তী মাযহাবগুলোর বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর সম্পর্কে চমৎকার ও অভিনব গল্প-কাহিনী বর্ণিত আছে। তাঁর একটি তাফসীর ও একটি ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ফজর নামাযে কুনূত পাঠ করতেন না এবং বলতেন : হাদীসে এ বিষয়ে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা নেই। আর আমাদের ইমাম শাফিঈ বলতেন : যখনই হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হবে, সেটিই হবে আমার মাযহাব। তখন কি তোমরা আমার উক্তিকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে?

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক সুশ্রী ও সদালাপী মানুষ ছিলেন তাঁর কবিতার দু'টি পঙক্তি নিম্নরূপ :

تنائت داره عنى ولكن - خيال جماله فى القلب ساكن

إذا امتلأ الفؤاد به فماذا - يضر إذا خلت منه الأماكن -

"তার গৃহ আমার থেকে দূরে সরে গেছে বটে, কিন্তু তার রূপের সৌন্দর্য আমার হৃদয়ে অবস্থান করছে।

"প্রেমাস্পদের রূপ-সৌন্দর্যে যদি হৃদয় ভরে থাকে, তাহলে তার অনুপস্থিতিতে কিছু যায় আসে না।"

তিনি প্রায় নব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

খলীফা আর-রাশিদ

মানসূর ইবনুল মুস্‌তারশিদ। তিনি এক ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর আসবাহানে নিহত

হন। কেউ কেউ বলেছেন : তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। কেউ বলেন : তাকে বাতেনীরা হত্যা করে। কেউ কেউ বলেন : তাকে ফরাসীরা হত্যা করে, আর তারা তার কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতো। তবে কোনটি সত্য আল্লাহ্ তা ভালো জানেন। ইব্নুল জাওযী আবূ বকর আস-সাওলী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : লোকেরা বলে যে, ইসলামের শুরু থেকেই একটি নিয়ম চলে আসছে, আর তা হলো : শাসকদের প্রত্যেক ষষ্ঠজন পদচ্যুত হয়েছেন। ইবনুল জাওযী বলেন : তখন আমি চিন্তা করে একটি বিস্ময়কর তথ্য পেলাম। প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা) শাসন করেন। তারপর আবূ বকর (রা), তারপর উমর (রা), তারপর উছমান (রা), তারপর আলী (রা), তারপর হাসান (রা) এই হাসানকে মুআবিয়া পদচ্যুত করেন। তারপর ইয়াযীদ, মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ, মারওয়ান ও আবদুল মালিক, তারপর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)। এই আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র পদচ্যুত ও নিহত হন। তারপর ওলীদ, তারপর সুলায়মান, তারপর উমর ইব্ন আবদুল আযীয, তারপর ইয়াযীদ, তারপর ওলীদ ইব্ন ইয়াযীদ। এই ওলীদ ইবন ইয়াযীদ পদচ্যুত ও নিহত হন। ওলীদ ইব্ন ইয়াযীদ-এর পর ক্ষমতা বনূ উমাইয়াদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এবার ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হন, সাফ্ফাহ আল-আব্বাসী। তারপর তাঁর ভাই আল-মানসূর, তারপর আল-মাহদী, তারপর আল-হাদী, তারপর আর-রাশীদ, তারপর আল্-আমীন। আর আল্-আমীন পদচ্যুত ও নিহত হন। তারপর আল-মামুন, আল্-মু'তাসিম, আল্-ওয়াছিক, আল্-মুতাওয়াক্কিল, আল্-মুসতাসির, তারপর আল্-মুসতাঈন। আর আল্-মুসতাঈন পদচ্যুত ও নিহত হন। তারপর ক্ষমতায় আরোহণ করেন আল্-মু'তায, আল-মুহতাদী, আল-মু'তামিদ, আল-মুতাহিদ ও আল-মুকতাফী, তারপর আল-মুকতাদির। আর আল-মুক্তাদির পদচ্যুত হয়ে পুনরায় বহাল হন। কিন্তু পরে তিনি নিহত হন। তারপর আল্-কাহির, আর-রাজী, আল্-মুত্তাকী, আল্-মুক্তাফী ও আল-মুতী। তারপর আত-তায়ি। শেষোক্তজন পদচ্যুত হন। তারপর আল্-কাদির, আল্-কায়িম, আল্-মুকতাদী ও আল্-মুস্তায্হির, আল্-মুস্তারশিদ ও আর-রাশিদ। আর-রাশিদ পদচ্যুত ও নিহত হন।

আনুশিরাওয়াঁ ইব্ন খালিদ

আনুশিরাওয়াঁ ইব্ন খালিদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাশানী আল্-কায়নী। তিনি ছিলেন কায়ন নামক এক গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উযীর আবূ নাস্র নামে পরিচিত। তিনি সুলতান মাহমূদ ও খলীফা আল-মুস্তারশিদ-এর উযীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বুদ্ধিমান এবং ভয়ংকর আকৃতির দীর্ঘকায় লোক ছিলেন। ইনিই আবূ মুহাম্মদ আল-হারীরীকে সবগুলো মাকামা সম্পন্ন করতে বাধ্য করেছিলেন। তার প্রেক্ষাপট ছিল : একদিন আবূ মুহাম্মদ বসরার কোন এক অঞ্চলে মসজিদে বনূ হারামে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় দু'টি জীর্ণ পুরাতন কাপড় পরিহিত এক প্রবীণ ব্যক্তি তার নিকট এসে উপস্থিত হয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : আপনি কে? বললেন : আমি সারুজ গোত্রের লোক। মানুষ আমাকে আবূ যায়দ নামে ডাকে। সে সময়ে তিনি আল্-হারামিয়া নামক মাকামাটি রচনা করেন এবং মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উযীর আনুশিরাওয়াঁ সেটি পাঠ করে অভিভূত হন এবং আবূ মুহাম্মদকে আরো মাকামা রচনা করতে বাধ্য করেন। ফলে তিনি আরো মাকামা রচনা করে পঞ্চাশ পূর্ণ করেন। বর্তমান যুগে মানুষের মাঝে বিখ্যাত 'মাকামাতে হারীরী'ই হলো সেই মাকামা। উযীর আনুশিরাওয়াঁ মহানুভব লোক ছিলেন। মাকামাতের লেখক হারীরী তাঁর প্রশংসা করেছেন এভাবে :

الا ليت شعرى والتمنى لعله – وإن كان فيه راحة لاخى الكرب
اتدرون أنى مذتنائت دياركم – وشط اقترابى من جنابكم الرحب
اكابد شوقا ما ازال أداره – يقلبنى فى الليل جنبا على جنب
واذكر ايام التلاقى فانشنى – لتذكارها بادى الأسى طائر اللب
ولى جنت فى كل وقت اليكم – ولا جنة الصادى الى البارد العذب
فو الله لو أنى كتمت هواكم – لما كان مكتوما بشوق ولا غرب
ومما شجا قلبى المعنى وشفة – رضاكم باهمال الإجابة عن كتبى
وقد كنت لا اخشى مع الذنب جفوة – فقد صرت اخشاها ومالى من ذنب
ولما سرى الوفد العراقى نحوكم – واعوزنى المسرى اليكم مع الركب
جعلت كتابى نائبا عن ضرورتى – ومن لم يجد ماء تيمم بالترب
ويقضد ايضا بضعة من جوارحى – تنبيكم عن سرخالى وتستبى
ولست أرى اذكاركم بعد خيركم – بمكرمة حسبى اعتذ اركم حسبى .

"আমার কবিতা ও আকাঙ্ক্ষা যদি ক্লেশ হতো, যদিও তাতে আমার ভাইয়ের জন্য রয়েছে প্রশান্তি—

"তোমরা কি জান, যখন তোমাদের আবাস দূরে চলে গেল এবং তোমাদের সান্নিধ্য থেকে আমার নৈকট্য দূরে সরে গেল, তখন থেকে আমি অনেক উদার হয়ে গেছি?

"তোমাদের বিরহে আমি কাতর হয়ে পড়েছি। এখন আমি এপাশ ওপাশ করে রাত কাটাই। আর মিলনের দিনগুলো স্মরণ করি। আমি প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের কামনা করি, যতটা কামনা পিপাসার্ত ব্যক্তি শীতল মিষ্টি পানীয়ের জন্যও করে না।

"আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি তোমাদের প্রেম-ভালোবাসা গোপন করি, তবে তা পূর্ব-পশ্চিম কোথাও গোপন থাকবে না।

"আমার হৃদয় তোমাদেরকে যতই ব্যথা দিক, কিংবা তোমাদের সন্তুষ্ট করুক; তোমরা কিন্তু আমার পত্রের জবাবদানে বিরত হবে না।

"অন্যায় করা সত্ত্বেও আমি রুক্ষ আচরণকে পরোয়া করতাম না। অথচ পাপ না করেও তাকে ভয় করতে শুরু করেছি।

"ইরাকী কাফেলাটি যখন তোমাদের নিকট গমন করবে, আর কাফেলার সঙ্গে আমার গমন করা অসম্ভব হবে, তখন প্রয়োজনের তাগিদে আমার পত্রখানাকেই আমার প্রতিনিধি বানিয়ে দেব। যে ব্যক্তি পানি পায় না, সে তো মাটি দিয়েই তায়াম্মুম করে। আর দেব আমার দেহের একটি অঙ্গ, যা তোমাদেরকে আমার অবস্থার গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করবে।

"তোমরা ভালো থাকার পর আর আমি তোমাদের শুভ আলোচনা আবশ্যক মনে করি না। তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনাই আমার জন্য যথেষ্ট, আমার জন্য যথেষ্ট।"

হিজরী পাঁচশ তেত্রিশ (৫৩৩) সাল

এ বছর জাবরাত নগরীতে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, যার ফলে দুই লাখ ত্রিশ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে এবং নগরীতে দশ ফার্লং অঞ্চল জুড়ে কালো পানিতে ছেয়ে যায়। আবার হালবের অধিবাসী এক রাতে আশিবার ভূকম্পনের শিকার হয়।

এ বছর সুলতান মাহমূদ নাগরিকদের বিপুল পরিমাণ কর মওকুফ করে দেন এবং জনতা ব্যাপকভাবে তাঁর জন্য দু'আ করে।

এ বছর সুলতান সানজার ও খাওয়ারিজম শাহের মাঝে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে সানজার খাওয়ারিজম শাহকে পরাজিত করেন এবং তার পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়। এ ঘটনায় পিতা খাওয়ারিজম শাহ্ অত্যন্ত দুঃখিত হন।

এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা শিহাবউদ্দীন মাহমূদ ইব্ন তাজুল মুলক বুরী ইব্ন তাগতাকীন নিহত হন। তাঁরই ঘনিষ্ঠজনদের তিন ব্যক্তি রাতের বেলা তাঁকে হত্যা করে দূর্গ থেকে পালিয়ে যায়। পরে তাদের দু'জন ধরা পড়ে, যাদের শূলীতে চড়ানো হয়। তৃতীয়জন রেহাই পেয়ে যায়।

এ বছর ইয়াহূদী ও নাসারাগণ যৌন মিলন থেকে বিরত থাকে। অবশেষে একমাস পূর্ণ হওয়ার আগেই তাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। এ বছর কাতায আল্-খাদিম লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

যাহির ইব্ন তাহির

ইনি হলেন যাহির ইব্ন তাহির ইব্ন মুহাম্মদ আবুল কাসিম ইব্ন আবূ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর আস্-সাহামী। তিনি ছিলেন অধিক হাদীস বর্ণনাকারী, দেশ-বিদেশ ভ্রমণকারী। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং নিশাপুর জামে মসজিদে এক হাজার মজলিসে হাদীসের দারস দেন। আবূ সা'দ আস-সাম'আনী তার সমালোচনা করে বলেছেন : তিনি নামাযে অবহেলা করতেন। তবে ইবনুল জাওযী আস্-সামআনীর অভিযোগ খন্ডন করে বলেন : তা ছিল রোগের ওজরের কারণে। কথিত আছে, তাঁর এমন একটি রোগ ছিল, যার কারণে তিনি

অনেক সময় জামাআতে অনুপস্থিত থাকতেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। তিনি পঁচাশি বছর বয়সে রবিউল আখির মাসে নিশাপুরে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানকার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন আলী

ইনি হলেন ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন আলী ইবন আফলাহ্ আবুল কাসিম আল-কাতিব। আল্-মুস্তারশিদ তাকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাকে জামালুল-মুল্ক উপাধিতে ভূষিত করেন। আল্-মুস্তারশিদ তাকে চারটি বাড়ি দান করেন। সেগুলোর পার্শ্বে তার অপর একটি বাড়ি ছিল। তিনি সবগুলো বাড়ি ভেঙে সেখানে একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। খলীফা তাকে সেটি নির্মাণের জন্য কাঠ, শ্রমিক ও নক্শা-নমুনা দান করেন। নির্মাণ শেষ হলে তিনি তার গায়ে, নিজের ও অন্যের রচিত কয়েকটি পঙক্তি লিপিবদ্ধ করেন। যার কতিপয় হলো :

إن اعجب الرّاون من ظاهرى - فباطنى لو علموا اعجب

شد بانى من كفه مزنة - يخجل منها العارض الصيب

ورنحت روضة اخلاقه - فى ديار نورها مذهب

صدر كسى صدرى من نوره - شمسا على الايام لا تغرب .

"দর্শকরা আমাকে বাইরে থেকে দেখে যদি বিস্মিত হয়, আর তারা যদি জানতো যে, আমার ভেতরটা তদপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর!

"তার হস্ততালু থেকে ভেসে ওঠা মেঘখন্ড আমাকে সজীব করেছে। যার জন্য মুষলধারা বৃষ্টিও লজ্জা পায়।

"আর সে তার চরিত্রের বাগিচাকে করেছে সতেজ-সজীব, যার আলো নিষ্প্রভ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

"তার বক্ষটাই এমন যে, তার আলো যুগ-যুগান্তরের জন্য এমন এক সূর্য উদিত করেছে, যা কোনদিন অস্ত যাবে না।"

এর একস্থানে লেখা আছে :

ومن المروءة للفتى - ماعاش دار فاخره

فاقنع من الدنيا بها - واعمل لدار الاخرة

هاتيك وافيت بما - وعدت وهاتى باتره .

"যুবক যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ একটি বিলাসবহুল গৃহ তার আত্মমর্যাদার উপকরণ বলে বিবেচিত হয়।

"কাজেই দুনিয়াতে এমন একটি ঘর পেলে তাতে তুষ্ট থাকো, আর আখিরাতের গৃহের জন্য কাজ কর।

"তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, আর তার তরবারি তাকে দিয়ে দাও।"

এর অপর এক স্থানে লিখা আছে :

وناد كأن جنان الخ - لد اعارته من حسنها رونقا

واعطته من حادثات الزما - ن ان لا يلم به موبقا

فاضحى ينبئه على كل ما - بنى مغربا كان او مشرقا

يظل الوفود به عكفا - ويمسى الضيوف به طرقا

بقيت له ياجمال الملو - ك وذا الفضل مهما اردت البقا

وسالمه فيك ريب الزما - ن ووقيت فيه الذى يتقى ·

"কে যেন ডেকে ডেকে বলছে : চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতগুলো নাকি তার রূপ থেকে তাকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে এবং তাকে কালের সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দান করেছে। ফলে তাকে সে প্রতিটি আবাসস্থল সম্পর্কেই সাবধান করছে, তা পশ্চিমে হোক কিংবা পূর্বে।

"দলে দলে লোকজন এসে তার নিকট অবস্থান করছে এবং অতিথিরা পায়ে হেঁটে হেঁটে তার নিকট আগমন করছে।

"হে রাজ-রাজড়া ও ঐশ্বর্যশালীদের সৌন্দর্য! তুমি যতদিন টিকে থাকতে চাইবে, ততদিন তারই উসীলায় টিকে থাকবে। আর তারই বদৌলতে তুমি আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।"

যহোক, এসব কামনা-বাসনায় তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করা হয়নি। বরং অল্প ক'দিন পরই খলীফা তার বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করেন যে, তিনি দাবীসের কাছে পত্র আদান-প্রদান করছেন। ফলে খলীফা তার সেই প্রাসাদটি গুঁড়িয়ে দিতে আদেশ করেন। খলীফার আদেশ পালিত হয়। একটি দেয়ালও অক্ষত রাখা হয়নি, বরং এক সময় যে প্রাসাদটি মানুষের চোখ জুড়ানো বাড়ি বলে বিবেচিত ছিল, সেটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বস্তুত এটি রাত-দিনের বিবর্তনে আল্লাহ্ পাকের হিকমতেরই একটি অংশ। আল্লাহ্ যখন যা ইচ্ছা করেন, তা-ই ঘটে। মন্দ উদ্দেশ্যে ও অহমিকাবশত নির্মিত যে কোন ভবন এবং অহং ও দাম্ভিকতার সঙ্গে যে পোশাক পরিধান করা হয়, তার পরিণতি এমনই হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওযী কতগুলো কবিতা আবৃত্তি করেন। তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

دع الهوى لا ناس يعرفون به - قد مارسوا الحب حتى اصعبه

ادحلت نفسك فيما لست تجربه - والشئى صعب على من لا يجربه

أمن اصطبار وان لم تستطع خلدا - فرب مدرك امرٍ عز مطلبه

احن الضلوع على قلب يخيرنى - فى كل يوم يعيينى تقلبه

تأرج الرع من نجد يهيجه - ولا مع البرق من نغمات يطربه .

"প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ কর। এমন কোনো মানুষ নেই, যে তাকে চিনে না। মানুষ ভালোবাসায় এমনভাবে মজে গিয়েছে যে, তাকে তারা কঠিন করে তুলেছে।

"তুমি নিজেকে এমন একটি বিষয়ে জড়িয়ে ফেলেছ, যে ব্যাপারে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। যে বিষয়ে যার কোন অভিজ্ঞতা নেই, সেটি তার জন্য কঠিনই বটে।

"তোমার অসাধ্য হলেও তুমি সদা ধৈর্যের পরিচয় দেবে। আর ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়ই।

"তুমি তোমার পাঁজরকে হৃদয়ের উপর বাঁকা করো। তার পার্শ্ব পরিবর্তন আমাকে প্রতিদিনই সুযোগ দান করে ও সাহায্য করে।

"নজদ থেকে বাতাস উত্থিত হয়ে তাকে উত্তেজিত করে। বিজলির সুরেলা শব্দ তাকে উদ্বেলিত করে।"

তিনি আরো বলেন :

هذه الخيف وهاتيك منى - فترفق ايها الحادى بنا

واحبس الركب علينا ساعة - نندب الدار ونبكى الدنا

فلذا الموقف اعددت البكا - ولذا اليوم الدموع تقتنى

زماننا كان وكنا جيرة - فاعاد الله ذاك الزمنا

بيننا يوم ائتلاف نلتقى - كان من غير تراض بيننا

"জীবনে আমি বহু চড়াই-উতরাই অতিক্রম করেছি। অতএব, হে হাদী! আমাদের প্রতি তুমি কোমলতা প্রদর্শন কর।

"আর কাফেলাকে আমাদের জন্য কিছু সময়ের জন্য আটকে রাখো। আমরা ঘরে বসে বিলাপ ও ক্রন্দন করছি।

"এ স্থানটির জন্যই আমি আমার সব কান্নাকে জমিয়ে রেখেছি। আর এ দিনটির জন্যই সব অশ্রু জমে রয়েছে।

"একটি সময় ছিল, যখন আমরা প্রতিবেশী ছিলাম। আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে সেই যুগটি ফিরিয়ে দেন।

"সমবেত হওয়ার দিন আমরা যেন পুনরায় একত্রিত হই, আমরা যেন পরস্পর সন্তুষ্ট ও রাজি-খুশি থাকতে পারি।"

হিজরী পাঁচশ চৌত্রিশ (৫৩৪) সাল

এ বছর যাংকী দামেশক অবরোধ করলে দূর্গের অধিপাতি মুঈনুদ্দীন ইবন মামলূক তাগ্‌তাকীন তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাক্রমে সে সময়ে দামেশকের রাজা জামালুদ্দীন মাহমূদ ইবন বুরী ইব্‌ন তাগ্‌তাকীন মৃত্যুবরণ করেন। তখন মুঈনুদ্দীন তার ভাই মুজীরুদ্দীন আতাককে ডেকে এনে তাঁর হাতে দামেশকের শাসন ক্ষমতা তুলে দেন। মুজীরুদ্দীন তখন বা'আলাবাক্কা অবস্থান করছিলেন। এদিকে যাংকী বা'আলাবাক্কাতে অভিযান পরিচালনা করে তা দখল করে নেন এবং নাজমুদ্দীন আইউব সালাহুদ্দীনকে তার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

এ বছর খলীফা সুলতান মাস'ঊদ-এর কন্যা ফাতিমার সাথে বাসর শয্যায় গমন করেন। এ উপলক্ষে কয়েকদিন পর্যন্ত বাগদাদের দরজা বন্ধ রাখা হয়।

এ বছর একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির জানাযার জন্য ঘোষণা দেয়া হয়। ফলে, মাদরাসার শায়খ আবদুল কাদির ও অন্যান্য লোকজন এসে সমবেত হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে লোকটি হাঁচি দিয়ে জ্ঞান ফিরে পায়। অপরদিকে আরেক ব্যক্তির জানাযা এসে হাযির হয়। তখন এই বিপুল জনতা তার জানাযার সালাত আদায় করে।

এ বছর পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে পানি কমে যায়। এ বছর হামাতের শাসনকর্তা তকীউদ্দীন উমর শাহেনশাহ ইবন আইউব ইব্‌ন শারী জন্মলাভ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহ্‌মাদ ইবন জা'ফর

আহ্‌মাদ ইবন জা'ফর ইবনুল কারজ আবুল আব্বাস আল-হারবী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত আবিদ ও যাহিদদের একজন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁর অনেক চমৎকার কাহিনী রয়েছে। এমনকি কথিত আছে যে, একাধিক বছর তাকে আরফাতের ময়দানে দেখা গেছে। অথচ, সেসব বছরে তিনি হজ্জ করেননি।

আবদুস সালাম ইবনুল ফযল

আবদুস সালাম ইবনুল ফযল আবুল কাসিম আল-যীলি। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং কিয়া আল-হিরামীর নিকট থেকে দীনি ইল্‌ম হাসিল করেন। তিনি মৌলিক, শাখাজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বসরার বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং শ্রেষ্ঠ বিচারকদের একজন ছিলেন।

হিজরী পাঁচশ পঁয়ত্রিশ (৫৩৫) সাল

এ বছর বুরদা ও কাজীব বাগদাদ এসে পৌঁছেন। ৫২৯ হিজরীতে আল-মুস্‌তারশিদ যখন

পালিয়ে যান, তখন এরা দু'জন সঙ্গে ছিলেন। সুলতান সানজার নিরাপত্তা প্রদান করে তাদেরকে নিজের কাছে রেখে দেন। পরে এ বছর তাদেরকে ফিরিয়ে দেন।

এ বছর আল্-মাদ্রাসাতুল কামালিয়ার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। মাখযান-এর শাসনকর্তা কামালুদ্দীন আবুল ফাতূহ্ হামযা ইবন তাল্হার নামে মাদরাসাটির নাম 'আল-কামালিয়া' রাখা হয়। শায়খ আবুল হাসান আল্-হুলী তাতে দরস প্রদান করেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ

ইনি হলেন ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আবুল কাসিম আত্-তাল্হী আল-আসবাহানী। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং আস্বাহানে প্রায় তিন হাজার মজলিসে হাদীসের দরস দেন। তিনি হাদীস, ফিকহ, তাফসীর ও লুগাতশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি হাফিয ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী মানুষ ছিলেন। প্রায় আশি বছর বয়সে ঈদুল আযহার রাতে তিনি ইনতিকাল করেন। গোসলদানকারী ব্যক্তি যখন তাঁর গুপ্তাঙ্গ থেকে কাপড় খন্ডটি সরাতে উদ্যত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ হাতে কাপড়টি টেনে আনেন। কেউ কেউ বলেন : কাপড়টি সরিয়ে ফেললে তিনি নিজের হাত তার গুপ্তাঙ্গের উপর রেখে দেন।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল বাকী

ইনি হলেন মুহাম্মদ ইবন আবদুল বাকী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবনুর রবী ইবন ছাবিত ইবন ওহাব ইবন মাস্জা'আ ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক আল-আনসারী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং একদল মাশায়িখ থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আল-কাস্র জামে মসজিদে হাদীসের দরস দিতেন। তিনি বহু বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শৈশবে তিনি রোমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। সে সময় রোমানরা তাকে দিয়ে কুফরী কথা বলাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি তা বলেননি। তখন তিনি তাদের নিকট থেকে রুমী হস্তাক্ষর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বলতেন : যে দোয়াতের সেবা করে, মিম্বর তার সেবা করে। ইবনুল জাওযী তার যেসব কবিতা শ্রবণ ও উদ্ধৃত করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

احفظ لسانك لا تبح بثلاثة - سن ومال إن سئلت ومذهب

فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة - بمكفر وبحاسد ومكذب .

"তুমি তোমার জিহ্বাকে হিফাজত কর। আর তুমি যদি জিজ্ঞাসিত হও, তাহলে তিনটি বিষয়ে দম্ভ করো না। তা হচ্ছে : বয়স, সম্পদ ও ধর্ম।

"তিন ব্যক্তিদ্বারা এই বিষয়ের পরীক্ষা দেয়া হয়। তারা হচ্ছে : অস্বীকারকারী, হিংসুক ও মিথ্যাবাদী।"

তিনি আরো বলেছেন :

لى مدة لابد ابلغها - فإذا انقضت فى وقتها مت

لو عاندتنى الأسد ضارية - ماضرنى مالم يجى الوقت .

"আমার জন্য এমন একটি সময় নির্ধারিত আছে, যেখানে আমাকে পৌঁছুতেই হবে। আর যখন তা শেষ হয়ে যাবে, তখন আমি মরে যাব।

"সিংহরা যদি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, তবু সময় না আসা পর্যন্ত তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

ইব্নুল জাওযী বলেন : মুহাম্মদ ইবন আবদুল বাকী তিরানব্বই বছর বয়স লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই বয়সেও তার ইন্দ্রিয়শাক্তি ও জ্ঞান সামান্যতম লোপ পায়নি।

তিনি এ বছর রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্‌র-এর কবরের সন্নিকটে তাকে দাফন করা হয়।

ইউসুফ ইবন আইউব

তিনি ছিলেন ইউসুফ ইবন আইউব ইবনুল হাসান ইবন যুহরা আবূ ইয়াকূব আল-হামাযানী। তিনি শায়খ আবূ ইসহাক-এর নিকট থেকে দীনি ইল্‌ম হাসিল করেন এবং ফিকহ ও তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অবশ্য পরে তিনি সেসব পরিত্যাগ করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন, নেককার লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান করেন। অতঃপর বাগদাদে ফিরে এসে সেখানে ওয়ায-নসীহত করেন। এ কাজে তিনি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে হিরাতের কোন এক পল্লীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

হিজরী পাঁচশ ছত্রিশ (৫৩৬) সাল

এ বছর সুলতান সানজার ও খাওয়ারিজম শাহের মাঝে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক পর্যায়ে খাওয়ারিজম শাহ্ সানজারকে পরাজিত করে মাররা দখল করে নেন এবং সেখানকার হানাফী ফকীহদের সঙ্গে অসদাচরণ করেন। খাওয়ারিজমের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন লাখ।

এ বছর নাহরুয দামেশকের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং বাগদাদের শাসনকর্তাকে রোমান রেশমী কাপড়ের পোশাক উপহার প্রদান করেন। এ পর্যায়ে তিনি ও সুলতান মাসঊদ কিশ্‌তীতে করে নৌভ্রমণে বের হন। তাতে সুলতান আনন্দিত হন। সুলতান উক্ত নদীটির জন্য সত্তর হাজার দীনার ব্যয় করেছিলেন।

এ বছর মাখযাম-এর শাসনকর্তা কামালুদ্দীন তালহা হজ্জ করেন। ফিরে এসে তিনি দুনিয়া-বিমুখতা অবলম্বন করেন এবং কাজকর্ম ত্যাগ করে সবসময় ঘরেই অবস্থান করেন।

এ বছর খলীফার অনুমোদনক্রমে আব্বাসীদের মসজিদে জুমুআ'র সালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং কাতায লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

ইসমাঈল আহমাদ ইব্ন উমর

ইসমাঈল ইব্ন আহমদ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আশ'আছ আবুল কাসিম ইবন আবূ বকর আস-সামারকান্দী আদ্-দামেশকী পরে আল-বাগদাদী। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং বিভিন্ন মাশায়েখ থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর শ্রবণ নির্ভুল ছিল। আল-মানসূর জামে মসজিদে প্রায় তিনশত মজলিসে তিনি হাদীসের দরস দেন। তিনি আশিরও অধিক বয়স লাভ করে এ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন।

ইয়াহইয়া ইবন আলী

ইনি হলেন ইয়াহইয়া ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আবূ মুহাম্মদ ইবনুত-তাররাহ আল্-মুদাব্বির। তিনি চারশত ঊনত্রিশ হিজরীতে জন্মলাভ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং অন্যদের শুনান। তিনি সুশ্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক ইবাদত করতেন। এ বছর রমযান মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী পাঁচশ সাঁইত্রিশ (৫৩৭) সাল

এ বছর ইমাদুদ্দীন যাংকী আল্-হাদীসার দখল লাভ করেন। সেখান থেকে মাহারিশ গোত্রকে মূসেলে স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানে নিজের পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

হিজরী পাঁচশ আটত্রিশ (৫৩৮) সাল

এ বছর সুলতান মাসঊদ যাংকী থেকে মূসেল ও সিরিয়াকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। অগত্যা যাংকী একলাখ দীনারের বিনিময়ে তার সঙ্গে আপস করে নেন। সেখান থেকে বিশ হাজার দীনার পরিশোধ করেন, আর অবশিষ্টগুলো নিজের জন্য রেখে দেন। কারণ, তার পুত্র সাইফুদ্দীন গাযী সুলতান মাসঊদ-এর সেবায় নিয়োজিত ছিল।

এ বছর যাংকী বকর নগরীর কিয়দাংশ দখল করে নেন। এ বছর সুলতান সানজার খাওয়ারিজম শাহকে অবরোধ করেন। পরে তাঁর থেকে অর্থ আদায় করে তাঁকে ছেড়ে দেন।

এ বছর এক বালকের সাথে অপকর্ম করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে মিনার চূড়া থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। এ বছর যিল্‌কদ মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার রাতে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এ বছর কাতায লোকদের নিয়ে হজ্জ পালন করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আবদুল ওহ্‌হাব ইবনুল মুবারক

ইনি হলেন আবদুল ওহ্‌হাব ইবনুল মুবারক ইবন আহমাদ আবুল বারাকাত আল্‌-আনমাতী আল্‌-হাফিযুল কাবীর। তিনি নির্ভরযোগ্য, দীনদার, পরহেযগার, সুশ্রী-সুন্দর ও কোমল চরিত্রের মানুষ ছিলেন। এ হিজরী সনে ছিয়াত্তর বছর বয়সে মুহাররম মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলী ইব্‌ন তাররাদ

ইনি হলেন আলী ইব্‌ন তাররাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আয্‌-যায়নাবী আবুল কাসিম। তিনি আব্বাসীদের উযীর ছিলেন। তিনি আল্‌-মুস্‌তাযহির-এর আমলে প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং আল্‌-মুসতারশিদ-এর উযীর ছিলেন। ছিয়াত্তর বছর বয়সে রমযান মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আয্‌-যামাখ্‌শারী মাহমূদ

তিনি হলেন আয্‌-যামাখশারী মাহমূদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর আবুল কাসিম আয্‌-যামাখ্‌শারী। তিনি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'আল্‌-কাশ্‌শাফ', নাহু বিষয়ে 'আল্‌-মুফাস্‌সাল' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন ও দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন। তিনি কিছুকাল মক্কার উপকণ্ঠে বসবাস করেন। তিনি নিজেদের মুতাযিলী বলে দাবী করতেন এবং সে দৃষ্টিতেই তাফসীর ও বিতর্ক করতেন। এ বছর আরাফার রাতে ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি খাওয়ারিযমে মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী পাঁচশ ঊনচল্লিশ (৫৩৯) সাল

এ বছর ইমাদুদ্দীন যাংকী রুহা ও আল্‌-জাযীরা প্রভৃতি দূর্গগুলো খ্রিস্টানদের হাত থেকে কেড়ে নেন এবং তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন, অনেক মহিলাকে বন্দী করেন, বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ মালে গনীমত হিসাবে লাভ করেন এবং মুসলমানদের জীবন থেকে এক মহাবিপদ দূর করে দেন। এ বছর কাতায আল্‌-খাদিম লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন। হজ্জের সময় কাতায ও মক্কার গভর্নর বিবাদে লিপ্ত হলে হাজীরা যখন তাওয়াফ করছিল, তখন দস্যুরা তাদের সম্পদ লুটে নেয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর

ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন উমর আবুল ওয়ালীদ আল্‌-কারখী। তিনি আবূ

ইসহাক ও আবূ সা'দ আল্-মুতাওয়াল্লীর নিকট থেকে ইল্মে দীন হাসিল করেন। তিনি তৎকালের শ্রেষ্ঠ ফকীহদের অন্যতম ছিলেন। তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন।

সা'দ ইব্ন মুহাম্মদ

সা'দ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উমর আবূ মানসূর আল্-বাযযার। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং গাযালী, শাশী, মুতাওয়াল্লী ও আল্-কিয়ার নিকট থেকে ইল্মে দীন হাসিল করেন। তিনি কিছুকাল নিযামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খুবই শান্তশিষ্ট ও সুন্দর চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর জানাযার দিনটি ছিল যেন ঈদের দিন। তাঁকে আবূ ইসহাক-এর কবরের নিকট দাফন করা হয়।

উমর ইব্ন ইবরাহীম

ইনি হলেন উমর ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন হামযা ইব্ন ইয়াহইয়া ইবনুল হুযায়র ইব্ন যায়দ ইব্ন আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী আবী তালিব আল-কুরাশী আল্-আলাবী আবুল বারাকাত আল্-কূফী এরপর আল্-বাগদাদী। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি কিছুকাল দামেশকে বসবাস করেন। ফিক্হ, হাদীস, তাফসীর, লুগাত ও আদবে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। ইল্মুন নাহ্ বিষয়ে তাঁর বেশ ক'টি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি সরল-সহজ জীবন-যাপন করতেন এবং ধৈর্যশীল ও হিসেবী মানুষ ছিলেন। এ বছরের শাবান মাসে সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হিজরী পাঁচশ চল্লিশ (৫৪০) সাল

এ বছর আলী ইব্ন দাবীস তার ভাই মুহাম্মদকে অবরোধ করেন এবং তার হাত থেকে 'হুল্লা' ও তার শাসনক্ষমতা কেড়ে না নেয়া পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখেন।

এ বছরের রজব মাসে সুলতান মাসঊদ আর-রাজী-এর শাসনকর্তা আব্বাস ও মুহাম্মদ শাহ্ ইব্ন মাহমূদ-এর ঐক্যের ভয়ে বাগদাদ প্রবেশ করেন। পরে রমযান মাসে বাগদাদ থেকে বেরিয়ে যান। গত বছর 'কাতায' ও মক্কার গভর্নরের মধ্যে সংঘটিত বিবাদের কারণে প্রধান সেনাপতি আরজুয়ান মামলূক লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ

ইনি হলে-আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন সুলায়মান আবূ সা'দ আল্-আসবাহানী। এরপর আল্-বাগদাদী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি পূর্বসূরীদের রীতির অনুসারী ছিলেন এবং মিষ্টি চরিত্রের কষ্টসহিষ্ণু মানুষ ছিলেন। অনেক সময় তিনি কোর্তা

আর টুপি পরেই বাজারে চলে যেতেন। তিনি এগারোবার হজ্জ করেন। হাদীসের দরস দিতেন এবং অধিক পরিমাণ রোযা রাখতেন। তিনি প্রায় আশি বছর বয়সে, এ বছরের রবিউল আওয়াল মাসে নিহাওয়ান্দে ইনতিকাল করেন।

আলী ইব্ন আহমাদ

ইনি হলেন আলী ইব্ন আহমাদ ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন আহমাদ আবুল হাসান আল্-ইয়াযদী। তিনি আবূ বকর আশ-শাশীর নিকট থেকে ইল্মে দীন হাসিল করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং দরসে হাদীস দিতেন। তাঁর ও তাঁর ভাইয়ের দু'জনের মিলে একটি কোর্তা ছিল। একজন বের হলে, অপরজন ঘরে বসে থাকতেন এবং অপরজন বের হলে, তিনি ঘরে বসে থাকতেন।

মাউহুব ইব্ন আহমাদ

ইনি হলেন মাউহুব ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল খিযির আবূ মানসূর আল্-জাওয়ালিকী। তিনি ছিলেন তৎকালের অন্যতম ভাষাবিদ। তিনি তার শায়খ আবূ যাকারিয়া আত্-তাবরীযীর মৃত্যুর পর নিযামিয়ায় ভাষাবিদদের সাহাচর্য অবলম্বন করেন। তিনি আল্-মুকতাফায় ইমামতি করতেন। অনেক সময় খলীফা তাঁকে কিতাব পাঠ করে শোনাতেন। তিনি বুদ্ধিমান ও পোশাক-আশাকে বিনয়ী ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাষী ও অধিক চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। তিনি আল্-বাসর জামে মসজিদে প্রতি শুক্রবার সভা করতেন। তাঁর জিহ্বায় কিছুটা জড়তা ছিল। তার পশ্চিম পার্শ্বে এক ব্যক্তি বসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। তিনি সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তবে মজলিসে বসে প্রায়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। ফলে এ দু'জনের ব্যাপারে জনৈক সাহিত্যিক বলেন :

بغداد عندى ذنبها لن يغفرا – وعيوبها مكشوفة لن تسترا

كون الجوا ليقى فيها مـمليا – لغة وكون الـمغربى معبرا

ماسور لكنته يقول فصاحة –ولَيَوْمٌ يقظته يعبر فى الكرا ٠

"আমার মতে, বাগদাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তার দোষগুলো এতোই প্রকাশ্য যে, তা লুকানো অসম্ভব।

"সেখানে একজন জাওয়ালিকী আছেন, যিনি ভাষা জ্ঞানে খুবই অভিজ্ঞ। আর তার পশ্চিম পার্শ্বে বসে অপর এক ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

"জিহ্বায় জড়তা থাকা সত্ত্বেও তিনি কথা বলতেন স্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে। তিনি যখন জাগ্রত থাকেন, তখন জায়নামাযে বসে স্বপ্নের তাবীর করেন।"

হিজরী পাঁচশ একচল্লিশ (৫৪১) সাল

এ বছর ১লা রবিউল আউয়াল খলীফা আল-মুস্তারশিদ নির্মিত প্রাসাদটি পুড়ে যায়। প্রাসাদটি খুবই সুন্দর একটি ভবন ছিল। খলীফা আল্-মুক্তাকী দাসী ও রক্ষিতাদের নিয়ে তিনদিন অবস্থানের উদ্দেশ্যে এ প্রাসাদে গমন করেছিলেন। কিন্তু রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন প্রাসাদটি পুড়ে যায়। এক দাসীর হাতের প্রদীপ থেকে কোনকিছুতে আগুন ধরে গিয়েছিল। ফলে প্রাসাদটি পুড়ে যায়। তবে আল্লাহ্ খলীফা ও তাঁর পরিজনকে রক্ষা করেন। সকালবেলা খলীফা অনেক সম্পদ দান করেন এবং বেশ কিছু বন্দীকে মুক্তি দেন।

এ বছর রজব মাসে খলীফা ও সুলতান মাসঊদ-এর মাঝে বিবাদ সংঘটিত হয়। ফলে খলীফার জুমুআ' ও পাঞ্জেগানা মসজিদগুলো তিনদিনের জন্য বন্ধ করে রাখেন। পরে তারা উভয়ে আপস-রফা করে নেন।

এ বছর ১৫ই যিলকদ জুমুআর নামাযের সময় সুলতান মাসঊদ-এর উপস্থিতিতে বক্তা ইবনুল আব্বাদী বয়ান করেন। খলীফা ব্যবসার ক্ষেত্রে লোকদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করেছিলেন। ইবনুল আব্বাদী তাঁর বয়ানে বলেন : 'মহামান্য সুলতান! আপনি মুসলমানদের উপর যে কর ধার্য করলেন, অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে বিত্তবানদেরও প্রায় সমপরিমাণ অর্থ দান করে থাকেন, মনে করুন আমিও বিত্তশালী। কাজেই আল্লাহ্ আপনাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই কর আমাকে দান করুন।' শুনে সুলতান হাতদ্বারা ইশারা করে বোঝালেন, হ্যাঁ, আমি তা করলাম। সুলতানের ঘোষণায় জনতা চিৎকার করে তার জন্য দু'আ করে। এরপর সুলতান ফরমান জারি করেন এবং দেশময় উক্ত কর মওকুফের ঘোষণা ছড়িয়ে দেয়া হয়। তাতে জনগণ উল্লাসে ফেটে পড়ে। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

এ বছর বৃষ্টি অনেক কম হয়। নদ-নদীর পানি কমে যায় এবং মানুষ গলায় এক ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এতে বহু লোক মারা যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

এ বছর 'মূসেল' ও 'হালব' তথা সিরীয় ও আল্-জাযীরিয় রাজ্যগুলোর শাসনকর্তা সুলতান ইমাদুদ্দীন যাংকী ইব্ন কায়্যিমুদ্দৌলাহ নিহত হন। তিনি জা'বার দূর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন। এ দূর্গে শিহাবুদ্দীন সালিম ইব্ন মালিক আল্-উকায়লীও ছিলেন। উকায়লী যাংকীর কয়েকজন গোলামকে উৎকোচ প্রদান করলে তারা পঞ্চম রাতে এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে তাকে হত্যা করে। আম্মাদ আল্-কাতিব বলেন : সে সময় যাংকী নেশাগ্রস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

যাংকী তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং স্বভাব-চরিত্র ও আকার-গঠনে সুন্দরতম মানুষ ছিলেন। ছিলেন বীর, সাহসী ও প্রত্যয়ী পুরুষ। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহগণ তার

কাছে অবনত ছিলেন। তিনি প্রজাদের, নারীদের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদায় কঠোর, লেনদেন উদার ও জনসাধারণের প্রতি দয়ালু শাসক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মূসেলে তাঁর পুত্র সাইফুদ্দৌলাহ এবং হালবে নূরুদ্দীন মাহমূদ শাসনভার গ্রহণ করেন। এই নূরুদ্দীন আর-রুহা নগরীকে পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর পিতা নগরীটি জয় করেছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে নগরবাসী অবাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে নূরুদ্দীন তাদেরকে তার আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য করেন।

এ বছর দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আল্-মাগরিব-এর শাসনকর্তা আবদুল মুমিন ও খাদিম ইব্ন তাওমারাত উন্দুলুস দ্বীপের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

এ বছর খ্রিস্টানরা পশ্চিম তারাব্লিস নগরী দখল করে নেয়। এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা 'বা'আলাবাক্কা' নগরী দখল করেন। এ বছর নাজমুদ্দীন আইউব দামেশকের শাসনকর্তার নিকট এলে তিনি তাঁকে একটি দুর্গের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাঁর নিকট থাকা দামেশকের একটি মানচিত্র তাকে দান করেন।

এ বছর সুলতান মাসঊদ তাঁর দ্বাররক্ষী আবদুর রহমান ইব্ন তাগার লাবাক এবং আর-রাই-এর শাসনকর্তা আব্বাসকে হত্যা করেন। আব্বাসকে হত্যা করে তিনি তার মাথাটা তার সঙ্গীদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এতে মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং তারা আব্বাসের তাঁবু লুণ্ঠন করে। আব্বাস বিখ্যাত বীরদের একজন ছিলেন। তিনি তার মনিব হাওহারকে সঙ্গে নিয়ে বাতেনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের হত্যা করতে করতে তিনি রাই নগরীতে মাথার মিনার গড়ে তোলেন।

এ বছর প্রধান সেনাপতি মুহাম্মদ ইব্ন তাররাদ আয্-যায়নাবী বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে, আলী ইব্ন তাল্হা আয-যায়নাবী তার স্থলাভিষিক্ত হন।

এ বছর খলীফার পরিণত বয়সের এক কন্যা দেয়াল চাপায় মৃত্যুবরণ করে। তার জানাযায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন।

এ বছর কাতায আল-খাদিম লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

যাংকী ইব্ন আক্সানকার

তাঁর জীবন চরিতের কিছু অংশ উপরে বর্ণিত হয়েছে। ইনি হলেন শহীদ নূরুদ্দীন মাহমূদ-এর পিতা। শায়খ আবূ শামা তার রচিত গ্রন্থ 'আর-রাওযাতায়ন'-এ তার জীবন চরিত বর্ণনায় এবং গদ্যে ও পদ্যে তার সম্পর্ক মন্তব্যে অতিরঞ্জন করেছেন। আল্লাহ্ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

সা'দ আল্-খায়র

তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন সা'দ আবুল হাসান আল-মাগরিবী আল্-উন্দুলুসী আল্-আনসারী। তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

ইবনুল জাওযী প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মৃত্যুর সময় এ অসীয়ত করে যান যে, যেন গযনবী তার জানাযায় ইমামতি করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবন ইমাম আহমাদ-এর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় অনেক মানুষ উপস্থিত হয়।

শাফি' ইব্ন আবদুর রশীদ

ইনি হলেন শাফি' ইব্ন আবদুর রশীদ ইবনুল কাসিম আবূ আবদুল্লাহ্ আল-যীলি আশ্-শাফি'ঈ। তিনি কিয়া ও ইমাম গাযালীর নিকট থেকে ইল্‌মে দীন হাসিল করেন। তিনি কাবসে বসবাস করতেন। আর-রাওয়াকের আল্-মানসূর জামে মসজিদে তাঁর মজলিস বসতো। ইবনুল জাওযী বলেন : আমি তার মজলিসে উপস্থিত হতাম।

আবদুল্লাহ ইব্ন আলী

ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আবূ মুহাম্মদ। তিনি আবূ মানসূর আয্-যাহিদ-এর বংশধর। তিনি কুরআন তিলাওয়াতের বিভিন্ন রীতি আয়ত্ত করেন এবং সে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং ভাল ভাল কিতাব সংগ্রহ করেন। তিনি নিজ মহল্লার মসজিদে কিছুদিন ইমামতি করেন এবং বেশ কিছু লোককে কুরআন শিক্ষা দেন। ইবনুল জাওযী বলেন : তার কিরাআত অপেক্ষা সুন্দর কিরাআত আমি আর শুনিনি। মৃত্যুর পর তার জানাযায় বহু লোক উপস্থিত হয়।

রাই-এর প্রশাসক আব্বাস

আব্বাস বাইরে থেকে গিয়ে অঞ্চলটির শাসন ক্ষমতা দখল করেন। পরে মাসঊদ তাকে হত্যা করেন। তিনি অনেক দানশীল এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি বাতেনীদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করে রাই নগরীতে মানব মুণ্ডের মিনার গড়ে তুলেছিলেন। সে জন্য মানুষ আক্ষেপ করেছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন তাররাদ

মুহাম্মদ ইব্ন তাররাদ আয্-যায়নাবী আবুল হাসান। তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। উযীর আলী ইব্ন তাররাদ-এর ভাই। তিনি তার পিতা ও চাচা আবূ নাস্‌র প্রমুখ থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি প্রায় সত্তর বছর বয়স পান।

ওয়াজীহ্ ইব্ন তাহির

ওয়াজীহ্ ইব্ন তাহির ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আবূ বকর আশ্-শাহামী। তিনি ছিলেন জাহির-এর ভাই। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং হাদীসশাস্ত্রে তার গভীর পান্ডিত্য ছিল। তিনি সুদর্শন চেহারার অধিকারী শায়খ ছিলেন। অল্পতে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসত। তিনি অনেক যিকির করতেন। তাঁর কথায় ও কাজে পুরোপুরি মিল ছিল। তিনি সদা সত্য বলতেন। তিনি এ বছর বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

হিজরী পাঁচশ বিয়াল্লিশ (৫৪২) সাল

এ বছর খ্রিস্টানরা উন্দুলুস দ্বীপের বেশ ক'টি দূর্গ দখল করে নেয়। এ বছর নূরুদ্দীন ইব্ন মাহমূদ যাংকী খ্রিস্টানদের হাত থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েকটি দূর্গ দখল করে নেন। এ বছর আল্-মুক্তাফীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুস্তানজিদ বিল্লাহ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন বলে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। এ বছর আওন ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হুবায়রা নথিপত্র লিপিবদ্ধ করার এবং যায়ীমুদ্দীন ইয়াহইয়া ইব্ন জা'ফর রাজ কোষাগারের প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন।

এ বছর আফ্রিকায় জিনিসের দাম এতো বেড়ে যায় যে, অনাহারে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে। বাড়ি-ঘর শূন্য হয়ে যায় এবং আশ্রয় শিবিরগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর সায়ফুদ্দীন গাযী মারদীনের শাসনকর্তা হুসামুদ্দীন তামারতাশ্ ইব্ন আরতাক-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। সায়ফুদ্দীন প্রথমে হুসামুদ্দীনকে অবরোধ করে এই বিবাহের শর্তে সন্ধি করেন। দীর্ঘ দুই বছর পর মেয়েটিকে মূসেল নিয়ে যাওয়া হয়। তখন সায়ফুদ্দীন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। যার ফলে তিনি এই স্ত্রীর সাথে বাসর করতে পারেননি এবং সে রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার ভাই কুতুবুদ্দীন মাউদূদ শাসক নিযুক্ত হন এবং ভাইয়ের এই স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছর সফর মাসে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কে যেন তাকে বলছে : যে ব্যক্তি আহমাদ ইব্ন হাম্বল-এর কবর যিয়ারত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইব্নুল জাওযী বলেন : ফলে কি খাস, কি আম, সর্বস্তরের মানুষ তাঁর কবর যিয়ারত করে। ইবনুল জাওযী আরো বলেন : সেদিন সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আস'আদ ইব্ন আবদুল্লাহ

ইনি হলেন আস'আদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুস সামাদ ইব্ন মুহতাদী বিল্লাহ আবূ মানসূর। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি খুবই সৎকর্মপরায়ণ ভাল মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি প্রতিটি ইন্দ্রীয় দ্বারা উপকৃত হন এবং শারীরিকভাবে তিনি খুবই সামর্থ্যবান ছিলেন। তিনি এক শ' বছর অতিক্রম করে আরো প্রায় নয় বছর আয়ু লাভ করেছিলেন।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ

ইনি হলেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাল্ফ ইব্ন আহমাদ ইব্ন উমর আল্-লাখমী আল্-উন্দুলসী আর-বিরাতী আল্-হাফিয। তিনি সাহাবী ও হাদীস বর্ণনাকারীদের

বংশ পরিচয় বিষয়ে রচিত 'ইক্তিয়াসুল আনওয়ার ওয়া ইল্তিমাসুল আযহার' গ্রন্থের রচয়িতা। এটি তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি রচনা। এ বছর জুমাদাল উলার ২০ তারিখ শুক্রবার সকালে বারিয়্যা নামক স্থানে তাকে শহীদ করা হয়।

নাস্‌রুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ

ইনি হলেন নাসরুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল কুয়া আবুল ফাতহ্ আল-লাযিকী আল্-মাসীসী আশ্-শাফিঈ। তিনি শায়খ নাস্‌র ইব্‌ন ইবরাহীম আল্-মুকাদ্দিসীর নিকট সূর নামক স্থানে ইল্‌মে দীন হাসিল করেন এবং উক্ত অঞ্চলেই তাঁর থেকে এবং আবূ বকর আল্-খাতীব থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বাগদাদ এবং আনবারেও হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি সিরিয়ার শায়খদের একজন ছিলেন। তিনি মৌলিক ও শাখা জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নব্বই বছর বয়সে এ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন।

হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন 'আলী

তিনি হলেন হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হামযা আবুস সা'আদাত ইব্‌নুশ-শাজারী আন্-নাহবী। তিনি ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং নাহুবিদদের নেতৃত্ব তার হাতে চলে আসে। আমি তার রচিত প্রশংসা জ্ঞাপক একটি পঙক্তি শুনেছি। সেটি হচ্ছে :

وما انا الا المسك قد ضاع عندكم - يضيع وعند الاكثرين يضوع ·

"আমি মিশ্‌ক ছাড়া আর কিছু নই। এমন মিশ্‌ক, যা তোমাদের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে। আর মিশ্‌কের সুঘ্রাণ ছড়ায়ই অধিকাংশের নিকট ছড়িয়ে পড়ে।"

হিজরী পাঁচশ তেতাল্লিশ (৫৪৩) সাল

এ বছর দামেশ্‌কের শাসনকর্তা মুজীরুদ্দীন হালবের শাসনকর্তা সুলতান নূরুদ্দীন-এর নিকট খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। সে মোতাবিক সুলতান নূরুদ্দীন দ্রুত রওনা হয়ে যান। বসরায় তিনি খ্রিস্টানদের মুখোমুখি হন। তিনি তাদের পরাজিত করেন। পরে ফিরে এসে কাসওয়ায় অবতরণ করেন। দামেশকের শাসনকর্তা মুজীরুদ্দীন আরতাক বেরিয়ে এসে তাঁকে সেবাদান করেন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। দামেশকবাসী নূরুদ্দীনের মর্যাদা দেখে মনে মনে কামনা করে যে, যদি ইনি আমাদের শাসক হতেন!

এ বছর খ্রিস্টানরা আল-মাহদিয়্যা দখল করে নেয় এবং তার শাসনকর্তা হাসান ইব্‌ন আলী ইয়াহইয়া ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন মুঈয ইব্‌ন বাদীস ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন বালিকিন সপরিবারে সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং সহায়-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকাবোধ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পদরাশি নগরীতে ছড়িয়েই পড়ে এবং তিনিও গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তার সেই সম্পদ ভোগ করে।

ইনি বাদীস গোত্রের সর্বশেষ রাজা ছিলেন। তাদের রাজত্বকাল শুরু হয় ৩৩৫ হিজরীতে। খ্রিস্টানরা অঞ্চলটি দখল করে সেখানকার সমুদয় সম্পদ দখল করে নেয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

এ বছর সত্তর হাজার খ্রিস্টান সৈন্য দামেশক অবরোধ করে। বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজা অলিমানও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তখন দামেশকের শাসনকর্তা ছিলেন মুজীরুদ্দীন, আর তার সহযোগী ছিলেন মুঈনুদ্দীন। দিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ছয় তারিখ শনিবার। ফলে এক লাখ ত্রিশ হাজার অধিবাসী তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। তারা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করে। তাতে একদিনে প্রায় দুইশত মুসলমান নিহত হয়। আর খ্রিস্টানদের মারা যায় অসংখ্য লোক। যুদ্ধ বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকে। মুজীরুদ্দীন মাস্হাফে উছমানকে বের করে জামে মসজিদের বারান্দার মাঝখানে রাখেন। জনতা তার চারপার্শ্বে সমবেত হয়ে মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে শুরু করেন। নারী ও শিশুরা খোলা মাথায় দু'আ ও ক্রন্দন করতে থাকে। ওদিকে নগরীতে ছাই-ভস্ম ছড়াতে থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে আরতাক হালবের শাসনকর্তা নূরুদ্দীন মাহমূদ এবং মূসেলের শাসনকর্তা তার ভাই সাইফুদ্দীন গাযীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে তারা তাড়াতাড়ি প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে আরতাকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। খ্রিস্টানরা এ বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনতে পেয়ে নগরী থেকে পেছনে সরে যায়। এ বাহিনী পথিমধ্যে তাদের মুখোমুখি হয় এবং খ্রিস্টানদের বিপুলসংখ্যক লোককে হত্যা করে। তারা খ্রিস্টানদের নেতা ইলয়াসকে হত্যা করে। এই লোকটিই খ্রিস্টানদেরকে দামেশক আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর তা এভাবে যে, তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যে, মাসীহ তাকে দামেশক জয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। কিন্তু যুদ্ধে এসে তিনি নিজেই নিহত হলেন। আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করুন। তারা নগরীটি প্রায় দখল করে নিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর নিজ ক্ষমতা ও শক্তিবলে দেশটিকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

"আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান, সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থল, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম।" (২২ : ৪০)

দামেশক এমন একটি নগরী, যার উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করা কোন কাফির শত্রুর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এটি এমন একটি অঞ্চল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "এটি যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ইসলামের আশ্রয়স্থল। আর এখনেই ঈসা (আ) অবতরণ করবেন।"

যা হোক, খ্রিস্টানরা দামেশকের বহু মানুষকে হত্যা করে। নিহতদের একজন হলেন প্রখ্যাত ফকীহ, যিনি 'হুজ্জাতুদ্দীন' খেতাবে ভূষিত এবং মালিকী মাযহাবের শায়খ আবুল

হাজ্জাজ ইউসুফ ইব্ন দারনাস আল-ফান্দালবী। ইনি নাযরাব অঞ্চলে নিহত হন এবং বাবুস সাগীরের কবরস্থানে সমাহিত হন। অবশেষে মুজীরুদ্দীন বানিয়াসের বিনিময়ে দামেশকের ব্যাপারে সন্ধি করে নেন। ফলে তারা দামেশক থেকে চলে যায় এবং বানিয়াসকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এ বছর সুলতান মাস'উদ ও তাঁর আমীরদের মাঝে দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। ফলে তারা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাগদাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারা জনসাধারণের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং বহু লোককে হত্যা করে। কিন্তু পরে কিবালুত-তাজে একত্রিত হয়ে তারা ভূমি চুম্বন করে সৃষ্ট ঘটনার জন্য খলীফার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারপর তারা নাহরাওয়ানের দিকে চলে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার অধিবাসীদের সম্পদ লুণ্ঠন করে। তাতে ইরাকে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়।

এ বছর আবুল হাসান আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন আলী ইবনুদ দামিগানী আয্-যায়নাবীর মৃত্যুর পর বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন হন। এ বছর সাওলী ইবনুল হুসায়ন গাযনার নগরী 'আস্-সাগুর' দখল করেন। ফলে তার শাসনকর্তা বাহরাম শাহ ইব্ন মাসঊদ ফারগানার নিকট গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে ফারগানা বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসে সাগুরকে সাওলীর হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে এবং তাকে গ্রেফতার করে শূলীবিদ্ধ করে হত্যা করেন। সাহ্লী মহানুভব ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ

ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নাহার ইব্ন মিহরায আল-গানাবী, আর-রুকী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং শাশী ও গাযালীর নিকট থেকে ইল্‌মে দীন হাসিল করেন। তিনি গাযালীর রচনাবলী থেকে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করে তাঁকে তা পাঠ করে শুনিয়েছেন এবং বহুদিন যাবত তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করেছেন। তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। এ বছরের যিলহজ্জ মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আশি বছর অতিক্রম করেছিল।

শাহানশাহ ইব্ন আইউব

শাহানশাহ ইব্ন আইউব ইব্ন শাদী। তিনি নূরুদ্দীনের সাথে শাহাদাতবরণ করেন। ইনি হলেন আযারিয়ার ওয়াক্ফকারী আলামত্ আযারের পিতা। আর তফিউদ্দীন উমর হলেন তাকবিয়ার ওয়াক্ফকারী।

আলী ইব্নুল হুসায়ন

ইনি হলেন আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আয্-যায়নাবী, আবুল কাসিম আল্-আকমাল ইব্ন আবী তালিব নূরুল হুদা ইব্ন আবুল হাসান নিযামুল হাযরাতায়ন। তিনি

ছিলেন প্রধান সেনাপতি আবুল কাসিম ইবনুল কাযী আবূ তামাম আল-আব্বাসীর পুত্র। তিনি বাগদাদ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। আর তিনি নেতৃস্থানীয় ফকীহ ছিলেন। ছিলেন গম্ভীর, সুঠাম দেহের অধিকারী ও স্বল্পভাষী। তিনি খলীফা আর-রাশিদ-এর সঙ্গে মূসেল সফর করেছিলেন। কয়েক বসন্ত সেখানে অবস্থান করে বাগদাদ ফিরে এসে এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স ষাট অতিক্রম করেছিলে। তাঁর জানাযার অনেক লোক উপস্থিত হয়েছিল।

আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইব্ন দারবাস

তিনি হলেন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইব্ন দারবাস আল্-কান্দালাবী। তিনি ছিলেন দামেশকের সালেকীদের শায়খ। রবিউল আউয়াল মাসের ছয় তারিখ শনিবার নায়রাব নগরীর রাবওয়ার সন্নিকটস্থ একস্থানে তিনি নিহত হন। আর শায়খ আবদুর রহমান ছিলেন যাহিদদের একজন। আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

হিজরী পাঁচশ চুয়াল্লিশ (৫৪৪) সাল

এ বছর কাযী ইয়ায ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়ায ইব্ন আমর ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়ায ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়ায আল-ইয়াহসাবী আস-সাবতী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মালিকী আলিমদের শায়খদের একজন এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। এর মধ্যে 'আশ্-শিফা', 'শারহু মুসলিম' ও 'মাশারিকুল আনওয়ার' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর সুন্দর কিছু কবিতা আছে। অনেক বিদ্যার ইমাম ছিলেন তিনি। যেমন : ফিক্হ, লুগাত, হাদীস, আদব ইক্যাদি। তিনি ৪৪৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এ বছর জুমাদাল আখিরাহ, মতান্তরে রমযান মাসে 'সাব্তা' নামক স্থানে ইনতিকাল করেন।

এ বছর হালবের শাসনকর্তা নূরুদ্দীন মাহমূদ যাংকী খ্রিস্টানদের কয়েকটি দেশ জয় করেন এবং তাদের কিছু লোককে হত্যা করেন। নিহতদের একজন ছিলেন ইন্তাকিয়ার শাসনকর্তা আল্-বারনাস। তা ছাড়া যাংকী তাদের অনেকগুলো দূর্গও জয় করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। তিনি দামেশকের শাসনকর্তার পুত্র মুঈনুদ্দীন-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ফলে তিনি সারখাদের নায়েব-আমীর মুজাহিদুদ্দীন ইব্ন মারওয়ান ইব্ন মাস-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে। কবিগণ এই যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে ইব্নুল কায়সারানী প্রমুখ অন্যতম। আবূ শামা 'আর-রাওযাতায়নে' এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ বছর রবিউল আখির মাসের ৩ তারিখ বুধবার আবুল মুজাফফর ইব্ন হুবায়যা খিলাফতের উযীর নিযুক্ত হয়ে আওনুদ্দীন উপাধি লাভ করেন এবং এর জন্য পুরস্কৃত হন। এ বছর রজব মাসে বাদশাহ শাহ ইব্ন মাহমূদ একদল আমীর, আলী ইব্ন দাবীস এবং তুর্কমানের একদল

লোক সাথে নিয়ে বাগদাদের উপর চড়াও হন। তারা খলীফার নিকট শাহ্ ইব্ন মাহমূদ-এর নামে খুত্বাদানের দাবী জানায়। কিন্তু খলীফা তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। পরে এ বিষয়ে অনেক পত্র বিনিময় হয়। অবশেষে খলীফা সুলতান মাসউদকে এনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাতে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। ওদিকে বাদশাহ্ সানজার তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হুমকি প্রদান করেন, যেনো তিনি এখনই খলীফার নিকট না যান। ফলে সুলতান মাসউদ আসেন বছরের একেবারে শেষে। তাতে সংঘাত প্রশমিত হয়ে যায় এবং সংকট পুরোপুরি শান্তির রূপ ধারণ করে।

এ বছর পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। দশবার মাটি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে ওঠে। হুল্ওয়ান নামক স্থানে একটি পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। নাহারজরীতে একটি সেনাচৌকি ধ্বসে পড়ে এবং মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বহু লোক মারা যায়। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কথা বলতে না বলতেই মারা যেত।

এ বছর মূসেলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন গাযী ইব্ন যাংকী মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার ভাই কুতুবুদ্দীন মাউদূদ ইব্ন যাংকী শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং পরলোকগত ভাইয়ের নববিবাহিতা স্ত্রীকে, যার সঙ্গে তার বাসর করার সুযোগ হয়নি, বিবাহ করেন। আর এ মহিলা ছিলেন মারদীনের শাসনকর্তা তামারতাশ ইব্ন ইল্গাযী ইব্ন আরতাক-এর কন্যা। তাঁর স্ত্রী কয়েকটি সন্তান জন্মদান করে, যারা পরবর্তীতে সকলে মূসেলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এ বছর নূরুদ্দীন সামরিক অভিযান পরিচালনা করে সান্জার দখল করে নেন। ফলে তাঁর ভাই কুতুবুদ্দীন মাউদূদ অঞ্চলটি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাহিনী প্রেরণ করেন। পরে উভয়ে সন্ধি করে নেন। বিনিময়ে কুতুবুদ্দীন মাউদূদ নূরুদ্দীনকে 'রাহবা' ও 'হিম্স' দান করেন। আর সানজার কুতুবুদ্দীনের কাছে থেকে যায়। এরপর নূরুদ্দীন নিজ দেশে ফিরে যান। তারপর খ্রিস্টানরা সানজার আক্রমণ করে সেখানকার কিছু লোককে হত্যা করে এবং ইনতাকিয়ার শাসনকর্তা বারনাম বন্দী হন। ফলে, কবিগণ তার প্রশংসায় অনেক কবিতা লেখেন।

এ বছর নূরুদ্দীন ফামিয়া দূর্গটি জয় করেন। এটি জামাহর সন্নিকটে অবস্থিত। এ বছর মিসরের শাসনকর্তা 'আল-হাফিয-লি-দীনিল্লাহ' আবদুল মজীদ ইব্ন আবুল কাসিম ইবনুল মুসতান্সির মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তার পুত্র আয-যাকির ইসমাঈল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রধান সেনাপতির পুত্র আহমাদ ইবনুল আফযাল হাফিয-এর উপর আধিপত্য বিস্তার করে মিসরে তিনবার নিজের নামে খুতবা পাঠ করায়। শেষ পর্যন্ত ভাল কাজ করবে এই শর্তে একটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব তাকে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এই হাফিযই সেই ব্যক্তি যিনি বিশেষ ধরনের তবলা আবিষ্কার করেছিলেন।

এ বছর আমীর কাতায আল-খাদিম হাজীদের নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু কূফায় পৌঁছে অসুস্থ হয়ে তিনি ফিরে যান এবং তাঁর গোলাম 'কায়মায'কে হাজীদের দায়িত্বশীল নিয়োগ

করেন। বাগদাদ এসে পৌঁছানোর কয়েকদিন পর তিনি মারা যান। ওদিকে আরবরা হাজীদের ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে ফিরে যাবার জন্য তারা পথে যাত্রাবিরতি করে। 'কায়মায' তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে ব্যর্থ হয়ে শুধু নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পালিয়ে যায় এবং হাজীদেরকে দস্যুদের হাতে তুলে দেয়। দস্যুরা তাদের অধিকাংশ লোককে হত্যা করে এবং মালামাল ছিনিয়ে নেয়। মৃত্যুর হাত থেকে অল্প লোকই রক্ষা পায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

এ বছর সেনাপতি পুত্র মুঈনুদ্দীন দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাগতাকীনের গোলামদের একজন ছিলেন। তিনি হলেন নূরুদ্দীন-এর স্ত্রী আলামত্ খাতুনের পিতা। তিনি বাবুল ফারজের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'আল্-মাদরাসাতুল মুঈনিয়ার' ওয়াকফকারী। দারুল বিত্তাখের নিকটে আল্-আওলিয়া অঞ্চলে সিরীয় আল-বারানিয়ার নিহতদের সমাধিস্থলে তার কবর অবস্থিত।

মুঈনুদ্দীন-এর মৃত্যুর পর ইব্নুস সূফী ও তার ভাই যায়নুদ্দৌলাহ হায়দাবাহর উপর উযীর মুআয়্যিদুদ্দৌলাহর প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায় এবং তাদের ও বাদশাহ্ মুজীরুদ্দীন আরতাক-এর মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাতে উভয় পক্ষেরই কিছু লোক নিহত হয়। অবশেষে তারা সন্ধি করে নেয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইব্ন নিযামুল মুল্ক

আহমাদ ইব্নে নিযামুল মুল্ক আবুল হাসান আলী ইব্ন নাস্র তিনি ছিলেন আল্-মুস্তারশিদ ও সুলতান মাহমূদ-এর উযীর। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ উযীরদের একজন ছিলেন।

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-আরজানী। তিনি ছিলেন তুসতুরা-এর বিচারপতি। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তার সুন্দর অর্থবোধক সারগর্ভ কিছু কবিতা আছে। যেমন :

ولما بلوت الناس الطلب عندهم - اخائقة عند اعتراض الشدائد
تطغمت فی حالی رخاء وشدة - وناديت فی الاحياء هل من مساعد؟
فلم أرفيما ساءنی غير شامت - ولم ارفيما سرنی غير حاسد
فطلقت ود العالمين جميعهم - ورحت فلا ألوی علی غير واحد
تمتعتما يا ناظری بنظرة - واوردتما قلبی امر الموارد
اعينی كفا عن فؤادی فإنه - من البغی سعی اثنين فی قتل واحد

"আমি যখনই মানুষকে পরীক্ষা করেছি। তখন তাদের নিকট বিপদকালে আস্থাশীল ভাই আছে কিনা খোঁজ নিয়েছি।

"আমি আমার জীবনে সচ্ছলতা ও দুর্ভোগ দুই ভোগ করেছি। আবার অনেক সময় এই বলে হাঁক দিয়েছি : কোন সাহায্যকারী আছে কি?

"কিন্তু আমি বিপদের সময় নিন্দুক ব্যতীত কাউকে পাইনি, আর সুখের সময় পাইনি হিংসুক ছাড়া কাউকে।

"এখন আমি জগতের সব প্রেম-ভালবাসা পরিত্যাগ করে নির্জনে চলে এসেছি। এখন আমি একজন ব্যতীত আর কাউকে পরোয়া করি না।

"হে আমার চক্ষুদ্বয়! তোমরা অনেক কিছু উপভোগ করেছ, আর আমার হৃদয়টাকে এক তিক্ততার গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

"এখন তোমরা আমার হৃদয়ের ব্যথা দূর করে আমাকে সাহায্য কর। কেননা, এখন সে এতই অবাধ্য যে, একজনকে হত্যা করতে সে দু'জনের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।"

বহু উপকারী গ্রন্থের প্রণেতা কাযী ইয়ায ইব্‌ন মূসা আস-সাবতীর দু'টি পঙক্তি নিম্নরূপ :

الله يعلم أنى منذ لم اركم - كطائر خانه ريش الجناحين

ولو قدرت ركبت الريح نحوكم - فإن بعدكم عنى جنى حينى .

"আল্লাহ জানেন, আমি যখন থেকে তোমাদেরকে দেখছি না তখন থেকে আমি সেই পাখির ন্যায় হয়ে গেছি, যার দুই ডানার পালক তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

"যদি পারতাম, তাহলে বাতাসের পিঠে চড়ে আমি তোমাদের কাছে চলে যেতাম। কারণ তোমাদের এই বিরহ আমার ধ্বংস ডেকে এনেছে।"

ইব্‌ন খাল্লিকান এই পঙক্তিদ্বয়ের চমৎকার তরজমা করেছেন।

ঈসা ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ

ঈসা ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন ঈসা আবূ আবদুল্লাহ আন-নাক্কাশ। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ৪৫৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল জাওযী বলেন : তিনি বুদ্ধিমান ও কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তার চমৎকার কিছু বিরল চরিত্র ছিল, যা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করেছেন। তিনি আমার মজলিসে উপস্থিত হতেন এবং আমার নিকট পত্র লিখতেন, আমিও তাকে পত্র লিখতাম। একবার এক পত্রে আমি তাকে সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করি। ফলে জবাবে তিনি আমাকে লিখলেন :

قد زدتنى فى الخطاب حتى - خشيت نقصا من الزيادة

"আপনি সম্ভাষনে আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। এমনকি এতে আমি আমার ক্ষতির আশংকা করছি।"

তিনি আরো বলেন :

إذا وجد الشيخ فى نفسه - نشاطا فذالك موت خفى

ألست ترای أن ضوء السرا - ج له لهب قبل ان ينطفى .

"শায়খ যখন মনে আনন্দ অনুভব করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তা হচ্ছে এক ধরনের গোপন মৃত্যু।

"দেখেন না। নির্বাপিত হওয়ার আগে প্রদীপের আলোটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে?"

গাযী ইব্‌ন আক্‌সানকার

তিনি ছিলেন মূসেলের শাসনকর্তা সায়ফুদ্দীন, যিনি নূরুদ্দীন মাহমূদ-এর ভাই। নূরুদ্দীন মাহমূদ প্রথমে হাল্‌ব এবং পরে দামেশকের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সাইফুদ্দীন উত্তম শাসকদের একজন এবং স্বভাব-চরিত্রে সকলের চেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে দানশীল, সুদর্শন, বীর ও মহানুভব মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সৈন্যদের জন্য একশত, গোলামদের জন্য ত্রিশ এবং ঈদের দিন এক হাজার ছাগল যবাই করতেন। গরু আর মুরগি তো ছিল এ হিসাবের বাইরে। আশপাশের রাজা-বাদশাহদের মধ্যে ইনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মাথার উপর পতাকা বহন করেন এবং বাহিনীকে আদেশ করেন যে, যেন তারা তরবারি ও বেল্ট ছাড়া বাহনে না চড়ে। তিনি মূসেলে একটি মাদরাসা এবং সূফীদের জন্য একটি সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্-হাইস বাইস তাঁর প্রশংসা করলে তিনি তাকে এক হাজার দীনার ও কিছু পোশাক পুরস্কার প্রদান করেন। জ্বরে আক্রান্ত হয়ে জুমাদাল আখিরায় মৃতুবরণ করলে তাকে উক্ত মাদরাসা প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়। তিনি চল্লিশ বছর বয়স পেয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর শাসনকাল ছিল তিন বছর পঞ্চাশ দিন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

কাতায আল-খাদিম

তিনি বিশ বছরেরও অধিককাল হাজীদের আমীর ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইবনুল যাউনীকে হাদীস পাঠ করে শোনান। তিনি ইল্‌ম ও দান করাকে পছন্দ করতেন। তার নেতৃত্বে হজ্জ করে মানুষ যারপরনাই শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করতো। আর তা হতো তার বীরত্ব এবং খলীফা রাজা-বাদশাহদের নিকট তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে। তিনি এ বছর যিলকদ মাসের ১১ তারিখ বুধবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং রাসাফায় তাঁকে দাফন করা হয়।

হিজরী পাঁচশ পঁয়তাল্লিশ (৫৪৫) সাল

এ বছর নূরুদ্দীন মাহমূদ 'ফামিয়া' দূর্গ জয় করেন। এটি দুর্ভেদ্য দূর্গসমূহের একটি। কেউ কেউ বলেন : নূরুদ্দীন দূর্গটি এর আগের বছর জয় করেছিলেন।

এ বছর নূরুদ্দীন মাহমূদ দামেশ্‌ক দখল করার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। ফলে, দামেশকের রাজা মুজীরুদ্দীন আরতাক এবং উযীর ইব্‌নুস সূফীকে উপঢৌকন প্রদান করে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন যে, খলীফা ও সুলতানের পরে তার নামে খুতবা পাঠ করা হবে। তেমনি তার নামে মুদ্রাও চালু করা হয়।

এ বছর নূরুদ্দীন 'এজাজ' দূর্গ জয় করেন এবং তার অধিপতির পুত্র ইব্ন হুসলীনকে বন্দী করেন। তাতে মুসলমানরা উল্লসিত হয়। এরপর তার পিতা হুসলীন আল-কারনাজীকেও বন্দী করেন। তাতে মুসলমানদের আনন্দ আরো বেড়ে যায়। এ ছাড়া তিনি আরো অনেক অঞ্চল জয় করেন।

এ বছর মুহাররম মাসে ইউসুফ আদ-দামেশকী নিযামিয়ার অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন এবং সেজন্য পুরস্কৃত হন। কিন্তু এই নিয়োগ খলীফার অনুমোদনে না হয়ে সুলতান ও ইবনুন নিজামের ফরমানে হয়েছিল বিধায় তাকে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা হয়। ফলে তিনি নিজ ঘরে গিয়ে সেখানেই পড়ে থাকেন, আর একদিনের জন্যও মাদরাসায় ফিরে আসেননি। আর খলীফার অনুমোদন ও সুলতানের নির্দেশ মোতাবিক শায়খ আবুন নাজীবকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

ইব্নুল জাওযী বলেন : এ বছর ইয়েমেনে এমন এক বর্ষণ হয়, যার সবটুকুই ছিল রক্ত। এমনকি তাতে মানুষের কাপড়-চোপড় রঞ্জিত হয়ে যায়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আল-হাসান ইব্ন যুন্নুন

আল-হাসান ইব্ন যুন্নুন ইব্ন আবুল কাসিম ইব্ন আবুল হাসান আবুল মুফাখির আন-নিশাপুরী। তিনি বাগদাদ আগমন করে এখানে ওয়ায করেন এবং আশআরিদের সমালোচনা শুরু করেন। তাতে হাম্বলীরা তাকে বরণ করে নেয়। কিন্তু পরে খোঁজ-খবর নিয়ে তারা জানতে পারে যে, তিনি আসলে মু'তাযিলী। এবার তার বাজার মন্দা হয়ে যায় এবং তার কারণে বাগদাদে ফিত্নার সূত্রপাত হয়। ইব্নুল জাওযী তারই মুখে তার কিছু কবিতা শ্রবণ করেছিলেন। তার দু'টি পঙক্তি নিম্নরূপ :

مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا – ومات من بعدهم تلك الكرامات

وخلفونى فى قوم ذوى سفه – لو ابصروا طيف ضيف فى الكرى ماتوا .

"মহান ব্যক্তিরা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাদের মৃত্যুর পর মহানুভবতাও মারা গেছে।

"তারা আমাকে এমন এক সম্প্রদায়ের মাঝে রেখে গেছেন, যারা সবাই নির্বোধ। তারা এমন যে, ঘুমের ঘোরেও যদি মেহমানের ছায়া দেখে, তবে মরে যায়।"

আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল ওহ্হাব

আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল ওহ্হাব আল-হাম্বলী আল-কাযী বাহাউদ্দীন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদ-এর মাযহাবের অনুসারী বলে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের উভয়ের পক্ষে বিতর্ক করতেন। তাকে তার পিতা ও দাদার সাথে শহীদদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আবদুল মালিক ইব্ন আবূ নাস্র ইব্ন উমর

আবদুল মালিক ইব্ন আবূ নাস্র ইব্ন উমর আবুল মাআনী আল-যীলি। তিনি ফকীহ্, সৎকর্মপরায়ণ, ইবাদতগুযার ও ফকীর ছিলেন। তার কোন বাসগৃহ ছিল না। তিনি রাত কাটাতেন পরিত্যাক্ত মসজিদে মসজিদে। একবার তিনি হাজীদের সাথে মক্কা গমন করে সেখানে অবস্থান করে আল্লাহ্র ইবাদত ও ইল্মের খিদমত করেন। তাতে মক্কাবাসীরা তার প্রশংসা করেন।

আল্-ফকীহ্ আবূ বকর ইবনুল আরাবী

আল-ফকীহ্ আবূ বকর ইবনুল আরাবী আল-মালিকী। তিনি তিরমিযীর ব্যাখ্যাকার। তিনি বিদ্বান, ফকীহ্, যাহিদ ও আবিদ ছিলেন। তিনি ফিক্হচর্চায় আত্মনিয়োগ করার পরও হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি গাযালীর সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি এই বলে গাযালীর সমালোচনা করতেন যে, গাযালী ফালাসিফাদের অনুরূপ মত পোষণ করেন। তিনি বলতেন, গাযালী এমনভাবে ফালাসিফাদের পেটে ঢুকে গেছেন যে, সেখান থেকে এখন আর বের হতে পারবেন না। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ ছেচল্লিশ (৫৪৬) সাল

এ বছর সুলতানের বাহিনী ইসমাঈলিয়া অঞ্চলসমূহের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করে নিরাপদে ফিরে আসে। এ বছর নূরুদ্দীন কয়েক মাস যাবত দামেশক অবরুদ্ধ করে রেখে পরে সেখান থেকে হালব ফিরে আসেন। পরে সন্ধি হয় হয় আল-বুরহান বালাযীর মধ্যস্থতায়। এ বছর খ্রিস্টান ও নূরুদ্দীন বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে মুসলমানরা পরাজিত হয় এবং তাদের কিছু লোক নিহত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এই দুর্ঘটনা নূরুদ্দীনকে সংকটে নিপতিত করে এবং প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তিনি সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করেন। তারপর তুর্কমানের আমীরগণ তাদের একদল সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে ওঁৎ পেতে থেকে রাজা 'জুসলিককে' কোন এক শিকারস্থল থেকে বন্দী করে ফেলে। সুযোগ পেয়ে নূরুদ্দীন বাহিনী প্রেরণ করে, তুর্কমানদের ঘেরাও করে তাদের থেকে 'জুসলিককে' ছিনিয়ে এনে বন্দী করে ফেলেন। 'জুসলিক' ছিল বিশিষ্ট কাফির এবং বিখ্যাত পাপীদের অন্যতম। নূরুদ্দীন তাকে লাঞ্ছনাকর অবস্থায় নিজের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে পরে কারাগারে আটক করেন। তারপর নূরুদ্দীন সেনা অভিযান পরিচালনা করে জুসলিকের দেশ ও সেখানকার সমুদয় সম্পদ দখল করে নেন।

এ বছর যিলহজ্জ মাসে ইবনুল আব্বাসী আল-মানসূর জামে মসজিদে বসে কথা বলেন। সে সময় তার নিকট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তার আলোচনার সূত্র ধরে হানাফীরা উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এ বছর আল্-উরজুয়ান লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

শায়খ বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান ইব্‌ন আলী আল্‌-বালখী

তিনি দামেশ্‌কের হানাফীদের শায়খ ছিলেন। তিনি প্রথমে আল-বালখিয়্যায় এবং পরে খাতুনিয়্যায় আল্‌-বারানিয়্যায় দরস প্রদান করেন। তিনি আমলদার আলিম, পরহেযগার ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। এ বছর মৃত্যুর পর তাকে বাবুস সাগীর-এর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হিজরী পাঁচশ সাতচল্লিশ (৫৪৭) সাল

এ বছর সুলতান মাসঊদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর ভাই মালিকশাহ মাহমূদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু পরে সুলতান মুহাম্মদ এসে নিজেই ক্ষমতা গ্রহণ করেন, আমীর খাসবাককে হত্যা করেন এবং তার সহায়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে সেসব কুকুরদের জন্য নিক্ষেপ করেন। ওদিকে খলীফার নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, ওয়াসিতও নৈরাজ্যের কবলে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহনে চড়ে বাহিনী নিয়ে মহাসমারোহে ওয়াসিত অভিমুখে রওনা হন এবং নৈরাজ্য দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তারপর 'কূফা' ও 'হুল্লা' জয় করে বাগদাদ ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বাগদাদকে সজ্জিত করা হয়।

এ বছর আল-মাগরিব-এর শাসক আবদুল মুমিন 'বিজায়ার' কর্তৃত্ব লাভ করেন। 'বিজায়া' হচ্ছে বনূ হাম্মাদের আবাস ভূমি। তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন হাম্মাদ। পরপর আবদুল মুমিন বাহিনী নিয়ে সান্‌হাজা অবরোধ করেন এবং তার সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নেন।

এ বছর শহীদ নূরুদ্দীন ও খ্রিস্টানদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নূরুদ্দীন তাদের পরাজিত করেন এবং তাদের কিছু লোককে হত্যা করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য।

এ বছর সুলতান সান্‌জার ও আল-গাওর-এর রাজা আলাউদ্দীন আল-হুসায়ন ইবনুল হুসায়ন যুদ্ধে লিপ্ত হন। সে যুদ্ধে সানজার আলাউদ্দীনকে পরাজিত করে বন্দী করেন। বন্দী আলাউদ্দীনকে সামনে হাযির করে সানজার তাকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি যদি আমাকে বন্দী করতে, তা হলে আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করতে? উত্তরে তিনি একটি রূপার শিকল বের করে বলেন : আমি তোমাকে এই শিকলদ্বারা আটকে রাখতাম। এ উত্তর শুনে সানজার তাকে ক্ষমা করে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেন।

মুক্তি পেয়ে তিনি গাযনায় অভিযান চালিয়ে গাযনার শাসনকর্তা বাহরাম শাহ সাবুক্তগীন-এর হাত থেকে দেশটি ছিনিয়ে নেন এবং আপন ভাই সায়ফুদ্দীনকে তার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু গাযনার অধিবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে সায়ফুদ্দীনকে ধরে বাহবাম শাহের হাতে তুলে দেয়। আর বাহরাম শাহ্ তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। অবশ্য এর অল্প ক'দিন পরেই

বাহরাম শাহ্ও মারা যায়। এবার আলাউদ্দীন পুনরায় গাযনায় অভিযান চালালে বাহরাম শাহের পুত্র খসরু দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর আলাউদ্দীন গাযনায় প্রবেশ করে তিনদিন যাবত সেখানে লুণ্ঠন চালায়; সেখানকার বহুসংখ্যক লোককে হত্যা করে এবং তার অধিবাসীদের বশীভূত করে ফেলে। অগত্যা তারা টুকরিতে করে মাটি বহন করে নগরী থেকে দূরে এক স্থানে কেল্লা তৈরি করে। সেই কেল্লা আজো সকলের কাছে পরিচিত। এভাবে গাযনা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সাবুক্তগীন বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। তাদের রাজত্ব ৩৬৬ হিজরী থেকে শুরু করে ৫৪৭ হিজরী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তারা শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অন্যদের তুলনায় অধিক জিহাদ করেন এবং সম্পদ, নারী এবং জনসংখ্যায়ও তারা অন্যদের তুলনায় বেশি ছিল। তারা বহু দেব-দেবী ধ্বংস করে, কাফিরদের পতন ঘটায় এবং এতো পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত করে, যা অন্য কোন রাজা-বাদশাহ করতে পারেননি। সর্বোপরি তাদের ভূখণ্ডগুলো ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, উর্বর এবং পর্যাপ্ত পানিতে পরিপূর্ণ। তথাপি একদিন সব শেষ হয়ে গেল এবং তাদের রাজত্বের অবসান ঘটলো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"বল : হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, আর যাকে ইচ্ছা তুমি ইযযত দান কর এবং যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তো তোমারই হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৩ : ২৬)।

তারপর আলাউদ্দিন আল-গাওর, হিন্দ ও খোরাসান জয় করেন। এভাবে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে।

ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেন, এ বছর এক মোরগ একটি ডিম পাড়ে, এক বাজপাখি দু'টি ডিম পাড়ে এবং এক উটপাখি অনেগুলো ডিম পাড়ে। এ ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আল্-মুজাফ্ফর ইব্ন আরদাশীর

আল্-মুজাফ্ফর ইব্ন আরদাশীর আবূ মানসূর আল্-আব্বাসী আল-ওয়ায়েয। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং বাগদাদ বসে দরসে হাদীস দেন এবং ওয়ায করেন। তিনি যা বর্ণনা করতেন, মানুষ তা লিপিবদ্ধ করতো। এতে কয়েক খণ্ডের লিপি তৈরি হয়ে যায়।

ইবনুল জাওযী বলেন : তার প্রতি খণ্ডে পাঁচটিও উত্তম শব্দ পাওয়া যেত না। তিনি তার ব্যাপক সমালোচনা করেন। তবে তিনি তার একটি উক্তির প্রশংসাও করেন। উক্তিটি হচ্ছে : একদা তিনি জনতার উদ্দেশ্যে ওয়ায করছিলেন। এমন সময় বৃষ্টি নামে। লোকেরা বিভিন্ন দেওয়ালের নিচে চলে যায়। তখন তিনি বলেন : "তোমরা রহমতের পানির ফোঁটা থেকে পলায়ন করো না। মেঘের প্রতিটি খণ্ড নিয়ামত, তবুও তারা ক্রোধের চকমকি থেকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের ফুলকি দেখে পালিয়ে যায়।"

মাসঊদ আস্-সুলতান

তিনি ছিলেন ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি এত বিপুল ক্ষমতা ও সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন যা অন্য কেউ লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আবার দীর্ঘ সময় তিনি বিপদাপদেরও মোকাবিলা করেন, যার কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কোন এক যুদ্ধে তিনি খলীফা আল্-মুসতারশিদকে গ্রেফতার করেছিলেন, যার উল্লেখও উপরে হয়েছে। তিনি এ বছর জুমাদাল আখিরার শেষদিকে বুধবার দিন মৃত্যুবরণ করেন।

ইয়াকূব আল্-খাত্তাত আল্-কাতিব

তিনি নিযামিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। রাষ্ট্রের ত্যাজ্য সম্পত্তি বিষয়ক বিভাগ তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি নিতে আসলে ফকীহগণ নিষেধ করেন। ফলে বিষয়টি বিরাট ফিত্নার রূপ ধারণ করে। এমনকি এর সূত্রে নিযামিয়ার শিক্ষক শায়খ আবুন-নাজীব পদচ্যুৎ হন এবং ত্যাজ্য সম্পত্তি বিষয়ক দফতরে নিয়ে তাকে শাস্তি স্বরূপ প্রহার করা হয়।

হিজরী পাঁচশ আটচল্লিশ (৫৪৮) সাল

এ বছর সুলতান সানজার ও তুর্কীদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তুর্কীরা সানজার বাহিনীর বহু লোককে হত্যা করে। এমনকি নিহতদের লাশের স্তূপ বিশাল বিশাল কতগুলো টিলার রূপ ধারণ করে। তারা সানজারকে বন্দী করে এবং তার আমীরদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সানজারকে সামনে উপস্থিত করে তুর্কীরা তার সম্মানার্থে মাটিতে চুমো খায় এবং বলে : আমরা আপনার গোলাম। তারা ছিল উচ্চপদস্থ আমীর। সানজার তাদের নিকট দু'মাস অবস্থান করেন। পরে তারা তাঁকে নিয়ে মারভ প্রবেশ করে। মারভ হলো খোরাসানের রাজধানী। এখানেই দেশটির সিংহাসন। তুর্কীদের একজন বললো : এই অঞ্চলটি আমাকে জায়গীররূপে দিয়ে দিন। সানজার বললেন : এটা সম্ভব নয়। এটি রাজ্যের সিংহাসন। উত্তর শুনে তারা হাসে এবং তাঁকে নিয়ে কৌতুক করে। এভাবে সানজার শাহী মসনদ থেকে অবতরণ করে খানকায় প্রবেশ করেন এবং দেশের নাগরিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি রাজত্ব থেকে তাওবা করেন, আর তুর্কীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশটি লুট করে নেয়। এমনকি দেশটি জনমানবহীন প্রান্তরে পরিণত হয়। তারা অঞ্চলটিতে ব্যাপক আকারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং সুলায়মান শাহকে শাসক নিযুক্ত করে। কিন্তু বেশিদিন যেতে না যেতেই তারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সানজারের ভাগ্নে খাকান মাহমূদ ইব্ন কুগানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। এভাবে দেশটি বিশৃংখল হয়ে যায় এবং ক্ষমতা একের পর এক হাতবদল হতে থাকে।

এ বছর পশ্চিম দেশগুলোতে আবদুল মুমিন ও আরবের মাঝে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ বছর খ্রিস্টানরা গাজার উপকূলীয় অঞ্চল আসকালান নগরীটি দখল করে নেয়। এ বছর খলীফা বেশকিছু সৈন্য নিয়ে ওয়াসিতে অভিযান পরিচালনা করে অঞ্চলটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত

করে বাগদাদ ফিরে আসেন। এ বছর কায়মায আল-উরজুয়ানী লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এবছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

এ বছর ফারাযদাক ও জারীর-এর সমসাময়িক কয়েকজন কবির মৃত্যু হয়। তারা হলেন : আবুল হাসান আহমাদ ইব্ন মুনীর আল-জুনী, ইনি হালবে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয়জন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন নাস্র ইবন সাগীর আল-কায়সারানী আল-হালবী। ইনি দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন।

অপরজন হলেন মিসরের শাসনকর্তা আয-যাকির-এর উযীর আলী ইবনুস মাল্লার, যার উপধি আল-আদিল। ইনি 'আল-মাদ্রাসাতুল ইস্কান্দারিয়া লিশ-শাফেয়ীয়া লিল হাফিয আবী তাহির আস-সালাফী'-এর প্রতিষ্ঠাতা। এই আদিল ছিলেন নামের বিপরীতে। তিনি ছিলেন অত্যাচারী ও নির্দয়। ইব্ন খাল্লিকান তার জীবনচরিত আলোচনা করেছেন।

হিজরী পাঁচশ ঊনপঞ্চাশ (৫৪৯) সাল

এ বছর খলীফা আল্-মুকতাফী বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে তিকরীতের দূর্গ অবরোধ করেন। সেখানে তিনি একদল তুর্কী ও তুর্কমান সৈন্যের মুখোমুখি হন। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে তাদের উপর বিজয় দান করেন। পরে তিনি বাগদাদ ফিরে আসেন।

দামেশকের শাসক সুলতান নুরুদ্দীন শহীদ

সংবাদ আসে, মিসরের খলীফা আয্-যাকির নিহত হয়েছেন। কিন্তু তার পাঁচ মাস বয়সী একটি শিশু পুত্র ছাড়া আর কোন উত্তরসূরী নেই। কাজেই মিসরবাসী তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে আল্-ফায়িয উপাধি প্রদান করেছে। শুনে খলীফা তাঁর মৃত্যুর পর নূরুদ্দীন মাহমূদ ইব্ন যাংকী মিসর ও সিরীয় অঞ্চলসমূহের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাকে মিসর পাঠিয়ে দেন।

এ বছর ইশার নামাযের পর এমন এক তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয়, যাতে আগুন ছিল। তাতে মানুষ কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায় কিনা ভেবে ভয় পেয়ে যায়। তাছাড়া সেদিন ভূমিকম্প হয় এবং দজলার পানির রঙ পরিবর্তন হয়ে লালচে হয়ে যায়। আর ওয়াসিতের মাটিতে রক্ত আত্মপ্রকাশ করে, যার কোন হেতু জানা যায়নি। আবার বাদশাহ সানজার-এর পক্ষ থেকে সংবাদ আসে যে, তিনি চরম লাঞ্ছনাকর অবস্থায় তুর্কীদের বন্দীত্বে আছেন এবং নিজের জীবনাশংকায় সর্বদা ক্রন্দন করছেন।

এ বছর নূরুদ্দীন মাহমূদ দামেশ্ককে এর শাসক নূরুদ্দীন আরতাক-এর হাত থেকে ছিনিয়ে আনেন। তার কারণ ছিল নূরুদ্দীন আরতাক-এর মন্দ স্বভাব, রাজ্য পরিচালনায় তার অদক্ষতা এবং উযীর মুআয়্যিদুদ্দৌলাহ আলী ইবনুস সূফীসহ দূর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়া। আল-খাদিম

আতা নূরুদ্দীন আরতাক-এর নির্যাতন নিগ্রহ সত্ত্বেও রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ওদিকে জনতা দিনরাত দু'আ করছিল, যেনো আল্লাহ্ তাদের রাজা নূরুদ্দীন-এর পতন ঘটান। ইতিমধ্যে খ্রিস্টানরা আসকালান দখল করে নেয়। তাতে নূরুদ্দীন দুঃখিত হন এবং মাঝখানে দামেশ্ক অন্তরায় থাকার কারণে তাদের পর্যন্ত পৌঁছানো তার পক্ষে সম্ভব:ছিল না। তিনি এই আশংকাও বোধ করেন যে, যদি তারা দামেশক অবরোধ করে ফেলে, তাহলে তা দামেশ্কের অধিবাসীদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া তিনি এই আশংকাও করেন যে, যদি তিনি মুজীরুদ্দীনকে খ্রিস্টানদের নিকট প্রেরণ করেন, তাহলে তারা তাকে লাঞ্ছিত করবে, যেমনটি একাধিকবার ঘটেছিল। আর তা একারণে যে, নূরুদ্দীন দামেশ্কের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে শাক্তি সঞ্চয় করে তা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করুন, তা তারা কামনা করতো না। ফলে, তিনি আসাদুদ্দীন শেরেশেহকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ সন্ধির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুজীরুদ্দীন তার প্রতি চোখ তুলেও তাকালেন না এবং তাকে কোন পদার্থ বলে গণ্য করলেন না। আর নগরীর কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বের হলেন না। তিনি নূরুদ্দীনকে বিষয়টি লিখে জানান। বাদশাহ্ নূরুদ্দীন বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে যান। তিনি প্রথমে দামেশ্কের আল-কায়সারিয়া নামক স্থানে গিয়ে অবতরণ করেন। তারপর পূর্ব ফটকের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছেন। তারপর তিনি শক্তি প্রয়োগ করে নগরীটি দখল করে নেন এবং দশদিন অবরোধ করে রাখার পর পূর্ব ফটক দিয়ে নগরীতে অনুপ্রবেশ করেন। দিনটি ছিল এ বছরের সফর মাসের এগারো তারিখ। মুজীরুদ্দীন দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে ছিলেন। নূরুদ্দীন তাকে সেখান থেকে বের করে আনেন এবং দামেশ্ক নগরীর পরিবর্তে তাকে হিম্স নগরী প্রদান করেন। নূরুদ্দীন দূর্গে প্রবেশ করেন এবং দামেশ্কের শাসনভার হাতে তুলে নেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। তিনি নগরীতে নিরাপত্তা ও কল্যাণের সুসংবাদ ঘোষণা করেন। তারপর জনগণ থেকে কর প্রত্যাহার করে নেন এবং মসজিদে মসজিদে ঘোষণাপত্র পড়ে শোনানো হয়। তাতে জনতা আনন্দিত হয় এবং তার জন্য অনেক দু'আ করে। খ্রিস্টান রাজারা তাকে অভিনন্দন জানিয়ে দামেশকে পত্র লিখেন এবং তার প্রতি নমনীয়তা প্রকাশ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আর-রঈস মুআয়্যিদুদ্দৌলাহ

মুআয়্যিদুদ্দৌলাহ আলী ইবনুস সূফী। যিনি ছিলেন মুজীরুদ্দীন নিয়োজিত দামেশ্কের উযীর। ইনি কয়েকবারই রাজার উপর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন এবং বিষয়টি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশ্য পরে উভয়ের মাঝে সমঝোতা হয়ে যায়; যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আতা আল্-খাদিম

তিনি দামেশকের আমীরদের একজন ছিলেন। তিনি মুজীরুদ্দীনের নির্দেশে জোরপূর্বক

ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তিনি কিছুকালের জন্য বাআলাবাক্কা-এর গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। লোকটি অত্যাচারী ও নির্দয় ছিলেন। দামেশকের পূর্ব ফটকের বাইরে অবস্থিত 'মসজিদে আতা' তারই নামে নামকরণ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ পঞ্চাশ (৫৫০) সাল

এ বছর খলীফা মহাসমারোহে 'দামুকা' গমন করে নগরীটি অবরোধ করেন। নগরীর অধিবাসীরা বেরিয়ে এসে আবেদন জানায় : আপনি আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যান; ইতিমধ্যে আমরা আরো দু'টি বাহিনীর দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। খলীফা তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যান এবং আড়াই মাসের মাথায় বাগদাদ ফিরে আসেন। তারপর তিনি সেনাবাহিনীসহ 'হুল্লাহ' ও 'কূফার' উদ্দেশ্যে রওনা হন। সুলায়মান শাহ্ তাকে বলেন : আমি সানজার-এর 'অলি-'আহাদ'। যদি আপনি আমাকে তাতে বহাল রাখেন তো ভালো, অন্যথায় আমি আমীরদের একজন হয়েই থাকবো। খলীফা তাকে উত্তম প্রতিশ্রুতিই দান করেন। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে কাঁধে বোঝা বহন করে খলীফার আগে আগে হাঁটতেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রের রীতি-নীতির সংস্কার সাধন করেন এবং রাষ্ট্রকে অধিক সংহত ও শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি এক জনসমাবেশে হাতের ইশারায় জনতার উদ্দেশ্যে এমনভাবে সালাম করেন যেন তিনি রাফিযী সন্ত্রাসীদের ভয়ে ভীত কিংবা অন্তরে কবরের কোন ভাবনা ভাবছেন অথবা অন্য কোন ব্যাপার ছিল। আল্লাহ ভাল জানেন।

নূরুদ্দীন শহীদ-এর হাতে বা'আলাবাক্কা জয়

এ বছর নূরুদ্দীন বা'আলাবাক্কা জয় করেন। তার প্রেক্ষাপট হচ্ছে : নাজমুদ্দীন আইউব বা'আলাবাক্কা নগরী ও দুর্গের অধিপতি ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি অঞ্চলটি যাহ্হাক আল্-বুকারী নামক এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেন। ক্ষমতা পেয়ে আল-বুকারী দেশটির উপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেন। ফলে নাজমুদ্দীন আইউব পত্র মারফত নূরুদ্দীনকে বিষয়টি অবহিত করেন। নূরুদ্দীন সবসময় নাজমুদ্দীন আইউব-এর প্রতি নমনীয় ও দয়াপরবশ ছিলেন। পত্র পেয়ে তিনি কালবিলম্ব না করে দুর্গটি নিয়ে নেন এবং নাজমুদ্দীন আইউবকে দামেশ্ক ডেকে নিয়ে তাকে সুন্দর একটি জায়গীর দান করেন এবং তাঁর ভাই আসাদুদ্দীন-এর খাতিরে তাকে অনেক সম্মান করেন। কারণ নূরুদ্দীনের-এর দামেশ্ক জয়ে আসাদুদ্দীন-এর বিরাট ভূমিকা ছিল। তাছাড়া তিনি নাজমুদ্দীন-এর পুত্র আমীর শামসুদ্দৌলাহ বুরানশাহকে দামেশ্কের কোতোয়াল নিযুক্ত করেন। পরে তার ভাই সালাহুদ্দীন ইউসুফকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। নূরুদ্দীন তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সবসময় তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দূরে থাকতে দিতেন না। কারণ, সালাহউদ্দীন ইউসুফ আকার-গঠনে সুন্দর ছিলেন, আর ভাল বল খেলা জানতেন। নূরুদ্দীন ঘোড়া চালনা এবং ঘোড়াকে দৌড়-ঝাঁপ শিক্ষা দেয়ার নিমিত্ত বল

খেলাকে ভালবাসতেন। সালাহুদ্দীন ইউসুফ-এর নগর শাসন সম্পর্কে আরকালাহ, তথা হাস্‌সান ইব্‌ন নুমায়র আল্‌-কালবী নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেন :

رويدكم يالصوص الشام - فإنى لكم ناصح فى مقالى

فإياكم وسمى النبى يوسف - رد الحجا والكمال

فذاك مقطع ايدى النساء - وهذا مقطع ايدى الرجال .

"হে সিরিয়ার চোরেরা! তোমাদেরকে অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছে। এখন আমি তোমাদেরকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি।

"তোমরা সাবধান হও। ইউসুফ নামে একজন নবী ছিলেন। তাঁর যেমন ছিল রূপ, তেমনি ছিল গুণ।

"সেই ইউসুফ কেটেছিলেন নারীদের হাত। আর এই ইউসুফ কাটছেন পুরুষদের হাত।"

পরবর্তী সময়ে তাঁর ভাই বুরানশাহকে ইয়েমেনের কর্তৃত্ব দান করা হয়। তাঁর উপাধি ছিল শামসুদ্দৌলাহ।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসির

মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-হাফিয আবুল ফযল আল-বাগদাদী। তিনি ৪৬৭ হিজরীর শাবান মাসের মধ্যরাতে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং বহু শায়খ থেকে তিনি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি দক্ষ হাফিয এবং সুন্নাতের কঠোর পাবন্দ ছিলেন। তিনি বেশি বেশি যিকির করতেন এবং দ্রুত অশ্রুপাত করতেন। একদল আলিমে দীন তাকে স্বীকৃতি দান করেছেন। এ মধ্যে আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী অন্যতম। ইনি তাঁর মুখ থেকে মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি বড় বড় কিতাবের পাঠ শুনেছেন। ইনি তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। এটি আবূ সা'দ আস-সাম'আনীর উক্তি—মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসির মানুষের মাঝে মর্যাদাবানরূপে আত্মপ্রকাশ করতে ভালবাসতেন। ইব্‌নুল জাওযী এই উক্তি খন্ডন করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন : মানুষের মাঝে সমালোচনামূলক আলোচনা করা এ দোষের আওতায় পড়ে না। আসলে ইবনুস সামআনী ইমাম আহমাদ-এর অনুসারীদের সমালোচনা ও বিরোধিতায় মুখর ছিলেন। এ ধরনের মন্দ চরিত্র ও বিদ্বেষ-মানসিকতা থেকে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসির এ বছরের শাবান মাসের ১৮ তারিখ বুধবার রাতে ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযা একাধিবার আদায় করা হয়। তাঁকে 'বাবে-হারবে' দাফন করা হয়।

মুজাল্লি ইব্‌ন জামী আবুল মা'আলী

মুজাল্লী ইব্‌ন জামী আবুল মা'আলী আল-মাখযূমী আল্‌-আরসূফী, অতঃপর মিসরী। তিনি

মিসরে বিচারক ছিলেন। শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ্ এবং 'আয্-যাখায়ির' গ্রন্থের রচয়িতা। অনেক দুর্লভ তথ্য সম্বলিত এ কিতাবটি উপকারী কিতাবসমূহের অন্যতম।

হিজরী পাঁচশ একান্ন (৫৫১) সাল

এ বছরের মুহাররম মাসে সুলতান সুলায়মান শাহ ইব্ন মুহাম্মাদ মালিকশাহ ছাতা মাথায় দিয়ে বাগদাদ প্রবেশ করেন। উযীর ইবনুল হুবায়রা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে খলীফার নিকট নিয়ে যান। তিনি মাটি চুম্বন করেন, খলীফার নিকট আনুগত্য, নিয়তের পরিচ্ছন্নতা ও কল্যাণকামিতা এবং সম্প্রীতির প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি খলীফাকে রাজকীয় উপঢৌকন প্রদান করেন। এভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খলীফার জন্য ইরাকই থাকবে, আর সুলায়মানশাহ খোরাসানের যতটুকু জয় করে নিতে পারেন, ততটুকু রাজত্ব করবেন। পরে বাদশাহ সান্জার-এর মৃত্যুর পর বাগদাদে তার নামে খুতবা দান করা হয়।

অতঃপর রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সুলতান মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ ইব্ন মালিকশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সে যুদ্ধে মুহাম্মদ তাকে ও তার বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি পরাস্ত হয়ে ফিরে যান। ফেরার পথে মূসেলের নায়েব কুতুবুদ্দীন মাউদূদ ইব্ন যাংকী তাকে বন্দী করে মূসেলের দূর্গে আটকে রাখেন। কিন্তু এই বন্দীত্বের দিনগুলোতে কুতুবুদ্দীন তাকে সম্মান করেন এবং তার সেবা করেন। এটি ছিল একটি বিরল ঘটনা।

এ বছর কঠোর অবরোধের পর খ্রিস্টানরা পশ্চিমাঞ্চলীয় নগরী আল-মাহদিয়্যাহ দখল করে নেয়। এ বছর নূরুদ্দীন মাহমূদ ইব্ন যাংকী তালহারিম দূর্গ জয় করেন এবং একে খ্রিস্টানদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনেন। এটি ছিল সর্বাধিক মজবূত দূর্গ এবং দুর্ভেদ্য ভূখণ্ড। তীব্র লড়াই এবং ভয়াবহ যুদ্ধের পরই এটি জয় করা সম্ভব হয়। এ ছিল এক বিশাল জয়। সে সময়ে কবিগণ নূরুদ্দীন মাহমূদ-এর প্রশংসা করে কবিতা লেখেন।

এ বছর বাদশাহ সানজার বন্দীদশা থেকে পলায়ন করে নিজ রাজ্য মারভে চলে যান। তিনি প্রায় পাঁচ বছর শত্রুদের হাতে বন্দী ছিলেন। এ বছর পাশ্চাত্যের সম্রাট আবদুল মুমিন তাঁর নিজের সন্তানদেরকে বিভিন্ন রাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন। সন্তানদের এক-একজনকে তিনি বৃহৎ বিস্তৃত এক-একটি রাজ্যের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

বাগদাদ অবরোধ

এর কারণ হলো, সুলতান মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্ন মালিকশাহ বাগদাদে তার নামে খুতবা দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মুক্তাফীর নিকট পত্র লিখেন। কিন্তু মুক্তাফী সেই আবেদনে সাড়া দেননি। ফলে তিনি বাগদাদ অবরোধের লক্ষ্যে হামাযান থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

সংবাদ পেয়ে জনগণ পালিয়ে যায়, আর খলীফা নগরীতে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করেন। ওদিকে সুলতান মুহাম্মদ এসে বাগদাদ অবরোধ করে ফেলেন এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দারুল খিলাফতের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা খলীফাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। জনগণ খলীফার বিরুদ্ধে পেট্রোল ইত্যাদি দ্বারা তীব্র যুদ্ধ করে। যুদ্ধ বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়। ইত্যবসরে সংবাদ আসে যে, সুলতান মাহমূদ-এর ভাই হামাযানে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বসেছেন। এ কথা শুনে তিনি দ্রুত বাগদাদ ত্যাগ করে ৫৫২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হামাযানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান এবং তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ যুদ্ধের পর মানুষ কঠিন এক রোগে হঠাৎ মৃত্যু সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং বাগদাদের বহু বাড়ি-ঘর বিরান হয়ে যায়। বাগদাদে এ অবস্থান দু'মাস অব্যাহত থাকে।

এ বছর আবুল ওয়ালীদ আল্-বদর ইবনুল উযীর ইব্ন হুবায়রা তিকরীতের দূর্গ থেকে পালিয়ে যান। তিনি তিন বছর যাবত সেখানে বন্দী ছিলেন। জনগণ রাস্তায় তাকে দেখতে পায়। কবিগণ তার প্রশংসা করেন। তাদের একজন হলেন কবি আল্-আবলাহ। ইনি উযীরকে একটি কাসীদা আবৃত্তি করে শোনান যার প্রথম পঙক্তিটি হলো :

بأى لسان للوشاة ألام - وقد علموا أنى سهرت وناموا ؟

"আমি কোন মুখে মুদ্রা প্রস্তুতকারীদের নিন্দা করবো, অথচ তারা জানে, আমি জাগ্রত ছিলাম, আর তারা ঘুমিয়ে ছিলো?"

শেষে বলেন :

ويستكثرون الوصل لى ليلة - وقد مرعام بالصدود دعام ·

"তারা রাতের বেলা আমার সাথে বেশি বেশি মিলিত হচ্ছে। অথচ এভাবে কেটে গেছে এক বছর, আরো এক বছর।"

কবিতাগুলো শুনে উযীর আনন্দিত হন এবং কবিকে নিজের গায়ের পোশাক এবং পঞ্চাশ দিনার পুরস্কার প্রদান করেন। এ বছর কায়মায লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আলী ইবনুল হুসায়ন

ইনি হলেন আবুল হাসান আল-গয্নবী আল্-ওয়ায়িয। সর্বসাধারণের মাঝে তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। খলীফা আল্-মুসতাযহির-এর স্ত্রী আল-খাতুন 'বাবুল আয্জ'-এ তার জন্য একটি সরাইখানা নির্মাণ করে দেন এবং তাঁর নামে বিপুল সম্পদ ওয়াক্ফ করেন। তিনি অনেক সম্মান অর্জন করেন এবং সুলতান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

তার রক্তব্য উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত চমৎকার। তিনি মিষ্টি-মধুর ভাষায় ওয়ায করতেন। তার মজলিসে নানা শ্রেণীর বহু লোক উপস্থিত হতো। ইবনুল জাওযী তাঁর ওয়াযের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বলেছেন, একদিন আমি তাকে বলতে শুনেছি : আমলের গাঁট অপেক্ষা দুঃখের বোঝা উত্তম।' তারপর তিনি নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেন :

كم حسرة لى فى الحشا – من ولد إذا نشا

املت فيه رشده – فما يشاء ما نشا .

"একটি সন্তান যখন বেড়ে ওঠে, তখন তাকে নিয়ে অনেক আক্ষেপ করতে হয়। আমি তার মাঝে বুদ্ধিমত্তা কামনা করেছিলাম।

"কিন্তু যখন সে বড় হলো, তখন সে আমার বাসনা পূর্ণ করলো না।"

ইবনুল জাওযী বলেন : আরেক দিন আমি তাকে বলতে শুনেছি :

يحسدنى قومى على صنعتى – لأننى فى صنعتى فارس

سهرت فى ليلى واستنعسوا – وهل يستوى الساهر والناعس .

"আমার জাতি আমার শিল্পকর্মে আমাকে হিংসা করে। কারণ, আমার শিল্পে আমি অশ্বারোহী স্বরূপ।

"আমি রাতে জাগরণ করেছি, আর তারা ঝিমিয়েছে। জাগরণকারী ও নিদ্রাযাপনকারী কি সমান হতে পারে?"

ইবনুল জাওযী বলেন : আলী ইবনুল হুসায়ন বলতেন : ইয়াহূদীরা তোমাদের ঈদের দিনে তোমাদের নবীকে গালাগাল করে। তারপর সকালবেলা তোমাদের পাশে এসে বসে, তাই না? তারপর তিনি বলতেন : 'আমি কি পৌছিয়েছি?' ইবনুল জাওযী বলেন : আলী ইবনুল হুসায়ন শী'আ ছিলেন। ফলে তাকে ওয়ায করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরে আবার অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু জনপদের মাঝে তার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। তবে অনেক মানুষ তার প্রতি ঝুঁকেও পড়েছিল। স্বয়ং সুলতান তাকে সম্মান করতেন এবং তার মজলিসে উপস্থিত হতেন। কিন্তু সুলতান মাসঊদ-এর মৃত্যুর পর গযনীরা ক্ষমতা লাভ করলে তাকে চরম অপদস্থ করা হয়। এক পর্যায়ে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে এ বছর ইন্তিকাল করেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : আমি সংবাদ পেয়েছি, মৃত্যুযন্ত্রণায় তার ঘাম হতো এবং তিনি চৈতন্য ফিরে পেয়ে বলতেন : আমি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করছি। মৃত্যুর পর তাকে তার সেই সরাইখানায় দাফন করা হয়, যেখানে তিনি বসবাস করতেন।

মাহমূদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন কাদূস

মাহমূদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন কাদূস আবুল ফাত্হ আদ্-দিময়াতী। তিনি মিসরীয় অঞ্চলের ইন্শা লেখক ছিলেন। তিনি কাযী আল্-ফাযিল-এর শায়খ ছিলেন। আল্-ফাযিল তাকে দুই বালাগাতের অধিকারী আখ্যা দিতেন। আম্মাদ আল-কাতিব আল-জারীদায় তাঁর আলোচনা করেছেন। যারা বারবার তাকবীর বলে, আর নামাযের নিয়তে ওস্ওসায় ভোগে, তাদের সম্পর্কে তাঁর দু'টি পঙক্তি হলো :

وفاتر النية عنينها – مع كثرة الرعدة والهمزة

يكبر التسعين فى مرة – كانه يصلى على حمزة .

"আতংক ও নিন্দার আধিক্য সত্ত্বেও নিয়্যত তার অটল নিষ্কলঙ্ক।
"প্রতিবারই সে নব্বইবার তাকবীর পাঠ করে, যেন সে সিংহের জানাযা আদায় করছে।"

শায়খ আবুল বায়ান

শায়খ আবুল বায়ান ইবন মুহাম্মদ তিনি পরিচিত ছিলেন ইবনুল হাওরানী নামে। তিনি ছিলেন ফকীহ্, যাহিদ, আবিদ, সম্মানিত ও বিনয়ী। তিনি পবিত্র কুরআন এবং শাফিঈ মাযহাবের উপর রচিত কিতাব 'আত্-তাম্বীহ' পাঠ করেন। তার চমৎকার ভাষাজ্ঞান ছিল। তিনি অনেক পড়াশোনা করতেন। তিনি এমন এমন কথা বলতেন, যাতে মানুষ তার প্রতি প্রভাবিত হয়ে যেত। আমি তার স্বহস্তে লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ দেখেছি। তার ভক্ত-অনুসারীরা অভিনব এক সুরে সেগুলো আবৃত্তি করতেন। তিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একই মহৎ পথে পরিচালিত হয়েছেন। সুলতান নূরুদ্দীন মাহমূদ 'দারবুল হুজুরের' অভ্যন্তরে তাঁর সরাইখানায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং কিছু সময় সেখানে অবস্থান করেন। তিনি এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের তিন তারিখ বুধবার ইনতিকাল করেন এবং আল্-বাবুস-সাগীরের' কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার দিনটি ছিল শুক্রবার। 'তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা' গ্রন্থে আমি তাঁর আলোচনা করেছি। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আবদুল গাফির ইবন ইসমাঈল

আবদুল গাফির ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন 'আবদুল কাদির ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল গাফির ইব্ন আহমাদ ইব্ন সাঈদ আল্-ফারেসী আল্-হাফিয। তিনি ইমামুল হারামায়ন-এর নিকট ইলমে দীন হাসিল করেন এবং তার দাদা আবুল কাসিম আল্-কুশায়রীর নিকট থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং হাদীস শোনান। তিনি নিশাপুরের জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী, দীনদার এবং আল-কুরআনের হাফিয ছিলেন।

হিজরী পাঁচশ বায়ান্ন (৫৫২) সাল

এ বছরের প্রথম চাঁদটি যখন উদিত হয় তখন মুহাম্মদ শাহ্ ইব্ন মাহমূদ বাগদাদে অবরুদ্ধ, আর জনগণ ও সেনাবাহিনী খলীফা আল্-মুক্তাফীর পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করছে। সে সময়ে যুদ্ধের কারণে জুমুআর নামায অনুষ্ঠিত হয়নি। অরাজকতা দিনদিন বেড়েই চলছিল। অবশ্য পরে সুলতানের চলে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পরিস্থিতি শান্ত করেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী সনের আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে। ইবনুল জাওযী এ বছর আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ বছর সিরিয়ায় প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়। যার ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানী ঘটে, যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাছাড়া হাল্ব, হামাত, সিরাজ, হিম্স. হিসমুল

আকরাদ, ফাগেকিয়া, মা'আররা, কামিয়া, এনতাকিয়া ও তারাব্লিসের বেশির ভাগ অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ইবনুল জাওযী বলেন : সিরাজ অঞ্চলের তো এক নারী, আর তার এক খাদেম ছাড়া অবশিষ্ট সবাই মারা গিয়েছিল। কাফারতাবের একজন অধিবাসীও প্রাণে রক্ষা পায়নি। আর কামিয়ার দূর্গটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তালহারান ফেটে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বহু বাড়ি-ঘর তাতে তলিয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো বলেন : সেই ভূমিকম্পে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন নগরী ধ্বংস হয়েছিল এবং সিরীয় নগরীসমূহের বেশিরভাগ প্রাচীর ধ্বংস হয়েছিল। এ ভূমিকম্পে হামাতের গ্রন্থাগারটি ধ্বসে গিয়ে তাতে চাপা পড়ে তার ভিতরে অবস্থানরত সব মানুষ প্রাণ হারায়। ফলে তাদের কেউ কারো অবস্থা জিজ্ঞেস করতে আসেনি। শায়খ আবূ শামা 'কিতাবুর রাওযাতায়নে' এ বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি এ বিষয়ে কবিদের রচিত কবিতাগুলো উল্লেখ করেছেন।

এ বছর সুলতান মাহমূদ ইব্ন মুহম্মদ তার মামা সানজার-এর মৃত্যুর পর তার সমগ্র রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এ বছর সুলতান মাহমূদ যাংকী অবরোধ করে সিরাজ দূর্গ জয় করেন এবং বা'আলাবাক্কা নগরী দখল করে নেন। 'যাহ্হাক আল-বুকায়ী' এ নগরীতে বসবাস করতেন। কেউ কেউ বলেন, এ ঘটনাটি ৫৫০ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল, পূর্বে যার আলোচনা গত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এ বছর নূরুদ্দীন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ফলে তার অসুখে গোটা সিরিয়ার অধিবাসী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তিনি সুস্থতা লাভ করলে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হয়। সেসময় তার ভাই মূসেলের শাসনকর্তা কুতুবুদ্দীন মওদূদ 'জাযীরা ইবন উমর'-এর শাসক নিযুক্ত হন।

এ বছর খলীফা কা'বার জন্য সোনার পাত বসানো একটি দরজা তৈরি করেন এবং আগের দরজাটি নিয়ে নিজের জন্য কফিন বানান। এ বছর ইসমাঈলিয়রা খোরাসানের হাজীদের উপর আক্রমণ চালায়। তারা তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখেনি। না কোন যাহিদকে, না কোন আলিমকে। এ বছর খোরাসানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে মানুষ কীট-পতঙ্গ ও গাছের পাতা খেয়ে জীবন রক্ষা করে। তাদের এক ব্যক্তি এক আলাবী ব্যক্তিকে যবাই করে রান্না করে বাজারে বিক্রি করে। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে জনতা তাকে হত্যা করে।

আবূ শামা বলেন : বানিয়াস জয়ের ঘটনাটি এ বছরই স্বয়ং নূরুদ্দীনের হাতে সংঘটিত হয়েছিল। খ্রিস্টানরা দামেশ্ক অবরোধ করলে মুঈনুদ্দীন এ অঞ্চলটি তাদের হাতে তুলে দিয়ে দামেশককে রক্ষা করেছিল। কেউ কেউ বলেন : নূরুদ্দীন এ অঞ্চলটি জয় করার সময় অনেক মালে গনীমত লাভ করেছিলেন। এ বছর বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবুল ওয়াক্ত আবদুল আওয়াল ইব্ন ঈসা ইব্ন শুআয়ব আস-সাজযী আগমন করেন। ফলে বাগদাদের উযীরের বাসভবনে মানুষ তার নিকট সহীহ্ বুখারী শরীফ শ্রবণ করেন। এ বছর কায়সার লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ

আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আবুল লায়ছ আন-নাসাফী। তিনি সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, ইলমে দীন হাসিল করেন এবং ওয়ায-নসীহত করতেন। তিনি সুন্দর দেহের অধিকারী ছিলেন। বাগদাদ এসে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে ওয়ায করেন। পরে নিজ দেশে ফিরে গেলে ডাকাতরা তাকে হত্যা করে। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

আহমাদ ইব্‌ন বখতিয়ার

ইনি হলেন আহমাদ ইব্‌ন বখতিয়ার ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আবুল আব্বাস আল-মারদানী আল-ওয়াসিতী। তিনি ওয়াসিত-এর কাযী ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং আরবী সাহিত্যে ও ভাষায় তাঁর পূর্ণ দখল ছিল। তিনি ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে বেশ কটি গ্রন্থ্ রচনা করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং নিযামিয়া মাদ্‌রাসায় তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

সুলতান সান্‌জার

ইনি হলেন সানজার ইবন আবদুল মালিকশাহ্ ইব্‌ন আলাপ আরসালান ইব্‌ন দাঊদ ইবন মিকাঈল ইব্‌ন সালজূক আবুল হারিছ। তাঁর আসল নাম আহমাদ। সানজার তাঁর উপাধি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৪৭৯ হিজরীর রজব মাসে। ষাটেরও কয়েক বছর অধিক সময় তিনি নিজ দেশে অবস্থান করেন। এর মধ্যে একচল্লিশ বছর তিনি স্বাধীনভাবে অতিবাহিত করেন। আল্-গায তাঁকে প্রায় পাঁচ বছর বন্দী করে রাখে। পরে তিনি পালিয়ে নিজ দেশ 'মারভে' চলে যান। অবশেষে এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন এবং স্বনির্মিত গম্বুজে সমাধিস্থ্ হন, তিনি যার নাম রেখেছিলেন 'দারুল আখিরাহ'। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল লতীফ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল লতীফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ছাবিত আবূ বকর আল্-খাজনাদী আল-ফকীহ্ আশ্-শাফিঈ। তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চমৎকার বিতর্ক করতেন এবং চারপাশে নাঙ্গা তরবারি উঁচিয়ে রেখে ওয়ায করতেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : তিনি ওয়াযে দক্ষ ছিলেন না। তাঁর অবস্থা আলিমদের তুলনায় উযীরদের সাথে বেশি সাদৃশ্য ছিল। তিনি রাজা-বাদশাদের নিকট যাওয়া-আসা করতেন। এমনকি তাঁরা তাঁর মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এ বছর হঠাৎ তিনি আস্‌বাহানে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক

ইনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল খাল্ আবুল হাসান ইব্ন আবুল বাকা। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং শাশীর নিকট থেকে ইল্মে দীন হাসিল করেন। তিনি পাঠদান করতেন এবং ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তিনি এ বছর মুহাররম মাসে ইনতিকাল করেন। আর তাঁর ভাই শায়খ আবুল হুসায়ন ইবনুল খাল্ আশ্-শায়িির ইনতিকাল করেন এ বছরের যিলকদ মাসে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ঈসা

ইনি হলেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ঈসা ইব্ন ইদ্রীস আবুল বারাকাত আল-আম্বারী আল্-ওয়ায়িয। তিনি কুরআন পাঠ করেন, হাদীস শ্রবণ করেন। ইল্মে দীন হাসিল করেন এবং সালিহদের পদ্ধতিতে মানুষকে ওয়ায করতেন। তিনি মঞ্চে আরোহণের শুরু থেকে অবতরণ পর্যন্ত ক্রন্দন করতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতকারী, পরহেযগার, সৎকাজের আদেশদানকারী ও অন্যায়কাজে বাধাদানকারী। আল্লাহ্ তাকে কয়েকটি নেককার সন্তান দান করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের নামে তাদের নাম রাখেন। যথাক্রমে আবূ বকর, উমর, উছমান ও আলী। তিনি নিজে তাদের প্রত্যেককে কুরআন মুখস্থ করান। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সারা বছর রোযা রাখতেন এবং রাত জেগে ইবাদত করতেন। তাঁর অনেক কারামত রয়েছে। যখন তিনি ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর স্ত্রী বলেন : 'হে আল্লাহ্! তাঁর পরে আমাকে আর জীবিত রেখো না।' ফলে পনেরো দিন পর তিনিও মারা যান। ইনি নেককার রমণীদের একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তাদের উভয়ের উপর রহমত নাযিল করুন।

হিজরী পাঁচশ তেপ্পান্ন (৫৫৩) সাল

এ বছর ইব্ন বারজাম আল-ইওয়ানীর অনুসারী তুর্কমানদের অরাজকতা বেড়ে যায়। ফলে খলীফা মুন্ফাওরিস বিশাল এক বাহিনীসহ আল্-মুস্তার্শিদীকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং বহু বন্দী ও আটক নেতাদের নিয়ে বাগদাদ ফিরে আসেন।

এ বছর সুলতান মাহমূদ ও আল্-গায্-এর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে আল্-গায্ বাহিনী সুলতান বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং নগরী লুণ্ঠন করে মারভে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। সেখান থেকে তারা সুলতানকে ডেকে পাঠায়। কিন্তু সুলতান নিজের জীবনের আশংকায় নিজে না গিয়ে স্বীয় পুত্রকে প্রেরণ করেন। আল-গায্-এর বাহিনী তার সঙ্গে ভাল আচরণ করে। এরপর সুলতান নিজে গিয়ে হাযির হলে তারা তাঁর নিকট সমবেত হয় এবং তাঁকে সম্মান করে।

এ বছর শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ আল্-মুসায়্যিদ ইবনুল হুসায়ন এবং আলাবী নেতা আবুল কাসিম যায়দ ইবনুল হাসানের মাঝে 'মারভে' ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তাতে উভয়ে পক্ষের বহু লোক মারা যায়। বহু মাদরাসা, মসজিদ ও বাজার ভস্মীভূত হয়। আল্-মুআয়্যিদ পরাজিত হয়ে গেলে এক দূর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এ বছর আন্-নাসির লি-দীনিল্লাহ্ আবুল আব্বাস আহ্মাদ ইবনুল মুস্তাযয়ী বিআমরিল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। এ বছর আল্-মুকতাফী শিকারের উদ্দেশ্যে আন্বার গমন করেন। তিনি ফোরাত নদী অতিক্রম করে আল্-হাসীন পরিদর্শনকল্পে ওয়াসিত গমন করেন এবং পরে আবার বাগদাদে ফিরে আসেন। সে সময়ে কোন উযীর তাঁর সঙ্গে ছিলেন না।

এ বছর কায়মায আল্-উরজুয়ানী লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন। এ বছর মিসরের বাহিনী আসকালানের মাটিতে খ্রিস্টানদের পরাজিত করে। সুলতান সালিহ আবুল গারত ফারিসুদ্দীন তালায়ি ইব্ন রাযীক-এর সৈন্যরা তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এর জন্য কবিগণ তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন করেন।

এ বছর সুলতান নূরুদ্দীন আরোগ্য লাভ করে হাল্ব থেকে বাগদাদ ফিরে আসেন। তাতে মুসলমানরা উল্লসিত হয়। এসেই তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েন। কিন্তু তাঁর বাহিনী পরাজয়বরণ করে, আর তিনি অল্পকিছু সৈন্যসহ শত্রুদের মাঝে রয়ে যান। খ্রিস্টানরা তাদের প্রতি অনেক তীর নিক্ষেপ করে। কিন্তু পরে তারা এই ভেবে শংকিত হয় যে, তাঁর এই সামান্য ক'জন সৈন্য নিয়ে এখানে অবস্থান করা নতুন করে কোন বাহিনী এসে পৌঁছানোর কৌশল হতে পারে। এই ভয়ে তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আবদুল আউয়াল ইব্ন ঈসা

আবদুল আউয়াল ইব্ন ঈসা ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন ইসহাক আবুল ওয়াক্ত আস-সাজযী আস-সূফী আল্-হারাবী। তিনি 'মুসনাদে দারিমী' ও 'মুনতাখাব মিন আব্দ ইব্ন হুমায়দ' বর্ণনা করেছেন। তাঁর বাগদাদ আগমনের পর লোকেরা তাঁকে এ গ্রন্থগুলো পাঠ করিয়ে শোনায়। তিনি শ্রেষ্ঠ শায়খদের একজন ছিলেন। তিনি আকার-আকৃতিতে সর্বাপেক্ষা সুশ্রী এবং হাদীস পাঠে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল ছিলেন। ইবনুল জাওযী বলেন : আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন আত্-তিকরীতি আস-সূফী আমার নিকট বলেন : আমি তাকে আমার গায়ে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবনের শেষ উচ্চারিত বাক্য ছিল :

يَالَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ـ

"আহা! যদি আমার কাওম জানতে পারত যে, আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের শামিল করেছেন!" (সূরা ইয়াসীন : ২৬-২৭)

নাস্‌র ইব্‌ন মানসূর

ইনি হলেন নাস্‌র ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবদুল খালেক আল্‌-আত্তার আবুল কাসিম আল্‌-হাররানী। তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনেক পুণ্যময় কাজ করতেন, অধিক কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং যত্ন সহকারে জামাআতের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। তিনি অনেক সুস্বপ্ন দর্শন করেন। তিনি প্রায় আশি বছর বয়স পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালামা

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন হুসায়ন আবুল ফযল আশ্‌-শাফিঈ আল্‌-হাস্‌কাফী। তিনি ফিক্‌হ ও আরবী সাহিত্য প্রভৃতি ইল্‌মের পুরোধা ছিলেন। তবে তিনি শী'আবাদ নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করতেন। ইব্‌ন জাওযী বলেন : এ হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

হিজরী পাঁচশ চুয়ান্ন (৫৫৪) সাল

এ বছর আল-মুক্‌তাফী কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। পরে সুস্থতা লাভ করে বাগদাদকে কয়েকদিন সুসজ্জিত করে রাখেন এবং প্রচুর দান-খয়রাত করেন। এ বছর আবদুল মুমিন খ্রিস্টানদের হাত থেকে আল-মাহ্‌দিয়্যা নগরীটি পুনর্দখল করেন। তারা ৫৪৩ হিজরীতে নগরীটি মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

এ বছর আবদুল মুমিন পশ্চিমাঞ্চলের বহু মানুষকে হত্যা করেন। এমনকি নিহতদের হাড়ের স্তূপ বড় বড় টিলার রূপ ধারণ করেছিল। এ বছর সফর মাসে ইরাকে বড় বড় শিলাখণ্ড পতিত হয়, যার এক-একটির ওযন ছিল প্রায় পাঁচ রতল। কোনো-কোনটি বাগদাদের পরিমাপ অনুযায়ী নয় রতলও ছিল। তাতে অনেক খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। তাছাড়া খলীফা ওয়াসিতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে এক বাজারের উপর দিয়ে গমনকালে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। তাতে তিনি তার কপালে আঘাত পান। অবশ্য পরে তিনি সুস্থ হয়ে যান।

এ বছর দজলার পানি অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে যায়, যার ফলে বাগদাদের বহু অঞ্চল প্লাবিত হয়। এমনকি সেখানকার অধিকাংশ বাড়ি-ঘর পানিতে তলিয়ে যায়। ইমাম আহমাদ-এর কবর ডুবে যায়; অন্যান্য বহু কবর ধ্বসে যায় এবং মৃতদেহগুলো পানিতে ভাসতে থাকে।

ইবনুল জাওযী বলেন : এ বছর রোগ ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এ বছর রোম বাদশাহ বিপুলসংখ্যক সৈন্যসহ সিরীয় রাজ্যগুলো দখলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে ব্যর্থ ও অপদস্থ করে ফিরিয়ে দেন। রসদের অভাবে পর্যুদস্ত হয়ে তাদের এ পরিণতি ঘটেছিল। মুসলমানরা তার এক ভাগিনাকে বন্দী করেছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। এ বছর কায়মায আল-উরজুয়ানী লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

আহমাদ ইব্‌ন মা'আলী

আহমাদ ইব্‌ন মা'আলী ইব্‌ন বারাকা আল-হারবী। তিনি আবুল খাত্তাব আল-কালুযামী আল-হাম্বলীর নিকট থেকে ইল্‌মে দীন হাসিল করেন। তিনি দীনি ইল্‌মে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি মুনাযারা বা বিতর্ক করতেন, অধ্যাপনা করতেন এবং ফাতাওয়া প্রদান করতেন। পরে এক সময়ে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হয়ে যান। তারপর আবার হাম্বলী মাযহাবে ফিরে আসেন। তিনি বাগদাদে ওয়ায করেন এবং এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুবরণের ঘটনা হলো : তাঁর বাহন তাকে নিয়ে একটি সংকীর্ণ স্থানে ঢুকে পড়ে। ফলে তার জিনের কাটা তাঁর বুকে গেঁথে যায়। তাতেই তিনি ইনতিকাল করেন।

সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মালিকশাহ্

বাগদাদ অবরোধ শেষে হামাযান ফিরে আসার পর তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। কিন্তু তা থেকে আর আরোগ্য লাভ করেননি, বরং সে রোগেই এ বছর যিলহজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি তাঁর সমুদয় সহায়-সম্পদ ও মালিকানাধীন বস্তু সামগ্রীসমূহকে তাঁর সামনে উপস্থিত করার আদেশ করেন। তখন তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। সৈন্য-সামন্তরা তাঁর সকল সম্পদ, দাস-দাসী ও রক্ষিতাদেরকে তাঁর সামনে এনে উপস্থিত করে। এসব দেখে তিনি কাঁদতে থাকেন এবং বলতে শুরু করেন : এই সৈন্যবাহিনী আমার থেকে আমার রবের আদেশের একবিন্দুও প্রতিরোধ করতে পারবে না, আর আমার আয়ু এক মুহূর্তও বাড়াতে পারবে না। তারপর তিনি খলীফা আল্-মুক্তাফী ও বাগদাদবাসীর সঙ্গে তাঁর আচরণ, তাদের অবরোধ করা ও কষ্ট দেয়ার কথা স্মরণ করে আক্ষেপ ও অনুতাপ করেন। তারপর বলেন : 'ফেরেশ্তা যদি পণ হিসেবে আমার থেকে এসব ধন-ভান্ডার, সহায়-সম্পদ ও মণি-মুক্তা গ্রহণ করতেন, তাহলে আমি সব তাঁকে দিয়ে দিতাম। আর রূপসী দাসী-রক্ষিতা এবং গোলামদেরও যদি তিনি পণ হিসেবে গ্রহণ করতেন, তা হলে এর জন্য আমি তার কৃতার্থ হতাম।' তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

مَا اَغْنَىْ عَنِّى مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّى سُلْطَانِيَهْ .

"আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো না। আমার ক্ষমতাও আমার থেকে অপসৃত হয়েছে।" (৬৯ : ২৮-২৯)

তারপর তিনি সেসব সম্পদ থেকে অনেকগুলো সম্পদ পৃথক করে ফেলেন।

তিনি একটি শিশু পুত্র রেখে ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেনাবাহিনী ও আমীরগণ তাঁর চাচা সুলায়মানশাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ মালিকশাহ-এর নিকট গিয়ে সমবেত হয়। সুলায়মান শাহ্ তখন মূসেলে কারারুদ্ধ ছিলেন। বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে তারা তাকে সিংহাসনে আসীন

করে এবং বাগদাদ ও ইরাক ব্যতীত অন্য সকল অঞ্চলের মসজিদগুলোতে তাঁর নামে খুত্বা পাঠ করে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হিজরী পাঁচশ পঞ্চান্ন (৫৫৫) সাল

এ বছর খলীফা মুক্তাফী বি-আমরিল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ আবিদল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল মুস্তাযহির বিল্লাহ

ইনি হাঁসুলির হাঁড়ের রোগে আক্রান্ত হন। কেউ কেউ বলেন : ফোঁড়া হয়েছিল। তিনি দলবলসহ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। এ রোগে আটাশ দিন ভোগার পর ছেষট্টি বছর বয়সে এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ, রবিবার মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে দারুল খিলাফতে দাফন করা হয়। কিন্তু পরে তাকে তারবে স্থানান্তর করা হয়। তাঁর খিলাফতকাল ছিল চব্বিশ বছর তিনমাস বিশদিন। তিনি অতিশয় সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সরাসরি তদারক করতেন, যুদ্ধ-বিগ্রহে উপস্থিত হতেন এবং সংবাদ আদান-প্রদানকারীদের জন্য বিপুল সম্পদ ব্যয় করতেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সুলতানকে উপেক্ষা করে ইরাকে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, দায়লামের আমল থেকে নিজের আমল পর্যন্ত। তিনি শক্ত হাতে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন এবং সেনাবাহিনীর আমীরদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। কয়েকটি বিষয়ে পিতার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। তার মধ্যে কিছু হলো : তাঁর হাঁসুলির হাঁড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়া, রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করা, সুলতান মুহাম্মদশাহ তাঁর তিন মাস আগে ইনতিকাল করেন। আর তাঁর পিতা মুস্তাযহির-এরও তিন মাস পূর্বে সুলতান মাহমূদ ইনতিকাল করেন। তাঁর পিতা বাগদাদ নিমজ্জিত হওয়ার এক বছর পরে মারা যান। অনুরূপ ইনিও।

আকীফ আন্-নাসিখ বলেন ; আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি : যখন তিনটি 'খা' একত্রিত হয়, তখন আল্-মুক্তাফী মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ 'খাম্সু ওয়া খাম্সীনা ওয়া খামসু মিআতিন' তথা ৫৫৫ হিজরী।

আল্-মুস্তানজিদ্ বিল্লাহ আবুল মুজাফ্ফর ইউসুফ ইব্নুল মুক্তাফীর খিলাফত

যখন তাঁর পিতা মৃতুবরণ করেন, যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ, রবিবার সকালে তাঁর হাতে বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে বনূ 'আব্বাসের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তার হাতে আয়'আত গ্রহণ করেন। পরে বায়'আত গ্রহণ করেন উযীর, বিচারক, 'আলিম ও আমীরগণ। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর। তিনি সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি পিতার অলী'আহদ ছিলেন। তারপর তিনি পিতার শোকপর্ব পালন করেন। জুমুআ'র দিন যখন খুতবায় তার নাম উচ্চারিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে সমবেত মুসল্লীদের উপর দীনার ও দিরহাম বর্ষিত হতে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে পেয়ে মানুষ

আনন্দিত হয়। উযীর ইব্ন হুবায়রা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পদে বহাল থাকেন। তবে প্রধান বিচারপতি ইব্নুদ-দামিগানী পদচ্যুৎ হন এবং আবূ জা'ফর ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইনি অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং কূফায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। এ বছর যিলহজ্জ মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এ বছর শাওয়াল মাসে তুর্কীরা হামাযানের ফটকে সুলায়মানশাহের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং আরসালানশাহ্ ইব্ন তাতারালের পক্ষে খুত্বা দান করে।

এ বছর যারা মৃত্যুবরণ করেন :

মিসরের খলীফা আল-ফায়িয আল-ফাতেমী

ইনি হলেন আবুল কাসিম ঈসা ইব্ন ইসমাঈল আয্-যাকির। এ বছরের সফর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল এগারো বছর। তার শাসনকাল ছিল ছয় বছর দুইমাস। তাঁর সাম্রাজ্যের পরিচালক ছিলেন আবুল গারাত। তাঁর মৃত্যুর পর আল্-মাজেদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইনি হলেন তাদের সর্বশেষ খলীফা। তার পুরো নাম আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ ইবনু হাফিয। তাঁর পিতা খলীফা ছিলেন না। সে সময় তিনি সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ফলে উযীর আল্-মালিকুস সালিহ্ তাসায়ি' ইব্ন রাযীক তার রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ইনি তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং নিজের কন্যাকে তার সঙ্গে বিবাহ দেন। মেয়েকে তিনি এত পরিমাণ উপঢৌকন প্রদান করেন যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এ মহিলা তার স্বামী আল-আদেজের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন ইবন ইউসুফ-এর হাতে ৫৬৪ হিজরীতে ফাতিমীদের পতন প্রত্যক্ষ করেন।

এ বছর গাযনার শাসনকর্তা সুলতান আল্-কবীর মৃত্যুবরণ করেন।

খসরুশাহ ইবন মালিক শাহ্

খসরুশাহ্ ইব্ন মালিকশাহ ইব্ন বাহ্রামশাহ ইব্ন মাসঊদ ইব্ন ইবরাহীম্ ইব্ন মাহমূদ ইব্ন সাবুক্তগীন। ইনি ছিলেন রাজপরিবারের সন্তান, যারা বংশপরম্পরায় রাজত্বের উত্তরাধিকারী হতেন। তিনি নেতৃস্থানীয় রাজাদের একজন ছিলেন এবং চরিত্রগুণে ছিলেন সকলের সেরা। তিনি ইল্ম ও আলিমদের ভালবাসতেন। এ বছরের রজব মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই পুত্র মালিকশাহ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু আলাউদ্দীন আল্-হুসায়ন ইবনুল গোরী অভিযান পরিচালনা করে 'গাযনা' অবরোধ করেন। কিন্তু সে নগরী দখলে ব্যর্থ হয়ে তিনি ফিরে যান।

মালিকশাহ্ সুলতান মাহমূদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মালিকশাহ

এ বছর মালিকশাহ ইব্ন সুলতান মাহমূদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মালিকশাহ্ সালজূকী

আসবাহানে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। কথিত আছে যে, এই বিষ প্রয়োগে উযীর আওনুদ্দীন ইব্‌ন হুবায়রার হাত ছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এ বছর হজ্জের আমীর কায়মায ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ আল্-উরজুয়ানী ইনতিকাল করেন। তিনি খলীফার সাথে পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। তাতে তার মগজ গলে কান দিয়ে গড়িয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলেই মারা যান। তিনি শ্রেষ্ঠ আমীরদের একজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মানুষ তাঁর জন্য আক্ষেপ করে। তাঁর জানাযায় বহু মানুষ উপস্থিত হয়। তিনি এ বছরের শাবান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে এ বছর কূফার গভর্নর আমীর বারগাশ লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। তাছাড়া সুলতান নূরুদ্দীনের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি আমীর শেরকো ইব্‌ন শাদীও এ বছর হজ্জ করেন।

এ বছর কাযী যাকিউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইবনুল হাসান আল-কুরাশী দামেশকের বিচারকের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা প্রদান করেন। নূরুদ্দীন তাকে অব্যাহতি দান করেন এবং কাযী কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আশ-শাহারযুরীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। ইনি শ্রেষ্ঠ বিচারকদের একজন ছিলেন এবং অনেক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের জন্য তিনি অনেক সদকায়ে জারিয়া রেখে যান। তিনি আলিম ছিলেন। উমাইয়্যা জামে মসজিদের পশ্চিম চত্বরের যে স্থানটিতে জুমুআর নামাযের পর শাসকমন্ডলী উপবেশন করতেন, সেই 'আশ-শাবাকুল কামালী' তারই নামে নামকরণ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আমীর মুজাহিদুদ্দীন

নাযার ইব্‌ন মামীন আল-কুরদী। তিনি সিরীয় বাহিনীর অগ্রনায়কদের একজন ছিলেন, নূরুদ্দীন-এর আগে ও পরে। তিনি ছারখাদ নগরীতে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি বেশি বেশি সৎকাজ ও দান করতেন। তিনি আল্-খায়মায়নের পাশে অবস্থিত আল্-গাওরিয়ার সন্নিকটে অবস্থিত 'আল্-মাদরাসাতুল মুজাহিদিয়্যা'র ওয়াক্ফকারী। আল্-ফারাদীসুল বারানীর ফটকের অভ্যন্তরে তাঁর আরো একটি মাদরাসা আছে। এটিরও নাম 'আল্-মাদরাসাতুল মুজাহিদিয়্যাহ।' এখানেই তার কবর অবস্থিত। মাক্‌সুরাতুল খিযর জামে মসজিদের বর্ধিত অংশের অভ্যন্তরে তাঁর আরো একটি মাদরাসা আছে, যার নাম 'আস্-সাবউল মুজাহিদী।' এ বছরের সফর মাসে তিনি নিজ বাড়িতে ইনতিকাল করেন। তার জানাযার নামায প্রথমে জামে মসজিদে নিয়ে আদায় করা হয়। পরে তাঁর মাদরাসায় নিয়ে সেখানে বাবুল ফারাদীসের অভ্যন্তরে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে মানুষ দুঃখ প্রকাশ করে।

শায়খ আদী ইব্‌ন মুসাফির

ইনি হলেন আদী ইব্‌ন মুসাফির ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মারওয়ান ইবনুল হাসান ইব্‌ন মারওয়ান আল্-হাকারী। তিনি হলেন 'তায়িফাতুল আদাবিয়্যার' শায়খ। পশ্চিম দামেশকের

'বায়তে-নার' নামক এক পল্লী অঞ্চলে তাঁর জন্ম। পরে বাগদাদে চলে আসনে। এখানে তিনি শায়খ আবদুল কাদের, শায়খ হাম্মাদ-আদ্-দাব্বাস, শায়খ আকীল আল-মাম্বাজী, আবুল ওয়াফা আল্-হাল্ওয়ানী ও আবুন-নাজীর-আস্-সাহ্রাওয়ারদী প্রমুখের সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু পরে নির্জনতা অবলম্বন করে হাকার পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে ৫টি কুঁড়েঘর তৈরি করে নেন। ফলে উক্ত এলাকার লোকেরা তাঁর পরম ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে যায়। এমনকি অনেকে ব্যাপক ও অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি করে ফেলে। অনেকে তো তাকে ইলাহ্ বা আল্লাহ্র অংশীদার পর্যন্ত সাব্যস্ত করে! এহেন অতিরিক্ত ভক্তি-বিশ্বাস মানুষকে ধর্মহীন করে তোলার পথ সুগম করে। এ বছর সেই কুঁড়েঘরে সত্তর বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমীন!

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত

২০১৮-২০১৯—প্র/০৩২.১১.০৩১—(উ)—৫,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]